শেকসপিয়র
রচনা সমগ্র

শেকসপিয়র রচনা সমগ্র

চারশো বছর আগে উইলিয়াম শেক্সপিয়র ইংরেজি সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে উন্মেষ-প্রতিভার ছোঁয়ায় ইংরেজি সাহিত্যকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত হয়ে উঠবার বীজ বপন করেছিলেন। তিনি দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন।

তেমন লেখাপড়ার সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠেনি। গ্রাম থেকে লন্ডন শহরে উপস্থিত হয়ে পেট চালানোর জন্য থিয়েটার কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু করেন। থিয়েটারের কাজ করতে করতে নাটকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'কমেডি অব এররস্' রচনা করেন। এটি মিলনাত্মক। নাটকটি মঞ্চসফল হওয়ায় তাঁকে আর থামতে হয় নি। একের পর এক নাটক লিখে চললেন। যা অভিনবত্বে, সংলাপে এবং চরিত্রচিত্রণে আকর্ষণীয়। অভাবনীয়। বিশেষ করে বিয়োগান্তক। তাঁর মোট নাটকের সংখ্যা ৩৭। যার ভেতর মিলনান্তক ১৬, বিয়োগান্তক ১১ ও ঐতিহাসিক ১০।

শেকসপিয়র রচনা সমগ্র

ভাষান্তর

অজয় দাশগুপ্ত ও অরবিন্দ চক্রবর্তী

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

SHAKESPEARE RACHANA SAMAGRA

[Complete writings of William Shakespeare]

by

Ajoy Dasgupta & Arabinda Chakraborty

First Published
Book Fair, 2005

Current Edition
September, 2009

Price : Rs. 150/- only

ISBN : 81-7332-481-2

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, ২০০৫

সর্বাধুনিক সংস্করণ

সেপ্টেম্বর, ২০০৯

দাম

১৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন,
ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

গার্গী রায়চৌধুরী
দেবোপমা সেনশর্মা
কল্যাণীয়াসু

ভূমিকা

আজ থেকে চারশো চল্লিশ বছর আগে বিশ্বখ্যাত নাট্যকার ও কবি উইলিয়ম শেকসপিয়ার অ্যাভন নদীর তীরে অবস্থিত স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। শেকসপিয়রের শৈশব, লেখাপড়া, নানা বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত। এমনকি তাঁর পিতার জীবিকা সম্পর্কেও তেমন কোনো স্পষ্ট মত জানা নেই। পিতার নাম ছিল জন— তিনি যতদূর ধারণা কৃষিজীবী ছিলেন, মায়ের নাম মেরি। উইলিয়ম ছিলেন পিতামাতার প্রথম সন্তান।

জনশ্রুতি অনুযায়ী শেকসপিয়র বিদ্যার্জনে খুব বেশি সাফল্য লাভ করেননি। শোনা যায়, মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি গ্রামের পরিচিত, তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো এক মহিলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। স্ত্রীর নাম ছিল অ্যানা হ্যাথওয়ে। বিয়ের ছমাস পরেই তাঁদের প্রথম সন্তান সুসানার জন্ম হয়। এর তিন বছর বাদে যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় — একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। শেকসপিয়র যাদের নামকরণ করেন হ্যামনেট ও জুডিথ। সংসারের অভাব-অনটন মেটাতে এরপর উইলিয়ম অর্থান্বেষণে গ্রাম ত্যাগ করে লন্ডনে উপনীত হন।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন নগরে 'দ্য থিয়েটার' নামে এক পেশাদার নাট্যদলে সামান্য এক চাকরি জোগাড় করলেন। এই দলে থাকাকালীন নিয়মিত মহলা দেখতে দেখতে দলের অভিনীত সব নাটকের সব চরিত্রের কথাবার্তা তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, ফলে কোনোদিন কোনো অভিনেতা না এলে তিনি সেই চরিত্রটি যথাযথ অভিনয় করে দিতেন। তাঁর কাজের নতুন এই ভূমিকায় সাফল্য দলের মধ্যে তাঁর প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলল।

নাটক করা ছাড়াও নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজও তাঁর উপর বর্তাল। নতুন এই কাজ করার সময় একটু একটু করে মনের মধ্যে নাটক রচনার প্রতি আগ্রহ জন্মলাভ করল। ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন মিলনাত্মক নাটকের মতো একটি মৌলিক নাটক তাঁর মাথায় এল। প্রথম এই নাটকটির নাম হল 'দ্য কমেডি অব এররস্'।

এই নাটকটি মঞ্চসফল হয়। পরবর্তীকালে বিদেশি বহু ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে সুন্দর একটি উপন্যাস রচনা করেন।

শেকসপিয়ারকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। পরপর বহু বিখ্যাত নাটক তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে এল। সবসুদ্ধ কমেডি ১৬, ট্র্যাজেডি ১১ ও ঐতিহাসিক ১০—মোট সাঁইত্রিশটি নাটক তিনি লেখেন। এই নাটকগুলির মধ্যে বহু নাটকই কালজয়ী হয়েছে, তা সকলেরই জানা। সফল নাট্যকার হিসেবেই শুধু নয় — পৃথিবীর মানুষ

শেকসপিয়রকে জানেন মহাকবি রূপেও। ১৫৯১ থেকে ১৫৯৬-এর মধ্যে তিনি ১৫৪টি সনেট রচনা করেন। যাঁর অনন্যসাধারণ মাধুর্য তাঁকে মহাকবিতে পরিগণিত করিয়েছে।

আজও বিশ্বের বিদগ্ধ মানুষ অবিস্মরণীয় এই প্রতিভার গবেষণা করে তাঁর সম্পর্কে নিত্যনতুন তথ্যের জোগান দিচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বেই মানুষের অন্তর্মনের যে দ্বন্দ্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা ভাবলে অবাক হতেই হয়।

১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনি লন্ডন ছেড়ে আবার তাঁর গ্রামে ফিরে আসেন। তখন তিনি অর্থশালী সফল ব্যক্তি। গ্রামে ফিরে অবশ্য দীর্ঘদিন তিনি বাঁচেননি। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল তিনি মাত্র ৫২ বছর বয়সে প্রয়াত হন। গ্রামের গির্জার লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সূচিপত্র

ঐতিহাসিক **৩৮৫—৫১৮**

অন্যান্য **৫২৩—৫৪২**

সনেট **৫৪৩—৬২৪**

কমেডি

লাভস্ লেবার লস্ট

ফার্দিনান্ড ছিলেন নাভারের রাজা। তিনি ও তার ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধু লর্ড বিরাউন, লর্ড লঙ্গাভিল আর লর্ড ডুমেন — এরা সবাই অবিবাহিত।

তিন বন্ধুর সাথে একদিন বিকেলে বেড়ানোর সময় তাদের উদ্দেশ্য করে রাজা ফার্দিনান্ড বললেন, 'দ্যাখ মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষ চায় এ জীবনে বেঁচে থাকার সময় সে যা সাহস আর বীরত্ব দেখিয়েছে, মৃত্যুর পরও যেন সবাই তা মনে রাখে। তোমরা সবাই আমার কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে তিনবছর আমার কাছে থেকে বিধিনিষেধ মেনে বিদ্যার্জন করবে আর যে ওসব বিধি-নিষেধ ভাঙবে, তাকে নিজের সম্মান নিজেই বিসর্জন দিতে হবে।'

হেসে লঙ্গাভিল বলল, 'আমি আমার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর মোটে তো তিনটে বছর। লিখিত শর্ত অনুযায়ী বললে হয়তো আমার দৈহিক পরিশ্রম বাড়বে তবুও শান্তিতে থাকতে পারব আমি।'

ডুমেন ছিল একজন দার্শনিক। সে বলল সারাজীবন দর্শনের চর্চা করেই কাটিয়ে দেবে অনায়াসেই সে তিনবছর কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিরাউন বলল, রাজার দেওয়া শর্তগুলোর সাথে সে আরও কিছু যোগ করতে চায়। সেগুলি হল, এই তিন বছর সময়ের মাঝে কেউ নারীর মুখ দেখবে না। দিনে-রাতে এক বারের বেশি কেউই আহার করবে না আর সপ্তাহে অন্তত একদিন উপোস করবে। তিনঘণ্টার বেশি ঘুমনো চলবে না। রাতে আর দিনের বেলা বিশ্রামের নামে ঘুমনোও চলবে না। রাজা ফার্দিনান্ড সানন্দে মেনে নিলেন এই শর্তগুলি।

একদিন ফ্রান্সের রাজার পারিষদ লর্ড বয়েত অন্য দুজন পারিষদসহ প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন রাজকুমারীর সাথে। সে সময় রাজকুমারীর তিন সহচরী রোজালিন, মারিয়া আর ক্যাথারিনও ছিল সেখানে।

লর্ড বয়েত বললেন, 'মাননীয়া রাজকুমারী! আপনি মনে রাখবেন নাভারের রাজার সাথে অ্যাকুইতেন হস্তান্তর সম্পর্কিত জরুরি কথাবার্তা বলতেই আপনি এখানে এসেছেন।'

রাজকুমারী বললেন, 'আপনি হয়তো জানেন না লর্ড বয়েত, আগামী তিনবছর রাজা ফার্দিনান্ড শুধু লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। এ সময়ে তিনি কোনও নারীর মুখদর্শন করবেন না। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এ বিষয়ে তাঁর মতামতটুকু জেনে নেবেন। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন এসব আইন কাদের তৈরি?' জানতে চাইলেন রাজকুমারী।

'ওই যে নাভারের তিন লর্ড!' বললেন বয়েত, 'লঙ্গাভিল, ডুমেন আর বিরাউন — ওঁরাই এসব বিধি-নিষেধের সৃষ্টি করেছেন। আর রাজা ফার্দিনান্ড কোনও আপত্তি না জানিয়ে মেনে নিয়েছেন সে সব।'

রাজা ফার্দিনান্ড শুনলেন ফরাসি রাজকুমারী তাঁর সাথে দেখা করতে চান। সে কথায় ফার্দিনান্ড নিজেই এলেন রাজকুমারীর সাথে দেখা করতে। রাজার ব্রত যাতে ভঙ্গ না হয় সেজন্য রাজকুমারী আর তাঁর তিন সহচরী আগেভাগেই নিজেদের মুখে মুখোশ এঁটে নিলেন যাতে তাদের নারী বলে বোঝা না যায়।

ফরাসি রাজকুমারীকে অভিবাদন জানিয়ে রাজা ফার্দিনান্ড এসে বসলেন তার মুখোমুখি। তাকে পাল্টা অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারী শুরু করলেন কাজের কথা। ফরাসি রাজকুমারীকে অ্যাকুইতেন প্রদেশ ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলে বিদায় নিলেন রাজা ফার্দিনান্ড। এবার এগিয়ে এসে রাজকুমারীর সহচরী রোজালিন আর ক্যাথারিনের সাথে যেচে আলাপ করলেন রাজা ফার্দিনান্ডের অন্যতম বন্ধু লর্ড বিরাউন। তিনি চলে যাবার পর রাজকুমারীর আর এক সহচরী মারিয়া তাকে উল্লেখ করলেন বিকারগ্রস্ত বলে।

একদিন ফরাসি রাজকুমারী তার তিন সহচরীর সাথে শিকারে বেরিয়েছেন, এমন সময় লর্ড বিরাউনের বিদূষক কস্টার্ড এসে তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলল তার প্রভু এই চিঠিটা রোজালিনকে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন, মুখ আঁটা খামটা রাজকুমারী তার হাত থেকে নিলেন। খামটা খুলে চিঠি পড়ে দেখলেন রাজকুমারী সেটা একটা প্রেমপত্র। জনৈক ডন আড্রিয়ানা আর্মাডো একটা প্রেমপত্র লিখেছে জ্যাকুইনেতা নামে এক গ্রাম্য বালিকাকে। প্রেমপত্র পড়ে তার ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজকুমারী। তিনি আবেগের সাথে সেটায় চুমো দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি চিঠিটা ফিরিয়ে দিলেন রোজালিনকে।

এদিকে তিন বন্ধুর কারও জানতে বাকি নেই ফরাসি রাজকন্যার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন রাজা ফার্দিনান্ড। একইভাবে তারাও অস্থির হয়ে উঠেছেন রাজকুমারীর তিন সহচরীকে প্রেম নিবেদন করার জন্য। হাতে লেখা চিঠি নিয়ে তারা হন্যে হয়ে বনের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রেয়সীদের। একসময় তারা নিজেরাই ধরা পড়ে গেলেন ফার্দিনান্ডের হাতে। তাঁরা তিনজনেই যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন সে কথা স্বীকার করলেন তাঁরা। সেই সাথে তিন লর্ড এও স্বীকার করলেন যে নারীর মুখ না দেখা, সপ্তাহে একদিন উপোস করা এসব উদ্ভট বিধি-নিষেধ আরোপ করে তারা প্রতারণা করেছেন যৌবনের সাথে। তাদের সাথে রাজাও একবাক্যে স্বীকার করলেন নারীই পুরুষের প্রেরণাদাত্রী, নারীই এনে দেয় পুরুষের পৌরুষত্ব। এবার ফরাসি রাজকুমারী ও তার তিন সহচরীর মন জয় করতে তাদের রাশি রাশি দামি উপহার পাঠাতে লাগলেন ফার্দিনান্ড ও তার তিন লর্ড। কিন্তু রাজকুমারী ও তার তিন সহচরী একে নিছক মজা বলেই ধরে নিলেন। অনন্যোপায় হয়ে রাজা ফার্দিনান্ড ও তার তিন লর্ড সরাসরি প্রেম নিবেদন করে বসলেন ফরাসি রাজকুমারী ও তার তিন সহচরীকে। রাজকুমারী বললেন নিজের শপথ ভেঙে রাজা যে অন্যায় করেছেন সে জন্য তিনি তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন। তিনি ফার্দিনান্ডকে বললেন বনে গিয়ে একটানা বারো মাস কঠোর তপস্যা করতে। বারো মাস তপস্বী জীবন যাপন করার পরও যদি তার প্রেমের অনুভূতি বজায় থাকে, তাহলে তিনি যেন ফিরে এসে তাকে নতুনভাবে প্রেম নিবেদন করেন। রাজকুমারী কথা দিলেন তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে গ্রহণ করবেন। রাজকুমারী আরও বললেন, ইতিমধ্যে তার বাবা মারা গিয়েছেন। এই বারোমাস তিনি এক নির্জন ঘরে নিজেকে আটকিয়ে রেখে পিতৃশোক পালন করবেন।

রাজা ফার্দিনান্ড বললেন রাজকুমারীর নির্দেশ পালন করতে তাঁর অবশ্যই কষ্ট হবে, তবুও তিনি যে তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে কথা মনে রেখে এ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারবেন।

তিন লর্ডের প্রেমের আহ্বানে রাজকুমারীর তিন সহচরীও অনুরূপ শর্ত আরোপ করলেন। রোজালিন লর্ড বিরাউনকে বললেন তিনি যদি একবছর আর্তের সেবায় কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি লর্ড বিরাউনকে গ্রহণ করতে রাজি আছেন

ক্যাথারিন লর্ড ডুমেনকে বললেন তিনি যদি বারোমাসের মধ্যে সুন্দর স্বাস্থ্য, সততা আর একমুখ দাড়ি এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনি তাকে গ্রহণ করতে রাজি আছেন

মারিয়া অবশ্য অন্যদের মতো লর্ড লঙ্গাভিলের উপর কোনও শর্ত আরোপ না করে বললেন, রাজকুমারীর সহচরী হিসেবে তাকেও একবছর কালো পোশাক পরে থাকতে হবে একবছর পর তিনি কালো পোশাক ত্যাগ করে লর্ড লঙ্গাভিলকে গ্রহণ করবেন।

রাজকুমারী তার সহচরীদের সাথে বিদায় নেবার সময় লর্ড বিরাউন তাদের বললেন, এক বছর সময় খুব কম না হলে পরে সেটা মিলনাত্মক হবে এই আশায়, তাঁরা হাসিমুখেই কাটিয়ে দেবেন সে সময়টা।

রাজকুমারী ও তার তিন সহচরী এবং রাজা ফার্দিনান্ড ও তার তিন লর্ড সবাই পরস্পরের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিলেন

পেরিক্লিস, দ্য প্রিন্স অব টায়ার

চারদিক দিয়ে সারি সারি পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটি রাজ্য নাম অ্যান্টিওক সে দেশের রাজার নাম অ্যান্টিওকাস। রাজা ঠিক করেছেন তার রূপসি মেয়ের বিয়ে দেবেন। সেই অপরূপা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তর থেকে রাজা আর রাজপুত্ররা এসে সমবেত হয়েছেন আন্টিওকে এখানে এসেই তারা শুনলেন বিয়ের এক অদ্ভুত শর্তের কথা শর্তটা এই যে রাজকন্যার ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে পারবে, রাজকন্যা তাকেই বিয়ে করবেন। আর ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারলে মৃত্যুদণ্ড হবে। রাজকন্যাকে বিয়ে করতে এ যাবত কত না রাজা ও রাজপুত্র এসেছে তার ঠিক নেই তবে ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পেরে তারা কেউ আর প্রাণে বাঁচেনি।

এবার টায়ারের রাজা পেরিক্লিস এলেন রাজা অ্যান্টিওকের সেই অসামান্যা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে। রাজকুমারীর ধাঁধার সঠিক জবাব দিতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে সে কথা নিজমুখে তাকে বলে দিলেন রাজা অ্যান্টিওকাস মৃত্যুতে ভয় নেই পেরিক্লিসের। তাই এই ভয়ানক শর্তের কথা শুনেও তিনি রাজি হলেন সরাসরি রাজকন্যার সাথে দেখা করতে এরপর অ্যান্টিওকাসের আর বলার কিছুই রইল না। তাঁর আদেশে অন্দরমহলের প্রহরীরা রাজকুমারীকে নিয়ে এসে হাজির করল পেরিক্লিসের সামনে। রাজকন্যার এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। রক্ত-মাংসে গড়া কোনও মেয়ে যে এত সুন্দরী হতে পারে তা জানতেন না তিনি জীবনে এরূপ সৌন্দর্যবতী যুবতির মুখোমুখি হননি তিনি

রাজকুমারীর একজন সহচরী বললেন 'মহারাজ! এবার আমাদের রাজকুমারী আপনাকে একটি ধাঁধা বলবেন তার সঠিক জবাব দিতে হবে আপনাকে। জবাব সঠিক না হলে তার পরিণতি অবশ্যই আপনার জানা আছে প্রহরীরা আপনাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে আর জল্লাদ এককোপে আপনার মুণ্ডুটা কেটে ফেলবে। এবার বলুন আপনি কি ধাঁধা শুনতে রাজি আছেন?'

পেরিক্লিস বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না বারবার একই শর্তের কথা বলে লাভ কি তোমাদের রাজকুমারীকে বল ধাঁধাটা শুনিয়ে দিতে।'

রাজকুমারী ধাঁধাটি শুনিয়ে দিলেন। মাথা খাটিয়ে বুদ্ধিমান পেরিক্লিস তার অর্থ ঠিকই বের করলেন তবে তা এতই নোংরা যে কথায় তা প্রকাশ করা যায় না ধাঁধার সঠিক অর্থ হল অ্যান্টিওকাস তার সুন্দরী মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। পেরিক্লিসের বুঝতে বাকি রইল না এই রূপসী রাজকন্যা আসলে এক ব্যভিচারিণী নারী

ধাঁধার সঠিক জবাব পেরিক্লিস বুঝতে পেরেছেন জেনে রাজা অ্যান্টিওকাস ভয় পেয়ে গেলেন পাছে মেয়ের কুকর্মের কথা জেনে পেরিক্লিস তার মেয়েকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, উলটে সবাইকে জানিয়ে দেবেন তার চরিত্রহীনতার কথা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ অ্যান্টিওকাস। ধাঁধার সঠিক অর্থ খুঁজে বের করার পর তার বেঁচে থাকাটা যে রাজার কাছে বিপজ্জনক সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন পেরিক্লিস তাই রাজা কিছু টের পাবার আগেই তিনি অ্যান্টিওক ছেড়ে পালিয়ে

এলেন নিজ রাজ্য টায়ারে। পেরিক্লিসের পালিয়ে যাবার খবর শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন অ্যান্টিওকাস। তিনি স্থির করলেন পেরিক্লিস কোনও কিছু রটিয়ে দেবার আগেই তিনি তাকে হত্যা করবেন। অ্যান্টিওকাস তার সভাসদ থেলিয়ার্ডকে ডেকে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনি টায়ারে চলে যান। সেখানে গিয়ে সবার অগোচরে বিষপ্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা করুন পেরিক্লিসকে। সঠিক ভাবে কাজটা না করতে পারলে আপনিও বাঁচবেন না। দেশে ফিরে এলেই আপনার শিরশ্ছেদ করা হবে।'

প্রাণ নিয়ে অ্যান্টিওকাসের রাজ্য থেকে ফিরে এলেও শান্তি নেই পেরিক্লিসের মনে। কারণ অ্যান্টিওক থেকে টায়ার অনেক ছোটো রাজ্য। ইচ্ছে করলেই সেখানকার রাজা যে কোনও সময় তার বিশাল বাহিনী নিয়ে টায়ার আক্রমণ করতে পারেন। পেরিক্লিস জানেন সেরূপ কিছু ঘটলে তিনি তার দেশ ও প্রজাদের রক্ষা করতে পারবেন না — কারণ তার এমন সৈন্যবাহিনী নেই যা অ্যান্টিওকাসের আক্রমণ ঠেকাতে পারে। পেরিক্লিস তার প্রধান অমাত্য হেলিকেনাসকে আদেশ দিলেন, 'আপনি এখনই বন্দরে গিয়ে সেখানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করুন। দূর থেকে কোনও যুদ্ধজাহাজের মাস্তুল দেখা গেলেই আমায় সংবাদ দেবেন। যাবার আগে সেনাপতিকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। রাজার নির্দেশ শুনে চমকে উঠলেন হেলিকেনাস। তিনি বুঝতে পারলেন কোনও কারণে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রাজার মনে। আসল ব্যাপারটা কী তা জানার জন্য তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রাজার মুখের দিকে।

তা দেখে উত্তেজিত হয়ে পেরিক্লিস বললেন, 'কী ব্যাপার। আমার কথা শুনতে পাননি আপনি? বললাম সেনাপতিকে ডেকে আনুন। তা না করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি কি দেখছেন?'

হেলিকেনাস উত্তর দিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার একজন অনুগত অমাত্য। আমার কাজ রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। আমি লক্ষ করছি অ্যান্টিওক থেকে ফিরে আসার পর থেকে আপনি ভীষণ মানসিক অশান্তির মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। মনে হচ্ছে কোনও কারণে আপনি ভয় পেয়েছেন — সর্বদাই একটা আতঙ্কের মাঝে সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন মহারাজ। আপনি যদি বিশ্বাস করে আমায় সব কথা খুলে বলেন, তাহলে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখব কীভাবে আপনাকে এই সংকট থেকে মুক্ত করা যায়।

হেলিকেনাসের কথায় ভরসা পেয়ে অ্যান্টিওকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা তাকে খুলে বললেন রাজা। তিনি বললেন, 'অ্যান্টিওকাসের মধ্যে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে নিজের মেয়ের সাথে তার ব্যভিচারের কথাটা আমি চারদিকে রটিয়ে দেব। আমি জানি চুপচাপ বসে থাকার লোক নন উনি। যে কোনওভাবেই হোক টায়ারে উনি আঘাত হানবেনই। বুঝলেন হেলিকেনাস, সে সব কথা ভেবেই ভয় পাচ্ছি আমি। এখন আপনিই বলুন আমি কি করব।'

'আপনি যা ভাবছেন তা মোটেই অলৌকিক নয় মহারাজ' বললেন হেলিকেনাস। 'টায়ার যদি উনি আক্রমণ নাও করেন তাহলেও তিনি একবার না একবার আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করবেন। আমার পরামর্শ যদি চান তাহলে বলি কি আপনি কিছুদিনের জন্য এ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিন। আপনি এখানে নেই জানলে আপনার উপর অ্যান্টিওকাসের যে রাগ জমে আছে তা স্বাভাবিকভাবেই উবে যাবে। এমনও হতে পারে আপনার অনুপস্থিতিতে তার মতো অহংকারী রাজা মারা গেলেন। যাই হোক আপনি যোগ্য লোকের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে

কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যান। আমি কথা দিচ্ছি দেহের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে যাব

পেরিক্লিস বললেন 'ঠিক আছে, আপনার পরামর্শও আমি কিছুদিনের জন্য টায়ার ছেড়ে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে এ রাজ্য আপনিই পরিচালনা করবেন আমি যেখানেই থাকি না কেন, চিঠিপত্রের মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব

এবার হেলিকেনাসকে টায়ারের শাসক পদে নিযুক্ত করে রাজা পেরিক্লিস তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর প্রচুর খাবার-দাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে চেপে পাড়ি দিলেন অজানার পথে পরদিন নতুন দায়িত্ব নিয়ে রাজসভায় এলেন হেলিকেনাস সমবেত অমাত্য এবং সভাসদদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন, কোনও বিশেষ কারণে নিজের অজান্তে আমাদের রাজা পেরিক্লিস অন্যায় আচরণ করে ফেলেছেন অ্যান্টিওকের রাজা অ্যান্টিওকাসের প্রতি সে আচরণের জন্য রাজা নিজে খুব অনুতপ্ত। অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ তিনি স্বালাসির বেশে সমুদ্রপথে কোনও এক অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করেছেন বন্ধুগণ আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ অবস্থায় রাজার জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই অনুগ্রহ করে আপনারা তার অন্যায় আচরণ বা তার অনুতাপের বিষয়ে আমায় কোনও প্রশ্ন করবেন না যাবার সময়ে তিনি তার অনুপস্থিতিতে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন সময় অভাবে তিনি আপনাদের সবাইকে আলাদা করে এ ব্যাপারে কিছু বলে যেতে পারেননি '

এসব কথা হেলিকেনাস যখন তার সতীর্থ অমাত্য আর সভাসদদের বলছিলেন, সে সময় সেখানে এসে হাজির হলেন অ্যান্টিওকাসের প্রধানমন্ত্রী থেলিয়ার্ড উদ্দেশ্য বিষপ্রয়োগে রাজা পেরিক্লিসকে হত্যা করা পেরিক্লিসের চলে যাবার কথা শুনে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি অ্যান্টিওকে ফিরে গিয়ে রাজাকে এ কথা জানালে নিশ্চয়ই তিনি তার প্রাণ নেবেন না ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি

সভাসদদের অভিবাদন জানিয়ে থেলিয়ার্ড বললেন, 'রাজা অ্যান্টিওকাসের দূত হিসেবে আমি এক জরুরি বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছি রাজা পেরিক্লিসের জন্য এসে শুনি তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন দেশে ফিরে গিয়ে আমি রাজাকে সে কথাই বলব

হেলিকেনাস বললেন, 'রাজার জন্য যে বিশেষ বার্তা আপনি বয়ে নিয়ে এসেছেন তা জানতে আমরা আগ্রহী নই তবে আপনি আমাদের সম্মানীয় অতিথি অনুগ্রহ করে আজকের দিনটা থেকে গেলে আমরা খুব খুশি হব

তাদের কথা রাখতে শুধু সেদিনের রাতটুকু টায়ারের প্রাসাদে অতিথি হয়ে কাটালেন থেলিয়ার্ড পরদিন সকালে অ্যান্টিওকে চলে গেলেন তিনি

একসময় টায়ারের অন্তর্ভুক্ত থার্সাস নগরী এতই সমৃদ্ধিশালী ছিল যে সেখানে কখনও খাদ্যাভাব হয়নি দুঃখ যে কী তা সেখানকার লোকেরা কখনও অনুভব করেনি নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাবার পর থার্সাসের উৎপাদিত ফসল পাঠিয়ে দেওয়া হত আশে পাশের শহরে কিন্তু সেই থার্সাসেই একদিন দেখা দিল অনাবৃষ্টি বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল ফলল না ক্ষেতে ফলে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিল সেখানে খাদ্য জোগাড় করতে সেখানকার লোকেরা ঘর বাড়ি গোরু-ঘোড়া সব কিছু বিক্রি আরম্ভ করল কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে। শেষমেশ এমন অবস্থা দাঁড়াল থার্সাসে যে

ভিক্ষা দেবার লোকও রইল না সেখানে। ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খেতে শুরু করল সেখানকার লোকেরা। ফলস্বরূপ দেখা দিল মহামারী। কুকুর বেড়ালের মতো বিনি চিকিৎসায় মরতে লাগল থার্সাসের লোকেরা।

থার্সাসের মানুষদের এই চরম দুঃখ-দুর্দশা দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন সেখানকার শাসনকর্তা ক্লিওন। অনেক ভেবেচিন্তেও তিনি হদিস পেলেন না কীভাবে প্রজাদের দুর্দশা দূর করা যায়।

থার্সাসের লোকদের যখন এই অবস্থা, সে সময় কয়েকজন অনুচরসহ জাহাজে চেপে সেখানে এসে হাজির হলেন রাজা পেরিক্লিস। তিনি রাজাকে অভিবাদন করে বললেন, 'থার্সাসে যে দুর্ভিক্ষ চলছে সে খবর আমি আগেই পেয়েছি। তাই আমি জাহাজে করে তাদের জন্য প্রচুর খাদ্য শস্য নিয়ে এসেছি। এতে অন্তত কিছুদিনের জন্য তাদের খাদ্যাভাব মিটবে। তবে এর বিনিময়ে আমার কিছু চাইবার আছে মহারাজ।'

রাজা ক্লিওন বললেন, 'যখন খাদ্যাভাবে আমার লোকেরা শেয়াল কুকুরের মতো মরছে, সে সময় আপনি তাদের জন্য জাহাজভর্তি খাবার নিয়ে এসেছেন। এর বিনিময়ে আমার যদি কিছু করার থাকে তা আমি আগুই করব। আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন কী চাই আপনার।'

'বিশেষ কিছু নয় মহারাজ', বললেন রাজা পেরিক্লিস, 'এই কয়েকজন অনুচরসহ আমি কিছুদিন আপনার রাজ্যে থাকতে চাই।'

'এ আর এমন কী! আপনার যতদিন ইচ্ছে থাকুন এখানে। আমি বরঞ্চ খুশিই হব তাতে' বললেন রাজা ক্লিওন, 'আমি আপনাকে যে কোনও রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

পেরিক্লিস কিছুদিন কাটালেন থার্সাসের রাজা ক্লিওনের রাজপ্রাসাদে। এর মাঝে তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছিলেন অমাত্য হেলিকেনাসের সাথে। তার একটা চিঠিতেই পেরিক্লিস জানতে পারলেন কিছুদিন আগে তাকে হত্যা করার জন্য রাজা অ্যান্টিওকাস তার মন্ত্রী থেলিয়ার্ডকে টায়ারে পাঠিয়েছিলেন। তার নিরুদ্দেশ যাত্রার খবর শুনে অ্যান্টিওকে ফিরে গেছেন থেলিয়ার্ড। খবরটা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলেন পেরিক্লিস। কারণ তিনি এখানে আছেন জানতে পারলে অ্যান্টিওকাস আবার লোক পাঠাবেন তাকে হত্যা করতে। তাই রাজা ক্লিওনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চেপে পুনরায় যাত্রা করলেন অজানার উদ্দেশে।

থার্সাস ছেড়ে যাবার পর দুটো দিন ভালোভাবেই কাটল। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে ঘন মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। কিছুক্ষণ বাদেই শুরু হল তুমুল ঝড় বৃষ্টি। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল হাওয়ার দাপটে। ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়ল জাহাজের মাস্তুল। পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু ঢেউগুলো জাহাজটাকে নিয়ে যেন ছেলেখেলা করতে লাগল। অশান্ত সমুদ্রের সাথে পাল্লা দিতে দিতে এক সময় জাহাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাজা পেরিক্লিস ভাঙা জাহাজের একটা বড়ো টুকরো আঁকড়ে ধরে অসহায়ভাবে ভাসতে লাগলেন সমুদ্রে। বহুক্ষণ এভাবে কাটাবার পর সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ তাকে এনে ফেলল কূলে। একটানা অশান্ত সমুদ্রের সাথে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন পেরিক্লিস। কূলে আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

জ্ঞান এলে তিনি দেখলেন ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। রাতের অন্ধকার দূর হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঝড়ের তাণ্ডবে ভাঙা জাহাজের সাথে সাথে তার অনুচররাও যে কে কোথায় চলে গেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু এভাবে জলের ধারে হাত পা ছড়িয়ে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। তাছাড়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে এসেছে।

যে করেই হোক তাকে বাঁচতে হবে এই আশা নিয়ে সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন পেরিক্লিস একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে সমুদ্রকে রেখে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চললেন তিনি বেলা বাড়ার সাথে সাথে সূর্যের তেজ বাড়তে লাগল। বহুদূর হাঁটার পরও কোনও লোকালয়ের দেখা মিলল না সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর উঠে বসেছে, সে সময় দেখা মিলল একদল জেলের ঝড় বৃষ্টির পর তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল এখন তারা ঘরে ফিরছে বড়ো বড়ো জাল আর মাছ নিয়ে জলে ভেজা কাপড় চোপড় পরা পেরিক্লিসকে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জানতে চাইল তার পরিচয় পেরিক্লিস তার আসল পরিচয় ইচ্ছে করেই গোপন করলেন তাদের কাছে তিনি তাদের বললেন যে তিনি একজন বণিক। ঝড়ের তাণ্ডবে জাহাজডুবির ফলে সর্বস্ব হারিয়ে তিনি এসে পড়েছেন এই অজানা দ্বীপে তার দুঃখের কথা শুনে সমবেদনা জানাল জেলেরা তারা তাকে সাথে নিয়ে চলল নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য যেতে যেতেই পেরিক্লিস তাদের কাছে শুনতে পেলেন এই শহরের নাম পেন্টাপোলিস — এটি গ্রিসের অন্তর্গত। এর রাজার নাম সাইমোনাইডিস সুশাসন আর বিচক্ষণতার জন্য প্রজারা তাকে আদর করে বলে 'মহান সাইমোনাইডিস' তার এক মেয়ে আছে— নাম থাইসা সে যেমন রূপসি তেমনি গুণবতী

জেলেদের কথা বার্তায় সূত্র থেকেই পেরিক্লিস জানতে পারলেন আগামীকাল মেয়ে থাইসার জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করেছেন রাজা সাইমোনাইডিস দূর দূর দেশ থেকে রাজা, রাজপুত্র আর নাইটরা এসে হাজির হবেন সেই উৎসবে তাদের মধ্যে যিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন রাজকন্যা নিজে পুরস্কৃত করবেন তাকে এ কথা শুনে খুবই দুঃখ পেলেন তিনি ভাগ্য বিপর্যয় না হলে হয়তো এ উৎসবে তিনি আমন্ত্রিত হতেন।

কিছুক্ষণ বাদে জেলেদের মধ্যে একজন তার জালের মধ্য থেকে একটা জং-ধরা লোহার বর্ম বের করে সবাইকে দেখিয়ে বলল, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সে সেটা পেয়েছে। বর্মটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন পেরিক্লিস ভালো করে সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে মনে মনে বললেন, 'আরে! এটাই তো আমার বাবার দেওয়া সেই বর্ম বর্মটা দেবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন এই বর্মটা আমি তোকে দিয়ে গেলাম বর্মটা যখন তুমি পরবে তখন এও আমার মতো তোমার প্রাণ বাঁচাবে বাবার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী সব সময় এই বর্মটা পরতাম। ঝড়ের সময় এটা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে দেখছি সমুদ্র এটা আমায় ফিরিয়ে দিয়েছে।' যার জালে বর্মটা উঠেছে, পেরিক্লিস তার কাছে সেটা ভিক্ষে চাইলেন। তিনি জেলেকে বললেন, ভাই বর্মটা তুমি আমায় ভিক্ষে দাও ওটা একসময় এক রাজার ছিল ওটা পড়লে আমায় বড়ো লোকের মতো দেখাবে তুমি আমায় রাজপ্রাসাদের পথটা দয়া করে দেখিয়ে দাও আমি কথা দিচ্ছি সময় সুযোগ এলে আমি অবশ্যই এর যোগ্য প্রতিদান দেব'

সেই জেলে বলল, 'তাহলে তুমি ঠিক করেছ রাজপ্রাসাদে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা হবে তাতে তুমি যোগ দেবে?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ ওখানে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমি আমার পারদর্শিতা দেখাব, সায় দিয়ে পেরিক্লিস বললেন

জেলে বলল বেশ সমুদ্রের অতল থেকে তুলে আনা এই বর্ম পরে যদি তোমার ভাগ্য ফেরে, তাহলে আমাদের কথা কিন্তু ভুলে যেও না '

পেরিক্লিস বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি তেমন সুদিন এলে আমি অবশ্যই তোমাদের কথা মনে রাখব তবে শুধু বর্ম হলে তো হবে না, প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হলে একটা ঘোড়াও দরকার আমার

'সেজন্য ভেব না তুমি', আশ্বাস দিয়ে তাকে বলল জেলেরা, 'প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক আর ঘোড়ার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি তুমি এবার তৈরি হও

তোমরা যে আমার কী উপকার করলে তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না বললেন পেরিক্লিস, 'ঈশ্বর তোমাদের ভালো করুন'।

এবার তার বাবার দেওয়া জং ধরা লোহার বর্ম পরিধান করে জেলেদের জোগাড় করা তেজী ঘোড়ায় চেপে যথাসময়ে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন পেরিক্লিস রাজার মেয়ে থাইসার জন্মদিন উপলক্ষে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে রাজপ্রাসাদের চারদিকটা এ উপলক্ষে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে তাতে যোগ দেবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন, রাজা, রাজপুত্র আর নাইটরা। প্রাসাদ প্রাঙ্গণের একদিকে বসেছেন তারা বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের ঘোড়াগুলির দেখভাল করছেন সহিসেরা এতসব আয়োজন দেখে বল-ভরসা পেলেন পেরিক্লিস। প্রাসাদের বাইরে একটা খুঁটিতে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে অভ্যাগতদের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি কিছুক্ষণ বাদে চড়া সুরে বেজে উঠল বাজনা ধীর পায়ে কন্যা থাইসার হাত ধরে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এলেন রাজা সাইমোনাইডিস। তাদের অভ্যর্থনা জানাতে সমবেত অতিথিরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রাসাদের একপাশে তৈরি হয়েছে একটা সুসজ্জিত মঞ্চ সেখানে দুটি আসনে পাশাপাশি বসলেন তারা সুন্দরী থাইসার পরনে ঢিলেঢালা রেশমের পোশাক, কানে গলায় হাতে দুর্লভ হিরে মণিমুক্তাখচিত অলংকার। রাজা তাঁর নিজ আসনে বসে সৌজন্য সহকারে হাত নাড়ার পর সবাই তার নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন।

এবার রাজার নির্দেশে শুরু হল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্পার্টা থেকে এসেছেন একজন নাইট যার ঢালের গায়ে আঁকা রয়েছে একটা ছবি আর উদ্ধৃতি। রাজা নিজে সেটা পড়ে শোনালেন মেয়েকে, তাতে লেখা 'সেই তোমাকে প্রকৃত ভালোবাসে যে তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারে '

এরপর এলেন দ্বিতীয় নাইট যিনি আদতে ম্যাসিডনের রাজপুত্র তিনি দেখালেন কীভাবে নারীর কাছে হেরে গেলেন একজন নাইট

এরপর কয়েকজন নাইট একে একে মঞ্চে উঠে তাদের খেলা দেখালেন সব শেষে এলেন পেরিক্লিস — তিনি হলেন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ নাইট তাকে চিনতে না পারলেও তার আচার আচরণ তার গম্ভীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন রাজা সাইমোনাইডিস

পেরিক্লিসকে দেখে মন্তব্য করলেন রাজকুমারী থাইসা 'এ নাইটকে দেখে মনে হচ্ছে ইনি যেন একটা শুকিয়ে যাওয়া গাছ, যার মাথায় কোনওমতে টিকে আছে কয়েকটা সবুজ পাতা

মেয়ের কথা কানে যেতেই বলে উঠলেন রাজা, 'একে দেখেই বুঝতে পারছি চরম দুর্দশার মাঝেও কঠোর সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন ইনি তোমার সাহায্যে তার দুর্ভাগ্যকে জয় করার আশা নিয়েই এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসেছেন ইনি।'

একজন সভাসদ আবার আড়চোখে পেরিক্লিসের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সাথে মন্তব্য করলেন, 'দেখে তো মনে হয় না' কখনও যুদ্ধে গেছেন লোকটা একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন '

সভাসদদের কথা শুনে রাজা সাইমোনাইডিস বলে উঠলেন, 'বাইরের চেহারা দেখে কাউকে বিচার করার অর্থ নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক সবাই এসে গেছেন, আশা করি আপনারা এবার সংযত হবেন। চলুন, গ্যালারিতে যাই আমরা।'

নিজের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন রাজা সাইমোনাইডিস। তাঁর পাশের আসনে বসলেন রাজকুমারী থাইসা। অভ্যাগত সবাই যে যার আসনে গিয়ে বসলেন। এবার অভ্যাগতদের খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন রাজা। খানিকবাদে তাঁর নজর পড়ল পেরিক্লিসের উপর। দুঃখ দুর্দশার চাপে তাঁকে ক্লান্ত দেখালেও বীরের মতো ব্যক্তিত্ব আর রাজার মতো সুন্দর মুখশ্রী ভীষণভাবে আকৃষ্ট করল রাজাকে।

দূর থেকে ইশারায় পেরিক্লিসকে দেখিয়ে রাজা চাপা স্বরে তাঁর মেয়েকে বললেন, 'ওই যুবকও যে আজকের অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল সে কথা বেশ মনে আছে আমার। আমি বুঝতে পারছি না এত আনন্দের মাঝেও কেন ওকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মনে হয় আমাদের কোনও আচরণে হয়তো উনি দুঃখ পেয়েছেন। যাই হোক, তুমি এক কাজ কর। তুমি নিজে একপাত্র সুস্বাদু সুরা নিয়ে গিয়ে ওকে পরিবেশন কর। সেই সাথে ওর নাম, পরিচয় সবকিছু জেনে নিও।'

রাজার নির্দেশে একপাত্র সুস্বাদু সুরা নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে তা পেরিক্লিসকে পরিবেশন করলেন থাইসা। সেই সাথে জানতে চাইলেন তাঁর নাম ধাম ও পরিচয়। হাসিমুখে থাইসার দেওয়া সুরা হাতে নিয়ে পেরিক্লিস বললেন, 'আমার নাম পেরিক্লিস। আমি টায়ার রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। সবরকম কলা এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী আমি। একদল যাত্রীর সাথে সমুদ্রপথে এক দুঃসাহসিক অভিযানে পাড়ি দিয়েছিলাম আমি। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে জাহাজডুবি হয়ে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে সবাই। করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় একমাত্র আমিই ভাসতে ভাসতে এ দেশের উপকূলে এসে পড়েছি।'

রাজকুমারী থাইসা খুবই দুঃখ পেলেন পেরিক্লিসের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা শুনে। ফিরে এসে বাবাকে বললেন, 'বাবা! উনি টায়ার রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। নাম পেরিক্লিস। সব রকম কলা এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী উনি। ঝড়ের দাপটে জাহাজডুবি হয়ে সবাই সমুদ্রের অতলে ডুবে গেছে। একমাত্র উনিই ভাসতে ভাসতে আমাদের দেশের উপকূলে এসে পৌঁছেছেন।' মেয়ের মুখে সবকিছু শুনে রাজাও খুব দুঃখ পেলেন। তিনি মেয়েকে কথা দিলেন যে ভাবেই হোক পেরিক্লিসের দুঃখ, দুর্দশা মোচন করবেন। এবার অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য রাজার অনুরোধে সবাই মহিলাদের সাথে নিয়ে শুরু করলেন সৈনিক নৃত্য। রাজা নিজেও যোগ দিলেন নাচের আসরে। কিছুক্ষণ বাদে পেরিক্লিসের সামনে রাজা বললেন, 'আমি তো শুনেছি টায়ারের লোকেরা মেয়েদের সাথে ভালো নাচতে পারে। খুব খুশি হব আপনি যদি আমাদের সাথে নাচে যোগ দেন।' রাজার অনুরোধ এড়াতে না পেরে পেরিক্লিসও মহিলাদের সাথে নাচতে শুরু করলেন। অনুষ্ঠান শেষে পেরিক্লিসের নাচের ভূয়সী প্রশংসা করে সবাইকে সেদিনের মতো বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেলেন রাজা।

এবারে নজর ফেরানো যাক পেরিক্লিসের নিজ রাজ্য টায়ারের ঘটনাবলির দিকে। আগেই বলা হয়েছে নিজ রাজ্য ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি দেবার আগে তিনি শাসনভার সঁপে দিয়ে এসেছিলেন তাঁর মন্ত্রী হেলিকেনাসের উপর। হেলিকেনাস তার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করলেও

'রাজা কোথায় আছেন, কবে ফিরবেন' এজাতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায়ই হতে হয় তাঁকে একদিন প্রাসাদের সভাকক্ষে এসকেস নামক জনৈক সভাসদ ওই জাতীয় প্রশ্ন করলেন তাঁকে কথায় কথায় সেদিন নানা প্রসঙ্গ উঠল। হেলিকেনাস সভাসদদের জানালেন যে অ্যান্টিওকের ব্যভিচারী রাজা ও তার মেয়ে উভয়েই বাজ পড়ে মারা গেছে কিছুদিন আগে অ্যান্টিওকাস নাকি তার মেয়েকে নিয়ে রথে চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন সে সময় তাদের উপর বাজ পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয় তাদের দেহ এভাবেই নিজেদের পাপের সাজা পেলেন তাঁরা। হয়তো ঈশ্বর এ ভাবেই পাপীদের শাস্তি দেন। হেলিকেনাসের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এসকেস তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এভাবে পাপিষ্ঠ রাজাকে শাস্তি দেবেন ঈশ্বর এর পরই অন্যান্য সভাসদরা 'রাজা পেরিক্লিস কোথায় আছেন? তিনি ফিরে আসবেন কিনা?' এ জাতীয় প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলতে লাগলেন হেলিকেনাসকে অনেকে আবার এও বললেন রাজা পেরিক্লিস আর বেঁচে নেই এবং সে কথা ইচ্ছে করেই তাদের জানাননি হেলিকেনাস। তাদের বক্তব্য, এই যদি প্রকৃত পরিস্থিতি হয় তাহলে হেলিকেনাস যেন টায়ারের সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসনের ভার নিজ হাতে তুলে নেন তাঁরা হেলিকেনাসকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি সিংহাসনে বসলে সবাই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন তাঁকে

কিন্তু সিংহাসনে বসতে মোটেই আগ্রহী নন হেলিকেনাস। তিনি সবিনয়ে সভাসদদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন যারা রাজা পেরিক্লিসকে সত্যিই ভালোবাসেন, তারা যেন দেশ এবং রাজার স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্তত এক বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন যদি এই সময়ের মধ্যে রাজা পেরিক্লিস ফিরে না আসেন তাহলে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বয়সে রাজ্য শাসনের ভার নিজের হাতে তুলে নেবেন তিনি সভাসদদের এটা পছন্দ না হলে তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো একজনকে বেছে নিয়ে তার হাতে টায়ারের শাসনভার তুলে দিতে পারেন তিনি তাদের এও বললেন তাদের প্রিয় রাজা পেরিক্লিস মারা গেছেন বলে যারা ধারণা করছেন, তেমন কোনও দুর্ঘটনার কথা জানা নেই তার।

হেলিকেনাসের কথা শেষ হতেই সভাসদরা একবাক্যে জানালেন তাঁরা তাঁর মত অনুযায়ী চলতে ইচ্ছুক, তাঁরাও তাঁর মতো ভালোবাসেন রাজাকে একথা জেনে হেলিকেনাস আশ্বস্ত হলেন যে তাঁর উপর সভাসদদের আস্থা আগের মতোই অটুট আছে

রাজা সাইমোনাইডিস বসে রয়েছেন তাঁর পেন্টাপলিসের রাজপ্রাসাদে তাঁর আমন্ত্রণে দেশ বিদেশ থেকে যে সব রাজা, রাজপুত্র আর নাইটরা এসেছেন, তাঁরা সবাই জানেন তাঁদেরই একজনের সাথে রাজকুমারীর বিয়ে দেবেন রাজা হঠাৎ সে সময় রাজকুমারী থাইসা তাঁর বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন যে বাবার পছন্দমতো কাউকে বিয়ে করা এ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর পাশাপাশি থেইসা কাকে বিয়ে করতে চান সে কথাও জানিয়েছেন বাবাকে মেয়ের লেখা চিঠিটা পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন রাজা

সকালবেলা প্রাসাদে বসে মেয়ের লেখা চিঠিটা মন দিয়ে পড়ছিলেন রাজা, সেই সময় থেইসাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নাইটরা এলেন রাজার কাছে তাদের দেখে চিঠি থেকে মুখ তুলে রাজা বললেন 'মাননীয় নাইটগণ আমি খুব দুঃখিত যে আমার মেয়ে থাইসা বিয়ের ব্যাপারে তার মত পালটিয়েছে সে বলেছে আগামী এক বছরের মধ্যে সে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না আমি অনেক চেষ্টা করেও তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জানতে পারিনি '

নাইটদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা কি একবার রাজকুমারীর সাথে দেখা করতে পারি?'

গম্ভীর স্বরে রাজা সাইমোনাইডিস বললেন, 'আমি দুঃখিত মাননীয় নাইট, থেইসা তার নিজের মহলে নিজেকে এমন ভাবে আটকে রেখেছে যে কারও পক্ষে তার সাথে দেখা করা সম্ভব নয়। দেবী সিনথিয়ার নামে সে শপথ নিয়েছে ডায়নার মতো আগামী এক বছর কুমারী জীবন কাটাবে সে। দেহ মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই শপথ পালন করবে সে।'

রাজার কথা শুনে বিষণ্ণ মনে যে যার দেশে চলে গেলেন নাইটেরা। তারা সবাই চলে যাবার পর রাজা পুনরায় খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন মেয়ের চিঠিটা। চিঠির শেষে মেয়ে লিখেছে বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে টায়ার থেকে পেরিক্লিস নামে যে নাইট এসেছেন তাকেই বিয়ে করবেন তিনি। নইলে বাকি জীবন চোখে কালো কাপড় বেঁধে কাটাবেন যাতে সূর্যের আলো বা পর পুরুষের মুখ দেখতে না হয়।

তার পছন্দের মানুষটিকেই মেয়ে বিয়ে করতে চায় জেনে খুশি হলেন রাজা সাইমোনাইডিস। সত্যি কথা বলতে কী, গতরাতে তার নাচ-গান শুনে তিনি নিজেই পেরিক্লিসকে তাঁর জামাতার আসনে বসিয়েছেন। থাইসা আর পেরিক্লিস যে একে অপরকে ভালোবাসে তা বুঝতে বাকি রইল না রাজার। তবুও তাদের ভালোবাসা যে কতটা খাঁটি তা যাচাই করে নিতে চাইলেন তিনি। এর ঠিক কিছুক্ষণ বাদেই সেখানে এসে হাজির হলেন পেরিক্লিস। রাজা প্রথমে তার নাচ-গানের প্রশংসা করে থাইসা সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাইলেন। থাইসার রূপ গুণ, দুয়েরই প্রশংসা করলেন পেরিক্লিস। তখন রাজা তাকে দেখালেন থাইসার লেখা চিঠিটা।

চিঠিটা পড়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন পেরিক্লিস। এত সব নাইটদের ছেড়ে থাইসা যে কেন তাকে বিয়ে করতে পাগল হয়ে উঠেছে তা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না তিনি। সেই সাথে তার মনে হল নিশ্চয়ই সাইমোনাইডিসের কুনজর পড়েছে তার উপর। তবুও চুপচাপ না থেকে তিনি খোলাখুলিভাবে রাজাকে জানালেন যে তিনি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করেন তার মেয়েকে। তাকে ভালোবাসার মতো দুঃসাহস তার নেই। রাজা বুঝতে পারলেন থাইসার চিঠি পড়ে খুবই ঘাবড়ে গেছেন পেরিক্লিস। তাকে আরও একটু যাচাই করে নেবার জন্য তিনি পেরিক্লিসকে শয়তান বলে অভিহিত করলেন। তিনি আরও বললেন ডাইনি বিদ্যার সাহায্যে সে তার মেয়েকে বশ করেছে। এর জবাবে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে পেরিক্লিস বললেন যে রাজার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। এমন কোনও কাজ করেননি তিনি।

পেরিক্লিসের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজা তাকে বিশ্বাসঘাতক বললেন। তিনি আরও বললেন নিজের সম্পর্কে যে যা কিছু বলেছে তা সর্বৈব মিথ্যে। রাজা তাকে বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যেবাদী বলায় রাগে জ্বলে উঠলেন পেরিক্লিস। তিনি আরও বললেন সাইমোনাইডিস রাজা না হলে তিনি তাকে বাধ্য করতেন ওইসব গালি গালাজ ফিরিয়ে নিতে।

তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে খুশি হলেন রাজা সাইমোনাইডিস। পেরিক্লিস যে সৎসাহসী তাতে কোনও সন্দেহ নেই তাঁর। কিন্তু নিজের মনোভাব বাইরে প্রকাশ করলেন না তিনি। অনুচর পাঠিয়ে তিনি ডেকে আনলেন থাইসাকে। মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে তিনি তার মনোভাবও যাচাই করতে চাইলেন। তিনি মেয়েকে বললেন তাঁর অমতে পেরিক্লিসের মতো একজন অচেনা অজানা বিদেশি যুবককে ভালোবেসে খুব অন্যায় করেছে সে। এজন্য তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

এভাবে পেরিক্লিসের সামনে বাবার বকুনি খেয়ে খুবই লজ্জা পেলেন থাইসা তিনি চুপচাপ মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন থাইস থাইসার অবস্থা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না পেরিক্লিস তিনি থাইসাকে বললেন, 'তুমি একজন সুন্দরী গুণবতী নারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমায় প্রকাশ্যে প্রেম নিবেদন করিনি কেন তুমি এ কথাটা বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পারছ না?'

তার কথার জবাবে থাইসা বললে, 'আপনি যদি আমাকে প্রেম নিবেদন করেও থাকেন এবং তার ফলে আমি যদি আনন্দ পেয়ে থাকি, তাতে অন্যায় বা দোষণীয় কী আছে?

থাইসার জবাব শুনে চমকে উঠলেন পেরিক্লিস রাজা বুঝতে পারলেন তাঁর মেয়ে সত্যিই ভালোবাসে পেরিক্লিসকে এ অবস্থায় তাদের বাধা দেওয়া বৃথা ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হলেও বাইরে রাগ দেখিয়ে বললেন রাজা 'এবার বিয়ে দিয়ে তোমাদের মনের আশা পূর্ণ করব বিয়েতে তোমরা রাজি আছ তো?'

তাঁরা দুজনে একসাথে বললেন, 'আমরা রাজি আছি এবার আপনি খুশি হলেই সব দিক পূর্ণ হয়।'

রাজা সাইমোনাইডিস বললেন, 'আমি সত্যিই খুশি হয়েছি এবার তাড়াতাড়ি তোমাদের বিয়েটা দিয়ে দিই তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে এ প্রাসাদে বাস কর।

রাজার উদ্যোগে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হল থাইসা আর পেরিক্লিসের। রাজার ইচ্ছায় তাঁরা প্রাসাদেই দাম্পত্য জীবন কাটাতে লাগলেন পুরো একবছর না যেতেই গর্ভবতী হলেন থাইসা

পেরিক্লিসের নিজ রাজ্য টায়ারের অবস্থা কিন্তু ওদিকে ঘোরালো। এক ধরনের ক্ষোভ আর হতাশা জমাট বেঁধে উঠেছে রাজ্যের মন্ত্রী সভাসদ আর অমাত্যদের মনে রাজার দীর্ঘ অনুপস্থিতি আর তার কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী হেলিকেনাসের সদুত্তরের বদলে কেমন একটা গা ছাড়া ভাব এসব দেখে দেখে ক্রমেই তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নানা রকম সন্দেহ জাগছে তাদের মনে। এভাবে কিছুদিন কাটাবার পর একদিন তাঁরা সবাই এসে হাজির হলেন হেলিকেনাসের কাছে। রাজা পেরিক্লিসের ব্যাপারে নানারূপ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন তাকে। তাদের সবারই এক কথা রাজা পেরিক্লিসের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবেন না তাঁরা তাঁরা এও বললেন এভাবে রাজসিংহাসন শূন্য রেখে রাজ্যশাসন করাটা তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না

সভাসদদের মনোভাব বুঝতে পেরে হেলিকেনাস বললেন, 'আমি জানি আপনাদের ক্ষোভের সঙ্গত কারণ আছে আপনারা জেনে রাখুন এবারে সময় হয়েছে তাঁকে ফিরিয়ে আনার পৃথিবীর যে প্রান্তেই তিনি থাকুন না কেন তাঁকে ফিরিয়ে এনে টায়ারের শূন্য সিংহাসনে বসানোই আমাদের প্রতিজ্ঞা আপনারা এও জেনে রাখুন যদি তাঁকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে আপনারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যে কোনও সভাসদকে রাজসিংহাসনে বসাতে পারেন হেলিকেনাসের আশ্বাস পেয়ে তখনকার মতো চলে গেলেন মন্ত্রী ও সভাসদরা তিনি বুঝতে পারলেন এবার আর অপেক্ষা করার সময় নেই যে করেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে রাজা পেরিক্লিসকে তিনি সবকিছু জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দূত মারফত পেন্টাপোলিসে পাঠিয়ে দিলেন

চিঠি নিয়ে টায়ারের দূত এসে উপস্থিত হলেন পেন্টাপোলিসের রাজপ্রাসাদে রাজা সাইমোনাইডিসের সাথে দেখা করে তিনি তাঁকে বললেন যে তাঁদের প্রিয় রাজা পেরিক্লিসের জন্য

তিনি কিছু বার্তা নিয়ে এসেছেন সসম্মানে দূতকে বসতে বলে তিনি পেরিক্লিসকে খবর পাঠালেন রাজসভায় আসার জন্য সে সময় পেরিক্লিস তখন অন্তঃপুরে তাঁর স্ত্রী থাইসার সাথে কথা বলে সময় কাটাচ্ছিলেন। হেলিকেনাসের দূত এসেছেন শুনে তিনি চলে এলেন রাজসভায়। তাঁকে আসতে দেখে টায়ারের দূত তাঁর নিজের আসন ছেড়ে উঠে তাকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে হেলিকেনাসের চিঠিটা তুলে দিলেন তাঁর হাতে

হেলিকেনাসের চিঠি পড়ে তিনি জানতে পারলেন রথের উপর বাজ পড়ে মারা গেছেন পাপিষ্ঠ রাজা অ্যান্টিওকাস আর তার মেয়ে তিনি এও জানতে পারলেন তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন হেলিকেনাসের শাসন আর মানতে চাইছে না টায়ারের মন্ত্রী আর সভাসদরা এবং তাঁর খোঁজ না পেলে হেলিকেনাস বাধ্য হবেন সভাসদদের কাউকে সিংহাসনে বসাতে। হেলিকেনাসের কথার উত্তরে পেরিক্লিস তাকে জানিয়ে দিলেন শীঘ্রই তিনি টায়ারে ফিরে যাবেন রাজা সাইমোনাইডিসকে অভিবাদন জানিয়ে পেরিক্লিসের চিঠি নিয়ে টায়ারের দূত ফিরে গেল তার নিজ রাজ্যে।

দূত চলে যাবার পর রাজা সাইমোনাইডিসকে সবকিছু জানিয়ে পেরিক্লিস বললেন রাজসিংহাসন এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য তার অবিলম্বে টায়ারে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন পেরিক্লিসের দুঃসময়ের অবসান হয়েছে জেনে সাইমোনাইডিস আর আপত্তি করলেন না এমনকি থাইসা গর্ভবতী জেনেও তিনি তাকে যাবার অনুমতি দিলেন পরদিন এক শুভ সময়ে পেরিক্লিসের সাথে জাহাজে চেপে টায়ার অভিমুখে রওনা হলেন থাইসা রাজা সাইমোনাইডিসের নির্দেশে গর্ভবতী থাইসার দেখা শোনার জন্য তার সঙ্গী হল ধাত্রী লাইকোরিডা

পেন্টাপোলিস বন্দর ছেড়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করে একসময় পেরিক্লিসের জাহাজ এসে পৌঁছাল মাঝসমুদ্রে। খানিক বাদে ঈশান কোণে দেখা দিল একটুকরো ঘন কালো মেঘ দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল মাঝিমাল্লাদের মুখ দেখতে দেখতে সেই একটুকরো কালো মেঘ ছেয়ে ফেলল সারা আকাশ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল উজ্জ্বল সূর্য শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি এই প্রাকৃতিক গোলযোগের মধ্যেই জাহাজের কেবিনে থাইসা জন্ম দিলেন এক কন্যা সন্তানের মেয়েকে দেখাবার জন্য তাকে পেরিক্লিসের কাছে নিয়ে এলেন ধাত্রী লাইকোরিডা আর তার কাছেই শুনলেন পেরিক্লিস এর কন্যার জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন থাইসা ধাত্রী জানালেন গর্ভবতী হবার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন থাইসা ঝড়ের দাপট আর জাহাজের ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারেননি তিনি

থাইসার মৃত্যু সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পেরিক্লিস। তিনি মনে মনে ভাবলেন কেন যে ঈশ্বর তাকে থাইসার মতো একজন সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী দিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে নিলেন এ প্রশ্ন নিজেকে করলেন তিনি এখন কেই বা স্তন্যপান করিয়ে এই ফুলের মতো শিশুটিকে বড়ো করে তুলবে? সমুদ্রে জন্মেছে বলে পেরিক্লিস মেয়ের নাম রাখলেন মেরিনা

ওদিকে ঝড়ের দাপট কিন্তু তখনও সমানে চলছে সে সময় দু-জন নাবিক এসে বলল জাহাজে মৃতদেহ থাকার দরুন প্রকৃতির আক্রোশ কমছে না মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দিলেই সমুদ্র আবার শান্ত হয়ে উঠবে পেরিক্লিস তাদের বোঝাতে চাইলেন এ নিছক কুসংস্কার জাহাজ ডাঙায় ভিড়লেই তিনি মৃতদেহ সমাধিস্থ করবেন তিনি বললেন নাবিকেরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন কিন্তু তাঁর অনুরোধে কোনও কাজ হল না।

দল বেঁধে নাবিকেরা বারবার এসে বলতে লাগল মাঝসমুদ্রে ঝড় ওঠার পর যদি কোনও নাবিক বা যাত্রী মারা যায়, তাহলে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই প্রচলিত রীতি তাদের বিশ্বাস রানির মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দিলেই ঝড় থেমে যাবে

পেরিক্লিস বুঝতে পারলেন হাজার চেষ্টা করেও তিনি এদের বোঝাতে পারবেন না তার চোখের সামনেই প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃতদেহ এরা সমুদ্রে ফেলে দেবে আর হিংস্র হাঙর এসে তা টুকরো টুকরো করে তাকে খাবে তিনি আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, 'হায় ঈশ্বর ! স্ত্রীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার মতো জায়গাটুকুও তুমি আমায় দিলে না ?' শেষমেশ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে স্ত্রীর মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দেবার আদেশ দিলেন নাবিকদের তারা একটা বড়ো বাক্স নিয়ে এসে তার ভেতর সুন্দর করে বিছানা পেতে শুইয়ে দিল থাইসার মৃতদেহ ধাত্রী লাইকোরিডা সুগন্ধী ছিটিয়ে দিল বাক্সের ভেতর। এরপর পুরু করে দিয়ে বাক্সের মুখটা এঁটে নাবিকেরা সেটা ফেলে দিল উত্তাল সমুদ্রের জলে তা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পেরিক্লিস এ দৃশ্য সইতে না পেরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি

সত্যি সত্যিই মৃতদেহ জলে ফেলে দেবার পর শান্ত হয়ে গেল সমুদ্র নাবিকদের কাছে তিনি জানতে পারলেন জাহাজ এসে পৌঁছেছে থার্সাসের উপকূলে থার্সাসের নাম শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন পেরিক্লিস তিনি স্থির করলেন থার্সাসের শাসক ক্লিওনের উপর তিনি মেয়ে মেরিনার লালন পালনের ভার দিয়ে যাবেন এতদিন বাদে উপকারী বন্ধুকে দেখে খুব খুশি হলেন ক্লিওন আর তার স্ত্রী ডাইওনিজা। সেই সাথে তাঁরা চরম দুঃখ পেলেন যখন পেরিক্লিসের কাছে শুনলেন তার স্ত্রী থাইসা মারা গেছেন জন্ম মৃত্যু সবই বিধির বিধান কারও হাত নেই তাতে তাঁরা পেরিক্লিসকে বোঝালেন যা ঘটেছে তা মেনে নিতে তখন একমাত্র কাজ শিশুকন্যা মেরিনাকে বড়ো করে তোলা। তখন পেরিক্লিস বললেন বহুদিন বাদে দেশে ফিরে যাচ্ছেন তিনি রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি মেয়ের প্রতি নজর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না তিনি মেয়েকে বড়ো করার ভার দিতে চান ক্লিওন আর তার স্ত্রী ডাইওনিজার হাতে

এ কথা শুনে পেরিক্লিসকে আশ্বাস দিয়ে ক্লিওন বলে উঠলেন, 'এতো খুব আনন্দের কথা অল্প কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী ডাইওনিজাও একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে আমরা তার নাম রেখেছি ফিলোটিনা আপনার মেয়ের সমবয়সি। আমাদের কাছে মেরিনা থাকলে যেমন মাতৃস্নেহ পাবে তেমনি পাবে বোনের স্নেহ ভালোবাসা। নিজের মেয়ের মতো একই রকম শিক্ষা দিয়ে আমরা তাকে বড়ো করে তুলব এখন মেরিনা আমাদের কাছেই থাক একটু বড়ো হলে না হয় আপনি ওকে নিয়ে যাবেন আশা করি ততদিনে ওর লেখা পড়া, নাচ-গান কলাবিদ্যা শেখা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে আমার স্ত্রী কাছে থাকলে মাতৃহারা মেরিনা তার মায়ের অভাবও বোধ করবে না মেয়েকে আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত মনে টায়ারে ফিরে যান পেরিক্লিস, সেখানে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই

ক্লিওনের কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন পেরিক্লিস তিনি মেরিনাকে ক্লিওন এবং তার স্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে টায়ারে ফিরে গেলেন ধাত্রী লাইকোরিডা কোনওমতেই রাজি হল না মেরিনাকে ছেড়ে থাকতে। সেও রয়ে গেল থার্সাসে

ওদিকে সত্যি সত্যি থাইসা কিন্তু মারা যাননি আসলে প্রসবের পর তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তার উপর প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব আর ঘন ঘন বাজ পড়ার আওয়াজ শুনে তিনি মানসিক স্থিতি

হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন অনেকক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার দরুন মাঝি মাল্লারা ধরে নিয়েছিল তিনি মারা গেছেন তাই সমুদ্রের রীতি অনুযায়ী তারা তাকে বাক্সে পুরে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয় অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে থাকার পর শেষ রাতের দিকে তার অচেতন অবস্থা কেটে যায়, স্বাভাবিক মানুষের মতোই ঘুমোতে থাকেন তিনি ঘুমন্ত থাইসাকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে সেই কাঠের বাক্সটি এসে ঠেকল এফিসাসের উপকূলে। শেষ রাতে স্থানীয় কিছু জেলে মাছ ধরতে গিয়েছিল সমুদ্রে বাক্সটিকে জলে ভাসতে দেখে তারা সেটিকে তুলে নেয় নৌকায় কৌতূহলের বশে বাক্সের ঢাকনা খুলে দেখতে পায় থাইসাকে তার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখে স্বাভাবিক শ্বাস বইছে উপকূলের খুব কাছে থাকেন সেরিমন নামে রাজসভার এক জ্ঞানী সভাসদ। তিনি খুবই পরোপকারী কারও অসুখ বিসুখ হলে লোক জন তার কাছেই ছুটে আসে। তিনিও সাধ্যমতো চিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করে তোলেন জেলেরা কাঠের বাক্সটি নিয়ে এল তার কাছে। সেরিমন বাক্সের ঢাকনাটি খুলে থাইসাকে বের করে বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন। থাইসার পরনে মৃতদেহ সমাধিস্থ হবার পোশাক আর বাক্সের ভেতর নানারূপ সুগন্ধী শেকড় বাকড় দেখে সেরিমন অনুমান করলেন যুবতিটি নিশ্চয়ই জাহাজে চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন কোনও কারণে সে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বহুক্ষণ জ্ঞান ফিরে না আশায় সমুদ্রের রীতি অনুযায়ী মাঝি মাল্লারা তার দেহে সমাধি দেবার পোশাক পরিয়ে বাক্সে পুরে জলে ফেলে দেয় বাক্সের ভিতর একটি কৌটো দেখে কৌতূহলী হয়ে সেরিমন সেটা খুলে দেখলেন তাতে রয়েছে একটা গোটানো কাগজ আর হিরের আংটি কাগজটা খুলে দেখলেন তাতে গোটা গোটা অক্ষরে চিঠির মতো কী যেন একটা লেখা রয়েছে। কাগজটা চোখের সামনে নিয়ে সেরিমন সেটা পড়তে লাগলেন তাতে লেখা রয়েছে   এই মৃতদেহটি যার চোখে পড়বে সেই ব্যক্তির উদ্দেশে আমি টায়ারের রাজা পেরিক্লিস জানাচ্ছি যে মৃতদেহটি আমার স্ত্রী রানি থাইসার সমুদ্রযাত্রার সময় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির দরুন তার মৃত্যু হয়েছে সমুদ্রের রীতি অনুযায়ী মাঝি মাল্লারা তার দেহ বাক্সে পুরে জলে ফেলে দেয় কৌটোর ভিতর একটি হিরের আংটি রয়েছে যিনি এই মৃতদেহটি পাবেন তাঁর কাছে অনুরোধ তিনি যেন আংটিটি বেচে সেই অর্থ দিয়ে রানিকে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন ।'

চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করার দরুন দ্রব্যগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে সেরিমনের। তার সেবা যত্নে একসময় সুস্থ বোধ করে চোখ মেলে তাকালেন থাইসা সেরিমনের দেওয়া ওষুধ খেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন থাইসা পেরিক্লিসের লেখা চিঠি এবং হিরের আংটিটা থাইসাকে দেখিয়ে সেরিমন বললেন 'এই চিঠিটা পড়ে আপনার পরিচয় জেনেছি আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে হলে আরও কিছুদিন আমার এখানে থেকে আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে কাজেই আপনি ভাবনা চিন্তা সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন আপনি এখন এফিসাসে রয়েছেন। আমার নাম সেরিমন আমি এখানকার রাজার একজন সভাসদ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমার যা সামান্য জ্ঞান আছে, আশা করি তা দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারব আমার অনুরোধ পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমার এখানেই থাকুন।'

হিরের আংটিটি সেরিমনকে দেখিয়ে থাইসা বললেন   আপনার মতো মহৎ ব্যক্তির মুখেই এ কথা শোভা পায় বিয়ের কিছুদিন বাদে আমি স্বামীর সাথে জাহাজে চেপে তাঁর রাজ্যে যাচ্ছিলাম। মাঝপথে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় সেই ঝড়ের মাঝেই আমার কন্যাসন্তান জন্ম নেয় তারপর

আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমার শুধু এটুকুই মনে আছে। জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখি আমি আপনার বাড়িতে শুয়ে আছি জামা কাপড় সব জলে ভেজা এখন স্বামীর চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি আমাকে মৃত ভেবে মাঝি মাল্লারা আমার দেহটি বাক্সে পুরে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয় ঈশ্বরের দয়ায় প্রাণে বেঁচে আমি আপনার আশ্রয় পেয়েছি আমি জানি না স্বামী-কন্যার কী দশা হয়েছে ঝড় জলের হাত থেকে আমার স্বামী ও সদ্যোজাত কন্যাটি রক্ষা পেয়েছে কিনা জানি না। এখন আপনিই বলুন মহাত্মা সেরিমন, এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? কীভাবে দিন কাটাব আমি? বেশ বুঝতে পারছি চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসই এখন আমার একমাত্র সম্বল '

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেরিমন বললেন, 'আপনার মানসিক অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি রানি থাইসা কিন্তু ঈশ্বরের উপর তো কারও হাত নেই কাছেই ডায়ানা দেবীর মন্দির রয়েছে আপনার মন চাইলে আপনি দেবীর আরাধনা করে দিন কাটিয়ে দিতে পারেন দিন-রাত সাধন ভজনে মেতে থাকলে আপনার মন শান্ত হবে। সেখানে আমার ভাইঝি আপনার দেখাশোনা করবে '

থাইসা বললেন, 'সেরিমন ' আন্তরিক ধন্যবাদ ছাড়া আপনাকে আর কিছু দেবার নেই আমার। আপনার প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা রইল তা এই সামান্য প্রতিদানের চেয়ে অনেক বড়ো। আমি দেবী ডায়ানার মন্দিরে গিয়ে বাকি জীবনটা তাঁর আরাধনা করেই কাটিয়ে দেব '

সেরিমনের অনুরোধে কিছুদিন তার বাড়িতে থেকে ওষুধ-পত্র খেয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নিলেন রানি থাইসা তারপর একদিন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে সেরিমনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেবী ডায়ানার মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিলেন রানি। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সেরিমনের ভাইঝি

টায়ার বন্দরে এসে নোঙর করল পেরিক্লিসের জাহাজ। সংবাদ পেয়ে অমাত্য আর সভাসদদের নিয়ে জাহাজ ঘাটে এলেন হেলিকেনাস রাজকীয় সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁরা রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন পেরিক্লিসকে। এতদিন বাদে রাজাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে মেতে উঠল প্রজারা তারা এই জেনে নিশ্চিন্ত হল যে, সিংহাসন আর খালি থাকবে না সবার মাঝে ফিরে আসতে পেরে পেরিক্লিসও খুশি হলেন সিংহাসনে বসে তিনি আগের মতোই মনোযোগ দিয়ে রাজকার্য পরিচালনায় মগ্ন হলেন কিন্তু এরই মাঝে যখন স্ত্রী-কন্যার মুখ মনে পড়ে তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন না পেরিক্লিস। কাজ-কর্ম সব ছেড়ে চোখের জল সামলে নিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি পেরিক্লিস তখনও জানে না যে তার স্ত্রী থাইসা এখনও বেঁচে আছেন দেবী ডায়ানার আরাধনা করে তিনি তাঁর মন্দিরে দিন কাটান ওদিকে থার্সাসের শাসক ক্লিওনের মেয়ে ফিলোটিনার সাথে একই ভাবে বড়ো হচ্ছে পেরিক্লিসের মেয়ে মেরিনা দিনে দিনে শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো বেড়ে উঠতে লাগল মেরিনা। যদিও ফিলোটিনা আর মেরিনা একই বয়সি, কিন্তু রূপ গুণ কোনও দিক থেকেই মেরিনার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয় ফিলোটিনা। একই সাথে নাচ গান শিল্প কলা শেখে দুজনে, তবুও মেধার জোরে সবকিছুতেই ফিলোটিনাকে ছাপিয়ে যায় মেরিনা

তাদের দু-জনের স্বভাবও আলাদা থার্সাসের শাসকের তত্ত্বাবধানে বড়ো হলেও মেরিনার মনে কোনও অহংকার নেই ছোটো বড়ো উঁচু নিচু সবাই তার চোখে সমান সে সহজভাবে তাদের সাথে মেলামেশা করে, চেষ্টা করে সবার মন জয় করার সে খুবই বিনম্র এর ফলে দেশের মানুষ ফিলোটিনার চেয়ে মেরিনার প্রশংসাই বেশি করে করতে লাগল

নিজের মেয়ে ফিলোটিনা মেরিনার পাশে দাঁড়াতে পারছে না, প্রতিটি বিষয়েই মেরিনা ফিলোটিনাকে হারিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা ক্লিওনের নজরে না এলেও তার স্ত্রী ডায়োনিজা কিন্তু সহজে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলেন না।

রূপ-গুণ, স্বভাব-চরিত্র সব দিক দিয়েই ফিলোটিনার চেয়ে অনেক উন্নত মেরিনা। তাই যতদিন সে তাদের আশ্রয়ে থাকবে ততদিন ফিলোটিনা আর দাঁড়াতে পারবে না মেরিনার পাশে। এ কথাটা বুঝতে পেরে হিংসায় জ্বলে উঠলেন ডায়োনিজা। শেষে পথের কাঁটা দূর করতে এক গুপ্তঘাতককে দিয়ে মেরিনাকে হত্যার ব্যবস্থা করলেন ডায়োনিজা। অনেক টাকার বিনিময়ে লিওনাইন নামে এক গুপ্ত ঘাতক রাজি হল মেরিনাকে হত্যা করতে। ডায়োনিজা তাকে নির্দেশ দিলেন যে যেন সবার অলক্ষ্যে মেরিনাকে সাগরতীরে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করে মৃতদেহের গলায় পাথর বেঁধে যেন তাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়। মেরিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সবার অলক্ষে তাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে এল লিওনাইন। খুন করার আগে সে মেরিনাকে বলল শেষবারের মতো প্রার্থনা করতে। তার কথা শুনে মেরিনা বুঝতে পারল তাকে হত্যা করার জন্যই লোকটিকে নিয়োগ করা হয়েছে। মেরিনার প্রশ্নের জবাবে সে কথা স্বীকার করল লিওনাইন। মেরিনা শুনে অবাক হয়ে গেল যখন সে জানল যে ডায়োনিজা ছোটোবেলা থেকে মাতৃস্নেহে তাকে মানুষ করেছেন তাকে, তিনিই আবার লিওনাইনকে নিয়োগ করেছেন তাকে হত্যা করতে। লিওনাইনের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল মেরিনা। ঠিক সে সময় একদল জলদস্যু এসে হাজির সেখানে। লিওনাইন যখন মেরিনাকে হত্যা করার জন্য তৈরি হচ্ছে, সে সময় তারা জোর করে মেরিনাকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চেপে বসল জাহাজে। জাহাজে ওঠার সাথে সাথে পাল তুলে ছেড়ে দিল জাহাজ। জলদস্যুরা কিন্তু মেরিনাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আসেনি। তাদের কয়েকজন যখন ডাঙায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে সময় তাদের চোখে পড়ে মেরিনাকে। তখনই তারা সিদ্ধান্ত নেয় ক্রীতদাসী হিসেবে একে বেচতে পারলে বাজারে চড়া দাম মিলবে।

জলদস্যুদের সর্দার কিন্তু দাসবাজারের বদলে চড়া দামে মেরিনাকে বেচে দিল মিটিলেনের এক পতিতালয়ে। ও সব জায়গায় যে সব নতুন মেয়ে আসে, খদ্দেরের মনোরঞ্জনের জন্য সেখানকার যে বয়স্ক পতিতা তাদের ছলা-কলা আর আদব কায়দা শেখায়, সবাই তাকে 'মাসি' বলেই ডাকে। সেরূপ এক মাসিও রয়েছে মিটিলেনের পতিতালয়ে। মেরিনাকে খদ্দেরের মনোরঞ্জন করার কায়দা-কানুন শেখাতে তার পিছনে উঠে পড়ে লাগল সেই মাসি। ততদিনে মেরিনা বুঝতে পেরেছে সে এক নরক থেকে অন্য এক নরকে এসে পড়েছে। সুন্দর, সুখী জীবনের লোভ দেখানো সত্ত্বেও সে কিছুতেই রাজি হয় না পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে। এমন কি চাবুক মারার ভয় দেখিয়েও বাধ্য করা যায় না তাকে। মেয়েটি যে এমন অবাধ্য হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি পতিতালয়ের মালিক এবং মাসি। তারা ভাবতে লাগলেন কীভাবে মেয়েটিকে সর্বতোভাবে পতিতা করে গড়ে তোলা যায়। ওদিকে দালালদের মারফত মেরিনার রূপের কথা অনেক খদ্দেরের কানেই পৌঁছেছে। তার দেহের স্বাদ পেতে অনেকেই পাগল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করেই মেরিনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এ কথা বলাবলি করল মাসি আর দালাল। দালাল এও বলল রাতের বেলায় কোনও না কোনও খদ্দের আনবে মেরিনার কাছে। তবুও মেরিনা তার সিদ্ধান্তে অটল। 'জ্বলন্ত আগুন, উদ্যত ছুরি কিংবা সমুদ্রের জল, এরা যদি একসাথে মিলেমিশে আমায় মেরে ফেলার ভয় দেখায়, তাতেও ভয় না পেয়ে আমি নিজের সতীত্ব রক্ষা করে যাব। এ কাজে দেবী ডায়ানা আমার সহায় হবেন।'

ওদিকে মেরিনা অকস্মাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় মহা ধাঁদে পড়েছেন থার্সাসের শাসক ক্লিওন অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও মেরিনার হদিশ পায়নি তার লোকেরা। এ অবস্থায় কী যে করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না ক্লিওন এমন সময় একজন অনুচর মারফত জানতে পারলেন কিছুদিন ধরেই ডায়োনিজা নাকি গুপ্তঘাতকের সাহায্যে মেরিনাকে হত্যা করার চক্রান্ত করছেন পেশাদার গুপ্তঘাতক লিওনাইনের সাথে তাকে বহুবার প্রাসাদের বাইরে কথা বলতে দেখা গেছে।

এ কথা শুনে আক্ষেপ করে বললেন ক্লিওন, এ তুমি কী করলে ডায়োনিজা! এখন আমি কোথায় খুঁজে পাব মেরিনাকে?'

ক্লিওনের বিশ্বস্ত চর যে তার সাথে কথা বলছে তা দেখতে পেয়েছেন ডায়োনিজা ক্লিওনের আক্ষেপ শুনে তিনি দ্রুত সেখানে এসে বললেন 'কী সব যা তা বলছ! যা গেছে তা কি আর ফিরে আসে? জেনে রাখ, মেরিনার রূপের দৌলতে কেউ মুখ ফিরে তাকাত না আমাদের মেয়ের দিকে সবাই শুধু মেরিনার রূপ গুণের প্রশংসা করত মেয়ের স্বার্থেই আমি এ কাজ করেছি'

অসহায়ভাবে ক্লিওন বললেন, 'কিন্তু এর পরিণাম কী হতে পারে তা কখনও ভেবেছ? পেরিক্লিস তার মেয়েকে দেখতে চাইলে কী বলবে তাকে?

'বলব, রোগে ভুগে ক'দিন আগে মারা গেছে মেরিনা' জবাব দিলেন ডায়োনিজা, 'আগে ভাগেই মেরিনার নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রাখবে। পেরিক্লিস মেয়েকে দেখতে এলে তুমি কাঁদতে কাঁদতে তারই সামনে স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেবে অবশ্য তার আগে মেরিনার গুণের প্রশংসা খোদাই করিয়ে রাখবে ওই স্তম্ভের গায়ে'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লিওন বললেন, 'সুন্দর হয়েও তুমি যে এত ফেরেববাজ, স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর হতে পার তা আগে জানা ছিল না আমার'

মুখে স্ত্রীকে গালাগালি দিলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু স্ত্রীর প্রস্তাবকেই মেনে নিতে হল ক্লিওনকে সমুদ্রের ধারে মেরিনার সমাধি গড়ে তাতে একটা সুন্দর স্তম্ভ গড়ালেন তিনি শিল্পীদের দিয়ে মেরিনার প্রশংসাসূচক অনেক সুন্দর সুন্দর কথা খোদাই করালেন সেই স্তম্ভের গায়ে।

এদিকে বহুদিন মেয়ের খোঁজ-খবর না পেয়ে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন রাজা পেরিক্লিস ক্লিওনকে অনেক চিঠি দিয়েও কোনওটির উত্তর পেলেন না শেষমেশ স্থির করলেন তিনি নিজেই মেয়েকে দেখে আসবেন

একদিন মন্ত্রী হেলিকেনাসকে সাথে নিয়ে তিনি এসে হাজির হলেন থার্সাসে সে খবর পেয়ে স্ত্রী ডায়োনিজাকে সাথে নিয়ে ক্লিওন এলেন জাহাজঘাটে জাহাজ থেকে পেরিক্লিস নেমে আসাতেই স্ত্রীর শেখানো মতো ক্লিওন কাঁদতে কাঁদতে পেরিক্লিসকে জানালেন তার মেয়ে মেরিনার মৃত্যুর কথা মেরিনা আর বেঁচে নেই জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পেরিক্লিস মৃতা স্ত্রী থাইসার একমাত্র সন্তানকে বুকে ধরে তিনি স্ত্রী-শোক ভুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার তা সহ্য হল না তিনি তাকেও অকালে কেড়ে নিলেন শোকে যেন পাথর হয়ে গেলেন পেরিক্লিস বলার মতো কোনও কিছু খুঁজে পেলেন না তিনি

ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ডায়োনিজা। মেয়ের শোকে পেরিক্লিসকে বিহ্বল অবস্থায় দেখে এখন কী করতে হবে সে ব্যাপারে চাপা গলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন স্বামীকে ক্লিওন তাকে নিয়ে গেলেন সমুদ্রতীরে নির্মিত মেরিনার সমাধিস্থানে সেখানে তার ভূয়সী প্রশংসা

করলেন আগে থেকেই সাথে করে কিছু সাদা ফুল নিয়ে এসেছিলেন ডায়োনিজা সেই ফুল স্ত্রীর হাত থেকে স্মৃতিস্তম্ভের গোড়ায় ছড়িয়ে দিলেন ক্লিওন তা দেখে পেরিক্লিসও সেখানে কিছু ফুল ছিটিয়ে দিলেন তারপর কাঁদতে কাঁদতে ক্লিওনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্ত্রী হেলিকেনাসকে সাথে নিয়ে জাহাজে চেপে টায়ারে ফিরে গেলেন পেরিক্লিস।

ওদিকে মোটা টাকা দিয়ে মেরিনাকে কিনে নেবার পর থেকেই বেজায় মুশকিলে পড়ে গেছেন পতিতালয়ের মালিক দালালদের মুখ থেকে মেরিনার রূপ যৌবনের নানা কথা শুনে সেখানকার খরিদ্দাররা রোজই আসছে তার সাথে রাত কাটাতে। কিন্তু মেরিনা তার সংকল্পে অটল রাত কাটানো তো দূরে থাক সে কাউকে তার দেহও ছুঁতে দিতে রাজি নয়। যে খদ্দের আসে মেরিনা তাকেই ধর্মোপদেশ দেয়, চরিত্র সংশোধন করতে বলে। ফলস্বরূপ খদ্দেররা এসেও মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে যায় কিছুতেই মেরিনাকে বাগ মানাতে না পেরে অনেক খদ্দের পতিতালয়ে আসাই ছেড়ে দিল। এসব দেখে-শুনে মেরিনার উপর বেজায় রেগে গেল পতিতালয়ের মালিক। সে নিজে ছিল যৌনরোগে আক্রান্ত সে মতলব করল জোর করে মেরিনার সতীত্ব নষ্ট করে ওই কুৎসিত রোগের বীজ সে তার দেহে ঢুকিয়ে দেবে

একদিন নতুন নারীর খোঁজে সেই পতিতালয়ে এলেন মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল পতিতালয়ের সবাই। দালাল মেরিনাকে নিয়ে এল তার ঘরে। তাদের সাথে মাসিও এল। ইশারায় লাইসিমেকাসকে দেখিয়ে মাসি মেরিনাকে বলল, 'ইনি হলেন এই রাজ্যের শাসক অসীম ক্ষমতা ওঁর ইচ্ছে করলেই উনি যা খুশি তাই করতে পারেন তুমি যদি ওঁকে খুশি করতে পার তাহলে আর ভাবতে হবে না তোমায় সোনা রূপা, হিরে-জহরত দিয়ে উনি তোমার সারা গা মুড়িয়ে দেবেন '

মাসির কথার অর্থ বুঝতে পারল মেরিনা তবুও সে নিজের জেদ বজায় রেখে বলল, 'উনি ভালোবেসে আমায় কিছু দিতে চাইলে আমি তা শ্রদ্ধার সাথে নিতে রাজি আছি '

ও দিকে লাইসিমেকাস অধৈর্য হয়ে মেরিনার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বললেন, 'কী গো মেয়ে তোমাদের কথা-বার্তা শেষ হল ' আমি আর কতক্ষণ এখানে একা একা বসে থাকব?'

তার কথা শুনে মাসি ছুটে এসে লাইসিমেকাসকে সেলাম জানিয়ে বলল, 'হুজুর কিছু মনে করবেন না আপনি এই মেয়েটা এখনও আনকোরাই রয়ে গেছে অনেক চেষ্টা করেও আমরা ওকে বাগ মানাতে পারিনি তবে হুজুর যখন এসে গেছেন তখন আর চিন্তা নেই, আপনি ঠিক ওকে পোষ মানাতে পারবেন — বলে মেরিনার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঢুকিয়ে দিল লাইসিমেকাসের ঘরে তারপর দালালকে সাথে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল মাসি জীবনে বহু মেয়ে ঘেটেছেন লাইসিমেকাস তিনি দেখেছেন তার ক্ষমতার পরিচয় পাবার পর সব মেয়েরই চোখ মুখের ভাবভঙ্গি পালটে যায়। তারা সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে খুশি করাতে কিন্তু এ মেয়েটা তাদের মতো নয় এ সম্পূর্ণ বিপরীত শিরদাঁড়া সোজা করে এমনভাবে সে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে তাকে খুশি করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এর সেই সাথে ওর চোখের চাউনি কেমন নম্র আর বিনত, ঔদ্ধত্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তাতে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কৌতূহল বেড়ে গেল লাইসিমেকাসের এক সময় তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, কী নাম তোমার?

'আমার নাম মেরিনা' বলল সে

'মেরিনা! বেশ ভালো নাম', বললেন লাইসিমেকাস, 'এখন বল তো, কতদিন ধরে তুমি এ ব্যবসায় রয়েছ?'

'ব্যবসা? কীসের ব্যবসার কথা বলছেন আপনি?' থতমত খেয়ে বলল মেরিনা।

'তুমিই বল! সে কথা কি আমি নিজের মুখে বলতে পারি?' বললেন লাইসিমেকাস

মিনতি জানিয়ে মেরিনা বলল, 'দোহাই আপনার! দয়া করে বলুন কোন ব্যবসার কথা বলছেন আপনি?

লাইসিমেকাস জানতে চাইলেন, 'কতদিন হল এ ব্যবসায় এসেছ তুমি?'

মেরিনা জবাব দিল, 'যতদিনের কথা আমার মনে আছে ততদিন এসেছি এ ব্যবসায়

তার দিকে তাকিয়ে লাইসিমেকাস বললেন, 'তাহলে আমায় ধরে নিতে হবে খুব অল্পবয়সেই এ ব্যবসায় এসেছ তুমি। ধর তোমার বয়স তখন পাঁচ-সাত।'

'যদি সত্যি সত্যিই আমি এ ব্যবসায় এসে থাকি তাহলে আমার বয়স তখন আরও কম', জবাব দিল মেরিনা

তখন লাইসিমেকাস বললেন 'তুমি জান এ বাড়ির সবাই তোমাকে বিক্রির মাল বলে ভাবে?'

লাইসিমেকাসের দিকে তাকিয়ে মেরিনা বলল, 'জায়গাটা যদি অতই খারাপ তাহলে কেন এখানে আসেন আপনি? আপনি তো এখানকার শাসক, মান্যগণ্য লোক অসীম ক্ষমতা আপনার হাতে

'আমার কথা কে বলল তোমায়? নিশ্চয়ই তোমার গুরুঠাকুরানি', জানতে চাইলেন লাইসিমেকাস।

অবাক হয়ে মেরিনা বলল, 'গুরুঠাকুরানি সে আবার কে?'

লাইসিমেকাস বললেন, 'আরে ওই মেয়েটা যে তোমায় ছলা কলা কায়দা কানুন শেখায় সে তোমায় খানিক আগে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল বেশ বুঝতে পারছি আমার পরিচয় আর ক্ষমতার কথা শুনে তুমি আমার মুখ থেকে আরও বেশি করে প্রেম-পিরিতের কথা শুনতে চাইছ। নাও এবার আমায় নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে চল'

গম্ভীর স্বরে মেরিনা বলল, 'আপনি যদি সত্যিই সদ্বংশের সন্তান হয়ে থাকেন তবে তার প্রমাণ দিন আপনি এখানকার শাসক আপনার কাছে আমি বিচারপ্রার্থী। আশা করি আপনার বংশ আর পদমর্যাদার উপযুক্ত বিচার করবেন আপনি'

মেরিনার কথা শুনে বেজায় অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন লাইসিমেকাস তিনি বললেন এ সব কী বলছ তুমি? এক রাতের স্ফূর্তি লুটতে এসে এ তো ভালো বিড়ম্বনায় পড়া গেল দেখছি। যাই হোক তুমি শান্ত হও মেরিনা তুমি আর কিছু চাও'

মেরিনা বলল, 'তাহলে জেনে রাখুন আপনি, আমি এক কুমারী মেয়ে। দুর্ভাগ্যের কোপে পড়ে বাধ্য হয়েছি এখানে আসতে এই বাড়িটার কথাই কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন না, এ এমন একটা জঘন্য নরক যার প্রতিটি অধিবাসীই কুৎসিত রোগে আক্রান্ত একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে পারবে না এখন আমার অবস্থা [illegible] পাখির মতো [illegible] যার ডানা নেই তা না হলে উড়ে যেতাম

'তুমি যে এমন কথা বলতে পার মেরিনা' বলে উঠলেন লাইসিমেকাস 'তোমার কথা শুনলে যে কোনও পতিতার মনেও ভালো হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। আমার কোনও সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। যাই হোক, এই টাকাগুলো তুমি রেখে দাও, চেষ্টা করবে এর সাহায্যে পালিয়ে যাবার।'

'ঈশ্বর আপনার ভালো করবেন,' বলে লাইসিমেকাসের দেওয়া টাকাগুলি রেখে দিল মেরিনা।

দরজার দিকে যেতে যেতে লাইসিমেকাস বললেন 'আমি চললুম। যদি কখনও তোমায় খবর পাঠাই তাহলে জানবে সেটা ভালো খবর। এই নাও, আরও কিছু টাকা রইল। এগুলো তুলে রাখ দরকার মতো কাজে লাগিও।' বলে আরও কিছু টাকা মেরিনার হাতে দিয়ে চলে গেলেন লাইসিমেকাস।

সত্যিই মেরিনার কাজে লেগে গেল লাইসিমেকাসের দেওয়া টাকাগুলো। সে টাকা দিয়ে বশ করল পতিতালয়ের মালিকের চাকর বোল্টকে। একদিন তারই সাহায্যে পতিতালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে একজন সচ্চরিত্র লোকের আশ্রয় পেল মেরিনা। সেই ভদ্রলোক নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন মেরিনাকে। কিন্তু তার আশ্রয়ে থেকেও বসে বসে সময় কাটে না মেরিনার। থার্সাসে থাকাকালীন সে নাচ-গান, শিল্প-কলা সবই আয়ত্ত করেছিল। এখন ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের সে সব বিদ্যে শিখিয়ে পয়সা উপার্জন করতে লাগল। বোল্টের সাহায্যে সে উপার্জিত টাকা পতিতালয়ের মালিকে সাহায্য হিসেবে পাঠাতে লাগল।

নিজের মেয়ের সমাধিতে ফুল দিয়ে বিষণ্ণ মনে টায়ারে ফিরে আসছিলেন পেরিক্লিস। মাঝপথে তার জাহাজ এসে দাঁড়াল মিটিলেন বন্দরে। দূর থেকে পেরিক্লিসের জাহাজটিকে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস। কোন দেশের জাহাজ, কে রয়েছেন জাহাজে এসব জানতে দু জন সভাসদকে নিয়ে বড়ো নৌকায় চেপে টায়ারের জাহাজের কাছে এলেন তারা। তখন জাহাজের ডেকে চেয়ারে বসে আরাম করছিলেন ক্লান্ত রাজা পেরিক্লিস। মিটিলেনের একজন সভাসদ জনৈক নাবিককে সাথে নিয়ে উঠে এলেন জাহাজের ডেকে। এদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন অমাত্য হেলিকেনাস। হেলিকেনাসকে উদ্দেশ্য করে সেই নাবিক বলল, 'প্রভু হেলিকেনাস! নৌকায় অপেক্ষা করছেন মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস। তিনি আসতে চান আমাদের জাহাজে।'

দুজন সভাসদকে ডেকে নিয়ে হেলিকেনাস বললেন, 'যান, আপনারা গিয়ে মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওপরে নিয়ে আসুন।'

টায়ারের দু জন সভাসদকে নিয়ে নাবিকেরা নীচে নেমে যাবার কিছুক্ষণ বাদে লাইসিমেকাসকে নিয়ে তারা উঠে এল জাহাজের ওপরে। সেখানে তাকে অভিবাদন জানালেন মন্ত্রী হেলিকেনাস। হাতাহাত পেরিক্লিসকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ইনিই আমাদের প্রভু টায়ারের রাজা পেরিক্লিস। শোকে তিনি এত কাতর যে প্রায় তিনমাস ধরে খাওয়া-দাওয়া একরকম বন্ধই করে দিয়েছেন। কারও সাথেই কথা বলেন না তিনি।'

লাইসিমেকাস বললেন, 'আমি কি একবার ওর সাথে দেখা করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন', বললেন হেলিকেনাস, 'তবে ওর সাথে দেখা করে কোনও ফল হবে না। কারণ আপনার সাথে উনি একটা কথাও বলবেন না। স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার বিয়োগে উনি খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন।'

লাইসিমেকাস এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালেন পেরিক্লিসকে জবাবে কিছু না বলে বিষণ্ণ মুখে বসে রইলেন পেরিক্লিস।

হেলিকেনাসকে ডেকে একপাশে সরিয়ে এনে লাইসিমেকাস বললেন, 'আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে আমাদের মিটিলেনে একটি কুমারী মেয়ে আছে রূপে গুণে সে অতুলনীয় আর চমৎকার তার গানের গলা আমার বিশ্বাস তার গান শুনলে রাজা পেরিক্লিস আবার তাঁর কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পাবেন। আপনার অনুমতি হলে ওই মেয়েটিকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারি আমি

হতাশার স্বরে হেলিকেনাস তাকে বললেন 'আপনি তাকে নিয়ে আসতে পারেন তবে কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় না যাই হোক আপনি যখন বলছেন তখন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন '

হেলিকেনাসের নির্দেশে একজন সভাসদ বড়ো নৌকায় চেপে রওনা হলেন কিছুক্ষণ বাদে তিনি ফিরে এলেন মেরিনাকে সাথে করে তাঁর আগেই ডেক ছেড়ে নিজের কামরায় চলে গেছেন রাজা পেরিক্লিস। হেলিকেনাস সেখানে পৌঁছে দিলেন মেরিনাকে

পেরিক্লিসকে অভিবাদন জানিয়ে মেরিনা বললেন, 'মহারাজ' আপনার মতো আমিও বুকের মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা আর দুঃখ বহন করে চলেছি শুনেছি আমার বাবাও নাকি রাজা ছিলেন সমুদ্র ঝড়ে জাহাজডুবি হয়ে আমি বাবা-মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।'

আপন মনে পেরিক্লিস বললেন, 'এই মেয়েটিও দেখতে ঠিক আমার স্ত্রী আর মেয়ের মতো', কথাগুলি অনুচ্চ স্বরে বললেও তা ঠিকই পৌঁছেছে মেরিনার কানে

মেরিনার দিকে তাকিয়ে পেরিক্লিস বললেন, 'কী নাম তোমার?

'আমার নাম মেরিনা' জবাব দিল সে।

মেরিনা নামটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলেন পেরিক্লিস তিনি বললেন, তোমার নাম শুনে আমি যে কতটা চমকে গেছি তা তোমায় বোঝাতে পারব না, কে তোমার এই নাম দিয়েছিল?'

মেরিনা জবাব দিল 'মৃত্যুর আগে আমার ধাত্রী লাইকোরিডা নিজ মুখে বলে গেছে যে আমরা বাবা একজন নামি রাজা ছিলেন। আমার মা'ও নাকি ছিলেন রাজবংশীয় সমুদ্রবক্ষে জন্মেছিলাম বলে জাহাজের মধ্যেই বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মেরিনা আমি এও শুনেছিলাম ঝড় জলের তাণ্ডব সহ্য করতে না পেরে আমায় জন্ম দিয়েই মা মারা যান মেরিনার কথা শুনে উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল পেরিক্লিসের ঠোঁট তিনি চাপা স্বরে আপন মনে বলতে লাগলেন, 'মেয়েটি বলছে ওর বাবা রাজা ছিলেন আর মা'ও নাকি রাজবংশীয় সমুদ্রে জন্মেছিল বলে ওর বাবা নাম রেখেছিল মেরিনা এ সব কি আমি স্বপ্ন দেখছি এই তো ক দিন [illegible] মারা গেছে সে আমি নিজে তার সমাধিতে ফুল ছিটিয়ে এসেছি। তবু ওকে একবার বাজিয়ে দেখা যাক।' মেরিনার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন তোমার পুরো জীবনকাহিনি শুনতে চাই আমি জন্মের পর তোমার কী হল কী করে তুমি এখানে এলে সব খুলে বল আমায়

মেরিনা বলতে লাগল, আমাকে জন্ম দিয়েই মা মারা যান। শুনেছি তার মৃতদেহ নাকি সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয় তারপর আমার পিতা থার্সাসের শাসকের [illegible] আমাকে খাইয়ে দাইয়ে বড়ো করে তোলেন ক্লিওন আর তার স্ত্রী তারপর [illegible] গোপনে [illegible] একজন গুপ্তঘাতককে নিয়োগ করেন ক্লিওনের স্ত্রী [illegible]

বেরিয়ে ছিলাম ধাত্রী লাইকোডিয়ার সমাধিতে ফুল দেব বলে। মাঝপথে ঘাতক আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছিল সমুদ্রতীরে। আমি কাতর স্বরে প্রাণভিক্ষা চাইলাম সে ঘাতকের কাছে। সে সময় একদল জলদস্যু এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তোলে, তারপর এক সময় এসে পৌঁছালাম এই মিটিলেনে

এটুকু বলার পর মেরিনার নজরে এল শিশুর মতো কাঁদছেন তার শ্রোতা

মেরিনা বলল 'আমার জীবনকাহিনি শুনে আপনি কাঁদছেন বিশ্বাস করুন রাজা পেরিক্লিসের মেয়ে আমি। জানি না আমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন কিনা '

রাজা পেরিক্লিস গলা চড়িয়ে হেলিকেনাসকে ডেকে বললেন, 'প্রিয় হেলিকেনাস! একবার এস এ ঘরে।'

রাজার ডাক শুনে হেলিকেনাস ঘরের ভিতর গিয়ে দেখলেন এতদিন বাদে রাজার মুখে হাসি ফুটেছে। তা দেখে খুশি হলেন তিনি

পেরিক্লিস বললেন, 'শোন হেলিকেনাস, ও বলছে ওর নাম মেরিনা সমুদ্রে জন্মাবার দরুন ওর বাবা নাকি এই নাম রেখেছিলেন। দেখ মা ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার। একদিন সমুদ্রে জন্মেছিল বলে এতদিন বাদে সমুদ্রই তোমায় আজ ফিরিয়ে দিয়েছে আমার কাছে। দেখ মা এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যা বলেছ তা সবই সত্যি। তবুও সংশয় রয়ে গেছে আমার মনে তুমি যদি সত্যিই পেরিক্লিসের মেয়ে হও, তাহলে বলতো তোমার মা'র নাম কী?

'নিশ্চয়ই বলব, তবে তার আগে বলুন আপনি কে?' জানতে চাইল মেরিনা

'আমি টায়ারের রাজা পেরিক্লিস', জবাব দিলেন তিনি।

উত্তেজনা চেপে রেখে মেরিনা বলল, 'আমার মা'র নাম থাইসা।'

কী বললে, তুমি থাইসার মেয়ে?' এগিয়ে এসে মেরিনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাজা পেরিক্লিস বললেন, 'তুমি যে সত্যিই আমার মেয়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই বুঝলে হেলিকেনাস, জীবনে শুধু দুঃখই নেই, আনন্দও আছে আজ কত বছর বাদে ফিরে পেলাম নিজের মেয়েকে যাও' মেয়ের জন্য নতুন পোশাক নিয়ে এস,' বলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন পেরিক্লিস। সামনে লাইসিমেকাসকে দেখে বললেন, 'হেলিকেনাস! ইনি কে? এঁকে তো চিনতে পারছি না

'আজ্ঞে' ইনি হলেন মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস একমাত্র এঁরই জন্য এতদিন বাদে আপনি ফিরে পেয়েছেন মেয়েকে '

তাইতো আপনাকে দেখে পরমাত্মীয় বলে মনে হয়েছিল' বলেই আনন্দের সাথে লাইসিমেকাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পেরিক্লিস 'ঈশ্বর আমাদের উভয়ের মঙ্গল করুন বলে কঠিন দৃষ্টিতে হেলিকেনাসের দিকে তাকিয়ে বললেন পেরিক্লিস, 'বুঝতে পারছি মেরিনা যে সত্যিই আমার মেয়ে এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ এখনও ঘোচেনি ' রাজার কথার কোনও জবাব দিলেন না হেলিকেনাস

বহুক্ষণ ধরে পেরিক্লিসের মনে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির বোধ হচ্ছে কোথা থেকে মিষ্টি সুরের একটা গান ভেসে আসছে তার কানে অথচ কেউ তা শুনতে পাচ্ছে না। সেই সুর শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন পেরিক্লিস ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখলেন দেবী ডায়ানা যেন তাকে বলছেন, 'এফিসাসে চলে যাও তুমি সেখানে তোমার স্ত্রী আমার আরাধনা করছে যাও সেখানে গিয়ে তাকে গ্রহণ কর

ঘুম ভাঙার পর জাহাজে চেপে পেরিক্লিস রওনা হলেন এফিসাসের পথে একসময় জাহাজ এসে থামল সেখানে মেরিনা হেলিকেনাস আর কয়েকজন সভাসদকে সাথে নিয়ে দেবী ডায়ানার মন্দিরে গেলেন পেরিক্লিস ঘটনাচক্রে সে সময় উপস্থিত ছিলেন এফিসাসের সভাসদ সেরিমন যার পরামর্শে একদিন বাকি জীবন কাটাতে থাইসা এসেছিলেন এই মন্দিরে দেবী ডায়ানার বেদির সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাইকে জোর গলায় নিজের জীবনের ইতিহাস শোনালেন পেরিক্লিস থাইসাও তখন সেখানে ছিলেন এতদিন বাদে স্বামীর গলা শুনে আর তাকে সামনে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন থাইসা সেরিমনের পরিচর্যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেলেন তিনি তখন থাইসাকে দেখিয়ে পেরিক্লিসকে বললেন সেরিমন, 'যার খোঁজে আপনি এতদূর এসেছেন, এই থাইসাই আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী '

বহুদিন বাদে স্বামী কন্যাকে এক সাথে ফিরে পেয়ে আনন্দের চোটে কী যে করবেন থাইসা, তা ভেবে পাচ্ছেন না তিনি এবার তাদের সবাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন সেরিমন যে বাক্সতে পুরে থাইসাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই বাক্সটা আর তার ভেতরের সব জিনিস সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন সেরিমন তিনি সেগুলি দেখালেন পেরিক্লিসকে বিয়ের রাতে স্বামীর কাছ থেকে যে হিরের আংটিটা উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন থাইসা, এতদিন বাদে তিনি সেটা দেখালেন পেরিক্লিসকে আংটিটা একেবার দেখেই চিনতে পারলেন পেরিক্লিস জন্ম দেবার পর থেকে যে মেয়েকে তিনি দেখেননি সেই মেয়ে আজ এত বড়ো হয়েছে দেখে খুশি হলেন থাইসা। মা'কে পেয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে বসেছিল মেরিনা তাকে দু-হাতে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন থাইসা

এবার সেরিমনকে দেখিয়ে তিনি পেরিক্লিসকে বললেন, 'এনার দেখানো পথ অনুসরণ করে আমি এতদিন দেবী ডায়ানার আরাধনা করে এসেছি, আজ এতবছর পরে দেবী ডায়ানার কৃপাতেই তোমাদের ফিরে পেলাম আমি।'

ইশারায় লাইসিমেকাসকে দেখিয়ে পেরিক্লিস বললেন, 'একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখ থাইসা ইনি হলেন মিটিলেনের শাসক লাইসিমেকাস আমি স্থির করেছি এঁর হাতেই সঁপে দেব মেরিনাকে '

এবার মেরিনার হাত লাইসিমেকাসের হাতে তুলে দিয়ে বললেন থাইসা, 'তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক '

এর পরও কিছু অবশিষ্ট আছে এ কাহিনির ক্লিওন আর তার স্ত্রী যে মেরিনাকে হত্যা করান চক্রান্ত করেছিলেন সে কথা জানতে পেরে তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন থার্সাসের প্রজারা এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে প্রজারা একদিন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল তাদের প্রাসাদ প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, ক্লিওন আর তাঁর স্ত্রী কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন সম্ভবত আরও বড়ো শাস্তি তাঁদের পাওনা ছিল বলেই বেঁচে গেলেন তাঁরা

দ্য টু জেন্টেলমেন অব ভেরোনা

ভেরোনা ছিল ইতালির এক প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর দুই যুবক, প্রোটিয়াস আর ভ্যালেন্টাইন এই শহরেরই অধিবাসী ছোট্টবেলা থেকেই এই ভদ্র শিক্ষিত, সম্পন্ন পরিবারের ছেলে দুটি একই সাথে লেখাপড়া শিখে বড়ো হয়েছে স্বভাবতই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

প্রোটিয়াস প্রেমে পড়েছে এক সুন্দরী যুবতির নাম জুলিয়া, তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসে এদিকে প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের ধ্যান ধারণা অন্যরকম প্রেম ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগ সম্পর্কে তার মতামত আলাদা সব সময় প্রোটিয়াসের মুখে জুলিয়ার প্রেম নিবেদনের কথা শুনে এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। এ নিয়ে মাঝে মাঝে প্রোটিয়াসকে ঠাট্টা-তামাশা করতেও ছাড়ে না সে

ভ্যালেন্টাইন একদিন প্রোটিয়াসকে জানাল যে সে মিলানে যাচ্ছে। তাই বেশ কিছুদিন তাদের দু জনের মধ্যে আর দেখা-শোনা হবে না কথাটা শুনেই বেশ মুষড়ে পড়ে প্রোটিয়াস, বন্ধুকে অনুরোধ করে যেন সে তাকেও সাথে নিয়ে যায়।

বন্ধুর অনুরোধের উত্তরে ভ্যালেন্টাইন জানাল, 'সেটা কী করে সম্ভব তুমি কি ভেবে দেখেছ আমার সাথে গেলে তোমার প্রেমিকার অবস্থা কী হবে? তোমার অদর্শনে বেচারি জুলিয়া তো দমবন্ধ হয়ে ছটফট করে মারা যাবে '

ভ্যালেন্টাইনের কথার জবাবে বলার মতো কিছু না পেয়ে চুপ করে রইল প্রোটিয়াস।

এবার প্রোটিয়াসকে খোঁচা দিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন, 'অল্প বয়সে যখন প্রেমে পড়েইছ, তখন বিয়ে করে ঘর সংসার কর। তারপর সুন্দরী বউ আর একগাদা ছেলেপেলে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দাও একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন ভাবে তোমার মতো তরুণ প্রেমে হাবুডুবু না খেলে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যেতাম তোমাকে তবে এখন বলতে পারব না যে জুলিয়াকে ছেড়ে আমার সাথে মিলানে চল আর তোমার পক্ষে সম্ভবও নয় তা। কাজেই আমাকে একাই যেতে হবে তুমি একজন প্রেমিক দিনরাত চুটিয়ে প্রেম চালিয়ে যাও জুলিয়ার সাথে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ক্রমাগত তোমার প্রেমের শ্রীবৃদ্ধি হোক '

'তবে তাই হোক', বলল প্রোটিয়াস, তুমি তাহলে একাই যাও মিলানে থাকাকালীন যদি কোনও দুর্লভ জিনিস তোমার চোখে পড়ে, তাহলে মনে করো আমার কথা আর কোনও দুঃসময় ও সংকটে পড়লে চেষ্টা করো আমায় খবর দেবার কথা দিচ্ছি, দুঃসময়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমায় সাহায্য করার।'

'নিশ্চয়ই প্রোটিয়াস আমিও কথা দিচ্ছি তেমন অবস্থায় পড়লে চেষ্টা করব তোমায় খবর দেবার', বলল ভ্যালেন্টাইন যথারীতি প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করে সে রওনা দিল মিলানের পথে

দুই

ভ্যালেন্টাইন মিলানে রওনা দেবার কিছুক্ষণ বাদেই ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির তার খাস চাকর স্পিড সে ভালোবাসত লুসেট্টা নামে একটি যুবতিকে যে আবার ছিল প্রোটিয়াসের

প্রেমিকা জুলিয়ার বাড়ির পরিচারিকা। শুধুমাত্র সেজন্যই স্পিডকে ভালোবাসতো প্রোটিয়াস। কারণ তার হাত দিয়েই জুলিয়াকে প্রেমপত্র পাঠাত সে। সে প্রেমপত্র স্পিড পাচার করে দিত তার প্রেমিকা লুসেট্টার কাছে, আর লুসেট্টা যথারীতি তা পৌঁছে দিত তার মনিবানী জুলিয়ার হাতে। এভাবে দূতগিরির মজুরি হিসেবে স্পিড প্রায়ই প্রোটিয়াসের পকেট খসিয়ে মোটা টাকা আদায় করে নিত।

'কী ব্যাপার! তুই এত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিস কেন?' স্পিডকে জিজ্ঞেস করল প্রোটিয়াস।

'এসেছি আমার মনিবের খোঁজে', বলল স্পিড, 'তার সাথে আপনার কি দেখা হয়েছে?'

'দেখা হয়েছিল বটে, তবে তা অনেকক্ষণ আগে', বলল প্রোটিয়াস, 'তখন তোর মনিব জাহাজ ঘাটার দিকে এগুলো। এতক্ষণ হয়তো তার জাহাজ ছেড়েও দিয়েছে' বলেই আড়চোখে স্পিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই, জুলিয়ার হাতে আমার চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছিস তো?'

'আজ্ঞে, দিয়েছি', মুখটিপে হেসে স্পিড বলল, 'তিনি একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্য। তবে কিছু মনে করবেন না কর্তা, আপনার প্রেমিকাটি বেজায় কিপটে, মোটেও জল গলে না ওর হাত দিয়ে। এই চিঠিটা আপনাকে দেবার জন্য কোনও বকশিশ উনি দিলেন না আমাকে।'

'শোন, বকশিশ না দিলেও মন খারাপ করিস না', বলল প্রোটিয়াস। 'এবার দেখি জুলিয়ার চিঠিটা।' চিঠিখানা স্পিড বের করতেই তা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল প্রোটিয়াস। তারপর পকেট থেকে এক পাউন্ডের মুদ্রা বের করে স্পিডের হাতে দিল সে। পকেটে সেটি গুঁজে নিয়ে প্রোটিয়াসকে বলল, 'দরাজ হাতে এরূপ বকশিশ দেন বলেই তো মুখ বুজে আপনার কাজ করে দিই। আপনার প্রেমিকা যেমন ভুলেও এক আধলা উপুড় করেন না, তেমনি আমার মনে হয় দুহাত উজাড় করে বিয়ের পর তিনি আপনাকে পয়সা-কড়ি দেবেন না।'

'চুপ হতচ্ছাড়া!' স্পিডকে ধমকাল প্রোটিয়াস। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'দেখছি এবার থেকে জুলিয়ার হাতে চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব অন্য কাউকে দিতে হবে।'

তিন

বকশিশ হিসেবে এক পাউন্ড প্রোটিয়াসের কাছ থেকে আদায় করে এবং সেই সাথে তার ধমক খেয়ে পালাল স্পিড। বাড়ি ফেরার পূর্বে মাঝরাস্তায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল জুলিয়ার বাড়ির সামনে। লুসেট্টাকে ডেকে কিছুক্ষণ তার সাথে হাসি ঠাট্টা করে জুলিয়াকে লেখা প্রোটিয়াসের চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বিদায় নিল। কিছুক্ষণ বাদে বাড়ির সামনের বাগানে পায়চারি করতে এল জুলিয়া। সে সময় লুসেট্টাও সুযোগ বুঝে হাজির সেখানে। মনিবানীর সাথে যেতে যেতে সে নানা প্রকার রসালো বুলি আওড়াতে লাগল যুবতি মেয়েদের প্রেমে পড়ার সম্পর্কে।

যেতে যেতে ঘাড় না ফিরিয়েই বলল জুলিয়া, 'কী ব্যাপার বল তো লুসেট্টা! হঠাৎ আজ প্রেমে পড়ার জন্য আমায় জ্ঞান দিচ্ছিস কেন? আমার তো মনে হচ্ছে পুরুষের হয়ে তুই ওকালতি করছিস।'

'কী যে বল দিদিমণি!' বলেই মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নেয় লুসেট্টা। মুখ টিপে হেসে বলে, 'আমায় তুমি ভুল বুঝো না দিদিমণি। প্রেম সব সময় পবিত্র এবং স্বর্গীয়। আমার আসল বক্তব্য এই যে প্রেমে পড়ার পূর্বে ভালো করে সবকিছু ভেবে দেখা প্রয়োজন।'

সায় দিয়ে জুলিয়া বলল, 'তা ঠিকই বলেছিস। কত পুরুষই তো আমার প্রেম ভালোবাসা পেতে উদগ্রীব। এই বলে যাকে তাকে তো আমি আর বিলিয়ে দিতে পারি না।'

'তা তো ঠিকই দিদিমণি,' লুসেট্টা সায় দেয়।

'এই এগলামুর লোকটার কথাই ধর না কেন', বলল জুলিয়া, 'ওর সম্পর্কে তোর ধারণা কী আর লোকটাই বা কেমন?'

'এগলামুর লোকটা দেখতে সুন্দর আর যোদ্ধা হিসেবে বেশ সুনামও রয়েছে', লুসেট্টা বলল, 'তবুও আমার অভিমত ঘর সংসার করার জন্য এ লোককে বিয়ে করা ঠিক নয়।'

'আর মার্কেশিয়? পুনরায় জানতে চাইল জুলিয়া, 'আমার মুখের একটু হাসির জন্য তিনি তো পাগল। তাছাড়া ওর প্রচুর টাকা কড়িও রয়েছে। সেসব খবর রাখিস তুই?'

'টাকার কুমির হলেও লোকটা যেন কেমন', বলল লুসেট্টা, 'ওর হাব-ভাব, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা সবই যেন কৃত্রিম মনে হয়। নিজস্ব বলতে যেন ওর কিছু নেই। ছোটো মুখে কথাটা হয়তো বড়োই শোনাবে দিদিমণি, তবুও যখন তুললে তখন বলেই ফেলি, আমার মতে মানুষের মতো মানুষ একজনই রয়েছেন। তিনি হলেন প্রোটিয়াস।'

'তুই আর কাউকে পেলি না, এত লোকের মধ্যে শেষে কিনা প্রোটিয়াস?' — লুসেট্টার মুখে ও নামটা শুনে অবাক হবার ভান করে বলল জুলিয়া, 'আমার তো ভুলেও ওর কথা মনে হয় না। তাছাড়া ওর মধ্যে এমন কী দেখেছিস যার জন্য তুই ওর হয়ে ওকালতি করছিস?'

'এজন্যই বলছি দিদিমণি যে তার সমস্ত মন প্রাণ তিনি আপনাকেই সঁপে দিয়েছেন। একমাত্র আপনিই রয়েছেন তার মনের মণিকোঠায়, সেখানে আর কারও স্থান নেই,' বলল লুসেট্টা।

জুলিয়া বলল, 'প্রোটিয়াস তো খুবই কম কথার লোক আর যিনি কম কথা বলেন তার প্রেমও তো ক্ষণস্থায়ী হবে।'

'তুমি ভুল করছ দিদিমণি', জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল লুসেট্টা, 'যিনি কম কথা বলেন তাঁর হৃদয় প্রেমে ভরপুর। এরূপ মানুষকে পাওয়া তো খুবই ভাগ্যের কথা।' বলেই জামার ভেতর থেকে মুখবন্ধ খামটা বের করে জুলিয়ার হাতে দিয়ে বলল লুসেট্টা, 'মন দিয়ে ভেতরের লেখাটা পড়ুন তাহলে বুঝতে পারবেন আমার কথাটা কতদূর সত্যি।'

খামের উপর চোখ বুলিয়ে জুলিয়া বলল, 'এ তো দেখছি চিঠি, খামের উপর আমার নাম লেখা। লুসেট্টা, এ চিঠি কে দিয়েছে?'

'ভ্যালেন্টাইনকে তো আপনি চেনেন দিদিমণি', বলল লুসেট্টা, 'ওর পরিচারক স্পিড আমার চেনা শোনা। কিছুক্ষণ আগে সেই এ চিঠিটা দিয়েছে আমায়। মনে হচ্ছে আপনাকে দেবার জন্য চিঠিটা প্রোটিয়াসই দিয়েছেন স্পিডকে।'

জুলিয়ার স্বভাবটাই আসলে অদ্ভুত। বহু আগেই প্রোটিয়াসের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে তা গোপন রাখতে চায় সবার কাছ থেকে। এর কারণ ভয় বা চাপ নয়। পরিচিতদের কাছে সে দেখাতে চায় প্রোটিয়াসের সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই। সে জন্য লুসেট্টার হাত থেকে প্রেমিকের লেখা চিঠিখানা কেড়ে নিয়েই তাকে ধমকে উঠল জুলিয়া, 'প্রোটিয়াসের লেখা চিঠিটা কেন এনেছিস তুই? যা, এই মুহূর্তে এটি নিয়ে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।' বলেই মুখবন্ধ খামটা বিছানার উপর রাখে। খামটা নিয়ে লুসেট্টা ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই জুলিয়ার ইচ্ছে হল প্রোটিয়াস তাকে কী লিখেছে তা জানতে। সাথে সাথেই সে চেঁচিয়ে ডাকল লুসেট্টাকে।

জুলিয়ার স্বভাব চরিত্র ভালোভাবেই জানত লুসেট্রা ঠিক এই ডাকেরই অপেক্ষায় ছিল সে সাথে সাথেই সে পড়িমড়ি করে হাজির হল যেন কিছুই হয়নি এরূপ ভাবে বলল জুলিয়া 'দেখে আয়তো ঘড়িতে ক'টা বাজে আর জেনে আয় ডিনারের সময় হয়েছে কিনা।'

'দিদিমণি! ডিনারের সময় হয়ে গেছে', বলেই প্রোটিয়াসের চিঠিটা আবার বের করে জুলিয়ার হাতে দিয়ে লুসেট্রা বলল, 'আসলে এটার জন্যই তুমি আমায় ডেকেছ। নাও, এবার ভালো করে পড়ে ফেল '

জুলিয়া ভীষণ রেগে গেল লুসেট্রার কথা শুনে কোনও চিন্তা ভাবনা না করেই সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে প্রোটিয়াসের চিঠিটা ফেলে দিল মেঝের উপর। মনে মনে লুসেট্রা খুব ব্যথা পেল জুলিয়ার কাণ্ড দেখে। চিঠির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে যখন সে উবু হয়ে মেঝেতে বসতে যাবে, ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া, খবরদার বলছি, ভালো চাস্ তো ওগুলো মোটেও ছুঁবি না। চলে যা এখান থেকে এখন আমার কোনও দরকার নেই তোকে।'

ঘর থেকে লুসেট্রা চলে যাবার পর মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা চিঠির টুকরোগুলির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুলিয়া কেন যে সে এমন হঠকারিতা করল তা ভেবে নিজেরই ওপর ক্ষুব্ধ হল সে। মাথা গরম করে এভাবে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য সে আক্ষেপ করতে লাগল।

অনেকক্ষণ হল ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে লুসেট্রা ধারে কাছে কেউ নেই দেখে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল জুলিয়া। চিঠিতে প্রোটিয়াস তাকে কী লিখেছিল তা জানার জন্য সে চিঠির টুকরোগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে পরপর সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ জুলিয়ার নজরে পড়ল একটুকরো কাগজে লেখা রয়েছে প্রেমের তিরবিদ্ধ প্রোটিয়াস ' অন্যান্য কতকগুলি ছেঁড়া টুকরো লেখা রয়েছে মিষ্টি মিষ্টি অনেক প্রেমের বাণী না জানি গোটা চিঠিটাতে আরও কত মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কথা লেখা ছিল। অযথা মাথা গরম করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার দরুন সেসব কিছুই সে পড়তে পেল না নিজের আচরণে খুবই অনুতপ্ত হল জুলিয়া সে ঠিক করল নিজের কাছে রেখে দেবে চিঠির সেই ছেঁড়া টুকরোগুলিকে নিয়ম করে দু' বেলা চুমু খাবে সেগুলির গায় 'আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত কি তাতেও হবে না?' নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে জুলিয়া

প্রোটিয়াসের বাবা অ্যান্টোনিও ধমকে উঠলেন তার বাড়ির পরিচারককে 'অ্যাই ব্যাটা প্যানথিনো' তখন থেকে তোকে ডাকতে ডাকতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

প্যানথিনো জবাব দিল 'আজ্ঞে মঠে আপনার ভাইয়ের কাছে '

দাবড়ে উঠলেন অ্যান্টোনিও 'কেন রে হতচ্ছাড়া? এ তক্ষণ কোন ঠাকুরের সেবা করছিলি মঠে বসে? নাকি আমার ভাই আটকে রেখেছিল তোকে?'

'না হুজুর' জবাব দেয় প্যানথিনো 'আসলে হয়েছে কি উনি তার ভাইপো অর্থাৎ আপনার ছেলের কথা খুবই চিন্তা করেন কি না তাই সে বিষয়েই কথা বলছিলেন আমার সাথে '

'ভাই কী কথা বলছিল আমার ছেলের ব্যাপারে' জানতে চাইলেন অ্যান্টোনিও

'উনি বলছিলেন যে যৌবনে পা দেবার সাথে সাথে সাধারণ লোকেরা তাদের ছেলেদের বাড়ির বাইরে ছেড়ে দেয় মানুষ হবার জন্য বলতে থাকে প্যানথিনো সেই ছেলেদের মধ্যে কেউ যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে, কেউ যায় জাহাজে চেপে নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করতে আর

কেউবা সেনাদলে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে যায় সৌভাগ্যের সন্ধানে। আপনার ভাই বলছিলেন যে প্রোটিয়াসেরও সেরূপ করা উচিত ছিল। উনি আরও বলছিলেন যে প্রোটিয়াস এখন যৌবনে পা দিয়েছে। এবার যদি সে দেশ বিদেশে না যেতে পারে, তাহলে সে পৃথিবীর কিছুই দেখতে পাবে না। পৃথিবীতে নানা ধরনের মানুষ রয়েছে। তাদের স্বভাব কেমন, সেও তার জানা হবে না। উনি আপনাকে জানাতে বলেছেন যেন প্রোটিয়াসকে আর আপনি বাড়ির মধ্যে আটকে না রাখেন।'

'এ সব কথা যদি আমার ভাই বলে থাকে, তাহলে সে খাঁটি কথাই বলেছে', সায় দিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও। 'পরিশ্রম করলেই অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় বলে আমার বিশ্বাস। তা প্যানথিনো, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুই যখন ভাইয়ের সাথে এত আলোচনা করিস, এত ভাবিস তার জন্য, তাহলে তুই বল কোথায় পাঠানো যায় তাকে?'

'এ নিয়ে আর এত ভাবনা কী', বলল প্যানথিনো। 'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে উন্নতিলাভের আশায় প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইন মিলানের রাজসভায় গেছে।'

'হাঁ, আমি তা শুনেছি', বললেন অ্যান্টোনিও।

'কর্তা, আমার মতে প্রোটিয়াসকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়', বলল অ্যান্টোনিও, 'দেশ-বিদেশের প্রচুর লোক রোজ আসে সম্রাটের রাজসভায়। অনেক কিছু সে জানতে শিখতে পারবে যদি সে তাদের সাথে মেলামেশা করে। তারপর বারোমাস রাজসভায় লেগেই আছে তির ছোড়া, বন্দুকবাজি, তলোয়ার লড়াই প্রভৃতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা। সে সব প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রোটিয়াস যদি তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে সম্রাটের নজরে পড়ার সম্ভাবনা আছে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি প্যানথিনো', সায় দিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, 'আমিও চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রোটিয়াসকে মিলানের সম্রাটের রাজসভায় পাঠাবার।'

'আমি বলছি কি কর্তা, খামোখা দেরি না করে কালই রওনা করে দিন ছোটো কর্তা প্রোটিয়াসকে', বলল প্যানথিনো।

'কিন্তু কাল কেন?' জানতে চাইলেন অ্যান্টোনিও।

'ডন আলফানসোকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে কর্তা?' বলল প্যানথিনো, 'আগামীকাল কয়েকজন ভদ্রলোকের সাথে উনি চাকরির খোঁজে রওনা দিচ্ছেন মিলানে সম্রাটের দরবারে। আমি বলছি কি প্রোটিয়াসকেও আপনি কাল তাদের সাথে জাহাজে তুলে দিন।'

'সে তো খুবই ভালো কথা', বললেন অ্যান্টোনিও, 'আগামী কালই ডন আলফানসো ও তার সাথীদের সাথে প্রোটিয়াসও রওনা দেবে মিলানের পথে। তাহলে আর দেরি নয় প্যানথিনো। ওর জামা কাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রগুলি তুই এবেলাই গুছিয়ে বাক্সে ভরে ফ্যাল।'

প্রোটিয়াস কিন্তু তখনও জানে না যে বাড়ির পুরনো চাকরের পরামর্শ মতো তার বাবা একরকম নির্বাসন দণ্ডের মতো তাকে মিলানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিছুক্ষণ আগে জুলিয়ার প্রেমপত্র পেয়ে সে খুশিতে ডানা মেলে উড়ছে কল্পনার আকাশে। বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা দেখছে সে। শুরু থেকে চিঠিটা পড়ছিল প্রোটিয়াস। মাঝে মাঝে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছিল তার গন্ধ। ঠিক সে সময় তাকে খুঁজতে সেখানে এলেন তার বাবা অ্যান্টোনিও।

মন দিয়ে ছেলেকে চিঠি পড়তে দেখে অ্যান্টোনিও জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কার চিঠি? কে লিখেছে?'

কিছু না ভেবেই বলে বসল প্রোটিয়াস, 'মিলান থেকে আমার এক বন্ধু ভ্যালেন্টাইন লিখেছে চিঠিটা চিঠিটা নিয়ে এসেছে তারই এক বন্ধু '

'চিঠিটা দাও তো', বলেই হাত বাড়ালেন অ্যান্টোনিও, পড়ে দেখি মিলানের কী খবর লিখেছে তোমার বন্ধু

এই রে সেরেছে,' নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল প্রোটিয়াস 'জুলিয়ার প্রেমপত্রটা এবার ওর হাতে তুলে দিতে হবে উনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন চিঠিটা পড়তে না পারলে ওর ঘুম হবে না আজ রাতে এখন কী করব ' সাথে সাথে নিজেকে সামলে নেয় প্রোটিয়াস জামার হাতায় চিঠিটাকে গুঁজে রেখে সে বলল 'কি করবে তুমি আমার বন্ধুর চিঠি পড়ে? মিলানের এমন কোনও খবর এতে নেই যা তুমি ভাবছ ও কেমন সুখে আছে মিলানের সম্রাটের দরবারে, দরবারে সব কাজে ওর ডাক পড়ে যখন তখন এই কথাই লেখা আছে চিঠিতে সেই সাথে আমারও সেখানে যেতে লিখেছে

'সে কথা লিখেছে বুঝি?' বললেন অ্যান্টোনিও, 'তোমার বন্ধু ভ্যালেন্টাইকে তো বেশ ভালো ছেলে বলেই মনে হচ্ছে

নিজের মনে হাসতে হাসতে প্রোটিয়াস বলল, 'হ্যাঁ, ও লিখেছে যে আমিও তার মতো সৌভাগ্যবান হতে পারি, যদি আমি মিলানে সম্রাটের দরবারে যাই '

অ্যান্টোনিও বললেন তোমার বন্ধু যে একজন গুণী লোক তাতে কোনও সন্দেহ নেই তুমি শুনে খুশি হবে যে তোমার বন্ধুর মত-ই আমার মত জীবনের অনেকগুলো দিনই তুমি নিষ্কর্মা হয়ে কাটালে এবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ আমার ইচ্ছে ভ্যালেন্টাইনের মতো তুমিও কিছুদিন মিলানে সম্রাটের দরবারে থাক টাকা-পয়সার জন্য ভেব না যতদিন পর্যন্ত তোমার পাকাপাকি ব্যবস্থা না হয় আমি তোমার থাকা-খাওয়ার খরচের টাকা পাঠিয়ে দেব তোমায় আগামীকালই রওনা হতে হবে মিলানের উদ্দেশে হাতে মোটেও সময় নেই তাই আর দেরি না করে চটপট তৈরি হয়ে নাও।'

বাবার কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল প্রোটিয়াসের কোনোমতে সে বলল, 'আগামী কালই আমায় যেতে হবে? কিন্তু কী করে তা সম্ভব? তৈরি হতেও তো কমপক্ষে দুটো দিন সময়ের দরকার '

প্রোটিয়াসকে বাধা দিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, 'শুধু দুটো কেন, তৈরি হবার জন্য একদিনেরও প্রয়োজন নেই তোমার আগে তুমি রওনা দেও তারপর প্রয়োজনীয় সবকিছু পাঠিয়ে দেব তোমায়, এখানে একটি দিনও আর থাকার প্রয়োজন নেই ওরে পান্থিয়ো, ছোটো কর্তার জিনিস-পত্র তুই সব গুছিয়ে দে বলতে বলতে চাকরকে সাথে নিয়ে অ্যান্টোনিও বেরিয়ে এলেন ছেলের ঘর থেকে

আক্ষেপ করতে করতে নিজ মনে বলতে লাগল প্রোটিয়াস, হায় রে! এবার আমার কী হবে? আগুন থেকে বাঁচতে ঝাঁপ দিলাম সাগরে কিন্তু কপাল মন্দ শেষে ডুবে মরতে হল সেই সাগরে বাবা দেখে ফেলেন জুলিয়ার চিঠি দেখলে। তাই চেষ্টা করলাম সেটাকে বন্ধুর চিঠি বলে চালাতে কিন্তু উলটো ফল হল তাতে জোর করে বাবা আমায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন সেই বন্ধুর কাছে ফলস্বরূপ আমায় দূরে চলে যেতে হচ্ছে জুলিয়ার কাছ থেকে আচমকাই আমার প্রেম ঢাকা পড়ে গেল মেঘের ছায়ায়

প্রোটিয়াস জানত যে বাবার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না। তাই জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে সে দেখা করল তার সাথে। তারা উভয়ে হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকবে, উভয়ে উভয়কে ভালোবাসবে, একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এরপর আংটি বদল হল দু'জনের বিচ্ছেদের মুহূর্তে তারা শপথ নিল যে হাতের আংটি কখনও খুলবে না।

চার

বন্ধুর সম্পর্কে যা খুশি মুখে এল বলে কোনও মতে সেদিনের মতো পরিস্থিতি সামলে দিল প্রোটিয়াস, বাস্তবে কিন্তু সত্যি হয়ে দাঁড়াল তারা সে কথাটাই। দিন যাবার সাথে সাথে মিলানের ডিউকের সুনজরে পড়তে লাগল তার বন্ধু ভ্যালেন্টাইন এর পাশাপাশি এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা ভাবাই যায় না প্রেমে পড়ল ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমিকা যে সে কেউ নয়, খোদ ডিউকের সুন্দরী মেয়ে সিলভিয়া, যে ভ্যালেন্টাইন ভেরোনা থাকাকালীন ,প্রেম থেকে সর্বদা দূরে থাকত, সেই কিনা মিলানে এসে প্রেমে পড়ে গেল ডিউকের মেয়েকে দেখে এদিকে সিলভিয়ারও ভালো লেগে গেল স্বাস্থ্যবান সুন্দর তরুণ ভ্যালেন্টাইনকে দেখে বলাই বাহুল্য, সুন্দরী সিলভিয়ার ডাকে সেদিন সাড়া দিয়েছিল ভ্যালেন্টাইন এরপর থেকে সবার নজর এড়িয়ে প্রেম করতে লাগল দুজনে সবসময় নজর রাখতে হত গল সিলভিয়া যাতে ডিউক এ ব্যাপারে কিছু টের না পান। এর একটাই কারণ ডিউক খুবই ভালোবাসতেন ভ্যালেন্টাইনকে আর প্রায় প্রতিদিনই তাকে প্রাসাদে নিয়ে এসে তার সাথে ডিনার খেতেন কিন্তু একমাত্র মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন তার এক তরুণ সভাসদ থুরিওর সাথে ডিউকের সভাসদ হলেও এই থুরিও ছিল মাথামোটা লোক, খুব কমই ছিল তার বুদ্ধিশুদ্ধি এ কারণে বাপের পছন্দসই ভাবী পাত্রকে মোটেই পছন্দ করত না সিলভিয়া থুরিওর সাথে দেখা হলেই সে তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করত নানা ভাবে

এরই মধ্যে একদিন প্রোটিয়াস এসে হাজির মিলানে তার সাথে ডিউকের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে প্রোটিয়াসের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এমন সব প্রশস্তি গাইলেন ভ্যালেন্টাইন যা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ডিউক তিনি তাকে আমন্ত্রণ করলেন সভায় যাবার জন্য। এরপর ডিউক একদিন ভ্যালেন্টাইন এবং প্রোটিয়াস — উভয়কেই তাঁর প্রাসাদে ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

একদিন বন্ধুর সাথে ডিউকের প্রাসাদে এল প্রোটিয়াস ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার সাথে সেখানে তার পরিচয় করিয়ে দিল ভ্যালেন্টাইন এরই মাঝে একসময় প্রোটিয়াসকে একপাশে সরিয়ে এনে জানতে চাইল তার প্রেমিকা জুলিয়া কেমন আছে সেই সাথে অকুণ্ঠে স্বীকারও করল ভ্যালেন্টাইন এযাবত সে যা এড়িয়ে গেছে, সেই প্রেমই তাকে গ্রাস করেছে মিলানে আসার পর সে উপলব্ধি করতে পেরেছে প্রেমের শক্তি কত ব্যাপক ভ্যালেন্টাইন যে সিলভিয়ার প্রেমে পড়েছে তা মুখ ফুটে স্বীকার না করলেও প্রেমের প্রতি তার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তা বুঝতে অসুবিধা হল না প্রোটিয়াসের কিন্তু সিলভিয়ার সাথে পরিচয় হবার পর সম্পূর্ণ পালটে গেছে তার মন। মন থেকে জুলিয়াকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সিলভিয়াকে পেতে উদ্গ্রীব ,প্রোটিয়াস আর প্রোটিয়াসও এ ব্যাপারে সচেতন যে এ নিয়ে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের সাথে।

কথায় কথায় পরদিন সিলভিয়ার সাথে তার প্রেমের কথা প্রোটিয়াসকে খুলে বলল ভ্যালেন্টাইন সে এও বলল যে ডিউক তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন স্যার থুরিও নামে এক সভাসদের সাথে, কিন্তু সিলভিয়ার মোটেই পছন্দ নয় স্যার থুরিওকে

'কিন্তু সিলভিয়া স্যার থুরিওকে পছন্দ না করলেও তাতে কি তোমার কোনও সুবিধা হবে?' জানতে চাইল প্রোটিয়াস 'ডিউক তো তাঁর মত বদলে তোমার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন না '

'আমি জানি তিনি তা দেবেন না একটুও দমে না গিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন, 'বিয়ের ব্যাপারে আমি আর সিলভিয়া, উভয়েই স্থির করে ফেলেছি আমাদের মন আজ রাতেই আমরা এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিয়ে করব ' বলেই ভ্যালেন্টাইন একটা দড়ির সিঁড়ি বের করে দেখাল প্রোটিয়াসকে

'কোন কাজে লাগবে এটা?' জানতে চাইল প্রোটিয়াস

এর জবাবে বলল ভ্যালেন্টাইন, 'আজ সন্ধের পর ডিউকের প্রাসাদের কোনও এক জানালায় এটা বেঁধে দেব এ ব্যাপারে সিলভিয়াকে আগেই বলে দেব যাতে সে জানালাকে চিনে রাখে। তারপর রাত বাড়ার সাথে সাথে সবার নজর এড়িয়ে সিলভিয়া এই প্রাসাদ থেকে নেমে আসবে বাইরে তৈরি থাকবে ঘোড়া সিলভিয়া নেমে এলেই আমরা পালিয়ে যাব ঘোড়ায় চড়ে '

নিজের মনে প্রোটিয়াস বলল, 'বা! সব কিছুই দেখছি আমার স্বার্থসিদ্ধির পথে এগুচ্ছে ' সে স্থির করল সিলভিয়াকে নিয়ে ভ্যালেন্টাইন মিলান ছেড়ে পালিয়ে যাবার পূর্বেই সে ডিউককে তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেবে। সব শুনে ডিউক হয়তো ভ্যালেন্টাইনকে কঠিন সাজা, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন ভ্যালেন্টাইনের অবর্তমানে সিলভিয়ার সাথে প্রেমের আর কোনও বাধা থাকবে না তবে একটা বাধা তখনও থাকবে তা হল স্যার থুরিও কিন্তু তিনি তো একটা গবেট, মোটা বুদ্ধির লোক তাছাড়া সিলভিয়াও তাকে দুচোখে দেখতে পারেনা তাই স্যার থুরিওকে সরিয়ে দিতে তার বেশি সময় লাগবে না আর দেরি না করে পথের কাঁটা ভ্যালেন্টাইনকে সরিয়ে দিতে সে দেখা করল ডিউকের সাথে

পাঁচ

মুখ তুলে তাকিয়ে ডিউক বললেন, 'আসুন প্রোটিয়াস, এখানে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না মহামান্য ডিউক', বলল প্রোটিয়াস, 'এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি একটা বিশেষ কারণে।'

নিঃসংকোচে আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা বলতে পারেন,' বললেন ডিউক

আমতা আমতা করে প্রোটিয়াস বলল, আজ্ঞে, ভ্যালেন্টাইন আমার বাল্যবন্ধু কিন্তু যে পরিকল্পনা সে করেছে তা আপনার পরিবারের ক্ষতি করতে পারে।'

ব্যস্ত হয়ে ডিউক বললেন 'তাই নাকি? তাহলে খুলেই বলুন ভ্যালেন্টাইনের পরিকল্পনার কথাটা '

'ভ্যালেন্টাইনের মুখেই আমি শুনেছি সে আপনার মেয়ে সিলভিয়াকে নিয়ে আজ রাতে পালিয়ে যাবার মতলব এঁটেছে' বলল প্রোটিয়াস 'সন্ধ্যার পর চারদিক যখন গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে ঠিক তখনই রাজপ্রাসাদের একটা জানালা থেকে দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেবে ভ্যালেন্টাইন আর সিলভিয়া সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসবেন তারপর এখান থেকে তিনি পালিয়ে যাবেন

ভ্যালেন্টাইনের সাথে আর ওই দড়ির সিঁড়িটাকে তার আলখাল্লার ভেতরে লুকিয়ে রাখবে ভ্যালেন্টাইন আমি সত্যি কথা বলছি কিনা তা ওটা পেলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

প্রোটিয়াসের মুখে সবকিছু শুনে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ডিউক, তারপর কিছুক্ষণ বাদে বললেন, সময় মতো কথাটা আমায় জানিয়ে আপনি আমার কী উপকারই যে করলেন তা বলে বোঝাতে পারব না। আপনি বলুন, এর প্রতিদানে আপনি কী পুরস্কার চান?'

'হে মহামান্য ডিউক', বলল প্রোটিয়াস, 'পুরস্কারের আশায় আমি আপনার কাছে আসিনি আপনাকে যা বলেছি তা কর্তব্যের খাতিরে বাধ্য হয়েই বলতে হয়েছে। তবে আপনি যখন পুরস্কারের কথা বলছেন তখন আপনার কাছে চাইবার একটিমাত্র জিনিসই আছে আমার '

ডিউক জানতে চাইলেন, 'সেটা কি?'

'হে মহামান্য ডিউক, বলল প্রোটিয়াস, 'যত অপরাধই সে করে থাকুক ভ্যালেন্টাইন আমার ছেলেবেলার বন্ধু আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, এ সব কথা যে আমি বলেছি তা যেন সে জানতে না পারে '

ডিউক বললেন, বেশ আমি কথা দিচ্ছি ভ্যালেন্টাইনের পরিকল্পনার কথা আমি যে তোমার মুখ থেকে শুনেছি সেটা তার অজানা থেকে যাবে।'

'আপনি না বললেও আমিই যে এসব কথা বলেছি তা সে ঠিক জানতে পারবে' বলল প্রোটিয়াস কারণ একমাত্র তিনজন অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন আমি আর সিলভিয়াই জানি এ পরিকল্পনার কথা

ডিউক তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'মিছিমিছিই আপনি ভয় পাচ্ছেন প্রোটিয়াস। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে ভ্যালেন্টাইনকে পেলে আমি তাকে বাধ্য করাব অপরাধ স্বীকার করতে তাই সে আপনাকে কোনও মতেই সন্দেহ করতে পারবে না।'

বিনীতভাবে প্রোটিয়াস বলল, 'এবার তাহলে আমি আসি?'

'আসুন আপনি' বলে মুখ টিপে হাসলেন ডিউক, 'ভ্যালেন্টাইন আসবে সন্ধের পর। তার পূর্বেই তাকে হাতের মুঠোয় পাবার ব্যবস্থা আমায় করে রাখতে হবে। আর এও জেনে রাখুন প্রোটিয়াস, স্যার থুরিওর সাথে বিয়ে না হলে আমি সিলভিয়াকে আটকে রাখব দুর্গের ভেতর আর দিনরাত তার চাবি রেখে দেব আমার পকেটের ভেতর '

ছয়

প্রোটিয়াস বিদায় নেবার পর ডিউক আর ইচ্ছে করেই অন্য কোথাও গেলেন না। হাতে নাতে ভ্যালেনটাইনকে ধরার জন্য এমন এক জায়গায় বসে রইলেন যেখান থেকে প্রাসাদের সামনের রাস্তাটুকু স্পষ্ট দেখা যায় দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক এভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটাবার পর ডিউক দেখতে পেলেন খুব জোরে পা চালিয়ে প্রাসাদের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে ভ্যালেন্টাইন তার পা ফেলার মধ্যে যে একটা চাপা অস্থিরতা রয়েছে সেটাও ডিউকের নজর এড়াল না। কাছাকাছি আসতেই তিনি লক্ষ করলেন যে ভ্যালেন্টাইনের পরনের ঢোলা আলখাল্লার একটা দিক কেমন যেন উঁচু হয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে যে দড়ির কথা প্রোটিয়াস বলেছিল ডিউক আঁচ করলেন সেটাই ওখানে গুঁজে রেখেছে ভ্যালেন্টাইন

আরে, ভ্যালেন্টাইন মনে হচ্ছে,' জোরে গলায় ডাকলেন ডিউক 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে একগাদা জরুরি কাজ যেন এখনই সেরে ফেলতে হবে আপনি একবার এদিকে আসুন জরুরি কথা আছে।'

ডিউকের গলার আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যালেন্টাইন। পায়ে পায়ে ডিউকের কাছে এসে বলল, 'আপনি সঠিক অনুমান করেছেন মহামান্য ডিউক। সত্যিই আমার একটা জরুরি কাজ রয়েছে। সেটা সেরেই আমি এখুনি আসছি।'

জরুরি কাজ! সেটা কী জানতে পারি?' বললেন ডিউক

আমতা আমতা করে ভ্যালেন্টাইন বলল, 'আজ্ঞে বন্ধুদের জন্য কয়েকটি চিঠি লিখেছি। প্রাসাদের বাইরে আমার একজন চেনা লোক অপেক্ষা করছে সেগুলি নেবার জন্য।'

'ও সব পরে হবে', ভ্যালেন্টাইনের দিকে চেয়ে বললেন ডিউক, 'মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন। আমি খুবই সমস্যার মধ্যে আছি একটা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে। আমি জানি যে আপনি খুবই বুদ্ধিমান। তাই এ ব্যাপারে সবকিছু আপনাকে খোলাখুলি বলছি। এ বিশ্বাস আমার আছে যে বুদ্ধি বাতলিয়ে আপনি আমায় সাহায্য করতে পারবেন।'

ডিউকের কথায় গলে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন বলল, 'আপনি বলুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে সাহায্য করার।'

ডিউক বললেন, 'আপনি হয়তো শুনেছেন স্যার থুরিওর সাথে আমার মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ের কথা আমি বহুদিন আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, সিলভিয়া কেমন যেন অবাধ্য হয়ে পড়ছে। আমার মনোনীত পাত্র তার মোটেই পছন্দ নয়। তাই আমি স্থির করেছি বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করব। সিলভিয়া যদি তার পছন্দমতো কাউকে বিয়ে করে, তাহলে সে বিয়েতে আমি কোনও যৌতুক দেব না। আর আমার মৃত্যুর পর আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কানা কড়িও সিলভিয়া পাবে না।'

ভ্যালেন্টাইন ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে ডিউকের কথা শুনতে শুনতে। মনে মনে ভাবছে সে, এই বুড়োটা আর কতক্ষণ তাকে এভাবে আটকে রাখবে। কিন্তু মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করা চলে না। তাই সে ঘুরিয়ে বলল, 'মহামান্য ডিউক, আপনার সব কথাই তো শুনলাম। এবার বলুন কীভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'মন দিয়ে আগে আমার সব কথা শুনুন ভ্যালেন্টাইন' — তাকে বিশ্বাস করে যেন গোপনীয় কথা বলছেন এভাবে চারদিকে দেখে গলা নামিয়ে বললেন ডিউক, 'একটি যুবতি মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মেয়েটি দেখতে সুন্দর, তার স্বভাবও খুব নম্র এবং শান্ত। আমি চাই যে মেয়েটি আমায় প্রেম নিবেদন করুক। অথচ গোল বেধেছে সেখানেই। আপনারা সবাই এ যুগের তরুণ তরুণী। প্রেম নিবেদনের পুরোনো রীতি এখন বাতিল। কী ভাবে তাকে প্রেম নিবেদন করা যায় তা আমি আপনার কাছ থেকে শিখতে চাই। এখন আপনি বলুন এ ব্যাপারে কী ভাবে আমায় সাহায্য করতে পারেন।'

ভ্যালেন্টাইন বললেন, 'এ কালের যুবকেরা মাঝে মাঝে তাদের প্রেমিকাদের সাথে দেখা করে, নানারূপ শৌখিন জিনিস উপহার দেয় তাদের। প্রেমপত্র লিখে গোপনে তা পাঠিয়ে দেয় কারও হাত দিয়ে। নামি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তারা এ ভাবেই জয় করে প্রেমিকাদের মন।'

'যে মেয়েটিকে আমি পছন্দ করেছি,' বললেন ডিউক, 'একটি শৌখিন উপহারও আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম। সেটা সে গ্রহণ করেনি, ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির উপর তার বাবা মার

কড়া নজর। তা এড়িয়ে দিনের বেলা কেউ তার কাছে যেতে পারে না, তার মেয়েটিও পারে না বাড়ি থেকে বের হতে। এখন বলুন, কীভাবে তার সাথে দেখা হবে?

ভ্যালেন্টাইন বলল, 'দিনের বেলা দেখা না হলে রাতে তার সাথে দেখা করবেন।'

'আপনি বলছেন রাতের বেলা তার সাথে দেখা করতে', ভুরু কুঁচকে বললেন ডিউক। 'কিন্তু রাতের বেলা তো তার বাড়ির দরজা বন্ধ থাকে। তাহলে কীভাবে তার দেখা পাব?'

'দরজা যদি বন্ধই থাকে, তাহলে কি আর বাড়ির ভেতর ঢোকা যায় না?' পরিণতির কথা না ভেবেই মুখ ফসকে বলে ওঠে ভ্যালেন্টাইন।

'কিন্তু কীভাবে ঢোকা যাবে?' জানতে চাইলেন ডিউক।

'কেন! দড়ির তৈরি সিঁড়ি বেয়ে,' জবাব দিল ভ্যালেন্টাইন, আপনি চাইলে ওরূপ একটা সিঁড়ি আমিই এনে দেব আপনাকে। আমার মতো আপনিও একটা আলখাল্লা পরবেন। সিঁড়িটা ভাঁজ করে আলখাল্লার ভেতর গুঁজে নেবেন। তাহলেই আর কেউ টের পাবে না বাইরে থেকে। তারপর আপনি সহজেই আটকে দেবেন সেই সিঁড়িটা প্রাসাদের কোনও খোলা জানালায়। আর ওই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ঢুকে যাবেন বাড়ির ভেতরে। তবে তার আগে আপনাকে জানতে হবে পছন্দের মেয়েটি কোন ঘরে থাকে। আমার মনে হয় বাড়ির কাজের লোকদের দরাজ হাতে বকশিশ দিলেই আগেভাগে তারা আপনাকে সেটা জানিয়ে দেবে।

ভ্যালেন্টাইনের কথা শেষ না হতেই বলে উঠলেন ডিউক, 'সাবাস, বেশ ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন তো! দয়া করে এবার আর একটু উপকার করুন। আজ রাতের জন্য আপনারা ঢোলা আলখাল্লাটা ধার দিন আমায়।'

ভ্যালেন্টাইন তখনও আঁচ করতে পারেনি ডিউকের আসল মতলবটা। তাই সে ইতস্তত করতে লাগল আলখাল্লাটা গা থেকে খুলে দিতে। কিন্তু ডিউকের আর তর সইছে না। একরকম জোর করেই তিনি আলখাল্লাটা খুলে নিলেন তার গা থেকে। সেটা কেড়ে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকোতেই হাতে এল দড়ির সিঁড়ি আর ভাঁজ করা একটা কাগজ। ওগুলো বের করে ভ্যালেন্টাইনের সামনেই খুলে ফেললেন তিনি। দেখা গেল জিনিস দুটির মধ্যে একটি ভাঁজ করা দড়ির সিঁড়ি, অপরটি তার মেয়ে সিলভিয়াকে লেখা একটি চিঠি। সে চিঠির নীচে সই রয়েছে ভ্যালেন্টাইনের। চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়লেন ডিউক। দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে কীভাবে ভ্যালেন্টাইন সিলভিয়াকে নিয়ে মিলান থেকে পালিয়ে যাবে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা।

চিঠিখানা পড়ে বেজায় রেগে গেলেন ডিউক। গালাগালি দিতে লাগলেন ভ্যালেন্টাইনকে, 'নচ্ছার! বেইমান! আমার কাছ থেকে এত উপকার এবং অনুগ্রহ পাবার পর শেষে কিনা এই প্রতিদান? এই মুহূর্তে আমি বিতাড়িত করছি আপনাকে আর সেই সাথে নির্বাসন দণ্ডও দিলাম। ভালো করে মন দিয়ে শুনুন ভ্যালেন্টাইন, এই মুহূর্তে মিলান ছেড়ে যেখানে খুশি আপনি চলে যাবেন। কাল সকালে এই শহরে আপনাকে দেখা গেলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবেন আপনি।'

ডিউকের দেওয়া নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে ভ্যালেন্টাইন বাধ্য হলেন সে রাতে মিলান ছেড়ে চলে যেতে। যাবার পূর্বে সিলভিয়ার সাথে দেখা করার সুযোগটুকুও পেলেন না তিনি।

সাত

ওদিকে প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়া মনখারাপ করে বসে আছে ভেরোনায়। মনখারাপ হবারই কথা, কারণ বহুদিন হল কোনও যোগাযোগ নেই প্রোটিয়াসের সাথে। প্রোটিয়াস

কথা দিয়েছিল যে মিলানে গিয়ে নিয়মিত চিঠি-পত্র দেবে তাকে অথচ আজ পর্যন্ত সে একটিও চিঠি লেখেনি। এ সব দুঃখের কথা পরিচারিকা লুসেট্টার কাছে বলে মনকে হালকা করছে জুলিয়া লুসেট্টার বহু সান্ত্বনা সত্ত্বেও মনের ক্ষোভ বেড়ে গেল জুলিয়ার সে বলল লুসেট্টাকে 'যতই তুই আমায় বোঝাবার চেষ্টা করিস না কেন, আমি কিন্তু ভুলছি না তোর ও সব ছেঁদো কথায় আমি তোকে বলে রাখছি, এত দূরে বসে তার পথ চেয়ে দিন গোনা আর আমার পোষাবে না। যেভাবেই হোক এবার আমায় প্রোটিয়াসের কাছে মিলানে যেতে হবে এটাই আমার শেষ কথা যদি পারিস তো মাথা খাটিয়ে বের কর কীভাবে সেখানে যাওয়া যায় '

'আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার মানসিক অবস্থা, কিন্তু ভেবেছ কি, সেখানে কী করে যাবে?' বলল লুসেট্টা

জুলিয়া বলল, 'ভেবে দেখলাম মেয়েমানুষ নয়, পুরুষের বেশে গেলে কারও কুনজর আমার উপর পড়বে না এমনভাবে তুই আমায় সাজিয়ে দে যাতে সবাই ভাবে আমি কোনও ধনী লোকের বাড়ির চাকর, খুঁজতে বেরিয়েছি নিজের মনিবকে

'কিন্তু ছেলে সাজতে হলে তো মাথার সব চুল আগে কেটে ফেলতে হবে,' বলল লুসেট্টা

'না, আমি চুল কাটব না,' বলল জুলিয়া, 'এমনভাবে তুই আমার লম্বা চুলগুলি বেঁধে দিবি যাতে সবাই মনে ভাবে পুরুষ হয়েও আমি মেয়েদের মতো চুল রেখেছি '

লুসেট্টা বলল, বেশ, তাই দেব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।'

'তাহলে আর দেরি না করে সাজিয়ে দে আমায় বলল জুলিয়া 'যাবার পূর্বে আমি আমার জিনিসপত্র, বিষয় সম্পত্তি সবকিছু দেখাশোনার সব কিছু দায়িত্ব দিলাম তোকে এখানকার খবরাখবর জানিয়ে মাঝে মাঝে তুই আমায় চিঠি দিস '

মিলান শহরের সীমান্তের কাছেই ম্যান্টুয়া কোথায় যাবে ভেবে না পেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ম্যান্টুয়ায় ঢুকে পড়ে নির্বাসিত ভ্যালেন্টাইন ঢোকার সাথে সাথেই তাকে ঘিরে ধরে একদল ডাকাত তারা বলল 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, তাহলে সাথে যে টাকাকড়ি আছে তা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দে '

অসহায়ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন, 'আমায় নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন মিলানের ডিউক কোনও টাকা-কড়ি নেই আমার কাছে '

ডাকাতদের একজন জানতে চাইল, 'তুমি কি ভেবেছ কোথায় যাবে?'

'ভাবছি ভেরোনায় যাব, উত্তর দিল ভ্যালেন্টাইন।

আর একজন ডাকাত জানতে চাইল 'মিলানে তুমি কতদিন ছিলে?

মনে মনে হিসাব করে ভ্যালেন্টাইন বলল, 'তা কয়দিন নয় পুরো ষোলো মাস হয়তো আরও কিছুদিন থাকতাম, যদি কপাল খারাপ না হত '

প্রথম ডাকাত জানতে চাইল, 'তুমি কী এমন করেছিলে যার জন্য ডিউক তোমায় নির্বাসনে পাঠাল?'

'আমি একজনকে খুন করেছিলাম, ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বলল ভ্যালেন্টাইন মারপিট করতে করতে এমন বেধড়ক মার তাকে দিয়েছি যে সে মরেই গেল নির্বাসনের জন্য তাই দ

কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু মৃত লোকটার মুখ যখন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখনই যেন মুষড়ে পড়ে আমার মনটা বারবার মনে হয় কাজটা ঠিক হয়নি আমি মহাপাপ করেছি ওকে খুন করে '

'যা ঘটে গেছে তার জন্য মিছামিছি মন খারাপ কোরো না,' বলল ডাকাতদের একজন, 'যদিও আমরা ডাকাত কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেই ভদ্রঘরের ছেলে আমিও ভেরোনা থেকে নির্বাসিত হয়েছি ভদ্রঘরের এক যুবতির টাকা পয়সা চুরির দায়ে

আর এক ডাকাত বলল, 'আর আমিও ম্যান্টুয়া থেকে নির্বাসিত হয়েছি মানুষ খুনের দায়ে '

'তুমিও যখন অপরাধ করে মিলান থেকে নির্বাসিত হয়েছ, তখন আর তোমাকে আমাদের একজন বলে ভাবতে বাধা নেই,' বলল প্রথম ডাকাত, 'তুমি দেখতে ভালো, চমৎকার স্বাস্থ্য আর কথাবার্তাও বেশ ভালো। কোনও সন্দেহ নেই যে তুমি বেশ বুদ্ধিমান আর ঠান্ডা মাথার লোক, তুমি আজ থেকে আমাদের সাথে থাকবে। তুমিই হবে আমাদের দলের সর্দার তুমি যা বলবে আমরা তাই মেনে নেব আমার এ প্রস্তাবে রাজি হলে ভালো, নইলে এক্ষুনি মেরে ফেলব তোমায়

'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি তবে একটা শর্ত আছে আমার,' বলল ভ্যালেন্টাইন 'যদি তোমরা কথা দাও যে আমার শর্ত মেনে চলবে তাহলে আমার আপত্তি নেই তোমাদের সর্দার হতে '

ডাকাতরা জানতে চাইল, 'কী শর্ত?'

'সবল অসহায় গরিব লোক আর মেয়েদের উপর কোনও অত্যাচার করা চলবে না টাকা কড়ি কেড়ে নেবার জন্য তাদের উপর কোনও অত্যাচার করতে পারবে না এই আমার শর্ত ' বলল ভ্যালেন্টাইন

ডাকাতরা সমবেতভাবে জোর গলায় বলে উঠল, 'আমরা কথা দিচ্ছি তোমার শর্ত মেনে নেব '

'তাহলে আমার আর আপত্তি নেই তোমাদের সর্দার হতে,' বলে ওঠে ভ্যালেন্টাইন।

আট

যে কারণে ভ্যালেন্টাইনকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন ডিউক, তাতে প্রোটিয়াসের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছেন স্যার থুরিও, কারণ তার সাথে মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে ঠিক করেছেন ডিউক। যেহেতু পথের কাঁটা দূর হয়েছে তাই ডিউকও খুব খুশি আসলে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্যরকম। মিলান থেকে ভ্যালেন্টাইন নির্বাসিত হবার পর থেকেই সিলভিয়ার বিষনজরে পড়েছেন স্যার থুরিও তাকে দেখতে পেলেই রেগে আগুন হয়ে উঠছে সিলভিয়া এরই মাঝে কয়েকবার 'মেরে দাঁত ভেঙে দেব' বলে স্যার থুরিওর দিকে তেড়ে গিয়েছিল সিলভিয়া তবে সময়মতো ডিউক এসে পড়ায় সে যাত্রা বেঁচে যান তিনি সিলভিয়া ধরেই নিয়েছে স্যার থুরিওর চক্রান্তেই নির্বাসনে যেতে হয়েছে ভ্যালেন্টাইনকে তাই স্যার থুরিও যখন তখন ডিউকের কানের কাছে প্যান প্যান করে বলছেন যে ভ্যালেন্টাইনের নির্বাসনে কোনও লাভই হয়নি তার আগের মতোই তার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে সিলভিয়া

শুনে মুখ টিপে হেসে বললেন ডিউক, 'অত হতাশ হলে কী চলবে স্যার থুরিও' প্রেমিকের স্মৃতি অনেকটা বরফের পুতুলের মতো আঁচ পেলেই গলে যায় ধৈর্য ধরে কদিন চেষ্টা কর সিলভিয়ার মন জয় করার তা হলেই দেখবে ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতিটা ধুয়ে গেছে তার মন থেকে '

ডিউক তার কথা শেষ করতেই সেখানে এসে হাজির প্রোটিয়াস তাকে দেখে বললেন ডিউক প্রোটিয়াস, এ তো বেশ মুশকিলের ব্যাপার হল সিলভিয়া কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না ভ্যালেন্টাইনের নির্বাসনের ব্যাপারটা মুখ কালো করে একা একা বসে দিনরাত শুধু চোখের জল ফেলে স্যার থুরিওকে দেখতে পেলেই তেড়ে মারতে আসে যা তা গালিগালাজ করে কে জানে এভাবে চললে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বুঝলে প্রোটিয়াস আমার একমাত্র ইচ্ছে যে তোমার বন্ধু ওই শয়তান, পাজি ভ্যালেন্টাইনকে ভুলে গিয়ে সিলভিয়া তার মনপ্রাণ সঁপে দিক স্যার থুরিওকে

সব শুনে প্রোটিয়াস বলল, 'এ আর এমন কি কঠিন কাজ মহামান্য ডিউক? সুযোগ পেলেই সিলভিয়ার কানের কাছে বলতে হবে ভ্যালেন্টাইন একটা ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, কাপুরুষ কানের কাছে সর্বদা এমন শুনতে শুনতে ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কে সত্যি সত্যিই সিলভিয়ার মনে গড়ে উঠবে সেরূপ একটি ধারণা '

প্রোটিয়াসের কথা শুনে বললেন ডিউক, 'তোমার সাথে আমি একমত এ ব্যাপারে কিন্তু যে ভ্যালেন্টাইনকে সিলভিয়া সত্যিই ভালোবাসে, তাকে গালিগালাজ দেওয়ার ব্যাপারটা কে সামলাবে? তুমি নিজে কি রাজি আছ একাজ করতে?

'নির্বাসিত হলেও একসময় ভ্যালেন্টাইন ছিল আমার প্রিয় বন্ধু' বলল প্রোটিয়াস, 'আর যাই হোক, বিবেকহীন না হলে তার সম্পর্কে একপ গালিগালাজ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয় সেই সাথে আপনি আদেশ দিলে আমার পক্ষে তা অমান্য করা অনুচিত আর আপনি এও মনে রাখবেন মনে থেকে ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি মুছে গেলেও সিলভিয়া যে সত্যিই স্যার থুরিওকে ভালোবাসবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই

এবার আগ বাড়িয়ে বললেন অতি উৎসাহী স্যার থুরিও, 'সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটা বাস্তব ব্যবস্থা দেখাতে পারি একই সাথে যদি আপনি ভ্যালেন্টাইনের নিন্দা আর আমার প্রশংসা করেন, যদি আপনি সুখ্যাতি করে বলেন যে আমার মতো প্রেমিক মিলানের ভেতরে বাইরে কোথাও পাওয়া যাবে না তাহলে কাজ হবার সম্ভাবনা আছে

'তোমার উপর আমার ভরসা আছে প্রোটিয়াস', বললেন ডিউক, 'ভ্যালেন্টাইন বলেছিল যে তোমার প্রেমিকা আছে সে ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পার আমার মেয়ের সাথে স্যার থুরিওকে গালিগালাজ না করে মানসিক দিক দিয়ে সিলভিয়া যাতে তাকে নিয়ে করতে তৈরি হয় সে কথা বোঝাতে পার তাকে আর তুমি এটা করতে পারলে স্যার থুরিও সহজেই সিলভিয়াকে আকৃষ্ট করতে পারবেন তার নিজের দিকে

প্রোটিয়াস ডিউককে বললেন আমি কথা দিচ্ছি, সাধ্যমতো চেষ্টা করব স্থির করেছি আজ রাতে একদল গাইয়ে বাজিয়ে নিয়ে আপনার প্রাসাদে যাব আপনার মেয়ে সিলভিয়া যে ঘরে থাকে, তার জানালার ঠিক নীচে বাগানে দাঁড়িয়ে তারা নাচ গান করবে আর এই ফাঁকে আমি জোর গলায় প্রশংসা করে যাব স্যার থুরিওর তবে আমি একলা হলে কিছু হবে না স্যার থুরিওকে থাকতে হবে আমার সাথে এই ওষুধে কাজ হয় কিনা তা দেখা যাক

এদিকে সত্যি সত্যিই পুরুষের ছদ্মবেশে মিলানে এসে গেছে জুলিয়া, আশ্রয় নিয়েছে এক ওদপোষ্ঠের সরাইয়ে সরাইয়ের খাতায় সে নিজের নাম লিখেছে সেবাস্টিয়ান জুলিয়াকে দেখে

আর তার কথাবার্তা শুনে সরাইয়ের মালিক তাকে ভদ্র, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলেই ধরে নিয়েছে। সরাইয়ের মালিক ভালো লোক। তার নতুন খদ্দের সেবাস্টিয়ান মনমরা হয়ে দিনরাত ঘরে বসে আছে দেখে সে ধরে নিল হয়তো কোনও কারণে মনে আঘাত পেয়েছে। সিলভিয়ার মন ভালো করার জন্য ডিউকের প্রাসাদে প্রোটিয়াস যে নাচ গানের আয়োজন করেছে, তার খবর জানতে পেরেছে সরাইয়ের মালিকও। সেদিন সকালে সেবাস্টিয়ানরূপী জুলিয়াকে সে বলল, 'আজ সন্ধেয় আমি আপনাকে নিয়ে যাব ডিউকের প্রাসাদে। ডিউকের মেয়ের মন ভালো করার জন্য সেখানে গান বাজনার আয়োজন করেছেন তার প্রেমিক প্রোটিয়াস। সেখানে প্রেমিকার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে গান গাইবেন প্রোটিয়াস। আপনি খুব আনন্দ পাবেন সেখানে গেলে।'

প্রোটিয়াস! তার প্রেমিক। সে কিনা আসবে ডিউকের মেয়েকে গান শোনাতে? তাহলে সেই হয়েছে প্রোটিয়াসের নতুন প্রেমিকা? আসলে হঠাৎ করে পুরুষের ছদ্মবেশে এতদূর আসাটা ঠিক হয়েছে কিনা, সেটাই ভাবছিল জুলিয়া। কিন্তু সরাই মালিকের মুখে ডিউকের মেয়ের প্রেমিকের নাম প্রোটিয়াস শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল জুলিয়া। সে ঠিক করল সন্ধের পর নিজে ডিউকের বাগানে গিয়ে দেখবে প্রোটিয়াস তার নতুন প্রেমিকাকে কী গান শোনায়, কী ব্যবহার করে তার সাথে। এসব কিছুই নিজের চোখে দেখবে সে।

নয়

এক অল্পবয়সি ছোকরার ছদ্মবেশে সাহসে ভর করে জুলিয়া এসে হাজির ডিউকের প্রাসাদে। কৌশলে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার সাথে দেখা করে তার সাথে ভাব জমাল। সে বলল তার নাম সেবাস্টিয়ান। গ্রাম থেকে সুদূর মিলানে সে এসেছে কাজের খোঁজে। সে কথায় কথায় সিলভিয়াকে জানাল যে প্রোটিয়াসের অপেক্ষায় রয়েছে তার প্রেমিকা জুলিয়া। একেই সিলভিয়া জেনেছিল যে ভ্যালেন্টাইনের নির্বাসনের মূলে রয়েছে প্রোটিয়াস, এবার তার প্রেমিকার কথা শুনে সে বেজায় রেগে গেল প্রোটিয়াসের উপর। কিছুক্ষণ বাদে ডিউকের প্রাসাদে এল প্রোটিয়াস। সিলভিয়ার ঘরের খোলা জানালা দেখে তার মনে পড়ে গেল বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের কথা।

নিজের মনেই বলল প্রোটিয়াস, 'আমি আমার পুরোনো বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের সাথে বেইমানি করেছি সিলভিয়াকে পাবার আশায়। ডিউক তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন শুধু আমারই জন্য। এবার আমি চেষ্টা করছি সিলভিয়ার কাছ থেকে থুরিওকে সরিয়ে দেবার। আমি যখন সিলভিয়ার প্রশংসা করি, তখন তা অসহ্য লাগে থুরিওর। তাই সে আমায় গালি দেয় খুচরো প্রেমের কারবারি বলে। সে এও বলে আমি নাকি জুলিয়ার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু থুরিও এখনও আমায় চিনতে পারেনি। এত সব কাণ্ড ঘটে যাবার পরও সিলভিয়াকে পাবার লক্ষ্য থেকে সরে আসতে আমি রাজি নই। আমার জেদের সাথে তুলনা চলে শুধু স্প্যানিয়েল কুকুরের। এবার দেখা যাক ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?'

সন্ধে হবার কিছুক্ষণ বাদে থুরিও এসে হাজির সেখানে। প্রোটিয়াসকে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, 'আরে স্যার প্রোটিয়াস, আপনি তো দেখছি আগেভাগেই হাজির?'

'কেন, আগে আসতে আমার কি কোনও নিষেধ আছে স্যার থুরিও?' বলল প্রোটিয়াস, 'ভালোবাসা জিনিসটা কি আপনার একচেটিয়া না তাতে অন্য কারও অধিকার আছে?'

হেসে স্যার থুরিও বললেন, 'ভালোবাসা? আপনি কাকে ভালোবাসেন বলছেন, সিলভিয়াকে?'

'অবশ্যই আমি তাকে ভালোবাসি', উত্তর দিল প্রোটিয়াস

'বড়োই সুসংবাদ দিলেন মশাই' বললেন থুরিও, 'এবার তাহলে শুরু করা যাক গান বাজনা আশা করি তাতে আপনার আপত্তি নেই।'

স্যার থুরিওর কথা শেষ হবার সাথে সাথেই সিলভিয়ার জানালার নিচে উপস্থিত শিল্পীরা হইচই করে বাজনা বাজিয়ে নাচতে-গাইতে শুরু করে দিল তাদের সাথে প্রোটিয়াস নিজেও গাইতে লাগল।

খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সিলভিয়া বলল, 'কে চেঁচাচ্ছে?

এবার নতজানু হয়ে সিলভিয়াকে অভিবাদন জানিয়ে বলল প্রোটিয়াস, 'হে আমার প্রিয়া শুভ সন্ধ্যা

'গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে', বলল সিলভিয়া 'কথাটা কে বলল?'

'এভাবে শুধু একজনই তো তার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করতে পারে' বলল প্রোটিয়াস 'শীঘ্রই তাকে চিনতে পারবে তার কথা শুনে '

'ওহো স্যার প্রোটিয়াস আপনি ' ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল সিলভিয়া, 'তাই বলুন'

'হ্যাঁ, আমিই সে প্রোটিয়াস, তোমার ভৃত্য এবং একনিষ্ঠ সেবক।'

'সে তো বুঝতে পারছি' অধৈর্যের সুর সিলভিয়ার গলায়, 'পুরোনো বন্ধুকে নির্বাসনে পাঠিয়েও আপনার সাধ মেটেনি? আর কী চান আপনি?'

'হে আমার প্রেয়সী সিলভিয়া।' গদগদ স্বরে বলে ওঠে প্রোটিয়াস, 'আমি কী চাই তাও তোমায় বলে দিতে হবে? হৃদয়ের ভাষা শুনেও তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি কী চাই?'

'থামুন মিথ্যেবাদী, বেইমান, ঠগ কোথাকার', গলা চড়িয়ে প্রোটিয়াসকে ধমকে দিল সিলভিয়া 'নিজের প্রেমিকাকে ভুলে গিয়ে আমার জন্য গান গাইতে আপনার লজ্জা করছে না? যান, বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন। শুয়ে শুয়ে প্রেমিকার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ুন ভবিষ্যতে আর কখনও আমায় পাবার জন্য এরূপ তোষামোদ করবেন না আর তা করলেও আপনার কোনও লাভ হবে না।'

'প্রেয়সী, তুমি ঠিকই বলেছ', গালাগালি খেয়ে একটুও দমে না গিয়ে বলল প্রোটিয়াস, 'আমি সত্যিই ভালোবাসতাম একটি মেয়েকে। কিন্তু অল্প কিছুদিন হল সে মারা গেছে '

'মিথ্যেবাদী ' বলেই জানালার আড়ালে দাঁড়ানো পুরুষবেশী জুলিয়া সামলে নিলে নিজেকে 'হায়! সবার সামনে এই মুহূর্তে যদি আমার আসল পরিচয়টা প্রকাশ করতে পারতাম।' বলেই সে আক্ষেপ করে নিজের মনে। গলা নামিয়ে সে সিলভিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, শুনি সিলভিয়া। উনি মিথ্যে কথা বলছেন স্যার প্রোটিয়াসের প্রেমিকা আজও জীবিত '

চেঁচিয়ে বলে উঠল সিলভিয়া, 'স্যার প্রোটিয়াস, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন আপনার প্রেমিকা যে আজও জীবিত তা আমার অজানা নেই আর সেই ভ্যালেন্টাইনের বাগদত্তা আমি, তাকে দেশছাড়া হতে হয়েছে আপনারই জন্য। ভ্যালেন্টাইনকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে বিয়ে করব সেই ভ্যালেন্টাইন কিন্তু আজও জীবিত তাই এ অবস্থায় যা প্রেম আপনি আমায় নিবেদন করছেন তা শুধু অন্যায় নয় অবৈধও বটে '

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল সিলভিয়া, 'বাঃ স্যার প্রোটিয়াস প্রথমে আপনার বন্ধু তারপর প্রেমিকা কত সহজেই না আপনি দুজনকে মৃত বলে চালিয়ে দিলেন এরপর হয়তো আপনি

জানাবেন সিলভিয়া ও মারা গেছে আর এও জেনে রাখুন স্যার প্রোটিয়াস, সত্যিই যদি ভ্যালেন্টাইন মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতি আমার প্রেম, ভালোবাসা সবই আমি তার কবরে সমাধিস্থ করব

তেমন পরিস্থিতি হলে তোমার সে প্রেম আমি ভ্যালেন্টাইনের কবর খুলে বের করে আনব', বলল প্রোটিয়াস

'স্যার প্রোটিয়াস, আমার প্রেম খুবই পবিত্র', বলল সিলভিয়া 'ভুলেও আপনি তা তুলে আনার চেষ্টা করবেন না এই তো খানিক আগে বললেন যে আপনার প্রেমিকা মারা গেছে। তাহলে কবর খুঁড়েই না হয় আপনার পুরোনো প্রেমটা বের করে আনবেন

আক্ষেপ করে বলল প্রোটিয়াস, হায় প্রেয়সী তুমি কি কখনও সদয় হবে না আমার প্রতি? তাহলে তোমার একটা ছবিই দাও আমাকে না হয় তোমার পরিবর্তে সেই ছবিকেই আমি ভালোবাসব '

জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা জুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রোটিয়াসের কথা শুনে।

সিলভিয়া সত্যিসত্যিই এবার মুশকিলে পড়েছে একদিকে সে জানতে পেরেছে মিলান থেকে নির্বাসিত হয়ে তার প্রেমিক দিন কাটাচ্ছে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলে ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠেছে তার কাছে যাবার জন্য। অন্য দিকে স্যার থুরিওর সাথে বিয়ে দেবার জন্য তার বাবা যে ভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন, তার জন্যও এক দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সে সে স্থির করল এ দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে একদিন সবার অজান্তে বাড়ি থেকে পালিয়ে সে চলে যাবে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলে ভ্যালেন্টাইনের কাছে কিন্তু ম্যান্টুয়া বহুদূরের পথ। তার মতো একজন যুবতির পক্ষে এতদূর পথ পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি প্রচুর। তাই সে গোপনে বাবার এক বৃদ্ধ কর্মচারী এগলামুরকে অনুরোধ করল যেন সে তাকে সেখানে পৌঁছে দেয়। সিলভিয়াকে খুবই স্নেহ করতেন এগলামুর তাই তিনি এড়িয়ে যেতে পারলেন না সিলভিয়ার অনুরোধ। সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হবার পর সিলভিয়া এগলামুরকে বললেন প্রাসাদ থেকে কিছুটা দূরে সাধু প্যাট্রিকের মঠে থাকতে কিছুক্ষণ বাদে তিনি সেখানে এসে তার সাথে মিলিত হবেন তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়বেন ম্যান্টুয়ার পথে

দশ

পরদিন সকালে সত্যিই প্রোটিয়াস এসে হাজির ডিউকের প্রাসাদে উদ্দেশ্য সিলভিয়ার ছবি নেওয়া প্রাসাদে ঢোকার মুখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন অল্পবয়সি একটি ছেলেকে দেখে ছেলেটির সুন্দর মুখ আর সরল চাউনি দেখে ছেলেটির প্রতি মায়া হল প্রোটিয়াসের নাম জিজ্ঞেস করায় ছেলেটি বলল তার নাম সেবাস্টিয়ান। গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে সে এসেছে মিলানে অল্প ক দিন হল প্রোটিয়াসের কাজের লোকটা পালিয়ে গেছে তাই সে ওকে বহাল করল সেই পদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জুলিয়া, কারণ প্রোটিয়াস তাকে চিনতে পারেনি ছেলেটি কাজের কিনা তা পরীক্ষা করতে তার আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে ছেলেটিকে দিয়ে বলল প্রোটিয়াস, এবার মন দিয়ে শোন এই যে আংটিটা দেখছ এটা আমার প্রাক্তন প্রেমিকা দিয়েছিল আমায় এটি নিয়ে চলে যাও ডিউকের মেয়ে লেডি সিলভিয়ার কাছে তাকে বলবে স্যার প্রোটিয়াস এটা দিয়েছেন ওকে আংটিটি দেবার পর তার একটা ছবি চেয়ে নিয়ে আসবে '

জুলিয়ার জানা ছিল না যে কোনও পুরুষ তার প্রেমিকার সাথে এরূপ বেইমানি করতে পারে। প্রোটিয়াসের দেওয়া আংটিটা হাতে নিয়ে জুলিয়া মনে মনে বলল, আমার দেওয়া আংটিটা আমারই হাতে দিয়ে পাঠাচ্ছে আর একটি মেয়ের মন জয় করতে। কিছু না বলে সে আংটিটা নিয়ে এসে সিলভিয়াকে দিয়ে বলল, 'এই আংটিটা আমার মনিব স্যার প্রোটিয়াসকে দিয়েছিল তার প্রাক্তন প্রেমিকা। এটা তিনি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। আপনার একটা ছবি চেয়েছেন তিনি।'

'প্রাক্তন প্রেমিকার আংটি?' হেসে বলল সিলভিয়া, 'স্যার প্রোটিয়াসের কি লজ্জা-সরম বলে কিছু নেই যে তার প্রেমিকার আংটি পাঠিয়েছেন আমার মন জয় করতে? ছি! ছি!' স্যার প্রোটিয়াস এবার মুখ তুলে বলল সিলভিয়া, 'এ আংটি আমি নিতে পারব না। এটা নিলে অসম্মান করা হবে স্যার প্রোটিয়াসের প্রেমিকাকে।'

সেবাস্টিয়ানরূপী জুলিয়া বলল, 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়ার হয়ে। কারণ একটি মেয়েই শুধু পারে অন্য মেয়ের সম্মান রক্ষা করতে।'

সিলভিয়া জানতে চাইল, 'তুমি কি চেনো জুলিয়াকে?'

'নিশ্চয়ই চিনি', বলল জুলিয়া, 'যেমন সুন্দর তাকে দেখতে, তেমনি মধুর তার স্বভাব। সত্যিই এটা আশ্চর্যের বিষয়। এক সময় স্যার প্রোটিয়াস সত্যি সত্যিই ভালোবাসতেন জুলিয়াকে, গর্ববোধ করতেন তার জন্য। কিন্তু কে জানত জুলিয়ার ভাগ্য এত খারাপ হবে?' এটুকু বলেই সে সিলভিয়ার কাছ থেকে চলে এল। এবার সে নিশ্চিত যে সিলভিয়া মোটেও ভালোবাসে না প্রোটিয়াসকে।

সে দিন রাতে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে সাধু প্যাট্রিকের মঠে হাজির হল সিলভিয়া। আগে থেকেই এগলামোর সেখানে অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। এবার সিলভিয়ার ইচ্ছানুযায়ী তিনি তার সাথে রওনা হলেন ম্যান্টুয়ার পথে। এদিকে সিলভিয়া যে এগলামুরের সাথে ম্যান্টুয়ায় রওনা হয়েছে সে খবর যথাসময়ে সাধু প্যাট্রিকের মুখ থেকে জানতে পারলেন ডিউক। রেগে মেগে তিনি প্রোটিয়াস আর স্যার থুরিওকে সাথে নিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে চললেন ম্যান্টুয়ায়।

ওদিকে অন্ধকার ম্যান্টুয়ার জঙ্গলের কাছে পৌঁছানো মাত্রই সিলভিয়া আর এগলামুরকে ঘিরে ধরল ডাকাতেরা। এগলামুর ছুটে পালাতে দুজন ডাকাত পেছু নিল তার। আর বাকি সবাই সিলভিয়াকে সাথে নিয়ে রওনা দিল সর্দার ভ্যালেন্টাইনের গুহার দিকে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছাবার আগেই প্রোটিয়াস এসে হাজির। সিলভিয়াকে সেই রক্ষা করল ডাকাতদের হাত থেকে। সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে ধন্যবাদ জানাতেই সে ধরে নিল এবার সে সত্যিই সক্ষম হয়েছে তার মন জয় করতে। সাথে সাথেই সে গদ্গদ হয়ে বনের মাঝেই প্রেম জানাতে লাগল সিলভিয়াকে। সে বলল, 'আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না সিলভিয়া যে মন থেকে আমি তোমায় কতটা ভালোবাসি। এবার তুমি রাজি হলেই আমাদের বিয়ে হতে পারে।'

সেবাস্টিয়ানের ছদ্মবেশে তার নতুন সহচর জুলিয়া এসে দাঁড়িয়েছে প্রোটিয়াসের পাশে। সে বেজায় ঘাবড়ে গেল প্রোটিয়াসের ধরন-ধারণ দেখে। যদি সিলভিয়া বিয়ে করতে রাজি হয় প্রোটিয়াসকে, তাহলে সবার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে তার। এ সময় গুহার ভেতর থেকে বের হয়ে এল ডাকাতদের সর্দার ভ্যালেন্টাইন। কিছুক্ষণ আগেই সে খবর পেয়েছে যে ডাকাতরা একটি মেয়েকে ধরেছে। খবরটা পেয়েই সেই মেয়েটিকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতে গুহার বাইরে এসেছে ভ্যালেন্টাইন। এতদিন বাদে ভ্যালেন্টাইনকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে উঠল প্রোটিয়াসের বিবেক।

অনুতাপের সাথে ভ্যালেন্টাইনের দু'হাত জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'হে বন্ধু ভ্যালেন্টাইন বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তোমার সাথে যে বেইমানি করেছি তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আমায় ক্ষমা কর তুমি

মনের দিক দিয়ে প্রোটিয়াসের চেয়েও অনেক উদার ভ্যালেন্টাইন। প্রোটিয়াসের কথা শুনে সে ক্ষমা করে দিল তার সব অপরাধ সেই সাথে এও বলল, 'আমি ক্ষমা করলাম তোমায়। সেই সাথে প্রেমিক হিসেবে সিলভিয়ার উপর থেকে আমার এতদিনের দাবিও তুলে নিলাম এবার সিলভিয়াকে বিয়ে করতে তোমার আর কোনও বাধা নেই '

সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া কিন্তু বেশ ঘাবড়ে গেল ভ্যালেন্টাইনের কথা শুনে তার ভয় হল, হয়তো সিলভিয়া এবার সত্যিই বিয়ে করতে চাইবে প্রোটিয়াসকে। আর সেরূপ কিছু ঘটে গেলে ইহজীবনে তার সাথে প্রোটিয়াসের মিলন হবে না এ সব ভাবতে ভাবতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে কিছুক্ষণ বাদেই জ্ঞান ফিরে এল তার। ঠিক তখনই প্রোটিয়াসের চোখে পড়ল সেবাস্টিয়ানের হাতের আঙুলে জুলিয়ার দেওয়া আংটিটা অবাক হয়ে বলল প্রোটিয়াস 'আরে সেবাস্টিয়ান! এ আংটিটা কোথায় পেলে তুমি? এটা তো জুলিয়ার?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার এটা জুলিয়ারই আংটি', বলে উঠল সেবাস্টিয়ানরূপী জুলিয়া, 'আংটিটা জুলিয়া নিজেই এখানে নিয়ে এসেছে

প্রোটিয়াস অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে এবার সে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেবাস্টিয়ানের মুখের দিকে খুঁটিয়ে দেখার পর সে বুঝতে পারল তার প্রেমিকা জুলিয়াই তার সহচর সেবাস্টিয়ানরূপে এতদিন পর্যন্ত তার সাথে পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে প্রোটিয়াসের বুঝতে বাকি রইল না যে তার প্রতি প্রেমের প্রবল আকর্ষণেই জুলিয়া ছুটে এসেছে সুদূর ভেরোনা থেকে মিলানে। সব বুঝতে পেরে সে ফিরে পেল জুলিয়ার প্রতি তার হারানো প্রেম সাথে সাথেই সে বলল ভ্যালেন্টাইনকে, সে তুমি যাই বল, লেডি সিলভিয়া কিন্তু তোমারই আমার আর কোনও দাবি নেই তার উপর আমি ফিরে পেয়েছি জুলিয়াকে। আমি সুখী হব বাকি জীবনটা তার সাথে কাটাতে পারলে জুলিয়া আর সিলভিয়া দুজনেই অনেক কষ্ট সয়েছে আমাদের জন্য।' প্রোটিয়াসের কথা শেষ হতেই সেখানে হাজির মিলানের ডিউক আর তার সাথে স্যার থুরিও।

এগারো

'আমার বাগদত্তা সিলভিয়া তারই সাথে ঠিক হয়েছে আমার বিয়ে' বলতে বলতে স্যার থুরিও এগিয়ে এলেন সিলভিয়ার দিকে

রাগে চেঁচিয়ে উঠে বলল ভ্যালেন্টাইন, 'খবরদার থুরিও এটা ম্যান্টুয়া, মিলান নয়, সে কথা মনে রেখ আগেই বলে রাখছি তুমি কিন্তু বাঁচবে না যদি বল সিলভিয়া তোমার বাগদত্তা আমার ইশারামাত্র তোমার গর্দান নিয়ে নেবে আমার অনুচরেরা। কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না ওদের হাত থেকে আমার প্রণয়িনী সিলভিয়া, সে আমারই বাগদত্তা, তোমার কেউ নয় যদি কোনও ভাবে তার অমর্যাদা কর তার ফল কিন্তু ভালো হবে না সে কথা মনে রেখ

স্যার থুরিও একদম চুপসে গেলেন ভ্যালেন্টাইনের ধমক খেয়ে ইতিমধ্যে ভ্যালেন্টাইনের অনুগত ডাকাতরা চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে তাকে এক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে পা পা করে পিছিয়ে এসে স্যার থুরিও দাঁড়ালেন ডিউকের পাশে

'আমার কোনও প্রয়োজন নেই সিলভিয়ার মতো মেয়েকে', বললেন স্যার থুরিও, 'যে মেয়ের আমার প্রতি ছিটেফোঁটা টান নেই, খামোখা আমি কেন তার জন্য লড়তে যাব? বোকারাই শুধু বুক ফুলিয়ে এরূপ লড়াই করতে এগিয়ে যায়।'

'এবার তুমি থাম অপদার্থ কাপুরুষ কোথাকার' থুরিওকে ধমকে দিয়ে বললেন ডিউক 'আমি কখনই তোমার মতো অপাত্রের সাথে বিয়ে দেব না আমার মেয়ের।' তারপর ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকিয়ে বললেন 'আমি জানি যে তুমি আইনভঙ্গকারী এক ডাকাত দলের অধিপতি, তবুও স্যার থুরিওকে তুমি যা বললে তা শোভা পায় শুধু প্রকৃত বীরের মুখে। আমি স্থির করেছি যে তুমিই সিলভিয়ার উপযুক্ত পাত্র। তাই তার সাথে বিয়ে দেব তোমার। এবার বলো তুমি কি চাও?'

'আপনার কাছে আমার একটিই প্রার্থনা ইশারায় সামনে দাঁড়ানো অনুচরদের দেখিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন, খুনে-ডাকাত হলেও এরা সবাই সম্ভ্রান্ত বংশের। আপনার আদেশে আমার মতো ওরাও মিলান থেকে নির্বাসিত হয়েছিল আমি এতদিন ওদের সাথে এই জঙ্গলে কাটিয়েছি রোজ ওঠা-বসা করেছি ওদের সাথে তখনই লক্ষ করেছি মিলান আর ম্যান্টুয়ার লোকেরা যাদের ভয়ে কাঁপে, ম্যান্টুয়ার গভীর জঙ্গলের সেই ডাকাতদের মধ্যে সভ্য মানুষের অনেক খাঁটি গুণ এখনও বজায় আছে আমার অনুরোধ, আপনি ক্ষমা করুন ওদের, সুযোগ দিন ওদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার। আমার বিশ্বাস তাহলে আপনি ওদের অনেককেই দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগাতে পারবেন। সে কাজ সফল করে তারাও বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে সবার মাঝে তাতে আপনার সুনাম বেড়ে যাবে সেই সাথে মঙ্গল হবে মিলানেরও। আপনার কাছে এ ছাড়া আমার আর কিছু চাইবার নেই তাছাড়া ভেবে দেখুন আপনার আদেশ শিরোধার্য করে তারা তো এতদিন ধরে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেই এসেছে।'

ভ্যালেন্টাইনের কথা শুনে হাসিমুখে তাকে বললেন ডিউক, 'বেশ, তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করব। আমি এদের মাফ করে দিলাম কথা দিচ্ছি, নূতন করে যাতে ওরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে ব্যবস্থা আমি করব। এবার বাকি রইল একটি কাজ তা হল প্রোটিয়াসের বিচার আমার মেয়েকে পেতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত যে অন্যায় সে তোমার উপর করেছে, আজ সর্বসমুখে নিজমুখে তা স্বীকার করতে হবে তাকে আর সেটাই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি'

বিবেকের দংশন আর লজ্জায় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার উপায় নেই প্রোটিয়াসের, তবু ডিউকের আদেশে ভ্যালেন্টাইনের প্রতি যত অন্যায় সে করেছে, সবার সামনে সে স্বীকার করল সে সব। আর ওদিকে ডিউকের মার্জনা আর প্রিয়জনদের কাছে যাবার সুযোগ পেয়ে সিলভিয়া ও ভ্যালেন্টাইনকে মাথার উপর তুলে ধরে নাচতে শুরু করেছে ডাকাতের দল

এরপর সিলভিয়া ভ্যালেন্টাইন এবং জুলিয়া প্রোটিয়াস এই দু জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে সাথে নিয়ে মিলানে ফিরে এলেন ডিউক, ধুম-ধামের সাথে বিয়ে দিলেন তাদের

দ্য উইন্টার্স টেল

ছোটোবেলা থেকে একই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করেছেন বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস আর সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্টিস। বহুদিন একসাথে কাটাবার দরুন উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এমনকি বড়ো হয়ে সিংহাসনে বসার পরেও সে বন্ধুত্বে এতটুকুও চিড় ধরেনি তাদের উভয়ের রাজ্যের মধ্যে অনেক দূরত্ব থাকার দরুন মন চাইলেও একে অপরের কাছে যেতে পারে না কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছেন প্রায়ই দেখা যায় বোহেমিয়া আর সিসিলিয়ার দূতেরা চিঠিপত্র এবং দামি উপহার নিয়ে একে অন্যের দেশে যাতায়াত করছেন

দু-বন্ধুরই বিয়ে হয়েছে সময় মতো কিন্তু বিয়ের সামান্য কয়েক বছর পরেই পলিক্সেনিসের স্ত্রী একটি নাবালক ছেলে রেখে মারা যান। এ ঘটনায় পলিক্সেনিসের মন ভেঙে যায় তিনি আর রাজকার্যে মন দিতে পারেন না দিন রাত নাবালক ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি শুধু চোখের জল ফেলেন নাবালক ছেলেকে মানুষ করার কথা ভেবে তার হিতৈষীরা তাকে পরামর্শ দিয়েছেন স্ত্রী শোক ভুলে গিয়ে পুনরায় বিয়ে করতে পলিক্সেনিস তাদের পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন যে আবার বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয় ক্রমে এ খবর পৌঁছে যায় রাজা লিয়ন্টিসের কানে। তিনি তার বন্ধুকে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন সে যেন সিসিলিয়ায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসে। মনে হয় তিনি যেন বন্ধুর এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন। চিঠি পেয়েই তিনি বোহেমিয়া ছেড়ে জাহাজ পথে রওনা হলেন সিসিলিয়া অভিমুখে

বন্ধুর জন্য বন্দরে অপেক্ষায় ছিলেন রাজা লিয়ন্টিস রানি হার্মিওন মন্ত্রী আর অমাত্যরা বহুদিন পর উভয় বন্ধুর দেখা হওয়ায় একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাজকীয় অভ্যর্থনার সাথে পলিক্সেনিস তার বন্ধু লিয়ন্টাসের অতিথি হয়ে এলেন সিসিলিয়ার রাজপ্রাসাদে চোখের জল আর আনন্দের মধ্যে দু বন্ধু উজাড় করে দিলেন একে অপরকে না বলা যত কথা বন্ধুর ভাঙা মনকে চাঙ্গা করার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন রাজা লিয়ন্টিস সে উদ্দেশ্যেই রাজপ্রাসাদে শুরু হল নানা উৎসব নাচগান, খানা পিনা শিকার কোনও কিছুরই কমতি রাখেননি রাজা লিয়ন্টিস।

এভাবে আনন্দের সাথে কেটে গেল কয়েকটি মাস একদিন লিয়ন্টিসকে ডেকে নিয়ে পলিক্সেনিস বললেন বন্ধু ' অনেকদিন তো রইলাম তোমার কাছে এবার বিদায় দাও আমায়।'

লিয়েন্টিস বললেন 'এ মাসটা তুমি থেকে যাও ' একমাস পর পলিক্সেনিস যখন বিদায় নিতে চাইলেন তখন লিয়ন্টিস তাকে বললেন, আরও কয়েকটা দিন থেকে যাও, অন্তত পক্ষে এই সপ্তাহটা শেষবার পলিক্সেনিস যখন যেতে চাইলেন তখন আরও কটা দিন তাকে থেকে যেতে বললেন লিয়ন্টিস কিন্তু এবার আর বন্ধুর অনুরোধ রাখতে চাইলেন না পলিক্সেনিস তিনি বন্ধুকে বললেন ধাত্রীর কাছে রেখে এসেছেন ছেলেকে তার জন্যই মন ছটফট করছে এবার যেতেই হবে তাকে তিনি বন্ধুকে বললেন আগামীকাল সকালেই তিনি রওনা হবেন বোহেমিয়া অভিমুখে

রানি হার্মিওনকে ডেকে লিয়ন্টিস বললেন, 'ও বলছে কাল সকালে চলে যাবে। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও এবার আর রাজি করাতে পারিনি ওকে। বারবার বলছে ছেলের জন্য ওর চিন্তা হচ্ছে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ ওকে আরও দু-চার দিন রাখা যায় কিনা।' স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী পলিক্সেনিসকে আরও দু-চার দিন থেকে যাবার অনুরোধ করলেন রানি হার্মিওন।

বন্ধুর স্ত্রীর অনুরোধে বেজায় মুশকিলে পড়ে গেলেন পলিক্সেনিস। এ যাবত বন্ধুর অনুরোধ তিনি রেখে এসেছেন, এবার না রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু বন্ধুর স্ত্রী এ পর্যন্ত তাকে কোনও অনুরোধ করেনি। কাজেই তার অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারলেন না। তিনি রাজি হয়ে গেলেন আরও দুদিন সিসিলিয়ায় থেকে যেতে।

বন্ধু আরও দু-দিন সিসিলিয়ায় থেকে যেতে রাজি হওয়ায় আনন্দিত হবার বদলে মনে মনে রেগে গেলেন লিয়ন্টিস। বন্ধু যে তার চেয়ে স্ত্রীর কথাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এতেই তার মনে সন্দেহের আগুন জ্বলে উঠল। তিনি ধরে নিলেন এতদিন তার প্রাসাদে থাকার ফলে পলিক্সেনিস রানি হার্মিওনের প্রেমে পড়ে গিয়েছেন — একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে উভয়ের মাঝে। উত্তেজনায় তিনি ভুলে গেলেন পলিক্সেনিসের সাথে তার এতদিনের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার কথা। তাকে অকৃতজ্ঞ ও চরিত্রহীন মনে করলেন, সেই সাথে ধরে নিলেন তার স্ত্রী হার্মিওন একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ।

এ সব কথা ভেবে ভেবে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল লিয়ন্টিসের মাথায়। তিনি স্থির করলেন কঠোর শাস্তি দেবেন স্ত্রী হার্মিওন এবং বন্ধু পলিক্সেনিসকে। তিনি এতটাই রেগে গেলেন পলিক্সেনিসের উপর যে তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশ্বস্ত অমাত্য ক্যামিলোকে গোপনে ডেকে তার উপর ভার দিলেন সবার অলক্ষ্যে পলিক্সেনিসকে হত্যা করার।

রাজাদেশ পেয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন ক্যামিলো। রাজানুগত হলেও তিনি নির্বোধ বা অবিবেচক ছিলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যত গোপনেই মেরে ফেলা হোক পলিক্সেনিসকে, একদিন না একদিন তা প্রকাশ হবেই। বোহেমিয়ার সবাই জানে যে সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্টিসের আহ্বানে পলিক্সেনিস এসেছেন তার দেশে বেড়াতে। তিনি দেশে ফিরে না গেলে তল্লাশি শুরু হবে, ফাঁস হয়ে যাবে সবকিছু। আর একবার যদি ফাঁস হয়ে যায় যে পলিক্সেনিসকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাহলে আর কথা নেই, অবিলম্বে লড়াই শুরু হয়ে যাবে বোহেমিয়া আর সিসিলিয়ার মধ্যে। লিয়ন্টিসের মুখ থেকে সব কথা শুনে ক্যামিলো বুঝতে পারলেন পলিক্সেনিসকে ভুল বুঝেছেন তার প্রভু, ঈর্ষার কবলে লোপ পেয়েছে তার বুদ্ধি শুদ্ধি। প্রভুপত্নী হার্মিওনকে বহুদিন ধরেই জানেন ক্যামিলো। তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে সে কথা বোঝাবে কে লিয়ন্টিসকে? তিনি তো এখন রাগে অন্ধ। তাই ক্যামিলো যদি সে কাজে অস্বীকৃত হন, তাহলে লিয়ন্টিস এমন কাউকে দিয়ে সে কাজ করাবেন যে কোনও কিছু না ভেবেই অযথা হত্যা করে বসবে পলিক্সেনিসকে, যিনি আবার রাজার অতিথি, সেই সাথে বন্ধুও বটে। আর তার পরই নেমে আসবে চরম বিপর্যয়।

রাজা লিয়ন্টিসকে এ সম্বন্ধে কোনও আভাস না দিয়ে ক্যামিলো জানালেন তিনি রাজ আজ্ঞা পালন করবেন।

তাঁর পরম অনুগত ক্যামিলোর কথা শুনে এবার নিশ্চিন্ত হলেন রাজা লিয়ন্টিস। এরপর পলিক্সেনিসের সাথে গোপনে দেখা করে ক্যামিলো সব ঘটনার কথা বললেন তাকে। সেই সাথে

অনুরোধ করলেন যেন তিনি পালিয়ে যান সিসিলিয়া ছেড়ে তার বাল্যবন্ধু লিয়ন্টিস যে নিছক সন্দেহের বশে তাকে মেরে ফেলতে চান সে কথা শুনে খুবই হলেন পলিক্সেনাস। তার প্রতি লিয়ন্টিসের ব্যবহারে যে পরিবর্তন হয়েছে, সেটা অবশ্য আগেই লক্ষ করেছেন তিনি কিন্তু তার মূলে রয়েছে যে নিছক সন্দেহ আর ঈর্ষা সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি।

ক্যামিলো বললেন পলিক্সেনিসকে প্রভুর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি পলিক্সেনিসের নিজস্ব জাহাজ রয়েছে সিসিলিয়ার বন্দরে। তার সাথে যে সমস্ত দেহরক্ষী, অমাত্য তারা সবাই একত্রে রয়েছে প্রাসাদের এক মহলে ক্যামিলো জানালেন রাত গভীর হলে তারা দু তিন জন করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এই শহরের প্রধান তোরণ পার হয়ে চুপি চুপি চেপে বসবে তাদের নিজের জাহাজে প্রাসাদের রক্ষীরা যাতে তাদের বাধা না দেয় সে ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছেন ক্যামিলো

রাজা পলিক্সেনিস আশ্বস্ত হলেন ক্যামিলোর কথায়। গভীর রাতে ক্যামিলো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাজার লোকদের এক এক করে পার করিয়ে দিলেন শহরের প্রধান তোরণ তারপর ক্যামিলো ও পলিক্সেনিস উভয়ে ছদ্মবেশে বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছে পলিক্সেনিসকে বললেন ক্যামিলো, 'মহারাজ! আপনাকে হত্যা না করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি এ খবর প্রভু জানতে পারলে কাল সকালেই প্রাণদণ্ড হবে আমার। আমি মিনতি করছি আপনি আমায় সাথে নিয়ে চলুন।'

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন পলিক্সেনিস, 'আপনি নির্ভয়ে চলুন আমার সাথে ভবিষ্যতে আপনাকে আমার দরকার হবে। এরপর নিজস্ব লোকজন আর ক্যামিলোকে নিয়ে জাহাজে চেপে বসলেন রাজা পলিক্সেনিস। রাজার আদেশে জাহাজের পাল তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন। রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে সিসিলিয়ার বন্দর ছেড়ে চলে গেল জাহাজ। এক সময় রাত ভোর হল। গতকাল গভীর রাতে রাজা পলিক্সেনিস যে তার সঙ্গী সাথী এবং ক্যামিলোকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে গেছেন, সাত সকালে সে খবর জানতে পেরে যেন খেপে উঠলেন রাজা লিয়ন্টিস। হাতের কাছে ক্যামিলোকে না পেয়ে তার যত রাগ গিয়ে পড়ল হার্মিওনের উপর। তিনি সে সময় খেলায় মগ্ন ছিলেন পুত্র ম্যামিলিয়াসের সাথে লিয়ন্টিস সেখানে গিয়ে শিশুপুত্রের সামনেই হার্মিওনকে অভিযোগ করলেন কুলটা, দুশ্চরিত্রা বলে। স্বামীর মুখে হঠাৎ এ ধরনের অভিযোগ শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন হার্মিওন তিনি রাজাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে তার এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন পলিক্সেনিসের সাথে তার কোনও গোপন সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করলেন না লিয়ন্টিস তিনি ছেলেকে জোর করে ছিনিয়ে নিলেন মা'র কোল থেকে আদেশ দিলেন রানিকে যেন আটকে রাখা হয় কারাগারে। রানিকে কারাগারে নিয়ে যাবার সময় লিয়ন্টিস আদেশ দিলেন রানিকে দেখ ভালের জন্য সেখানে বড়োজোর দুজন সহচরী থাকতে পারে

শিশু ম্যামিলিয়াস দু হাত বাড়িয়ে ছুটে যেতে চাইল তার মা'র কাছে, কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিলেন না লিয়ন্টিস। মা'র কাছে যেতে না পেরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল ম্যামিলিয়াস স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণে চোখে জল এসে গেল রানি হার্মিওনের অন্দর মহলে রানির যে সমস্ত সহচরী ছিল তারাও সবাই অবাক রাজার এই নির্মম আচরণে তারা ভেবে পেল না রানির প্রতি এই অদ্ভুত শাস্তির কারণ কী হতে পারে অসহায় ম্যামিলিয়াসকে কোলে নিয়ে তারা যথাসাধ্য আদর

যত্ন করতে লাগল কিন্তু তাতে কি আর মায়ের অভাব মেটে? বেচারা মামিলিয়াস খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিন রাত কান্না কাটি করতে লাগল এমনকি ঘুমের ঘোরেও মাঝে মাঝে কেঁদে উঠতে লাগল সে রানির সহচরীরা গান গেয়ে, গল্প বলে এবং নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল তাকে খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না এভাবে দিনে দিনে খারাপ হতে লাগল তার অবস্থা ওদিকে বোহেমিয়ায় পৌঁছবার পর রাজা পলিক্সেনিস তার প্রাণ বাঁচানোর পুরস্কার স্বরূপ ক্যামিলোকে নিযুক্ত করলেন তার রাজসভার একজন উপদেষ্টারূপে। ধীরে ধীরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে তিনি অর্জন করলেন প্রধান উপদেষ্টার পদ

এদিকে রানি হার্মিওন যে একজন সাধ্বী নারী, কোনও কালিমা নেই তার চরিত্রে এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত ছিল না রাজসভার পাত্র-মিত্র-অমাত্যদের মনে বিনা দোষে রানিকে এভাবে শাস্তি দেওয়াটা যে সবাই খুশিমনে মেনে নেয়নি তা বেশ বুঝতে পারলেন লিয়ন্টিস তাই প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়িয়ে তিনি শুরু করলেন রানির চারিত্রিক বদনাম দিতে কিন্তু পাত্র মিত্র অমাত্যদের মুখে একই কথা 'আমরা বিশ্বাস করি না আপনার ও সমস্ত আজগুবি অভিযোগ রানি সম্পূর্ণ নির্দোষ। লিয়ন্টিস বেশ বুঝতে পারলেন ওভাবে রানির দুর্নাম দিয়ে কাউকে তিনি তার স্বপক্ষে আনতে পারবেন না

এর মধ্যে কারাগারে রানি জন্ম দিলেন ফুটফুটে এক সুন্দর মেয়ের ছোট্ট সেই মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মনে মনে শান্তি পান রানি। এভাবে অনাদরের মাঝে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে মেয়েটি। একমাত্র মা'র স্নেহ-ভালোবাসা ছাড়া সে আর কিছুই পায় না

অ্যান্টিগোনাস ছিলেন রাজা লিয়ন্টিসের সভাসদদের একজন তার স্ত্রী পলিনা আবার রানি হার্মিওনের পুরনো বান্ধবী হার্মিওনের মেয়ে হয়েছে শুনে একদিন তিনি কারাগারে এলেন তাকে দেখতে বান্ধবীর এই দুঃখ-কষ্ট আর অপমান সহ্য করতে পারলেন না তিনি কারাগারের বাইরে থেকে বান্ধবীর খোঁজ-খবর নিলেন। তিনি হার্মিওনকে বললেন যে তার হয়ে তিনি নিজেই আবেদন জানাবেন রাজার কাছে যাবার সময় হার্মিওনের ছোট্ট মেয়েটিকে তার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন পলিনা তার বিশ্বাস ছিল ফুটফুটে এই সুন্দর মেয়েটিকে দেখলে হার্মিওনের উপর রাজার সমস্ত রাগ উবে জল হয়ে যাবে এই ধারণার উপর মেয়েটিকে রাজসভায় নিয়ে এলেন রাজার পায়ের কাছে শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে জানালেন যে এটি হার্মিওনের মেয়ে অল্প কিছুদিন আগে জন্মেছে সে শিশুটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন লিয়ন্টিস রাজার আচরণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ্য রাজসভায় রাজার সমালোচনা করলেন পলিনা। তিনি জানালেন ভুল বুঝে বিনা দোষে হার্মিওনকে শাস্তি দিচ্ছেন লিয়ন্টিস। কিন্তু তাতে কোনও পরিবর্তন এল না রাজার মনে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন পায়ের কাছে শায়িত শিশুটি তার নয় শেষমেশ পলিনাকে ধমকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন লিয়ন্টিস

এরপর রাজার আদেশে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজসভার অন্যতম সভাসদ অ্যান্টিগোনাস রাজা তাকে জানালেন যে পলিনার আচরণে তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাই এবার শাস্তি পাবেন তার স্বামীকে তিনি অ্যান্টিগোনাসকে আদেশ দিলেন সে যেন শিশুটিকে তার সামনে মেরে ফেলে সে আদেশ শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন অ্যান্টিগোনাস তিনি জানালেন এ নৃশংস কাজ তাঁর পক্ষে

সম্ভব নয়। অন্য কোনও আদেশ দিলে তিনি তা মানাতে রাজি। তখন রাজা তাকে আদেশ দিলেন সে যেন বোহেমিয়ার কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে শিশুটিকে ছেড়ে দিয়ে আসে। লিয়েন্টিস বললেন সেখানে হয়তো শিশুটি ক্ষুধা তৃষ্ণায় মারা যাবে নতুবা শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। তিনি অ্যান্টিগোনাসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এ আদেশ পালন না করলে তাকে ও তার স্ত্রী পলিনা উভয়কেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মেয়েটিকে বাঁচানোর আর কোনও রাস্তা দেখতে না পেয়ে অ্যান্টিগোনাস রাজি হয়ে গেলেন রাজার প্রস্তাবে। মেয়েটাকে সাথে নিয়ে তিনি তখনই রওনা দিলেন বোহেমিয়ার পথে।

সূর্য দেবতা অ্যাপোলোর মন্দির রয়েছে গ্রিসের ডেলফি শহরে। সেই মন্দিরের কয়েকজন সাধিকা সারা বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে পূজা করে থাকেন সূর্যদেবের। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে সেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে তবে প্রশ্ন করতে হয়। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাধিকারা তাদের প্রশ্ন রাখেন উপাস্য দেবতার সামনে আর উত্তর আসে দৈববাণীর মাধ্যমে। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য রাজা লিয়ন্টিস একদিন তার দু-জন অনুচরকে পাঠালেন ডেলফির সূর্য মন্দিরে। কিন্তু দৈববাণী শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন তিনি। রানি যে একজন ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা নারী তার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ এনে প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার করার জন্য হন্যে হয়ে উঠলেন লিয়ন্টিস। সভাসদরা সবাই জানেন বিচার হবে নাম-কা ওয়াস্তে — রানির চারিত্রিক দুর্নাম দিয়ে তাকে অপদস্থ করাই রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য।

রাজার আদেশে রক্ষীরা একদিন কারাগার থেকে রানিকে বের করে এনে হাজির করল রাজসভায়। সবার সামনে রানিকে যা তা বলে চূড়ান্ত অপমান করলেন লিয়ন্টিস। অপমানিত হয়েও রানি কিন্তু দমলেন না, গলা উঁচু করে জানিয়ে দিলেন তিনি নির্দোষ। অহেতুক তার চারিত্রিক বদনাম করছেন রাজা। তিনি আগেই হারিয়েছেন স্বামীর ভালোবাসা। অন্যায়ভাবে তার স্বামী কেড়ে নিয়েছেন ছেলে মেয়ে দুটিকে। এ অবস্থায় জীবনের প্রতি কোনও মোহ নেই তার। মরতে ভয় পান না তিনি। রানি এ কথা বলতে না বলতেই ডেলফির সূর্যমন্দির থেকে ফিরে এল রাজার দুই অনুগত অনুচর। তাদের হাতে মুখবন্ধ একটি খাম। রাজার আদেশে একজন অনুচর খাম খুলে পড়তে লাগল সেই দৈববাণী। তাতে লেখা রয়েছে

'রাজা লিয়ন্টিস একজন ঈর্ষাপরায়ণ নিষ্ঠুর রাজা। তার স্ত্রী হার্মিওন পুরোপুরি নির্দোষ। আর পলিক্সেনিসও নির্দোষ। কামিলো একজন বিশ্বাসভাজন অমাত্য। লিয়ন্টিস নিজেই সেই পরিত্যক্ত শিশুটির পিতা। শিশুটিকে পাওয়া না গেলে তার বংশের আর কেউ জীবিত থাকবে না।'

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু একজন ছাড়া বাকি সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দৈববাণী শেষ হবার পর। সে ব্যক্তিটি আর কেউ নন, রাজা লিয়ন্টিস নিজেই। দৈববাণীর ব্যাপারটা শুধু লোকদেখানো বলেই ধরে নিলেন লিয়ন্টিস — যা নাকি হার্মিওনের বান্ধবী পলিনা তার মনকে দুর্বল করার জন্য দেববাণীর নামে এ সব মনগড়া কথা লিখে একটা মুখবন্ধ খামে করে পাঠিয়েছে তার কাছে। তিনি স্থির করলেন নতুন করে দৈববাণী নিয়ে আসার জন্য দু-জন লোককে পাঠাবেন তিনি। কিন্তু সে সময় খবর এল তার ছেলে মামিলিয়াস, যে নাকি মা কারাগারে যাওয়ার পর নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, মায়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে কিছুক্ষণ আগে সে মারা গেছে। ছেলের মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন রানি হার্মিওন। রাজা আদেশ দিলেন রানিকে যেন কারাগারের পরিবর্তে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়।

ছেলের মৃত্যুসংবাদে পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন রাজা লিয়ন্টিস রানির প্রতি অত্যাচার অবিচারের জন্যই যে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে এ কথা বেশ বুঝতে পারলেন তিনি এতদিন পর অনুশোচনায় ভরে গেল তাঁর মন

কিন্তু শুধু এতেই শেষ নয়, আরও কিছু দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছিল রাজা লিয়ন্টিসের জন্য কিছুক্ষণ বাদে কাঁদতে কাঁদতে রাজসভায় ছুটে এলেন পলিনা, বললেন, 'পুত্রশোকের যাতনা সইতে না পেরে খানিকক্ষণ আগে মারা গেছেন হার্মিওন '

'কী বললে হার্মিওন মারা গেছে?' বলেই ফ্যালফ্যাল করে পলিনার দিকে তাকিয়ে রইলেন লিয়ন্টিস

এবার সুযোগ পেয়েছে পলিনা তার পতি অপমানের প্রতিশোধ নেবার দাঁতে দাঁত টিপে রাজার দিকে চেয়ে বলল পলিনা, 'হ্যাঁ মহারাজ! সত্যিই মারা গেছেন হার্মিওন আর এও জেনে রাখুন তার অকালমৃত্যুর জন্য আপনিই পুরোপুরি দায়ী। ঈর্ষার জ্বালায় আপনি অমূলক সন্দেহ করেছেন আপনার বন্ধু রাজা পলিক্সেনিসের প্রতি আপনার বিশ্বস্ত অমাত্য ক্যামিলোর দ্বারা তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছেন আপনার নবজাত কন্যার পিতা যে অন্য কেউ এরূপ সন্দেহের বশে আপনি সে কন্যাকে সমুদ্রের ওপারে কোনও এক নির্জন জায়গায় ফেলে আসার দায়িত্ব দিয়েছেন আমারই স্বামী অ্যান্টিগোনাসের উপর, যে আবার ক্যামিলোর মতো আপনার একান্ত বিশ্বস্ত। আপনার জন্যই মাতৃস্তন্যের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে মারা গেছে আপনার পুত্র। দু'দুটো সন্তানের শোকে মারা গেছে হার্মিওন। রানি হার্মিওন নির্দোষ জেনেও নিছক সন্দেহের বশে আপনি তাকে আটকে রেখেছিলেন কারাগারে কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সবার সামনে তার বিচার করার জন্য হাজির করেছিলেন রাজসভায় কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয়নি। ঈশ্বর তার আগেই তাকে টেনে নিয়েছেন নিজের কোলে মনে রাখবেন মহারাজ, এ সবের জন্য আপনি নিজেই দায়ী আপনার বিচার এখনও শুরু হয়নি, কিন্তু একদিন না একদিন তা শুরু হবেই শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্য তৈরি থাকবেন মহারাজ' বলেই ঘৃণাভরে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে গেল পলিনা তার একবারও মনে হল না রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার দরুন রাজা তাকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন

অনুতাপের স্বরে বললেন রাজা লিয়ন্টিস, 'তুমি ঠিকই বলেছ পলিনা, আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ সত্যি এ যাবত যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আমি একাই দায়ী লিয়ন্টিসের মুখে এ সব কথা শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন পলিনা ও উপস্থিত সভাসদরা এরপর লিয়ন্টিসকে আর কিছু না বলে চলে গেলেন পলিনা

ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তা দেখে লিয়ন্টিস এবার উপলব্ধি করলেন দৈববাণীতে উল্লিখিত সমস্ত কথাই ঠিক সত্যি সত্যিই তার বংশে বাতি দেবার আর কেউ রইল না শিশু কন্যাটিকে ফিরে পাবার জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিতেও রাজি তিনি দুঃখ, বেদনা আর অনুশোচনায় ভরে গেল লিয়ন্টিসের মন কৃতকর্মের জ্বালায় প্রতি মুহূর্তেই ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল তার মন অদৃশ্য বিধির বিধানে এরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে তাকে

আসুন এবার আমরা ফিরে তাকাই ফেলে আসা পুরোনো ঘটনাগুলির দিকে রাজাদেশে তার সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে নিয়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে তার জন্য অপেক্ষমাণ জাহাজে এসে

উঠলেন পলিনার স্বামী অ্যান্টিগোনাস এর নির্দেশে মাঝিমাল্লারা জাহাজের নোঙর ফেলল বোহেমিয়ার এক নির্জন জায়গায় সে সময় আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। মাঝি মাল্লারা বলল খুব শীঘ্রই বৃষ্টি হবে তিনি যেন তার আগে কাজ সেরে জাহাজে ফিরে আসেন। জাহাজের একটি ছোটো নৌকায় চড়ে লিয়ন্টিসের শিশুকন্যাকে নিয়ে ডাঙায় নেমে এলেন অ্যান্টিগোনাস একটু দূরে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন মেয়েটিকে। একটা কাগজ শিশুটির জামায় এঁটে দিলেন কাগজে লেখা রইল   এই শিশুটি এক অভিজাত বংশের সন্তান

নাম পার্ডিটা শিশুটির জামা-কাপড় কিছু স্বর্ণমুদ্রা, দামি দামি মণি মুক্তো বসানো গহনার একটা পুঁটলি শিশুটির পাশে রেখে অ্যান্টিগোনাস ফিরে চললেন জাহাজের দিকে। কারণ ঝড় বৃষ্টি আসতে বিশেষ দেরি নেই যেতে যেতে তিনি ভাবতে লাগলেন মেয়েটিকে যদি কোনও হিংস্র জানোয়ার খেয়ে ফেলে তাহলে মনিবের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে অন্যদিকে কোনও ব্যক্তি যদি শিশুটিকে দেখতে পেয়ে তার পাশে রাখা সোনাদানার বিনিময়ে তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয় তবে তো বেঁচে যায় মেয়েটি কিন্তু ভাবনা শেষ করার সুযোগ পেলেন না তিনি। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা এক ভালুকের আক্রমণে তিনি মারা গেলেন তার ক্ষত বিক্ষত দেহ পড়ে রইল বোহেমিয়ার সমুদ্র উপকূলে

জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে অথচ অ্যান্টিগোনাস ফিরে আসছেন না মাঝি মাল্লারা আর অপেক্ষা করে জাহাজ ভাসিয়ে দিল সমুদ্রে। কিছুদূর যেতে না যেতে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব। ঝড়ের দাপটে জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল অতল সাগরে কেউ আর বেঁচে রইল না এদিকে অ্যান্টিগোনাস ফিরে না আসায় রাজা লিয়ন্টিস নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে তাহলে আপদ বিদায় হয়েছে

এদিকে ভালুকের হাতে অ্যান্টিগোনাসের মৃত্যু হবার কিছুক্ষণ বাদে স্থানীয় এক মেষপালকের নজর পড়ল ঘাসের উপর শায়িত ওই শিশুটির দিকে সে দেখল শিশুটি জীবিত। তার পরনের দামি পোশাক দেখে মেষপালকটি অনুমান করল শিশুটি একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। শিশুটিকে কোলে নিতেই সে দেখল তার জামায় সাঁটা একটি কাগজ, তাতে লেখা, 'শিশুটির নাম পার্ডিটা। সে এক অভিজাত বংশের সন্তান।' পাশে রাখা পুঁটলিটা খুলতেই তা থেকে বেরিয়ে এল একরাশ স্বর্ণমুদ্রা আর দামি হিরে জহরতের গয়না সে পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে গুঁজে রাখল তার কোমরে তারপর শিশুটিকে কোলে নিয়ে চলে এল তার বাড়িতে। পর দিন তার দেখা হল স্থানীয় এক যুবকের সাথে যুবকটি তাকে বলল ঝড় বৃষ্টির আগে সে দেখেছে ভালুকের হাতে এক ব্যক্তিকে মারা যেতে সে এও শুনেছে ঝড়ে নাকি একটা জাহাজও ডুবে গেছে এসব শুনে মেষ পালকটি ধরে নিল হয়তো ভালুকের হাতে মৃত ব্যক্তিটিই শিশুকে ফেলে রেখে গেছে সেখানে তারপর সেও আর বাঁচেনি

কুড়িয়ে পাওয়া ওই মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতো আদর যত্নে লালন পালন করতে লাগল সেই মেষপালকটি সে পার্ডি নামেই ডাকে ওই মেয়েটিকে পাছে তাকে খোয়াতে হয় সেই ভয়ে মেষপালক কাউকে বলেনি মেয়েটিকে কুড়িয়ে পাবার কথা সাধ্যমতো তাকে লেখা পড়া আর ঘরের কাজ-কর্ম শিখিয়ে বড়ো করে তুলতে লাগল মেষপালক

এ ভাবেই কেটে গেল ষোলোটা বছর ইতিমধ্যে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে রাজা পলিক্সেনিসের ডানহাত হয়ে উঠেছেন ক্যামিলো তাঁর পরামর্শ ছাড়া শাসনকার্যের কোনও কিছুতেই হাত লাগান না রাজা।

পদমর্যাদা আর সম্মান, এ দুটো পেয়ে খুশি হতে পারেননি ক্যামিলো আজ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তার মন কাঁদছে জন্মভূমি সিসিলিয়ার জন্য নিজের ভুল বুঝতে পারে রাজা লিয়ন্টিস বহুদিন আগেই দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন তাকে কিন্তু কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নন রাজা পলিক্সেনিস যতবারই দেশে ফেরার জন্য তৈরি হন ক্যামিলো কীভাবে যেন রাজা তা টের পেয়ে বানচাল করে দেন তার মতলব তাই ক্যামিলো এবার চাইছেন কীভাবে রাজার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়

ইতিমধ্যে বেশ বড়ো হয়েছে পলিক্সেনিসের একমাত্র পুত্র ফ্লোরিজেল। বর্তমানে সে বোহেমিয়ার যুবরাজ। একদিন সে শিকার করতে গেল সমুদ্র উপকূলের এক জঙ্গলে জঙ্গলের কাছেই ছিল এক গ্রাম গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে তার চোখে পড়ল এক বাড়ির জানালার সামনে দাঁড়ানো অপরূপ সুন্দরী এক যুবতিকে। মেয়েটিকে দেখে তার এত ভালো লেগেছিল যে সে স্থির করল তাকে বিয়ে করবে খোঁজ খবর নিয়ে সে জানতে পারল মেয়েটি এক মেষপালকের মেয়ে—নাম পার্ডিটা

ডোরিক্লিস ছদ্মনামে ফ্লোরিজেল গোপনে মেলামেশা শুরু করল পার্ডিটার সাথে সে যে বোহেমিয়ার যুবরাজ তা একবারও জানতে দিল না তাকে কারণ সে জানে সামান্য এক মেষপালকের মেয়ের প্রেমে পড়লে তার বাবা রেগে গিয়ে কখন কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন তা কে জানে কিন্তু তা সত্ত্বেও পলিক্সেনিসের নজরে এল সাম্প্রতিককালে তার ছেলের আচার-আচরণ, হাব-ভাবে কেমন যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন তাঁর ছেলে এক মেষপালকের মেয়ের প্রেমে পড়েছে এ খবরটা তার কাছে যুগপৎ লজ্জা এবং রাগের বিষয় হয়ে দাঁড়াল একে কীভাবে অঙ্কুরেই খতম করা যায় তা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি ডেকে পাঠালেন তার পরম সুহৃদ ক্যামিলোকে রাজা পলিক্সেনিস সব কিছু খুলে বললেন ক্যামিলোকে। কীভাবে ছেলেকে এ থেকে বিরত করা যায়, তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি ক্যামিলোকে অনুরোধ করলেন এ ব্যাপারে তাকে কোনও কথা না দিয়ে ক্যামিলো শুধু বললেন, রাজা যেন তার উপর নির্ভর করেন

এসে পড়ল মেষপালকদের একটা বিশেষ উৎসবের দিন সে উৎসবের দিনে মেষপালকরা তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে খায় দায় নাচ গান করে। এ উৎসবের বিশেষত্ব হল ওই দিন তারা এক বিশেষ পদ্ধতিতে মেষের লোম ছাঁটে রাজা পলিক্সেনিস আগেই জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর ছেলে ওই দিন নিমন্ত্রিত হয়ে তার প্রেমিকার বাড়িতে যাবে তিনি স্থির করলেন ক্যামিলোর সাথে তিনিও সেখানে যাবেন

ফুলের মালায় সাজানো মেষপালকের ছোটো বাড়িতে উৎসবের দিন হাজির হল তার নিমন্ত্রিত অতিথিরা রাজা পলিক্সেনিস ও ক্যামিলো উভয়েই সেখানে গেলেন সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে ভেতরে ঢুকে পলিক্সেনিস দেখতে পেলেন এক সুন্দরী যুবতির পাশে বসে একমনে গল্প করছে তার ছেলে মেয়েটিকে একনজর দেখেই ভালো লেগে গেল তার মনে মনে ভাবলেন নাঃ ছেলের পছন্দ আছে বটে

মেয়েকে চাপা ধমক দিয়ে মেষপালক বলল, 'দেখ পার্ডিটা। তোমার মা বেঁচে থাকতে তিনি নিজেই অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করাতেন, আজ তিনি নেই বলে এভাবে গল্প-গুজব করে সময় কাটাচ্ছ তুমি? ছিঃ ছিঃ কী ভাববেন বল তো অতিথিরা?'

এ কথা শুনে লজ্জায় উঠে এল পার্ডিটা — ফুল দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ছদ্মবেশী রাজা পলিক্সেনিস ও ক্যামিলোকে। পার্ডিটার কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে অবাক হয়ে ভাবলেন পলিক্সেনিস, সত্যিই কি ও একজন মেষপালকের মেয়ে, বারবার কেন জানি তার মনে হতে লাগল ও সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। এর কিছুক্ষণ পরে শুরু হল নাচ। অতিথিদের সামনে নাচতে লাগল পার্ডিটা। ছদ্মবেশী যুবরাজ ফ্লোরিজেলও যোগ দিল তার সাথে। কিছুক্ষণ ওদের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে মেষপালকের কাছে জানতে চাইলেন রাজা পলিক্সেনিস, 'আচ্ছা, যে মেয়েটি নাচছে, ও কি তোমার মেয়ে?'

মেষপালক উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ও আমার একমাত্র মেয়ে — নাম পার্ডিটা।'

'যে ছেলেটি ওর সাথে নাচছে তার পরিচয় কী?' জানতে চাইলেন রাজা।

মেষপালক বলল, 'শুনেছি ও নাকি এক অভিজাত বংশের সন্তান — নাম ডোরিক্লিস। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। এবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। আমার মেয়েকে প্রচুর যৌতুক দেব আমি' — বলেই চট করে সে সামলে নিল নিজেকে। ওকে কুড়িয়ে পাবার সময় ওর পাশে যে পুঁটলিটা পড়েছিল সেটা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল মেষপালক। পুঁটলিতে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ও হিরে জহরত ছিল, তা কিছুই বিক্রি করেনি সে — এমনকি স্ত্রীর জীবিতকালে সে সবের কোনও কিছুই পরতে দেয়নি তাকে। ওগুলি সে সযত্নে তুলে রেখেছে মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেবার জন্য। পাছে সে সব কথা বেফাঁস হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, এই ভয়ে চুপ করে রইল সে।

নাচ শেষ হবার পর ফ্লোরিজেলকে ডেকে বললেন পলিক্সেনিস, 'দেখতে পাচ্ছি আজ উৎসবের দিনে সবাই কিছু না কিছু হাতে নিয়ে এসেছে। এই পরিবারের সাথে তোমার তো যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে, তা সত্ত্বেও তোমার হাত খালি।'

পার্ডিটার দু হাত নিজের হাতে নিয়ে ফ্লোরিজেল বললেন, 'আমার গোটা হৃদয়টাই দিয়েছি ওকে। নতুন করে ওকে আর কিছু দেবার নেই' বলেই সে তাকাল পার্ডিটার মুখের দিকে। তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ এই আনন্দের দিনে আমি শপথ করছি পার্ডিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না আমি।' তার কথায় সায় দিয়ে পার্ডিটাও তার হাত রাখল ফ্লোরিজেলের হাতে। এবার রাজাকে উদ্দেশ করে ফ্লোরিজেল বলল, 'আমি যে ওকে বিয়ে করার কথা দিলাম তার সাক্ষী রইলেন আপনি।'

ছেলের দুঃসাহসের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেখে এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না ছদ্মবেশী রাজা পলিক্সেনিস। রেগে মেগে নিজের ছদ্মবেশ টান মেরে খুলে ফেলে বললেন, 'জানতে চাও আমি কে — কী আমার পরিচয়? ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা করে না বোহেমিয়ার যুবরাজ হয়ে সামান্য এক মেষপালকের মেয়েকে বিয়ে করার শপথ নিতে? আমি তোমার বাবা বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস। আমিও দেখব এ বিয়ে কী করে হয়' — বলে চলে যাবার আগে মেষপালককে ডেকে বললেন, 'তোমাকে সাত দিনের সময় দিয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে যদি তোমার মেয়ে আমার ছেলেকে ভুলে যায় তো ভালো, নইলে তোমাদের দুজনকেই প্রাণদণ্ড দেব আমি।'

সেই সাথে ছেলেকেও ত্যাজ্যপুত্র করব ' এই বলে রেগে মেগে মেষপালকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন রাজা পলিক্সেনিস রাগের চোটে তিনি ভুলে গেলেন ক্যামিলোকে সাথে নিয়ে যাবার কথা।

আনন্দের মাঝে এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মেষপালকের চেয়ে বেশি দুঃখ পেলেন পার্ডিটা সবার সামনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফ্লোরিজেলকে বললেন পার্ডিটা, 'তুমি যে আমাদের রাজপুত্র তা আগে জানলে তোমাকে ভালোবাসার আগে অবশ্যই দু বার ভাবতাম কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে এখন আর ও নিয়ে কথা বলে কোনও লাভ নেই তোমার কাছে শুধু অনুরোধ ভুলে যাও আমাকে কোনোদিন আর আমার কাছে এস না। যদি পার তো দূর থেকে মনে রেখ এই স্মৃতিটুকু যতদিন বেঁচে থাকব, বাড়িতে বসে ভেড়াগুলোর দেখা শোনা করব আর দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করব এক শুভ মুহূর্তের।'

ক্যামিলোর দু হাত ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে ফ্লোরিজেল বলল, 'আপনি ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ নেই, যে আমায় এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে। দয়া করে আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন

ফ্লোরিজেলকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্যামিলো বললেন, 'আপনি এত উতলা হবেন না যুবরাজ মাথা ঠান্ডা করে ভাবুন কী ভাবে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় '

ফ্লোরিজেল বলল, 'এই সংকটের মাঝে কী করে আমি মাথা ঠান্ডা রাখব। আমি যুবরাজ হতে চাই না—চাই না বোহেমিয়ার সিংহাসন। কোনও কিছুর বিনিময়েই আমি হারাতে চাইনা পার্ডিটাকে বাবা কি বলে গেলেন তাতো নিজের কানেই শুনলেন আপনি। পার্ডিটা যদি আমায় ভুলতে না পারে তাহলে পার্ডিটা আর তার বাবা— উভয়কেই প্রাণদণ্ড দেবেন তিনি। আপনিই বলুন এ অবস্থায় মাথা ঠান্ডা রাখা কি সম্ভব?'

ক্যামিলো বললেন, 'আমি আবার বলছি যুবরাজ, আপনি ধৈর্য ধরুন ভেবে দেখার জন্য আমায় একটু সময় দিন দেখছি সবদিক বাঁচিয়ে কিছু করা যায় কিনা তবে এ কথা ঠিক আপনার বাবাকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না তার জায়গায় অন্য কেউ হলেও একই কথা বলতেন এই বলে যুবরাজকে অভিবাদন জানিয়ে মেষপালকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যামিলো।

এদিকে যুবরাজকে মাথা ঠান্ডা রাখতে বলে এসে নিজেই মুশকিলে পড়ে গেলেন ক্যামিলো। সামান্য মেষপালকের মেয়ে হলেও পার্ডিটার হাব-ভাব, কথা-বার্তা আর আচার-আচরণের মধ্যে যে আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে তা দেখে ক্যামিলো বুঝতে পারলেন মেয়েটি সব দিক দিয়েই যুবরাজের যোগ্য বোহেমিয়ার যুবরানি হবার সব গুণ তার মধ্যে বর্তমান কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি রাজাকে তা বোঝাতে পারলেন না। ক্যামিলোর মুখ দেখে ফ্লোরিজেল বুঝতে পারল অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে বাগে আনতে পারেননি তিনি সে স্থির করল প্রেমিকাকে সাথে নিয়ে বোহেমিয়া ছেড়ে চলে যাবে।

একটা শক্ত পোক্ত নিজস্ব জাহাজ ছিল ফ্লোরিজেলের সে স্থির করল পার্ডিটাকে নিয়ে ওই জাহাজে চেপে বোহেমিয়া ছেড়ে চলে যাবে যুবরাজ মুখে কিছু না বললেও ক্যামিলো কিন্তু বুঝতে পেরেছেন তার মতলব সেটা জানতে পেরে এই সংকট থেকে যুবরাজকে বাঁচাবার একটা উপায় বের করলেন তিনি সিসিলিয়ায় ফিরে যাবার জন্য ক্যামিলোর মন যে বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাকুল হয়েছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে . তিনি ফ্লোরিজেলকে ডেকে বললেন, 'দেখুন যুবরাজ,

আপনি আর পার্ডিটা যদি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন তাহলে হয়তো কোনওরকম ভাবে সাহায্য করতে পারি আমি এবার মন দিয়ে শুনুন আমার কথা আপনারা এখনই চলে যান সিসিলিয়ায় সেখানকার রাজা লিয়ন্টিস আপনার বাবার পুরোনো বন্ধু দীর্ঘদিন আমি তাঁর অমাত্য ছিলাম। দেশে ফেরার অনুরোধ জানিয়ে বহুবার আমায় চিঠি দিয়েছেন রাজা লিয়ন্টিস। যদিও আমি ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব কিন্তু আপনার বাবা যেতে দেননি আমায় সেখানে গিয়ে আপনি রাজার সাথে দেখা করে তাকে খুলে বলুন আপনার সমস্যার কথা আপনাদের দেখতে পেলে তিনি যে শুধু খুশি হবেন তাই নয়, আমার বিশ্বাস আপনার বাবাকেও বাস মানাতে পারবেন তিনি ' ক্যামিলোর উপদেশ অনুযায়ী পার্ডিটাকে নিয়ে জাহাজে চাপলেন যুবরাজ ফ্লোরিজেল উভয়ের সিসিলিয়ায় যাবার কথা শুনে পার্ডিটার মেষপালক পিতাও চাপলেন সেই জাহাজে সাথে নিলেন ছোট্ট পার্ডিটার পাশে পড়ে থাকা স্বর্ণমুদ্রা আর হিরে জহরত ভরা পুঁটুলিটা এবং নাম লেখা কাগজটা যা মৃত্যুর আগে রাজ-অমাত্য অ্যান্টিগোনাস সেঁটে দিয়েছিলেন পার্ডিটার জামায় রাজাকে না জানিয়ে দেশে ফিরে যাবার জন্য ক্যামিলোও তাদের সঙ্গী হলেন

জাহাজ সিসিলিয়ায় পৌঁছাবার আগে মেষপালক ক্যামিলোকে গোপনে জানাল পার্ডিটা তার নিজের মেয়ে নয় বোহেমিয়ার সমুদ্র উপকূলের কাছে এক নির্জন প্রান্তরে সে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তার পাশে পড়েছিল স্বর্ণমুদ্রা আর হিরে জহরত ভর্তি একটা পুঁটুলি গায়ে সাঁটা ছিল পার্ডিটা নাম লেখা একটা কাগজ সেগুলোও ক্যামিলোকে দেখাল মেষপালক। সে সব দেখে শুনে ক্যামিলো নিশ্চিন্ত হলেন যে পার্ডিটা সত্যিই এক অভিজাত বংশের মেয়ে পুঁটুলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে ক্যামিলো নিশ্চিন্ত হলেন এই জেনে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি সিসিলিয়ার এদিকে একটা সন্দেহ দেখা দিল তার মনে। রানি হার্মিওনের মুখের সাথে মেষপালকের মেয়ে পার্ডিটার যে যথেষ্ট মিল আছে তা এতদিনে নজরে এল ক্যামিলোর তার মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে রানি হার্মিওনই কি পার্ডিটার মা? কিন্তু মেষপালককে এ প্রশ্ন করে লাভ নেই জেনে চুপ করে গেলেন ক্যামিলো।

দু দিন দু রাত সমুদ্র যাত্রার পর তৃতীয় দিনে জাহাজ এসে পৌঁছাল সিসিলিয়ার বন্দরে। জাহাজ থেকে নেমে রাজা লিয়ন্টিসের কাছে দূত পাঠাল ফ্লোরিজেল রাজা লিয়ন্টিস যখন জানতে পারলেন তার বন্ধু পলিক্সেনিসের পুত্র ও পুত্রবধূ তার সাথে দেখা করতে এসেছে, তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন তিনি তার অমাত্য ও সভাসদদের পাঠিয়ে যথোচিত অভ্যর্থনার সাথে তাদের নিয়ে এলেন রাজসভায় কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী দেখা করতে হলে আগে জানাতে হয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ফ্লোরিজেল সেভাব কাটাতে সে এক গল্প ফেঁদে বসল.

রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে ফ্লোরিজেল বলল 'আমার বিয়ে হয়েছে লিবিয়ায় বাবা বলেছিলেন সেখান থেকে ফেরার সময় আমি যেন সস্ত্রীক আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আসি। আমার সাথে আসা অন্যান্য জাহাজগুলি ইতিমধ্যে বোহেমিয়ায় ফিরে গেছে আমার নিরাপদে সিসিলিয়ার পৌঁছাবার সংবাদ বাবাকে জানানোর পর আমি স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি আপনার আশীর্বাদ নিতে '

তা এসে ভালোই করেছ' বললেন রাজা লিয়ন্টিস, 'তোমরা আমার সন্তানের মতো আমি খুব খুশি হয়েছি তোমরা আসায় '

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন লিয়ন্টিস, এমন সময় একজন দূত এসে বলল, 'মহারাজ! বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে '

সে কি? সত্যিই পলিক্সেনিস এসেছে তার সাথে দেখা করতে? এতদিনে তাহলে মনে পড়ল বন্ধুর কথা বলতে বলতে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজা লিয়ন্টিস ঠিক সে সময় রাজসভায় প্রবেশ করলেন রাজা পলিক্সেনিস। ফ্লোরিজেল, পার্ডিটা ক্যামিলো আর মেষপালককে একসাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাগ আর উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল তার চোখ মুখ

পলিক্সেনিসের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন রাজা লিয়ন্টিস 'এসো বন্ধু, বস '

'দাঁড়াও, এদের সাথে বোঝাপড়াটা আগে সেরে নিই', বললেন পলিক্সেনিস।

'বোঝাপড়া? কেন? ওদের অপরাধ কী?' জানতে চাইলেন লিয়ন্টিস।

'আর বলো না' ইশারায় ফ্লোরিজেলকে দেখিয়ে পলিক্সেনিস বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে আমার এই গুণধর ছেলেটি যে গল্পটা তোমায় বলল সেটা আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যে আসলে ওর বিয়েই হয়নি ও একটা মেষপালকের যুবতি মেয়ের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এমন সময় পার্ডিটা আর তার বাবা দু'জনই নজরে পড়ে গেল তার 'আরে! বাপ-বেটি দুজনেই তো রয়েছে এখানে' বললেন পলিক্সেনিস

এবার এগিয়ে এসে ক্যামিলো বললেন 'আমায় ক্ষমা করবেন মহারাজ আমি জানতে পেরেছি পার্ডিটা মেষপালকের মেয়ে নয় '

'বলছ কী ক্যামিলো! পার্ডিটা মেষপালকের মেয়ে নয়? তাহলে ও কে?' জানতে চাইলেন পলিক্সেনিস

ইশারায় মেষপালককে দেখিয়ে ক্যামিলো বললেন 'এর মুখ থেকেই সে কথা আপনি শুনুন '

এবার এগিয়ে এল মেষপালক ষোলো বছর আগে মেয়েটিকে বোহেমিয়ার উপকূলের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সবই সবিস্তারে খুলে বলল সে

রাজা পলিক্সেনিস বললেন, 'তোমার সব কথা যে সত্যি তার কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে?'

'আজ্ঞে হুজুর, প্রমাণ আছে' বলে স্বর্ণমুদ্রা আর হিরে জহরত ভরা পুঁটুলিটা সে দেখাল তাদের দুজনকে, 'এই ছোট্ট পুঁটুলিটা পড়েছিল ওর পাশে এটা আমি সযত্নে রেখেছি ওর বিয়েতে যৌতুক দেব বলে এমনকি আমার স্ত্রী মারা যাওয়া পর্যন্ত তাকে বলিনি এ কথা।'

পুঁটুলির ভেতর রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলি খুঁটিয়ে দেখে লিয়ন্টিস বললেন, 'সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার এগুলি সিসিলিয়ার স্বর্ণমুদ্রা তা এগুলি কী করে এল তোমার কাছে?

'আরও প্রমাণ আছে হুজুর' বলে মেষপালক পার্ডির গায়ে লাগানো কাগজের টুকরোটা লিয়ন্টিসের হাতে দিয়ে বলল 'আমি যখন পার্ডিকে কুড়িয়ে পাই, তখন এই কাগজের টুকরোটা লাগানো ছিল ওর জামায়।'

কাগজটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন লিয়ন্টিস, 'হাতের লেখাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে আর এ যে দেখছি আমার অমাত্য অ্যান্টিগোনাসের হাতের লেখা' বলতে বলতে পার্ডিটার দিকে এগিয়ে এলেন লিয়ন্টিস তার মুখখানা ভালো করে দেখতে দেখতে বললেন হ্যাঁ অবিকল সেই নাক চোখ, মুখ হুবহু তারই মতো

পলিক্সেনিস বললেন, 'কার কথা বলছ?'

'সে কি? তুমি এখনও বুঝতে পারনি?' বললেন লিয়ন্টিস 'চেয়ে দেখ পার্ডিটার দিকে? ওর মুখখানা হুবহু আমার স্ত্রী হার্মিওনের মুখের মতো। এবার আমি নিশ্চিত পার্ডিটাই আমার হারানো মেয়ে, যাকে আমার আদেশে ষোলো বছর আগে নিয়ে গিয়েছিল অমাত্য অ্যান্টিগোনাস, কিন্তু আর ফিরে আসেনি।' বলেই এতদিনের পুরোনো ঘটনা তাকে খুলে বললেন লিয়ন্টিস

পার্ডিটাকে দেখতে দেখতে জলে ভরে উঠল রাজা লিয়ন্টিসের দু চোখ। তিনি বললেন, 'আয় মা! তুই আমার পাশে এসে বোস তুই ছাড়া আমার বংশে আর কেউ নেই '

মেষপালক পার্ডিটাকে বললেন, 'যাও মা, তুমি গিয়ে বসো রাজার পাশে উনিই তোমার বাবা।'

দৈববাণীতে বলা ছিল হার্মিওনের মেয়েকে খুঁজে না পেলে আমার বংশে বাতি দেবার আর কেউ রইবে না। সেই দৈববাণীই আজ সত্যি বলে প্রমাণিত হল হায়! এভাবেই যদি হার্মিওনকে ফিরে পাওয়া যেত?'

পলিক্সেনিস বললেন, 'তোমার মেয়ে বলেই তুমি মেনে নিচ্ছ পার্ডিটাকে আর তার যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে। কাজেই এখন আমার আপত্তি নেই আমার ছেলের সাথে ওর বিয়ে দিতে।'

পলিক্সেনিসের দু হাত জড়িয়ে ধরে লিয়ন্টিস বললেন, 'মিথ্যা সন্দেহের বশে আমি তোমায়, ভুল বুঝেছিলাম বন্ধু তার ফলে শুধু তোমাকেই নয়, একে একে হারাতে হয়েছে আমার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে আবার এদের দুজনের প্রেম ভালোবাসাই নতুন করে জুড়ে দিয়েছে ভেঙে যাওয়া আমাদের এতদিনের বন্ধুত্বকে। তাই পলিক্সেনিস! অতীতের ভুলের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে আজ আনন্দের দিনে তুমি ভুলে যাও সে সব কথা '

লিয়ন্টিসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন 'পলিক্সেনিস, 'বন্ধু! সে সব কথা আমি বহু আগেই ভুলে গিয়েছি।' ইশারায় ক্যামিলোকে দেখিয়ে বললেন, 'তবে একে যেন ভুলে যেও না। আমাদের ভেঙে যাওয়া বন্ধুত্বকে জোড়া দেবার পেছনে এরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি ওর কথা কি ভোলা যায়', বললেন লিয়ন্টিস পরক্ষণেই আক্ষেপ করে বললেন কী আনন্দই না হত যদি আজ হার্মিওনকে ফিরে পাওয়া যেত '

পরদিন সকালে হঠাৎ রাজসভায় এলেন রানি হার্মিওনের বান্ধবী পলিনা দু'বন্ধুকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন 'রাজা লিয়ন্টিস ও রাজা পলিক্সেনিস' আপনারা উভয়ে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন ' এতকাল বাদে হার্মিওনের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেছে আর তার সাথে বিয়ে হতে চলেছে বোহেমিয়ার যুবরাজের — এ খবর শুনে আনন্দে কেঁদেই ফেললেন পলিনা। একটু বাদে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে রাজা লিয়ন্টিসকে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে একজন ভাস্করকে দিয়ে আপনার স্ত্রীর একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরি করেছি আমার বাড়িতে দয়া করে সেটা একবার দেখে আসবেন '

পলিনার কথা শুনে রানি হার্মিওনের মূর্তিটা দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন রাজা লিয়ন্টিস পার্ডিটাকে সাথে নিয়ে তিনি তখনই চলে গেলে পলিনার বাড়িতে

রাজা লিয়ন্টিস আর পার্ডিটাকে নিয়ে পলিনা চলে গেলেন সেই ঘরে যেখানে বসানো ছিল সেই মূর্তিটা এবার তিনি মূর্তির ঢাকনাটা সরিয়ে দিলেন রাজা লিয়ন্টিস বিস্মিত হয়ে একদৃষ্টে

চেয়ে রইলেন রানির মূর্তিটির দিকে। সেটা যে এত জীবন্ত তা তিনি বুঝতে পারেননি পলিনার কথা শুনে। দেখে মনে হচ্ছে শুধু মূর্তি নয়, এ যেন স্বয়ং হার্মিওন ফিরে এসেছেন তাকে দেখা দিতে। মূর্তিটা দেখতে দেখতে এক সময় আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না লিয়ন্টিস, জলে ভেসে যেতে লাগল তার দু-চোখ। তার মনে হল জীবন্ত মানুষের মতো এবং যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস চলাচল করছে। রাজার এ অবস্থা দেখে মূর্তির আবরণটা টেনে দিলেন পলিনা। তারপর রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমায় মাফ করবেন মহারাজ। আপনার অবস্থা দেখেই আমায় এ কাজ করতে হল। নইলে কিছুক্ষণ বাদে আপনি হয়তো ভাবতেন মূর্তিটা সত্যিই জীবন্ত।'

আক্ষেপের স্বরে রাজা লিয়ন্টিস বললেন, 'কী দুর্ভাগ্য আমার! সত্যিই যদি তোমার কথা মতো মূর্তিটা প্রাণ ফিরে পেত!'

পলিনা হেসে বললেন, 'এ আর এমন কী শক্ত কাজ! আমার ইচ্ছামতোই মূর্তিটা জ্যান্ত হয়ে ওঠে। আপনি চাইলে তা দেখিয়েও দিতে পারি। আমি চাইলে এই মূর্তিটা এগিয়ে এসে আপনার হাত ধরবে। আপনি হয়তো ভাববেন জাদুবিদ্যার সাহায্যে এ কাজ করছি আমি।'

রাজা অধীর হয়ে বললেন, 'সে আমি যাই ভাবি না কেন, তুমি অন্তত একবার জীবন্ত করে দাও ওকে। কথা বলাও ওকে দিয়ে। তাহলেই আমি ফিরে যেতে পারব ষোলো বছর আগের সেই শান্তিময় দিনগুলিতে — তার কথা শুনে শান্ত হবে আমার মন।'

'বেশ, তাই হোক' বলে পলিনা ইশারা করতেই পর্দার ওপারে শোনা গেল সুমধুর সংগীত। পর্দাটা সরে গেল একদিকে আর জীবন্ত হয়ে উঠল হার্মিওনের মূর্তিটা। পার্ডিটা আর লিয়ন্টিস অবাক হয়ে দেখলেন মূর্তিটা স্বাভাবিক মানুষের মতো ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল রাজা লিয়ন্টিসের গলা। মূর্তির হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন লিয়ন্টিস। 'এ তো মূর্তি নয়। এ যে জীবন্ত মানুষের তপ্ত প্রাণময় স্পর্শ! তবে কি?' কিন্তু কোনও কিছু ভাবার মতো অবস্থায় ছিলেন না লিয়ন্টিস। অজ্ঞান হয়ে তিনি এলিয়ে পড়লেন রানি হার্মিওনের গায়ে।

আসলে মারা যাননি রানি হার্মিওন। ষোলো বছর আগে রাজসভায় বিচার চলাকালীন পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। সে সময় কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচরীদের সাহায্যে পলিনা তাকে নিয়ে যান অন্দরমহলে, সেখান থেকে তার বাড়িতে। রাজাকে মিথ্যে সংবাদ দেন যে রানির মৃত্যু হয়েছে। রাজা তখন রানির উপর এত রেগে ছিল যে তার মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে চাননি তিনি। এমন কি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সৎকারও হয়নি তার। তখন থেকেই বান্ধবী পলিনার বাড়িতেই গোপনে বাস করছেন রানি হার্মিওন। মেয়েকে ফিরে পেলে তবেই আত্মপ্রকাশ করবেন। এই সংকল্প নিয়েই বেঁচে আছেন। মেয়েকে ফিরে পাওয়া গেছে শুনে রাজার সাথে মিলিত হবার জন্যই এ নাটকের অবতারণা করেছেন তিনি।

রাজা লিয়ন্টিসের জ্ঞান ফিরে আসার পর তাকে সব কথা বলে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন পলিনা। পলিনার এই বুদ্ধি দেখে খুশি হয়ে রাজা লিয়ন্টিস মাফ করে দিলেন তাকে। এতদিন বাদে পার্ডিটাকে ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি হলেন হার্মিওন। এরপর রাজা লিয়ন্টিস প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন হার্মিওন ও পার্ডিটাকে। প্রাসাদে ফিরে বন্ধু পলিক্সেনিস ও তার পুত্র ফ্লোরিজেলের সাথে মিলিত হলেন তিনি। মেয়ে ভালোবাসে ফ্লোরিজেলকে। কিছুদিন বাদেই তাদের বিয়ে

হবে এ কথা জেনে আনন্দের আর সীমা রইল না রানি হার্মিওনের। তিনি কল্পনাও করেননি এত দুঃখ সহ্য করার পর ঈশ্বর তাঁকে এভাবে শান্তি দেবেন

আগের মতোই মর্যাদার সাথে তার জায়গায় ক্যামিলোকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রাজা লিয়ন্টিস ফ্লোরিজেল ও পার্ডিটার বিবাহের সূত্রে আবার নতুন করে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হল লিয়ন্টিস ও পলিক্সেনিসের মাঝে

এ মিড-সামার নাইটস্ ড্রিম

আমাজনরা যুদ্ধে হেরে গেছে এথেন্সের ডিউক থিসিয়াসের কাছে। ডিউক স্থির করেছেন আমাজনদের রানি হিপোলিটাকে তিনি বিয়ে করবেন

যথারীতি এথেন্সে এসে পৌঁছেছেন রানি হিপোলিটা তাদের বিয়ে হবে আর মাত্র চারদিন বাদে পূর্ণিমার দিনে এই বিয়ে নিয়ে এমন উৎসব করতে চান ডিউক যা এথেন্সের লোকেরা আগে কখনও দেখেনি। এই শহরে ফিলোস্ট্রেট নামে একজন লোক ছিল যে কোনও উৎসবে হই-হুল্লোড় ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। উৎসবের সমস্ত দায়িত্বভার ডিউক তার উপরই ন্যস্ত করেছেন তাদের বিয়েতে কীরূপ জাঁকজমক হবে এ নিয়ে ডিউক যখন তার প্রাসাদে বসে হিপোলিটার সাথে আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সে সময় দু-জন সুশ্রী যুবক আর একজন সুন্দরী যুবতিকে নিয়ে সেখানে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন বয়স্ক ভদ্রলোকটি এথেন্সের একজন বিখ্যাত লোক-নাম ইজিয়াস। ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে বললেন তিনি, 'মাননীয় ডিউক, একটা গুরুতর অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি আমি। দয়া করে আপনি এর বিচার করুন '

ডিউক বললেন, ইজিয়াস আপনার অভিযোগ সম্পর্কে খুলে বলুন আমায় সব শোনার পর আমি অবশ্যই তার বিচার করব '

সঙ্গের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন ইজিয়াস 'মহামান্য ডিউক, এই আমার মেয়ে হার্মিয়া। আমার অভিযোগ এরই বিরুদ্ধে ' তার সাথে আসা দু-জন যুবকের মধ্যে একজনকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন ইজিয়াস, 'এই হল ডেমিট্রিয়াস, এরই সাথে আমি মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি ডেমিট্রিয়াসও হার্মিয়াকে বিয়ে করতে রাজি, তাছাড়া সে যথেষ্ট ভালোবাসে হার্মিয়াকে কিন্তু হার্মিয়াকে নিয়েই হয়েছে যত মুশকিল, ও কিছুতেই বিয়ে করবে না ডেমিট্রিয়াসকে ' তারপর দ্বিতীয় যুবকটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, এ হল লাইসান্ডার হার্মিয়া ভালোবাসে একে একেই সে বিয়ে করতে চায়

'তাহলে লাইসান্ডারের অপরাধ কী?' জানতে চাইলেন ডিউক

'আর বলবেন না হুজুর, লাইস্যান্ডার একেবারে পাজির পা ঝাড়া —গায়ের ঝাল ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন ইজিয়াস,' হতচ্ছাড়াটা যেন তুকতাক করে বশ করেছে আমার মেয়েকে রোজ রোজ প্রেমের কবিতা লিখে পাঠায় তাকে তাছাড়া চুল বাঁধার ফিতে, পেতলের আংটি, কানের দুল এমনি সব হালকা গয়না আর ফুলের তোড়া উপহার দেয় মেয়েকে আমার নিষেধ না মেনে রোজ রোজ ও ঠোঙ্গাভরা মিষ্টি আর খাবার পাঠায় আমার মেয়েকে হুজুর জ্যোৎস্না রাতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ও প্রেমের গান শোনায় আমার মেয়েকে আর তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছে আমার মেয়ে হার্মিয়া এসব ছলাকলার সাহায্যে ওই হতভাগা কেড়ে নিয়েছে আমার মেয়ের মন। এমন হয়েছে যে আজকাল আমার কোনও কথাই শুনতে চায় না হার্মিয়া দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তার একগুঁয়েমি আর জেদ এ সব দেখেই আমি মেয়েকে নিয়ে এসেছি হুজুরের কাছে এবার আপনার সামনে ও খোলাখুলি বলুক ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে রাজি কিনা রাজি না

হলে এথেন্সের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আপনি ওর বিচার করুন যথাযোগ্য শাস্তি দিন ওকে হুজুর, আপনি আমায় বাঁচান

'কী গো মেয়ে হার্মিয়া!' গম্ভীর স্বরে ইজিয়াসের মেয়েকে বললেন ডিউক, 'তুমি তো নিজ কানেই শুনলে তোমার বিরুদ্ধে বাবার অভিযোগ। যদিও বিচার করে সাজা দেবার মালিক আমি, তবুও তোমায় একটা সুযোগ দিচ্ছি সবকিছু ভেবে দেখার। এই যে আজ তুমি দেখতে সুন্দর হয়েছ, এর মূলেও রয়েছেন তোমার বাবা সেকথা কি ভুলে গেছ তুমি? তুমি কি জান উনি যেমন মোমের পুতুলের মতো তোমায় গড়েছেন, তেমনি আবার ভেঙেও ফেলতে পারেন? কোনও দিক দিয়েই তো ডেমিট্রিয়াস তোমার অনুপযুক্ত নয়। তাহলে বাবার কথানুযায়ী কেন তুমি রাজি হচ্ছ না ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে?'

ডিউককে পালটা প্রশ্ন করল হার্মিয়া, 'হুজুর, লাইস্যান্ডারই বা কোন দিক দিয়ে আমার অনুপযুক্ত? বাবা কেন তাহলে তাকে মেনে নিচ্ছেন না?'

'শোন মেয়ে', গম্ভীর স্বরে বললেন ডিউক, 'বাবার মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করতে রাজি না হলে এথেন্সের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমি বাধ্য তোমায় সাজা দিতে আর সে সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড। হয় তোমায় মরতে হবে, নইলে বাকি জীবনটা চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী হয়ে কাটাতে হবে দেবী ডায়ানার মন্দিরে। আমি বলি কি শাস্তি না নিয়ে বাবার মনোনীত পাত্রকেই বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দাও জীবনটা।'

দৃঢ়স্বরে বলল হার্মিয়া, 'মাফ করবেন হুজুর, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় প্রয়োজন হলে আপনার দেওয়া শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব, তবুও বিয়ে করতে পারব না ওই ডেমিট্রিয়াসকে '

ডিউক বললেন, 'অন্য সময় হলে তোমার কথা শেষ হবার পরই যথাযোগ্য শাস্তি দিতাম তোমায় কিন্তু তোমার বেঁচে থাকার জন্য আরও একটা সুযোগ আমি দিতে চাই তোমাকে। মন দিয়ে শোন, আগামী পূর্ণিমায় আমার পরিণয় হবে। আমি সেদিন পর্যন্ত ভেবে মত পালটাবার সময় দিলাম তোমায় আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বাবার পছন্দ মতো পাত্রকে বিয়ে করতে রাজি না হলে হয় মৃত্যুদণ্ড হবে তোমার নইলে বাকি জীবনটা কুমারী সন্ন্যাসিনী হয়ে কাটিয়ে দিতে হবে দেবী ডায়ানার মন্দিরে এবার তুমিই স্থির কর কোন জীবনটা বেছে নেবে বাবার কথা মতো যদি তুমি ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে রাজি হও তাহলে সবদিক দিয়ে তোমায় সাহায্য করব আমি '

সেরূপ একগুঁয়ে স্বরেই বলল হার্মিয়া 'ভেবে দেখার সময় দেবার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ হুজুর তবে কিছুতেই আমার মত পালটাবে না বাবার মনোনীত পাত্র ডেমিট্রিয়াসকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবনা

এতক্ষণ চুপ করে ছিল ডেমিট্রিয়াস কিন্তু হার্মিয়ার কথা শুনে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল সে বলল হার্মিয়াকে, 'পাত্র হিসেবে তোমার বাবা যখন মনোনীত করেছেন তখন তোমার উচিত আমায় বিয়ে করা তারপর লাইস্যান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল 'তুমিও শুনে রাখ লাইস্যান্ডার, হার্মিয়ার জীবন থেকে সরে যেতে হবে তোমাকে ও আমার ওর উপর একমাত্র আমারই অধিকার আছে '

'কথাটা বেশ বললে বটে' ভুরু কুঁচকে জবাব দিল লাইস্যান্ডার, 'তা তুমি এক কাজ কর ডেমিট্রিয়াস — হার্মিয়ার বাবা যখন ভালোবেসে তোমায় পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছেন তখন হার্মিয়ার বদলে তুমি তাঁকেই বিয়ে করে ফেল তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যাবে '

'মুখ সামলে কথা বলবে তুমি' লাইস্যান্ডারকে ধমকে উঠল ইজিয়াস, 'ডেমিট্রিয়াসকে আমি পছন্দ করি। তাই ওর হাতেই সঁপে দেব মেয়েকে '

ইজিয়াসের ধমক খেয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল লাইস্যান্ডার, 'আপনিও জেনে রাখুন বংশমর্যাদা এবং ধন সম্পদ, দুটোর কোনোটাতেই আমি ডেমিট্রিয়াসের চেয়ে কম নই তাছাড়া ওর চেয়ে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি হার্মিয়াকে আর নিজের মন থেকে হার্মিয়া আমাকেই ভালোবাসে আপনি কি জানেন নেদারের মেয়ে হেলেনার সাথে প্রেম-ভালোবাসার অভিনয় করে তাকে উপভোগ পর্যন্ত করেছে এই ডেমিট্রিয়াস অথচ হেলেনা কিন্তু আজও ভালোবাসে ডেমিট্রিয়াসকে তার সমস্ত মন-প্রাণ সে সঁপে দিয়েছে ডেমিট্রিয়াসকে সে পুজো করে তাকে বেচারি হেলেনার জন্য খুব দুঃখ হয় আমার। ডেমিট্রিয়াসের হৃদয়ে প্রেম ভালোবাসা বলতে কোনও জিনিস নেই। আসলে মেয়েদের সাথে প্রেম ভালোবাসার অভিনয় করে তাদের নিয়ে খেলা করতেই ভালোবাসে সে।'

লাইস্যান্ডারের মুখে ডেমেট্রিয়াসের কীর্তি-কলাপের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন ডিউক একটু ভেবে বললেন, 'লাইস্যান্ডার ঠিকই বলেছে। এরূপ একটা ঘটনার কথা আমার কানেও এসেছে। কথাটা ডেমিট্রিয়াসকে বলব বলব করেও আর বলা হয়নি এবার ইজিয়াস ও ডেমিট্রিয়াস, তোমরা দুজনে শোন, তোমাদের দু জনের সাথে আলাদাভাবে কথা বলব আমি তোমাদের উভয়কেই কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার আমার সাথে আলাদাভাবে দেখা না করে তোমরা যেন চলে যেও না ' এরপর ডিউক কাছে ডাকলেন হার্মিয়াকে একগুঁয়েমি ছেড়ে বাবার কথা শুনে চলতে উপদেশ দিলেন তাকে তিনি পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, কথা শুনে না চললে হয় মৃত্যুদণ্ড নতুবা চিরকুমারী জীবন— দুটোর মধ্যেই একটাকে বেছে নিতে হবে।

এরপর ডিউক তার আসন ছেড়ে উঠে ভাবী স্ত্রী হিপোলিটার সাথে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন ডিউকের সাথে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য ডেমিট্রিয়াসকে সাথে নিয়ে ইজিয়াসও গেলেন সে দিকে আশে-পাশে কেউ না থাকায় লাইস্যান্ডার ও হার্মিয়া উভয়েই সুযোগ পেলেন নিজেদের মাঝে একান্তে কথা বলার এটা আজ দু জনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এথেন্সে থাকলে প্রচলিত আইনে তাদের বিয়ে করাতে বাধা আছে বহুক্ষণ ভাবার পর শেষে একটা পথ খুঁজে পেলেন লাইস্যান্ডার সে হার্মিয়াকে বলল, 'শোন, এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে আমার এক পিসি থাকেন। তিনি নিঃসন্তান এবং বিধবা প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক তিনি নিজের ছেলের মতো তিনি ভালোবাসেন আমায় চল আমরা সেখানে গিয়ে বিয়ে করি। জায়গাটা এথেন্সের সীমানার বাইরে থাকায় এখানকার আইন কানুন সেখানে কার্যকর হবে না। আমি যে জায়গার কথা বলছি সেখানে রয়েছে এক গভীর বন সে বনে আমি আর হেলেনা মে মাসের কোনও একদিন সূর্য ওঠা সকালকে প্রণাম জানিয়েছিলাম তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালোবাস, তাহলে গভীর রাতে সবার অগোচরে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এস সেই বনে আমি তোমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করব '

হার্মিয়া সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল লাইস্যান্ডারের প্রস্তাবে সে লাইস্যান্ডারকে কথা দিল গভীর বনে সে তার সাথে দেখা করবে। উভয়ের কথা শেষ হতে না হতেই কাঁদতে কাঁদতে সেখানে হাজির হল নেদারের মেয়ে হেলেনা পাগলের মতো ডেমিট্রিয়াসকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হেলেনা কারণ সে তার সাথে প্রেমের অভিনয় করে পালিয়ে গেছে। হেলেনাকে আসতে দেখে আড়ালে সরে গেছে লাইস্যান্ডার তাই সে তাকে দেখতে পায়নি হার্মিয়াকে সামনে পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল হেলেনা ওঃ তুমিই হার্মিয়া, তোমারই জন্য আজ আমাকে অসহায়ভাবে চোখের জল ফেলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে আগে থেকেই ডেমিট্রিয়াস ভালোবাসত আমায়, মাঝখান থেকে তুমি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ তাকে। তোমার বাবা যে ডেমিট্রিয়াসের সাথে তোমার বিয়ের ঠিক করেছেন তাও শুনেছি আমি আমার সর্বনাশ করেছ তুমি ছলা কলায় ডেমিট্রিয়াসকে ভুলিয়ে আমার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিয়েছ তুমি। ভেবেছ, এত সহজে পার পাবে তুমি? না, আমি তা হতে দেব না অন্যায়ের প্রতিফল তোমায় পেতেই হবে।'

হার্মিয়া বোঝে হেলেনার দুঃখের জ্বালা তাই তার কথার প্রতিবাদ না করে শান্তভাবে বলল, 'তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য তুমি কি আমাকে দায়ি করছ হেলেনা? চিন্তা করো না, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'চলে যাবে? কিন্তু কোথায়?' জানতে চাইল হেলেনা

পরিণতির কথা না ভেবেই বলল হার্মিয়া, 'আমি আর লাইস্যান্ডার, উভয়েই চলে যাচ্ছি এথেন্স ছেড়ে আমরা দুজনে কাল গভীর রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহরের বাইরে এক গহীন বনে মিলিত হব তারপর এত দূরে চলে যাব যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের চোখের সামনে থেকে আমি সরে গেলে ডেমিট্রিয়াসও নিশ্চয়ই আগের মতো তোমায় ভালোবাসবে আর তুমিও তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে।'

হেলেনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে লাইস্যান্ডারকে নিয়ে চলে গেল হার্মিয়া ডেমিট্রিয়াসের খোঁজে আবার বের হল হেলেনা পথের মাঝে ডেমিট্রিয়াসকে দেখতে পেয়ে তার নাম ধরে ডাকল হেলেনা, কিন্তু সে কোনও পাত্তাই দিল না তাকে

হেলেনার মন ঈর্ষায় জ্বলে উঠল ডেমিট্রিয়াসের আচরণে সে ঠিক করল হার্মিয়ার পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা সে ফাঁস করে দেবে ডেমিট্রিয়াসের কাছে তাহলে গভীর বনে হার্মিয়াকে খুঁজতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে ডেমিট্রিয়াস আর হতাশ হয়ে ফিরে আসবে তার কাছে সে যা ভেবেছিল, কার্যত ঠিক তাই করল হেলেনা ব্যঙ্গের সুরে সে ডেমিট্রিয়াসকে বলল, 'যার স্বপ্নে মগ্ন হয়ে তুমি আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছ, সেই হার্মিয়া যে লাইস্যান্ডারের সাথে পালাবার মতলব করেছে, তা তুমি জান?'

কথাটা শুনে চমকে উঠল ডেমিট্রিয়াস হেলেনার পেট থেকে কথা বের করার জন্য সে এগিয়ে এল তার কাছে, সামান্য হেসে বলল, হার্মিয়া পালিয়ে যাবে? বেশ তো যেখানে খুশি সে যাক না তাতে তো তোমারই লাভ হবে। ওর কথা ভুলে গিয়ে আগের মতো আবার আমি তোমায় ভালোবাসতে পারব '

আগ্রহভরা দৃষ্টিতে ডেমিট্রিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল হেলেনা 'সত্যি বলছ, আবার তুমি আগের মতো ভালোবাসবে আমায়?'

গলা চড়িয়ে বলল ডেমিট্রিয়াস 'তা নয়তো কি আমিও লাইস্যান্ডারের মতো তোমায় নিয়ে বহুদূরে পালিয়ে যাব।

'সে তো ভারি মজার ব্যাপার হবে', খুশি হয়ে বলল হেলেনা, 'কিন্তু কোথায় পালিয়ে যাব আমরা?'

'ওরা যেখানে পালিয়ে যাবে, আমরাও যাব সেখানে' বলল ডেমিট্রিয়াস

'ওরা তো শহরের বাইরে গভীর বনে পালিয়ে যাবে' বলল হেলেনা তারপর সে ওদের পালাবার পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিল ডেমিট্রিয়াসের কাছে।

হেলেনাকে ঠকাবার পরেও এখনও যে সে তাকে বিশ্বাস করে একথা ভেবে আপন মনে হেসে উঠল ডেমিট্রিয়াস সে ফন্দি আঁটল পরদিন রাতে সে বনে যাবে আর লাইস্যান্ডারকে মেরে ফেলে এখেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে হার্মিয়াকে।

প্রজারা সবাই খুব ভালোবাসে ডিউক থিসিয়াসকে ছোটোখাটো কিছু কারিগর ঠিক করেছে ডিউকের বিয়েতে আনন্দ করতে তারা একটা নাটক অভিনয় করবে নাটকটা লিখেছে পিটার কুইনস নামে এক সূত্রধর সে নিজেই নাটকের পরিচালক পিরোমাস আর থিসবির প্রেমের কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে নাটকটি কুইনস সে নাটকটির নাম দিয়েছে পিরোমাস ও থিসবির চরম বেদনাদায়ক ও মিলনান্তক শোচনীয় মৃত্যু নাটকের অভিনেতারা সবাই এসে হাজির স্থির হল পরদিন বনের ভিতর সবাই মিলে চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্না রাতে নাটকটির মহলা দেবে

কুইনসের লেখা নাটকটির কাহিনি এরূপ :

থিসবি নামক এক যুবতিকে ভালোবাসে পিরোমাস একদিন সে চাইল তার প্রেমিকাকে বিয়ে করতে কিন্তু বাদ সাধলেন প্রেমিকার বাবা বাবার আদেশে ঘরের বাইরে বের হওয়া বন্ধ হল থিসবির। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে? শেষমেশ মাথা খাটিয়ে দুজনে এক বুদ্ধি বের করল। থিসবিদের প্রাচীর-ঘেরা বাগানের একদিকে থিসবি অন্যদিকে পিরোমাস দুজনে দাঁড়িয়ে প্রাচীরের মাঝখানের ফুটো দিয়ে একে অন্যের সাথে কথা বলতে লাগল। তারা স্থির করল যে যার বাড়ির লোকদের নজর এড়িয়ে চলে যাবে গভীর বনে, সেখানে নিম্নির কবরে তারা উভয়ে মিলিত হবে।

সবার আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে গভীর বনে নিম্নির কবরে এসে পৌঁছায় থিসবি তাকে দেখেই এক সিংহ গর্জন করতে করতে তেড়ে এল তার দিকে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালায় থিসবি, কিন্তু তার ওড়নাটা পড়ে যায় মাটিতে থিসবিকে না পেয়ে সেই সিংহ রেগে গিয়ে তার ফেলে যাওয়া ওড়নাকে আধখাওয়া করে রেখে যায়। কিছুক্ষণ আগে বনের একটা জানোয়ার খেয়েছিল সিংহটা। খাবার সময় সেই জানোয়ারের রক্ত লেগে গিয়েছিল সিংহের ঠোঁট, মুখ আর দুই থাবাতে ওড়নাটা চিবুবার সময় সিংহের মুখ থেকে কিছুটা রক্ত লেগে গেল তাতে। কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এল পিরোমাস। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও থিসবির দেখা পেল না সে। সে যখন বাড়ি যাবে কিনা ভাবছে, ঠিক সে সময় তার নজরে এল ওড়নাটা সামনে এগিয়েই সে দেখতে পেল ওড়নাটার গায়ে লেগে রয়েছে রক্তের দাগ কিছুক্ষণ আগেই সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছিল পিরোমাস সে ধরে নিল ওই সিংহটা এসে থিসবিকে মেরে ফেলে তার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেছে তার প্রেমিকা থিসবি আর জীবিত নেই, সিংহের পেটে গেছে সে এটা ধরে নিয়ে কোমরে গোঁজা

ছোরাটা বেশ করে নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দিল পিরোমাস। সাথে সাথেই মৃত্যু হল তার কিছুক্ষণ বাদে সেখানে ফিরে এল থিসবি পিরোমাসকে মৃত দেখে সে তার বুক থেকে ছোরাটা খুলে নিয়ে বসিয়ে দিল নিজের বুকে ছটফট করতে করতে খানিকক্ষণ বাদে সেও মারা গেল।

মোটামুটি এই হল নাটকের কাহিনি পিরোমাসের ভূমিকায় যে অভিনয় করবে তার নাম নিক বটম পেশায় সে তাঁতি সে যেমন দেখতে সুপুরুষ তেমনি ভরাট তার গলা। আর থিসবি সাজবে ফ্লুট, তার পেশা হাপর সারাই করা কুইনস নিজে অভিনয় করবে থিসবির বাবা আর সূত্রধর চরিত্রে। এছাড়া ঝালাই মিস্ত্রি টম স্নাউট সাজবে পিরোমাসের বাবা আর থিসবির মা হবে দর্জি রবীন স্টারভেলিং স্নাগ নামে দলে একটা ছেলে আছে যে প্রায়ই সংলাপ ভুলে যায়। তাই তাকে সিংহের পার্ট দিয়েছে কুইনস কারণ গর্জন ছাড়া তার মুখে কোনও কথা নেই। এ ছাড়া দুটি অতিরিক্ত চরিত্র রয়েছে প্রাচীর আর চন্দ্রকিরণ ও দুটি অভিনয় করবে স্নাউট আর স্টারভেলিং একে রাস্তায় মোটে জায়গা নেই, তায় পথে-ঘাটে মহড়া দিতে গেলে প্রচুর ভিড় হয় আর নাটকের গল্প বা অভিনয় নিয়ে এমন সব মন্তব্য করে লোকেরা, যাতে মনে হবে রাতারাতিই যেন এক একজন নাট্যবোদ্ধা বনে গেছে তাছাড়া আগে থেকেই লোকেরা নাটকের কাহিনি জেনে যাক, এটা কুইনসের ইচ্ছা নয় সে চায় আসরে নেমে অভিনয় করে সবাইকে অবাক করে দিতে এ সব ভেবে সে ঠিক করল পরদিন রাতে বনের ভিতর চাঁদের আলোয় নাটকের মহড়া হবে নামে বন হলেও সেখানে সাপ, ব্যাং, বিছে, পোকামাকড় নেই, তেমনি কোনও আগাছা বা কাঁটাবনও নেই ঝরনার জল নিজ গতিতে বয়ে চলেছে বনের ভিতর দিয়ে বুনো ফুলের সুবাসে ভরপুর চারিদিক আর তারই মাঝে কখনও কখনও শোনা যায় নাইটিংগেল পাখির মন-কাড়া সুরেলা গান। জায়গাটা নামেই বন, আদতে সেটা একটা বড়োসড়ো ফুলবাগান কেউ ভয় পায় না রাতবিরেতে সেখানে যেতে

পরদিন রাতে তার নাটুকে দল আর শিল্পীদের নিয়ে সেই বনে গেলেন পিটার কুইনস আগেই সেখানে এসে পৌঁছেছে লাইস্যান্ডার আর হার্মিয়া তাদের পিছু পিছু হার্মিয়ার খোঁজে সেখানে এসেছে ডেমিট্রিয়াস আর হতভাগী হেলেনা। হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডার কিন্তু তখনও পর্যন্ত দেখতে পায়নি ডেমিট্রিয়াস আর হেলেনাকে

এরা ছাড়া একদল পরিও সে রাতে উপস্থিত হয়েছে বনে জ্যোৎস্না রাতে এ সব পরিরা প্রায়ই দলবেঁধে আকাশ থেকে নেমে আসে এই সুন্দর বনভূমিতে রাত-ভোর না হওয়া পর্যন্ত তারা সবার অগোচরে থেকে নাচ গান, আমোদ আহ্লাদ করে কিন্তু আমোদ আহ্লাদ করার মতো মানসিক অবস্থা সেদিন ছিল না পরিদের কারণ পরিদের রাজা ওবেরন আর রানি টাইটানিয়ার মাঝে প্রচুর ঝগড়া হয়েছে পরিরা সবাই দু-দলে ভাগ হয়ে গেছে, একদল রাজার পক্ষে অন্যেরা রানির।

ঝগড়ার কারণ হল রানি টাইটানিয়া সুদূর ভারতবর্ষের এক রাজার কাছ থেকে সুন্দর একটি মানুষের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে এসেছেন ওই বাচ্চাটির মা ছিল টাইটানিয়ার খুবই অনুগত, সে যেমন ভালোবাসত তাকে তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধাও করত। সুন্দর দেখতে সেই মানুষের বাচ্চাটিকে রানি তার খাস চাকর বানিয়ে রেখেছেন আর তাতেই রাজার যত আপত্তি আসলে বাচ্চাটিকে

তার পছন্দ হয়েছে। রাজা তাকে খাস চাকর বানাতে চান। এই হল উভয়ের বিবাদের কারণ। রানির কাছে কতদিন ছেলেটিকে চেয়েছেন রাজা। কিন্তু রানি রাজি হননি তার হাতে ছেলেটিকে তুলে দিতে। এ নিয়ে রোজই ঝগড়া চলছে দু-জনের। রাজা ওবেরন দিন-রাত চেষ্টা করছেন কীভাবে রানিকে জব্দ করে তার কাছ থেকে ছেলেটিকে কবজা করা যায়। আর রাজার মতলব আঁচ করে রানি চেষ্টা করছেন কীভাবে তার নজর থেকে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে নিজের কাছে রাখা যায়।

রাতের বেলায় পরিরা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে। পাক নামে এক বালক পরি রানি টাইটানিয়ার এক সহচরীকে দেখে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ গো?'

সহচরী পরি উত্তর দিল, 'চাঁদ থেকে যোজন দূরে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াই আমরা। নে, অনেক হয়েছে, এবার পথ ছাড়, যেতে দে আমায়।'

পাক হেসে বলল, 'জান তো, আজ আবার সেই ছেলেটাকে নিয়ে রাজা-রানির মাঝে ঝগড়া বেঁধেছে। শুনছি, দুজনেই আজ নাকি এখানে আসবেন।'

ভয়ে ভয়ে সহচরীটি বলল, 'যাই বল পাক, রাজার মতলব কিন্তু মোটেও ভালো নয়। তিনি দিনরাত চেষ্টা করছেন কীভাবে রানিকে বোকা বানানো যায়। ওই রে, রাজা রানি এ দিকেই আসছেন। আর শোন, তুই রানিকে সাবধান করে দিস সে যেন রাজার ধারে-কাছে না যায়।' এই কথা বলে সহচরীটি অন্য দিকে চলে গেল।

এদিকে টাইটানিয়াকে দেখতে পেয়ে পরিরাজ ওবেরন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি নামেই রানি, আসলে একটা মূর্তিমতী অকল্যাণ।'

রাজার কথা শুনে টাইটানিয়া তার সহচরীদের বললেন, 'ওই দ্যাখ! হিংসুটে পরিরাজ এসে হাজির। ওর হাওয়া গায়ে লাগলেও পাপ, চল, আমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই।'

পরিরাজ বললেন, 'অত দেমাক দেখিও না টাইটানিয়া, দু-দণ্ড দাঁড়াও। আমি যে তোমার স্বামী তা কি তুমি অস্বীকার করতে চাও?'

তাচ্ছিল্যের সুরে বলল টাইটানিয়া, 'স্বামী! ছোঃ তুমি কি স্ত্রী বলে আমায় স্বীকার কর? তুমি যে এ রাজ্য ছেড়ে মেষপালকের বেশে দিনরাত বাঁশি বাজিয়ে আর প্রেমের গান গেয়ে কামুক ফিলিডাকে প্রেম নিবেদন করছ — তুমি কি মনে কর এ খবর আমার অজানা? কেন যে তুমি শ্যামল ঘাসে ছাওয়া ভারতবর্ষ ছেড়ে আমার পিছনে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছ তাও আমি জানি। তোমার যে ষণ্ডা মার্কা প্রেমিকা গায়ে বর্ম এঁটে ঘোড়ায় চেপে পুরুষের বেশে লড়াই করত — এথেন্সের ডিউকের সাথে তার বিয়ের খবর শুনে তুমি দিশেহারা হয়ে কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছ না। আর তাই ছুটে এসেছ আমায় জ্বালাতে। তুমি মনে কর আমি কোনও খবর রাখি না। তাই না?'

পরিরাজ ওবেরন বললেন, 'যার কথা তুমি বলছ সেই হিপোলিটা শুধু আমার প্রেমিকাই নয়, সে আমাজনদের রানিও বটে। তোমার মুখে তার নাম শোভা পায় না। আমি স্বীকার করছি হিপোলিটা আমার প্রেমিকা ছিল। কিন্তু ডিউক থিসিয়াসের সাথে তোমার গোপন প্রেমের খবর আমিও জানি। পরি জিনিয়াকে ভালোবেসে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল থিসিয়াস। তখন তুমিই জিনিয়াকে হটিয়ে দিয়ে জ্যোৎস্না রাতে থিসিয়াসের সাথে প্রেমে মেতেছিলে। থিসিয়াস বিয়ে করতে চাইলেই কেন তুমি সে বিয়ে ভেঙে দাও? এগলস অ্যারিয়াডনে ও অ্যান্টিওপাকে কথা দিয়েও থিসিয়াস বিয়ে করেনি শুধু তোমার কলকাঠি নাড়ায়।'

'সব মিথ্যে', প্রতিবাদ করে বলল রানি টাইটানিয়া, 'এ সব তোমার বানানো অভিযোগ শোন ওবেরন, শুধু তোমার অপকর্মের জন্যই পৃথিবীর মানুষ ছ'টি ঋতুর আলাদা সত্তাকে অনুভব করতে পারে না আমার সাথে দিনরাত ঝগড়া করার দরুন পৃথিবীর পরিবেশ আজ এত অশান্ত হয়ে উঠেছে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কটা হয়ে উঠেছে খাপছাড়া। আমরাই ওদের মা বাবা কাজেই ওদের দুর্ভাগ্যের সমস্ত দায় আমাদের '

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওবেরন বললেন 'ভারতবর্ষ থেকে যে বাচ্চাটাকে তুমি নিয়ে এসেছ, আমি শুধু তাকেই চেয়েছিলাম ওকে দিয়ে দিলেই তো আমাদের সব অশান্তি মিটে যেত

'ওর মা আমায় ভালোবাসত, ভক্তি করত' — বললেন টাইটানিয়া, 'ছেলেটির জন্ম দিতে গিয়ে ওর মা মারা যায়। ওর মার ভালোবাসার কথা মনে রেখে আমি কিছুতেই তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না ওকে '

'তা না হয় বুঝলাম' গম্ভীর স্বরে বললেন ওবেরন, 'কিন্তু কতদিন এই জঙ্গলে থাকবে বলে স্থির করেছ?'

'এথেন্সের ডিউক থিসিয়াসের বিয়ের দিন পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব সহচরীদের নিয়ে সহজভাবে জবাব দিল টাইটানিয়া, 'হার মেনে মাথা হেঁট করে যদি তুমি আমাদের উৎসবে যোগ দাও তো ভালো নইলে যেখানে খুশি যেতে পার '

ওবেরন বললেন, 'আমি শেষবারের মতো বলছি ওই ছোঁড়াটাকে তুমি দিয়ে দাও, তাহলেই চলে যাব আমি।'

'তাহলে তুমিও আমার শেষ কথা শুনে নাও ওবেরন,' বললেন পরিরানি টাইটানিয়া, 'সমস্ত পরিরাজ্যের বিনিময়েও আমি ওই ছেলেকে তোমায় দেব না।'

রানি তাঁর কথা শেষ করে সহচরীদের বললেন 'এখানে থাকলে শুধু কথা বাড়ানোই হবে। চল, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।'

সহচরীদের নিয়ে রানি চলে যাবার পর তার উদ্দেশে মনে মনে বললেন ওবেরন, 'যাচ্ছ, যাও, কিন্তু মনে রেখ এই অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই আমাকে চিনতে এখনও তোমার ঢের বাকি টাইটানিয়া।'

বালক পরি পাককে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন ওবেরন 'এদিকে এস পাক তোমার মনে আছে অনেকদিন আগে তুমি আর আমি সমুদ্রের কাছে এক পাহাড়ের উপর পাশাপাশি বসেছিলাম?'

ঘাড় নেড়ে রাজার কথায় সায় দিয়ে পাক জানাল সে দিনের কথা মনে আছে তার

নিজের মনে বলতে লাগলেন ওবেরন 'পশ্চিম সাগর কূলে মদনদেবের ছোঁড়া তির এসে পড়ল ধবধবে এক সাদা ফুলের উপর। সাথে সাথে সে ফুলের রং পালটে হয়ে গেল নীল, ঘন নীল ওই এলাকার মেয়েরা সে ফুলের নাম রেখেছে অলস প্রণয় প্রেমের গতি তো অলস। মনে আছে পাক সে ফুল কোথায় পাওয়া যায় তা তোমায় আগেই বলেছি আমি

হাঁ মহারাজ আপনি বলেছেন আমায়,' ঘাড় নেড়ে সায় দিল পাক।

'এবার শোন , বললেন ওবেরন, 'ওই অলস প্রণয় ফুলের একফোঁটা রস যদি কোনও ঘুমন্ত পুরুষ বা নারীর চোখে দেওয়া হয় তাহলে আর দেখতে হবে না ঘুম ভেঙে যাকে সামনে পাবে তাকেই ভালোবাসতে শুরু করবে, তা সে মানুষ, ভূত প্রেত জন্তু জানোয়ার যাই হোক না কেন। তবে মনে রাখিস, সে ফুলের খোঁজে তুই রওনা হবার পর জলে ঘুরে বেড়ায় এমন এক জানোয়ার

এক মাইল পথ যাবার আগেই ওই রকম কয়েকটা ফুল তুলে নিয়ে আসতে হবে তোকে কীরে। একাজ করতে পারবি তো?'

পাক বলল, 'মহারাজ এ আর এমন কী কঠিন কাজ সারা পৃথিবীটা আমি আধ প্রহর অর্থাৎ চার ঘণ্টায় ঘুরে আসতে পারি '

'তাহলে আর দেরি না করে তুই উড়ে চলে যা সেই ফুল আনতে' বললেন ওবেরন

তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন ওবেরন, 'বড্ড বাড় বেড়েছে টাইটানিয়ার। ফুলটা আগে নিয়ে আসুক পাক তারপর ওর মজা দেখাচ্ছি আমি টাইটানিয়া যখন ঘুমোবে, আমি নিজে ওই ফুলের রস মাখিয়ে দেব ওর দু-চোখে তারপর ঘুম ভেঙে ওঠার পর বাঁদর, উল্লুক, ভল্লুক — যাকেই সামনে দেখবে, তাকেই পাগলের মতো ভালোবাসতে শুরু করবে অবশ্য আমি ওর কোনও ক্ষতি হতে দেব না। আমার কাছে যে শেকড়টা আছে সেটা ওর চোখে বুলিয়ে দিলেই ফুলের রসের ঘোর কেটে যাবে তবে টাইটানিয়ার ঘোর কেটে যাবার আগেই ওই ছেলেটাকে আমায় জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে।'

এদিকে ডেমিট্রিয়াস বনের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছে হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডারকে এথেন্স ছেড়ে হার্মিয়া আর লাইস্যান্ডারের পালিয়ে যাবার কথাটা ডেমিট্রিয়াসকে বলাটা মোটেই উচিত হয়নি হেলেনার হাড়ে হাড়ে সে এখন টের পাচ্ছে সেটা। ওদের দু-জনকে ছেড়ে দেবার জন্য সে বারবার মিনতি জানিয়েছে ডেমিট্রিয়াসের কাছে, কিন্তু সে শুনছে না হয় সে লাইস্যান্ডারকে মেরে ফেলবে নতুবা তার সাথে লড়াই করে প্রাণ দেবে এইই ডেমিট্রিয়াসের পণ বার বার সে ধমকিয়ে হেলেনাকে চলে যেতে বলেছে, কিন্তু সে কিছুতেই তার পেছু ছাড়ছে না শুধু একই কথা বলছে হেলেনা 'চল, ওদের ছেড়ে দিয়ে আমরা এথেন্সে চলে যাই আমায় দয়া কর ডেমিট্রিয়াস, আমি প্রাণাধিক ভালোবাসি তোমায় '

হেলেনার মুখে বারবার একই কথা শুনতে শুনতে বেজায় রেগে গিয়ে বলল ডেমিট্রিয়াস, 'চুপ কর হেলেনা আমি তোমায় কোনওদিন ভালোবাসিনি আর ভবিষ্যতেও বাসব না আমার আশা ত্যাগ করে তুমি ফিরে যাও এথেন্সে তোমার নিজের বাড়িতে

ডেমিট্রিয়াসের তিরস্কার গায়ে না মেখে আগের মতোই তার ভালোবাসা পাবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল তাকে তখন ডেমিট্রিয়াস আরও রেগে গিয়ে হেলেনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেল বনের ভিতর হেলেনাও মাটি থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দৌড়াল তার পেছু পেছু

হেলেনার কান্না শুনে পরিরাজ ওবেরনের দয়া হল তার উপর প্রণয় ফুল নিয়ে পাক ফিরে আসতেই তিনি ইশারায় ডেমিট্রিয়াসকে দেখিয়ে বললেন 'হতভাগাটা ঘুমিয়ে পড়লে একটু ফুলের রস লাগিয়ে দিও ওর চোখে বেচারি মেয়েটির জীবনটা একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছে হতভাগাটা '

'তাই হবে মহারাজ,' ঘাড় নেড়ে বলল পাক একটা ফুল সাথে নিয়ে রানি টাইটানিয়ার খোঁজে বের হলেন পরিরাজ ওবেরন বনের একধার দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোটো নদী নদীপাড়ের ঘাসের বিছানায় জোৎস্না এসে পড়েছে পরিরানি টাইটানিয়া কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন জোৎস্না প্লাবিত সেই ঘাসের বিছানায় রানির আদেশে নিজনিজ দায়িত্ব পালন করতে এদিক ওদিক চলে গেছে সহচরীরা এখন শুধু রানি একা, কেউ নেই আশপাশে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে

দু ফোঁটা অলস প্রণয় ফুলের রস টাইটানিয়ার দু'চোখে মাখিয়ে দিলেন পরিরাজ ঘুমের ঘোরে দু একবার উসখুস করে উঠলেন রানি তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে লাগলেন তিনি

'ঘুম ভাঙুক না, তবে তো বুঝবে ঠ্যালা।' রানিকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেলেন পরিরাজ ওবেরন

ওদিকে বনের ভিতর দিয়ে একটানা যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে লাইস্যান্ডার আর হার্মিয়া তারা উভয়ে এত ক্লান্ত যে এক পাও এগুতে পারছে না। তারা স্থির করল ঘাসের উপর কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করে তারা আবার পালাতে শুরু করবে সাথে সাথেই তারা শুয়ে পড়ল নরম ঘাসের গালিচায়। অবিবাহিত বলে লাইস্যান্ডার থেকে কিছুটা দূরে শুল হার্মিয়া। শোবার সাথে সাথেই রাজ্যের ঘুম এসে জুড়ে বসল তাদের চোখে। ভুল করে বালক পরি পাক ডেমেট্রিয়াসের বদলে লাইস্যান্ডারের চোখে দু ফোঁটা প্রণয় ফুলের রস ঢেলে দিয়ে রাজাকে বলল তার আদেশ পালিত হয়েছে

ডেমিট্রিয়াসের পেছন পেছন দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ল হেলেনা এক সময় তার চোখে পড়ল ঘাসের উপর শায়িত লাইস্যান্ডারকে ডেমিট্রিয়াস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে তাকে জাগিয়ে তুলল হেলেনা। জেগে উঠে হেলেনাকে দেখার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল প্রণয় ফুলের রসের কাজ। হার্মিয়াকে বেমালুম ভুলে গিয়ে হেলেনাকে প্রেম নিবেদন করে বসল লাইস্যান্ডার

হেলেনা মোটেই প্রস্তুত ছিল না লাইস্যান্ডারের এরূপ আচরণের জন্য — সে তখনও ডেমিট্রিয়াসকে পাবার স্বপ্নে বিভোর লাইস্যান্ডারকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল হেলেনা। ঘুমন্ত হার্মিয়াকে একলা রেখে লাইস্যান্ডারও ছুটল হেলেনার পেছু পেছু

ঘুমের মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল হার্মিয়ার। লাইস্যান্ডারের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে করতে উঠে বসল সে। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল হার্মিয়া।

বনের ভিতর নদীর ধারে যেখানে শুয়েছিলেন পরিরানি টাইটানিয়া, কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এসে হাজির পিটার কুইনসের লোকজন। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল পিটার কুইনস, 'বাঃ চমৎকার জায়গা তো!' নাটকের মহড়া দেবার পক্ষে একেবারে আদর্শ। ওহে, পিরোমস, এগিয়ে এস সংলাপ শুরু কর তোমরা আর থিসবি তুমি দাঁড়াও ওর সামনে '

এবার গলা ফুলিয়ে সংলাপ বলতে শুরু করল তাঁতি নিক বটম, 'থিসবি ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়েছে চারিদিক, সে সুগন্ধ মিশেছে তোমার নিশ্বাসেও ওকি, কীসের শব্দ ওটা? ফ্লুট, তুমি দাঁড়াও আমি আসছি ওদিকটা দেখে' বলেই নাটকের মহড়া ছেড়ে বনের একদিকে ছুটে গেল বটম '

এবার ফ্লুট শুরু করল থিসবির সংলাপ বলতে, 'পিরোমাস, তোমার এই চোখধাঁধানো রূপ ফুটে ওঠা লিলির মতো ধবধবে সাদা তোমার গায়ের রং, সেই সাদা রং-এর ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে ফুটন্ত গোলাপের রক্তিম আভা এখনও তোমার বয়েস কম, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও এতটুকু ক্লান্ত হও না তুমি, ঘোড়ার মতো বিশ্বস্ত আর কর্মঠ তুমি

'আরে, এখনই এতটা সংলাপ বলার প্রয়োজন নেই', বাধা দিয়ে বললেন কুইনস, আবার যখন পিরোমস ঢুকে সংলাপ বলতে শুরু করবে তখন ওই কথাগুলি বলবে তুমি।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ', সংলাপ শুরু করল ফ্লুট আর তখনই ফিরে এল বটম কিন্তু এ কী! কোন জাদুবলে তাঁতি নিক বটমের মাথাটা উধাও হয়ে তার ঘাড়ের উপর গজিয়ে উঠেছে একটা গাধার মাথা। একি জাদু না ভুতুড়ে ব্যাপার? বটমের দিকে চোখ পড়তেই নাটকের কুশীলবরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল এদিক ওদিক

আসলে গোলমালটা বাধিয়েছে পরিরাজার আজ্ঞাবহ সেই বালক পরি পাক। এক কোণে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সে নাটকের মহড়া দেখছিল। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল এদের সাথে কিছু মজা করা যাক কিছুদূর গিয়ে সে একটা শব্দ করল শব্দ শুনে মহড়া ছেড়ে দিয়ে যেই না এগিয়ে এসেছে বটম, অমনি সে জাদুবলে তার মাথার উপর একটা গাধার মাথা বসিয়ে দিল — দেখলে মনে হবে যেন সত্যিই ওটা গাধার মাথা

নিক বটম বুঝে উঠতে পারল না কেন সবাই তাকে দেখে ভয় পেয়ে ওই ভাবে পালিয়ে গেল। আর কী করেই বা সে বুঝতে পারবে তা? সে তো নিজেই বুঝতে পারছে না যে তার ঘাড়ে গাধার মাথা গজিয়েছে বন্ধুরা যে তাকে এভাবে ফেলে পালিয়েছে, সেটা নিছক তাদের বজ্জাতি বলে ধরে নিল নিক বটম।

'ওরা এভাবে আমায় একা ফেলে চলে গেল, ভেবেছে ভয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব কিন্তু আমিও এত সহজে ভয় পাবার পাত্র নই' — বলেই নরম ঘাসের পর আরামে শুয়ে পড়ল বটম

ওর কাছেই ঘাসের গালিচায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন পরিরানি টাইটানিয়া বটমের গান কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। চোখ মেলে রানি দেখতে পেলেন তার সামনে মাটিতে শুয়ে এক পুরুষ, তার দু চোখে তখনও মাখানো রয়েছে প্রণয় ফুলের রস সেই রসের গুণে গাধার মাথা সমেত বটমকে খুব ভালো লেগে গেল তার। বটমের গাধার মাথায় হাত বুলিয়ে প্রেম নিবেদন করতে লাগলেন রানি সহচরীদের আদেশ দিলেন তারা যেন বটমের সেবা করে।

পরিরানি কর্তৃক নিক বটমকে প্রেম নিবেদন করার দৃশ্যটা চোখে পড়ল বালক পরি দুষ্টু পাকের সে গিয়ে খবরটা জানাল পরিরাজ ওবেরনকে সে সময় ওবেরনের সামনে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হচ্ছিল হার্মিয়া আর ডেমিট্রিয়াসের মাঝে কিছুক্ষণ আগে সেখানে ডেমিট্রিয়াসের সাথে দেখা হয়েছে হার্মিয়ার। সে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে লাইস্যান্ডারকে। ডেমিট্রিয়াসকে দেখে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিল তাকে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে মিনতি করতে লাগল সে যেন লাইস্যান্ডারকে ফিরিয়ে দেয় তার কাছে কিন্তু হার্মিয়ার কাকুতি-মিনতি চোখের জল কোনও কিছুই টলাতে পারল না ডেমিট্রিয়াসকে লাইস্যান্ডারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সে একাই চলল তার খোঁজে। ডেমিট্রিয়াস বুঝতে পেরেছে লাইস্যান্ডারকে হত্যা করতে না পারলে প্রেমিকার মন পাবার কোনও আশা তার নেই

হার্মিয়া আর ডেমিট্রিয়াসের ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি সবই নিজের কানে শুনলেন পরিরাজ ওবেরন তিনি বুঝতে পারলেন ডেমিট্রিয়াসের চোখে প্রণয়-ফুলের রস দেবার যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন পাককে, তা মোটেও পালন করেনি সে তিনি তখনই ডেকে পাঠালেন পাককে

ও দিকে হেলেনের পেছু পেছু ছুটতে ছুটতে লাইস্যান্ডার তাকে প্রেম নিবেদন করছে – এ দৃশ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল হার্মিয়া

লাইস্যান্ডারকে জিজ্ঞেস করল হার্মিয়া, 'তোমার হল কী? এমন কী অন্যায় আমি করেছি যার জন্য তুমি আমায় এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? দোষ করলে তুমি আমায় বকতে পার, মারধর করতে পার

কিন্তু তা না করে তুমি আমায় ভুলে গিয়ে হঠাৎ করে ভালোবাসতে শুরু করলে হেলেনাকে— এ তোমার কেমন আচরণ? এত তাড়াতাড়ি তুমি কী করে ভুলে গেলে তোমাকে ভালোবাসার জন্য ডিউকের হাত থেকে মৃত্যুদণ্ড নিতেও আমি তৈরি ছিলাম?'

বেচারি হার্মিয়ার এরূপ অবস্থা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে লাইস্যান্ডারের কোনও দোষ নেই এতে। কারণ সে তো জানে না যে পরিরাজা আর রানির মাঝে মন কষাকষি আর প্রণয় ফুলের রসই এ সবের জন্য দায়ি। হার্মিয়ার মুখ থেকে এসব শুনেও তাকে একদম আমল দিল না লাইস্যান্ডার হেলেনাকে পাবার জন্য আবার সে পেছু নিল তার হেলেনাও ছুটতে লাগল তাদের পেছু পেছু। লাইস্যান্ডার খুবই রেগে গেলেন হার্মিয়া আর হেলেনার কাণ্ড দেখে।

কথাটা না বললেও চলে, এ সবই লক্ষ করে চলেছেন পরিরাজ ওবেরন। পাক আসতেই তার আদেশ পালন না করার জন্য আচ্ছা করে ধমকে দিলেন তাকে লোকেরা যে ভুল করে এসব কাণ্ড বাঁধিয়েছে তার জন্য দায়ি পাক, একথাই বারবার তাকে বললেন ওবেরন। নিজের দোষ স্বীকার করে পাক বলল ভুলটা সে শুধরে নেবে কিন্তু এখন সে কাজ করাটা যে কত কঠিন তা জানেন তার প্রভু ওবেরন, কারণ লাইস্যান্ডার আর ডেমিট্রিয়াস ঘুমিয়ে পড়া না পর্যন্ত সে ভুল শোধরানো যাবে না পাক কথা দিল ওবেরনকে যে এবার ডেমিট্রিয়াস ঘুমিয়ে পড়লে সে প্রণয়-ফুলের রস মাখিয়ে দেবে তার দু-চোখে। কিন্তু তার উপর ভরসা রাখতে পারলেন না ওবেরন তিনি খবর পেলেন লাইস্যান্ডারকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে ডেমিট্রিয়াস তিনি তখনই সেখানে গিয়ে অলস-প্রণয় ফুলের কিছুটা রস মাখিয়ে দিলেন ডেমিট্রিয়াসের দু-চোখে কিছুক্ষণ বাদে হেলেনাও ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির প্রায় সাথে সাথেই জেগে উঠল ডেমিট্রিয়াস। চোখ মেলে সে দেখতে পেল হেলেনাকে তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ডেমিট্রিয়াস তাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগল। খানিক আগে হলেও ডেমিট্রিয়াসের মুখে এসব কথা শুনে উদ্ধার হয়ে যেত হেলেনা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে লাইস্যান্ডার তার সাথে যে ব্যবহার করেছে আর তা দেখে লোকেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, মজা লুটছে এ ধারণাই গড়ে উঠল তার মনে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার কাছে আন্তরিক মনে হল না ডেমিট্রিয়াসের কথাগুলি, উল্টে যা ইচ্ছা তাকে শুনিয়ে পা চালিয়ে অন্য দিকে চলে গেল হেলেনা ডেমেট্রিয়াস হেলেনাকে প্রেম নিবেদন করছে দেখে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল লাইস্যান্ডার কোমর থেকে তলোয়ার বের করে লাইস্যান্ডার আর ডেমেট্রিয়াস দুজনে ছুটে এল দুজনের দিকে। আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কাণ্ড দেখে মজা পাচ্ছিল পাক, হাসছিল এতক্ষণ ধরে এবার দু-জনকে তলোয়ার বের করতে দেখে ঘাবড়ে গেল সে পাক দেখল এদের মধ্যে একজন মারা গেলেও ওবেরন রেহাই দেবেন না তাকে সব দোষ চাপিয়ে দেবেন তার ঘাড়ে। কাজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করার আগেই তা থামিয়ে দিতে হবে জাদু বলে পাক জ্যোৎস্না রাতকে অন্ধকার রাত বানিয়ে দিল রাতের অন্ধকারে ডেমিট্রিয়াস বা লাইস্যান্ডার কেউ কাউকে দেখতে পেল না আর সেই অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাক কখনও ডেমিট্রিয়াসের গলা নকল করে লাইস্যান্ডারকে আবার কখনও লাইস্যান্ডারের গলা নকল করে ডেমিট্রিয়াসকে শাসাল ফলস্বরূপ পাকের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে ডেমিট্রিয়াস চলে গেল বনের একদিকে আর অন্যদিকে লাইস্যান্ডার এভাবে দুজনকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেবার পর চুপ করল পাক সারারাত ধরে বনের ভিতর একে অন্যকে

খুঁজে বেড়াল লাইস্যান্ডার আর ডেমেট্রিয়াস খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে কেউ কাউকে না পেয়ে শেষরাতে যেখানে এসে পৌঁছাল, সেখানেই ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়ল তারা অলস প্রণয় রসের জাদু কাটাবার শেকড় নিয়ে এবার সেখানে এলেন রাজা ওবেরন তিনি নিজের হাতে সে শেকড় বুলিয়ে দিলেন ঘুমন্ত লাইস্যান্ডারের চোখে কিছুক্ষণ বাদে ঘুম ভাঙার পর হেলেনার প্রতি তার যে ভালোবাসা ছিল তা উবে গেল কর্পূরের মতো হার্মিয়াকে পাবার জন্য আবার আগের মতো ব্যাকুল হয়ে উঠল লাইস্যান্ডার হার্মিয়াকে খুঁজে বের করে নিজ ব্যবহারের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইল সে। তখন পূর্বের মতোই শান্তি আর প্রেম-ভালোবাসা ফিরে এল তাদের জীবনে।

তখন রাতের শেষ প্রহর ঘাসের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে লাইস্যান্ডার আর ডেমিট্রিয়াস তাদের কিছুটা তফাতে পাশাপাশি শুয়ে একই ভাবে ঘুমোচ্ছে হার্মিয়া আর হেলেনা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না এসে দুজনের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে এদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাধার মাথা সমেত বটমকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন রানি টাইটানিয়া আর তার সহচরীরা। মাঝে মাঝে ঘুমের ঝোঁকে তিনি বটমের গাধার মাথার কান দুটিতে হাত বুলোচ্ছেন আর বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন প্রেমের বুলি এসময় পাককে সাথে নিয়ে সেখানে এলেন রাজা ওবেরন ইশারায় বটমকে দেখিয়ে তিনি বললেন পাককে, 'এখুনি ওর ঘাড়ের উপর থেকে গাধার মাথাটা খুলে দাও যাতে অন্তত ও বেচারা নিরাপদে এখেকে ফিরে যেতে পারে।' এরপর রানির দু-চোখে জাদুর মায়াজাল কাটাবার শেকড় বুলিয়ে ওবেরন বললেন, রানি ওঠো, চোখ মেলে চাও। এই ফাঁকে বটমের ঘাড়ের উপর থেকে গাধার মাথাটা খুলে নিল পাক চোখ মেলতেই রানি দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী পরিব্রাজ ওবেরন

আবেগ মেশানো স্বরে ওবেরন বললেন, 'রানি, ওঠো' চেয়ে দেখ আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি আমি '

রাজার দিকে তাকিয়ে রানি বললেন, 'প্রিয় ওবেরন, একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে রাত কেটেছে আমার' তারপর লজ্জাজড়িত স্বরে আবার বললেন রানি টাইটানিয়া, 'স্বপ্নে দেখলাম আমি একটা গাধার প্রেমে পড়েছি বিশ্বাস কর, আমার মনে হল যেন তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি আমি ঘুমের মাঝেও আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছি তার বড়ো বড়ো দুটো কান আর গাধার মতো মাথা

রানির স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে কিছু না বলে মুখ টিপে শুধু হাসলেন ওবেরন, তারপর বললেন, তোমার সহচরীদের সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোল ওদের বল আমাদের পুনর্মিলনের আনন্দে ওরা যেন বাকি রাতটুকু নেচে-গেয়ে আনন্দে মাতিয়ে রাখে সবাইকে আগামীকাল ডিউকের প্রাসাদে তার বিয়ের উৎসবে নাচব আমরা থিসিয়াস আর তার স্ত্রী হিপোলিটার বিয়ের পরই ওই দু জোড়া যুবক যুবতির বিয়েও হয়ে যাবে আহা ওদের বিবাহিত জীবন যেন সুখের হয়, স্বর্গের দেবতাদের আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়ে ওদের মাথার উপর '

রাত শেষ হয়ে সকাল হল কিছুক্ষণ বাদে এথেন্সের ডিউক থিসিয়াস তার ভাবী স্ত্রী হিপোলিটাকে নিয়ে শিকার করতে এলেন সেই বনে বাড়ি থেকে পালিয়ে হার্মিয়া এই বনে আশ্রয় নিয়েছে শুনে তার বাবা ইজিয়াসও এসেছেন তার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে শুধু হার্মিয়া নয়, তার প্রেমিক লাইস্যান্ডার তার পছন্দ করা পাত্র ডেমিট্রিয়াস নাদারের মেয়ে হেলেনা এবং আরও অনেককে

সেই বনে দেখতে পেলেন ইজিয়াস কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন ডেমিট্রিয়াসের আচরণে সে হার্মিয়ার সামনে সরাসরি তাকে বলল, 'দেখুন হার্মিয়ার বাবা আমি আর ওকে বিয়ে করতে চাই না ও যাকে সত্যিই ভালোবাসে সেই লাইস্যান্ডারের সাথে আপনি ওর বিয়ে দিন আর হেলেনা যে আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। তাই আমি স্থির করেছি যে ওকেই বিয়ে করব ' ডেমিট্রিয়াসের কথা শুনে এবার ডিউকও রাজি হলেন লাইস্যান্ডারের সাথে হার্মিয়ার বিয়ে দিতে।

সবার আগে বিয়ে হল ডিউক থিসিয়াস আর হিপোলিটার তারপরই বিয়ে হল লাইস্যান্ডার আর হার্মিয়ার এবং সবশেষে ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনার বিয়ের রাতে পিটার কুইন্স ও তার দলবল 'পিরেমাস ও থিসবি' নাটকটি অভিনয় করে দেখাল বরকনে ও আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে নাটক শেষ হবার পর সেখানে বসল পরিদের নাচ গানের আসর কিন্তু পরিদের তো আর চোখে দেখা যায় না তাই কারও চোখে পড়ল না তাদের নাচগান হার্মিয়া আর হেলেনার বিয়েতে যে বাধা পড়েছিল, তাদের জন্য সে বাধা দূর হবার ফলে ওদের বিয়েতে নাচ গানের আসর বসিয়ে তারা মেতে রইল আনন্দ উপভোগ করতে

দ্য কমেডি অব এররস্

বহুকাল ধরেই ঝগড়া ঝাটি লেগে আছে দুটি পাশাপাশি রাজ্য সিরাকিউজ আর এফিসাসের মধ্যে। তদুপরি তাদের মনোমালিন্য আরও চরমে পৌঁছেছে সাম্প্রতিক চালু করা একটা আইন নিয়ে। একটা নতুন আইন চালু করেছেন এফিসাসের ডিউক, যা হল সিরাকিউজের কোনও নাগরিক এফিসাসে ঢুকে পড়লে তার সব টাকা কড়ি কেড়ে নিয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে তাকে তবে সেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এফিসাসের কোনও নাগরিক যদি এক হাজার মার্ক জরিমানা দেয়, তাহলে মকুব করে দেওয়া হবে সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড।

ঘটনাচক্রে সিরাকিউজের এক বৃদ্ধ সওদাগর, ইজিয়ন এসে পৌঁছালেন এফিসাসে নতুন আইন সম্পর্কে জানা ছিল না তার স্বাভাবিকভাবেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজেকে সিরাকিউজের অধিবাসী বলে উল্লেখ করলেন। সাথে সাথেই প্রহরীরা তার টাকা কড়ি ও অন্যান্য জিনিস-পত্র কেড়ে নিয়ে গ্রেফতার করল তাকে তার হাত পা বেঁধে প্রহরীরা তাকে হাজির করল এফিসাসের ডিউক সোলিনাসের সামনে প্রহরীদের কাছে সব কথা শুনে ইজিয়নকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন ডিউক। তিনি আরও বললেন সূর্যাস্তের আগে যদি কোনও নাগরিক তার জরিমানা স্বরূপ এক হাজার মার্ক মিটিয়ে দেয়, তবেই মকুব হবে ইজিয়নের প্রাণদণ্ড। বৃদ্ধ ইজিয়ন ভেবে পেলেন না এমন কোনো সহৃদয় নাগরিক আছে যে তার জরিমানার টাকা মিটিয়ে দেবে এবার ডিউক জানতে চাইলেন কেন এফিসাসে এসেছে ইজিয়ন ডিউকের প্রশ্নের জবাবে ইজিয়ন তার জীবনের করুণ কাহিনি শোনাতে লাগলেন ডিউককে

ইজিয়ন বলতে লাগলেন, 'আমি সিরাকিউজে জন্মেছি বড়ো হয়ে আমার পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিবাহিত জীবন সুখেই কেটেছে এপিড্যামনামে আমার ব্যবসার দেখ ভাল করত এক বিশ্বস্ত কর্মচারী সে মারা যাবার পর অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে আমি নিজেই চলে এলাম এপিড্যামনামে সেখানে এসে ব্যবসার নানা কাজে জড়িয়ে পড়লাম আমি সে সব কাজ মিটিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা গেল না এমনকি ছ'মাসেও শেষ হল না সে সব কাজকর্ম আমি বাড়ি না ফেরায় স্বভাবতই অস্থির হয়ে উঠল স্ত্রী এমিলিয়া আমি চলে যাবার সময় স্ত্রী এমিলিয়া ছিল গর্ভবতী আমার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষে থাকতে না পেরে অন্য এক জাহাজে চেপে হাজির হল আমার কাছে এপিড্যামনামে সেখানে আসার অল্পদিন বাদেই আমার স্ত্রী যমজ ছেলের জন্ম দিলেন ছেলে দুটি দেখতে হুবহু এক রকম কোনও তফাত নেই তাদের, আমরা উভয়ের নামকরণ করলাম অ্যান্টিফোলাস একজন বড়ো অ্যান্টিফোলাস আর অন্যজন ছোটো অ্যান্টিফোলাস এক এক সময় আমরাই বুঝে উঠতে পারতাম না ওদের মধ্যে কে বড়ো, কে ছোটো

আমার প্রতিবেশিনী ছিলেন এক দরিদ্র মহিলা তিনি ও আমার স্ত্রী, উভয়ে একই দিনে সন্তান প্রসব করেন। আশ্চর্যের কথা, ওই মহিলাও আমার স্ত্রীর মতো যমজ সন্তানের জন্ম দেন। দুর্ভাগ্যবশত যমজ সন্তান প্রসব করেই ওই মহিলা মারা যান। ওই বাপ মা হারা ছেলে দুটিকে আমি তখন নিজ

বাড়িতে নিয়ে আসি ভেবেছিলাম বড়ো হয়ে ওই শিশু দুটি আমার দুই ছেলের চাকরের কাজ করবে মহামান্য ডিউক! আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমার যমজ ছেলেদুটির মতো ওই শিশু দুটিও ছিল হুবহু একই রকম আমি তাদের নাম দিলাম বড়ো ড্রোমিও আর ছোটো ড্রোমিও

এপিড্যামনামে কয়েক বছর বাস করার পর আমার স্ত্রী তাগাদা দিতে লাগলেন দেশে ফেরার জন্য। রোজ রোজ তাগাদা শুনে আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম দেশে ফেরার একদিন স্ত্রী এমিলিয়া, বড়ো অ্যান্টিফোলাস, ছোটো অ্যান্টিফোলাস, বড়ো ড্রোমিও আর ছোটো ড্রোমিওকে নিয়ে জাহাজে চেপে রওনা দিলাম দেশের উদ্দেশে। দু'দিন দু'রাত নির্বিঘ্নে কেটে গেল জাহাজে তৃতীয় দিন দুপুর থেকেই জটিল হতে লাগল পরিস্থিতি একফালি ঘন কালো মেঘ দেখা দিল আকাশের এক কোণে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই একটুকরো মেঘ ছেয়ে ফেলল সারা আকাশকে, সাথে সাথে শুরু হল ঝড়-বৃষ্টির দাপট। প্রতিমুহূর্তেই আমাদের মনে হচ্ছিল জাহাজটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে প্রকৃতির তাণ্ডবের হাত থেকে রক্ষা পেতে জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মাঝি-মাল্লারা ছোটো ছোটো নৌকা জলে নামিয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যও কেউ ভাবল না আমাদের কথা কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, এমন সময় চোখে পড়ল পাটাতনের এক কোণে রাখা জাহাজের একটি বাড়তি মাস্তুলের উপর। অমনি মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল ওই মাস্তুলের একদিকে শক্ত করে বাঁধলাম স্ত্রী এমিলিয়া, ছোটো অ্যান্টিফোলাস আর ছোটো ড্রোমিওকে, আর অন্যদিকে বাঁধলাম বড়ো অ্যান্টিফোলাস, বড়ো ড্রোমিও আর নিজেকে এরপর যা হয় হোক ভেবে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রের জলে। জলে ভেসে থাকতে কোনও অসুবিধা হল না উদ্দেশ্যহীনভাবে আমরা ভেসে চললাম উত্তাল সমুদ্রের বুকে ঝড়টা যখন সবে স্তিমিত হয়ে আসছে, সে সময় ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মাস্তুলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম স্ত্রী এমিলিয়া, ছোটো অ্যান্টিফোলাস ও ছোটো ড্রোমিওর কাছ থেকে অসহায়ভাবে চেয়ে দেখলাম ভাঙা মাস্তুলটা তাদের নিয়ে চলেছে আমাদের উল্টোদিকে। কিছুক্ষণ বাদে দূর থেকে দেখলাম একটা ছোটো নৌকা এসে তাদের তুলে নিল সেই জাহাজে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম এই দেখে যে তারা জাহাজে আশ্রয় পেয়েছে দূর থেকে দেখে মনে হল সেটা করিন্থের কোনও জাহাজ এরপর পাল তুলে যাত্রা করল সেই জাহাজটি, ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে গেল দিগন্তের ওপারে।

পরম করুণাময় ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আমাদেরও আর বেশিক্ষণ জলে ভেসে থাকতে হল না। ভাসতে ভাসতে কিছুক্ষণ পর আমরা এক জাহাজের সামনে এসে পৌঁছালাম আমাদের দেখতে পেয়ে জাহাজের মাঝি-মাল্লারা নৌকা নামিয়ে আমাদের তুলে নিল। ঝড় বৃষ্টি থেমে যাবার পর তারা আমাদের পৌঁছে দিল সিরাকিউজ বন্দরে। হে মহামান্য ডিউক সেই থেকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি স্ত্রী এমিলিয়া ও সেই শিশু দুটিকে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের দেখা পাইনি এভাবে দিন কেটে যেতে লাগল আজ বড়ো অ্যান্টিফোলাস আর বড়ো ড্রোমিও উভয়েই পা দিয়েছে আঠারোয়। এখন তারা বলছে যে তারা বড়ো হয়েছে, এবার খুঁজতে বেরুবে মা ভাইদের তারা যেখানেই থাক না কেন আমার বিশ্বাস এমিলিয়া, ছোটো অ্যান্টিফোলাস আর ছোটো ড্রোমিও

সবাই জীবিত আছে, বয়সের ভারে আমার দেহ মন খুবই ক্লান্ত, তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও তাদের সঙ্গী হতে পারছি না আমি। এমনিতেই প্রিয়জনদের হারিয়ে আমার মন ভেঙে গেছে, তার উপর যে দু-জন আছে, তারাও যদি হারিয়ে যায় সেই ভয়ে আমি শুরুতে রাজি ছিলাম না তাদের প্রস্তাবে। কিন্তু অভিযানের নেশায় তাদের রক্ত গরম, তাই আমরা বারণ সত্ত্বেও পেছু হটল না তারা। শেষমেশ অনেক বুঝিয়ে তারা আমাকে রাজি করাল। এক শুভদিনে বেরিয়ে পড়ল তারা।

ওরা চলে যাবার পর প্রিয়জনকে ফিরে পাবার আশায় দিন কাটতে লাগল আমার। দেখতে দেখতে পুরো এক বছর কেটে গেল তবুও ওরা ফিরে এল না। এভাবে একবছর কেটে যাওয়ার পর আমার আর ধৈর্য সইল না। মনে হল, ওদের অনুমতি দিয়ে ঠিক কাজ করিনি আমি। বেপরোয়া হয়ে আমি তাদের খুঁজতে বেরলাম জাহাজে চেপে। পাগলের মতো আমি ওদের খুঁজে বেড়ালাম এশিয়া ইউরোপের দেশে দেশে, বন্দরে-বন্দরে, কিন্তু কোথাও তাদের হদিস পেলাম না। হতাশ হয়ে একসময় দেশে ফেরার জন্য চেপে বসলাম জাহাজে। মাঝপথে কেন যে হঠাৎ এফিসাস বন্দরে নেমেছি তা আমি ভেবে উঠতে পারছি না। এদেশে যে এমন অদ্ভুত আইন চালু হয়েছে তা আমার জানা ছিল না। শহরে ঢুকতেই রক্ষীদের চোখে পড়ে গেলাম আমি। তারা আমায় বন্দি করে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে এল আপনার দরবারে। তারপর যা ঘটেছে তা তো অজানা নেই আপনার, মহামান্য ডিউক।'

ইজিয়নের বেদনাভরা জীবন কাহিনি শুনে খুবই ব্যথা পেলেন ডিউক। তিনি বললেন, 'দেখ সওদাগর ইজিয়ন! তোমার জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। কিন্তু দেশের প্রচলিত আইন ভেঙে তোমাকে মুক্তি দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে তোমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে পুরো একদিন সময় দিলাম। হয়তো এই এফিসাস নগরে তোমার এমন কোনও আত্মীয়-বন্ধু আছে যে জরিমানার টাকা জমা দিয়ে তোমায় খালাস করে দিতে পারে।' এই বলে কারাধ্যক্ষকে ডেকে ডিউক আদেশ দিলেন, 'একে কারাগারে নিয়ে যাও আর শহরের নাগরিকদের জানিয়ে দাও এর প্রাণদণ্ডের কথা। যদি কোনও সহৃদয় নাগরিক এর জরিমানার টাকা দিতে রাজি হয়, তাহলে একে ছেড়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।' ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে কারাধ্যক্ষ ইজিয়নকে নিয়ে গেলেন কারাগারে।

আসুন, এবার আমরা ফিরে তাকাই অতীতের দিকে। আঠারো বছর আগে ঝড়-বৃষ্টির সময় যে মাঝি মাল্লারা এমিলিয়া, ছোটো অ্যান্টিফোলাস আর ছোটো ড্রোমিওকে জাহাজে তুলে নিয়েছিল তারা সবাই ছিল আদতে জলদস্যু। জাহাজ এফিসাস বন্দরে ভিড়তেই তারা তাড়িয়ে দিল এমিলিয়াকে। তারপর তারা ছোটো অ্যান্টিফোলাস আর ছোটো ড্রোমিওকে চড়া দামে বিক্রি করে দিল এক ধনী যোদ্ধার কাছে। সেই যোদ্ধা ছিলেন এফিসাসের ডিউকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। একদিন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ডিউকের নজর পড়ল সেই শিশু দুটির দিকে। প্রথম দেখাতেই তার মায়া জন্মে গেল শিশু দুটির উপর। আত্মীয়টি যে দামে শিশু দুটিকে কিনেছিলেন, তার চেয়ে অনেক দাম দিয়ে তিনি তাদের নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। সেখানেই তারা মানুষ হতে লাগল। লেখাপড়ার সাথে সাথে তারা মল্লবিদ্যাও শিখতে লাগল। ওরা একটু বড়ো হবার পর ডিউক তাদের যুদ্ধবিদ্যাও শেখালেন। অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখালেন ছোটো অ্যান্টিফোলাস। তখন ডিউক

তার সেনাবাহিনীতে সৈনিকের পদে নিয়োগ করলেন তাকে অল্পদিনের মধ্যেই ছোটো অ্যান্টিফোলাস তার অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে ডিউকের রাজসভায় স্থায়ী আসন অর্জন করল ক্রমে ক্রমে সে ডিউকের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল এরপর ডিউক ছোটো অ্যান্টিফোলাসের বিয়ে দিলেন শহরের সম্ভ্রান্ত ধনীর মেয়ে আড্রিয়ানার সাথে আড্রিয়ানা যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি গুণবতী বিয়ের সময় তার শ্বশুর ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে একটি সুন্দর বাড়িও যৌতুক হিসেবে দিলেন আড্রিয়ানা তার নিজের অবিবাহিতা ছোটো বোন লুসিয়াকে এনে রাখল নিজের কাছে কাজের দরুন ছোটো অ্যান্টিফোলাস যখন বাইরে থাকে, সে সময়টা বড়ো বোন আড্রিয়ানাকে সঙ্গ দেয় লুসিয়া না সাহায্য করে ঘর দোর গোছাতে বড়ো বোন আড্রিয়ানার মতো লুসিয়াও অসাধারণ রূপসি

রূপবতী স্ত্রী আর শ্যালিকাকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটালেও মনে শান্তি নেই ছোটো অ্যান্টিফোলাসের মা র কথা মনে পড়লেই সে যেন কেমন আনমনা হয়ে যায় সব সময় কেঁদে ওঠে তার মন কী অদ্ভুত এই নিয়তির খেলা! মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দি ইজিয়ন জানেন না যে তার ছেলে ছোটো অ্যান্টিফোলাস আর পালিত পুত্র ছোটো ড্রোমিও রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে এই শহরে বসে

কী বিচিত্র এই নিয়তির লীলাখেলা বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়নকে কারাগারে নিয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদে একটি জাহাজ এসে ভিড়ল এফিসাস বন্দরে সেই জাহাজে ছিল ইজিয়নের ছেলে বড়ো অ্যান্টিফোলাস আর বড়ো ড্রোমিও জাহাজ থেকে নামার আগে এক সহৃদয় ব্যক্তি বড়ো অ্যান্টিফোলাসকে জানাল এফিসাসের নতুন আইনের কথা এবং সে এও বলল রক্ষীদের প্রশ্নের জবাবে বড়ো অ্যান্টিফোলাস যেন না বলে যে সে সিরাকিউজ থেকে এসেছে। এফিসাসের নতুন আইন অনুযায়ী কোনও সিরাকিউজবাসী সেখানে এলেই তার প্রাণদণ্ড হবে এ কথা সে প্রথম জানতে পারল সেই যাত্রীর কাছে থেকে এবার মাল পত্র নিয়ে তারা নেমে পড়ল ডাঙায় রক্ষীদের প্রশ্নের জবাবে উভয়ে জানাল যে এপিড্যামনাম থেকে আসছে তারা। বন্দর থেকে বেরিয়ে এসে তারা শুনতে পেল সেই দিনই শুধু সিরাকিউজের অধিবাসী এই অপরাধে একজন বৃদ্ধ সওদাগরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে কিন্তু তারা কেউই জানতে পারল না যে সেই বৃদ্ধ সওদাগরই ইজিয়ন

সম্পর্কে মনিব আর চাকর হলেও মাঝে মাঝে সমবয়স্ক বন্ধুর মতো একে অপরের সাথে কথা বার্তা বলে কখনও মনিবের মন খারাপ হলে বড়ো ড্রোমিও চেষ্টা করে হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে

কদিন এ শহরে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। কাজেই থাকা খাওয়ার একটা নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করতে ব্যাকুল হয়ে উঠল বড়ো অ্যান্টিফোলাস জাহাজে থাকাকালীন এক যাত্রীর মুখে সে শুনেছিল এই শহরের সবচেয়ে ভালো হোটেলের নাম সেন্টর হোটেল সেই হোটেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সে বড়ো ড্রোমিওকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে প্রয়োজনীয় টাকা কড়ি দিয়ে দিল হোটেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বড়ো ড্রোমিও বেরিয়ে যেতেই মা ভাইয়ের খোঁজে আশপাশের কয়েকটা রাস্তায় ঘুরে বেড়াল বড়ো অ্যান্টিফোলাস কিন্তু তাদের কোনো হদিস না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল তার সে ভাবতে লাগল দেশে ফিরে গিয়ে বাবাকে কী জবাব দেবে ঠিক সে সময় সে দেখতে পেল ড্রোমিওকে অবাক হয়ে বড়ো অ্যান্টিফোলাস বলল, কীরে এত

তাড়াতাড়ি ফিরে এলি? হোটেলের খাতায় আমাদের নাম-ধাম লিখিয়ে টাকা-পয়সা জমা দিয়েছিস তো? আমরা যে এপিডাম্নাম থেকে এসেছি সে কথা বলেছিস তো?'

ড্রোমিও জবাব দিল, 'এ সব আপনি কী বলছেন? আপনার আসতে দেরি দেখেই তো গিন্নিমা আপনার খোঁজে আমায় পাঠালেন। তাড়াতাড়ি চলুন, নয়তো খাবার-দাবার জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।'

ধমকে উঠে বলল বড়ো অ্যান্টিফোলাস, 'পাগলের মতো কি যা-তা বকছিস? গিন্নিমা! সে আবার কে! এই কি তোর ঠাট্টা করার সময়?'

'বাঃ! বেশ বলেছেন তো!' বলল ড্রোমিও, 'আমাদের গিন্নিমা মানে আপনার স্ত্রী আর সুন্দরী শ্যালিকা আপনার সাথে খাবে বলে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে বসে আছে। তাদেরও তো ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে সে কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন?'

ধমকে উঠে বলল বড়ো অ্যান্টিফোলাস, 'এখানে এসে তোর খুব বাড় বেড়েছে, তাই না? আরে আমি বিয়ে করলাম কবে যে আমার বউ আর শ্যালিকা অপেক্ষা করে বসে থাকবে? আর দ্যাখ! দুপুর হতে চলল, এখন এসব রসিকতা আর ভালো লাগছে না। এখন বল, হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছিস তো? ঘরে আলো হাওয়া ঢোকে তো? টাকা-পয়সা জমা দিয়েছিস?'

উভয়ের চড়া গলার কথা-বার্তা শুনে কিছু কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে উঠল তাদের চারপাশে। তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠল ড্রোমিও, 'এ আবার কী ফ্যাসাদে পড়া গেল। মনিবের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?' সে মনিবের দু হাত ধরে বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সাথে ঠাট্টা তামাশা করছি না। মনে হচ্ছে আপনিই বরং আমার সাথে ঠাট্টা তামাশা করছেন। সে যাই হোক, আপনি খাওয়া-দাওয়ার পাটটা আগে মিটিয়ে ফেলুন, নইলে বাড়ির কারও খাওয়া হবে না। এ কথাটা কেন আপনি বুঝতে পারছেন না? দোহাই আপনার! এবার বাড়ি চলুন। গিন্নিমা আপনার জন্য ...'

'আবার বলছিস গিন্নিমা! হতভাগা, আমার সাথে ইয়ার্কি হচ্ছে?' বলেই সবার সামনে ড্রোমিওকে বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দিল বড়ো অ্যান্টিফোলাস। মার খেয়ে একটি কথাও না বলে চোখ মুছতে মুছতে ড্রোমিও ফিরে গেল গিন্নিমার কাছে।

কেঁদে কেঁদে গিন্নিমাকে শোনাল ড্রোমিও কীভাবে সবার সামনে বাজারের মাঝে সে মার খেয়েছে মনিবের হাতে। সব শুনে বেজায় রেগে গেল আড্রিয়ানা। সে ধরে নিল তার স্বামী অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

চাকরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আড্রিয়ানা, 'মনিবের হাতে মার খাবার জন্য তুই দুঃখ করিস না ড্রোমিও। আমি কথা দিচ্ছি উনি ফিরে এলেই এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব।'

পাশ থেকে আড্রিয়ানার ছোটো বোন লুসিয়ানা বলে উঠল, 'দেখতে পাচ্ছি শুধু তোর বর নয়, তোরও মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, তোর বর যদি সত্যিই অন্য কারও প্রেমে পড়ে থাকেন তাহলে কি তিনি সে কথা স্বীকার করবেন? দ্যাখ, ওভাবে কাজ হবে না। এবার আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোন। চল, ওদের হাতে নাতে ধরতে আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি ... ঘাড় ধরে নিয়ে আসি তোর বরকে। যদি দেখি সে কোনও সর্বনাশীর সাথে ফষ্টি-নষ্টি করছে, তাহলে সবার সামনে তার চুলের মুঠি ধরে বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দিবি যাতে অন্যের সাথে প্রেম করার শখ চিরদিনের মতো মিটে যায়।'

আড্রিয়ানার মনে ধরল ছোট্টো বোনের কথা সে তখনই তার সাথে বেরিয়ে গেল স্বামীর খোঁজে

সবার সামনে ড্রোমিওকে মার ধর করার জন্য মনটা বেশ খারাপ লাগছে অ্যান্টিফোলাসের সে সোজা চলে এল সেন্টর হোটেলে দেখল তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ড্রোমিও সে বলল মনিবের কথামতো ঘর ভাড়ার টাকা সে আগাম জমা দিয়েছে।

'এই তো আমার কথা মতো কাজ করেছিস', বলল অ্যান্টিফোলাস, 'তাহলে কিছুক্ষণ আগে কেন বলছিলি গিন্নিমা অপেক্ষা করছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি না গেলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে এইসব আজে- বাজে কথা? ড্রোমিও আশ্চর্য হয়ে গেল এসব কথা শুনে এ ধরনের আজে-বাজে কথা সে মোটেও বলেনি টাকা জমা দেবার পর হোটেল থেকে সে একদম বাইরে বের হয়নি ঠিক সে সময় লুসিয়ানাকে সাথে নিয়ে আড্রিয়ানাও এসে হাজির সেখানে। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে সে জেনেছে চাকরকে মারধর করার খানিক বাদেই তার স্বামী সোজা এই হোটেলে এসে ঢুকেছে।

সবাইকে শুনিয়ে আড্রিয়ানা জোর গলায় বলল তার স্বামীকে, 'কী করেছ তুমি? কেন রাস্তার মাঝে সবার সামনে ড্রোমিওকে মারধর করেছ? তাকে নাকি বলেছ তোমার বিয়েই হয়নি আর হোটেলে থাকবে বলে টাকা জমা দিয়েছ? আমায় ছুঁয়ে বল তো এসব সত্যি কিনা! আমি এমন কী দোষ করেছি যার জন্য তুমি আমায় ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?' বলতে বলতে আড্রিয়ানার দু- চোখ জলে ভরে ওঠে

আড্রিয়ানার অভিযোগ শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল অ্যান্টিফোলাস। সে ভেবে পেল না কীভাবে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবে সে ঠান্ডা মাথায় আড্রিয়ানাকে বোঝাতে চাইল যে সে তার স্বামী নয় একজন পর্যটক মাত্র একটা বিশেষ প্রয়োজনে সে এসেছে এফিসাসে তার এখনও বিয়েই হয়নি।

নিজের কপাল চাপড়ে আক্ষেপের সুরে বলল আড্রিয়ানা, 'এই সেদিনও বিয়ের পর তুমি আমায় কত ভালোবাসতে, আদর সোহাগ করতে এগুলো তো সামান্য ক'দিন আগের ঘটনা। আর এখন তুমি বলছ কিনা তোমার বিয়েই হয়নি! নিশ্চয়ই কোনও মেয়েছেলের নজর পড়েছে তোমার উপর, তাই আজ না চেনার ভান করছ পুরুষগুলোর স্বভাবই এমন কখন কাকে মনে ধরে তার ঠিক নেই এরপর ছোটো বোনের দিকে তাকিয়ে আড্রিয়ানা বলল, 'আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ লুসি যে মেয়েমানুষ স্বামীর ভালোবাসা পায় না তার মতো অভাগী আর কেউ নেই' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল আড্রিয়ানা এবার সত্যিই মুশকিলে পড়ে গেল অ্যান্টিফোলাস সে আড্রিয়ানাকে যতই বলে যে সে ভুল করেছে, ততই কান্না বেড়ে যায় আড্রিয়ানার

এবার চাপা স্বরে অ্যান্টিফোলাসকে ধমকে বলে উঠল লুসিয়ানা 'আচ্ছা' আপনি কী ধরনের লোক বলুন তো সেই তখন থেকে কীসব ছেলেমানুষি শুরু করেছেন? না হয় মানছি আপনার বিয়ে হয়নি আর বিয়েও আপনাকে করতে হবে না দয়া করে এবার বাড়ি চলুন সেই কখন থেকে আপনার খাবার সাজিয়ে বসে আছে দিদি। আমাদেরও তো ক্ষুধা তৃষ্ণা পায় না কি আমরা রক্ত মাংসের মানুষ নই?'

লুসিয়ানার দিকে তাকিয়ে অ্যান্টিফোলাস বলল, তোমার দিদি? তাহলে তুমি কে?

ভগ্নিপতির কথায় এই প্রথম ধাক্কা খেল লুসিয়ানা। সে অবাক হয়ে বলল, 'কী বলছেন আপনি?' তার মনে প্রশ্ন জাগল সত্যিই কি আড্রিয়ানার মতো তাকেও চিনতে পারেননি অ্যান্টিফোলাস?

সে হেসে জবাব দিল, 'আমি আপনার আদরের শ্যালিকা লুসিয়ানা।'

'আমার শ্যালিকা? বললেই হল আর কী?' লুসিয়ানার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল অ্যান্টিফোলাস, 'আরে আমার বলে এখনও পর্যন্ত বিয়েই হয়নি

ঠান্ডা মাথায় তাকে বোঝাতে লাগল লুসিয়ানা 'বেশ, মেনে নিলাম আপনার বিয়ে হয়নি। কিন্তু তার আগে দয়া করে একবার বাড়ি চলুন। এত বেলা পর্যন্ত সবাই না খেয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। রান্না খাবার দাবারও পচে নষ্ট হবার জোগাড় আপনিই বলুন না কেন এসব কি ঠিক হচ্ছে?'

লুসিয়ানার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলল ড্রোমিও কর্তা তাই চলুন ওরা যখন এত করে বলছেন তখন ওদের বাড়ি গিয়ে রান্না করা খাবারগুলো খেয়ে নেওয়া যাক '

রেগে গিয়ে ড্রোমিওর দিকে তাকিয়ে অ্যান্টিফোলাস বলল, 'ও! তুইও ওদের দলে ভিড়েছিস!' বলতে বলতে তার নজর পড়ল লুসিয়ানা আর আড্রিয়ানার দিকে। লুসিয়ানার চাউনিতে চুম্বকের মতো এমন একটা আকর্ষণ ছিল যা শুরুতেই আকৃষ্ট করেছে তাকে অনেক চেষ্টা করেও সেই চুম্বকের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না অ্যান্টিফোলাস

'বেশ! তবে চলো' বলে উঠে দাঁড়াল অ্যান্টিফোলাস পরক্ষণেই কী মনে করে আড্রিয়ানার দিকে তাকিয়ে তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি বটে তোমার সঙ্গে, তবে আমার একটা শর্ত আছে বাড়ি গিয়ে তুমি মুখ ফুটে কাউকে বলবে না যে আমি তোমার স্বামী। ও সব আদেখলাপনা আমার মোটেই পছন্দ নয় তা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি।'

'তাহলে কী করতে হবে?' জানতে চাইল লুসিয়ানা।

'তুমি চুপ কর তোমার সাথে কথা বলছি না' বলে এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল অ্যান্টিফোলাস তারপর আড্রিয়ানার দিকে ফিরে বলল, 'সবার সামনে তুমি এমন ভাব দেখাবে যেন আমি তোমার কেউ নই কোনও সম্পর্ক নেই তোমার সাথে।'

কানে কানে লুসিয়ানাকে বলল আড্রিয়ানা, 'বুঝলি, এই ভয়টাই আমি করেছিলাম এ নিশ্চয়ই সেই সর্বনাশীর কাজ। ও চাইছে আমার কাছ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিতে।'

'আঃ দিদি! এখন মাথা গরম করিস না' বলে অ্যান্টিফোলাসের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'শুধু এইটুকুই আপনার শর্ত? ঠিক আছে, আমরা মেনে নিলাম আপনার শর্ত। এবার দয়া করে আমাদের সাথে বাড়ি চলুন '

যতটুকু রাগ তার মাথায় জমেছিল, বড়ো না সিরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস দেখল কখন তা যেন আপনা থেকেই উধাও হয়ে গেছে, তার পরিবর্তে স্বপ্নের একটা ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কিন্তু সে সব ভাবার সময় এখন নেই। বাধ্য হয়ে সে ড্রোমিওকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলল আড্রিয়ানা ও লুসিয়ানার পেছু পেছু এই ড্রোমিও অবশ্য তারই মতো বড়ো বা সিরাকিউজের ড্রোমিও

বাড়িতে এসে পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়ে বড়ো ড্রোমিওকে একতলার সদর দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল আড্রিয়ানা। তাকে নির্দেশ দিল সে যেন কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দেয় আর

কেউ অ্যান্টিফোলাসের সাথে দেখা করতে চাইলে যেন বলে, 'উনি এখন খাচ্ছেন, তাই তার সাথে দেখা হবে না।' এরপর অ্যান্টিফোলাস আর লুসিয়ানাকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল আড্রিয়ানা। সবার আগে ড্রোমিওকে ডেকে আড্রিয়ানা বলল, 'দ্যাখ ড্রোমিও, আমরা এখন খেতে যাচ্ছি। দেখবি বাইরের লোক যেন ঘরে না ঢোকে। তাহলে কিন্তু তোর মাথা ফাটিয়ে দেব। এ কথা যেন মনে থাকে।'

খেতে বসে ইচ্ছে করেই অ্যান্টিফোলাসের শর্ত ভাঙল আড্রিয়ানা। সবার সামনে বারবার স্বামী বলে ডেকে সে তাকে অস্থির করে তুলল। ওদিকে তার মতো একই ভুল করে বসল আড্রিয়ানার পরিচারিকা নেল। কাজের মাঝে সময় পেলে এতদিন সে ছোটো ড্রোমিওর সাথে ফষ্টি-নষ্টি করত। তাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার বাঁধবে বলে কথাও দিয়েছিল সে। অ্যান্টিফোলাসের সাথে বড়ো ড্রোমিওকে দেখে সে ধরে নিল এই তার পুরনো প্রেমিক। সে যেচে গিয়ে তাকে প্রেম ভালোবাসার কথা শোনাতে লাগল। নেলের ভাব-সাব দেখে তার মনিবের মতো ড্রোমিও বেশ ঘাবড়ে গেল। বড়ো ড্রোমিও ধরে নিল মনিবের মতো সেও এক স্বপ্নের ঘোরের মাঝে রয়েছে। ততক্ষণে খাওয়া শেষ হয়েছে আড্রিয়ানা আর অ্যান্টিফোলাসের। খাবার ফাঁকে লুসিয়ানার সাথে বেশ জমিয়ে গল্প করেছে অ্যান্টিফোলাস। লুসিয়ানাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে — তাকে নিয়ে রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছে। কিন্তু লুসিয়ানার সাথে এই মেলামেশা মোটেও পছন্দ নয় আড্রিয়ানার। লুসিয়ানা যে আদতে এফিসাসবাসী তার ছোটো ভাই ছোটো অ্যান্টিফোলাসের শ্যালিকা, সে কথা কিন্তু জানে না অ্যান্টিফোলাস বা আড্রিয়ানা।

কিছুক্ষণ বাদে ছোটো ড্রোমিওকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ছোটো অ্যান্টিফোলাস। তার ভীষণ অবাক লাগছে ছোটো ড্রোমিওর কথা শুনে। ছোটো ড্রোমিওর মূল বক্তব্য হল কিছুক্ষণ আগে সে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসার কথা বলেছে। সাথে এও বলেছে যে তার স্ত্রী ও শ্যালিকা খাবার নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে কথা শুনে অ্যান্টিফোলাস নাকি তাকে রাস্তার মাঝে বেধড়ক মারতে শুরু করে দেয় আর মারতে মারতে 'আমি তো বিয়েই করিনি, বউ আর শ্যালিকা আবার কোথা থেকে এল' এ জাতীয় কথাও বলেছে তাকে।

ড্রোমিওর মুখে এসব অভিযোগ শুনে রেগে উঠে বলেছিল ছোটো অ্যান্টিফোলাস, 'এই হতভাগা! আমি তোকে এসব কথা বলেছি? তুই আরও বলেছিস আমি তোকে মেরেছি, বলেছি আমার স্ত্রী নেই, আমি হোটেলে থাকব, খাব? আমি আবারও বলছি এতসব কথা তোকে বলিনি আর মারধরও করিনি। তারপরেও যদি বলিস আমি এসব করেছি, তাহলে বলব বেশ করেছি। তোর মতো বদমাশকে মেরে ফেলাই উচিত।'

ছোটো ড্রোমিওকে বেশ করে ধমকিয়ে বাড়ি ফিরে গেল ছোটো অ্যান্টিফোলাস। গিয়ে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে বাড়ির সদর দরজা। সে বারবার দরজায় ধাক্কা দিল, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল স্ত্রী আর শ্যালিকাকে, এরপর জোরে কড়া নাড়ল। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিল না। শেষমেশ ছোটো ড্রোমিও তার প্রেমিকা, আড্রিয়ানার সহচরী নেল-এর নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কিন্তু তাতেও কেউ দরজা খুলে দিল না।

এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে বড়ো অ্যান্টিফোলাস আর বড়ো ড্রোমিওর মনে এতটুকুও সন্দেহ রইল না যে তারা এক আজব দেশে এসে পৌঁছেছে। তারা উভয়েই হাঁফিয়ে উঠেছে এ বাড়ির পরিবেশ ও তার অধিবাসীদের হাব-ভাব দেখে। সুযোগ পেতেই তারা আড্রিয়ানা আর লুসিয়ানার

চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে ওদিকে আবার চেঁচামেচি করেও বাড়ির দরজা খোলাতে না পেরে রেগে বোম হয়ে আছে ছোটো অ্যান্টিফোলাস খাওয়া-দাওয়া সারতে সে তখনই চলে গেল তার এক বন্ধুর বাড়িতে পথে তার সাথে দেখা হল স্যাঁকরা অ্যাঞ্জেলোর সাথে। এর আগে আড্রিয়ানার জন্য বহু গয়না তৈরি করেছে অ্যাঞ্জেলো। এই কদিন আগেও আড্রিয়ানার জন্য হিরে জহরত বসানো একটা সোনার তৈরির গয়না দিয়েছে অ্যান্টিফোলাস। দেখা হতেই অ্যাঞ্জেলো জানাল যে হারখানা তৈরি হয়ে গেছে এমনিতেই আড্রিয়ানার উপর বেজায় রেগে ছিলেন অ্যান্টিফোলাস। তিনি স্থির করলেন হারখানা আড্রিয়ানাকে না দিয়ে বরং তার বন্ধুকে উপহার দেবেন। তিনি স্যাঁকরাকে বললেন সে যেন হারখানা বন্ধুর বাড়িতে দিয়ে আসে তার কথা শুনে স্যাঁকরা তখনই ছুটল নিজের বাড়ির দিকে

বাড়ি থেকে হার নিয়ে এসে কিছুদূর যাবার পর অ্যাঞ্জেলোর সাথে দেখা হয়ে গেল বড়ো অ্যান্টিফোলাসের। সে একরকম জোর করেই হারটা বড়ো অ্যান্টিফোলাসের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এই রইল আপনার হার আপনি যেমন বলেছেন তেমনিই করেছি আশা করি এটা আপনার পছন্দ হবে '

অ্যাঞ্জেলোর দিকে তাকিয়ে বললেন বড়ো অ্যান্টিফোলাস, 'এ কি হারটা আমায় দিচ্ছেন কেন? মনে হয় আপনি ভুল করছেন আমি তো আপনাকে চিনিই না।'

'এ সব কী বলছেন আপনি', বলল অ্যাঞ্জেলো, 'আরে মশায় আপনার সাথে কি আজকের সম্পর্ক নাকি আপনি ভাবছেন দামের কথা সে আপনি পরে দিয়ে দেবেন আমি আপনার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসব' — বলে অন্যদিকে চলে গেল অ্যাঞ্জেলো এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল যে অ্যাঞ্জেলোকে কিছু বলা বা বাধা দেবার সময় পেলেন না বড়ো অ্যান্টিফোলাস হারটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে মনে মনে বলল, 'এ যে সত্যিই একটা আজব দেশ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখানকার বড়ো ঘরের বউ-ঝিরা অচেনা পুরুষকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে খাওয়ায়, স্বামী স্বামী বলে আদর সোহাগ করে আর এখানকার স্বর্ণকাররাও তেমনি! অচেনা বিদেশির হাতে দামি জড়োয়ার হার গুঁজে দিয়ে দাম না নিয়ে চলে যায় আজব দেশের সব আজব ঘটনা।'

বড়ো ড্রোমিও নিজেও ভাবছিল সেই একই কথা কিছুক্ষণ আগে যে বাড়ির বউ তার মনিবকে খাওয়াতে নিয়ে গেল সে বাড়ির কাজের মেয়ে নেল তার সাথে এমন ব্যবহার করল যে মনে হল পরস্পর পরস্পরকে কত ভালোবাসে। সে নিজ মুখেই ড্রোমিওকে বলল যে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি আছে।

বড়ো অ্যান্টিফোলাস বলল, 'আর নয় ড্রোমিও, ঢের হয়েছে নতুন কিছু ঘটার আগেই চল এখান থেকে পালিয়ে যাই তুই এখনই জাহাজঘাটায় চলে যা সবচেয়ে আগে যে জাহাজটা ছাড়বে, তা যে দিকেই যাক না কেন সেটাতে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে আয় তুই ফিরে এলে হোটেল থেকে আমাদের মাল-পত্র, টাকা কড়ি সব তুলে নিয়ে জাহাজে চাপতে হবে বেশিদিন এদেশে থাকলে হয়তো আমাদের জেলেই যেতে হবে তার চেয়ে চল, প্রাণ নিয়ে পালাই

বাড়ি ফিরে অ্যাঞ্জেলো দেখল তার কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায়ের আশায় অপেক্ষা করে আছে এক পাওনাদার কিছুক্ষণ আগে অ্যান্টিফোলাসকে যে হারখানা সে দিয়েছে তার দাম নেওয়া হয়নি। সে স্থির করল ওই টাকাটা আদায় করে পাওনা মিটিয়ে দেবে পাওনাদারকে অপেক্ষা করতে বলে সে চলে গেল অ্যান্টিফোলাসের বাড়ির দিকে

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর রাস্তাতেই অ্যাঞ্জেলোর সাথে দেখা হয়ে গেল ছোটো অ্যান্টিফোলাসের। সে তখন বন্ধুর বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া করে ফিরছিল। ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে দেখেই অ্যাঞ্জেলো বলল, 'এই যে মশাই, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।'

'আমার কাছে? কেন?' ব্যাপারটা আঁচ করতে না পেরে বলল অ্যান্টিফোলাস।

অ্যাঞ্জেলো বলল, 'বাড়ি ফিরে দেখি এক পাওনাদার বসে আছে। সে আবার পাওনা টাকা না নিয়ে এক পাও নড়বে না। বলছি কী, যে হারটা আপনি আমায় বানাতে দিয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে যদি তার দামটা দিয়ে দেন তাহলে পাওনাটা মিটিয়ে দিতে পারি।'

'নিশ্চয়ই পাবে', বলল অ্যান্টিফোলাস, 'আগে তো হারটা আমায় দেবে তবে তো দাম দেব। জিনিসটা না দিয়েই তুমি তার দাম চাইছ? কী করে ভাবলে জিনিসটা না পেয়ে আমি তার দাম দেব?'

'সে কী কথা!' অবাক হয়ে দু-চোখ কপালে তুলে বলল অ্যাঞ্জেলো। 'এই তো কিছুক্ষণ আগে রাস্তার মাঝে হারটা তুলে দিলাম আপনার হাতে।'

রেগে গিয়ে দু-চোখ কপালে তুলে বলল ছোটো অ্যান্টিফোলাস, 'কী বললে! হারটা আমার হাতে দিয়েছ আর তাও আবার রাস্তার মাঝখানে! আমি তোমায় বলেছি হারটা নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে যেতে। কিন্তু তুমি সেখানে যাওনি। তারপর তোমার সাথে এই দেখা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ অ্যাঞ্জেলো। হারটা তুমি মোটেও দাওনি — না দিয়েই দাম চাইছ।'

এবার রেগে গেল অ্যাঞ্জেলো। ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে ধমকে উঠে বলল, 'কী বললেন, আমি মিছে কথা বলছি? আপনার মতো একজন ধনী লোক যে মিছে কথা বলে এভাবে গয়নাটা হাতিয়ে নেবেন তা আমার জানা ছিল না। জানলে কাজের আগেই পুরো দামটা আগাম নিয়ে নিতাম।'

ধমকে উঠে বলল ছোটো অ্যান্টিফোলাস, 'মুখ সামলে কথা বলবে অ্যাঞ্জেলো। রাস্তার মাঝে যা তা বলে অপমান করার ফল কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পাবে।'

'আপনি থামুন মশাই', পালটা ধমক দিল অ্যাঞ্জেলো, 'আপনার মতো চোর-জোচ্চোরকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। এখনও বলছি হারের দামটা মিটিয়ে দিন, নইলে ঘোল খাইয়ে ছাড়ব আপনাকে।'

এদের ঝগড়া-ঝাঁটির মাঝেই এসে পড়ল আদালতের পেয়াদা। তাকে দেখেই ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে ইশারায় দেখিয়ে অ্যাঞ্জেলো বলল, 'এর ফরমায়েস মতো আমি একটা হার তৈরি করে কিছুক্ষণ আগেই এর হাতে দিয়েছি। কিন্তু ও তার দাম দিতে চাইছে না। তুমি ওকে গ্রেপ্তার করে ডিউকের আদালতে নিয়ে যাও। খানিক বাদে আমিও যাচ্ছি সেখানে।'

সে সময় অভিযোগকারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট সরকারি দক্ষিণা নিয়ে যে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করতে পারত আদালতের পেয়াদা। অ্যাঞ্জেলোর কাছ থেকে যথোচিত দক্ষিণা নিয়ে সে সাথে সাথে গ্রেপ্তার করল ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে, ছোটো অ্যান্টিফোলাস দেখল পরিস্থিতি মোটেও তার অনুকূল নয়। কাজের মানুষ হিসেবে যদিও সে ডিউকের কাছের লোক, কিন্তু আসামী হিসেবে আদালতে হাজির হলে ডিউকের সাথে তার সে সম্পর্ক থাকবে না। তাছাড়া অ্যাঞ্জেলোর অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার মান সম্মান, প্রতিপত্তি এমনকি পদস্থ সেনানির চাকরিটাও হয়তো তাকে খোয়াতে হবে। এতক্ষণ ধরে অবাক হয়ে তার মনিবের সাথে অ্যাঞ্জেলোর কথা কাটাকাটি

শুনছিল ছোটো ড্রোমিও এবার অ্যান্টিফোলাস তাকে বলল সে যেন আড্রিয়ানার কাছ থেকে স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলোর পাওনা টাকাটা নিয়ে আসে সাথে সাথেই মনিবের বাড়িতে ছুটে গেল ছোটো ড্রোমিও গিন্নিমা আড্রিয়ানাকে সব কথা বলতেই সে তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে টাকাটা বের করে দিয়ে দিল ছোটো ড্রোমিওর হাতে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ছোটো ড্রোমিও, কিছুদূর যেতেই তার সাথে দেখা হল বড়ো অ্যান্টিফোলাসের। ছোটো ড্রোমিও কিছুতেই বুঝতে পারল না টাকা ছাড়া কীভাবে তার মনিব খালাস পেলেন ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এই ভেবে সে পুরো টাকাটাই মনিবের হাতে তুলে দিয়ে বলল 'এ টাকা গিন্নিমা পাঠিয়ে দিয়েছেন ' বড়ো অ্যান্টিফোলাসের বুঝতে বাকি রইল না যে অচেনা মহিলা তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে খাইয়েছেন, স্বামী বলে আদর-সোহাগ করেছেন— তিনিই পাঠিয়েছেন এ টাকাটা সে একবার ভাবল টাকাটা মহিলাকে ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল টাকাটা ফেরত দিতে গিয়ে যদি আবার কোনও ঝামেলা বেধে যায় এই ভেবে টাকার থলিটা সে পকেটে পুরে নিল এরপর ছোটো ড্রোমিওকে বলল 'দ্যাখ। হাতে আর বেশি সময় নেই এই বেলা সেন্টর হোটেলে চলে যা সেখানে থাকা খাওয়ার জন্য যে টাকাটা জমা দিয়েছিস তা তুলে নিয়ে আয়। আর মাল পত্র যা রয়েছে তা নিয়ে জাহাজঘাটায় চলে যাবি একটু বাদেই জাহাজ ছাড়বে '

'আবার সেই হোটেল। সেখান থেকে মালপত্র নিয়ে জাহাজে যেতে হবে' মনিবের কথাগুলো শুনে ছোটো ড্রোমিওর বুঝতে বাকি রইলনা সত্যিই তার মনিবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে হোটেলে যাবার নামে সে তখনি ছুটে গেল মনিবগিন্নি আড্রিয়ানার কাছে সব কথা খুলে বলল তাকে তার স্বামীর যে সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে, সে কথা ছোটো ড্রোমিওর মতো আড্রিয়ানা ও লুসিয়ানার বুঝতে বাকি রইল না লুসিয়ানাকে সাথে নিয়ে আড্রিয়ানা তখনই বেরিয়ে পড়লেন স্বামীর খোঁজে।

কিছুদূর যাবার পর আড্রিয়ানার চোখে পড়ল আদালতের পেয়াদা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তার স্বামীকে স্বামীর ওই অবস্থা দেখে চোখে জল এসে গেল আড্রিয়ানার সে তখনই ছুটে গেল স্বামীর কাছে তাকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ছোটো অ্যান্টিফোলাস। যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিয়ে বলল 'ক্ষুধার জ্বালায় যখন আমার পেট জ্বলে যাচ্ছিল, সে সময় বারবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও তুমি বাড়িতে ঢুকতে দাওনি আমায় এমন কি গ্রেপ্তারের খবর পেয়েও তুমি আমায় ছাড়াতে টাকা পাঠাওনি। এসবের পরেও তুমি কি করে আমার স্ত্রী বলে নিজেকে দাবি করো? মরলেও নরকে ঠাঁই হবে না তোমার ডিউককে বলে এবার তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করছি

আড্রিয়ানা বুঝে উঠতে পারল না নিজের পাশে বসিয়ে খাওয়াবার পরও কেন তার স্বামী এই অভিযোগ করছেন, আর জরিমানার টাকা সে তো নিজেই কিছুক্ষণ আগে আলমারি খুলে বের করে দিয়েছে ছোটো ড্রোমিওর হাতে তাহলে তিনি কি করে এসব কথা বলছেন? স্বামীর মাথা যে ঠিক নেই সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ রইল না আড্রিয়ানা আর লুসিয়ানার মনে

এবার পেয়াদার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্বামীকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার আড্রিয়ানা পেয়াদাকে কথা দিল স্বামীকে বাড়ি পৌঁছে দিলেই সে তার জরিমানার টাকা দিয়ে দেবে পেয়াদার কাছে সে এও শুনল কিছুক্ষণ আগে স্বর্ণকার অ্যাঞ্জেলো তার স্বামীকে একখানা হার দিয়েছে কিন্তু তার স্বামী সে হারের দাম দিতে চাইছেন না, বলছেন স্বর্ণকার মোটে তাকে কোনও হার দেয়নি তারপর তারা উভয়ে একে অন্যকে গালাগাল দিতে শুরু করে সে সময় সরকারি পেয়াদা সেখান

দিয়ে যাচ্ছিল। অ্যাঞ্জেলো তাকে ডেকে সবকিছু জানিয়ে বলে যে সে যেন তার কাছ থেকে সরকারি দক্ষিণা নিয়ে ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে গ্রেপ্তার করে। সেইমতো অ্যাঞ্জেলোর কাছ থেকে যথাযথ দক্ষিণা নিয়ে সে গ্রেপ্তার করে ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে। ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আড্রিয়ানার কাছে থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল পেয়াদা। এবার চেঁচিয়ে রাস্তা থেকে লোকজন ডেকে আনল আড্রিয়ানা। তার কথামতো লোকজন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে। তারপর পাগলামির চিকিৎসার জন্য ডেকে নিয়ে এল এক গ্রাম্য ওঝাকে। সে সময় পাগলামির চিকিৎসার জন্য লোকেরা ওঝারই শরণাপন্ন হত। ওঝার হাতে স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ির দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে এবার আড্রিয়ানা রওনা দিল অ্যাঞ্জেলোর বাড়িতে গিয়ে হারের দাম পরিশোধ করতে। কিছুদূর যাবার পর তার সাথে দেখা হয়ে গেল বড়ো অ্যান্টিফোলাসের। তাকে দেখেই আড্রিয়ানা ধরে নিল ওঝার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছে তার স্বামী।

সত্যি সত্যিই বড়ো অ্যান্টিফোলাসকে তখন দেখে মনে হচ্ছিল সে পাগল হয়ে গেছে। তার মাথার চুল উশকোখুশকো, হাতে খোলা তলোয়ার আর দু চোখে পাগলের মতো হিংস্র চাহনি আর তাকে তাড়া করে চলেছে শত শত লোক। আসলে তখন চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে অ্যান্টিফোলাস পাগল হয়ে গেছে। তাই তাকে ধরার জন্য পেছনে লোক ছুটেছে। আড্রিয়ানা দেখতে পেল বড়ো ড্রোমিওর হাতেও তলোয়ার—তলোয়ার উঁচিয়ে সে তার মনিবকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে যাতে কেউ তার মনিবের কাছে ভিড়তে না পারে। এ দৃশ্য দেখে আড্রিয়ানা জনতার কাছে করুণ মিনতি জানাতে লাগল তারা যেন তার স্বামীকে বেঁধে ফেলে। এদিকে অ্যান্টিফোলাসও বেশ বুঝতে পারল এভাবে তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না জনতাকে। কিছুক্ষণ বাদেই লোকেরা তার চারপাশ ঘিরে ধরে আড্রিয়ানার কথামতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবে তাকে। এমন সময় সামনে একটা বাড়ি দেখতে পেল অ্যান্টিফোলাস। কোনও উপায় দেখতে না পেয়ে সে আর বড়ো ড্রোমিও দ্রুত সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ল আশ্রয়ের আশায়।

সে বাড়িটা আসলে একটা মঠ, এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী সেই মঠের কর্ত্রী। লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। সব শোনার পর তিনি আড্রিয়ানাকে বললেন, 'দ্যাখ, এই মঠে কেউ আশ্রয় নিলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার অধিকার কারও নেই। এই মুহূর্তে তোমরা চলে যাও এখান থেকে।'

সন্ন্যাসিনীর কথা শুনে আড্রিয়ানা রেগেমেগে বলল, 'কিন্তু যাদের মাথা খারাপ হয়েছে তাদের বেলা এ নিয়ম খাটে না। আমার স্বামীর মাথা খারাপ হয়েছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমি তার চিকিৎসা করাব। সেখানে ওঝা অপেক্ষা করে আছে।'

মঠের কর্ত্রী কিন্তু মানতে চাইলেন না আড্রিয়ানার কথা। তার স্থির বিশ্বাস আশ্রয়ের জন্য যারা মঠে ঢুকেছে তাদের কেউ পাগল নয়। মেয়েটি বলছে বটে তার স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে বলে মনে করছেন সন্ন্যাসিনী। তাই তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না আড্রিয়ানার হাতে বড়ো অ্যান্টিফোলাসকে তুলে দিতে।

এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। বৃদ্ধ সওদাগর ইজিয়নকে তার জরিমানার টাকা জমা দেওয়ার যে সময় দিয়েছিলেন ডিউক, তার মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে। সূর্য ডোবার আগে টাকা দিতে না পারলে প্রাণদণ্ড হবে ইজিয়নের। প্রাণদণ্ড দেবার জন্য রক্ষীরা ইজিয়নকে কারাগার থেকে বের করে মঠের দিকে নিয়ে আসছে। যে জায়গাটায় তার প্রাণদণ্ড হবে তা মঠের ঠিক পাশেই।

প্রাণদণ্ড দেবার জন্য ইজিয়নকে নিয়ে চলেছে জল্লাদ আর তার পেছনে পেছনে ডিউক চলেছেন একদল প্রহরী আর কর্মচারী নিয়ে সে সময় মঠ থেকে বেরিয়ে এল আড্রিয়ানা মঠের কর্ত্রী তার পাগল স্বামীকে আটকে রেখেছেন বলে সে অভিযোগ জানাল ডিউকের কাছে

ডিউক খুব দুঃখ পেলেন আড্রিয়ানার কথা শুনে কারণ তার স্বামী অ্যান্টিফোলাস সেনাদলের এক পদস্থ সেনানি, রাজসভার নিয়মিত সভাসদ। একদিন তিনি নিজেই অ্যান্টিফোলাসের সাথে আড্রিয়ানার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি মঠের কর্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'অ্যান্টিফোলাস নামে যে ব্যক্তিটি আপনার মঠে আশ্রয় নিয়েছে তাকে ডেকে আনুন।' ডিউকের হুকুম শুনে মঠের কর্ত্রী ভেতরে গেলেন তার আশ্রিতদের আনতে ঠিক সে সময় ছোটো ড্রোমিওকে সাথে নিয়ে ছোটো অ্যান্টিফোলাসও হাজির হলেন সেখানে ওঝার হাত থেকে কোনও মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আড্রিয়ানার সাথে একটা ফয়সালা করতে এসেছেন তিনি তারা আসার সাথে সাথেই বড়ো অ্যান্টিফোলাস আর বড়ো ড্রোমিওকে নিয়ে বাইরে এলেন মঠের কর্ত্রী।

এবার সবাই নিশ্চুপ। অবাক হয়ে আড্রিয়ানা দেখল তার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুজন স্বামী বড়ো ও ছোটো ড্রোমিও আশ্চর্য হয়ে দেখল তাদের দুজন মনিবই হুবহু একরকম দেখতে। বড়ো ও ছোটো অ্যান্টিফোলাসও দেখলেন তাদের দুজন চাকরের মাঝে এক আশ্চর্য মিল। আর ইজিয়ন যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না যে সত্যিই তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই হারানো ছেলে আর দুই পালিত পুত্র। সে ডেকে উঠল তার দুই ছেলেকে। ডাক শুনে ঘাড় ঘোরালো বড়ো ও ছোটো অ্যান্টিফোলাস। বন্দি অবস্থায় বাবাকে দেখে অবাক হয়ে গেল তারা ছোটো অ্যান্টিফোলাসকে ডেকে নিজের পরিচয় দিল ইজিয়ান এতদিন পর হারানো বাবাকে পেয়ে বেজায় খুশি হল ছোটো অ্যান্টিফোলাস। এবার চমকে উঠলেন মঠের কর্ত্রী তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এতদিন বাদে আবার ফিরে পাবেন স্বামী ইজিয়নকে আর শুধু স্বামী নয়, দুই হারানো ছেলে আর দুই পালিত পুত্রকেও ফিরে পেলেন ইজিয়নের স্ত্রী এমিলিয়া।

এমন আনন্দের দিনে ডিউক খুশি হয়ে প্রাণদণ্ড মকুব করে মুক্তি দিলেন ইজিয়নকে স্বামীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেল আড্রিয়ানার। ডিউকের সামনে আড্রিয়ানা প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি তার বোন লুসিয়ানার বিয়ে দেবেন ভাসুর বড়ো অ্যান্টিফোলাসের সাথে

মার্চেন্ট অব ভেনিস

আসলে ইতালি দেশটা একটা উপদ্বীপ উত্তর ছাড়া অন্য তিন দিক দিয়েই একে বেষ্টন করে আছে ভূমধ্যসাগরের জলরাশি। আদ্রিয়াতিক উপসাগর হিসেবেই পরিচিত সমুদ্রের পূর্ব অংশটি ভূগোলের ছাত্ররা সবাই এটা জানে তারা এও জানে এরই উপর অবস্থিত মধ্যযুগীয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগর ভেনিস।

শুধু উপরে নয়, আদ্রিয়াতিক সাগরের ভেতরে অবস্থিত ভেনিস নগরী। এভাবেই কথাটা ঘুরিয়ে বলা চলে আদ্রিয়াতিক শুধু যে ভেনিসের নাড়িতে আর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে তাই নয়, সমুদ্র আর নগর যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল ভেনিস নগরে প্রতি বছর একটা বিশেষ দিনে বিবাহ বন্ধনের প্রতীক হিসেবে একটা মহামূল্য রত্নাঙ্গুরীয় জলে নিক্ষেপ করতেন ভেনিসের শাসনকর্তা ডোগবা ডিউক

ভেনিস শহরের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে কোনও রাজপথ ছিল না। ছোটো, বড়ো অসংখ্য খাল ব্যবহৃত হত লোক চলাচলের জন্য। সমুদ্রের জল সেই সব খাল দিয়ে অবাধে প্রবেশ করত গৃহস্থের অন্দরে দু বার জোয়ারের সময় দোকানের সিঁড়িগুলি পর্যন্ত দৈনিক ধুয়ে দিত সমুদ্রের জল অন্যান্য শহরের রাস্তায় যেমন অগুনতি গাড়ি ঘোড়া চলে, ভেনিসের জলপথে তেমনি দেখা যেত অসংখ্য গণ্ডোলা নৌকা সেগুলির কোনটা থাকত যাত্রী বোঝাই আবার কোনওটা মালে ভর্তি

ভেনিসের এই বৈশিষ্ট্য এখনও বর্তমান যদিও কালধর্মের প্রভাবে সে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি আজ প্রায় অবলুপ্ত বললেই চলে। মধ্যযুগে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির কোনও সীমারেখা ছিল না। বণিকেরা সবাই ছিলেন ধনকুবের তাদের জাহাজ পৃথিবীর সবদেশে যাতায়াত করত। ব্যাসানিও ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্ফূর্তি করা ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে নাচ গান, শিকার জুয়ো খেলা এরূপ একটা না একটা আনন্দে মেতে থাকতেন তিনি পূর্বপুরুষের কষ্টার্জিত অর্থ এভাবেই বন্ধু বান্ধবদের সাথে উড়িয়ে দিতেন তিনি আন্তনিওর পক্ষে সম্ভব হত না এ সব উৎসবে যোগ দেবার কারণ বিলাসী হলেও তিনি ছিলেন কাজের লোক কাজ কর্ম নষ্ট করে এ সব উৎসবে যোগ দেবার কোনও সার্থকতা খুঁজে পেতেন না তিনি

আয় থেকে অনেক বেশি ছিল ব্যাসানিওর ব্যয় কাজেই তার ধনভাণ্ডার যে একদিন শেষ হবে সে তো জানা কথা দেখতে দেখতে একদিন খালি হয়ে গেল তার ধনভাণ্ডার কিন্তু তাতেও তার চৈতন্য হল না ধার করেও নিজের ঠাট বজায় রাখতে লাগলেন ব্যাসানিও।

একে একে সবই বিক্রির পর্যায়ে চলে এল মফস্‌সলের জমিদারি, শহরের অতিবিক্ত ঘর বাড়ি অপ্রয়োজনীয় জাহাজ ব্যবহৃত আসবাবপত্র, সবই মহাজনের কাছে ধার নিতে হল তাকে তার সবশেষে আন্তনিওর কাছে ধার

ধার করে এই রাজসিক ব্যয়ভার বেশিদিন টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তাই মাঝে মাঝে অর্থকষ্ট দেখা দিতে লাগল ব্যাসানিওর এর একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে তাকে। হয়

তাকে অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে বাবুগিরি ত্যাগ করতে হবে খুবই সঙ্কটের মাঝে পড়ে গেল ব্যাসানিও আর কতই বা ধার নেওয়া যায় আন্তনিওর কাছ থেকে ' বন্ধুর কাছে হাত পাততে খুবই লজ্জা হয় ব্যাসানিওর।

কী করে নিজের ভাগ্য ফেরানো যায় সে কথাই সব সময় চিন্তা করেন ব্যাসানিও বন্ধুরা তো সবাই সুখের পায়রা তাদের কাছে সাহায্য চেয়ে কোনও লাভ নেই প্রকৃত হিতৈষী বলে যদি কেউ থাকে তবে এ আন্তনিও তিনি সর্বদাই বলেন 'তুমি এর একটা উপায় বের কর বন্ধু আর সে কাজে সাফল্য অর্জন করতে গেলে যা যা সাহায্য, সহযোগিতার দরকার আমার কাছ থেকে তুমি তা পাবে।' কিন্তু বেচারা ব্যাসানিওর মাথায় কোনও মতলবই আসছে না

শেষে একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন তার দিকে। বেলমন্ট গ্রামে মারা গেলেন এক ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন সে গ্রামের জমিদার, সেই সাথে কোটিপতি এই ভদ্রলোকটির বাড়িতে একসময় দু চার দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ব্যাসানিও

এই মৃত জমিদারের আপনজন বলতে ছিলেন তার একমাত্র মেয়ে পোর্সিয়া। পিতার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তিনি তখনও পর্যন্ত বিয়ে হয়নি তার যার গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন সে হবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী শুধু ধন সম্পদে নয়, রূপ গুণেও তিনি ছিলেন সেরা। প্রভাতের মতো নির্মল আর পবিত্র ছিল তার সৌন্দর্য মন থেকে তাকে এখনও পর্যন্ত মুছে ফেলতে পারেননি ব্যাসানিও। তার মনে হয় সে সময় পোর্সিয়ার সামান্য কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল তার উপর

সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হয়েছে পোর্সিয়ার পিতার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী তিনি আর ব্যাসানিওকে আজ কপর্দকশূন্য বললেও কম বলা হয়। দেনার দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে গেছে তার খুব শীঘ্র প্রচুর টাকার ব্যবস্থা না হলে পাওনাদারদের হাতে লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না তার কারাবাস তো স্বাভাবিক ব্যাপার আর তা হলে অভিজাত বংশের সন্তান ব্যাসানিওর পক্ষে আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই।

এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় পোর্সিয়াকে বিয়ে করা। তাহলে শুধু সংকট-মোচন নয়, জীবনে আর অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না তাকে বিলাস-ব্যসনে অপার আনন্দে কেটে যাবে তার জীবনের দিনগুলি

এ কি নিছক দুরাশা? এক সময় পোর্সিয়া তাকে অনুগ্রহ করতেন বলে মনে পড়ে ব্যাসানিওর কিন্তু সময় বদলে গেছে তখন পোর্সিয়া নিজে ধনী হয়ে ওঠেনি ব্যাসানিও তখন ছিলেন বিত্তশালী স্ফূর্তিবাজ। আজ অভাবে তিনি ক্লান্ত চেহারা, মেজাজ রুক্ষ পোর্সিয়াকে আকর্ষণ করার শক্তি অপহৃত তবু ভরসা পোর্সিয়া হালকা মানসিকতার মেয়ে নয় সে একবার মন দিয়েছিল কাকে তাকে নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় নি সুতরাং ভাগ্য নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যেতে পারে

এই ভেনিসীয় বণিকদের মধ্যে সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন আন্তনিও একদিকে তিনি ছিলেন প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী, অন্যদিকে সেই ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহারে মুক্তহস্ত ছিলেন তিনি তার দরজা থেকে কখনও বিমুখ হয়ে কেউ ফেরেনি। আর্তের সেবায় এগিয়ে যাওয়াটাকেই তিনি নিজের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন

অভিজাত বংশের সন্তান আন্তনিওর পক্ষে বিলাস ব্যসনে থাকাটাই স্বাভাবিক অনেক সময় তার ইচ্ছে না থাকলেও বন্ধু বান্ধবের চিত্ত বিনোদনের জন্য বড়ো বড়ো ভোজের আয়োজন

করতে হত দেহ-সৌষ্ঠব বজায় রাখার জন্য মহার্ঘা বেশভূষায় সজ্জিত হতেন তিনি অভাবগ্রস্ত অভিজাত যুবকদের সাহায্য করতে তিনি সব সময় প্রস্তুত থাকতেন অনেকেই তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়ে আর পরিশোধ করত না কেউ ঋণ পরিশোধ করতে এলেও তার কাছ থেকে কোনও সুদ নিতেন না তিনি

আন্তনিওকে সর্বদাই ঘিরে থাকতেন স্যালারিও, ব্যাসানিও, গ্রাসিয়ানো, লোরেঞ্জ প্রভৃতি অভিজাত বংশীয় যুবকেরা। আন্তনিওর মন ছিল যেমনি উদার তেমনি ছিল তার প্রচুর অর্থ এই দু-কারণে সবাই ইচ্ছে করত তাকে বন্ধুভাবে পেতে। সবার সাথে সুমধুর ব্যবহার করতেন স্নেহশীল আন্তনিও, যদিও তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল বন্ধু ব্যাসানিওর উপর।

ব্যাসানিও ছিলেন আন্তনিওর মতো এক অভিজাত বংশের সন্তান ধন-সম্পদ তারও কিছু কম ছিল না কিন্তু একটা বিষয়ে তার সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল আন্তনিওর সাথে। টাকা-পয়সা যতই ব্যয় করুন না কেন, ব্যবসাকে কখনও অবহেলার চোখে দেখতেন না আন্তনিও। সর্বদা সাত-সমুদ্র আলোড়িত করে ফিরত তাঁর বাণিজ্য তরী ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন তিনি

কিন্তু ভাগ্য পরীক্ষা কি করে? কোটিপতি পোর্সিয়ার পাণি প্রার্থনা করতে গেলে কমসে কম লাখপতির মতো জাঁকজমকের প্রয়োজন। একটা প্রবাদ আছে যে রাজা কোফাচুয়া এক ভিখারিণী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু ইতিহাস, শাস্ত্র বা রূপকথায় এমন কোনও উদাহরণ নেই যে একজন রানি সিংহাসন থেকে নেমে এসে একজন ভিক্ষুকের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

মনে মনে একটা হিসাব করতে বসলেন ব্যাসানিও। পোর্সিয়ার পাণিপ্রার্থী হয়ে বেলমন্টে যেতে হলে দামি সাজ পোশাকের প্রয়োজন সেই সাথে দশ বারো জন জমকালো পোশাক পরা ভৃত্য, কিছু যানবাহন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা চাই যা দিয়ে পাথেয় ও পারিতোষিক দেওয়া সম্ভব হবে। সুষ্ঠুভাবে এসব করতে গেলে অন্ততপক্ষে তিন হাজার ডুকাট স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন

হিসাব কষার পর কয়েকদিন বিষণ্ণ মনে চুপচাপ রইলেন ব্যাসানিও ভাবতে লাগলেন কোথায় পাওয়া যাবে এই তিন হাজার ডুকাট স্বর্ণমুদ্রা? এক পয়সা যার সম্বল নেই সে এত টাকার অলীক স্বপ্ন দেখে কী করে?

তা ছাড়া কেই বা তাকে ধার দেবে এত টাকা? কিন্তু আশা মোহিনী সে বারবার ব্যাসানিওর মনকে উত্তেজিত করে বলতে থাকে একবার দেখিনা আন্তনিওর কাছে এ প্রস্তাবটা রেখে সে ভালো লোক, তোমায় সত্যিই ভালোবাসে আন্তনিওর কাছ থেকে তুমি টাকাটা হয়তো পেলেও পেতে পার তাছাড়া তুমি তো আর সে টাকাটা মেরে দিচ্ছ না পোর্সিয়ার সাথে বিয়ে হলেই তুমি আন্তনিওর ধার আর সেই সাথে আগের সমস্ত ধার শোধ করে দিতে পারবে শেষমেশ বন্ধু আন্তনিওর কাছে যেতে বাধ্য হলেন ব্যাসানিও

তিনি আন্তনিওকে বললেন, 'বন্ধু তোমার কাছে ঋণের শেষ নেই আমার। অর্থ আর কৃতজ্ঞতার ঋণ উভয়ই সমান কোনওদিন যে এসব শোধ করতে পারব সে আশা আমার নেই। এদিকে আমার যে কত শোচনীয় অবস্থা সে খবর জানা নেই তোমার অবিলম্বে আমি যদি প্রচুর অর্থ জোগাড় করতে না পারি তাহলে সবার সামনে অপমানিত হতে হবে আমাকে এমন কি পাওনাদারদের নালিশের ফলে আমার কারারুদ্ধ হওয়াও আশ্চর্য নয় এখনই এর একটা বিহিত না করলে নয়, আর তুমি ছাড়া আর কারও পক্ষে এ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।'

বন্ধুর এই করুণ অবস্থা দেখে খুবই কাতর হয়ে পড়লেন আন্তনিও। ভাবলেন, কীভাবে এ বিপদের নিরসন হতে পারে? ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন ব্যাসানিওর মাথায় কোনও উপায় এসেছে কিনা। পোর্সিয়া ঘটিত ব্যাপারটা তখন আন্তনিওকে খুলে বললেন ব্যাসানিও পোর্সিয়া যে এক সময় ব্যাসানিওর প্রতি অনুরক্তির আভাস দিয়েছিলেন সে কথাও বন্ধুকে জানাতে ভুললেন না ব্যাসানিও। তিনি হিসাব করে বন্ধুকে দেখিয়ে দিলেন যে পোর্সিয়ার পাণিপ্রার্থী হতে গেলে সবার আগে দরকার তিন হাজার ডুকাট স্বর্ণমুদ্রা পোর্সিয়ার সাথে বিয়ে হলেই তিনি যে বন্ধুর প্রাপ্য সব টাকা শোধ দিয়ে দেবেন সে কথাও বন্ধুকে জানাতে ভুললেন না ব্যাসানিও।

ধৈর্য ধরে ব্যাসানিওর সব কথা শুনলেন আন্তনিও তারপর অসহিষ্ণুভাবে বললেন তাকে 'তুমি কি আমায় চেন না যে আজ এভাবে দুঃখের কাঁদুনি গাইছ? জেনে রাখ, আমার হাতে এক পয়সা থাকলে তার আধপয়সা থাকবে তোমার প্রয়োজনের জন্য আমি ধার হিসেবে টাকাটা তোমায় দেইনি আর তুমি তা ফেরত দেবে সে আশাও আমি মনে স্থান দেইনি। টাকাটা ফেরত দিতে এলেও আমি তা নেব না যদি না সে সময় প্রচণ্ড অর্থকষ্টে পড়ি।'

তবে এখন এসব আলোচনা না করাই ভালো। তোমার মাথায় যে মতলবটা এসেছে তা নেহাত খারাপ নয় অনেক দুঃস্থ যুবক মুক্তি পেয়েছে প্রেমের দেবতার কৃপায় পাত্র হিসেবে তুমি যে অনুপযুক্ত সে কথা বলার সাহস কারও নেই। তুমি বিলাসী হলেও দুশ্চরিত্র নও লেখাপড়া না জানলেও তুমি যে ভেনিসের প্রথম সারির অভিজাতদের একজন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া তুমি বলছ যে বেলমন্টে থাকাকালীন পোর্সিয়া তোমার উপর কৃপাদৃষ্টি দেখিয়েছে, সে কথা সত্যি হলে তো সোনায় সোহাগা। আর তা সত্যিই না হলেও হতাশ হবার কিছু নেই কারণ তোমাকে অগ্রাহ্য করা কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অনেক সময় জুয়া খেলে লাখ লাখ টাকা তুমি নষ্ট করেছ। আর এখন তিন হাজার ডুকাট টাকাও লোকসান হয়, সেটা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জান অত টাকা তোমার নেই, আর আমারও নেই'

আন্তনিওর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন ব্যাসানিও। তিনি বললেন, 'কী বলছ হে? তিন হাজার ডুকাট টাকা তোমার কাছে নেই? এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্য কেউ হলে না হয় ভাবতাম আমায় সাহায্য করবে না বলে অর্থাভাবের অজুহাত দিচ্ছে কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে কথা মনে আনাও পাপ। তোমাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি তোমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?'

আন্তনিও বললেন, 'তুমি যদি আমায় চেন, তাহলে বিশ্বাস কর আমার কথা। এই মুহূর্তে তিন হাজার ডুকাট আমার হাতে নেই তা বলে কি নিঃস্ব মোটেই নয় আমার সম্পত্তি আছে বইকি। গুদামভরা পণ্য রয়েছে, সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে আমার বিশাল বিশাল জাহাজ। নিঃস্ব না হলেও এখন আমার হাতে নগদ টাকা নেই তিন হাজার ডুকাট কেন, দু মাস বাদে এলে আমি ত্রিশ হাজার ডুকাটও অক্লেশে তুলে দিতে পারব তোমার হাতে কিন্তু এই মুহূর্তে তিন হাজার কেন, তিনশো দিতেও আমি অপারগ' আন্তনিওর কথা শুনে নিরাশ হয়ে বলল ব্যাসানিও, 'দুমাস বাদে পোর্সিয়া কি আর আমায় বিয়ে করতে রাজি হবে? তুমি তো জান না পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পাণিপ্রার্থীরা এসে হাজির হয়েছে বেলমন্টের প্রাসাদে তাদের অনেকেই নানা গুণ সম্পন্ন, নেপলসের রাজাও রয়েছেন তাদের মাঝে। তাছাড়া রয়েছেন জার্মানির কাউন্ট প্যালাটাইন, ফরাসিদের একজন, ব্রিটেনের

একজন এবং স্কটল্যান্ডের একজন জমিদার এমনকি মিশরের একজন প্রতিনিধিও এসেছেন খানকতক মমি উপহার নিয়ে এতসব প্রার্থীকে বাতিল করে পোর্সিয়া দুমাস অবিবাহিতা থাকবেন এ আশা আমি করি না '

এতসব নামি প্রার্থীর কথা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল আন্তনিও সত্যিই তো, যে কোনও সময় ঠিক হয়ে যেতে পারে পোর্সিয়ার বিয়ে তাহলে তো ছাই পড়বে ব্যাসানিওর সব আশায় শেষে কি মহাজনদের কাছে দেনার দায়ে আত্মঘাতী হবে তার বন্ধু ?

শেষমেশ তাকে বলতেই হয়, 'বন্ধু, তাহলে তুমি এক কাজ কর খোঁজ নিয়ে দেখ কোথায় ধার পাওয়া যায় তিন হাজার ডুকাট। অবশ্য শুধু হাতে কেউ তোমায় এত টাকা ধার দেবে না তুমি সবাইকে বলবে এই ধারের জন্য জামিন থাকবেন আন্তনিও আশা করি তা হলে ধার পেতে অসুবিধে হবে না তোমার দু'মাসের মধ্যে আমার জাহাজগুলি ফিরে আসবে সে আশা আমি রাখি তাহলেই সে ধার শোধ করে দেব আমার পক্ষে কষ্টকর হবে না '

ব্যাসানিও বললেন, 'আর এর মধ্যে যদি পোর্সিয়ার কৃপা পেয়ে যাই তাহলে জাহাজ আসা পর্যন্ত তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না!'

আন্তনিও হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'সে তো বটেই আশা করি জাহাজ ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না তোমায় কিন্তু খারাপ দিকটাও ভাবা দরকার, ধর, যদি পোর্সিয়া তোমায় অপছন্দ করে তাহলেও নিরাশ হবার কিছু নেই তুমি মহাজনের কাছে তিন মাসের সময় চাইবে তাহলেই যথেষ্ট। আর দুমাসের মধ্যে আমার জাহাজগুলি তো এসেই যাবে তখন এই ধার শোধ দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবে না '

'তোমার নাম করলে আর কেউ সুদ চাইবে না কারণ তুমি তো ধার দিয়ে সুদ নেও না', বললেন ব্যাসানিও

আন্তনিও বললেন, 'আমি জানি খ্রিস্টান মহাজনেরা সুদ নেবে না, কারণ টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া বাইবেলে নিষিদ্ধ তাছাড়া ভেনিসের জন সাধারণের কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত খাতির আছে তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ খ্রিস্টান মহাজনের কাছে ধার পাওয়া যায় কিনা। না পেলেও তাতে ভয় পাবার কিছু নেই কোনও ইহুদি যদি ধার দিতে চায় তাহলে আমরা সেটা নেব আমরা যে কোনও সুদ দিতে রাজি। কারণ আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন '

আন্তনিওর মহত্ত্বে নূতন করে মুগ্ধ হয়ে আবার ধারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন ব্যাসানিও আগে যারা ব্যাসানিওকে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত, এবার তারাই আন্তনিওর নাম শুনে খাতির করে তাকে বসিয়ে ধারের প্রস্তাবনা ভালোভাবে জেনে নিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্যাসানিওর সে সময় কোনও খ্রিস্টান বণিকের হাতেই টাকা ছিল না। তাদের সবার জাহাজও সে সময় আন্তনিওর মতো সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত দু মাসের মধ্যেই সব জাহাজ বন্দরে ভিড়বে। তখন আন্তনিওর নাম করে যত ইচ্ছে ধার নেওয়া যেতে পারে কিন্তু জাহাজ না ফেরা পর্যন্ত আন্তনিওর মতো সবাই সাময়িকভাবে নিঃস্ব কাজেই তিন হাজার ডুকাট বের করা এখন কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়

হতাশ হয়ে পড়লেন ব্যাসানিও পোর্সিয়াকে বিয়ে করা আর বোধ হয় তার ভাগ্যে নেই এই ভেনিস শহরে দুমাসের আগে টাকা পাবার কোনও আশা নেই। আর এই দুমাসের মধ্যে পোর্সিয়ার পাণিপ্রার্থীরা কেউ সফল হবে না, এ আশা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়

বণিকদের দ্বারে দ্বারে ধার চেয়ে বিফল হয়ে একদিন অপরাহ্ণে যখন বাড়ি ফিরে আসছেন ব্যাসানিও এমন সময় খাল ধার থেকে কে যেন ডেকে উঠল তাকে সাথে সাথে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। দেখলেন এক লম্বা দাড়িওয়ালা ন্যুব্জ দেহ তির্যকদৃষ্টির বৃদ্ধ ডাকছে তাকে তিনি চিনতে পারলেন লোকটিকে --- ও আর কেউ নয় ইহুদি শাইলক প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের বলা হয় ইহুদি প্রভু যিশুর আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচারের আগে ইহুদি ধর্ম প্রচলিত ছিল প্যালেস্টাইনে এই ইহুদি পুরোহিতদের প্ররোচনায় যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল রোমের শাসকেরা

টাকা-পয়সার লেনদেনই ছিল ইহুদিদের প্রধান উপজীবিকা। ইউরোপের সমস্ত দেশেই ছড়িয়ে ছিল তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রচুর প্রভাব ছিল তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের বড়ো একটা ধার ধারত না তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোককে টাকা ধার দিয়ে চড়া হারে সুদ নিত তারা। এই ভেনিস শহরে শাইলকের মতো নির্মম সুদখোর আর কেউ ছিল না এমনকি অন্যান্য ইহুদিরাও তার এই অস্বাভাবিক অর্থ-লালসার জন্য ঘৃণা করত শাইলককে

হঠাৎ ব্যাসানিওকে ডাকলেন কেন শাইলক?

নিশ্চয়ই এর কারণ আছে

ভেনিসীয় বণিকদের টাকা পয়সা লেন-দেনের জায়গাটার নাম রিয়ালতো একটা বড়ো খালের উপরিস্থিত সুপ্রশস্ত পুল হল এটা এই পুলের উপর জড়ো হয়ে আর্থিক বিষয়ে আলোচনা করতেন বণিকেরা শাইলকের প্রতি বণিকদের যতই বিতৃষ্ণা থাক না কেন, এখানে আসতে তার কোনও বাধা ছিল না কারণ তাকে বাধা দেবার অধিকার কারও নেই। এখানকার আলোচনা থেকেই শাইলক জানতে পেরেছেন তিনহাজার ডুকাট ধারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্যাসানিও আর লোকের মুখে মুখে একথাও ছড়িয়ে পড়েছে যে এই ধারের জন্য জামিন হতে রাজি আছেন মাননীয় আন্তনিও।

ব্যাসানিওকে ডেকে জানতে চাইলেন শাইলক, 'কেমন আছেন ব্যাসানিও?'

শাইলকের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল ব্যাসানিওর এবং তাকে তিরস্কার করতেও ছাড়তেন না কিন্তু এ সময় শাইলককে এখানে দেখে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল তার অন্তরে হোক না ইহুদি, শাইলকও তো টাকা ধার দিয়ে থাকে। আর আন্তনিও তো বলেই দিয়েছেন খ্রিস্টানদের কাছে না পেলে ইহুদিদের কাছে টাকা ধার করলেও তার কোন আপত্তি নেই শাইলক যখন এখানে উপস্থিত আছে তখন তার কাছে প্রস্তাবটা করে দেখতে ক্ষতি কী

সরলহৃদয় ব্যাসানিও কিন্তু জানতেন না তার প্রয়োজনের কথা আগে থেকেই জেনে গেছেন শাইলক শুধু তাই নয়, আন্তনিও যে এর মধ্যে জড়িয়ে আছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই ধূর্ত শাইলক আজ এসেছে এখানে

যদিও ব্যাসানিওকে ডেকে থামিয়েছে শাইলক কিন্তু সে প্রকাশ করেনি কেন ডেকেছে তাকে শাইলক চায় যার প্রয়োজন প্রস্তাবটা তার মুখ থেকেই আগে আসা উচিত

ব্যাসানিও কিন্তু এত সব বুঝলেন না তিনি আগ বাড়িয়ে পা দিয়ে বসলেন শাইলকের ফাঁদে তিনি হাসিমুখে শাইলককে বললেন, 'এই যে শাইলক! খুবই ভালো হল তোমার সাথে দেখা হয়ে তুমি তো শহরের শ্রেষ্ঠ মহাজনদের একজন। তা তুমি কি আমায় তিনহাজার ডুকাট ধার দিতে পার? খুব বেশিদিনের জন্য নয় মাত্র তিনমাসের জন্য টাকাটা ধার চাইছি আমি আন্তনিও জামিন হবেন এর জন্য তুমি যা সুদ চাইবে তিনি তাই দেবেন

ব্যাসানিওর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন শাইলক বললেন, 'টাকা? আন্তনিও? তার আবার টাকার অভাব। জামিন না হয়ে তিনি নিজেই তো টাকাটা দিতে পারেন ইচ্ছে করলে তিনি আমার মতো দু-পাঁচটা সুদখোর ইহুদিকে অনায়াসেই কিনে নিতে পারেন '

ব্যাসানিও উত্তর দিলেন, 'তা অবশ্যই তিনি পারেন তবে বর্তমানে তিনি কিছু অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন জাহাজগুলি ফিরে না আসা পর্যন্ত নগদ টাকার আমদানি নেই। অথচ আমার এখনই প্রয়োজন তিন হাজার ডুকাট। আমি বলি কি তুমি তো অনায়াসেই এ টাকাটা আমায় ধার দিতে পার '

এ কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন শাইলক কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না মাত্র তিনমাসের জন্য কেন, তায় আবার জামিন আন্তনিও সুদও যা খুশি। একটু ভেবে বললেন, 'কত টাকার প্রয়োজন আপনার, তিন হাজার ডুকাট? সে যে অনেক টাকা কিন্তু... '

বিরক্ত হয়ে বললেন ব্যাসানিও, 'ও নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন? আন্তনিওই তো জামিন রয়েছেন '

বাধা দিলে বললেন শাইলক, 'ঠিকই বলেছেন আপনি লোক হিসেবে আন্তনিও মোটেই খারাপ নন।'

ব্যাসানিও খুব রেগে গেলেন শাইলকের কথা বলার ধরনে। শাইলক তাকে টাকা ধার দিক বা না দিক, ওর মতো ঘৃণ্য লোকের কাছ থেকে আন্তনিও সম্পর্কে বিদ্রূপ বা সমালোচনা, কোনওটাই শুনতে রাজি নন তিনি তাই তিনি বলে উঠলেন, 'আন্তনিও যে ভালো লোক সে কথা কি ভেনিসের মানুষ জানে না? এতে কি আপনার কোনও সন্দেহ আছে?'

সাথে সাথেই জিভ কেটে বললেন শাইলক, 'আরে না মশাই, আন্তনিও সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু উনি ভালো লোক এ কথার অর্থটা আপনার ঠিক বোধগম্য হয়নি 'ভালো লোক আমরা তাকেই বলি যার আর্থিক অবস্থা ভালো। আর যতদূর জানি আন্তনিওর আর্থিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয় যাতে তাকে তিনহাজার ডুকাট ধার দেওয়া চলে না '

শাইলকের কথা শুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন ব্যাসানিও, 'মাত্র তিন হাজার ডুকাট? আপনি কি জানেন তার এক একখানা জাহাজে মাল থাকে ত্রিশ হাজার ডুকাটের?''

ব্যাসানিওর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বলল শাইলক 'তা হতে পারে। তবে জাহাজ তো কাঠ ছাড়া আর কিছু দিয়ে তৈরি হয় না। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন কাঠের জাহাজ মাঝে মাঝে সমুদ্রে ডুবে যায়। তাছাড়া চড়ায় বেঁধে জাহাজ অচল হয়ে যেতে পারে, চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তলা ফেঁসে যেতে পারে, জলে ডুবে যেতে পারে আগুনে পুড়ে যেতে পারে এরূপ যে কোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারে তার উপর আবার রয়েছে বোম্বেটেদের উৎপাত না বাবা, আর যার সাহস থাক শাইলক রাজি নয় নগদ টাকায় মাল কিনে জাহাজে পাঠাতে। হাঁ, কী যেন বলছিলেন আপনি? এক হাজার ডুকাট ধার চান?'

ব্যস্ত হয়ে বললেন ব্যাসানিও 'এক হাজার নয় তিনহাজার আর তাও মাত্র তিনমাসের জন্য

শাইলক বললেন, 'মাত্র তিনমাস? আমি তো ভেবেছিলাম এক বছরের জন্য কারণ সেটাই আমাদের রীতি কিনা। যা হোক, আমি না হয় তিনমাসের কথাই মেনে নেব যদিও আন্তনিওর

জাহাজগুলি সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও আন্তনিওর জামিনে টাকা ধার দেব আমি। তবে কি জানেন, আমি একবার দেখা করতে চাই আন্তনিওর সাথে। সে ব্যবস্থা করা সম্ভব কি?'

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল এ সময় অদূরে খালের ধারে দেখা গেল আন্তনিওকে এ সময় তাকে এখানে দেখতে পেয়ে সেটাকে দৈব যোগাযোগ বলে মেনে নিলেন ব্যাসানিও তিনি আশায় রইলেন এই ভেবে যে এবার তার কার্যোদ্ধার হবে। কিন্তু আন্তনিওকে দেখেও না দেখার ভান করল শাইলক সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন ধারের ব্যাপারটা নিয়ে সে চিন্তামগ্ন

কাছে এসে আন্তনিও ব্যাসানিওর কাছে জানতে চাইলেন সে কোনও আশার আলো দেখতে পেয়েছে কিনা ব্যাসিনিও জনান্তিকে তার বন্ধুকে জানাল এই মাত্র শাইলকের সাথে কথা হয়েছে এবং মনে হয় সে রাজি আছে তখন শাইলককে উদ্দেশ করে বললেন আন্তনিও, ওহে শাইলক! তুমি আমাদের এই উপকারটা করবে কি?

সুপ্তোত্থিতের মতো আন্তনিওর দিকে তাকিয়ে বলল শাইলক, 'এক বছরের জন্য এক হাজার ডুকাট, তাই না?' বাধা দিয়ে বললেন ব্যাসানিও, 'না হে, তিন মাসের জন্য তিন হাজার ডুকাট আর তার জন্য জামিন হবেন আন্তনিও এ কথা তো বারবার বলেছি তোমায়! একটু আগেই তো তুমি বলেছিলে আন্তনিওর সাথে দেখা হলে ভালো হয় এই তো তিনি এসে গেছেন. এবার তোমার যা জিজ্ঞেস করার তা করে নাও

ব্যাসানিওর কথা যেন শুনতেই পেল না শাইলক সে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল ব্যাসানিও স্পষ্ট শুনতে পেলেন শাইলকের কথা সে বলছিল, 'আমি কুত্তা? কুত্তার কি টাকা থাকে? সে কি কাউকে তিন হাজার ডুকাট ধার দিতে পারে? তিন মাস কেন, এক মাসের জন্যও সে তা পারে না। অথচ এই কুত্তার কাছেই এসেছেন অভিজাত বংশীয় মাননীয় খ্রিস্টান ভদ্রলোকেরা..

ব্যাসানিও রেগে গিয়ে বললেন, 'কী বলছ তুমি?'

শাইলক উত্তর দিলেন, 'বলছি আমি তো একটা কুত্তা। মহামান্য আন্তনিও হাজার বার আমায় কুত্তা বলে গালাগাল দিয়েছেন। প্রকাশ্যে হাজার লোকের সামনে তিনি একাজ করেছেন অথচ আমার কী অপরাধ তা আমি জানি না। তিনি বলেছেন টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া কুত্তার কাজ আমার অভিমত অকারণে আমি কেন টাকা ধার দেব লোকের উপকারের জন্য? বেশ তো, আমি যখন লোকের উপকার করতে যাব, তখন লোকেরও উচিত প্রতিদানে আমার উপকার করা বিনামূল্যে কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়া কি উচিত? উপকার চাইলে তার দাম দিতে হবে। সেই দামটাই সুদ দাম না দিয়ে রুটি, মাংস কিছুই কেনা যায় না অথচ যারা রুটি বেচে, মাংস বেচে টাকা নেয়, কই মহামান্য আন্তনিও তো কখনও তাদের কুত্তা বলেন না.'

শাইলকের কথা শুনে রীতিমতো রেগে গেলেন আন্তনিও। তিনি বললেন, এ কথা ঠিক যে আমি তোমায় কুত্তা বলেছি তবে রুটি বেচে পয়সা নেওয়া আর ধার দিয়ে সুদ নেওয়া এক কথা নয় আর তোমার সুদের চাপটাও খুব কম নয় আমি নিজের চোখেই দেখেছি ওই চাপে পড়ে কত লোক পথের ফকির হয়ে গেছে আমি নিজে সুদ নেই না, সেজন্য প্রচণ্ড ঘৃণা করি সুদখোর লোককে তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি তোমাকে। আমি তোমায় কুত্তা বলেছি আর চিরকাল বলব সে কথা তোমার কাছে ধার চাইছি বলে তুমি মনে কর না যে অন্যভাবে আমি তোমায় সম্বোধন করব।'

কুটিল হেসে শাইলক বলল 'তবুও তুমি আমার কাছ থেকে ধার পাবার আশা কর?' 'কেন করব না।', বললেন আন্তনিও কারণ ওটাই তো তোমার পেশা তোমার কাছ থেকে টাকা নিলে তো তোমারই উপকার হয় কেউ টাকা ধার না নিলে সুদ পাবে কোথায়? আর সুদ না পেলে তুমি দু দিনেই শুকিয়ে যাবে, তবে অভাবে নয়, মনস্তাপে টাকা ধার নিয়ে আমি তার সুদ দেব তাহলে কেন ধার দেবে না তুমি? আমি সুদ দেব আবার কুত্তা বলে তোমায় গালাগাল দেব তবুও তুমি হাসিমুখে ধার দেবে এবার বল কত সুদ চাও তুমি। আমি তোমায় এত চড়া সুদ দিতে রাজি আছি যা তুমি আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে পাওনি চড়া সুদ আমি এজন্যই দেব যাতে বিয়ালতোর উপর দাঁড়িয়ে বলতে পারি তোমরা সবাই দেখ ওই কুত্তা শাইলক আমার কাছ থেকে কীরূপ চড়া সুদ আদায় করেছে তুমি স্বপ্নেও ভেব না ধার চাইছি বলে আমি তোমায় বন্ধুভাবে মেনে নিচ্ছি আর তুমিও আমায় বন্ধু ভেবে ধার দিও না। মনে কর শত্রুকে বিপদে ফেলার আশায় তুমি তাকে ধার দিচ্ছ

এরপর গম্ভীর হয়ে বললেন আন্তনিও, 'কিন্তু তোমার সিদ্ধান্তটা তো জানা গেল না স্পষ্ট করে বল তুমি আমায় টাকা ধার দেবে কিনা?

গভীর মনস্তাপের সাথে বলল শাইলক, 'টাকা দেব না কেন? তোমাদের যখন দরকার তখন নিশ্চয়ই দেব তবে আমার নিয়ম হচ্ছে ধার দিয়ে সুদ নেওয়া আর তোমাদের হচ্ছে সুদ না নেওয়া বেশ তো তোমাদের নিয়মই আমি মেনে নিচ্ছি এক পয়সাও সুদ নেব না আমি এতে যদি তোমাদের বন্ধুত্বের কিছুটাও পেতে পারি, আমার বিবেচনায় সেটাই পরম লাভ।'

শাইলকের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি আন্তনিও তবে কি শাইলক সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা এতদিন ধরে মনে পুষে রেখেছেন তিনি? তবে কি সত্যিই ও খারাপ লোক নয়? বেশ তো, ফলেন পরিচিয়তে এই ধারের ব্যাপারটাতেই বোঝা যাবে ওর আসল পরিচয়

শাইলক বলল, 'বেশ তো শুভস্য শীঘ্রং তবে আমার কাছে তো অত টাকা নেই। কাজেই আমার এক আত্মীয় আছে তার নাম তুবাল যা কম পড়বে তা ওর কাছ থেকে নিয়ে নেব যাই, ওর বাড়ি থেকে বাকি টাকাটা নিয়ে আসি তোমরা এর মধ্যে উকিলের কাছে গিয়ে দলিল লেখা পড়ার কাজটা সেরে ফেল সুদ কুদ নয় দলিলে শুধু একটা কথা লেখা থাকবে—অবশ্য সেটা তামাশা ছাড়া আর কিছু নয় দলিলে তোমরা শুধু লিখে দিও যদি তিনমাসের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ না হয় অবশ্য আন্তনিওর কাছ থেকে টাকাটা আমি নেব, ব্যাসানিওকে অকারণ জড়াব না এর মধ্যে যে জামিনদার প্রকারান্তরে সেই দেনাদার তাই দলিলটা আন্তনিওই দেবেন আর সুদের পরিবর্তে স্রেফ তামাশার জন্যই একটা শর্ত লেখা হবে যাতে যে '

অসহিষ্ণুভাবে আন্তনিও বললেন 'পরিষ্কার করে বলো না বাপু, দলিলে কী লেখা হবে তোমার প্যাঁচালো কথা বার্তা শুনে আমার সন্দেহ তো বেড়েই যাচ্ছে '

শাইলক বলল 'না, না সন্দেহের কিছু নেই এতে সন্দেহ করলেই তো সব কাজ পণ্ড হয়ে যায় দলিলে যা স্পষ্ট করে লিখতে হবে তা হল নির্দিষ্ট দিনে ধার শোধ দিতে অপারগ হলে আন্তনিওর শরীরের যে কোনও জায়গা থেকে এক পাউন্ড মাংস আমি কেটে নিতে পারব তোমরা যখন ইহুদিকে পিশাচ বলেই মনে কর তখন এরূপ একটা পৈশাচিক শর্তই দলিলে লেখা থাক '

চমকে উঠলেন ব্যাসানিও না, এরূপ একটা শর্ত কিছুতেই দলিলে লেখা যাবে না আমি কিছুতেই এমন দলিলে সই করতে দেব না আন্তনিওকে

ব্যাসানিওর কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল শাইলক, 'আরে, আমি কি সত্যিই তোমার বন্ধুর দেহের মাংস কেটে নেব? এতে আমার লাভ? গোরু শুয়োরের মাংস হলে না হয় খাওয়া যেত মানুষের মাংস কুকুরকে দিলেও সে মুখ ফিরিয়ে নেবে আসলে পরিহাসের ছলে তোমাদের মনোভাব পরীক্ষা করছিলাম আমি দেখছি, বিনা সুদে টাকা ধার দিতে রাজি হয়েও তোমাদের মনের অবিশ্বাস দূর করতে পারিনি আমি। যাই হোক, তোমরা যখন আমায় বিশ্বাস কর না তখন কী দরকার আমার সাথে কাজ-কারবার করে

কথাটা বলেই নিজের বাড়ির দিকে যাবার উপক্রম করল শাইলক আন্তনিও তাকে ডেকে ফেরালেন। তিনি নিজেও কম আশ্চর্য হননি শাইলকের কথা শুনে, তবে ভয় পাবার পাত্র তিনি নন সুযোগ পেলেই শাইলক যে দেহের মাংস কেটে নিয়ে তার মৃত্যু ঘটাবে এটা আন্তনিওর বদ্ধমূল ধারণা তবুও তিনি ভয় না পেয়ে বোঝাতে লাগলেন ব্যাসানিওকে, 'এতে ভয় পাবার কী আছে? একথা ঠিকই যে অভিসন্ধি নিয়ে ঐরূপ একটা শর্ত আরোপ করতে চাইছে লোকটি কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না। দু'মাসের মধ্যেই আমাদের জাহাজগুলি বন্দরে ফিরে আসবে — অবশ্য দলিলে লেখা থাকবে তিন মাস তাহলে পুরো একমাস সময় হাতে থাকবে আমাদের ওই সময়ের মধ্যে জিনিস বেচে তিনহাজার ডুকাট তো সামান্য ব্যাপার, লক্ষ ডুকাট জোগাড় করতে পারব আমি বন্ধু, এ নিয়ে তুমি আর ভেব না।'

ব্যাসানিওর আপত্তি সত্ত্বেও আন্তনিও শাইলককে বললেন তিনি তার শর্তেই টাকা ধার করতে রাজি আছেন এরপর দু-বন্ধু উকিলের কাছে দলিল লেখাতে গেলেন। স্থির হল খানিকক্ষণ বাদেই শাইলক ওই উকিলের বাড়িতে গিয়ে টাকা দেবেন আর দলিলটা নিয়ে আসবেন

বাড়ির দিকে যেতে যেতে নিজ মনে বলতে লাগল শাইলক, 'এবার দেখা যাবে কে কুত্তা আমার সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ এবার কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব।'

দুই

শাইলকের কাছ থেকে টাকা পেয়ে মনের আনন্দে ব্যাসানিও লেগে পড়লেন বেলমন্ট যাত্রার আয়োজনে। শৌখিন পোশাক-আসাক তৈরি করালেন নিজের জন্য। সুন্দর দেখতে চাকর খানসামা জোগাড় করা, যাত্রার আয়োজন করা — এরূপ নানা কাজ রয়েছে, অথচ বিন্দুমাত্র সময় নেই হাতে এ সময়, ল্যান্সলট নামক এক যুবক এসে একদিন রাস্তায় ধরল তাকে। লোকটি দেখতে সুন্দর, কথাবার্তায় চটপটে, রসিক এবং চঞ্চল সে একসময় শাইলকের ভৃত্য ছিল কিন্তু সেখানে তার মন টেকেনি ব্যাসানিও যদি তাকে একটা কাজের জোগাড় করে দেন, তাহলে সেই মুহূর্ত থেকেই সে কাজে যোগ দিতে রাজি

ঠিক এ ধরনের লোকই এ মুহূর্তে প্রয়োজন ব্যাসানিওর। কাজেই ল্যান্সলটকে কাজে নিতে তাঁর কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন ল্যান্সলটকে, 'দেখ বাপু, শাইলক ধনী আর আমি নিতান্তই গরিব ওখান থেকে চলে এসে আমার কাজে কি তোমার মন বসবে — এ কথাটা তোমার ভেবে দেখা উচিত ল্যান্সলট সাথে সাথেই জানাল শাইলকের বাড়িতে কাজ করার আর তার পক্ষে সম্ভব নয় নিজের মেয়ের প্রতি যেরূপ জঘন্য আচরণ করছে শাইলক, তাতে ভৃত্য হয়েও নীরবে তা দেখতে রাজি নয় ল্যান্সলট। বিশেষ করে সে জন্যই সে শাইলকের কাজ ছেড়ে দিতে চায়

শেষমেশ ব্যাসানিও ওকে চাকরি দিলেন অন্য ভৃত্যদের তুলনায় তার জন্য দামি পোশাকের ব্যবস্থা করে দিলেন ব্যাসানিও এবার ল্যান্সলট গেল শাইলকের কাছে বিদায় নিতে। এই খ্রিস্টানটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে শাইলকও বেঁচে যায় এদের দৌরাত্ম্যে ইহুদিদের পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবার জোগাড়

আজকাল লোরেঞ্জো নামে এক খ্রিস্টান যুবক যাতায়াত শুরু করেছে শাইলকের বাড়িতে তার উদ্দেশ্য শাইলকের মেয়ে জেসিকার সাথে পরিচয় করা। জেসিকা এক সুন্দরী তরুণী, তাছাড়া খ্রিস্টধর্মের প্রতি তিনি যথেষ্ট অনুরাগিণী। সে চেষ্টায় আছে পিতৃগৃহ ছেড়ে দিয়ে লোরেঞ্জোর সাথে চলে যাবার জন্য।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ব্যাসানিওর বেলমন্ট যাত্রার দিন। ইতিমধ্যে একজন সঙ্গীও পেয়ে গেলেন তিনি। তিনি হলেন তার বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম নাম গ্রাসিয়ানো গ্রাসিয়ানোর কেমন যেন ধারণা হয়েছে বেলমন্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে তার ভবিষ্য জীবন

ব্যাসানিওর কোনও আপত্তি নেই গ্রাসিয়ানোকে সাথে নিতে তবে একটা বিষয়ে তাকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করলেন তিনি। তিনি গ্রাসিয়ানোকে বললেন 'দেখ বন্ধু, তোমার রসিকতা বড়োই চটুল ধরনের সেখানে গিয়ে যদি তুমি রসনা সংযত না কর, তাহলে আমিও কিছুটা খেলো হয়ে পড়ব তোমার সহচর হিসেবে। হয়তো এ কারণে আমার বিয়ের প্রস্তাবটাই তুচ্ছ হয়ে যাবে পোর্সিয়ার বিচারে।'

কথাটা শুনেই জিভ কামড়ে বললে গ্রাসিয়ানো, 'বল কী বন্ধু! তোমার বিয়ের প্রস্তাবে ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ কি আমার দ্বারা সম্ভব? তুমি দেখ, বেলমন্টে পৌঁছে আমি জিভের লাগাম টেনে রাখব, একটিও বেফাঁস কথা বেরুবে না আমার মুখ দিয়ে ' শেষমেশ বেলমন্টের উদ্দেশে রওনা হলেন ব্যাসানিও।

পোর্সিয়ার পাণিপ্রার্থী সম্মানিত অতিথিরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন তার বেলমন্টের প্রাসাদে। সবাই নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করছেন। কেউ আর জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না। কোনও কারণে একজন দেশে ফিরে গেলে, সাথে সাথেই এক বা একাধিক প্রার্থী এসে হাজির হয় তার জায়গায়। পোর্সিয়া কাউকে চটাতে চান না, কিন্তু তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার জোগাড়। এরা কেউ পরীক্ষা দিতেও রাজি নয়। অথচ সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে পোর্সিয়ার কোনও নিজস্ব মতামত নেই তারা প্রয়াত পিতা তিনটি বাক্স রেখে গিয়েছেন বাক্সগুলির মধ্যে একটি সোনার, একটি রূপার এবং অবশিষ্টটি সিসার। যে কোনও পাণিপ্রার্থীই হোক, এই তিনটি বাক্সের সামনে হাজির হতে হবে তাকে পাণিপ্রার্থী ব্যক্তিটি তার ইচ্ছেমতো যে কোনও একটি বাক্সর উপর হাত রাখবেন তারপর সে বাক্স খোলা হবে বাক্সের ভিতর থাকবে প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর। উত্তর সম্মতিসূচক হলে পোর্সিয়া তাকে বিয়ে করতে বাধ্য, নইলে নয়। পোর্সিয়ার পছন্দ অপছন্দের কোনও মূল্য দিয়ে যাননি তার পিতা, তার ভাগ্য নির্ধারণের ভার নির্ভর করছে বাক্সের লটারির উপর।

এ সব কথা জানা সত্ত্বেও বেলমন্টের প্রাসাদে ঠাঁই হয়ে বসে আছেন পাণিপ্রার্থীরা। তারা পরীক্ষাও দেবেন না বা প্রাসাদ ছেড়েও যাবেন না। এই নিয়ে পোর্সিয়ার সহচরী নেরিসা আজকাল বিদ্রূপ করতেও শুরু করেছে

এ নিয়ে সেদিন কথায় কথায় পোর্সিয়াকে সে বলছিল, 'ঠাকুরানি' লটারির ঝামেলা না থেকে যদি ইচ্ছামতো পতি নির্বাচনেব ক্ষমতা আপনার থাকত, তাহলে কার গলায় মালা দিতেন আপনি? সে কি নেপলসের রাজা?'

পোর্সিয়া তার শুভ্র দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রেখে হাসি গোপন করার চেষ্টা করলেন। তা সত্ত্বেও তার চোখের কোন থেকে হাসির বিদ্যুৎ যেন ঠিকরে পড়তে লাগল চটুল স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, 'তা কি আর না দিয়ে পারি? কোথায় পাব এমন পাত্র? শুধু ঘোড়া আর ঘোড়া। ঘোড়া ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই চেনেন না নেপলসের রাজা তার সবচেয়ে গর্বের বিষয় হল তিনি নিজে ঘোড়ার পায়ে নাল পরাতে পারেন সুন্দরী নারী ছেড়ে একটা জুতসই ঘোটকীর সাথে বিয়ে হলেই ওর সুখের সম্ভাবনা বেশি '

এ কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল নেরিসা। তার হাসি যেন আর থামতেই চায় না কোনও মতে হাসি চেপে রেখে সে বলল, 'বেশ তো নেপলসের রাজা না হয়ে হোক জার্মানির প্যালাটাইন কাউন্ট। এতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?'

বিরক্তির সাথে উত্তর দিল পোর্সিয়া, 'তাতে কী আর আপত্তি হতে পারে? সমস্ত অসন্তোষ যেন এসে বাসা বেঁধেছে ওর মাথায়। সব সময় ভ্রু কুঁচকেই আছে এই বয়সেই যার এত মেজাজ, ভবিষ্যতে সে যে একজন হিরাক্লিয়াস হয়ে উঠবেনা তা কে বলতে পারে। হিরাক্লিয়াসের কথা জানিস কি? তিনি হলেন সেই রাগী দার্শনিক, মুখে হাসি ফোটাটাও যাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ '

নকল দুশ্চিন্তার ভান করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নেরিসা, 'তাহলে আপনার তালিকা থেকে কাউন্ট প্যালাতিনও বাতিল?'

'বাতিল বলে বাতিল?' দৃঢ়স্বরে জবাব দিল পোর্সিয়া, 'আমি মড়ার মাথাকেও বিয়ে করতে রাজি আছি তবুও ওই কাউন্টকে নয়

দারুণ বিতৃষ্ণায় কুঁচকে ওঠে পোর্সিয়ার ঠোঁট — 'মসিয়ঁ লী বন? না, তাকে বারণ করার উপায় নেই কারণ স্বয়ং ভগবান তাকে পাঠিয়েছেন মানুষের আকারে কাউকে বিদ্রূপ করা উচিত নয় তা আমি মানি। কিন্তু ওরূপ লোক সম্পর্কে মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলা খুবই শক্ত। বানরের মতো অনুকরণপ্রিয় স্বভাব ওই লোকটির ওর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে যা করছে তা নকল করা। পাখি গান গাইছে, অমনি শুরু হয়ে গেল লী বনের রাগিণী। রাস্তায় ছাগলছানা লাফাচ্ছে, আর তিনিও ঘরের ভিতর নাচতে শুরু করে দিলেন। পৃথিবীর এক আজব চিজ এই লী বন নেপলসের রাজার চেয়েও বেশি তার ঘোড়াপ্রীতি, কাউন্ট প্যালাটাইনের চেয়েও বেশি ভ্রূভঙ্গ বিলাসী তিনি। হাতে যখন কাজ থাকে না তখন আরশির সামনে নিজের ছায়ার সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন তিনি। ব্যক্তিত্ব বলে লোকটার কিছু নেই। কখনও সে হচ্ছে জ্যাক, কখনও ডিক, কখনও জন বা হ্যারিস আবার কখনও বা ডেভিডের মতো যত সব অনাসৃষ্টির ব্যাপার

হতাশ হয়ে নেরিসা বলল, তাহলে ওই ইংরাজ ভদ্রলোকটি যার নাম ফকসব্রিজ?'

পোর্সিয়া ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না বাপু, উনি না জানেন ফরাসি না ইংরাজি না ইতালিয়ান আমি আবার ওদিকে ইংরেজি বুঝিনে তবে ভাষাগত অসুবিধে সত্ত্বেও বলতে হয় লোকটা ছবির মতো সুন্দর

বিজয়গর্বে হেসে উঠে বলল নেরিসা, 'এবার তাহলে পথে আসুন '

বিরক্তির স্বরে বলল পোর্সিয়া, 'তাহলে আর কী ? ছবি ছাড়া আর কিছু নয় লোকটা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা ছাড়া ওকে দিয়ে আর কী কাজ হবে ? হাত, পা মুখ, চোখ ওর সবই আছে নেই শুধু প্রাণ

আপনি বড়ো নিষ্ঠুর, ঠাকুরানি', বলল নেরিসা।

মোটেই না' জবাব দিল পোর্সিয়া 'ওর না আছে প্রাণ, না আছে ব্যক্তিত্ব ওর পোশাকটার দিকে চেয়ে দেখেছিস কখনও ? দামি পোশাক তাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায় জ্যাকেটটা কেনা হয়েছে ইতালি থেকে পাজামাটা ফ্রান্স থেকে আর টুপিটা ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস জার্মানি ছাড়া আর কোথাও ওরূপ টুপি তৈরি হয় না।'

খিল খিল করে হেসে উঠে বলল নেরিসা, 'তাতে হয়েছে কী ? যেখানকার যা ভালো, তিল তিল করে তা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করেছেন তিনি সে তো ভালোই হয়েছে

সাথে সাথে উত্তর দিলেন পোর্সিয়া, 'আত্মসাৎ আর করতে পারলেন কই। পাঁচমিশেলি জিনিস তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে তার দেহে ঠিক সে ভাবেই তার আচার আচরণের মাঝে যখন তখন ফুটে ওঠে খাপছাড়া ঢং যার একটার সাথে অন্যটার মিল নেই লোকের চোখে তাকে একটা গরমিলের মতো মনে হয় '

ইংরেজ ভদ্রলোক সম্পর্কে হতাশ হয়ে এবার বলে উঠল নেরিসা, 'তাহলে ওর পড়শি স্কটিশ ভদ্রলোকটির কথা এবার ভাবুন।

'ছোঃ ও তো একটা কাপুরুষ', বলল পোর্সিয়া, 'সেদিন দেখলি না ইংরেজটা কেমন ওর কান মলে দিল আর ও কী বলল জানিস ? বলল, সুযোগ পেলে দেখে নেব।'

নেরিসা বলল, 'তাই নাকি ? তাহলে বাদ দিন ওর কথা এবার ওই জার্মান ব্যারনটার কথা ভাবুন ওই যে স্যাক্সনির ডিউকের ভাগনে।'

পোর্সিয়া বললেন, 'কী বললি, ওকে ? সকালবেলা ওকে দেখলেই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে কেন, জানিস ? সকাল থেকেই ও মদ গিলতে শুরু করে আর বিকেলে ? তখন তো জানোয়ারের সাথে ওর কোনও পার্থক্যই থাকে না। ওর গলায় মালা দেবার চেয়ে সারা জীবন আইবুড়ি থাকা অনেক ভালো।'

কৌতুকে জ্বলে ওঠে নেরিসার চোখ ও বলে, 'কিন্তু ও যদি সত্যি সত্যিই আসল বাক্সটা খুঁজে বের করে, তাহলে তো ওর গলাতেই মালা দিতে হবে আপনাকে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না আপনার আর আপনি যদি বিয়ে না করেন তাহলে বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধাচারণ করতে হবে আপনাকে '

পোর্সিয়া বললেন, 'আমি সেটাও ভেবেছি বইকি' ও যাতে আসল বাক্সের কাছে যেতে না পারে তার একটা উপায়ও আমি বের করেছি ও যদি বাক্সের পরীক্ষায় রাজি থাকে, তাহলে বাজে বাক্স দুটোর উপর দু-গ্লাস ভালো মদ রেখে দিবি। মদ দেখলেই ও সেদিকে হাত বাড়াবে আর হাত বাড়ানো মানেই তো বেছে নেওয়া '

আপত্তি করে বলল নেরিসা, 'ঠাকুরানি সেটা তো জোচ্চুরি হয়ে যাবে '

হোক না জোচ্চুরি', বললেন পোর্সিয়া 'অমন মাতালের হাতে পড়ার চেয়ে একটু আধটু জোচ্চুরির সাহায্য নেওয়া ঢের ভালো আর আমার বাবার আত্মা তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না।

নেরিসা বলল, ঠাকুরানি, আমি আর জ্বালাতন করব না আপনাকে ওরা সবাই যে যার দেশে চলে যাচ্ছে। বাক্স পরীক্ষা করার মতো সাহস ওদের নেই '

পোর্সিয়া বললেন, 'তাহলে ফিরে যাক ওরা। বাবার নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারব না বাক্স তিনটের মধ্য থেকে আসল বাক্সকে যে বাছাই করতে পারবে না, তার গলায় মালা দেব না আমি। তাতে যদি সারা জীবন কুমারী থাকতেও হয় তাতেও আপত্তি নেই আমার আমার সৌভাগ্য যে লোকগুলি চলে যেতে চাইছে ওদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে চলে গেলে আমার মনে দুঃখ হবে।'

একটু দ্বিধার সাথে বলল নেরিসা, 'একটা কথা বলব ঠাকুরানি, আপনি কিছু মনে করবেন না কর্তার জীবিতকালে মনফেরাতের মার্কুইসের সাথে একজন ভেনিসিও যুবক মাঝে মাঝে এখানে আসতেন তিনি ছিলেন একাধারে বীর এবং বিদ্বান তার কথা কি আপনার মনে পড়ে ?'

এবার আর চিন্তা করতে হল না পোর্সিয়াকে তিনি বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি তুই কার কথা বলছিস তিনি তো ব্যাসানিও কী বললি, তার নাম ব্যাসানিও নয় ?'

সাহস পেয়ে বলল নেরিসা, 'সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করতে হলে একজন পুরুষের যে সব গুণ থাকা দরকার আমার দেখা সমস্ত পুরুষদের মধ্যে একমাত্র ব্যাসানিওর মাঝেই রয়েছে সে সব গুণ।'

এ সময় একজন ভৃত্য এসে জানাল মরক্কোর সুলতানের বার্তা নিয়ে একজন দূত এসেছে সুলতান আজ রাতেই এসে পৌঁছবেন বেলমন্টে পোর্সিয়ার পাণিগ্রহণের জন্য যে কোনও পরীক্ষাতেই আপত্তি নেই তার।

ক্লান্ত স্বরে বলে উঠল পোর্সিয়া, 'না, আর পারা যায় না। একদল যেতে না যেতেই আর একদল এসে হাজির মরক্কোর সুলতান, সে তো নিশ্চয়ই কালো চামড়ার লোক কিন্তু আমার বাবা এমন ব্যবস্থা করে গেছেন যে কালো চামড়ার লোক হলেও তাকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা করার সুযোগ দিতেই হবে তাকে '

জেসিকা শাইলকের একমাত্র সন্তান বাবার সাথে কোনও দিক দিয়েই মিল নেই তার। তার মুখখানা যেমন কোমল, অন্তরটিও সেরূপ সে বিয়ে করতে চায় খ্রিস্টান যুবক লোরেঞ্জোকে, যে আবার ব্যাসানিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু

জেসিকা ভালোভাবেই জানে তার বাবাকে। মেয়ের বিয়ের কথাটা ভাবাও শাইলকের কল্পনার বাইরে —কারণ বিয়ে মানে তো অহেতুক খরচা। শাইলক কখনও এমন মহাপাপ করতে পারে না তার উপর আবার খ্রিস্টানের সাথে বিয়ে ? যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে শাইলক দু-চোখে দেখতে পারে না তাদেরই একজনের হাতে তুলে দেবে মেয়েকে ? এ কখনও সম্ভব নয় খ্রিস্টানরা যদি শুধু ছুকাট ধার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাতে বিশেষ আপত্তি নেই শাইলকের কিন্তু যে তার মেয়েকে বিয়ে করবে সে তো তার সিন্দুকের দিকেও হাত বাড়াবে পুত্রহীন শাইলকের একমাত্র উত্তরাধিকারী তার মেয়ে জেসিকা

লোরেঞ্জোর সাথে বিয়ে দিতে তার বাবা রাজি হবেন এ কথা কল্পনাও করতে পারে না জেসিকা তাই সবকিছু সে সযত্নে গোপন রেখেছে এ ব্যাপারে যা কিছু পরামর্শ করার দরকার তা সে

লোরেঞ্জোর সাথেই করে অবশ্য বন্ধুসমাজে কথাটা গোপন রাখতে পারেনি লোরেঞ্জো কারণ কোনও ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন হলে সেটা তার একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় সাহায্যের প্রয়োজন নিশ্চয়ই হবে এবং সেটা বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর কার কাছ থেকে আশা করা যায়?

এ সব সামান্য ব্যাপারের অনেক ঊর্ধ্বে আন্তনিও, তাই তাকে বিরক্ত করতে সাহস হয়নি লোরেঞ্জোর ব্যাসানিও অবশ্য এ সব ব্যাপারে সহানুভূতিশীল। কিন্তু তিনি তার নিজের প্রেমের ব্যাপারে সর্বদাই এত উন্মনা ও ব্যতিব্যস্ত যে এসময় তাকে জেসিকার কথা বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক ওদের দু জনকে বাদ দিয়ে সে তার অন্য বন্ধুদের বলেছে এবং তার মধ্যে গ্রাসিয়ানো, স্যালিরিনো প্রভৃতি বন্ধুরা সবাই এককথায় রাজি হয়েছে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে

শাইলকের বিদায়ী ভৃত্য ল্যান্সলটের মারফত লোরেঞ্জোর কাছে সেদিন একটা চিঠি পাঠিয়ে ছিল জেসিকা। ল্যান্সলটের প্রতি কোনোদিনই ভালো ব্যবহার করেনি শাইলক কারণ সে ছিল খ্রিস্টান ল্যান্সলট একটু অলস প্রকৃতির, তদুপরি শৌখিন। শাইলকের ঘরে এ ধরনের ভৃত্য বেমানান এক কথায় সে ছিল ধনী ব্যক্তির ঘরে মানানসই একজন চাকর শাইলক এ ধরনের লোককে মোটেও সহ্য করতে পারে না। তাই অনেকদিন ধরেই ল্যান্সলট খোঁজ করছিল অন্য কাজের ভাগ্যক্রমে ব্যাসানিওর সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় নতুন কাজটা সে পেয়েছে। সে চাইছে যাবার আগে পূর্বতন প্রভুর যতটা সম্ভব ক্ষতি করে যাওয়ার। জেসিকাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে রাজি

জেসিকার চিঠি পেয়ে লরেঞ্জো তার বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে ল্যান্সলট মারফত একখানা চিঠি পাঠিয়েছে জেসিকাকে। লোরেঞ্জো বারবার সাবধান করে দিয়েছে ল্যান্সলটকে সে যেন চিঠিটা অন্য কারও হাতে না দেয়।

বিয়ের উদ্দেশ্যে বেলমন্ট যাত্রা করছেন ব্যাসানিও ভাগ্যপরীক্ষা করার আগে বন্ধুদের জন্য একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছেন তিনি গ্রাসানিও প্রমুখ বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিল এই ভোজে শাইলককে নিমন্ত্রণ করা দরকার কারণ তিনহাজার ডুকাট ধার দিয়ে সে যে ব্যাসানিওর উপকার করেছে সে জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। কেননা ওই টাকা না পেলে ব্যাসানিওর বেলমন্ট যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না অবশ্য টাকা ধারণ দেবার ব্যাপারে শাইলকের কোনও মহানুভবতা নেই তার মতলব যে ভালো নয়, তা শুধু ব্যাসানিও কেন অন্য সবারও অজানা নয় তবে তার মতলব যাই হোক না কেন, সেটাই যথেষ্ট যে টাকাটা পাওয়া গেছে তার কাছ থেকে এটাই পরম লাভ। কাজেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে কেন তা থেকে বঞ্চিত হবেন ব্যাসানিও? ল্যান্সলটের হাত দিয়ে তিনি নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিলেন শাইলকের কাছে

ল্যান্সলটকে দেখেই বিদ্রূপের স্বরে বললেন শাইলক, 'কীহে বাপু, কেমন আছ নতুন মনিবের বাড়িতে? বুঝলে, ওখানে আর এখানে অনেক তফাত এখানে তো সকাল বিকেল যখন খুশি ইচ্ছামতো খেতে পারতে, সেখানে শুধু একবার সকালে আর একবার বিকেলে তুমি কি ভেবেছ সেখানে পেটপুরে খেতে পাবে? রামঃ রামঃ সেই পাত্রই বটে খ্রিস্টানেরা খিদে পেলে খেতে পাবে না আর ঘুম পেলে শোবার জোগাড় নেই আর পোশাকের কথা না বলাই ভালো। ছিঁড়ে ন্যাকড়া হয়ে গেলেও কিছুতেই নতুন পোশাক দেবে না ওরা তাই বলছি, কেমন আছ হে নতুন মনিবের বাড়িতে?

ল্যান্সলট বিনীতভাবে জবাব দিল, 'হে আমার প্রাক্তন মনিব! না খেয়েও আমি সেখানে ভালোই আছি। আমার বর্তমান মনিবের কাছ থেকে এই নিমন্ত্রণ পত্রটা নিয়ে এসেছি। আপনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন তো?'

শাইলক বলল, 'না যাওয়াই উচিত কারণ ওরা তো ভালোবেসে নিমন্ত্রণ করেনি আমায়। নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে ওদের। খোশামোদ করে আরও কিছু টাকা নেবার ধান্দায় আছে ওরা। কিন্তু কিছুতেই আর সেসব হবে না। ইচ্ছে হলে, তোমার নতুন মনিবকে এসব কথা বলে দিতে পার ল্যান্সলট। কারণ ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। আন্তনিওর প্রতি আমার অনেকদিনের ভালোবাসা রয়েছে। তাই তার উপকারে এসেছি আমি। তবে সে টাকা এখন সমুদ্রে ভাসছে।'

অবাক হবার ভান করে বলল ল্যান্সলট, 'সমুদ্রে ভাসছে? এ কেমন কথা?'

'তাছাড়া আর কী বলব বল!' বলল শাইলক, 'কেন যে নগদ টাকায় মাল কিনে লাভের আশায় সমুদ্রে পাঠিয়ে দেয় লোকেরা, তা বাপু আমার মাথায় ঢোকে না। ঝড় হল তো জাহাজ ডুবে গেল। আর বোম্বেটেরা লুট করলে তো হয়ে গেল। অথচ দেখ, সমুদ্রে মাল না পাঠিয়েও কেমন দু-পয়সা রোজগার হচ্ছে আমার।'

ল্যান্সলট বলল, 'ওটা তো সুদের টাকা। মানুষদের ঠকিয়ে...' এ পর্যন্ত বলে জিভ কেটে চুপ করে সে। হাজার হলেও তো পুরনো মনিব। তার অসম্মান করা উচিত নয়। বেরসিক হওয়া সত্ত্বেও লোকটি অভদ্র নয়।

ল্যান্সলট যতটুকু বলেছে সেটাই যথেষ্ট শাইলককে রাগাবার জন্য। 'কী বললে, সুদ নেওয়া মানে লোক ঠকানো? আর কম দামে মাল কিনে চড়া দরে বেচা বুঝি লোক ঠকানো নয়? কে যে কতখানি সাধু তা আমার জানা আছে। তফাত এই আন্তনিও খদ্দেরদের ঠকায় আর আমি ঠকাই দোকানিদের। খরিদ্দারের যেমন মাল কেনা ছাড়া গতি নেই, তেমনি দেনাদারও বাঁচে না টাকা ধার করতে না পারলে। তাদের প্রয়োজনের সুযোগে আমরা দু পয়সা লুটে নিই, ব্যাপারটা এই আর কী।'

শাইলককে বাধা দিয়ে বলে উঠল ল্যান্সলট, 'আমি আসল ব্যাপারটার কথা বলছি। মানে, আপনি নিমন্ত্রণে যাবেন তো?'

'আমার না যাওয়াই উচিত', বলল শাইলক, 'কিন্তু ভাবছি গেলে ওরা আর আমার কীই বা করবে। এমন কাঁচা ছেলে আমি নই যে ওদের কথায় ভুলে গিয়ে হাজার দু-হাজার ডুকাট বিলিয়ে দিয়ে আসব। বরঞ্চ আমি গিয়ে ওদের কিছু খরচা করিয়ে দিয়ে আসব। শুনেছি ওরা নাকি ভালো খায়-দায়। শুধু শুয়োরের মাংসটা না দিলেই হল। ... ওরে জেসিকা কোথায় গেলি।'

কিন্তু জেসিকার কাছ থেকে কোনও সাড়া পেলেন না তিনি। তখন তিনি চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন মেয়েকে। জেসিকার আসতে কিছুটা সময় লেগে গেল। এদিকে শাইলক কিন্তু অবিরাম বলেই চলেছে, 'আমার মোটেই ইচ্ছে নেই যাবার। গেলে আমার কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই। কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি টাকার থলির। ওটা এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। রীতিমতো অশুভ। না জানি আর কী কী রয়েছে আমার কপালে।'

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠল ল্যান্সলট, 'ওসব চিন্তা মন থেকে দূর করে দিন। কেউ বা আপনার ক্ষতি করতে পারে? তার চেয়ে চলুন কিছুটা আনন্দ উপভোগ করে আসি। আজ ওখানে

নাচ-গানের আসর বসছে। আপনাকে দেখতে পেলে খুবই খুশি হবেন প্রভু ব্যাসানিও। কত নাচ গান, স্ফূর্তি হবে সেখানে। চার বছর আগে ইস্টার সোমবারের বিকেলে যখন আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল, তখনই জানতাম আমার অদৃষ্টে রয়েছে আজ প্রভু ব্যাসানিওর বাড়িতে নাচ দেখা গান শোনা আর ভোজ খাওয়া।'

সে সব কথায় কোনও কান দেয় না শাইলক। সে আপন মনেই বলতে থাকে, 'নাচ-গান না ছাই! এ সময় জেসিকাকে সামনে দেখে সে বলল, 'ওরে জেসিকা' আজ একবার না বেরুলেই নয়। তুই দরজা বন্ধ করে থাকবি। যদি রাস্তায় জয়ঢাক বা বাঁকা বাঁশির আওয়াজ শুনিস, তাহলেও দরজা খুলবি না তুই। খ্রিস্টানরা যদি মুখে রং মেখে সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে তো ঘুরুক না তুই কিন্তু ভুলেও রাস্তায় যাবি না সে সব দেখার জন্য।'

সংক্ষেপে উত্তর দিল জেসিকা, 'ঠিক আছে, যাব না।

শাইলক বলল, 'তুই কিন্তু মোটেও জানলাগুলি খুলবি না। ও সব শব্দ কানে আসাও পাপ আমি জানিনা কী জন্য যাচ্ছি কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। ওহে ল্যান্সলট, তোমার প্রভুকে গিয়ে বল যে তোমার প্রাক্তন মনিব একটু বাদেই আসছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তবে শুয়োরের মাংসটা যেন তার টেবিলে দেওয়া না হয়। ওটা খেতে নিষেধ আছে আমাদের।'

যাবার আগে ল্যান্সলট চুপি চুপি জেসিকাকে বলে গেল সে যেন বাবার কথামতো দরজা জানালা বন্ধ করে বসে না থাকে।

শাইলক বললেন, 'যাবার আগে তোকে কী বলে গেল রে ল্যান্সলট?' বিরক্তির সাথে জেসিকা বলল, 'বিশেষ কী আর বলে যাবে? দুঃখ করে গেল যে ওখানে যাবার পর একদিনও পেটপুরে খেতে পায়নি সে। আশা আছে আজ এই ভোজের কল্যাণে সে পেট পুরে খেতে পাবে।'

খিলখিল করে হাসতে হাসতে পোশাক পালটাতে গেল শাইলক। এটা তার বদ্ধমূল ধারণা যে খ্রিস্টানরা তাদের ভৃত্যদের পেট পুরে খেতে দেয় না।

কিছুক্ষণ বাদেই তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল শাইলক। এদিকে রাত্রিশেষে জেসিকার জানালার নীচে এসে দাঁড়ালেন ব্যাসানিও। তার সাথে রয়েছে গ্রাসিয়ানো, স্যালারিনো প্রভৃতি বন্ধুরা। তাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই, কারণ ওরা জানেন শাইলক এখন ব্যাসানিওর বাড়িতে বসে নাচ দেখছেন। বাড়িতে কোনও চাকর বাকরও নেই। ল্যান্সলট চলে যাবার পর কৃপণ ইহুদি আজ পর্যন্ত কোনও চাকর রাখেনি।

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর জেসিকা এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। তার পরনে পুরুষের পোশাক। সে দড়ি বেঁধে একটা বাক্স নিচে নামিয়ে দিল। লরেঞ্জোকে ডেকে সে বলল, 'সাবধানে ধর এই বাক্সটা। এতে রয়েছে আমার সমস্ত অলংকার। আমি দেখি কিছু স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করে আনতে পারি কিনা।

গহনার বাক্স হাতে নিয়ে জেসিকার অপেক্ষায় রইল লোরেঞ্জো। কিছুক্ষণ বাদে দু-হাতে দুটো মোহরভর্তি থলি নিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জেসিকা। তখন অন্ধকার রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। কাজেই কেউ তাদের দেখার আগেই পালিয়ে গেল ওরা।

এদিকে মরক্কোর সুলতান এসে আতিথ্য গ্রহণ করে রয়েছেন পোর্সিয়ার প্রাসাদে। একটা রাজ্যের রাজা তিনি। রাজ্য ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামীকাল তিনি

নিজেই ভাগ্য পরীক্ষা দিতে চান তাতে অবশ্য পোর্সিয়ার কোনও আপত্তি নেই কারণ এ সব অবাঞ্ছিত অতিথিরা যত তাড়াতাড়ি বিদায় হন ততই ভালো ঠাট্টা করে নেরিসা বলল 'যদি এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মধ্যে সঠিক বাক্সটা কেউ টেনে বের করে, তাহলে?' এ কথা শুনে কালো ছায়া নেমে আসে পোর্সিয়ার মুখের উপর কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বললেন, 'এ নিয়ে আমার কোনও আশঙ্কা নেই। আমি মনে করি ঈশ্বর কখনই আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হবেন না।'

পরদিন সকালেই মরক্কোর সুলতানকে নিয়ে আসা হল এক সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষে। সেই কক্ষের একপ্রান্তে ঝুলছে একটা স্বর্ণখচিত মখমলের পর্দা টেবিলের উপর সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে তিনটি ধাতুনির্মিত আধার পর্দা সরাতেই সুলতান দেখতে পেলেন একটি আধার সোনার একটি রুপার এবং শেষেরটি সিসার।

আধারগুলির কাছে গিয়ে সুলতান পরীক্ষা করতে লাগলেন প্রত্যেকটিকে। সোনার আধারটির গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে এই কথাগুলি . 'আমায় যে বেছে নেবে সে এমন কিছু পাবে যার জন্য পৃথিবীর সবাই উদগ্রীব '

রুপোর আধারটির গায়ে লেখা আছে এই ছত্রটি 'আমায় বেছে নিলে নিজ যোগ্যতার পুরস্কার পাবে তুমি

আর সিসের পাত্রটির গায়ে যা লেখা আছে তা এই . 'আমাকে যে বেছে নেবে সর্বস্ব পণ করতে হবে তাকে। হয়তো সর্বস্ব হারাতেও হতে পারে।'

সবকিছু দেখার পর সুলতান বললেন 'আমি কী করে বুঝব যে সঠিক পাত্রটি বেছে নিয়েছি?

সুলতানের সাথেই ছিলেন পোর্সিয়া সাথে সাথেই তিনি উত্তর দিলেন, 'ওই আধারগুলির মধ্যে একটিতে রয়েছে আমার প্রতিকৃতি সেই আধারটি যিনি বেছে নেবেন তার গলায় মালা দেব আমি '

আপন মনে আল্লাকে ডাকতে লাগলেন সুলতান 'হে আল্লা, তুমি আমায় সঠিক পথে চালনা কর।' এরপর মনোযোগ সহকারে তিনি আবার পাঠ করলেন আধার তিনটির গায়ে উৎকীর্ণ প্রতিলিপি প্রথমে সিসের পাত্রটি পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি সর্বস্ব পণ করতে হবে' কিন্তু কীসের জন্য? এ তো বড়ো আবদারের কথা! এটা যেন লোককে ভয় দেখাতে চাইছে' যদি সর্বস্ব পণ করব তো প্রতিদানে কী পাব? সিসের মতো নিকৃষ্ট বস্তুর কাছ থেকে আমার মতো মহৎ লোক কি যোগ্য প্রতিদান আশা করতে পারে? নাঃ, সিসের সাথে কারবার করা আমার পোষাবে না '

এরপর রুপোর পালা' এ বলছে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার দেবে আমায়? কী স্পর্ধা' আমার কি যোগ্যতার অভাব? একটা স্বাধীন দেশের বীর রাজা আমি ওই নিকৃষ্ট রৌপ্যাধারটা কিনা আমার যোগ্যতার প্রশ্ন তুলতে চায়? ওর ছায়াও মাড়াব না আমি

এবার দেখা যাক সোনা কী বলছে পৃথিবীর লোক যা কামনা করে তাই পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে। বাঃ বেশ বলেছে তো' এসো স্বর্ণাধার, আমি বেছে নিলাম তোমাকে

পোর্সিয়াকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন 'এবার চাবিটা দিন।'

মুখের হাসি গোপন করে চাবিটি সুলতানকে দিলেন পোর্সিয়া

কাঁপা হাতে বাক্সের ডালাটা খুললেন সুলতান তিনি আশা করেছিলেন এর মধ্যে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি থাকবে কিন্তু তার বদলে এ কী রয়েছে'

প্রতিকৃতি তো নয় একটা বীভৎস জিনিস সাজানো রয়েছে স্বর্ণাধারের ভেতর জিনিসটি একটি মাথার খুলি তার চক্ষুকোটরে ঢোকানো রয়েছে একখানা পাকানো কাগজ সেটা টেনে

নিয়ে পড়তে লাগলেন সুলতান 'যা চকচক করছে তাই সোনা নয়' বাইরে থেকে দেখে কোনও জিনিসের বিচার করা উচিত নয় কথাটা বহুবার শুনেছ তবুও তোমার চেতন্য হয়নি মরীচিকার সন্ধানে ঘুরে বহু লোক প্রাণ পর্যন্ত হারিয়েছে সমাধিস্তম্ভের বাইরে সোনালি কারুকার্য থাকলেও ভেতরে কিন্তু থাকে গলিত শব আর মাংসভুক কীট তোমার সাহসের অনুপাতে বুদ্ধির জোর বেশি থাকলে পরীক্ষার ফলও অন্যরকম হত। এখন তুমি যেতে পার। জন্মের মতো সুযোগ হারিয়েছ তুমি

ভগ্নহৃদয়ে দেশে ফিরে গেলেন মরক্কোর সুলতান।

পরদিনই এলেন আরাগনের রাজা ইনিও বীর, বয়সে তরুণ কিন্তু সবকিছু দেখে শুনে মনে হয়, তিনি বুদ্ধির ধার ধারেন না সমাদরের সাথে পোর্সিয়া তাকে নিয়ে এলেন পরীক্ষার ঘরে। সেঘরে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে সোনা, রুপো এবং সিসে নির্মিত তিনটি আধার পর পর তিনটি আধারে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করলেন আরাগন রাজা। অনেক ভেবে তিনি স্থির করলেন সোনা বা সিসে নয়, রুপোর আধারটিই হল খাঁটি জিনিস। কারণ ওতে লেখা আছে 'আমার কাছ থেকে তুমি যোগ্যতার অনুরূপ পুরস্কার পাবে'

আরাগনরাজের যোগ্যতা তো স্বীকার করে নিয়েছে সারা পৃথিবী তার যোগ্য পুরস্কারের অর্থই পোর্সিয়ার সাথে তার বিয়ে চাবি চেয়ে নিয়ে তিনি দ্রুত খুলে ফেললেন রুপোর আধারটি

কিন্তু কী আশ্চর্য ওর ভেতর তো পোর্সিয়ার কোনও প্রতিকৃতি নেই রয়েছে একটা হাস্যোজ্জ্বল সঙের মূর্তি আর সেই মূর্তির দাঁতে আটকানো আছে একটা কাগজ। কাগজে লেখা আছে 'বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর হলেও ভেতরে ফাঁপা এরূপ বহু অপদার্থ রয়েছে পৃথিবীতে তারাই পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি তালাশ করবে আমার ভেতর জন্মের মতো শেষ হয়ে গেছে তোমার সময় এবার যেতে পার তুমি।'

লিপিটা পাঠ করার পর আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বেলমন্ট ছেড়ে চলে গেলেন আরাগনের রাজা

আরাগনের রাজার অনুচরগণ পোর্সিয়ার প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে ঠিক এমন সময় একজন ভৃত্য এসে বলল, 'ঠাকুরানি। ভেনিস থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তার সাথে রয়েছে প্রচুর মূল্যবান উপহার সামগ্রী ভদ্রলোক নিজে অবশ্য পাত্র নন, দূত মাত্র পিছুনেই আসছে আসল বর'

পোর্সিয়া বললেন, 'চল, গিয়ে দেখে আসি'

নোরিসা মনে মনে ভাবছে 'বরের পর বরের আপ্যায়ন করে আর পারি না এবার ব্যাসানিও এলে বাঁচি আমার মন বলছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ব্যাসানিওই আসছেন ঠাকুরানির স্বামী রূপে। উনি ছাড়া আর কেউ পারবে না আধারগুলির রহস্য ভেদ করতে।'

তিন

ভেনিস থেকে যে ভদ্রলোক এসেছেন তিনি হলেন গ্রাসিয়ানো ব্যাসানিওর দূত অচিরে ব্যাসানিও এলেন বেলমন্টে শাইলকের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার এমন সুন্দর সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি যে তাঁর ঘোড়া আর অনুচরদের জাঁকজমক দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় তাকে দেখে মনেই হয় না তিনি রাজা-মহারাজা নন সম্ভ্রান্তবংশীয় একজন সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র।

অবশ্য ব্যাসানিওর সাথে পূর্ব পরিচয় রয়েছে পোর্সিয়ার।

পোর্সিয়ার পিতা জীবিত থাকাকালীন কয়েকবার অতিথি রূপে এখানে এসেছিলেন ব্যাসানিও পোর্সিয়া মুখে কিছু না বললেও একমাত্র নোরিসা জানে সে সাক্ষাতের ফলে পোর্সিয়ার মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্যাসানিও। তাই ব্যাসানিওকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নোরিসা পোর্সিয়ার মুখেও আনন্দের ছাপ দেখা যায় কিন্তু তার বিয়ের ব্যাপারে বাবা যে ব্যবস্থা করে গেছেন তার উপর কোনও হাত নেই তার সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভরশীল দৈবের উপর ধাতুনির্মিত তিনটি আধার রয়েছে তার মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে একটিকে যদি সেটা খোলার পর তার মধ্যে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তাহলেই সেই বিবাহার্থী পোর্সিয়াকে লাভ করতে সক্ষম হবে

সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে ব্যাসানিওকে। নইলে পোর্সিয়ার সাথে তার বিয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

এক একবার পোর্সিয়ার মনে লোভ হচ্ছে ব্যাসানিওকে আধারগুলির প্রকৃত রহস্য জানিয়ে দিলেই তো হয়। তার প্রতিকৃতি কোন আধারের মধ্যে রয়েছে তা তো পোর্সিয়ার অজানা নয়। সে একটু ইঙ্গিত দিলেই এই মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে মন থেকে দূর করে দেয় এ প্রলোভনকে কারণ তাতে মৃত পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। নাঃ তার দ্বারা এ কাজ মোটেও সম্ভব নয় এর জন্য যদি তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় তাও সে মেনে নিতে রাজি

তাই চটজলদি পরীক্ষার ব্যাপারটা সমাধা করতে হবে। তারপর ভাগ্যে যদি মিলন থাকে তো হবে, নইলে চিরদিনের মতো বিরহ যাতনা। অনিশ্চয়ের আগুন তো অন্তত নিভে যাক।

ব্যাসানিওকে নিয়ে পরীক্ষার ঘরে এলেন পোর্সিয়া। আজকের মতো আর কোনও দিন সন্দেহ আর আশঙ্কায় কেঁপে ওঠেনি তার হৃদয়।

ব্যাসানিওর সামনে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল রেশমি পর্দা চোখের সামনে ভেসে এল তিনটি ধাতু-নির্মিত আধার, যার একটির ভেতর রয়েছে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সুমধুর সংগীত আর সে সংগীতের কী চমৎকার বাণী।

গান শুনতে শুনতে বলছেন ব্যাসানিও, 'বাহ্যিক দৃশ্যের মূল্য কতটুকু? পৃথিবীর লোকেরা তো চিরকালই প্রতারিত হয়েছে বাইরের চাকচিক্য দেখে। আইনের কথাই ধরা যাক না কেন মামলার মধ্যে হয়তো কিছু নেই, কিন্তু উকিলের জোরালো বক্তৃতার ফলে এর অন্তঃসারশূন্যতা কারও চোখে পড়ে না যদি কোনও প্রধান আচার্য বাইবেল থেকে পাঠ করে তার পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাহলে ধর্মীয় মতবাদকেও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যে কোনও পাপকে পুণ্যের আবরণে মুড়ে চালিয়ে দেওয়া যায় কাজ না করেও কোনও কাপুরুষ লোক হারকিউলিসের মতো বলবান বলে প্রতিভাত হতে পারে

কাজেই ওই একই কারণে আমি সোনা ও রুপো দুটোকেই উপেক্ষা করব। কারণ ওই তুচ্ছ সিসের দুর্নিবার আকর্ষণ আমায় টানছে ওর উপর উৎকীর্ণ লিপিকে প্রতিশ্রুতি তো নয়ই বরঞ্চ সতর্কবাণী রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে ওর বিবর্ণতাই আমার কাছে শুভ্রতার প্রতীক। 'হে সিসে' আমি তোমাকেই বেছে নিলাম। ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হোক।'

পোর্সিয়ার মনে হল তিনি যেন দু খানা অদৃশ্য ডানায় ভর করে উড়ে চলেছেন তার চারদিকে যেন রয়েছে রামধনু রাঙা নতুন জগৎ। সেই জগৎ থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব সব সংগীত। দেবাঙ্গনারা যেন ফুলের মালা নিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে পোর্সিয়াকে শুধু পোর্সিয়াকে কেন, পোর্সিয়া-ব্যাসানিও যুগলকে তারা দাঁড় করিয়েছে এক তরঙ্গ শীর্ষে দুজনকে একত্রে বেঁধেছে পারিজাত মালার বন্ধনে। একেই কি বলে স্বর্গ! এই তো শুভ-সূচনা আনন্দ-সুখের। পোর্সিয়ার নারীজন্ম আজ সার্থক

ব্যাসানিও একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন আধারের মধ্যে রাখা পোর্সিয়ার প্রতিকৃতির দিকে কোনও সন্দেহ নেই ছবিটা একজন নিখুঁত শিল্পীর সৃষ্টি ছবিটা দেখতে দেখতে ব্যাসানিও হঠাৎ লক্ষ করলেন ছবিটার নিচে পড়ে আছে একটা কাগজ। ব্যাসানিও সেটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন

বাহ্যিক রূপ দেখে তুমি বিচার করোনি। তাই সাফল্য যখন তোমার দুয়ারে এসেছে, তখন সানন্দে বরণ করে নাও তাকে পৃথিবীর বুকে আজ থেকে আর তোমায় সুখের খোঁজে বের হতে হবে না। আজ থেকে তিনি একান্তভাবে তোমারই '

কাগজটা পড়ার পর পোর্সিয়াকে বললেন ব্যাসানিও, এই চিঠির নির্দেশ আমার কাছে যতই লোভনীয় হোক না কেন, আপনার সমর্থন না পেলে এর কোনও মূল্য নেই আমার কাছে।

সাথে সাথেই জবাব দিলেন পোর্সিয়া, 'হে আমার প্রভু ব্যাসানিও! এই যে আপনি আমায় দেখছেন, বেলমন্টের জমিদারির অধীশ্বরী সুরম্য প্রাসাদের অধিকারিণী, অগণিত দাস দাসী অনুচরদের ভাগ্যবিধাত্রী — এই আমি আজ থেকে আপনার একান্ত অনুগতা আমি একটা সাধারণ মেয়ে লোকে আমায় রূপসি বলে, ঈর্ষা করে আমার ধন সম্পদের আমি জানি আমার এই রূপ ও ঐশ্বর্য সত্ত্বেও আমি আপনার যোগ্য নই। আমার দুঃখ হয় কেন আমি এর চেয়ে বেশি রূপসি হলাম না কেন পারলাম না আরও বেশি গুণের অধিকারিণী হতে? এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুণ ঐশ্বর্য কেন আমি পেলাম না পিতার কাছ থেকে? যদি এসব আমি পেতাম, তা হলে সবই উৎসর্গ করে দিতাম আপনার চরণে তৃপ্তি পেতাম আমার যা আছে তা যৎসামান্য হলেও আজ থেকে আপনার আমার এই প্রাসাদ, জমিদারি, অর্থসম্পদ, মায় আমি — এখন থেকে আপনিই এ সবের প্রভু এই আংটিটি আপনার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে সেই সাথে সর্বস্ব সমর্পণ করলাম আপনাকে। আমার মিনতি অভিজ্ঞান মনে করে এই আংটিটি সযত্নে রক্ষা করবেন এটি যদি আপনি কোনওদিন হাতবদল করেন, তাহলে জানব, আপনি আর আমায় ভালোবাসেন না '

ব্যাসানিও জবাব দিলেন 'বেঁচে থাকতে এ আংটি আমি আঙুল থেকে খুলব না '

তখন নোরিসা বলে উঠল, হে আমার ঠাকুরানি ও প্রভু আপনারা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন আজ থেকে আপনাদের সুখেই আমাদের সুখ।

ওদিক থেকে বলে উঠল গ্রাসিয়ানো, 'বন্ধু ব্যাসানিও! তোমাদের দু-জনের জন্য রইল আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন তবে আমারও একটা বক্তব্য আছে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, তাহলে এই সুযোগে আমিও একটা বিয়ে করে ফেলতে চাই এ ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত?'

ব্যাসানিও হেসে বলল, 'এতো ভালো কথা। কিন্তু পাত্রী কই? বিয়ে করতে গেলে তো পাত্রীর দরকার, আর তারও সম্মতির প্রয়োজন'।

গ্রাসিয়ানো বলল, 'সে সব ঠিক হয়ে আছে এই সামান্য সময়ের মধ্যে আমি নোরিসার সাথে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছি ও বলেছে ব্যাসানিও যদি পোর্সিয়াকে লাভ করতে সক্ষম হন

তাহলে আমাকে বিয়ে করতে তার কোনও আপত্তি নেই এবার তাহলে দুটো বিয়েই এক সাথে হয়ে যাক?

পোর্সিয়া নেরিসার কাছে জানতে চাইলেন গ্রাসিয়ানোর কথা সত্য কিনা ঘাড় নেড়ে সায় দিল নেরিসা সবার আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে গেল

ব্যাসানিও বললেন, 'একই দিনে একই গির্জায় দুটো বিয়ে সম্পন্ন হবে বিশাল প্রাসাদ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল

কিন্তু কেউ জানত না এত শিগ্‌গির বিষাদের ছায়া নেমে আসবে আনন্দের উপর।

এদিকে আসতে দেখা গেল লরেঞ্জো, জেসিকা আর স্যালারিনোকে। তারা একটা ভীষণ দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছেন ভেনিস থেকে। ব্যাসানিওর হাতে একটি চিঠি দিলেন স্যালারিনো চিঠিটা পড়তে পড়তে কালো হয়ে উঠল ব্যাসানিওর মুখ মাঝে মাঝেই তিনি শিউরে উঠছিলেন।

পোর্সিয়া জানতে চাইলেন চিঠিটা কীসের তিনি এখন ব্যাসানিওর ধর্মপত্নী কাজেই তার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের অংশীদার তিনিও।

ব্যাসানিও সবকিছু খুলে বললেন পোর্সিয়াকে জানালেন শাইলকের কাছে আন্তনিওর ঋণের কথা যে ঋণের টাকা দিয়ে ব্যাসানিও আজ আসতে পেরেছেন বেলমন্টে। তিনি চিঠির বিষয়বস্তু জানালেন পোর্সিয়াকে তিনমাস পার হবার পরও আন্তনিওর একটি জাহাজও ফিরে আসেনি দলিলের বলে পিশাচ শাইলক গ্রেফতার করিয়েছে আন্তনিওকে। সে ডিউকের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে আন্তনিওর বুকের একপাশ থেকে এক পাউন্ড মাংস যেন তাকে কেটে নেবার অনুমতি দেওয়া হয়।

বেলমন্টের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ যেন ছেয়ে গেল দুর্যোগের ঘন মেঘে

চার

চিরকাল কারও একভাবে যায়না। সেরূপ আন্তনিওর ভাগ্যও হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে দুর্যোগের ঘন মেঘে। তিনমাস আগে তার যেসব জাহাজগুলি নানা সমুদ্রে বিচরণ করছিল, তাদের একটিও ফিরে আসেনি বন্দরে। কোনও জাহাজ হয়তো চিন সমুদ্রের ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগে জলমগ্ন হয়ে গেছে, কোনটি হয়তো জলদস্যুদের হাতে আটকা পড়েছে বার্বারির উপকূলে, আবার কোনোটি হয়তো বিষুব ঝড়ের তাড়নে ছুটতে ছুটতে কোন গভীর সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে তা কে জানে কাজেই যে কুবেরের ভাণ্ডার তার হাতে আসার কথা ছিল, সে সবই গ্রাস করে নিয়েছেন বরুণ দেবতা। ফলে তিনি নিঃস্ব হয়ে বাধ্য হয়েছেন পিশাচ শাইলকের দয়াপ্রার্থী হতে।

বন্ধু ব্যাসানিওর বেলমন্ট যাত্রার ব্যবস্থা করতে আন্তনিও তার ব্যক্তিগত জামিনে তিন হাজার ডুকাট ধার নিয়েছেন শাইলকের কাছ থেকে চড়া সুদ দিতে রাজি ছিলেন আন্তনিও কিন্তু সততার অভিনয় করে ধূর্ত শাইলক তাকে বিনা সুদেই ধার দেয় শুধু শর্ত থাকে ধার শোধ দিতে না পারলে আন্তনিওর দেহের যে কোনও জায়গা থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবে শাইলক প্রথম থেকেই অবশ্য ব্যাসানিও আপত্তি করেছিলেন শর্তটার সম্বন্ধে কিন্তু তাতে ক্ষোভের ভান করে পাপিষ্ঠ শাইলক বলেছিল, 'দেখেছ, কীরূপ সন্দেহপরায়ণ এই খ্রিস্টানেরা! যেহেতু ওরা খারাপ তাই বিশ্বসুদ্ধ লোককেই খারাপ ভাবে ওরা আরে! আমি কি সত্যি সত্যিই আন্তনিওর শরীরের

মাংস কেটে নেব? মানুষের মাংস কি খাওয়া যায়? ওদিয়ে আমার কী হবে? আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম আমার উপর তোমাদের আস্থা আছে কিনা যদি আস্থা না থাকে, তাহলে আমার সাথে কারবার করো না।'

কিন্তু কোনও আপত্তিতেই কান দেয়নি আন্তনিও। সে বলেছিল 'দলিলে তো তিনমাস সময় দেওয়া রইল। আর দু মাসের মধ্যেই ফিরে আসবে আমার সমস্ত জাহাজগুলি অন্তত একটা জাহাজ ফিরে এলেও আমি হাসতে হাসতে শোধ দিতে পারব শাইলকের দেনা তাছাড়া আমাদের হাতে দু-মাসের পরিবর্তে সময় রয়েছে তিন মাস কাজেই কোনও চিন্তা নেই

কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডাবে কে? যেখানে ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না সেখানে আজ ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে তিনমাস কেটে গেল, অথচ আজও ধার শোধ দেওয়া হল না। তার স্বজাতি ত্যুবলের সাথে পরামর্শ করে শাইলক আগে থেকেই সরকারের কাছে দরখাস্ত জমা দিয়ে সব কাজ গুছিয়ে রেখেছিল সময় পার হবার ঠিক শেষ মুহূর্তেই হঠাৎ সরকারি পেয়াদা এসে দেনার দায়ে গ্রেফতার করল আন্তনিওকে।

আন্তনিওর বিচার হবে ডিউকের আদালতে শাইলক প্রার্থনা জানিয়েছে দলিলের শর্ত অনুযায়ী আন্তনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার অনুমতি দেওয়া হোক তাকে

ব্যাপার স্যাপার দেখে বেজায় চমকে গেল ভেনিসবাসীরা আন্তনিওকে যেমন সবাই আন্তরিক ভালোবাসত তেমনি শাইলককে ঘৃণা করত না এমন লোক সেদেশে বিরল সেই পাষণ্ড ইহুদির কাছে যারা ঋণী ছিল, তারা প্রকাশ্যে নিন্দা না করলেও মনে মনে অভিশাপ দিতে লাগল তাকে কিন্তু সে অভিশাপে শাইলকের আর কি ক্ষতি হবে? কারণ আইন তার পক্ষে আর ভেনিসিও আইন অনুযায়ী খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মাঝে কোনও পার্থক্য নেই।

যে শর্ত দলিলে রয়েছে তার অন্যথা হবার উপায় নেই। ডিউক ইচ্ছে করলেও আন্তনিওকে সাহায্য করার কোনও পথ তার সামনে খোলা নেই একমাত্র শাইলক মুখ না খুললেই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে তবে এ যাত্রায় আর রক্ষা নেই আন্তনিওর। শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একযোগে হত্যে দিয়ে পড়লেন শাইলকের দুয়ারে স্বয়ং ডিউকই বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন

সবার মুখে এক কথা শাইলক যত চড়া সুদই চাক না কেন, নগরবাসীরা সবাই চাঁদা তুলে মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত আন্তনিওর ঋণের টাকা শুধু আন্তনিওকে বাঁচার অধিকার দিতে হবে শাইলককে বুকের পাশ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিলে আর কি কেউ বাঁচার আশা করে?

কিন্তু শাইলক তার শর্তে অনড়। আন্তনিওকে শিক্ষা দেবার এমন সুযোগ সে হাতছাড়া করতে রাজি নয় তা সে নাগরিকবৃন্দ ও ডিউক যতই অনুরোধ করুক না কেন তাকে।

শাইলক কি আর তাদের ধার ধারে?

রূঢ় ভাষায় সে সবাইকে তিরস্কার করে বিদায় দিয়েছে

একদিন শাইলক কয়েদখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছে কারারক্ষক দেখতে পেল তাকে। সে তখনই আন্তনিওকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এল উদ্দেশ্য আন্তনিও নিজে একবার মিনতি জানাক শাইলকের কাছে তাতে হয়তো শাইলক দয়া করতে পারে তাকে হয়তো চক্ষুলজ্জাও বোধ করতে পারে।

কিন্তু আন্তনিওকে কারাগারের বাইরে দেখতে পেয়ে বেজায় রেগে ওঠে শাইলক সে কারাধ্যক্ষকে তিরস্কার করে বলতে থাকে, এই তোমার কাজের নমুনা? এভাবেই সরকারি কাজ করবে তুমি? ও পালিয়ে গেলে তো আমার পাওনা টাকার দফা রফা এভাবেই কি তোমরা আইনের মর্যাদা রাখবে?'

তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে আন্তনিও বলতে লাগলেন, 'না, না শাইলক, এ ভদ্রলোকের কোনও দোষ নেই, আমি পালাব না। শুধু তোমাকে দুটো কথা বলার জন্য আমি ওর অনুমতি চেয়েছিলাম উনি দয়া করে আমায় সে অনুমতি দিয়েছেন '

শাইলক দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল, 'কী বললে, দুটো কথা? তোমার সাথে কোনও কথা বলতে রাজি নই আমি মনে নেই, রিয়ালতো পুলের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত বণিকদের সামনে তুমি কতবার আমায় কুকুর বলে গালাগাল দিয়েছ? কুকুরের সাথে মানুষের কোনও কথা থাকতে পারে না সুযোগ পেলে মানুষ কুকুরকে লাথি মারে তেমনি কুকুরও সুযোগ পেলে মানুষের পায়ে দাঁত বসিয়ে দেয় এই হল উভয়ের সম্পর্ক তোমার অনেক লাথি হজম করেছি আমি এবার তুমি প্রস্তুত হও আমার কামড় খাবার জন্য তোমার কোনও কথা আমি শুনব না। তোমার প্রতি কোনও দয়া নেই আমার

এরমধ্যে নাগরিকরা এসে ভিড় জমিয়েছেন সেখানে আন্তনিওর বন্ধু স্যালারিনোও রয়েছেন তাদের মাঝে আন্তনিও তাকে অনুরোধ করলেন সে যেন বেলমন্টে গিয়ে ব্যাসানিওকে এ ব্যাপারে জানায় বন্ধুর জন্য আজ তার জীবন বিপন্ন এ নিয়ে মনে কোনও ক্ষোভ নেই আন্তনিওর তিনি শুধু এইটুকু চান ব্যাসানিওকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় তার প্রতি কোনও অভিমান বা রাগ নেই আন্তনিওর।

কারারক্ষক বাধ্য হল আন্তনিওকে কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আর দেরি না করে স্যালারিনো রওনা দিলেন বেলমন্ট অভিমুখে রাস্তায় তার সাথে দেখা হয়ে গেল লোরেঞ্জো ও জেসিকার তিনি তাদের সাথে নিয়ে উপস্থিত হলেন পোর্সিয়ার প্রাসাদে।

হঠাৎ যেন নিভে গেল বেলমন্টের আনন্দ আসরের সব আলো প্রিয় বন্ধুর এই বিপর্যয়ে দারুণ মর্মাহত হল ব্যাসানিও। পোর্সিয়ার মতো দুর্লভ নারীরত্ন প্রাপ্তিও তার কাছে শূন্যগর্ভ পরিহাস বলে মনে হতে লাগল আন্তনিওর ছোট্ট চিঠিটা পড়তে পড়তে বেদনায় ম্লান হয়ে গেল তার মুখ, বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ আগে যে চোখে ছিল আনন্দের আভা, এখন সেখানে দেখা দিল অশ্রু।

স্বামীর এই অবস্থা দেখে তার কারণ জানতে চাইলেন পোর্সিয়া আন্তনিওর চিঠিটা তাকে পড়ে শুনিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন ব্যাসানিও, বন্ধুভাগ্যের দিক দিয়ে আমি ছিলাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি। সে সৌভাগ্য থেকে আমায় বঞ্চিত করলেন নিষ্ঠুর নিয়তি। আন্তনিও মারা গেলে আমার জীবনটাও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এমনকি তোমার মতো নারীরত্ন পাওয়াটাও সুখী করতে পারবে না আমায়।'

সমবেদনার স্বরে বললেন পোর্সিয়া 'ব্যাপারটা তুমি আমার খুলেই বল না যাতে আমি সবকিছু বুঝতে পারি তুমি তো জান আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সুখ দুঃখের অংশীদার আমি —সবকিছু জানার আমার অধিকার আছে তুমি আমার কাছে কিছু লুকিও না

ব্যাসানিও তখন তার জীবন বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন পোর্সিয়াকে — 'দেখ পোর্সিয়া, আমি তোমায় আগেই বলেছি বর্তমানে আমার কাছে কোনও অর্থ সম্পদ নেই। এই যে এত জাঁকজমকের সাথে বন্ধু ও পরিচারক পরিবেষ্টিত হয়ে ভেনিস থেকে বেলমন্টে আসতে পেরেছি তা শুধু ধারের টাকায়। আমার নিজের কোনও টাকা পয়সা নেই। ভেনিসে আমার যত প্রভাব প্রতিপত্তি থাক না কেন, সেখানে এমন কেউ নেই যে আমাকে টাকা ধার দেবে। তাই আমার বন্ধু আন্তনিও আমার জামিন হয়েছেন। ভেনিসের নামি বণিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তার অন্তত এক ডজন জাহাজ সর্বদাই সমুদ্রে ঘুরে ফিরে বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে রত কিন্তু সে সময় তার কাছে কোনও নগদ টাকা ছিল না। তাই তিনি আমায় বললেন, 'বন্ধু, তুমি টাকা ধার নেবার ব্যবস্থা কর খালি হাতে কেউ তোমায় টাকা না দিলে আমি নিজে তোমার জামিন হব আমি জামিনদার হলে কেউ তোমায় তিনহাজার ডুকাট দিতে আপত্তি করবে না ' দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় প্রতিটি বণিকের জাহাজই বাইরে বাইরে ঘুরছিল। সেগুলি ফিরে না আসা পর্যন্ত কারও হাতে নগদ টাকা নেই কোথাও মিলছে না তিনহাজার ডুকাট এ সময় আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন শাইলক নামে এক ইহুদি মহাজন সে কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনও দলিল নিতে আগ্রহী ছিল না তার বক্তব্য এই যে দলিলটা সম্পাদন করতে হবে আন্তনিওকে আমার জন্য আন্তনিও তাতেও রাজি হয়ে গেলেন তখন এক অদ্ভুত প্রস্তাব দেয় শাইলক সে বিনাসুদে আন্তনিওকে টাকা দেবে যদিও সেটা তার আচরণের পরিপন্থী। সুদ সে নেবে না কিন্তু তার পরিবর্তে দলিলে অদ্ভুত একটা শর্ত রাখতে চাইল শাইলক। শর্তটা হল তিনমাসের মধ্যে আন্তনিও ধার শোধ দিতে না পারলে তার বুকের পাশ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবে শাইলক এরূপ নৃশংস শর্তে টাকা ধার নেবার ঘোরতর বিরোধী ছিলাম আমি। তোমাকে পাবার জন্য বন্ধুকে এরূপ বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়াটা সঙ্গত মনে করিনি আমি আমি তাকে বলেছিলাম, 'বন্ধু, আমি বেলমন্ট যাবার সংকল্প ত্যাগ করছি। শাইলক যে কেমন ভয়ানক লোক তা আমরা উভয়ে জানি আমার মোটেই সাহসে কুলোয় না তার সাথে এরূপ শর্তে কারবার করতে '

আন্তনিও কিন্তু মোটেও ভয় পাননি। শুরু থেকেই তিনি বলতেন, 'ইহুদিটা যতই পাপিষ্ঠ হোক না কেন, সে আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমরা তিনমাস সময় পাচ্ছি আর দু-মাসের মধ্যেই জাহাজগুলি বাণিজ্য সম্ভারে বোঝাই হয়ে বন্দরে ফিরে আসবে অতএব ওই ভয়ানক পশুটার খপ্পরে পড়ার কোনও আশঙ্কা আমার নেই এতে যদি আমরা ভয় পেয়ে ধার না নিই, তাহলে কোনওদিনই তোমার পক্ষে বেলমন্ট যাওয়া সম্ভব হবে না পোর্সিয়াকে পাবার কোনও চেষ্টাই তুমি করতে পারবে না। কাজেই ওই শর্তে ধার নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় রইল না।

এভাবে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে ব্যাসানিও বলতে লাগলেন 'আন্তনিওর দৃঢ়তার ছোঁয়াচ এসে লাগল আমার হৃদয়েও — রাজি হয়ে গেলাম আমি দলিল তৈরি হবার পর তাতে সই করে তিন হাজার ডুকাট ধার নিলেন আমার বন্ধু সেই টাকার জোরে আজ আমি স-পারিষদ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ভগবান এখানে সদয় হয়েছেন আমার প্রতি আমি পেয়েছি তোমাকে কিন্তু অন্যদিকে হেরে গেছি আমি আমার মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে পাপিষ্ঠ শাইলকের অভিযোগে আজ কারারুদ্ধ হয়েছেন বন্ধু আন্তনিও '

ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইলেন পোর্সিয়া, 'কীভাবে এমনটি হল? তার এতগুলি জাহাজ ?'

নৈরাশ্যজনিত স্বরে জবাব দিলেন ব্যাসানিও, 'তার এতগুলি জাহাজের একটিও ফিরে আসেনি বন্দরে সমুদ্রে যেতে যেতে কোনটি জলে ডুবেছে, কোনটি জলদস্যু লুট করেছে আবার কোনটি বা ঝড়ের দাপটে অদৃশ্য হয়ে গেছে অজানা সমুদ্রে তিনমাস আগে যিনি ছিলেন কোটি কোটি টাকার মালিক, আজ তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব। ধার শোধ দেবার ক্ষমতা নেই তার এদিকে দলিল অনুযায়ী তিনমাস শেষ হয়ে গেছে '

পোর্সিয়া বললেন, 'তিনি তো মাত্র তিনহাজার ডুকাট ধার নিয়েছেন ওই টাকাটা আমরা শোধ দিয়ে দিলেই তো ইহুদি বাধ্য হবে তাকে ছেড়ে দিতে

কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন স্যালেরানো তিনি বিমর্ষভাবে বললেন, 'কিন্তু মহোদয়া তা সম্ভব নয় ভেনিসের বণিকেরা সবাই চাঁদা করে ওই টাকাটা শোধ দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে রাজি নয় শাইলক। তার বক্তব্য দলিলের মেয়াদ শেষ হবার দরুন সে টাকা নেবে না শাস্তি স্বরূপ দলিলে যে শর্তের উল্লেখ আছে এখন সে তাই চায় অর্থাৎ আন্তোনিওর বুকের একপাশ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবে সে।'

আশ্চর্য হয়ে পোর্সিয়া বললেন, সে কী কথা? মানুষ এমন নৃশংস হতে পারে যে দেনার দায়ে কারও শরীর থেকে মাংস কেটে নেবে? আমার মনে হয় ভয় দেখিয়ে বেশি টাকা আদায়ের মতলবে আছে সে। যাই হোক, তুমি এখন ভেনিসের পথে রওনা দাও ব্যাসানিও। আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দিচ্ছি যত টাকাই লাগুক, তুমি শাইলককে তা দিয়ে আন্তনিওকে মুক্ত করে আনবে। আমি আর তুমি অভিন্ন। কাজেই আমার টাকা তুমি তোমার বন্ধুর জন্য ব্যয় করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে বরঞ্চ সেটা না করলেই অন্যায় হবে তোমার জীবনের সুখ সমৃদ্ধি যদি আন্তনিওর বিনিময়ে ক্রয় করতে হয়, তাহলে কোনও দিন সুখী হবেন না তুমি।'

স্থির হল সেই মুহূর্তে ব্যাসানিও ও পোর্সিয়া এবং স্যালারিনো ও নেরিসা গির্জায় গিয়ে অনাড়ম্বরভাবে বিয়েটা সেরে ফেলবেন। বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, জাঁকজমকের কথা পরে ভাবা যাবে বিয়ের পর আর দেরি না করে ব্যাসানিও চলে যাবেন ভেনিসে সাথে থাকবে শুধু গ্রাসিয়ানো আর প্রচুর অর্থ

এভাবেই সব কিছু নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল গ্রাসিয়ানোকে সাথে নিয়ে ব্যাসানিও রওনা হলেন ভেনিসের পথে। তার বন্ধু বান্ধব ও সহচরেরা সবাই রয়ে গেল বেলমন্টের প্রাসাদে এদের মধ্যে ছিল লোরেঞ্জো এবং তার নব বিবাহিতা পত্নী শাইলকের কন্যা জেসিকা

ব্যাসানিও চলে যাবার পর লোরেঞ্জো ও জেসিকাকে ডেকে বললেন পোর্সিয়া, 'তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে যদি তোমরা সেটা রক্ষা কর তাহলে খুবই উপকার হবে আমার

এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন তাঁরা দুজনে

পোর্সিয়া বলতে লাগলেন, 'আমি স্থির করেছি যতদিন পর্যন্ত আমার এবং নেরিসার স্বামী ফিরে না আসেন ততদিন পর্যন্ত দু-মাইল দূরের একটা মঠে গিয়ে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন আমাদের স্বামীরা নিরাপদে ফিরে আসেন আমি চাই ততদিন পর্যন্ত তোমরা এই গৃহস্থালীর ভার নাও তোমাদের দুজনকে আমার লোকজনেরা প্রভু ও প্রভুপত্নী বলে মেনে নেবে আশা করি এতে তোমাদের কোনও আপত্তি নেই '

ওদের আপত্তি করার কীই বা আছে? নিরাশ্রয় অবস্থায় অযাচিতভাবে এরূপ একটা সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় ওরা তো বর্তে গেল

কর্মচারী আর দাস-দাসীদের সবাইকে ডেকে পোর্সিয়া জানিয়ে দিলেন তার আদেশ তারপর তিনি তার নিজের ঘরে গিয়ে একটি চিঠি লিখলেন চিঠিটাতে মোহর এঁটে তিনি বেলথাজার নামে একজন পুরোনো চাকরকে ডেকে গোপনে তাকে চিঠিটা দিলেন এভাবে তাকে নির্দেশ দিলেন

'ডাক্তার বেলারিও নামে আমার এক আত্মীয় আছেন পাদুয়া নগরে তিনি আইনের ডাক্তার তার কাছে তুমি এই চিঠিটা নিয়ে যাবে। কিছু কাগজপত্র ও পোশাক তিনি তোমাকে দেবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি সেগুলি আমার কাছে নিয়ে আসবে পথে কোথাও দাঁড়াবে না বেগবান ঘোড়ায় চড়ে তুমি যাবে আর আসবে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব মিরাজ নদীর খেয়াঘাটে ওই কাগজপত্র ও পোশাকগুলি তুমি সেখানে আমায় দেবে। আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে

ডাক্তার বেলারিও একজন নামি আইনবিদ। জটিল মামলা পরিচালনার জন্য দেশ বিদেশের নানা জায়গা থেকে ডাক আসে তার। তার মতামতকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হয় আইনঘটিত জটিল প্রশ্নে। শাইলক-আন্তনিও মামলায় সাহায্য করার জন্য সম্প্রতি তাকে নিয়োগপত্র দিয়েছেন ভেনিসের ডিউক। সে ব্যাপারে যথেষ্ট পড়াশুনো করে ভেনিস যাত্রার আয়োজন করছেন বেলারিও এমন সময় পোর্সিয়ার চিঠি নিয়ে বেলথাজার এসে হাজির তার কাছে

পোর্সিয়ার চিঠি পড়ে খুবই অবাক হলেন বেলারিও যদিও তিনি তার এই সুন্দরী আত্মীয়ার নানা খামখেয়ালের সাথে পরিচিত, কিন্তু এমন একটা ব্যাপার তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যাই হোক, পোর্সিয়ার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না তিনি বেলথাজারের হাতে একপ্রস্থ করে উকিল ও মুহুরির পোশাক এবং আইনের বই দিয়ে দিলেন তাছাড়া বেলথাজারের মারফত তিনি এ মামলার কাগজপত্রও যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন পোর্সিয়ার কাছে

মিরাজ নদীর খেয়াঘাটে পৌঁছে বেলথাজার দেখতে পেল সেখানে তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন কর্ত্রী ঠাকুরানি। বেলথাজারের কাছে বেলারিওর দেওয়া জিনিসপত্রগুলি দেখে মনে কিছুটা স্বস্তি এল পোর্সিয়ার তিনি তখনই নেরিসাকে নিয়ে ভেনিসে রওনা দিলেন

সব দিক দিয়েই পোর্সিয়ার বিশ্বস্ত ছিল নেরিসা সে পোর্সিয়ার কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা ঠাকুরানি, এত তোড়জোড় কীসের জন্য আমি বুঝতে পারছি না এই পুরুষের পোশাকগুলি আমাদের কোন কাজে আসবে? আপনি যদি সবকিছু খুলে বলেন তাহলে স্বস্তি পাই আর যদি সত্যিই আমাদের ভেনিসে যাবার প্রয়োজন হয়, তাহলে তো আমরা অনায়াসেই স্বামীদের সাথে যেতে পারি '

পোর্সিয়া উত্তর দিলেন, 'না তা কোনও মতেই সম্ভব নয় স্বামীরা আমাদের উদ্দেশ্য আগে থেকে জানতে পারলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে '

এবার অবাক হবার পালা নেরিসার অনেক চাপাচাপির পর পোর্সিয়া বললেন, 'পুরুষের ছদ্মবেশে আমরা ভেনিসে চলাফেরা করব প্রয়োজনে ডিউকের বিচারকক্ষেও প্রবেশ করব — অবশ্য বেলারিওর প্রতিনিধি হিসেবে আগে থেকে স্বামীরা এসব জানতে পারলে হয়তো উত্তেজনার

বশে সবকিছু ফাঁস করে দেবেন। তখন আর কোনও সার্থকতা থাকবে না এ ছদ্মবেশের আমাদের আসল পরিচয় সবাই জেনে যাবে। আর মাঝপথে পণ্ড হয়ে যাবে আমাদের আসল কাজ'

নেরিসা বলল, 'ধরে নেওয়া যাক স্বামীরা আমাদের গোপন রহস্য ভেদ করতে পারল না তবুও কিন্তু ভয় রয়ে যায় তাদের চোখে ধরা পড়ার। কারণ নারী পুরুষের আচরণের মধ্যে এমন স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যা সহজে নজর এড়াবার নয়'

উত্তরে পোর্সিয়া বললেন, 'তোমার কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কাজেই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে আমাদের। কোনও মতেই ধরা পড়া চলবে না পুরুষদের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে হবে। কারণ পুরুষদের পদক্ষেপে নারীদের চেয়ে অনেক বেশি জায়গা লাগে হাত পা ছুঁড়ে সব সময় চেঁচিয়ে কথা বলব আমরা — আলোচনার বিষয়বস্তু হবে শুধু লড়াই আর খুনোখুনি কোমরে একটা লম্বা ছোরা ঝোলানো থাকবে। আর নানারূপ কাল্পনিক গল্প করব যার তার সাথে শুনে সবাই ভাববে এরা বোধহয় সবে স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছে কারণ শৈশব ছেড়ে যারা যৌবনে প্রবেশ করতে চলেছে তারাই সচরাচর এরূপ বাচাল হয়ে থাকে'

এভাবে নেরিসাকে উপদেশ দিতে দিতে শেষমেশ ভেনিসে এসে পৌঁছুল পোর্সিয়া সেখানে তার নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িও ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনওটাতে না উঠে আশ্রয় নিলেন এক অভিজাত হোটেলে সেখান থেকেই তারা শাইলক বনাম আন্তনিও মামলার খবরাখবর নিতে লাগলেন। রাস্তায় দু-এক বার ব্যাসানিও এবং গ্রাসিয়ানোর সাথে দেখাও হয়ে গেল। কিন্তু তারা নিজ নিজ পত্নীকে চিনতে পারলেন না আর এরাও তাদের পরিচয় গোপন করলেন

পাঁচ

ভেনিসের সর্বোচ্চ আদালত আজ লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে বসে রয়েছেন স্বয়ং ডিউক দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসে রয়েছেন ভেনিসের বিশিষ্ট নাগরিকেরা। তাদের সবার মুখে রয়েছে বিষণ্ণতার ছাপ। শাইলক আগেই খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে — 'ভেনিসের আইন যে শুধুমাত্র মুখের কথা নয়, প্রকৃতই আইন তা দেখতে চাই আমি। আইন অনুযায়ী আমি আন্তনিওর এক পাউন্ড মাংসের অধিকারী তা না পেলে আমি মনে করব এখানকার আইন আইন নয়— শুধু প্রহসন মাত্র আর পৃথিবীর লোকেরাও এটা স্বীকার করবে এক কথায়'

ভেনিসের পক্ষে সত্যিই এ খুব সাংঘাতিক কথা কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই ভেনিসের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে আর নানা কারণে ভেনিসের লোকদেরও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে দীর্ঘদিন বাস করতে হয়। সে কারণে ভেনিসের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি বিদেশির আস্থা না থাকলে তারা এখানে আসতে চাইবে না এবং এখানকার লোকেরাও বিদেশে গিয়ে ঘৃণা এবং পরিহাসের পাত্র বলে বিবেচিত হবে সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যও ক্ষুণ্ণ হবে এ কথা মনে রেখে ভেনিসীয় আইনে এখানকার বাসিন্দা এবং বিদেশির জন্য সমান নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে কাজেই কোনও অজুহাতেই শাইলকের দাবি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই বিচারকর্তাদের

আন্তনিওকে ডেকে এনে গভীর সমবেদনা জানালেন ডিউক আন্তনিও তার উত্তরে বললেন, 'মাননীয় ডিউক! আপনার দয়া তুলনাহীন। আমি শুনেছি আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য আপনি স্বয়ং আবেদন করেছেন শাইলকের কাছে। শুধু আপনি কেন, নগরবাসীরাও সমবেতভাবে ওই ইহুদির কাছে আমার জন্য করুণা ভিক্ষা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি

যার হৃদয়ে দয়া বস্তুটার অভাব, তার কাছে দয়া ভিক্ষা করে লাভ কী ? আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে আপনি ও নগরবাসীরা আমার জন্য যা করেছেন সেজন্য আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি

এবার ডিউক ডেকে পাঠালেন শাইলককে সে বিচারকক্ষে প্রবেশ করল। তার হিংস্র কুটিল দৃষ্টি, ললাটের স্পষ্ট রেখা, কোমরে বাঁধা একটা লম্বা ছোরা — দেখে মনে হচ্ছিল ছোরাটা যেন আন্তনিওর রক্ত পানের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

শাইলককে উদ্দেশ করে ডিউক বললেন, 'এতদিন ধরে আমরা তোমার কাছে আবেদন জানিয়েছি, যাতে তুমি আন্তনিওর প্রতি করুণা প্রদর্শন কর কিন্তু তুমি আমাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন রুক্ষভাবে অগ্রাহ্য করে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছ আইন অনুযায়ী বেন আন্তনিওর শরীরের এক পাউন্ড মাংস কেটে তোমায় দেওয়া হয় তুমি যে সত্যিই এত কঠোর হতে পার তা এখনও পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এরূপ নৃশংসতার ভান করছ। আর আমরা এও আশা করি যে চরম মুহূর্তে তুমি দয়া প্রদর্শন করে বিস্ময়ে আমাদের হতবাক করে দেবে। এখন সেই চরম মুহূর্ত এসে গেছে আর অপেক্ষা করার সময় নেই তুমি যদি এখনও দয়া প্রদর্শন না কর, তাহলে বাধ্য হয়ে আদালতকে বলতে হবে যে আন্তনিওর দেহের এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার অধিকার তোমার রয়েছে। আমি নিজে এবং নগরবাসীদের পক্ষ থেকে তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি যদি সত্যিই তুমি দয়া দেখাতে চাও, তাহলে আর দেরি করোনা।'

ডিউকের কথা শুনে খেঁকি কুকুরের মতো দাঁত বের করে বলতে লাগল শাইলক, 'কী বললেন, দয়া ? বাস্তবে ও শব্দটার কোনও অস্তিত্ব আছে কি ? আপনারা নিজেরা কখনও মমতা দেখিয়েছেন ? বাজার থেকে টাকা দিয়ে কিনে আনা দাসদাসীদের প্রতি আপনারা কখনও দয়া দেখিয়েছেন সদয় ব্যবহার করেছেন তাদের প্রতি ? কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তারা পেট পুরে খেতে পায় না, শুতে পায় না। পশুর মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় তারা হে ভদ্রমহোদয়গণ! আন্তনিওর প্রতি আমার মনোভাবও সেইরূপ। তিনহাজার ডুকাট দিয়ে আমি ওর শরীরের এক পাউন্ড মাংস কিনেছি এবার আমার পাওনাটা আমায় নিতে দিন দেশের আইনের কাছে এটুকুই আমার আশা কারণ এ দেশের আইনে ধনী-দরিদ্র, খ্রিস্টান-ইহুদিতে কোনও পার্থক্য নেই —সবার সমান অধিকার। আমার পাওনা এক পাউন্ড মাংস আমি পেতে চাই অনেকে জানতে চেয়েছেন মাংস দিয়ে আমি কী করব সে আমি যাই করি না কেন এরূপ অবান্তর প্রশ্ন করার অধিকার আপনাদের কারও নেই।'

এভাবে একটানা বলার পর কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে থামল শাইলক। আদালতে আন্তনিওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যাসানিও এই সুযোগে তিনি বলে উঠলেন, 'দেখ শাইলক তোমার পাওনা তিনহাজার ডুকাটের তিনগুণ অর্থ আমি তোমায় ফেরত দিচ্ছি এই নাও সেই অর্থ এবার বল অর্থহীন এক পাউন্ড মাংসের জন্য তুমি কি নয় হাজার ডুকাট ছেড়ে দেবে ?'

কর্কশ স্বরে উত্তর দিল শাইলক 'একটা ইঁদুর আছে আমার বাড়িতে সে আমার জামা কাপড় কেটে ফেলে, খাবার-দাবার নষ্ট করে দেয় এমনকি হাত-পাও কামড়ে দেয় এই ইঁদুরটা না মরা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই ইঁদুরটাকে মারার জন্য প্রয়োজনে আমি বিশহাজার স্বর্ণমুদ্রাও দিতে রাজি। কারণ ইঁদুরটা বেঁচে থাকার অর্থই আমার মৃত্যু ওই টাকাটা আমার জীবনের দাম — ইঁদুরের মাংসের দাম নয়

বাধা দিয়ে আন্তনিও বললেন, 'কেন এই জানোয়ারটার সাথে বাগবিতণ্ডা করে নিজেকে ছোটো করছ ব্যাসানিও? ও মানুষ হলে না হয় ওর কাছে মানবিকতার আবেদন করা যেত। ওর শরীরের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে আমার মনে হয় সেটা নেকড়ের আত্মা।'

নিজের কোমরে ঝোলানো ছোরাটায় হাত দিয়ে শাইলক বলল, 'এই নেকড়ের দাঁত যখন তোমার বুকে বিঁধবে, তখন আরও দৃঢ় হবে তোমার বিশ্বাস।' এরপর ডিউককে সম্বোধন করে বলল, 'অযথা কেন সময় নষ্ট করছেন মহামান্য ডিউক? এবার তাড়াতাড়ি বিচারটা সেরে বাড়ি ফিরে যান, আর আমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করি।'

ডিউক বললেন, 'পাদুয়ার ডাক্তার বেলারিওকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বিচার চলাকালীন আইনের ব্যাখ্যা দেবার জন্য। কারণ এরূপ আশ্চর্যজনক মামলা ভেনিস তো দূরের কথা, পৃথিবীর কোনো আদালতেও বোধহয় আজ পর্যন্ত হয়নি। কাজেই খুব সাবধানতার সাথে বিচার করতে হবে। যে মামলার কোনও নজির নেই, সেখানে বিচারের সময় পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এজন্যই আমি ডেকে পাঠিয়েছি দেশের সর্বোচ্চ আইন বিশারদ বেলারিওকে। কেউ দেখত ডাক্তার বেলারিও আদালতে এসেছেন কিনা। যদি তিনি না এসে থাকেন, তাহলে তার অপেক্ষায় আজ আদালতের কাজ মুলতবি রাখতে বাধ্য হব আমি।'

ডিউকের আদেশে একজন রক্ষী বেরিয়ে গেল ডাক্তার বেলারিওর খোঁজে। শাইলকও রেগে-মেগে তার অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে রক্ষী ফিরে এল সাথে একজন যুবককে নিয়ে। যুবকটির বেশভূষা দেখলে মনে হয় সে কোনও আইনজীবীর কেরানি।

আসলে এই কেরানিটি হল ছদ্মবেশিনী নেরিসা। বেলারিও দুটি পোশাক পাঠিয়েছিলেন বেলথাজারের মারফত। পোশাক দুটির মধ্যে একটি উকিলের এবং অপরটি মুহুরির। নেরিসার পরনে ছিল ওই মুহুরির পোশাক। সেই পোশাকে নেরিসাকে এমন মানিয়েছিল যে তার স্বামী গ্রাসিয়ানো পর্যন্ত তাকে চিনতে পারেননি।

ডিউককে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে নেরিসা বলল, 'হঠাৎ কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন ডা. বেলারিও। সে কারণে মহামান্য ডিউকের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও ভেনিসে আসতে পারেননি তিনি। পরিবর্তে একজন সুদক্ষ সহকারীকে পাঠিয়েছেন ডিউককে সাহায্য করার জন্য। আইন-বিষয়ক যে কোনও প্রশ্ন উনি সুন্দরভাবে সমাধান করে দেন। তার উপর যথেষ্ট আস্থা আছে ডা. বেলারিওর। তার বক্তব্য তিনি এই চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন।' —বলেই বেলারিওর চিঠিটা ডিউকের সামনে পেশ করলেন নেরিসা।

ডিউক চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন— 'মাননীয় ডিউক মহোদয় সমীপেষু, '

আপনার আদেশ অনুযায়ী ভেনিসে গিয়ে শাইলক-আন্তনিওর মামলার দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা আমার খুবই ছিল এবং সেজন্য আমি যথেষ্ট প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমার পক্ষে ভেনিস যাত্রা মোটেই সম্ভবপর নয়।

সামান্য কিছুদিন আগে রোম থেকে আমার একজন সমব্যবসায়ী বন্ধু আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। বয়স কম হলেও তিনি আইনবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী। শাইলকের মামলার সমস্ত ঘটনাটা আমি তাকে জানিয়েছি। এ ব্যাপারে আলোচনা, পরামর্শ যা করা দরকার তা আমরা উভয়ে মিলে করেছি। আমি যেতে অপারগ হওয়ায় তাকে অনুরোধ করেছি তিনি যেন আমার প্রতিনিধি স্বরূপ ভেনিসে গিয়ে আইনি ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করেন।

আমার উক্ত বন্ধু ডা. বেলথাজার সম্মত হয়েছেন আমার প্রস্তাবে। তিনি এই চিঠি আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার অনুরোধ, বয়স কম বলে আপনি তাকে অবহেলা করবেন না। আমার চেয়ে আইনের জ্ঞান তার কোনও অংশে কম নয়। এ মামলার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত

অভিমত আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আপনি একজনের জায়গায় দুজন আইনজ্ঞের সাহায্য পেতে চলেছেন। আর বেশি কিছু বলার নেই।

ইতি

আপনার একান্ত অনুগত

ডা. বেলারিও

চিঠিটা পড়ার পর ডিউক উৎসুক হয়ে উঠলেন, এই নবীন আইনজ্ঞকে দেখার জন্য। তিনি নেরিসাকে বললেন, 'ওকে, তোমার প্রভু ডাক্তার বেলথাজার কি আদালতে এসেছেন?'

নেরিসা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ মহামান্য ডিউক, তিনি আদালতের বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি যদি সত্যিই এ মামলা পরিচালনার ভার তাকে দিতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আমি এখনই গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পারি।'

ডিউক তখনই আদালতের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মচারীকে নেরিসার সাথে পাঠিয়ে দিলেন এই তরুণ আইনজীবীকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য। কিছুক্ষণ বাদে তাদের সাথে ছদ্মবেশিনী পোর্সিয়া আদালতকক্ষে প্রবেশ করলেন।

পোশাক-আশাকে পোর্সিয়াকে আইনজীবী ছাড়া অন্য কিছু মনে ভাবার অবকাশ ছিল না। তিনি তার তারুণ্য ও রমণীসুলভ সৌন্দর্যকে এমন গম্ভীরতার আড়ালে ঢেকে রেখেছিলেন যে তার স্বামী ব্যাসানিও পর্যন্ত তাঁকে চিনে উঠতে পারেননি।

আদালত কক্ষে প্রবেশ করে বেলথাজাররূপী পোর্সিয়া যথারীতি অভিনন্দন জানালেন ডিউককে। তারপর উপস্থিত জনসাধারণকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে ডিউককে বললেন, 'এই মামলা সম্পর্কে যা কিছু আমার জানার ছিল তা আমি ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও উপদেষ্টা ডাক্তার বেলারিওর কাছ থেকে। এখন আমি জানতে চাই কে আন্তনিও আর কেই বা শাইলক।'

ডিউক নিজেই দেখিয়ে দিলেন আন্তনিও এবং শাইলককে। তারপর মামলা শুরু করার নির্দেশ দিলেন বেলথাজারকে।

শাইলককে ডেকে পোর্সিয়া বললেন, 'মহাশয়, মামলাটি সত্যিই নতুন ধরনের। তবে নতুন হলেও এর মধ্যে আইনগত কোনও ত্রুটি নেই। কাজেই এটিকে বিচারের জন্য গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই।'

শাইলক আনন্দে বলে উঠল, 'বা! আপনি তো দেখছি ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন।'

পোর্সিয়া বলতে লাগলেন, 'একটা বিশেষ শর্তে আন্তনিও আপনার কাছ থেকে তিনহাজার ডুকাট ধার নিচ্ছেন। এভাবে স্বেচ্ছায় একটা দলিল সম্পাদন করে দিয়েছেন আন্তনিও। শর্ত এই তিন মাসের মধ্যে যদি আন্তনিও ধার শোধ করতে না পারেন তাহলে ... যাই হোক ও ব্যাপারে আমি পরে আসছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি আন্তনিও ধার পরিশোধ করতে অক্ষম?'

সাথে সাথেই বলে উঠলেন ব্যাসানিও, 'মাত্র তিন হাজার কেন, ওর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ দেবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছি আমি।'

অধীরভাবে বলে উঠল শাইলক, 'টাকা দিলেও তা নিচ্ছে কে? শর্তের সময় পার হয়ে গেছে।'

গম্ভীর স্বরে বললেন পোর্সিয়া, 'সত্যিই তো! শর্তের সময় সীমা পার হয়ে গেছে। কাজেই দলিলের শর্ত অনুযায়ী আন্তনিওর দেহ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার অধিকারী শাইলক। তিনি যদি স্বেচ্ছায় তার দাবি ত্যাগ না করেন, তাহলে তাকে বাধা দেবার কারও অধিকার নেই।'

উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল শাইলক, 'ব ! এই তরুণ বয়সে আপনি তো আইনটা ভালোভাবেই রপ্ত করেছেন। ঠিক যেন দ্বিতীয় দানিয়েল দানিয়েলের পর এমন বিজ্ঞ বিচারক আর দেখা যায়নি পৃথিবীতে '

পোর্সিয়া বলতে লাগলেন, 'সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করলে শাইলককে অনুমতি না দেবার কোনও কারণ নেই আদালতের তিনি অনায়াসেই আন্তনিওকে মেরে ফেলতে পারেন তার শরীরের মাংস কেটে নিয়ে এক্ষেত্রে শাইলক দয়া প্রদর্শন না করলে কোনও উপায় নেই কাজেই দয়াবান হতে হবে শাইলককে।'

সাথে সাথেই রেগে যায় শাইলক, বলে এমন কোনও আইন আছে যা আমাকে দয়া প্রদর্শন করাতে বাধ্য করতে পারে?

পোর্সিয়া বললেন, 'এখানে বাধ্য করার কোনও প্রশ্নই উঠছে না দয়া জিনিসটা স্বতঃস্ফূর্ত। দুঃখীর দুঃখ হরণ, তাপিতকে শান্তি দেওয়া হিংসা ও ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেবার শক্তি একমাত্র দয়াতেই আছে রাজদণ্ডের চেয়েও এ অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। দয়া যে করে এবং যে পায়, উভয়েই সমান সুখী হয়। কোনও সন্দেহ নেই আমরা সর্বদা ন্যায় বিচারের প্রশংসা করি দয়ার স্পর্শে যখন ন্যায়ের কঠোরতা কোমল হয়ে আসে, তখন সেটাই হয়ে ওঠে ভগবানের মহৎ বিচার আচ্ছা শাইলক, দয়া প্রদর্শনের এমন সুযোগ পেয়ে তুমি কি তার সদ্ব্যবহার করতে চাও না?

শাইলকের ধৈর্য আর বাঁধ মানে না। সে অধীর হয়ে বলে ওঠে, 'অতশত কথার ধার ধারি না আমি। আমায় বলুন এ ব্যাপারে আদালতের রায় কী?'

যেন হতাশ হয়েছেন এভাবে পোর্সিয়া বললেন, 'তাহলে আর কী হবে? এবার আপনি কি কিছু বলবেন আন্তনিও?'

অবিচলিত কণ্ঠে বললেন আন্তনিও, 'আমার বক্তব্য এই যে এরূপ বেদনাদায়ক দৃশ্য যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল শাইলক আমার প্রাণ না নিয়ে ছাড়বে না আইন ওরই পক্ষে কাজেই আইনমাফিক কাজ হোক। বন্ধু ব্যাসানিও, তুমি ভেব না যে আমি মরতে ভয় পাচ্ছি আমার মতো নিজস্ব হয়ে অপরের গলগ্রহ স্বরূপ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাম্য গরিব লোকের কষ্টের শেষ নেই এ পৃথিবীতে বিশেষ করে ধনী থেকে যে হঠাৎ গরিবে পরিণত হয়েছে। তার ভাগ্যে রয়েছে শুধু দুঃখ আর লাঞ্ছনা আমার এটুকুই সান্ত্বনা যে এসব থেকে আমি মুক্তি পেতে চলেছি তুমি যে মনোমতো স্ত্রী পেয়েছ তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে আমার মৃত্যু যেন তোমাদের বিবাহিত জীবনের সুখের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।'

আন্তনিওর কথা শুনে চোখের জল আর বাধা মানে না ব্যাসানিওর। তিনি কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন 'ঈশ্বর জানেন যে আমার স্ত্রী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন তোমাকে বাঁচাবার জন্য যদি তার মতো নারীরত্নকেও জীবনের মতো পরিত্যাগ করতে হয় তাতেও আমার কোনও দুঃখ নেই

ব্যাসানিওর খেদোক্তি শুনে হেসে মন্তব্য করলেন তরুণ আইনজীবী, আপনার পরম সৌভাগ্য যে এসময় আপনার স্ত্রী এখানে নেই। নইলে এতবড়ো উদারতা দেখাবার সাহস আপনি পেতেন না।'

গ্রাসিয়ানোও বা কম যান কীসে তিনি বললেন, 'স্বর্গে গিয়ে যদি আমার স্ত্রী দেবদূতদের অনুনয় করে তাদের হৃদয় এমনভাবে আর্দ্র করে দিতে পারতেন যাতে করুণাবশত তারা এই ইহুদিটার হৃদয় কোমল করে দিতে পারত, তাহলে এই মুহূর্তে স্ত্রীকে স্বর্গ পাঠাতেও আমার কোনও আপত্তি নেই

এমন একটা মন্তব্যের জবাব না দিয়ে কি থাকতে পারে কেরানিরূপী নেরিসা, বাড়িতে স্ত্রীর সামনে বসে এরূপ মন্তব্য করলে এতক্ষণে আপনাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যেত '

এসব কথাবার্তাগুলি যেন শাইলকের কানে বিষ ঢালছিল। সে নিজের মনে বলতে লাগল, 'খ্রিস্টান স্বামীরা সত্যিই অদ্ভুত ধরনের। এরচেয়ে আমার মেয়ে যদি একটা খুনে ডাকাত ইহুদিকেও বিয়ে করত, তাহলে সুখী হবার সম্ভাবনা ছিল তার।'

শাইলক প্রকাশ্যে রাগান্বিত স্বরে বলে উঠল, 'আজ কি আদালতের কোনও কাজ-কর্ম হবে না এরূপ রসিকতা চলতে থাকবে? যদি কোনও কাজকর্ম নাই হয় তাহলে শুধু শুধু বসে থেকে লাভ কী? তার চেয়ে ভেনিসের আইনের গুণগান করতে করতে বাড়ি চলে যাওয়াই শ্রেয়।'

অনন্যোপায় হয়ে বলে উঠলেন পোর্সিয়া, 'আদালত তাহলে এই রায় দিচ্ছে যে আন্তনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবেন শাইলক ও ভালো কথা, আপনি কি একজন ডাক্তার সাথে নিয়ে এসেছেন শাইলক?'

আশ্চর্য হয়ে বললেন শাইলক, 'ডাক্তার' আবার ডাক্তার কেন?'

সাথে সাথেই জবাব দিলেন পোর্সিয়া, 'মাংস কেটে নেবার পর আন্তনিওর মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। সেরূপ পরিস্থিতিতে ডাক্তারের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বইকি '

শাইলক বললেন, 'কিন্তু দলিলের কোথাও তো লেখা নেই যে অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তার রাখতে হবে?'

'না, দলিলে অবশ্য তা লেখা নেই', বললেন পোর্সিয়া 'তবে মানবতার খাতিরে আপনার একজন ডাক্তার রাখা উচিত।'

'ও সব মানবতা ফানবতার কোনও দাম নেই আমার কাছে' বললেন শাইলক, 'দলিল অনুযায়ীই কাজ হবে ওহে আন্তনিও' তুমি প্রস্তুত তো' আমি এবার তোমার মাংস কাটব।'

পোর্সিয়া বললেন, 'না, আর কিছু করার নেই এবার শাইলক আন্তনিওর বুকের কাছ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারেন, আইন তার পক্ষে। বাধ্য হয়ে আদালতকে সেই অনুযায়ী রায় দিতে হচ্ছে।'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে উপস্থিত জনতার বুক থেকে। এ নিছক হত্যা হলেও তাকে আটকাবার কোনও ক্ষমতা নেই তাদের আইনের বেড়াজালে তাদের হাত-পা বাঁধা নিস্তব্ধ সভাকক্ষে শুধু শোনা যাচ্ছিল শাইলকের ছুরিতে শান দেবার আওয়াজ সবশেষে শোনা গেল শাইলকের কর্কশ স্বর, 'ওহে আন্তনিও! এবার প্রস্তুত হও।'

এবার আন্তনিও আলিঙ্গন করলেন ব্যাসানিওকে তারপর এগিয়ে গেলেন জামা খুলতে খুলতে সাথে সাথে ছুরি হাতে উঠে দাঁড়ালেন শাইলক ছুরিতে আলো পড়ে তা ঝকঝক করে ওঠে। হিংস্রতার একটা ছাপ পড়ে শাইলকের চোখে মুখে

হঠাৎ এ সময় বলে উঠলেন পোর্সিয়া 'দাঁড়াও শাইলক একটা কথা আছে '

আবার কথা! বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়াল শাইলক তার হাতের ধারালো ছুরির চোখে মুখে রক্তপিপাসা।

'দলিলে যা নেই তা তো হবে না' বললেন পোর্সিয়া

'নিশ্চয়ই তা হবে না' বিজয়ীর স্বরে বলল শাইলক

সহজ-স্বাভাবিক স্বরে বললেন পোর্সিয়া, 'দলিলে এক পাউন্ড মাংসের কথা লেখা আছে, কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা রক্তের উল্লেখ নেই শাইলক

পোর্সিয়ার এ কথায় মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল আদালত কক্ষ। মনে হল যেন সূচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। এক মুহূর্ত সময় লাগল জনতার এ কথাটা বুঝতে তারপরই সমবেত উল্লাসধ্বনিতে ফেটে উঠল বিচার কক্ষ। পোর্সিয়ার এই ছোট্ট কথাটার যে এত তাৎপর্য তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে নাগরিকেরা

কথাটার গুরুত্ব প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি শাইলক মাংস কাটলে রক্ত পড়বে এতো স্বাভাবিক স্বভাবতই দলিলে তার কোনও উল্লেখ নেই ধীরে ধীরে কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারে সে বুঝতে পেরেই সে উপলব্ধি করল তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে আসছে। একটু আগেই সে জোর গলায় বলেছে যে দলিলে যা নেই তা হবে না এখন যদি সে নিজেরই পাতা ফাঁদে পড়ে যায়, তার জন্য সম্পূর্ণ দোষী সে বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে বলে ওঠে, 'রক্তের কথা লেখা নেই দলিলে?'

পোর্সিয়া বললেন, 'এই তো রয়েছে দলিল পড়ে দেখ ওতে লেখা আছে আন্তনিওর বুকের এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারবে তুমি কিন্তু কোথাও রক্তের উল্লেখ নেই এবার কেটে নাও এক পাউন্ড মাংস। কেউ তোমায় বাধা দেবে না কারও অধিকার নেই তোমাকে বাধা দেবার তুমি শুধু লক্ষ রাখবে এক ফোঁটা রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে এক ফোঁটা রক্ত পড়লে কী হবে তা জান তো? ভেনিসের আইনে খ্রিস্টানের রক্তপাত করলে ইহুদির প্রাণদণ্ড হবে'

পোর্সিয়ার কথায় জয়ধ্বনি করে ওঠে সমবেত জনতা সুযোগ পেয়ে এবার ব্যাসানিও বলে উঠলেন, 'দেখ ইহুদি, চেয়ে দেখ। যেন দ্বিতীয় দানিয়েল এসেছেন বিচার করতে'

শাইলক বুঝতে পারল এবার তার খেলা শেষ মনে মনে এই তরুণ আইনজীবীকে অভিশাপ দিতে দিতে সে বলে উঠল 'বেশ! আমি ছেড়ে দিচ্ছি মাংসের উপর আমার দাবি শুধু আমার কাছে ধারের দরুন মূল টাকার যে তিনগুণ বেশি অর্থ দিতে চেয়েছিল ব্যাসানিও তা পেলেই আমি মামলা তুলে নিতে রাজি'

ব্যাসানিও তৎক্ষণাৎ রাজি। সে ব্যাগ খুলে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের উপর ঢেলে দিয়ে বলল, 'এই রইল ন'হাজার ডুকাট এগুলি আমি তোমার জন্যই তৈরি রেখেছি।'

ছোরাটা কোমরে গুঁজে শাইলক ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে টাকাগুলি নেবার জন্য, এমন সময় সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠলেন পোর্সিয়া, 'মামলা যখন আদালতের বিচারাধীন তখন তার ফয়সালাও নির্ভর করছে আদালতের উপর এখন আর স্ব-ইচ্ছায় ব্যাসানিও টাকা দিতে এবং সে টাকা শাইলক নিতে পারে না মামলার গোড়াতেই শাইলককে বলা হয়েছিল সে যেন তিনগুণ বেশি টাকা নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে কিন্তু এই ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার সামনে সে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। সে জোর গলায় বলেছিল দলিলে যা লেখা আছে সেই অনুযায়ী কাজ হবে এখন আমরাও জোর গলায় বলছি দলিলের লেখা অনুযায়ীই কাজ হোক। দলিলের

মেয়াদ অনুযায়ী যখন তিন মাসের মধ্যে ধার শোধ দেওয়া যায়নি, তখন আন্তনিওর এক পাউন্ড মাংস কেটে নিক শাইলক। কিন্তু মাংস কেটে নেবার সময় যদি এক ফোঁটা রক্ত পড়ে বা কাটা মাংস দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার সময় একচুল এদিক ওদিক হয়, তাহলে কিন্তু শাইলককে ছেড়ে কথা বলবে না আদালত খ্রিস্টানের রক্তপাত ঘটালে যে সাজা, মাংস কাটলেও তাই অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড। তাছাড়া তিনগুণ অর্থ কেন দেওয়া হবে তাকে? দয়া প্রদর্শন করলে তিনগুণ কেন ছয়গুণ অর্থ দেওয়া যেত তাকে। দয়ার কথা শুনে সে হিংস্র কুকুরের মতো দাঁত দেখিয়েছে, এবার আইনও সেইমতো চলবে। টাকা সে কোনও মতেই পাবে না — পাবে শুধু এক পাউন্ড মাংস ওহে ইহুদি সাবধান মাংস কাটার সময় যেন এক ফোঁটা রক্তও না পড়ে আর কাটা মাংসের পরিমাণ যেন একচুল কম বেশি না হয় আর দেরি না করে এবার কেটে নাও এক পাউন্ড মাংস '

কাতরকণ্ঠে বলে উঠল শাইলক, 'তিনগুণ টাকার দরকার নেই আমার ঋণের আসল টাকাটা তোমরা আমায় ফেরত দিয়ে দাও।'

শাইলককে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন পোর্শিয়া, 'তিন হাজার ডুকাটও পাবে না তুমি। কারণ দলিলে সে কথা লেখা নেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর এখন তোমার প্রাপ্য শুধু এক পাউন্ড মাংস।'

গ্রাসিয়ানো বলে উঠলেন, 'বুঝলে ইহুদি' এই হল দ্বিতীয় দানিয়েল '

গ্রাসিয়ানোর কথায় কান না দিয়ে বলে উঠল শাইলক, 'তাহলে আর কী' রইল তোমাদের টাকা এবার আমায় ছুটি দাও। বাড়ি চলে যাই আমি।' শাইলক আর কী করে! রাগ প্রকাশের কোনও উপায় না পেয়ে সে ভেতরে ভেতরে খাঁচায় আবদ্ধ বাঘের মতো ফুঁসছিল। ক্ষমতা থাকলে সে সব খ্রিস্টানগুলোর বুকের মাংস কেটে নিত কিন্তু তা হবার নয়

সাথে সাথে বলে উঠলেন পোর্শিয়া 'ওহে শাইলক, ধীরে! এত সহজেই কি আর বাড়ি যাওয়া যায়? দেশের আইনেরও তো কিছু বক্তব্য আছে এ ব্যাপারে। আইনে আছে যদি কোনও বিদেশি ভেনিসে এসে ভেনিসবাসীর জীবনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সাথে সাথে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির অর্ধেক যাবে রাজকোষে, বাকি অর্ধেক সেই ব্যক্তি পাবে যার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। কাজেই তোমার সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক এখন আন্তনিও আর বাকি অর্ধেক ডিউকের আর তোমার প্রাণদণ্ড হবে কিনা সেটা ডিউক ঠিক করবেন তাঁর রায়ের উপর কোনও আপিল করা যাবে না।'

পোর্শিয়ার কথা শুনে আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠে জনতা টিটকিরি দিয়ে বলে উঠল গ্রাসিয়ানো, 'ওহে ইহুদি দেখলে তো দানিয়েল কে? কী কুক্ষণেই না কথাটা উচ্চারণ করেছিলে তুমি '

শাইলক বলল 'তোমরা যদি আমার সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে নাও তাহলে বেঁচে থাকা অর্থহীন টাকা না থাকলে কী হবে বেঁচে থেকে? তার চেয়ে আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা কর তোমরা '

'বেচারা ইহুদি' ফাঁসির দড়িটাও কিনে নেবার ক্ষমতা ওর নেই' সমবেদনা জানিয়ে বলল গ্রাসিয়ানো

এতক্ষণে মুখ খুললেন ডিউক খ্রিস্টানরা যে ইহুদিদের মতো কঠোর এবং নৃশংস নয় তা বোঝানোর জন্য তুমি প্রাণভিক্ষা চাইবার আগেই আমি প্রাণদান করছি তোমায় তবে তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারটা আমার একার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ তোমার সম্পত্তির অর্ধাংশ আন্তনিওর প্রাপ্য তিনি চাইলে দরিদ্রতার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারেন '

আন্তনিও বললেন 'শুধু একটিমাত্র শর্তে আমি অংশটা ফিরিয়ে দিতে পারি শাইলককে শাইলকের একমাত্র কন্যা জেসিকা গোপনে বিয়ে করেছে এক খ্রিস্টান যুবককে পিতার রোষের আশঙ্কায় সে বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সাথে রয়েছে আমার বন্ধু ব্যাসানিওর স্ত্রীর আশ্রয়ে বেলমন্ট গ্রামে। এখন শাইলক যদি এভাবে উইল করে দেয় যে তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি পাবে তার মেয়ে ও জামাই, তাহলে আমি এই মুহূর্তে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি শাইলককে।

ডিউক বললেন, 'এতো খুব ভালো কথা শাইলকের সম্পত্তির যে অংশটা রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হবার কথা সেটা আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি যদি সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিতে রাজি হয় শাইলক, তুমি কি চাও না আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে সম্পত্তি রক্ষা করতে?'

অপ্রসন্নভাবে জবাব দিল শাইলক, 'রাজি না হয়ে আর উপায় কী' আমি তো ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে পারব না পরক্ষণেই সে মিনতি জানিয়ে ডিউককে বলল 'এবার তাহলে আমায় বাড়ি যাবার অনুমতি দিন প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র তৈরি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই আমি তা সই করে দেব '

ডিউক বললেন, 'ঠিক আছে, এবার তুমি যেতে পার তবে মনে রেখ সই না করলে তুমি কিন্তু বিপদে পড়বে সম্পত্তি তো বেহাত হবেই। সেই সাথে তোমার প্রাণভিক্ষাও প্রত্যাহার করে নেব আমি।'

নিচু গলায় বলল গ্রাসিয়ানো, 'আহা' ইহুদিটার কি এমন সুমতি হবে যে সই করতে অস্বীকার করবে? তাহলে ওকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখে চক্ষু সার্থক হবে '

মাথা নিচু করে ফিরে গেল শাইলক তার ইচ্ছা ছিল আন্তনিওর প্রাণ নেওয়া সে আশা সফল হতে হতে কোথা থেকে কী সব হয়ে গেল। সবকিছু ভেস্তে গেল

কোথা থেকে একটা ভুঁইফোঁড় এসে এমন একটা নজির দেখাল। যার বিপক্ষে কোনও যুক্তিই খাড়া করতে পারল না শাইলক একেই বোধহয় বলে ভবিতব্য আর ঈশ্বরও তেমনি সদয় খ্রিস্টানদের প্রতি যতই ওদের ফাঁদে ফেলা যাক না কেন, একটা না একটা রাস্তা দিয়ে ওরা ঠিক বেরিয়ে আসবে .

এবার আদালত ভঙ্গ করে প্রাসাদে ফেরবার জন্য তৈরি হলেন ডিউক যাবার আগে পোর্সিয়াকে ডেকে তার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বললেন, 'এই অল্প বয়সে আপনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন প্রাজ্ঞ বেলারিওর কাছ থেকে ওর চেয়ে আমরা বেশি কিছু প্রত্যাশাও করতে পারতাম না ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করুন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার দ্বারা জনগণ উপকৃত হবে আপনি যদি আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমার সাথে আহার করেন তাহলে খুবই খুশি হব আমি '

ডিউকের সোজন্যে পরম আপ্যায়িত হলেও তার নিমন্ত্রণ একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল পোর্সিয়াকে ডিউকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে কিছুতেই তার পক্ষে ব্যাসানিওর আগে বেলমন্টে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। কেননা তিনি আগে থেকেই স্থির করে রেখেছেন বেলমন্ট থেকে তার অনুপস্থিতির কথা কিছুতেই স্বামীকে জানাতে দেবেন না তিনি তিনি বিনীত ভাবে ডিউককে বললেন 'আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলে খুবই খুশি হতাম আমি কিন্তু বিশেষ কারণে আমাকে এখনই পাদুয়ায় ফিরে যেতে হবে সেখানে একটা জরুরি মামলার ফাইল

দেওয়া হয়েছে আমার উপর। আপনি তো জানেন আমাদের সময় হল অপবের সম্পত্তি। আমি খুবই দুঃখিত এই মুহূর্তে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই।

ডিউক দুঃখিত হলেও বুঝতে পারলেন পোর্সিয়ার অসুবিধার কথা। যেখানে জরুরি মামলার দায়িত্ব রয়েছে এই তরুণ আইনজীবীর উপর, সেখানে তাকে আটকে রাখা ঠিক নয়। ডিউক পোর্সিয়াকে বললেন তিনি যেন ফিরে এসে তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তারপর আন্তনিও ও ব্যাসানিওকে উদ্দেশ করে ডিউক বললেন, আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে এই তরুণ আইনজীবীকে আপনারা যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন যদিও তিনি আপনাদের যে উপকার করেছেন তার তুলনায় কোনও পারিশ্রমিকই ওর উপযুক্ত নয়। তিনি আন্তনিওর জীবন দান করেছেন যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না।

এরপর ডিউক আদালত ছেড়ে চলে গেলেন। আস্তে আস্তে উপস্থিত জনতাও চলে যেতে লাগল। কোর্টের একদিকে রইল পোর্সিয়া ও নেরিসা এবং অন্যদিকে আন্তনিও, ব্যাসানিও, গ্রাসিয়ানো ও অপর বন্ধুরা। বিনীত কণ্ঠে ব্যাসানিও এই তরুণ আইনজীবীকে বললেন, 'আমি বা আমার বন্ধু আন্তনিও, কেউ আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না। তবুও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করছি আমরা। যে ন'হাজার ডুকাট আমরা শাইলককে দিতে চেয়েছিলাম সেটাই আমরা আপনাকে সামান্য উপহার হিসাবে দিতে চাই। দয়া করে আপনি এটা গ্রহণ করুন।'

সাথে সাথে জিভ কামড়িয়ে বললেন পোর্সিয়া, 'বলছেন কী মশায়! একটা মামলার পারিশ্রমিক ন'হাজার ডুকাট? এটা নিলে যে লোকে আমায় ইহুদির চেয়ে ঘৃণ্য জীব বলবে।'

এদিকে ব্যাসানিও যতই অনুরোধ করেন, টাকার কথা ততই হেসে উড়িয়ে দেন পোর্সিয়া। শেষমেশ ব্যাসানিও বললেন, 'তাহলে মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক। আমাদের আসল ঋণ ছিল তিনহাজার ডুকাট। ওটা শাইলককে দিলে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হত না। আপনার বুদ্ধি আর নিজ কর্মফলে সেটা থেকে বঞ্চিত হয়েছে শাইলক। তাহলে এই তিন হাজার ডুকাট আপনি অনায়াসেই পারিশ্রমিক হিসেবে নিতে পারেন। এতে আমাদের দুপক্ষেরই সুবিধা হবে। ঋণের অতিরিক্ত আমাদের কিছু দিতে হবে না আর আপনাকেও কেউ ইহুদির চেয়ে ঘৃণ্য জীব বলতে পারবে না। আপনার মতো একজন প্রথম শ্রেণির আইনজীবীর পারিশ্রমিক হিসেবে তিন হাজার ডুকাট মোটেই বেশি নয়।'

তবুও টাকা নিতে রাজি হলেন না পোর্সিয়া। তিনি বললেন, 'ভালো কাজ করতে পারলে সব সময় একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। আপনাদের কাজ করতে পেরে আমিও সেই আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিলে আমার অন্তরের তৃপ্তিটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। ওই তিন হাজার ডুকাটের চেয়ে ওর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। দয়া করে পারিশ্রমিক নেবার কথা আমাকে আর বলবেন না। ব্যবসা শুরু করার আগে সমস্ত আইনজীবীরাই শপথ নিয়ে থাকেন যে তাঁরা সর্বদা অন্যায়ের বিপক্ষে লড়বেন। পারিশ্রমিক নিলে সে শপথ ভঙ্গ করা হয়। অনুগ্রহ করে আমাকে আর প্রলোভন দেখাবেন না।'

এ কথা শুনে চুপ করে যেতে হল ব্যাসানিও এবং আন্তনিওকে। শেষে আন্তনিও প্রস্তাব দিলেন, 'বেশ তো! টাকার কথা না হয় রইল। তবে আপনার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সামান্য

কিছু উপহার তো আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে দিতে পারি। আশা করি সেটা নিলে আপনার অমর্যাদা হবে না।'

মনে মনে হেসে বললেন পোর্সিয়া 'না, তা অবশ্য হবে না কোনও উপহার বা স্মৃতিচিহ্ন নিতে আমার বাধা নেই। তবে আপনি যদি বলেন যে একলক্ষ টাকা নিতে হবে তাহলে আমার আপত্তি আছে আপনি যদি আমার পছন্দমতো জিনিস নিতে দেন তাহলে আমি রাজি আছি

সমস্বরে উত্তর দিলেন আন্তনিও এবং ব্যাসানিও, 'আমরা রাজি আছি এবার বলুন আপনি কী নেবেন?'

আন্তনিওর হাতের দিকে তাকিয়ে পোর্সিয়া বললেন 'আপনার হাতের ওই দস্তানা জোড়া আমায় দিন। আমি ওগুলি সযত্নে রেখে দেব আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে '

এমন একটা সামান্য জিনিস পোর্সিয়া বেছে নেওয়ায় মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন আন্তনিও। কিন্তু কী আর করা যাবে? তিনি দস্তানা জোড়া খুলে পোর্সিয়াকে দিলেন। এবার ব্যাসানিওর দিকে তাকিয়ে বললেন পোর্সিয়া, 'আপনার কাছ থেকে আর দস্তানা নেব না। মনে হচ্ছে দস্তানার নিচে কী যেন উঁচু হয়ে আছে মনে হয় ওটা আংটি বেশ ওই আংটিটাই আমায় দিন। আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ওটা আমি আঙুলে পরব

পোর্সিয়ার কথা শুনে যেন বজ্রপাত হল ব্যাসানিওর মাথায় শেষমেষ উকিলবাবু কিনা চেয়ে বসলেন ওই আংটিটা ওটা যে ওর বিয়ের আংটি আংটিটা দেবার সময় পোর্সিয়া মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল আমি যেন ওটা সযত্নে রক্ষা করি কেমন করে সেটা তিনি তুলে দেবেন উকিলবাবুকে? আংটিটা দেখতে না পেলে পোর্সিয়া যখন জানতে চাইবে সেটা কোথায় গেল, তখন কী জবাব দেবেন তাকে?

সংকটের মাঝে পড়ে গেছে ব্যাসানিও উকিলবাবু হাত বাড়িয়ে রয়েছেন আংটিটার জন্য কিন্তু ব্যাসানিও সেটা দেবার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না দেখে তিনি পরিহাস করে বললেন, 'কী মশায়' আংটি দেবার কথা শুনেই উবে গেল আপনার বদান্যতা? দেবার হলে দিন, নইলে রইল আপনার আংটি। নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই হাতে আরও দু-চারটা কাজ রয়েছে '

জড়ানো স্বরে বলল ব্যাসানিও, 'মহাশয়, এ সামান্য আংটিটা আপনাকে দিতে আমার লজ্জা করছে এর বদলে আপনি কোনও একটা দামি উপহার নিন না কেন।'

মুখে বিরক্তির ভান করে বললেন পোর্সিয়া, কী বললেন, সামান্য জিনিস? আন্তনিওর কাছ থেকে যে দস্তানা আমি নিয়েছি, আপনার আংটিটা কি তার চেয়েও তুচ্ছ? মূল্যবান উপহার নেবার ইচ্ছে থাকলে আপনাদের প্রস্তাবিত ন'হাজার ডুকাট আমি কখনই প্রত্যাখ্যান করতাম না আপনি আমায় উপহার দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন উপহার নেবার তেমন আগ্রহ আমার নেই। তবে দিতে চাইলে ওই আংটিটাই আমায় দিন এনিয়ে তর্ক বিতর্ক করার মতো সময় আমার নেই '

কিন্তু ব্যাসানিও নিরুপায়। এমনকি আন্তনিও পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে আংটিটা দিতে ব্যাসানিওর যে কেন এত অনীহা তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি শেষমেশ উপায় না দেখে সত্যি কথাটাই বলে ফেললেন ব্যাসানিও 'মহাশয়, আংটিটা দেবার ব্যাপারে আমার খুব অসুবিধা আছে বিয়ের সময় স্ত্রী আমায় এটা উপহার দিয়েছেন আমি তার

কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে জীবিত থাকাকালীন আমি এই আংটি কখনও হাতছাড়া করব না। সবে বিয়ে হয়েছে আমাদের। এত তাড়াতাড়ি কী করে আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙব? তাহলে যে ছোটো হয়ে যাব তার কাছে। তিনি আর কখনও আমায় বিশ্বাস করবেন না। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এর বদলে হিরের বা মুক্তোর তৈরি আংটি নিন।'

ব্যাসানিওর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন পোর্সিয়া, 'আপনার স্ত্রী প্রকৃত পাগল না হলে সব কথা শোনার পর নিশ্চয়ই তিনি অবিশ্বাস করবেন না আপনাকে। আপনি যদি পারিশ্রমিক হিসেবে আংটিটা আমায় দেন, তাহলে সেটা অসংগত মনে হবে না ওর কাছে। আসল কথা হচ্ছে আমাকে কিছু দেবার ইচ্ছে আপনার নেই। এক ধরনের লোক আছে যারা মুখে খুব উদারতার কথা বলে, কিন্তু কাজের সময় নানা অজুহাতে পিছিয়ে আসে। যাক, আপনার কাছ থেকে শিখলাম কী ভাবে ভিক্ষুকের সাথে ব্যবহার করতে হয়।'

বেজায় রাগ করেছেন এরূপ ভান করে আদালত ছেড়ে চলে গেলেন পোর্সিয়া। অতি কষ্টে হাসি চেপে তার পেছু পেছু গেলেন নেরিসা। ওরা চলে যাবার পর আন্তনিও বললেন, 'বন্ধু! তোমার অবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবুও বলব, তোমার উচিত ছিল স্ত্রীর বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নিয়েও আংটিটা ভদ্রলোককে দিয়ে দেওয়া। আমার মনে হয় তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে এটা না করে তোমার কোনও উপায় ছিল না। আমি নিজে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলব যাতে তিনি তোমার উপর অপ্রসন্ন না হন। উকিলবাবুকে তার প্রার্থিত জিনিসটি না দিলে আমার মনে হয় সব কথা শুনে তিনি নিশ্চয়ই তোমায় তিরস্কার করবেন কারণ অবস্থা অনুযায়ী সবসময় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

আন্তনিওর কথা শুনে ব্যাসানিও স্থির করলেন আংটিটা তিনি উকিলবাবুকে দিয়ে দেবেন। আংটি দিতে না পারায় মনে মনে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে আছেন ব্যাসানিও। আন্তনিওর কথা শুনে তার দ্বিধা দূর হয়ে গেল। তিনি হাত থেকে আংটি খুলে নিয়ে গ্রাসিয়ানোর হাতে দিয়ে বললেন, 'বন্ধু! তুমি এখনই ছুটে চলে যাও। উকিলবাবু নিশ্চয়ই বেশি দূর যেতে পারেননি। আগে আমি যে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই আংটিটা তুমি তাকে দেবে এবং আমাদের সাথে নৈশ ভোজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাবে।'

তৎক্ষণাৎ আংটি নিয়ে ছুটে চলে গেলেন গ্রাসিয়ানো। ইচ্ছে করেই বেশিদূর যাননি পোর্সিয়া। তিনি কাছাকাছিই ছিলেন। আংটি সম্পর্কে ব্যাসানিওর মতের কোনও পরিবর্তন হয় কিনা সেটা দেখার খুব আগ্রহ ছিল পোর্সিয়ার। গ্রাসিয়ানোকে দেখে তিনি এমন ভাব করলেন যেন তিনি তাকে এই প্রথম দেখছেন। যথোচিত শিষ্টাচার সহ তিনি তাকে বললেন, 'মশায়! আমায় দেখিয়ে দেবেন কি ইহুদি শাইলকের বাড়িটা কোথায়? একটা দলিলে তার সই নেবার প্রয়োজন আছে।'

সাগ্রহে বলল গ্রাসিয়ানো, 'নিশ্চয়ই আপনাকে দেখিয়ে দেব শাইলকের বাড়ি। তাছাড়া একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি আমি। আন্তনিও এবং ব্যাসানিও — উভয়ের বন্ধু আমি। আদালতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আপনার মতো ভালো উকিল আমি আগে কখনও দেখিনি। বন্ধু ব্যাসানিওর কাছ থেকে যে আংটিটা আপনি উপহার হিসেবে চেয়েছিলেন'—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন পোর্সিয়া, 'থাক, আপনার বন্ধুর উপহারের কোনও প্রয়োজন নেই আমার। যথেষ্ট আংটি রয়েছে আমার ঘরে। আর কম হলেও সেটা কিনে নেবার ক্ষমতা আছে

আমার। উনিই তো আমায় খোসামোদ করেছেন স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটা কিছু নেবার। আমি যেই একটা জিনিস চাইলাম, উনি বললেন না ওটা নয়, অন্য কিছু নিন। একে কি ভদ্রতা বলে?'

ব্যাসানিও তাড়াতাড়ি আংটিটা পোর্সিয়ার সামনে তুলে ধরে বললেন, 'আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। এটা আমার বন্ধু ব্যাসানিওর নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রথম উপহার। সে কারণে তিনি আপনাকে ওটা দিতে ইতস্তত করছিলেন। যাকগে সে কথা, আপনার কাছে অপরিশোধ্য ঋণের বাঁধনে বাঁধা পড়েছি আমরা সবাই। সবকিছু বাদ দিয়ে আপনার তৃপ্তি সাধন করাই এখন আমাদের কর্তব্য। তাই বন্ধু এই আংটিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য। আপনি এটা নিলে তিনি বাধিত মনে করবেন নিজেকে।'

যখন পোর্সিয়া দেখলেন যে তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তিনি আর কথা না বাড়িয়ে আংটিটা নিয়ে নিলেন। তারপর গ্রাসিয়ানো নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন পোর্সিয়াকে। আগের মতোই পোর্সিয়া জবাব দিলেন যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ পাদুয়ায় তার জরুরি কাজ রয়েছে।

পোর্সিয়ার অনুরোধে কেরানিরূপী নেরিসাকে শাইলকের বাড়ির দিকে নিয়ে চলল গ্রাসিয়ানো। সেখানে গিয়ে দলিলে শাইলকের স্বাক্ষর নেবে নেরিসা।

নেরিসা যেতে যেতে বলল, 'আপনাদের বন্ধু আন্তনিওর মধ্যে যে ভদ্রতাবোধ রয়েছে, আমরা আশা করেছিলাম আপনাদের মধ্যেও তা থাকবে। আমরা তো আন্তনিওর প্রাণ বাঁচিয়েছি। এর জন্য নিশ্চয়ই কিছু উপহার আমাদের প্রাপ্য।'

গ্রাসিয়ানো বললেন, 'উপহার নিশ্চয়ই আপনাদের প্রাপ্য। কিন্তু আমি তো নিঃস্ব। উপহার দেবার মতো কীই বা আছে আমার?'

নেরিসা বলল, 'কী বললেন আপনি নিঃস্ব? এই তো আপনার হাতে আংটি রয়েছে। ওই আংটিটা পেলেই যথাযোগ্য পুরস্কার পেয়েছি বলে মনে করব আমি।'

ঠিক একই কারণে ব্যাসানিওর মতো আপত্তি জানালেন গ্রাসিয়ানো। তার স্ত্রী নেরিসা তাকে দিয়েছেন ওই আংটি। কিন্তু নেরিসার বাক্যবাণের জোয়ারে ভেসে গেলেন তিনি। তার কোনও ওজর আপত্তি টিকল না।

শেষমেশ গ্রাসিয়ানো স্থির করলেন ব্যাসানিও যখন তার আংটিটা দিতে পেরেছেন, তখন তিনি দিলেও এমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি হবে না। এ নিয়ে নেরিসা কোনও ঝামেলা করলে তিনি অনায়াসেই ব্যাসানিওর উদাহরণ দেখিয়ে পার পেয়ে যাবেন।

গ্রাসিয়ানোর কাছ থেকে আংটিটা নিয়ে নেরিসা চলে গেল শাইলকের বাড়ির ভেতরে। শাইলককে দিয়ে দলিলে সই করিয়ে সে ফিরে এল পোর্সিয়ার কাছে। আর দেরি না করে পোর্সিয়া তাকে নিয়ে রওনা হলেন বেলমন্টের পথে। কারণ কালই আন্তনিওকে নিয়ে ব্যাসানিও রওনা দেবেন বেলমন্ট অভিমুখে। যে করেই হোক স্বামীর আগে তাকে সেখানে পৌঁছতে হবে।

ছয়

পরদিন সন্ধ্যার পর পোর্সিয়ার প্রাসাদের সামনে বসে গেল আনন্দের মেলা। উপরে জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশ আর নিচে নানা বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে বাদকেরা। পোর্সিয়ার অবর্তমানে এ প্রাসাদের দায়িত্বে রয়েছেন লোরেঞ্জো এবং জেসিকা। তাঁরা খবর পেয়েছেন

মঠ থেকে খুব দ্রুত ফিরে আসছেন পোর্সিয়া তাই তারা আগাম নাচ-গানের আসর বসিয়েছে প্রাসাদের সামনে

দূর থেকেই নাচ গানের সুমধুর আওয়াজ ভেসে আসছিল পোর্সিয়ার কানে। পুরুষের পোশাক বদলিয়ে তিনি ও নেরিসা উভয়ে নারীর বেশ ধারণ করেছেন। তাদের আসতে দেখেই এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল লোরেঞ্জো ও জেসিকা সবাইকে যথোচিত সম্ভাষণের পর পোর্সিয়া জানালেন কাছের ও দূরের কোন কোন মঠ ও গির্জায় তারা আন্তনিওর কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা জানিয়েছেন।

এ সময় ব্যাসানিওর এক ভৃত্য স্টিফানো দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ভেনিস থেকে এসে পৌঁছাল বেলমন্টে। সে জানাল খুব শীঘ্রই তার প্রভু আন্তনিওকে নিয়ে এসে পড়বেন।

দেখতে দেখতে আন্তনিও আর গ্রাসিয়ানোর সাথে এসে পড়লেন ব্যাসানিও আন্তনিওকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে জেনে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন পোর্সিয়া কিন্তু তার আচার-আচরণ, কথা বার্তায় এমন কিছু প্রকাশ পেল না যাতে বোঝা যায় এ সবের মূলে রয়েছেন তিনি।

পোর্সিয়া আন্তনিওকে নিজের প্রাসাদে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এমন সময় তার কানে এল নেরিসা ও গ্রাসিয়ানোর মধ্যে বিবাদের আওয়াজ তিনি হেসে উঠে বললেন, 'কী ব্যাপার' তোমরা এরই মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিলে? আরে, বিয়ের পর এখনও যে তেরাত্তির পার হয়নি।'

সাথে সাথে নেরিসা বলে উঠল, এরূপ ব্যবহার করলে তেরাত্তির তো দূরের কথা, তিন মিনিটও শান্তিতে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বিয়ের সময় আমি ওকে একটা আংটি দিয়েছিলাম উনি গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বেঁচে থাকতে আংটিটা কাউকে হস্তান্তর করবেন না আর এখন উনি কিনা আংটিটা কাকে বিলিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে হাজির হয়েছেন আমার সামনে এমন কাণ্ড দেখলে বোবা পাথরও সরব হয়ে উঠবে।'

গম্ভীর স্বরে বললেন পোর্সিয়া, 'এটা তুমি ঠিক কাজ করনি গ্রাসিয়ানো। হাজার হোক, এটা তোমার স্ত্রীর দেওয়া প্রথম উপহার সেটা যদি তুমি কাউকে দিয়ে দাও তাহলে, ।'

গ্রাসিয়ানো চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠাকুরানি' সে একটা কেরানিমাত্র যে উকিলবাবু আন্তনিওর প্রাণরক্ষা করেছেন, সে তারই কেরানি একটা বেঁটে মতো ছোকরা, দেখতে ঠিক নেরিসার মতো, দলিলের ব্যাপারে সে খুব খাটাখাটি করেছিল। তাই পুরস্কারস্বরূপ যখন সে আংটিটা চাইল আমি আর না করতে পারলুম না

পোর্সিয়া বললেন, 'উপকার ঠিকই করেছিল তাতে কোনও দ্বিমত নেই। তার জন্য অর্থ দিলেই পারতে এভাবে স্ত্রীর আংটিটা তোমার দেওয়া উচিত হয়নি। আমিও তো বিয়ের সময় স্বামীকে একটা আংটি দিয়েছিলাম। আমি স্থির নিশ্চিত আংটিটা তিনি কখনও হাতছাড়া করবেন না '

এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন গ্রাসিয়ানো সাথে সাথেই তিনি বলে ওঠেন, 'তাহলে শুনুন ঠাকুরানি আপনার স্বামী তার আংটিটা উকিলবাবুকে দেবার পরই কেরানি ছোকরাটি নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে আমার আংটিটা নেবার জন্য আমিও ভেবে দেখলাম ব্যাসানিও যখন তার উপহারের আংটি বিলিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমারই বা আপত্তি কীসে?'

গ্রাসিয়ানোর কথা শুনে এমন ভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন পোর্সিয়া যেন তার মাথায় বাজ পড়েছে ব্যাসানিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে পোর্সিয়া বলে ওঠেন, 'স্বামী! এ কথা কি সত্যি?' বিবর্ণ মুখে পোর্সিয়ার সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ব্যাসানিও 'আংটিটা যখন হাতে নেই তখন তুমিই বিচার কর কথাটা সত্যি কিনা '

লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে গেলেন পোর্সিয়া বললেন, 'তোমাদের বিবেক এতটুকু বাধল না স্ত্রীদের সাথে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে? তোমরা দু' বন্ধু উভয়েই সমান পাপে পাপী। নেহাত বিয়ে হয়ে গেছে তাই ফেরাবার উপায় নেই ব্যাসানিও পোর্সিয়ার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক শুরু না হতেই শেষ হতে চলেছে '

ঝড়ের মতো এভাবে তিরস্কারের বন্যা বয়ে চলল মাঝে ব্যাসানিও যদিওবা দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু স্রোতের মুখে তা খড়কুটোর মতো ভেসে গেল পোর্সিয়ার স্থির বিশ্বাস ভেনিসে গিয়েই আংটিটা দিয়েছেন ব্যাসানিও উকিলকে আংটি দেবার কথা নিছক বানানো এমন উকিল কি দেখা যায় যে নয় হাজার ডুকাট না নিয়ে সামান্য একটা আংটি পুরস্কার স্বরূপ নিয়ে গেল?

উকিলরা যে সচরাচর লোভী হয় তা সবার জানা আর এ উকিল নির্লোভ হলে স্ত্রীর উপহার শোনা মাত্রই সেটা আর নিত না। নির্লোভ ব্যক্তি কি এরূপ সৌজন্যহীন হতে পারে?

নিজেকে নিয়ে বড়োই বিব্রতবোধ করছিলেন আন্তনিও এ সবের মূলে যে তিনিই, সে কথা ভেবে খুবই সঙ্কোচ হচ্ছিল তার ব্যাসানিওর পক্ষ নিয়ে দু একটা কথা বলতে গিয়েছিলেন আন্তনিও, কিন্তু তার কথায় কানই দিলেন না পোর্সিয়া। শুধু তাকে বললেন, 'বন্ধু আন্তনিও! আপনি ভাববেন না যে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস হেতু আমি আপনাকে অশ্রদ্ধা করছি আমার বাড়িতে আপনার সমাদরের কোনও অভাব হবে না কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের এখানেই ইতি যে আমার আংটির অমর্যাদা করতে পারে, সে আমার ভালোবাসার কী মূল্য দেবে?'

আন্তনিও বললেন, 'এখন আমি বুঝতে পারছি আপনার উপহারটা হাতছাড়া করা কোনওমতেই উচিত হয়নি ব্যাসানিওর আগে বুঝতে পারলে কখনওই এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতাম না কিন্তু ভদ্রলোকের ঋণ শোধ করার অন্য কোনও উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে এ অন্যায় কাজ করতে হয়েছে আমাদের দয়া করে এ কথাটা আপনি বিশ্বাস করুন '

সাথে সাথে বললেন পোর্সিয়া, 'পুরুষ মানুষকে কোনও বিশ্বাস নেই। তবে আপনার কথা বিশ্বাস না করেও একটা আপসে আসতে রাজি আছি আমি '

আন্তনিও বললেন, 'একবার ব্যাসানিওর জন্য নিজেকে জামিন রেখেছিলাম এবার জামিন রইল আমার আত্মা ব্যাসানিও যদি পুনরায় অবিশ্বাসী হন, তাহলে অনন্তকালের জন্য আমি নরকে যেতে রাজি আছি।'

এবার মনে মনে কিছুটা প্রসন্ন হলেন পোর্সিয়া। তিনি আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে নিয়ে আন্তনিওকে বললেন, 'শুধু আপনার খাতিরে, আপনার সামনে এই দ্বিতীয় আংটিটা আমি আমার স্বামীর আঙুলে পরিয়ে দিচ্ছি এটার ভাগ্যও যেন আগেরটার মতো না হয়ে পড়ে। তাহলে কিন্তু আমাদের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।'

আংটিটা দেখে অবাক হয়ে গেলে ব্যাসানিও এটা তো সেই আগের আংটি যা তিনি গতকাল ভেনিসে দিয়ে এসেছেন উকিলবাবুকে। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না কীভাবে এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটল

কর্ত্রীর দেখাদেখি নেরিসাও দ্বিতীয় একটি আংটি উপহার দিয়েছেন গ্র্যাসিয়ানোকে এবং তিনিও অবাক হয়ে গেছেন আংটিটা দেখে কারণ এটাই তো সেই আংটি যা তিনি গতকাল দিয়ে এসেছেন মুহুরি ছোকরাকে

এরপর শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন মাঝে মাঝে কিছু উত্তর হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে সমাধান হয়ে গেল সবকিছুর বেলারিওর চিঠিতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে পোর্সিয়া উকিল সেজে ভেনিসে গিয়ে আন্তনিওর জীবন বাঁচিয়েছেন। এমন গুণী স্ত্রীর জন্য গর্বের সীমা রইল না ব্যসানিওর

এবার পোর্সিয়া শাইলকের দানপত্র তুলে দিলেন লোরেঞ্জোর হাতে দানপত্র অনুযায়ী শাইলকের মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবেন লোরেঞ্জো এবং জেসিকা গদ্গদস্বরে বলে ওঠে লোরেঞ্জো, 'ঠাকুরানি। আপনি ধন্য। যেখানেই আপনি যান না কেন, সেখানেই আপনার উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হবে ঈশ্বরের করুণা

ঈশ্বরের করুণার আরও একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে এবার সবাইকে হতবাক করে দিলেন পোর্সিয়া। আন্তনিও হারিয়ে যাওয়া তিনখানি জাহাজ বাণিজ্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে হঠাৎই এসে পৌঁছেছে আদ্রিয়াতিক সাগরে এ সংবাদ তিনি কালই জানতে পেরেছেন ভেনিসে অবস্থিত তার কর্মচারীদের কাছ থেকে তারা আন্তনিওকে খবরটা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু পোর্সিয়া তাদের নিরস্ত করেন এই বলে যে তিনি নিজেই খবরটা দিতে চান আন্তনিওকে

সবার মন এবার কানায় কানায় ভরে উঠেছে আনন্দে। শুধু গ্রাসিয়ানোই বিরস মুখে বলে, সবাই প্রাণ খুলে আনন্দ করছেন, করুন আমি বাধা দিতে চাই না তাতে কিন্তু এই আনন্দের মাঝেও একটা ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত আমি সেটা নেরিসার আংটিটা নিয়ে। কখন যে কী ঘটে যায় তা কে জানে সারাজীবন ওটা নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকতে হবে আমাকে

এবার সব উৎকণ্ঠা দূর করে পোর্সিয়া বলে উঠলেন, 'আমিই সেই আইনজীবী আর নেরিসা মুহুরি আমরা দুজনেই পুরুষের ছদ্মবেশে জাহাজে করে ভেনিসে গিয়েছিলাম আর তোমরা রওনা দিয়েছিলে আমাদের একদিন আগে। স্বয়ং লোরেঞ্জোই আমাদের সমস্ত কাজের সাক্ষী এবার সবাই ভেতরে চলে আসুন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে '

অলস্ ওয়েল দ্যাট এন্ডস্ ওয়েল

রুসিলন ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি প্রদেশ। সেখানকার শাসনকর্তা কাউন্টের মৃত্যুর পর নতুন কাউন্ট হলেন তাঁরই যুবক পুত্র বারট্রাম তার বাবা ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে তিনি ফরাসি সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কাউন্টের মৃত্যুর খবর শুনে মনে খুব আঘাত পেলেন ফরাসি রাজ তিনি তার প্রৌঢ় অমাত্য লর্ড লাফিউকে রুসিলনে পাঠালেন কাউন্টের ছেলে বারট্রামকে রাজসভায় নিয়ে আসতে বারট্রামের বিধবা মা'র কানে যথাসময়ে পৌঁছে গেল সে খবরটা। ছেলেও তার বাবার মতো সাহসী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। সে সময় পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ফ্রান্সের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত কাজেই যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজনেই যে বারট্রামকে নিয়ে যাওয়া হবে তা বুঝতে বাকি রইল না বিধবা কাউন্টেসের। যথা সময়ে লর্ড লাফিউ এলেন রুসিলনের প্রাসাদে। এগিয়ে গিয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল বারট্রাম। লর্ড লাফিউকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন কাউন্টেস লাফিউ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি দু চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'মি লর্ড, আপনি তো জানেন সামান্য কিছুদিন আগে আমি স্বামীহারা হয়েছি এখন ছেলে বারট্রামই আমার একমাত্র অবলম্বন। ও যদি যুদ্ধে চলে যায় তাহলে আমার কী অবস্থা হবে, কীভাবে আমার দিন কাটবে — এসব ভেবেই কাঁদছি আমি।'

তাকে আশ্বস্ত করে লর্ড লাফিউ বললেন, 'আপনি মিছামিছিই ছেলের জন্য চিন্তা করছেন কাউন্টেস। যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি ওর কোনও ক্ষতি হয়, তাহলে স্বয়ং সম্রাট আপনার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবেন '

কাউন্টেস বললেন, 'আমি শুনেছিলাম সম্রাট খুব অসুস্থ। তা এখন তিনি কেমন আছেন?'

'তিনি মোটেও ভালো নেই কাউন্টেস', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লর্ড লাফিউ 'প্রতিদিনই তার মনোবল ভেঙে পড়ছে এমন কি রাজবৈদ্যের উপর ভরসা রাখতে না পেরে ক'দিন আগে তাকেও বিদায় করে দিয়েছেন দুরারোগ্য রোগের দরুন হতাশা সম্বল করে কোনও মতে বেঁচে আছেন তিনি '

এ কথা শুনে আক্ষেপের সুরে কাউন্টেস বললেন, 'আজ যদি হেলেনার বাবা জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি অবশ্যই সম্রাটকে সারিয়ে তুলতে পারতেন '

'কার কথা বলছেন কাউন্টেস? জানতে চাইলেন লর্ড লাফিউ।

কাউন্টেসের পাশে বসে একটি সুন্দরী যুবতি চুপচাপ চোখের জল ফেলছিল তাকে দেখিয়ে কাউন্টেস বললেন, 'আমি এরই কথা বলছি। এর নাম হেলেনা ওর বাবা গেরার্ড দ নরবোন ছিলেন একজন নামি চিকিৎসক বাবার মৃত্যুর পর থেকেই ও আমার কাছে আছে, লেখা পড়া শিখছে। তাছাড়া আরও অনেক গুণ আছে ওর '

মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেলেনাকে বললেন কাউন্ট বারট্রাম, হেলেনা, আমি যাচ্ছি এখন থেকে মা'র দেখা শোনার সব ভার রইল তোমার উপর আর তুমিও নিজের শরীরের যত্ন নেবে' — এই বলে লর্ড লাফিউয়ের সাথে চলে গেলেন

আশ্রিতা হলেও কাউন্টেসের ছেলে বারট্রামকে ভালোবাসে হেলেনা যদিও তার মতো বংশমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা তার নেই নামি চিকিৎসক হলেও হেলেনার বাবা ছিলেন সমাজের এক সাধারণ স্তরের লোক এই সামাজিক ব্যবধানের দরুন বারট্রামকে ভালোবাসলেও সে তার স্ত্রী হবার স্বপ্নও দেখেনা ওদিকে বারট্রামও জানেনা হেলেনা তাকে এত ভালোবাসে মৃত্যুর আগে হেলেনারা বাবা তাকে হাতে কলমে শিখিয়ে গিয়েছিলেন অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি দুষ্প্রাপ্য শেকড় বাকড় আর জড়িবুটির গুণাগুণ সম্রাটের দুরারোগ্য ব্যাধির বিবরণ শুনে সে স্থির করল প্যারিসে গিয়ে সম্রাটের চিকিৎসা করবে তার বিশ্বাস, বাবার শেখানো চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্রাট অবশ্যই আরোগ্যলাভ করবেন তার মনে এই আশাও উঁকি দিল প্যারিসে গেলে হয়তো বারট্রামের সাথে তার দেখাও হয়ে যেতে পারে

হেলেনা যে বারট্রামকে ভালোবাসে এ কথা অজানা নেই কাউন্টেসের একদিন তিনি মুখ ফুটেই বললেন, হেলেনাকে তিনি পুত্রবধূ হিসেবে চান তিনি তাকে প্যারিসে গিয়ে সম্রাটের চিকিৎসা করার অনুমতি দিলেন। সেই সাথে প্রয়োজনীয় টাকা কড়ি আর কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকও দিয়ে দিলেন তার সাথে।

শুরুতে রাজি না হলেও যখন শুনলেন হেলেনা গেরার্ড দ্য নরবোনের মেয়ে, সম্রাট রাজি হলেন তাকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাতে তবে শর্ত রইল দু দিনের মধ্যে সম্রাট সুস্থ হয়ে না উঠলে প্রাণদণ্ড হবে হেলেনার। আর সম্রাট সুস্থ হয়ে উঠলে রাজসভার যে কোনও অভিজাত যুবককে বিয়ে করতে পারবে হেলেনা। সম্রাট নিজে দাঁড়িয়ে সে বিয়ে দেবেন হেলেনা রাজি হল সম্রাটের প্রস্তাবে

হেলেনার দেওয়া ওষুধ খেয়ে দুদিনের মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন সম্রাট তার মনে হল তিনি যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন এবার সম্রাটের আদেশে রাজসভার অবিবাহিত অভিজাত যুবকেরা সবাই সারি দিয়ে দাঁড়াল একপাশে সম্রাট হেলেনাকে বললেন, সে এদের মধ্য থেকে কাউকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়।

তাদের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হেলেনার চোখে পড়ল রুসিলনের কাউন্ট বারট্রামকে। সে সরাসরি তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি আপনাদের আশ্রিতা সেহেতু আপনাকে আমার স্বামীরূপে ভেবে নেবার সাহস বা অধিকার আমার নেই আমি শুধু এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যতদিন বেঁচে থাকব প্রাণ দিয়ে আপনাদের সেবা করে যাব।'

'তুমি ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছ হেলেনা' বললেন সম্রাট। তারপর বারট্রামের দিকে চেয়ে তিনি বললেন 'কাউন্ট বারট্রাম, এবার তুমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর হেলেনাকে '

'আমায় মাফ করবেন সম্রাট', বললেন কাউন্ট বারট্রাম, 'আমি ফ্রান্সের এক অভিজাত বংশের ছেলে রুসিলনের কাউন্ট আর হেলেনা এক সাধারণ ঘরের মেয়ে বংশকৌলিন্য বলে ওর কিছু নেই ও দেখতে সুন্দরী অনেক গুণ আছে ওর তা সত্ত্বেও ওকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় একে বিয়ে করলে অভিজাত সমাজে আমার মাথা নিচু হয়ে যাবে '

গম্ভীর স্বরে সম্রাট বললেন 'দেখ কাউন্ট বারট্রাম! তুমি অভিজাত বংশের ছেলে হলেও আমার অধীনস্থ এক সামন্ত রাজা ছাড়া আর কিছু নও। এ কথা মনে রেখ রাজা কখনও তার

প্রজার অবাধ্যতা সহ্য করে না আর তার সাথে এটাও জেনে রাখ সম্রাট হিসেবে অধীনস্থ সামন্তরাজার পাত্রী নির্বাচনের অধিকার আমার আছে সেই অধিকার অনুযায়ী আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি হেলেনাকে তুমি স্ত্রী হিসেবে মেনে নেবে '

এরপর বারট্রাম সাহস পেলেন না সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করার। পরদিন রাজকীয় সমারোহে গির্জায় তার বিয়ে হয়ে গেল হেলেনার সাথে সম্রাটের আদেশে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেও বারট্রাম যে তাকে মন থেকে মেনে নেয়নি সে কথা জানতে পেরে হতাশ হল হেলেনা

এবার হেলেনার থেকে দূরে সরে থাকার এক উপায় খুঁজে বের করলেন বারট্রাম। শত্রুর সাথে মোকাবিলার জন্য ফ্লোরেন্সের ডিউক তার জ্ঞাতিভাই ফরাসি সম্রাটের সাহায্য চেয়েছিলেন সম্রাট সসৈন্যে বারট্রামকে ফ্লোরেন্সে যাবার অনুমতি দিলেন যাবার সময় হেলেনাকে ডেকে বারট্রাম বললেন, 'দ্যাখ, আমি ফ্লোরেন্সে যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। কিছুদিন সেখানে আমায় থাকতে হবে। সম্রাটের আদেশেই আমি বাধ্য হয়ে তোমায় বিয়ে করেছি কিন্তু মনের দিক থেকে তোমায় মেনে নিতে পারছি না '

হেলেনা বলল, 'তাহলে এখন আমি কী করব?'

বারট্রাম বললেন, 'আমি মাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি তুমি সেটা নিয়ে তার কাছে চলে যাও '

হেলেনা সম্রাটের দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে সক্ষম হয়েছে, বারট্রামের সাথে হেলেনার বিয়ে দিয়েছেন সম্রাট— এ খবর শুনে খুব খুশি হলেন কাউন্টেস কিন্তু তার চেয়েও বেশি দুঃখ পেলেন যখন শুনলেন হেলেনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বারট্রাম। মাকে লেখা চিঠিতে বারট্রাম একথাও উল্লেখ করেছেন যে শুধুমাত্র সম্রাটের আদেশেই হেলেনাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, আর তার থেকে দূরে সরে থাকার জন্য ফ্লোরেন্সে যাচ্ছেন যুদ্ধ করতে চিঠির শেষাংশে বারট্রাম হেলেনাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, '... যদি কখনও আমার হাতের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিতে পার আর আমার সন্তানের জননী হতে পার, তবেই আমায় স্বামী বলে ডাকার ক্ষমতা পাবে তুমি।'

হেলেনাকে সান্ত্বনা দিয়ে কাউন্টেস বললেন, 'তুমি কিছু ভেবো না। আমার ছেলের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে ছেলের বউ করে আমার শখ তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। বারট্রামের মতো আমিও তোমাকে নিজের সন্তান বলে ভেবে এসেছি এখন থেকে ছেলের বউ হিসেবে তুমি আগের মতোই আমার কাছে থাকবে। আমার সমস্ত সম্পত্তিতে বারট্রামের মতো তোমারও সমান অধিকার আছে আমার কথা বিশ্বাস কর হেলেন, আমি বলছি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে '

কিন্তু হেলেনা মোটেও আশ্বস্ত হতে পারল না কাউন্টেসের কথা শুনে এভাবেই কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে হেলেনাকে আর খুঁজে পেলেন না কাউন্টেস তাকে উদ্দেশ করে লেখা হেলেনার একটি চিঠি তার হাতে তুলে দিল গোমস্তা রোনাল্ডো সেই চিঠিতে লেখা আছে 'মা! আমারই জন্য আপনার ছেলে দেশত্যাগী হয়েছে সে অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি খালি পায়ে যাচ্ছি সেন্ট জ্যাকুইসে তীর্থ করতে দয়া করে এ খবরটা আপনার ছেলেকে জানাবেন। অনুগ্রহ করে আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। বাবার মৃত্যুর পর আপনি আমায় আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম ইতি

হতভাগিনী হেলেনা '

ডিউকের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে ফ্লোরেন্সের যুদ্ধে বারট্রাম জয়লাভ করলেন। মা'র চিঠি পেয়ে তিনি জানতে পারলেন তাদের প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে হেলেনা। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে আপদ বিদেয় হয়েছে। এরপর তিনি রুসিলনে ফেরার আয়োজন করতে লাগলেন কিন্তু ইতিমধ্যে হেলেনা যে ফ্লোরেন্সে এসে পৌঁছেছে সে খবর তখনও পর্যন্ত জানতেন না তিনি।

সেন্ট জ্যাকুইসে তীর্থযাত্রা করতে হলে ফ্লোরেন্সের মাঝ দিয়েই যেতে হয়। ফ্লোরেন্সে এক এক বিধবা মহিলার কাছে আশ্রয় নিল হেলেনা। পরদিন সেই তাকে নিয়ে গেলেন ডিউকের সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখাতে। সেনাবাহিনীর পুরোভাগে বারট্রামকে দেখে চমকে উঠল হেলেনা।

বারট্রামের সাথে তার পরিচয় করিয়ে বিধবা ভদ্রমহিলা হেলেনাকে বললেন, 'ইনি কাউন্ট বারট্রাম। নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য ইনি ফ্রান্স থেকে ফ্লোরেন্সে এসেছেন লড়াই করতে।' ভদ্রমহিলার কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল হেলেনা। ভদ্রমহিলা বলেই চললেন, 'আমার মেয়েকে কাউন্ট বারট্রাম খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি বিবাহিত হবার দরুন আমার মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারছেন না। আগামী কালই তিনি দেশে চলে যাবেন তাই উনি চাইছেন আজ রাতে মেয়ের সাথে দেখা করতে। কিন্তু আমার মেয়ে তাকে মোটেও পছন্দ করে না। সে রাজি নয় তার সাথে দেখা করতে।'

বাড়ি ফিরে এসে হেলেনা সেই ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'দেখুন, আমার নাম হেলেনা। কিছুদিন আগে আমারই সাথে বিয়ে হয়েছে কাউন্ট বারট্রামের। আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেই উনি ফ্রান্স ছেড়ে ফ্লোরেন্সে এসেছেন। এবার আপনি আর আপনার মেয়ে — দুজনে সাহায্য করলে আমি ফিরে পেতে পারি আমার স্বামীকে।'

'কী সাহায্য তুমি চাও?' জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা।

হেলেনা বলল, 'আপনি এখনই কাউন্ট বারট্রামকে খবর পাঠান যে আপনার মেয়ে তার সাথে দেখা করতে রাজি আছে।'

'এর ফল কী হবে তা ভেবে দেখেছ?' জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা।

'হ্যাঁ আমি ভেবে দেখেছি', বলল হেলেনা, 'খবর পেলে কাউন্ট অবশ্যই এসে যাবেন আজ রাতে। তবে আপনার মেয়ের পোশাক পরে আমি দেখা করব তার সাথে। আমার উদ্দেশ্য কাউন্টের আঙুলে যে আংটিটি রয়েছে তা খুলে নেওয়া। তিনি বলেছেন আংটি খুলে নিতে পারলেই উনি আমায় স্ত্রীর সম্মান দেবেন। আপনি অনুগ্রহ করে কাউন্টকে জানিয়ে দিন যে তার স্ত্রী হেলেনা অর্থাৎ আমি আর বেঁচে নেই।'

হেলেনার দুঃখের কাহিনি শুনে ভদ্রমহিলা তাকে সহানুভূতি জানিয়ে আশ্বাস দিলেন তার পরিকল্পনা রূপায়ণে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।

সে দিন গভীর রাতে সাজগোজ করে কাউন্ট এসে হাজির হলেন সেই মহিলার বাড়িতে। তিনি সোজা ঢুকে গেলেন তার মেয়ে ডায়নার ঘরে। সেখানে তখন ডায়ানার পোশাক পরে অপেক্ষা করছিল হেলেনা। তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। ডায়ানা ভেবে তিনি তাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগলেন। শেষমেশ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সুযোগ পেয়ে প্রেমের নিদর্শন হিসেবে বারট্রামের একটি আংটি চাইল হেলেনা। শুরুতে রাজি না হলেও শেষমেশ আঙুল থেকে আংটি

খুলে নিজেই পরিয়ে দিলেন হেলেনার আঙুলে সারারাত ডায়না বেশী হেলেনার সাথে কাটালেন বারট্রাম সকাল হবার আগেই তিনি বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন রুসিলনের পথে সেই একই দিনে ভদ্রমহিলা ও তার মেয়ে ডায়ানাকে সাথে নিয়ে হেলেনাও রওনা দিলেন রুসিলন অভিমুখে

এদিকে বৃদ্ধা কাউন্টেসের অসুস্থতার কথা শুনে ফরাসি সম্রাট স্বয়ং এসেছেন তাকে দেখতে হেলেনার মৃত্যুসংবাদ শুনে মনে খুব আঘাত পেলেন কাউন্টেস হেলেনাকে পরিত্যাগ করার জন্য সম্রাট খুবই বকা ঝকা করলেন বারট্রামকে এরই মধ্যে ডায়ানাকে বিয়ে করার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছেন বারট্রাম। কিন্তু তার আগেই হেলেনা এসে হাজির সেখানে। তার হাতে নিজের আংটি দেখে চমকে উঠলেন বারট্রাম তিনি হেলেনার কাছে জানতে চাইলেন আংটিটা সে কোথায় পেয়েছে। হেলেনা বলল ফ্লোরেন্সে সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে তিনি সারারাত তার সাথেই কাটিয়েছেন কিন্তু তার পরনে ডায়ানার পোশাক থাকায় বারট্রাম তাকে চিনতে পারেননি সে রাতে বারট্রাম নিজেই তার হাতে পরিয়ে দিয়েছেন সেই আংটি হেলেনা বারট্রামকে এও জানাল যে সে তার সন্তানের জননী হতে চলেছে। বারট্রাম যে সে রাতে হেলেনার সাথেই কাটিয়েছেন তা সমর্থন করল ডায়ানা ও তার মা। সব কথা শোনার পর কাউন্ট আর দ্বিধা না করে বৈধ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন হেলেনাকে

মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং

একদিন এক পত্রবাহক এল মেসিনার রাজ্যপাল লিওনাতোর কাছে। রাজ্যপালকে অভিবাদন জানিয়ে সে একটা চিঠি তুলে দিল তার হাতে চিঠির মূল বক্তব্য, সেদিন রাতেই আরাগ'র রাজকুমার ডন পেড্রো তাঁর তিনজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে নিয়ে এসে অতিথি হবেন লিওনাতোর প্রাসাদে।

চিঠিটা পড়ার পর পত্রবাহককে বললেন রাজ্যপাল, 'আমার বিশ্বাস আজকাল ডন পেড্রোর খুব কাছের মানুষ হয়ে পড়েছেন ফ্লোরেনসের লর্ড ক্লডিও— তাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন ডন পেড্রো।

'আপনি ঠিকই বলেছেন', সায় দিল পত্রবাহক, 'তবে লর্ড ক্লডিও যে সবদিক দিয়ে যোগ্য তার বিশ্বস্ত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই 'এমন সময় সেখানে এল লিওনাতোর ভাইঝি বিয়াত্রিস সংবাদবাহকের কাছে যে জানতে চাইল যুদ্ধ থেকে সুস্থ অবস্থায় পাদুয়ার লর্ড বেনেডিক ফিরে এসেছেন কিনা সংবাদবাহক জানাল যুদ্ধ ফেরত বেশ সুস্থ অবস্থায় আছেন সেনর বেনেডিক

রাজ্যপাল লিওনাতোর প্রাসাদে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছালেন আরাগ'র রাজকুমার ডন পেড্রো আর তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সেনর ক্লডিও এবং সেনর বেনেডিক ইতিপূর্বেই তাদের পরিচয় হয়েছিল লিওনাতোর মেয়ে হেরো আর ভাইঝি বিয়াত্রিসের সঙ্গে এতদিন বাদে তাদের দেখা হতেই হাসি তামাশায় মেতে উঠলেন তারা বিয়াত্রিশ ছিল যেমন ফাজিল, তেমনি বাচাল। সেনর বেনেডিকের সাথে রসিকতা করতে গিয়ে সে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল এক সময় মাত্রা হারিয়ে 'ডন পেড্রোর ভাঁড়' বলে অভিহিত করল সেনর বেনেডিককে তিনি খুবই দুঃখ পেলেন বিয়াত্রিসের এই মন্তব্য শুনে ওদিকে আবার লিওনাতোর মেয়ে হেরো ছিল বিয়াত্রিসের ঠিক বিপরীত। সে যেমন নম্র তেমনি বিনয়ী। খুব কম বয়সে তাকে দেখেছেন লর্ড ক্লডিও এই ক'বছরে সে বেশ বড়ো হয়ে গেছে এখন সে পূর্ণ যুবতি।

এতক্ষণ ধরে রাজকুমার পেড্রো বেশ মজার সাথে উপভোগ করছিলেন রসিকতার ছলে বিয়াত্রিস আর বেনেডিকের কথা কাটাকাটি তিনি ফিসফিস করে লিওনাতোকে বললেন, 'ওদের মধ্যে দেখছি বেশ আদা কাঁচকলার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবার ওদের বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়।'

ওদিকে সেনর ক্লডিওর বেশ মনে ধরেছে লিওনাতোর মেয়ে হেরোকে সে কথা জানার পর রাজকুমার পেড্রো লিওনাতোর কাছে জানতে চাইলেন তিনি তাঁর মেয়ে হেরোর সাথে ক্লডিওর বিয়ে দিতে রাজি কিনা।

রাজকুমার কথা শুনে লিওনাতো সানন্দে জানালেন যে তিনি এতে রাজি আছেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন এতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই এবার রাজকুমার লিওনাতো কে বললেন বিয়ের দিন ঠিক করতে

রাজকুমার পেড্রো এক মজার পরিকল্পনা করলেন যাতে লিওনাতোর বাচাল ভাইঝি বিয়াত্রিস আর সেনর বেনেডিক পরস্পরের প্রেমে পড়তে পারে হেরোও খুব খুশি হল যখন সে শুনল

রাজকুমার পেড্রো বিয়ে দিতে চান বিয়াত্রিস আর বেনেডিকের সে জানাল এ প্রস্তাবে তার সায় আছে

লিওনাতোর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে এক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আপন মনে বই পড়ছিল সেনর বেনেডিক। তার নজর এড়িয়ে রাজকুমার পেড্রো আর ক্লডিও গিয়ে দাঁড়ালেন তার পেছনে সেই গাছের গুঁড়ির আড়ালে তাঁরা এমনভাবে কথা-বার্তা বলতে লাগলেন যা শুনে মনে হবে বিয়াত্রিস সত্যিই ভালোবাসে বেনেডিককে, তার প্রেমে পড়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে রাজকুমারের এ পরিকল্পনায় কাজ হল বেনেডিকের মনেও প্রশ্ন জাগল বিয়াত্রিস সত্যিই তাকে ভালোবাসে কিনা। ওদিকে আবার বিয়াত্রিসের মনে বেনেডিকের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে একই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিল হেরো। বিয়াত্রিসকে বাগানে ডেকে এনে আড়াল থেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে হেরো তার দুই-সখী উরসুলা আর মার্গারেটকে বলতে লাগল বিয়াত্রিসকে কতই না ভালোবাসেন বেনেডিক এ কথা শুনে ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল বিয়াত্রিস সেনর বেনেডিকের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা জন্মাল তার মনে।

ক্রমেই এগিয়ে আসছিল হেরোর বিয়ের দিন। কিন্তু বিয়ের আগেই তার জীবনে ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা

একজন জঘন্য চরিত্রের মানুষ ডন পেড্রোর সৎভাই জন ডন ডন সব সময় ঘৃণা করে এসেছে ডন পেড্রোকে সর্বদা চেষ্টা করেছে তার ক্ষতি করার। ডন পেড্রোর এত উন্নতি আর সুখ-সমৃদ্ধি দেখে হিংসায় জ্বলে মরে সে। তাই তার কুকর্মের সহচর বোরাচিওর সাথে সৎভাই জন ডনও এসে জুটেছে মেসিনায়। জন ডনের মাথায় এক কুবুদ্ধি চাপল যখন সে শুনল মেসিনার রাজ্যপাল লিওনাতোর মেয়ে হেরোর সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে সেনর ক্লডিওর। বোরাচিওর সাথে পরামর্শ করে জন ঠিক করল এ বিয়ে ভেঙে দেবে। সেই মতো বোরাচিও যেচে আলাপ করল মার্গারেটের সঙ্গে তার মুখে সস্তা প্রেমের বুলি শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল মার্গারেট। জনের নির্দেশ অনুযায়ী সে মার্গারেটকে বলল বিয়ের আগের রাতে সে যেন হেরোর পোশাক পরে তার জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনও পর্যন্ত বোরাচিওর কুমতলব আঁচ করে উঠতে পারেনি মার্গারেট তাই সরল বিশ্বাসে বিয়ের আগের রাতে হেরোর পোশাক পরে সে এসে দাঁড়াল তার জানালার সামনে তাকে দেখেই বোরাচিও জোর গলায় প্রেমালাপ শুরু করে দিল তার সাথে এ দৃশ্য দেখে জনও বুঝতে পারল তার মতলব হাসিল হবার পথে সে ফিরে গিয়ে সৎভাই ডন পেড্রো আর তার সঙ্গীদের বলল, হেরোর স্বভাব-চরিত্র মোটেও ভালো নয় কিছু আগেই সে জানালায় দাঁড়িয়ে বোরাচিওর সাথে প্রেম করছিল। ডন পেড্রো প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি জনের কথা তখন সে তাদের তিনজনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে এল তাদের আসতে দেখেই বোরাচিও আরও জোর গলায় প্রেমালাপ শুরু করে দিল মার্গারেটের সাথে রাতের আবছা আলোয় হেরোর পোশাক পরা মার্গারেটকে দেখে তারা চিনতে পারল না তারা ধরে নিল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হেরোই প্রেমালাপ করেছে বোরাচিওর সাথে ডন পেড্রো এবার নিঃসন্দেহ হল যে হেরোর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় তার দুই সঙ্গী ক্লডিও এবং বেনেডিক সিদ্ধান্ত নিল বিয়ের আগে গির্জায় সবার সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা ফাঁস করে দিয়ে হেরোর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে

পরদিন সকালে সেনর ক্লডিওকে বরের সাজে সাজিয়ে ডন পেড্রো আর বেনেডিক তাকে নিয়ে এলেন গির্জায়। খানিক বাদেই সেখানে এলেন কনের সাজে সজ্জিত হেরো, তার সাথে বাবা লিওনাতো এবং বিয়াত্রিস। পাদ্রি বিয়ের মন্ত্র পড়াতে যেতেই তাকে বাধা দিয়ে ক্লডিও বললেন এ বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব কারণ পাত্রীর স্বভাব চরিত্র মোটেই ভালো নয়। লিওনাতো জানতে চাইলেন বিয়ের সময় হঠাৎ পাত্র কেন তার মেয়ের স্বভাব চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে। ডন পেড্রো জবাব দিলেন, 'মাননীয় রাজ্যপাল, কাল রাতে আপনার মেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে এক অজানা-অচেনা পুরুষের সাথে প্রেমালাপ করছিল। আমরা তিনজনেই প্রত্যক্ষ করেছি ঘটনাটা। এবার আপনিই বলুন, এর পরেও কি এ বিয়েতে সায় দেওয়া সম্ভব?' ডন পেড্রোর কথা শেষ হতে না হতেই হাহাকার করে হেরো বলে ওঠে 'ঈশ্বর জানেন, সম্পূর্ণ নির্দোষ' আমি ... এই বলেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। সাথে সাথেই বিয়াত্রিস ছুটে এসে অচেতন হেরোর মাথাটা কোলে তুলে নিল। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে সে বলল, 'হায়! হেরো আর বেঁচে নেই। এ অসম্মান সইতে না পেরে সে প্রাণত্যাগ করেছে।' এর আগেই সেনর ক্লডিওকে সাথে নিয়ে গির্জা ছেড়ে চলে গেছে ডন পেড্রো। ভেতরে একা রয়েছেন সেনর বেনেডিক। প্রিয়তমা বিয়াত্রিসের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অচেতন হেরোর সেবা শুশ্রূষায় সাহায্য করছেন বিয়াত্রিসকে। একই সাথে বড়ো হয়েছে বিয়াত্রিস আর হেরো। কাজেই হেরোর নাড়ি নক্ষত্র সে ভালোই জানে। ডন পেড্রো আর ক্লডিওর আনা অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ বিয়াত্রিস। হয় ভুল বোঝাবুঝি নতুবা কারও চক্রান্তের শিকার হয়েছে হেরো—এ কথাই বিশ্বাস করে বিয়াত্রিস।

বিয়াত্রিসকে বললেন সেনর বেনেডিক, 'এখন কেমন আছে হেরো?'

'আপনি তো নিজের চোখেই দেখছেন ওর এখনও জ্ঞান ফেরেনি', জবাব দিল বিয়াত্রিস, 'আমার তো মনে হচ্ছে এই অপমানের পর ওর জ্ঞান আর ফিরে আসবে না।'

উত্তেজনা রোধ করতে না পেরে সেনর বেনেডিক বললেন, 'কী বলছ তুমি? হেরো কি মারা গেছে?'

গম্ভীর স্বরে বলল বিয়াত্রিস, 'হ্যাঁ, জ্ঞান হারাবার সাথে সাথেই মারা গেছে ও।'

হেরোর মৃত্যু হয়েছে শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তার বাবা রাজ্যপাল লিওনাতো। আবার সেই সাথে তার মনে হল এমন দুশ্চরিত্রা মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তার মৃত্যু ঢের ভালো। তার মনে হল এ ঘটনার পর তিনি সমাজে কীভাবে মুখ দেখাবেন। পাদ্রির হাত ধরে শিশুর মতো কেঁদে ফেলে তিনি বললেন, 'আপনিই বলুন ফাদার এবার আমি কী করব?'

কর্মজীবনে অনেক ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন পাদ্রি। তাই মানুষ চেনার ক্ষমতাটা অন্যের চেয়ে বেশি। রাজকুমার পেড্রো আর সেনর ক্লডিও যখন মেয়েটির বিরুদ্ধে বদনাম করছিলেন সে সময় তিনি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মেয়েটির চাউনি আর হাবভাব দেখে তিনি তখনই বুঝেছিলেন মেয়েটি নির্দোষ। অযথা অভিযোগ করা হয়েছে তার নামে।

পাদ্রি বললেন, 'মাননীয় লিওনাতো, এই গির্জায় দাঁড়িয়ে আমি শপথ করে বলছি আপনার মেয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কোনও অন্যায় করেনি সে। দুর্ভাগ্যবশত সে কোনও ভুলের শিকার হয়েছে।'

বিয়াত্রিস আর বেনেডিকের সেবাযত্নে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল হেরোর। চোখ মেলেই সে সামনে দেখতে পেল তার বাবাকে।

হেরো বললেন, 'বাবা, যে অভিযোগের দরুন সেনর ক্লডিও আমার বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন তা সত্য বলে প্রমাণিত হলে তুমি আমায় মৃত্যুদণ্ড দিও। আমি হাসিমুখে তা বরণ করে নেব।

পাদ্রি বললেন, 'মাননীয় লিওনাতো! আমি আবারও বলছি আপনার মেয়ে সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে রাজকুমার পেড্রো আর সেনর ক্লডিওর মনে এখন দুঃখে এত ভেঙে পড়লে চলবে না যে করেই হোক তাদের এই ভুল ভেঙে দিতে দেব।'

অসহায়ভাবে লিওনাতো বললেন, 'কিন্তু ফাদার কী করে তা সম্ভব হবে?'

'তা হলে শুনুন মাননীয় লিওনাতো', পাদ্রি বললেন, 'আপনি রাজকুমার পেড্রো আর সেনর ক্লডিওর কাছে লোক পাঠিয়ে জানান যে আপনার মেয়ের জ্ঞান ফেরেনি— অজ্ঞান অবস্থাতেই সে মারা গেছে এবার আপনি কদিন শোকের কালো পোশাক পরে থাকুন আর মেয়ের জন্য একটা স্মৃতিসৌধ বানিয়ে ফেলুন যাদের হীন আচরণের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে, আমার বিশ্বাস হেরোর মৃত্যু সংবাদে তাদের মানসিক পরিবর্তন হবে আর সেনর ক্লডিও যদি সত্যিই হেরোকে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে তিনি তার জন্য শোক প্রকাশ করবেন তাছাড়া হেরো যদি কোনও চক্রান্তের শিকার হয়েও থাকে, তাহলে আমার বিশ্বাস এর ফলেই সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে

সেনর বেনেডিক লিওনাতোকে বললেন, 'মাননীয় পাদ্রি যেমন বলছেন আপনি সেইমতো কাজ করুন আমি কথা দিচ্ছি এ সবের বিন্দু বিসর্গও জানাব না রাজকুমার পেড্রো আর সেনর ক্লডিওকে এমনকি এও বলব না যে হেরো বেঁচে আছে।'

এভাবে হেরোর বিয়ে ভেঙে যাবার সুবাদে পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এল বিয়াত্রিস আর বেনেডিক বিয়াত্রিস সেনর বেনেডিককে বলল তিনি যেন সেনর ক্লডিওকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করেন

ওদিকে একমাত্র মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাবার ক্ষোভ ভুলতে এই কাণ্ডের জন্য দায়ী রাজকুমার পেড্রো ও সেনর ক্লডিওকে অসিযুদ্ধে আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল লিওনাতো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অবশ্য অতদূর পর্যন্ত এগুলো না তার আগেই ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা বিয়ের আগের রাতে মার্গারেটের সাথে প্রেমের অভিনয় করে লিওনাতোর প্রাসাদের প্রাচীর টপকে যাবার সময় রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে ডনের অনুচর বোরাচিও রক্ষীরা তাকে কারাগারে নিয়ে গিয়ে বেজায় মারধর করে মারের চোটে সে ফাঁস করে দেয় তার মনিব জন ডনের ষড়যন্ত্রের কথা বোরাচিওর মুখে সব কথা শুনে খুবই অনুতপ্ত হলেন রাজকুমার ডন পেড্রো ও সেনর ক্লডিও তারা উভয়ে মাফ চেয়ে নিলেন রাজ্যপাল লিওনাতোর কাছে সেই সাথে সেনর ক্লডিও বললেন তিনি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান তাই শুনে লিওনাতো বললেন প্রায়শ্চিত্ত করার একমাত্র উপায় হল তার ভাইঝিকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা সে প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন সেনর ক্লডিও। এরই মাঝে পাদ্রির নির্দেশ মেনে হেরোর জন্য এক স্মৃতিসৌধ তৈরি করেছেন লিওনাতো বিয়ের আগের রাতে সেখানে এসে চোখের জল ফেলে কাটালেন সেনর ক্লডিও

পরদিন আবার পাত্র সেজে রাজকুমার ডন পেড্রো আর সেনর বেনেডিককে সাথে নিয়ে গির্জায় এলেন ক্লডিও। খানিক বাদে বিয়ের কনেকে নিয়ে সেখানে এলেন লিওনাতো সবাই দেখল কনের মুখ রেশমি ওড়নায় ঢাকা

পাদ্রি বিয়ের মন্ত্র পড়া শুরু করতেই কনে একটানে সরিয়ে দিল তার মুখের ওড়না উপস্থিত সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল কনে আর কেউ নয় স্বয়ং হেরো। হেরোকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল সেনর ক্লডিওর মন হেরোর সাথে ক্লডিওর বিয়ের পর লিওনাতো তার ভাইঝি বিয়াত্রিসের বিয়ে দিলেন সেনর বেনেডিকের সাথে

অ্যাজ ইউ লাইক ইট

ইউরোপের দুটো দেশ, ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের মাঝখান দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে আর্ডেনের গহন অরণ্য। শুধু ওই দুটি দেশ নয়, ইউরোপের আরও অনেক দেশের সীমান্ত ছুঁয়ে গেছে সেই বন। এই বনে পাহাড়, ঝরনা, নদীর পাশাপাশি রয়েছে গোরু, ভেড়া চরাবার বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। একদিকে যেমন বাঘ, সিংহ, নেকড়ে প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি অন্য দিকে ফুল পাতায় ছাওয়া গাছের ডালে বসে কোকিল আর জংলি ময়নারা রচনা করে এক সুন্দর পরিবেশ। বনের একধারে স্ত্রী পুত্র পরিবার আর পোষা জন্তুদের সাথে বাস করে কিছু মেষপালক।

ফ্রান্সের একটা ছোটো রাজ্য রয়েছে ঠিক এই আর্ডেন জঙ্গলের লাগোয়া। সে সময় ইউরোপের অনেক ছোটো রাজ্যের রাজারা ডিউক উপাধি নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। এ গল্প যে রাজ্যকে নিয়ে লেখা হয়েছে তার প্রাক্তন শাসকের উপাধিও ছিল ডিউক। এই ডিউক নিজে সৎ ও সুশাসক হলেও তার ছোটো ভাই ফ্রেডারিক ছিলেন যেমন স্বার্থপর তেমনি ধান্দাবাজ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনও অন্যায় কাজ করতেও পেছপা ছিলেন না তিনি।

নিজের মতোই সবাইকে সৎ এবং উদারমনা বলে মনে মনে ভাবেন ডিউক। এ ধরনের লোককে নিয়েই হয় মুশকিল। পরম নিশ্চিন্তে ছোটো ভাই ফ্রেডারিকের উপর রাজ্য শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে ধর্ম কর্ম, পড়াশোনা আর নির্দোষ আমোদ প্রমোদে মেতে রয়েছেন তিনি। ফ্রেডারিক দেখলেন এই সুযোগ। দাদার সরলতার সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই তিনি কেড়ে নিতে পারেন তাঁর রাজ্য। এর জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহেরও প্রয়োজন নেই। তিনি মতলব ভাঁজতে লাগলেন। প্রথমে তিনি নিজের মতো কিছু জঘন্য চরিত্রের লোককে খুঁজে বের করে তাদের প্রচুর টাকা-পয়সা আর সম্পত্তি দিয়ে নিজের দলে টেনে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি তাদের বসিয়ে দিলেন রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে। তাদের সাহায্যে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন তিনি। এতদিনে ছোটো ভাই ফ্রেডারিকের আসল চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন ডিউক। ফ্রেডারিক তাকে প্রাণে মেরে দেবে এই আশঙ্কা করে ডিউক পালিয়ে গেলেন আর্ডেনের বনে। সভাসদদের মধ্যে যারা তাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসত তারাও চলে গেলেন ডিউকের সাথে। বহুদিন আগে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যান তার স্ত্রী। যাবার সময় সেই মা-হারা মেয়েটিকে সাথে নিয়ে যেতে পারলেন না ডিউক।

ডিউকের মেয়ে রোজালিন্ড দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মধুর তার স্বভাব। ডিউকের পাষণ্ড ছোটো ভাই ফ্রেডারিকেরও মাত্র একটিই মেয়ে, নাম সিলিয়া। ওরা দুই বোনই সমবয়সি, সবে পা দিয়েছেন যৌবনে। রোজালিন্ডের সমবয়সি হলেও সিলিয়া কিন্তু দেখতে তার মতো সুন্দর নয়। ছোটোবেলা থেকে দুজনে একসাথে বড়ো হবার ফলে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মেছে উভয়ের মাঝে। একে অপরকে ছেড়ে মোটেও থাকতে পারে না। বড়ো ভাই তার দু চোখের বিষ হলেও সে কিন্তু

নিজের মেয়ে সিলিয়ার মতোই ভালোবাসে রোজালিন্ডকে বাপের অভাব যাতে সে বুঝতে না পারে তার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই ফ্রেডারিকের। সিলিয়াও সাধ্যমতো চেষ্টা করে রোজালিন্ডকে খুশি রাখতে তার বাবা যে রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাকার দয়ায় যে সে বেঁচে রোজালিন্ড সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছে তার আচার আচরণ দিয়ে সে নিদারুণ লজ্জা মুছে ফেলার

স্যার রোনাল্ড ডি'বয় ছিলেন রাজাহীন ডিউকের অন্যতম প্রিয় বন্ধু। বহুদিন আগেই তিন ছেলেকে রেখে মারা গেছেন তার স্ত্রী ছেলেদের নাম অলিভার, জ্যাক আর ওরল্যান্ডো ডিউক রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাবার কিছুদিন আগেই মারা যান রোনাল্ড ডি'বয় তার সম্পত্তির পুরোটাই একলা দেখা শোনা করে বড়ো ছেলে অলিভার।

মেজো ভাই জ্যাককে সহ্য করতে পারলেও ছোটো ভাই ওরল্যান্ডোকে মোটেও দেখতে পারে না অলিভার। মেজো ভাইকে বড়োলোকের ছেলেদের মতো দামি দামি পোশাক কিনে দিলেও, কেন জানি ওরল্যান্ডোকে এ সব থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে অলিভার বাবার মৃত্যুর পর সে একটাও দামি পোশাক কিনে দেয়নি ছোটো ভাইকে তার নির্দেশে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে ওরল্যান্ডোর। চাষা ভূষোর ছেলেদের মতো পুরনো ময়লা তালি-মারা পোশাক পরে খেত খামারে কাজ করতে হয় ওরল্যান্ডোকে। কিন্তু এসব দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও হতাশ হবার ছেলে নয় ওরল্যান্ডো। বড়ো ভাই অলিভারের নজর এড়িয়ে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে সে। এ বয়সেই সুন্দর কবিতা লিখতে পারে ওরল্যান্ডো ছন্দের দোলায় সেগুলো হয়ে ওঠে এক একটি চমৎকার কবিতা

ওরল্যান্ডো শুধু দেখতে সুন্দর নয়, সে প্রচণ্ড শক্তিধর জলে ভিজে, রোদে পুড়ে আর ভেড়া, ছাগল চরিয়ে শুধু তার স্বাস্থ্যই মজবুত হয়নি, দৃঢ় হয়েছে তার মাংসপেশিও ওরল্যান্ডো যে কত শক্তি ধরে কদিন বাদে তা টের পেয়ে অবাক হল সবাই

চার্লস নামে এক মাইনে করা কুস্তিগীর আছে রাজসভায় মাঝে মাঝেই সে দেশের লোককে আহ্বান জানায় তার সাথে কুস্তি লড়তে। আগে অনেকেই তার আহ্বানে সাড়া দিত কিন্তু হেরে যাওয়া কুস্তিগীরের হাত পা ভেঙে দেয় বলে কেউ তার সাথে কুস্তি লড়তে যায় না এবার বহুদিন পর কুস্তি লড়ার ডাক দিয়েছে চার্লস তার আহ্বানে সাড়া দেয় এক বুড়ো চাষির তিন জোয়ান ছেলে আর ওরল্যান্ডো। কিন্তু কুস্তি লড়ার দিন একরকম গায়ে পড়ে তার সাথে ঝগড়া বাধাল অলিভার ওরল্যান্ডো তখন বাগানে বসে পুরনো চাকর অ্যাডামের সাথে কথা বলছিল কথায় কথায় তার বাবা স্যার ডিয়ের রেখে যাওয়া উইলের কথা তুলে তিনি অ্যাডামকে বললেন 'আমার যতদূর জানা আছে বাবা তার উইলে মাত্র একহাজার ক্রাউন আমার জন্য বরাদ্দ করে গেছেন, আর আমায় মানুষ করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বড়ো ভাইয়ের ওপর, সে কথা তুমিও জানো অ্যাডাম কিন্তু আমার বড়ো ভাই শুধু মেজভাই জ্যাককে লেখা পড়া শেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। লেখা-পড়া শিখে সে উন্নতিও করেছে আর আমার বড়ো ভাই অলিভার কিনা আমার লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়ে খেত-খামারে কাজে লাগিয়েছে সারাদিন সেখানে মজুরের মতো কাজ করার পর রাতে আমায় খেতে হয় চাকর বাকরদের সাথে এভাবে প্রতিদিন সে আমার উপর অন্যায় অত্যাচার করে চলেছে। আমি আর কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নই অলিভারের এ অন্যায়'

অ্যাডাম নিজেই এ সব অন্যায়ের সাক্ষী তাই ওরল্যান্ডোর কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিল সে

অলিভার বলল 'অ্যাই ওরল্যান্ডো কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে সকালবেলা এই বাগানে বসে আড্ডা দিচ্ছিস?'

গলাটা সামান্য চড়িয়ে বলল ওরল্যান্ডো, 'তা কী আর করব! আমায় তো কোনও কাজ-কর্ম শেখানো হয়নি, তাই কিছু করছি না।'

ওরল্যান্ডোকে ধমকে বলে উঠল অলিভার 'তাই নাকি? আজকাল দেখছি তোর বড্ড বাড় বেড়েছে কার সাথে কথা বলছিস তা খেয়াল আছে?'

'কেন? আমি কথা বলছি আমার বড়ো ভাই অলিভারের সাথে', জবাব দিল ওরল্যান্ডো একই রক্ত বইছে আমাদের শিরায়।'

'তবে রে! তোর এত দূর সাহস!' বলে তার দিকে তেড়ে এল অলিভার

একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ওরল্যান্ডো বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবি অলিভার এদিক দিয়ে তুই আমার চেয়ে অনেক খোটো

অলিভার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'শয়তান, তুই আমায় মারের ভয় দেখাচ্ছিস?'

ওরল্যান্ডো জবাব দিল, 'শয়তান আমি না তুই নিজে? নেহাত তুই আমার বড়ো ভাই, নইলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম।'

দু ভাইয়ের মাঝে মারামারি বেধে যাবার উপক্রম তখন তাদের থামাতে এসে অ্যাডাম বলল, 'ছিঃ! ছিঃ! কী করছেন আপনারা? বড়ো কর্তা মারা যেতে না যেতেই নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছেন? আপনাদের প্রয়াত পিতার কথা মনে রেখে নিজেদের বিভেদ ভুলে যান।'

এরই মধ্যেই মারামারি চলতে লাগল এক সময় ওরল্যান্ডো তার চেয়ে দুর্বল দাদা অলিভারের গলা টিপে ধরল

যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল অলিভার, 'ওরে ওরল্যান্ডো! ভালো চাস তো ছেড়ে দে আমার গলা ভীষণ লাগছে আমার

'আমার কথা না শোনা পর্যন্ত আমি তোমায় ছাড়ব না', জবাব দিল ওরল্যান্ডো 'বাবা তাঁর উইলে আমায় মানুষ করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তোমার উপর সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ তুমি? হয় তুমি নিজের দায়িত্ব পালন কর নতুবা বাবা আমার জন্য যা টাকা রেখে দিয়েছেন তা আমায় দিয়ে দাও। নিজের ভাগ্যকে সাথে নিয়ে চলে যাব আমি'

গর্জে উঠে অলিভার বলল বাবার উইল অনুযায়ী তোমার কিছু পাওনা থাকলে তবে তো পাবে আর এতই যদি নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝতে শিখেছ, তাহলে নিজের ভার নিজেই নিয়ে নাও আজ থেকে তোমায় খাওয়াবার দায়িত্ব আমি ছেড়ে দিলাম তুমি এখনই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যেখানে খুশি চলে যাও এরপর অ্যাডামের দিকে সে তাকিয়ে বলল 'আর, হ্যাঁ অ্যাডাম তোর মতো আপদকে পুষতে চাই না আমি হারামজাদা তুইও দূর হয়ে যা ওরল্যান্ডোর সাথে সাথে'

জলভরা দু চোখে অলিভারের দিকে তাকিয়ে বলল অ্যাডাম বাঃ অলিভার, কী সুন্দর কথা বলতে শিখেছ তুমি? তোমার স্বর্গত পিতা আমার মনিবও কখনও এভাবে কথা বলেননি আমার সাথে বেশ আমি যাচ্ছি ঈশ্বর তোমার স্বর্গত পিতার আত্মাকে শান্তি দিন

দু ভাইয়ের মাঝে মারামারি বেধে যাবার আগেই ওরল্যান্ডোকে টেনে বাইরে নিয়ে এল অ্যাডাম। ঠিক এমন সময় সেখানে এসে হাজির হল কুস্তিগীর চার্লস সে অলিভারকে বলল, কী ব্যাপার

স্যার অলিভার! শুনলাম আপনার ছোটো ভাই নাকি আজ আমার সাথে কুস্তি লড়তে আসবেন? শুনেই তো ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। তাই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে। আপনি তো জানেন কেউ আমার সাথে কুস্তি লড়তে এলে আমি মেরে তার হাড়গোড় ভেঙে দিই। আপনার ভাই এলেও আমি কিন্তু তাকে ছেড়ে কথা কইব না। কারণ কুস্তিই আমার পেশা। এ পেশায় জয়ী হওয়াটাই বড়ো কথা। এ পেশায় টিকে থাকতে হলে লড়াইয়ে আমায় জিততেই হবে, নইলে না খেতে পেয়ে মারা যাব। এসব কথা ভেবেই আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আপনার ভাইকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে আমার সাথে লড়াই থেকে বিরত করুন তাকে। নইলে উনি প্রাণে বাঁচবেন না একথা আগেই বলে দিলাম আপনাকে।'

অলিভার বললেন, 'তুমি এসে ভালোই করেছ চার্লস, নইলে খবরটা পেতাম না আমি। আমার ভাইয়ের কথা আর বলো না তুমি। ও যেমন আমার অবাধ্য, তেমনি বজ্জাত আর একগুঁয়ে। ওর জন্যে কোনও মায়া-দয়া নেই আমার। ইচ্ছে করলে কুস্তির সময় তুমি ওর হাত পা ভেঙে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দিতে পার ওকে, এমনকি মেরেও ফেলতে পার। তুমি কিছু মনে করো না, আমি ঠান্ডা মাথায় এ কথা বলছি। বেশ, এই কথা রইল। তুমি কুস্তির প্যাঁচে ওকে মেরে ফেলবে আর আমিও দু-হাত ভরে বকশিশ দেব তোমাকে। হারামজাদা ওরল্যান্ডোর সাহস দেখ। ও কিনা লড়তে চায় তোমার মতো কুস্তিগীরের সাথে? তুমি জন্মের মতো ওর লড়াইয়ের সাধটা মিটিয়ে দাও। তুমি আমায় দেখলে আমিও দেখব তোমাকে।'

চার্লস রাজি হয়ে গেল অলিভারের প্রস্তাবে। স্থির হল, কুস্তির প্যাঁচে চার্লস মেরে ফেলবে ওরল্যান্ডোকে, তারপর দু-হাত ভরে বকশিশ নেবে অলিভারের কাছ থেকে।

চার্লস চলে যাবার পর নিজের মনে আক্ষেপ করে বলে উঠল অলিভার, 'আমার কাছে ওরল্যান্ডো একটা জানোয়ার বই আর কিছু নয়। ওকে ঘেন্না করি আমি। অথচ অন্য সবাই ওকে ভীষণ ভালোবাসে। ওর মার্জিত কথা-বার্তা আর বিনয়ী আচরণ দেখে সবাই ভাবে ও খুব শিক্ষিত। এর ফলে দিন দিন সবার চোখে ছোটো হয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু ওরল্যান্ডোর চালাকি আর বেশিদিন চলবে না। এবার হতভাগা শেষ হয়ে যাবে চার্লসের হাতে।'

নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে গেল কুস্তি। চার্লসের সাথে কুস্তি লড়তে একে একে মঞ্চে উঠে এল বুড়ো চাষির তিন জোয়ান ছেলে। দৈহিক শক্তি তাদের যথেষ্ট থাকলেও পেশাদার কুস্তিগীরের সাথে লড়তে গেলে যে কৌশলের দরকার তা তাদের কারওই ছিল না। ফলে তারা তিনজনই হেরে গেল চার্লসের কাছে। কুস্তিতে হারিয়ে দেবার পর অন্য সবার যা ব্যবস্থা করে চার্লস, এবারও তাই করল। ওদের পাঁজরের দু-তিনটি করে হাড় সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। অসহায় বুড়ো আর কী করে কোনও মতে তিন ছেলেকে কাঁধে বয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল।

চার্লসের সাথে বুড়ো চাষির তিন ছেলের একই জায়গায় পরপর লড়াই হবার পর মঞ্চের জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে। ডিউক অলিভার তাই নির্দেশ দিলেন এবার লড়াইটা হবে তার প্রাসাদের সামনের ময়দানে। পরবর্তী কুস্তির লড়াই দেখতে এবার উৎসাহী দর্শকেরা একে একে এসে ডিউকের প্রাসাদের সামনে ভিড় জমাল। তখন রোজালিন্ড আর সিলিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে বনে। রাজপ্রাসাদের আরাম-আয়েসের মাঝে কাটালেও এ তটুকু শান্তি নেই রোজালিন্ডের মনে। তার মন তখনই বিষণ্ণ হয়ে ওঠে যখন সে ভাবে কত কষ্টের মাঝে আর্ডেনের বনে দিন কাটাচ্ছেন

তার বাবা। সবসময় রোজালিন্ডের এই বিষণ্ণ কালো মুখ দেখে একটুও ভালো লাগে না সিলিয়ার। তার বাবা ফ্রেডারিক যে অন্যায়ভাবে রোজালিন্ডের বাবার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, সে কথা সে জানে আর এও জানে তারই বাবার জন্য আজ আর্ডেনের বনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন রোজালিন্ডের বাবা রোজালিন্ডকে সব সময় আনন্দ এবং খুশির মধ্যে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে, তবুও কেন যেন হাসি নেই রোজালিন্ডের মুখে। ভেবে ভেবেও এর কারণ খুঁজে পায় না সিলিয়া।

একদিন সে মুখ ফুটে বলেই ফেলল, 'তুমি আমায় মোটেও ভালোবাস না রোজালিন্ড। তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এভাবে মুখ কালো করে বসে থাকতাম না তোমার বাবা যদি আমার বাবাকে রাজ্যছাড়াও করতেন, তবু আমি নিজের বাবার মতো মনে করতাম তোমার বাবাকে।

জোর করে মুখে হাসি এনে রোজালিন্ড বলল 'বেশ তো এই কথা এবার থেকে বাবার কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত তোমার সাথে হেসে হেসে কথা বলব, তাহলে হবে তো?'

নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল সিলিয়া, 'তুমি আমার ভুল বুঝো না রোজালিন্ড তুমি তো জান আমি বাবার একমাত্র সন্তান। তাঁর অবর্তমানে সব সম্পত্তির মালিক হব আমি। আমি কথা দিচ্ছি তোমার বাবার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া সম্পত্তি তখন আমি ফেরত দেব দোহাই তোমার' একটু হাসো। এভাবে মুখ কালো করে বসে থেক না '

হেসে বলল রোজালিন্ড, 'দ্যাখ সিলিয়া' ভালোবাসার খেলা খেলে একটু মজা করে দেখলে হয় না?'

কপট শাসনের ভান করে চোখ পাকিয়ে বলল সিলিয়া, 'তবে রে মেয়ে' মনে মনে এসব ফন্দি আঁটা হচ্ছে? চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে চুপি চুপি বলল, 'মজা করলে তো ভালোই হয়। দেখো, প্রেমের খেলা খেলতে সেটা যেন শেষে আবার সত্যি হয়ে না দাঁড়ায় '

সায় দিয়ে রোজালিন্ড বলল, 'হ্যাঁ সেটা একটা ভাববার বিষয়।'

এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন লাবো নামে ডিউক ফ্রেডারিকের এক পারিষদ তিনি সরাসরি রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা এখানে বসে আছ? খানিক আগে একটা সুন্দর কুস্তির লড়াই হয়ে গেল তা দেখলে না তোমরা? আমাদের কুস্তিগীর চার্লসের সাথে লড়তে এসেছিল এক ব্যাটা বুড়োর তিন জোয়ান ছেলে চার্লসের কুস্তির প্যাঁচে ওদের তিনজনেরই পাঁজরার হাড় ভেঙে গেছে ওদের কাঁধে নিয়ে বুড়ো বাপটা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেছে এখন এই ময়দানে শুরু হবে কুস্তির আসল খেলা

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লড়াইয়ের সময়। সপারিষদ ডিউক ফ্রেডারিকও হাজির হয়েছেন সেখানে সিলিয়াকে দেখে তিনি বললেন, এবার চার্লসের সাথে যার লড়াই হবে সে একটা কমবয়সি ছেলে। সবাই তাকে নিষেধ করেছে চার্লসের সাথে লড়তে। কিন্তু সে কারও কথা শুনছে না' বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেলেন ডিউক এবার সিলিয়ার অনুরোধে লাবো গিয়ে নিয়ে এলেন চার্লস-এর তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে রোজালিন্ড তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমিই লড়তে চাও চার্লসের সাথে?'

বিনীতভাবে জবাব দিল ওরল্যান্ডো, 'রাজকন্যা' আমি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু নিজের শক্তি পরীক্ষার আশায় আমি সাড়া দিয়েছি ওর আহ্বানে '

সিলিয়া বলল 'তুমি কি জান এটা তোমার নিছক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ চার্লস-এর সাথে লড়াইয়ে আজ পর্যন্ত কেউ জেতেনি, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ও তার হাড় পাঁজরা ভেঙে দিয়েছে তোমার অল্প বয়স, ওর সাথে লড়তে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে এখনও বলি, ওর সঙ্গে লড়াইয়ের আশা ত্যাগ কর '

ওরল্যান্ডো বলল, 'আপনাদের ভয় যে নিছক অমূলক নয় তা আমি জানি রাজকন্যা কিন্তু এখন আর ফেরার রাস্তা নেই আপনাদের শুভেচ্ছা থাকলে কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না আর আমি মারা গেলেও কোনও দুঃখ নেই, কারণ আমার জন্য কাঁদবার কেউ নেই '

'হায়! আমার সবটুকু শুভেচ্ছা দিয়ে যদি তোমায় আটকে রাখতে পারতাম!' বলল রোজালিন্ড

'আমারও সেই মত', সায় দিয়ে বলল সিলিয়া, 'ক্ষমতা থাকলে আমার সবটুকু শুভেচ্ছা দিয়ে বেঁধে রাখতাম তোমায় '

লড়াইয়ের ঘণ্টা বেজে উঠতেই চার্লস মঞ্চে উঠে অভিবাদন জানাল ডিউককে

ডিউক বললেন 'চার্লস, তুমি মাত্র এক রাউন্ড খেলবে মনে রেখ, প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে পড়ে যাবার পর তুমি আর তাকে ছোঁবে না '

'আপনার আদেশ শিরোধার্য', বলল চার্লস, 'এক রাউন্ডই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী একবার আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না

এবার অন্যদিক দিয়ে মঞ্চে এগিয়ে এল ওরল্যান্ডো। ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে গেল চার্লসের দিকে শুরু হয়ে গেল দুজনের লড়াই। সবাই ধরে নিয়েছিল সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই চার্লস তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তার হাড়গোড় ভেঙে দেবে খানিক বাদেই তারা অবাক হয়ে দেখল উলটে তার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীই মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছে চার্লসকে

ডিউক চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আর নয়, এবার লড়াই থামাও '

এদিকে ওরল্যান্ডোর প্যাঁচে মাটিতে আছাড় খেয়ে চার্লসের অবস্থা তখন শোচনীয় কয়েকজন লোক এসে ধরাধরি করে নিয়ে গেল তাকে

ওরল্যান্ডোর দিকে তাকিয়ে ডিউক বললেন, 'কী নাম তোমার?'

ওরল্যান্ডো জবাব দিল, 'স্যার রোনাল্ড ডি'বয়ের ছোটো ছেলে আমি নাম ওরল্যান্ডো '

তার কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকিয়ে গম্ভীর স্বরে ডিউক বললেন, 'তোমার বাবাকে সবাই খুব ভালোবাসত, শ্রদ্ধা ভক্তি করত - যদিও তিনি আজও আমার শত্রু যাই হোক, তুমি ভালোই লড়াই করেছ। তুমি একজন বীর ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন '

ডিউকের কথা শুনে রোজালিন্ড বলল সিলিয়াকে, 'দ্যাখ। আমার বাবা আর স্যার রোনাল্ড ডি'বয় উভয়ে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন

সিলিয়া বলল, 'বাবার মোটেও উচিত হয়নি স্যার রোনাল্ডের সাথে তার শত্রুতার কথা বলা '

'আগে যদি জানতাম ও স্যার রোনাল্ড ডি'বয়ের ছেলে, তাহলে কখনই ওকে লড়তে দিতাম না চার্লসের সাথে' বলল রোজালিন্ড

এরপর দু-বোন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওরল্যান্ডোর সামনে রোজালিন্ড তার গলা থেকে এক গাছা রত্নহার খুলে নিয়ে ওরল্যান্ডোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, 'হে যুবক! তুমি

সত্যিই প্রকৃত বীর। রাজাহারা রাজকন্যার এ সামান্য উপহার তুমি গ্রহণ করলে আমি ধন্য হব এ ছাড়া আর কিছু দেবার থাকলে আমি তাও দিয়ে দিতাম তোমায়।'

ঘাড় হেঁট করে বিনীতভাবে জবাব দিল ওরল্যাণ্ডো, 'আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নেবেন রাজকন্যা। আমার যা কিছু গুণ আছে তা সবই ছড়িয়ে আছে মাটিতে আর সামনে যা দাঁড়িয়ে আছে তা একটা প্রাণহীন কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয়।'

ওরল্যাণ্ডোর মার্জিত কথাবার্তা আর বিনীত আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেল রোজালিণ্ড সে ওরল্যাণ্ডোর শুভ কামনা করে সিলিয়ার সাথে অন্যদিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে লাবো এসে বলল ওরল্যাণ্ডোকে, ওহে বীর যুবক প্রাণে বাঁচতে চাইলে তুমি চলে যাও এখান থেকে। তুমি যতই বীর হও না কেন, তুমি ডিউকের পরম শত্রুর ছেলে। তারপর তুমি তার বেতনভুক কুস্তিগীরকে হারিয়েছ এসব দেখে ডিউক বেজায় রেগে গেছেন তোমার উপর। তাই তোমায় বলছি, ভালো চাও তো এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।'

'সে না হয় যাচ্ছি', বলল ওরল্যাণ্ডো 'দয়া করে বলবেন কি ওই দুজন যারা খানিক আগে এখান থেকে চলে গেল তাদের মধ্যে কোনটি ডিউকের মেয়ে?'

লাবো বললেন 'ওই দুজনের মধ্যে ছোটোখাটো গড়নের যে মেয়েটি সে আমাদের ডিউক ফ্রেডারিকের মেয়ে সিলিয়া, আর অন্যটি নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে রোজালিণ্ড ছোটোবেলা থেকে দু'জনে একসাথে বড়ো হয়েছে। দু'বোন একে অন্যকে খুব ভালোবাসে সবাই তার মেয়ে সিলিয়ার চাইতে ভাইঝি রোজালিণ্ডকে বেশি ভালোবাসে বলে ভাইঝির উপর চটে আছেন ডিউক।'

এবার লাবোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল ওরল্যাণ্ডো যেতে যেতে তার মনে পড়ে যায় বড়ো ভাই অলিভারের খারাপ ব্যবহারের কথা সে বলেছে আজ থেকে তার খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্বভার সে নেবে না অর্থাৎ নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। এরই পাশাপাশি মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠতে লাগল রোজালিণ্ডের সুন্দর মুখখানি

এদিকে আবার ডিউকের প্রাসাদে ওরল্যাণ্ডোকে নিয়ে বেজায় তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে দু-বোনের মাঝে সিলিয়া বলল, 'রূপে গুণে তোর যোগ্য পাত্রের অভাব নেই দেশে আর তাদের সবাইকে ছেড়ে তুই কিনা ভালোবাসতে চাস ওরল্যাণ্ডোকে?'

'তাহলে শুনবি কেন ভালোবাসতে চাই ওরল্যাণ্ডোকে?' বলল রোজালিণ্ড, 'কারণ আমার বাবা ছিলেন ওরল্যাণ্ডোর বাবার বন্ধু, তিনি ভালোবাসতেন তাকে, তাই আমারও ইচ্ছে হয়েছে ওরল্যাণ্ডোকে ভালোবাসার এর পরেও আর কিছু বলতে চাস?'

'চাই বইকি', বলল সিলিয়া, 'তোর মত অনুযায়ী আমারও তাহলে ঘৃণা করা উচিত ওরল্যাণ্ডোকে কারণ সে আমার বাবার শত্রুর ছেলে তবুও তাকে ঘৃণা করছি না বা শত্রুর ছেলে বলে ভাবছি না।'

ঠাট্টার সুরে বলল রোজালিণ্ড, তুমি ঠিকই বলেছ রাজকুমারী সিলিয়া আমি যদি ওরল্যাণ্ডোকে ভালোবাসি তাহলে তুমি তাতে বাধাও দেবে না বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করবে না আমি যেমন তাকে ভালোবাসি, তেমনি তোমারও উচিত তাকে ভালোবাসতে শেখা।'

রোজালিণ্ডের কথার জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল সিলিয়া কিন্তু তার আগেই সেখানে এসে হাজির হলেন ডিউক তিনি ভাইঝির দিকে তাকিয়ে গলা সামান্য চড়িয়ে বললেন, 'দ্যাখো রোজালিণ্ড, আমি ভেবে দেখলাম তোমাকে আর এখানে থাকতে দেওয়া উচিত নয় দশদিন সময় দিলাম

তোমায়, এর মধ্যে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাবে। আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। সে কথা যেন মনে থাকে।'

ডিউকের চোখের দিকে তাকিয়ে রোজালিন্ড বলল, 'দেখুন কাকা, আপনি আমাকে প্রাণের ভয় দেখাবেন না। আমি শুধু জানতে চাইছি এমন কী অন্যায় আমি করেছি যার দরুন আপনি এত বড়ো শাস্তি দিচ্ছেন?'

'তার কারণ শুধু একটাই', বললেন ডিউক, 'আমার চোখে তুমি বিশ্বাসঘাতিনী।'

'কী বললেন, আমি বিশ্বাসঘাতিনী!' শিরদাঁড়া সোজা করে নিঃসংকোচে বলল রোজালিন্ড, 'আমি কি জানতে পারি কেন আপনি আমায় এমন বদনাম দিচ্ছেন?'

'তুমি তোমার বাবার মেয়ে এটাই একমাত্র এবং যথেষ্ট কারণ', কর্কশ স্বরে বললেন ডিউক।

মাথা উঁচু করে সটান জবাব দিল রোজালিন্ড, 'বিশ্বাসঘাতিনী আমি নই, বরঞ্চ আপনি নিজেই বিশ্বাসঘাতক। আপনি অন্যায়ভাবে আমার বাবার রাজ্য দখল করে নির্বাসিত করেছেন তাকে। তখনও আমি বাবার মেয়েই ছিলাম। আমার বাবা মোটেও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না আর তার মেয়ে হয়ে আমি বিশ্বাসঘাতিনী — আপনার এ যুক্তি মোটেও ধোপে টেঁকে না।'

সিলিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল তার বাবাকে এমন সময় ডিউক রোজালিন্ডকে দেখিয়ে তাকে বললেন, 'শোন সিলিয়া, শুধু তোমাকে সঙ্গ দেবার জন্যই আমি এতদিন ধরে ওকে এখানে রেখেছি নইলে কবেই ওর বাবার সাথে ওকেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতাম।'

সিলিয়া বলল, 'দেখুন বাবা, আমি ওকে এখানে রেখে দেবার জন্য মিনতি করছি না। আপনার ইচ্ছে হয়েছিল বলে আপনি ওর বাবাকে তাড়িয়ে ওকে এখানে রেখে দিয়েছেন। আজ এতদিন পরে আপনার ইচ্ছে হয়েছে বলে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ও আপনার বড়ো ভাইয়ের মেয়ে, সম্পর্কে আমার বোন। খুব ছোটো থেকেই আমরা এক সাথে বড়ো হয়েছি, খাওয়া দাওয়া, খেলা ধুলা, শোয়া বসা সবই একসাথে করেছি। এমন কি একই রকম জামা কাপড় পরেছি দুজনে। তাই বলছি ও বিশ্বাসঘাতিনী হলে আমিও তাই।'

ডিউক বললেন, 'তুমি ভুলে যেও না সিলিয়া যে তুমি ডিউক ফ্রেডারিকের একমাত্র সন্তান। তবে ও তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী, বিনয়ী এবং কষ্টসহিষ্ণু। স্বাভাবিকভাবেই সবাই ওর গুণগান করবে, কেউ ফিরেও তাকাবে না তোমার দিকে। ওই আপদকে এখান থেকে দূর করে দিতে পারলেই ওর সমস্ত গুণের অধিকারিণী হবে তুমি। তখন সবাই তোমার প্রশংসা করবে, ভালোবাসবে।'

সিলিয়া বলল, 'বাবা, তাহলে আপনিও আমায় আদেশ দিন এখান থেকে চলে যাবার। কারণ ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

চাপা রাগের সাথে ডিউক বললেন, 'তুমি একটা মূর্খ সিলিয়া। কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে তোমার। আর রোজালিন্ড, তোমায় আবারও বলছি দশ দিনের মধ্যে এ প্রাসাদ ছেড়ে দেবে তুমি। মনে রেখ, এর অন্যথা হলে আমি তোমায় প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হব।' বলেই জোরে জোরে পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন ডিউক।

জ্যাঠতুতো বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে সিলিয়া বলল, 'তুমি দুঃখ করো না রোজালিন্ড। দেখবে বাবার মত অচিরেই পরিবর্তন হবে। আর আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?'

'তুমি যা চাইছ তা মোটেও সম্ভব নয় সিলিয়া' বলল রোজালিন্ড, 'কারণ এত সব কথা শোনার পর এ প্রাসাদে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার '

সিলিয়া বলল 'বেশ, তাই যদি হয় তাহলে আমিও যাব তোমার সাথে এসো এক কাজ করা যাক— শুনেছি তোমার বাবা রয়েছেন আর্ডেনের জঙ্গলে চল, আমরা সেখানে গিয়ে তার খোঁজ করি '

'তুমি কি ভুলে গেলে সিলিয়া আমরা উভয়েই অবিবাহিতা যুবতি!' বলল রোজালিন্ড, 'তুমি কি জান না আর্ডেনের বনে হিংস্র জন্তু ছাড়াও অনেক চোর-ডাকাত রয়েছে। আমাদের মতো যুবতি মেয়ে চোখে পড়লে তারা কি আমাদের ছেড়ে দেবে?'

সিলিয়া বলল, 'দেখ' আমরা যদি গায়ে ছাই-রং মেখে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরে যাই, তাহলে চোখে পড়লেও চোর-ডাকাতেরা আমাদের ধরবে না। ওদের চোখে ধুলো দেবার এটাই একমাত্র রাস্তা '

একটু ভেবে রোজালিন্ড বলল, 'আমি তো বেশ লম্বা চওড়া। আমি যদি পুরুষের বেশে কোমরে তলোয়ার এঁটে বনে যাই তাহলে বেশ হয়, তাই না।'

হেসে সিলিয়া বলল, ' তোমার যখন এতই শখ, তাহলে পুরুষ মানুষই সাজো। কিন্তু আমাদের নাম কী হবে?'

রোজালিন্ড বলল 'আমার নাম হবে গ্যানিমিড আর তোমার অ্যালিয়েনা

উৎসাহের সাথে সিলিয়া বলল বেশ ভালোই হবে। তাহলে আর দেরি কেন? এসো, এখন থেকেই বনে যাবার জোগাড়-যন্ত্র শুরু করা যাক তার আগে গয়না-গাঁটিগুলির একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমরা পালিয়ে যাবার পর কেউ যেন সেগুলি হাতিয়ে নিতে না পারে সে ব্যবস্থা করে যেতে হবে। কোনও নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে গয়না-গাঁটিগুলি।'

বাড়ির কাছাকাছি ফিরে এসেছে ওরল্যান্ডো এমন সময় তার দেখা হয়ে গেল পুরোনো চাকর অ্যাডামসের সাথে। তাকে দেখতে পেয়েই অ্যাডাম বলে উঠল, 'শোন ছোটো কর্তা! প্রাণ বাঁচাতে চাইলে আর বাড়িতে ঢুকো না খুলে! চার্লসকে দিয়ে তোমায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল তোমার বড়ো ভাই অলিভার স্বয়ং তুমি কুস্তিতে চার্লসকে হারিয়ে দিয়েছ শুনে বেজায় রেগে আছে ও, মতলব করেছে আজ রাতেই তোমায় পুড়িয়ে মারবে। তাই ভালোয় ভালোয় বলছি, প্রাণ বাঁচাতে হলে তুমি আর এ বাড়িতে ঢুকো না '

'বাড়িতে ঢুকব না তো কোথায় যাব?' বলল ওরল্যান্ডো 'তোমার কি ইচ্ছে আমি ভিখিরির মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই না কি চুরি-গুন্ডামি করে শেয়াল-কুকুরের মতো বেঁচে থাকি? এর চেয়ে নিজে নিজের বড়োভাইয়ের হাতে মারা যাওয়া অনেক ভালো।'

'আমি তা বলছি না ছোটো কর্তা, বাধা দিয়ে বলল অ্যাডাম, তোমার বাবা জীবিত থাকাকালীন আমায় যে বেতন দিতেন তা থেকে পাঁচশো ক্রাউন আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি এখন ওই টাকাটা এখন তুমি নিয়ে নাও। পরে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তখন শোধ করে দিলেই হবে আর তোমার সামনেই তো আমায় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে অলিভার এখন তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব, যতদিন পারি তোমার সেবা করব

অ্যাডামের কথা শুনে দু চোখ জলে ভরে এল ওরল্যান্ডোর, 'হায় অ্যাডাম। তুমি একটা পচা গাছকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি আর তাতে ফুল ফুটবে?'

অ্যাডাম বলল, 'যেদিন তোমাদের বাড়িতে কাজে ঢুকেছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো। তোমার বাবা স্যার রোনাল্ড ডি'বয় ছিলেন সংসারের সর্বময় কর্তা আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই এই আশি বছর বয়সেও আমি তোমাদের কাজ করে যাচ্ছি। তার কাছে ঋণী না থেকে শান্তিতে মরতে পারাটাই আমার সৌভাগ্য। যাও ওরল্যান্ডো! তুমি এগিয়ে যাও, তোমার পিছু পিছু আমিও আসছি '

ডিউকের রাজসভার বিদূষক টাচস্টোন লোকটি খুবই নিরীহ এবং বিশ্বাসী। সে খুবই ভালোবাসে রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে। তারা দুজনে ঠিক করেছে যাবার সময় টাচস্টোনকেও সাথে নিয়ে যাবে। হাজার হোক দুজনেই যুবতি, একজন পুরুষ মানুষ সাথে থাকলে ভরসা পাওয়া যাবে। টাচস্টোনকে তাদের পরিকল্পনার কথা বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে পরদিন গভীর রাতে রক্ষীদের নজর এড়িয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল রোজালিন্ড, সিলিয়া আর টাচস্টোন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেল আর্ডেনের গভীর অরণ্যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডিউক জানতে পারলেন গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে রোজালিন্ড আর সিলিয়া রাজসভার বিদূষক টাচস্টোনও আছে তাদের সাথে সিলিয়ার ব্যক্তিগত পরিচারিকা হিসপেরিয়ার কাছ থেকে তিনি এও শুনতে পেলেন আগের রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা নাকি অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে - ওরল্যান্ডোর নামও মাঝে মাঝে শোনা গেছে তাতে ডিউকের সন্দেহ হল ওরল্যান্ডোর সাহায্যেই তারা পালিয়ে গেছে, আর তাকে শিক্ষা দেবার জন্যই সাথে নিয়ে গেছে সিলিয়াকে। ওরল্যান্ডোকে ধরতে তখনই তার বাড়িতে সেপাই পাঠালেন ডিউক। সেখানে এসে সেপাইরা জানতে পারল কাউকে না বলে ওরল্যান্ডো যে কোথাও পালিয়ে গেছে তা কেউ জানে না ওরল্যান্ডোকে ধরতে না পেরে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ডিউক তিনি ওরল্যান্ডোর বড়ো ভাই অলিভারকে ডেকে পাঠালেন রাজসভায় অলিভার এসে জানাল কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেছে ওরল্যান্ডো। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস হল না ডিউকের তিনি ধরে নিলেন তার চিরশত্রু স্যার রোনাল্ড ডি'বয়ের ছেলেরাই নতুন করে শত্রুতা শুরু করেছে তার সাথে। অলিভারকে চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে ওরল্যান্ডোর খবর সেই সাথে সহজ হয়ে পড়বে সিলিয়াকে উদ্ধার করা

অলিভার কিছুতেই ডিউককে বোঝাতে পারল না যে ছোটো ভাই হলেও তার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই ওরল্যান্ডোর ডিউক অলিভারের বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা কড়ি সব কিছু বাজেয়াপ্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন তাকে অনেক কান্না কাটি করেও ডিউকের মন গলাতে পারল না অলিভার। ডিউক স্পষ্ট করে অলিভারকে বলে দিলেন, ও সব কান্না কাটি করে কোনও লাভ হবে না। যদি তুমি ওরল্যান্ডোকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার তাহলেই তুমি ফিরে পাবে সবকিছু, নইলে এ রাজ্যে ফিরে এলে তোমার গর্দান যাবে। আশা করি সে কথা মনে থাকবে '

এভাবে সবকিছু হারিয়ে রাজ্য থেকে চলে গেল অলিভার। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে ছোটো ভাইকে বঞ্চিত করার ফল যে এভাবে হাতে হাতে পেতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারল অলিভার

বন্ধুসম কয়েকজন অমাত্য এবং সভাসদদের নিয়ে আর্ডেনের ঘন বনে আশ্রয় নিয়েছেন নির্বাসিত ডিউক। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাঁরা তির-ধনুক দিয়ে হরিণ শিকার করেন আর গাছতলায় বসে সবাই পরমানন্দে রান্না করা হরিণের মাংস খান ডিউকের এক সহচর, নাম আসিয়েনস গান গেয়ে ভুলিয়ে দেয় সবার দুঃখ কষ্টকে সে আপন মনে গান গেয়ে ঘুড়ে বেড়ায় বনের মাঝে, গানের মাধ্যমে অনেক কথাই বলে সে। সে বলে, 'মানুষই মানুষের পরম শত্রু কিন্তু এই বনে এসে সবাই শত্রুতা ভুলে যায় যারা এই ছায়াশীতল বনে এসে আমার সাথে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাতে চাও তারা সবাই বাধাবন্ধন ছিড়ে চলে এস এখানে।'

নির্বাসিত ডিউকের অপর এক সহচর, নাম জ্যাকস নিজে একজন দার্শনিক। চারপাশে যা কিছু তার চোখে পড়ে, তার মধ্যেই চিন্তা ভাবনার রসদ খুঁজে পান তিনি ডিউক শুধু আসিয়ানের গানই শোনেন না জ্যাকসের মুখে দার্শনিকদের বড়ো বড়ো কথাও শুনতে ভালো লাগে তার

একদিন দুপুরে ডিউক যখন গাছের ছায়ায় সঙ্গীদের সাথে খেতে বসেছেন, সে সময় একজন স্বাস্থ্যবান যুবক তলোয়ার হাতে হাজির হলেন সেখানে

হাতের তলোয়ার বাগিয়ে ধরে সেই যুবক বলল, 'আমার সাথে একজন বুড়ো মানুষ রয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা আর পথশ্রমে সে খুব ক্লান্ত হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই তার ওদিকে এক গাছতলায় শুইয়ে রেখে এসেছি তাকে আপনারা যদি ভালো মনে করে তার জন্য খাবার দেন তো ঠিক আছে, নইলে তার জন্য জোর করে খাবার কেড়ে নিতে বাধ্য হব আমি আমার ক্ষুধা পেলেও নিজের জন্য কিছু চাইছি না আমি। বুড়ো মানুষটি না খেয়ে আমার সামনে ছটফট করবে তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না '

শান্তভাবে ডিউক বললেন, 'শোন যুবক, বুড়ো মানুষটির জন্য যত খুশি খাবার তুমি এখান থেকে নিয়ে যেতে পার তাকে ভালোভাবে খাওয়াবার পর তুমি এসে খেতে বসবে আমাদের সাথে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কেউ খাব না।'

ডিউক আর তার সঙ্গীদের প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে খাবার নিয়ে চলে গেল সেই যুবক খানিক বাদে সে ফিরে আসার পর তাকে পাশে বসিয়ে খেতে শুরু করলেন ডিউক খেতে খেতে তিনি যুবকটির পরিচয় জানতে চাইলেন যুবকটি বলল যে স্যার রোনাল্ড ডি'বয়ের ছোটো ছেলে ওরল্যান্ডো ডিউক যখন শুনলেন যে ছেলেটি তার প্রিয় বন্ধু রোনাল্ড ডি' বয়ের ছেলে, তিনি খুব খুশি হয়ে আশ্রয় দিলেন তাকে এটা ভালোই হল ওরল্যান্ডোর পক্ষে সে অ্যাডামকে সাথে নিয়ে পিতৃবন্ধু নির্বাসিত ডিউকের আশ্রয়ে বাস করতে লাগল

বনের অন্য প্রান্তে খালি অবস্থায় পড়েছিল মেষপালকের একটি কুটির। আজ ক'দিন হল সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে মাঝবয়সি এক লোক। দুজন সমবয়স্ক যুবক-যুবতিও রয়েছে তার সাথে তাদের দেখলেই বোঝা যায় তারা উভয়ে ভাই বোন তবে ছেলেটি তার বোনের চেয়েও সুন্দর দেখতে আর তার বোনের চেয়েও বেশ লম্বা চওড়া মেয়েটির নাম অ্যালিয়েনা ভাইকে সে ডাকে গ্যানিমিড বলে আর মাঝবয়সি লোকটিকে উভয়ে টাচস্টোন বলে ডাকে, যাতে মনে হয় লোকটি উভয়ের বাবা জ্যাঠা বা কাকা কোনোটাই নয়

কখনও কখনও গ্যানিমিড তার বোন অ্যালিয়েনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বনের ঝরনার ধারে ডিউকের সঙ্গীদের কারও সাথে দেখা হলে আলাপ করে গান গায়, হাসি মশকরা করে কাটিয়ে

দেয় সময়। ওরল্যান্ডোর আর দোষ কী অনেক দিন আগে সে একবারই মাত্র দেখেছিল রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে তাই বনের মাঝে নতুন সাজে দেখে সে তাদের চিনতে পারল না। একবারও টের পেল না যে গ্যানিমিডই রোজালিন্ড তাকে একজন পুরুষ মানুষ ভেবেই সে তার সাথে আলাপ করতে গেল রোজালিন্ড ঠিকই চিনতে পারল ওরল্যান্ডোকে একদিন তাদের কুটিরে আসার জন্য ওরল্যান্ডোকে আমন্ত্রণ জানাল রোজালিন্ড।

ওরল্যান্ডোর মস্ত গুণ সে ভালো কবিতা লিখতে পারে সে একাকী বনের মাঝে ঘুরে বেড়ায় আর তার মনের কথাগুলি বেরিয়ে আসে কবিতার আকারে। সে সব কবিতার বিষয়বস্তু তার মানসী রোজালিন্ড। তাকে নিয়েই মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ওরল্যান্ডো হাতের কাছে কাগজ কলম না পেলে গাছের বাকলে ছুরি দিয়ে ফুটিয়ে তোলে সে কবিতা শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বনের একটি গাছও আর অবশিষ্ট রইল না।

বনের মাঝে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বহবার রোজালিন্ড ও সিলিয়ার চোখে পড়েছে গাছের বাকলে খোদাই করা রোজালিন্ডকে নিয়ে কবিতা এ নিয়ে সিলিয়া প্রচুর হাসি ঠাট্টা করেছে রোজালিন্ডের সাথে কিন্তু এগুলো যে কার কীর্তি তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি দুজনে ওরা ভেবেছে রোজালিন্ডের কোনও প্রেমিক এসে জুটেছে এই বনে এবার ওরল্যান্ডোকে দেখে তাদের বুঝতে বাকি রইল না কে সেই প্রেমিক

একদিন গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ডের আমন্ত্রণ রাখতে ওরল্যান্ডো এল তাদের কুটিরে সিলিয়া আর টাচস্টোনের সামনেই ওরল্যান্ডোকে বকাবকি করে গ্যানিমিড বলল, 'গাছের বাকলে খোদাই করে কবিতা লেখার জন্য গোটা গাছটারই যে ক্ষতি হচ্ছে তা বোঝার মতো বুদ্ধিও বোধহয় তোমার নেই? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর রোজালিন্ডকে নিয়ে কবিতা লেখার প্রয়োজন হলে আমাকে ডেকে তা শুনিয়ে দিও তাহলে আর গাছের বাকলে খোদাই করে কবিতা লেখার প্রয়োজন হবে না '

ওরল্যান্ডোর মনে ধরল গ্যানিমিডের কথাটা এরপর থেকে প্রায়ই সে আসতে লাগল গ্যানিমিডের কাছে রোজালিন্ডকে নিয়ে কবিতা লেখার প্রেরণা এলেই সে গ্যানিমিডকে ডেকে তা শুনিয়ে দিত। ওরল্যান্ডোর লেখা কবিতা শুনে গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ড বুঝতে পারল ওরল্যান্ডো সত্যি ভালোবাসে তাকে।

ডিউকের সাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে একদিন ওরল্যান্ডো যখন গ্যানিমিডের কাছে যাচ্ছে, সে সময় বনের মাঝে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল ওরল্যান্ডো যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে কিছুটা দূরে এক বিরাট গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে একটা লোক। আর একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে গাছের ডাল বেয়ে নীচে নেমে আসছে ওরল্যান্ডোর কোমরে তলোয়ার আছে? কিন্তু তাতে হাত দেবার আগেই সাপটা দেখতে পেল তাকে। ভয় পেয়ে সাপটা তখনই তার ফণা নামিয়ে ঘুমন্ত লোকটির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গর্তের মাঝে। গর্তের পাশেই ছিল একটা বড়ো ঝোপ, ওরল্যান্ডো দেখতে পেল সেই ঝোপের মাঝে শিকারের আশায় ওত পেতে রয়েছে এক বিশাল সিংহী সে জানে সিংহ ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করে না তবে লোকটি জেগে উঠতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহীটা। ততক্ষণে ওরল্যান্ডো মন স্থির করে ফেলেছে সে লোকটিকে বাঁচাবেই লোকটি কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সে জানে না তার শিয়রে শমন দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে ওরল্যান্ডো এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভেজায় চমকে উঠল সে লোকটি আর কেউ নয়, তার বড়ো ভাই অলিভার

তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অলিভারকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ডিউক ফ্রেডারিক সেই থেকে পাগলের মতো হন্যে হয়ে ওরল্যান্ডোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অলিভার। ডিউক তাকে কথা দিয়েছেন ওরল্যান্ডোকে ধরিয়ে দিতে পারলে তিনি তার সব সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দেবেন অলিভারকে। সে কথা জানে ওরল্যান্ডো। একবার তার মনে হল এখান থেকে চলে যাই। পরক্ষণেই ভেবে দেখল এভাবে সিংহীর মুখে ভাইকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া উচিত হবে না তার। সে ঘুমন্ত অলিভারের কাছে এসে খাপ খুলে তলোয়ার বের করল। ঘুমের ঘোরে একবার নড়া-চড়া করে উঠল অলিভার সাথে সাথে প্রচণ্ড গর্জন করে সিংহী ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের উপর সিংহীর আওয়াজে জেগে উঠল অলিভার। চোখ মেলে দেখল যে ভাইয়ের জন্য সে বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যাকে ধরতে সে ঢুকেছে এই বনে তার সেই ছোটো ভাই ওরল্যান্ডো প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছে এক সিংহীর সাথে। ওরল্যান্ডোর তলোয়ার পুরো ঢুকে গেছে সিংহীর গলায় আর সিংহীর থাবার আঘাতে ফালা ফালা হয়ে গেছে ওরল্যান্ডোর সারা শরীর, চারিদিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে

ওরল্যান্ডো সিংহীকে মেরে ফেললেও সে নিজে আহত হল প্রচণ্ড ভাবে। রক্তাক্ত ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের আস্তানায় নিয়ে এল অলিভার। নিজের ছোটো ভাইয়ের প্রতি খারাপ আচরণের জন্য বারবার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল অলিভার

অ্যাডামের মুখে ওরল্যান্ডোর আহত হবার কথা শুনতে পেয়ে নির্বাসিত ডিউক তার সঙ্গী সাথী সহ দেখতে এলেন তাকে। ডিউকের নির্দেশমতো অ্যাডাম জঙ্গল থেকে কিছু বুনো লতা-পাতা নিয়ে এসে সেগুলি বেটে তার রস লাগিয়ে দিল ওরল্যান্ডোর ক্ষতস্থানগুলিতে। সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া।

এবার ওরল্যান্ডো তার বড়ো ভাই অলিভারকে পাঠিয়ে দিলেন গ্যানিমিডের কাছে তার মুখে প্রিয় ওরল্যান্ডোর আহত হবার খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে গেল গ্যানিমিডবেশী রোজালিন্ড তার সেবা-শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল অ্যালিয়েনাবেশী সিলিয়া। এরপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরল্যান্ডোর কাছে ফিরে এল অলিভার দাদার মুখ থেকে বারবার অ্যালিয়েনার কথা শুনে ওরল্যান্ডো বুঝলেন অ্যালিয়েনাকে ভালো লেগেছে দাদার পরদিন থেকে নানা ছুতোয় অলিভারকে রোজই গ্যানিমিডের কুটিরে পাঠাতে লাগলেন ওরল্যান্ডো যাতে সিলিয়া আর অলিভার পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায় রোজ রোজ মেলামেশার ফলে অলিভার আর সিলিয়া, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলল

নির্বাসিত ডিউক প্রায়ই ওরল্যান্ডোকে দেখতে আসতেন তার কুটিরে। একদিন গ্যানিমিড—বেশী রোজলিন্ড আর অ্যালিয়েনা রূপী সিলিয়া এসেছে ওরল্যান্ডোকে দেখতে, এমন সময় তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ডিউকও হাজির হলেন সেখানে। পুরুষ-বেশী রোজালিন্ডকে দেখতে পেয়ে পিতৃস্নেহ উথলে উঠল ডিউকের বাবাকে দেখে রোজালিন্ডও স্থির থাকতে পারল না বাবা। বাবা! বলে কাঁদতে কাঁদতে সবাই অবাক হয়ে দেখল গ্যানিমিড আর কেউ নয়, পুরুষের ছদ্মবেশে ডিউকের আদরের মেয়ে রোজালিন্ড কেন রাজকীয় আরাম-আয়েস ছেড়ে এই দুর্গম বনে আসতে হয়েছে তার কিছুটা আগেই ওরল্যান্ডো আর অলিভারের মুখে শুনেছিলেন ডিউক। এবার বাকিটুকু শুনলেন মেয়ে রোজালিন্ডের কাছে

ডিউক জানতে পারলেন ওবল্যাস্তো-রোজালিন্ড আর সিলিয়া-অলিভারের প্রেম ভালোবাসার কথা তিনি বনের মাঝেই তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন

এরই মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল অলিভারের মেজভাই জ্যাক ডি'বয় এসে হাজির হল সেখানে সে নির্বাসিত ডিউককে বলল তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাকে ফেরত দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে ফ্রেডারিক নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন করুণাময় ঈশ্বরের খোঁজে এই বলে ফ্রেডারিকের লেখা একটি চিঠি তুলে দিল তার হাতে চিঠিটা খুলে ডিউক দেখলেন ফ্রেডারিক লিখেছেন তিনি সসৈন্যে রওনা দিয়েছিলেন তাদের হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে পথিমধ্যে তার দেখা হয়ে যায় এক মহাপুরুষের সাথে। তার উপদেশ অনুযায়ী তিনি সংসার, রাজ্যপাট সবকিছু বড়ো ভাইকে ফিরিয়ে দিয়ে ঈশ্বর-আরাধনায় বাকি জীবনটা কাটাবার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করছেন

সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল অত্যাচারী ফ্রেডারিকের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের কথা শুনে এবার সবাইকে নিয়ে ডিউক ফিরে এলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যে। সাথে এল না শুধু জ্যাকস্।, পরম শান্তির আশায় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আর্ডেনের বনে রয়ে গেল সে।

দ্য মেরি ওয়াইভস অব্ উইন্ডসর

জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডার আর গ্রামের পাদরি স্যার হিউ ইভানসের কথা শোনার পর বিচারপতি ফ্যালো বললেন, 'খুবই অন্যায় করেছেন স্যার জন ফলস্টাফ তবে বুদ্ধি দিয়ে এর মোকাবেলা করতে হবে, আইনের সাহায্যে নয়'

পাদরি জন ইভানস্ বললেন, 'হুজুর! আমার মাথায় একটা ভালো ফন্দি এসেছে। মাস্টার জর্জ পেজের মেয়ে অ্যানি বেসা আজকাল বেশ বড়ো সড়ো হয়ে উঠেছে। ওর মতো সুন্দরী মেয়ে আর একটিও মিলবে না আমাদের গ্রামে মরার আগে ওর ঠাকুর্দা নাতনির জন্য নগদ সাতশো পাউন্ড টাকা আর একগাদা সোনা-রুপোর গয়না রেখে গেছেন সে সব কিছুই অ্যানি তার বিয়েতে যৌতুক পাবে। এখন অ্যানিদের বাড়িতেই রয়েছেন স্যার জন ফলস্টাফ। আপনি সেখানে গেলেই তাকে পেয়ে যাবেন।

'তাই নাকি তাহলে তো একবার যেতেই হয় সেখানে' বলে জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডার আর পাদরি স্যার ইভানস্‌কে নিয়ে পেজের বাড়িতে এলেন বিচারপতি ফ্যালো সে সময় ওখানেই ছিলেন স্যার ফলস্টাফ বিচারপতি ফ্যালো তাকে বললেন, 'আপনি অন্যায়ভাবে আমার বাড়িতে ঢুকে আমার পালিত হরিণটাকে মেরে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি', বললেন স্যার ফলস্টাফ, 'তবে আমি তো আর আপনার দারোয়ানের মেয়ের মুখে চুমো খেতে যাইনি?'

'দেখছেন! আপনার অপদার্থ চাকরগুলো কী হাল করেছে আমার?' কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন স্লেন্ডার, 'ওরা আমায় শুঁড়িখানায় নিয়ে গিয়ে জোর করে মদ গিলিয়েছে। তারপর নেশা হলে আমার সব টাকা কড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

পাদরি স্যার ইভানস্ বললেন, 'এসব ঘটনা আমি আমার ডাইরিতে নোট করে রাখছি। পরে বিচার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে

জর্জ পেজের যুবতি মেয়ে অ্যানি বেশ ডাগর ডোগর দেখতে, সে ভালোবাসে ফেনটন নামে একটি ছেলেকে, আর ফেনটনও ভালোবাসে অ্যানিকে বিয়ের স্বপ্নে বিভোর দু-জনে কিন্তু অ্যানির বাবা মোটেও রাজি নন ফেনটনের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি চান বিচারপতি ফ্যালোর জ্ঞাতিভাই স্লেন্ডারের সাথে অ্যানির বিয়ে দিতে পেজ ভালোই জানেন স্লেন্ডার অ্যানিকে খুব পছন্দ করে কিন্তু অ্যানি মোটেও পছন্দ করে না স্লেন্ডারকে এদিকে অ্যানির মার পছন্দ আবার কেইয়াস নামে এক ফরাসি চিকিৎসককে তারই সাথে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চান কেইয়াসও পছন্দ করে অ্যানিকে

এদিকে অ্যানির মা মিসেস পেজ আর তার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশিনী মিসেস ফোর্ড দুজনের সাথেই গোপন প্রেমের খেলা খেলছেন স্যার জন ফলস্টাফ তার আসল উদ্দেশ্য উভয়ের সাথে

প্রেমের অভিনয় করে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়া একদিন স্যার ফলস্টাফের কাজের লোক নাইম এবং পিস্তল মি. ফোর্ডের সাথে দেখা করে বলল যে তাদের মনিব স্যার ফলস্টাফ গোপনে মিসেস ফোর্ডের সাথে মিলিত হবার ইচ্ছা জানিয়ে তাকে একটি চিঠি লিখেছেন। তারা চিঠিখানা দেখাল মি. ফোর্ডকে ওদিকে স্যার ফলস্টাফও যে গোপনে মিসেস পেজের সাথে একই প্রেমের খেলা খেলছেন, সে কথা জানতে পেরে বেজায় রেগে গেলেন মিসেস ফোর্ড। তিনি স্থির করলেন উচিত শিক্ষা দিতে হবে স্যার ফলস্টাফকে তিনি আগে থেকেই মিসেস পেজকে জানিয়ে দিলেন যে মি. ফলস্টাফ রাতে তাঁর বাড়িতে আসবেন।

এসব কিছুই জানা নেই মি. ফলস্টাফের রাতের বেলা তিনি সেজেগুজে এলেন মিসেস ফোর্ডের বাড়িতে তার কিছুক্ষণ পরেই এলেন মিসেস পেজ। আড়াল থেকে তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে লুকোলেন স্যার ফলস্টাফ। তাকে উদ্দেশ্য করে গলা চড়িয়ে মিসেস পেজ বলতে লাগলেন যে গ্রামের লোকেরা বেজায় চটে আছে ফলস্টাফের উপর তাকে উচিত শিক্ষা দিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে তারা

মিসেস পেজের কথাগুলি শুনতে পেয়ে স্যার ফলস্টাফ বেজায় ঘাবড়ে গেলেন সুযোগ পেয়ে মিসেস ফোর্ড তাকে বসিয়ে দিলেন এক বড়ো ঝুড়িতে। এমন ভাবে ময়লা জামা-কাপড় ঝুড়ির উপর চাপিয়ে দিলেন যাতে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে। এরপর মিসেস ফোর্ডের নির্দেশে তার বাড়ির কাজের লোকেরা সেই ঝুড়ি বাইরে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর কর্দমাক্ত জলে সেই নোংরা জলে মাখামাখি হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন স্যার ফলস্টাফ

স্যার ফলস্টাফকে পুনরায় শিক্ষা দেবার জন্য এবার মিসেস ফোর্ড তার কাছে পাঠালেন ড কেইয়াসের বাড়ির কাজের মেয়ে কুইকলিকে। মিসেস ফোর্ডের শেখানো অনুযায়ী কুইকলি স্যার ফলস্টাফকে বলল সে দিন পাখি শিকারে যাবেন মি. ফোর্ড কাজের লোক ছাড়া বাড়িতে আর কোনও পুরুষ মানুষ থাকবে না মিসেস ফোর্ড তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি যেন রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে তার কাছে যান। কুইকলি ফিরে যাবার পর মি. ব্রুক নামে এক বিদেশির ছদ্মবেশে স্যার ফলস্টাফের কাছে এলেন মি ফোর্ড। স্যার ফলস্টাফ তাকে বিশ্বাস করে নিজের গোপন প্রেমের সব কথা জানিয়ে দিলেন এবার মজা দেখানোর পালা মি ফোর্ডের

রাতের বেলা আবার মিসেস ফোর্ডের কাছে এলেন মি ফলস্টাফ। তাকে হাতে নাতে ধরার জন্য খানিক বাদে মি ফোর্ডও এলেন নিজের বাড়িতে ফলস্টাফের কাকুতি মিনতিতে নরম হয়ে এবারও তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন মিসেস ফোর্ড মেয়েদের মতো ঢোলা গাউন আর টুপি পড়িয়ে বাড়িতে পরিচারিকার মাসি সাজিয়ে চলে যেতে বললেন তাকে বাড়ির পরিচারিকার এই মাসির উপর আগে থেকেই রেগে ছিলেন মি ফোর্ড সিঁড়ি দিয়ে মাসি নেমে আসতেই খপ করে তাকে ধরে ফেললেন মি ফোর্ড তারপর মনের সুখে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিলেন তার পিঠে কিল খেয়ে বুড়ি পালিয়ে যাবার পর হাসতে হাসতে মিসেস ফোর্ড তার স্বামীকে বললেন, ওই বুড়ির ছদ্মবেশে ছিলেন স্বয়ং স্যার জন ফলস্টাফ

এবার সবাই মতলব আঁটলেন আরও একবার স্যার জনকে ডেকে তাকে উচিত শিক্ষা দেবার তাদের নির্দেশ অনুযায়ী কুইকলি গিয়ে স্যার ফলস্টাফকে বলল তিনি যেন আর্ডেনের এক ওক গাছের কাছে যান সে এও বলল যে তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার দুই প্রেমিকা মিসেস ফোর্ড আর মিসেস পেজ উভয়েই আসবেন সেখানে তবে যাবার সময় তিনি যেন তার

মাথায় এক জোড়া শিং এঁটে বনদেবতা থর্নের সাজে সেখানে যান এই বলে বিদায় নিল কুইকলি

মাথায় একজোড়া শিং এঁটে রাতের বেলা জঙ্গলে এলেন স্যার জন ফলস্টাফ তাকে দেখতে পেয়েই ওক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ফোর্ড। সাথে সাথেই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন ফলস্টাফ। সেই সময় বেজে উঠল শিঙা একদল ছোটো ছেলেমেয়ে এসে তাদের ঘিরে ধরল তাদের সবাইর হাতে রয়েছে জ্বলন্ত মোমবাতি। তাদের মধ্যে কেউ সেজেছে সাদা পোশাকের পরি কেউবা ভূত প্রেত আর রানি সেজেছে স্বয়ং অ্যানি পেজ আনির নির্দেশে সেই ছেলেমেয়েরা জ্বলন্ত মোমবাতির ছ্যাঁকা দিতে লাগল স্যার ফলস্টাফের শরীরে। অনেকে আবার খিমচে তুলে নিল তার গায়ের মাংস

অ্যানি বলে উঠল, 'মার বদমাইশকে। আরও বেশি করে মার ঠিক সে সময় স্লেন্ডার এসে হাজির সেখানে। অ্যানি ভেবে তিনি সাদা পোশাক পরা একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এলেন ড কেইয়াস তিনিও অ্যানি মনে করে সবুজ পোশাক পরা একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন এ সময় পালাতে যাচ্ছিলেন স্যার জন ফলস্টাফ কিন্তু পরম তৎপরতার সাথে তাকে ধরে ফেলে মি. পেজ বললেন 'পরপর দু বার আপনি পালিয়ে বেঁচেছেন কিন্তু এবার আর রক্ষা নেই আপনার বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব '

কোনওমতে ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন স্যার ফলস্টাফ, 'আপনারা কী করতে চান আমায় নিয়ে?'

'বিশেষ কিছু নয়', বললেন মি. পেজ, 'আজ রাতে আমাদের সাথে আপনাকে ডিনার খেতে হবে আর সে সময় আমার স্ত্রীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তার মন রাখতে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে '

'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আমি একটা আস্ত নির্বোধ,' বললেন স্যার জন ফলস্টাফ।

সাথে সাথে মিসেস পেজ আর মিসেস ফোর্ড, 'আপনি শুধু নির্বোধ নন, গোরু ছাগলের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আপনি মেয়েদের আপনি কী মনে করেন?' জবাব দিতে না পেরে মুখ বুজে রইলেন স্যার জন ফলস্টাফ। এর মাঝে স্লেন্ডার এসে জানাল এ্যানি ভেবে সে যাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল গির্জায় পৌঁছে দেখে সে এখানকার পোস্ট মাস্টারের ছেলে স্লেন্ডারের পেছু পেছু ড কেইয়াসও হাজির হলেন সেখানে। তিনিও জানালেন সবুজ পোশাক পরা যে মেয়েটিকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, গির্জায় গিয়ে দেখেন সেও একটি ছেলে সদ্য গোঁফ গজিয়েছে তার

এবার অ্যানি পেজ-দম্পতির সামনে এগিয়ে এলেন ফেন্টনের হাত ধরে বাবা মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি। তোমরা আমাদের বিয়ের অনুমতি দাও।'

তাদের উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে পেজ দম্পতি বললেন, 'আমরা আশীর্বাদ করছি ঈশ্বর যেন তোমাদের সুখী রাখুন

মেজার ফর মেজার

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বে এখনও পর্যন্ত অবিবাহিত রয়ে গেছেন ভিয়েনার শাসক ডিউক ভিনসেনসিও। দয়ালু স্বভাবের মানুষ হবার দরুন গুরুতর অপরাধ করলেও কোনও প্রজাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতে পারেন না তার এই মানসিক দুর্বলতা যে রাজ্যশাসনের সহায়ক নয়, তা বেশ ভালোই জানেন ডিউক। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি স্থির করলেন কোনও চরিত্রবান যোগ্য সহকারীর হাতে রাজ্যের শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন তিনি লুকিয়ে থাকবেন দেশের ভিতরে, সেখান থেকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নজর রাখবেন রাজ্যশাসন ব্যবস্থার উপর ডিউক তার বয়স্ক সভাসদ এসকেলাসের সাথে পরামর্শ করে রাজ্যের পুরো শাসনভার তুলে দিলেন তার সুযোগ্য সহকারী অ্যাঞ্জেলোর হাতে। তারপর গোপনে তিনি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিলেন নগরীর প্রান্তে অবস্থিত সাধু টমাসের মঠে। কোথায় যাচ্ছেন যাবার আগে তা কাউকে বলেননি ডিউক, এমন কি নতুন শাসক অ্যাঞ্জেলোকেও নয়। দেশের সবাই জানল কিছুদিনের জন্য পোল্যান্ডে যাচ্ছেন ডিউক যাবার সময় ডিউক ভিনসেনসিও অ্যাঞ্জেলোকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে মাঝে মাঝে তিনি চিঠি লিখে প্রজাদের খোঁজ খবর নেবেন।

রাজ্য ছেড়ে ডিউক চলে যাবার সামান্য কিছুদিন বাদে ভিয়েনায় এক বয়স্ক নাগরিক এসে অ্যাঞ্জেলোর কাছে অভিযোগ জানাল যে ক্লডিও নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে তার মেয়ে জুলিয়েটকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে একত্রে বসবাস করছে ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে জুলিয়েট ক্লডিওর এই অপরাধের দরুন তার কঠিন সাজার দাবি জানালেন জুলিয়েটের বাবা ভিয়েনার প্রচলিত আইন অনুযায়ী এ জাতীয় অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অভিযোগ শোনার পর ক্লডিওকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন অ্যাঞ্জেলো রক্ষীরা ক্লডিওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল প্রাসাদে। ব্যভিচারের অপরাধে ক্লডিওকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন অ্যাঞ্জেলো শাস্তি ঘোষণার পর রক্ষীরা কারাগারে নিয়ে গেল ক্লডিওকে।

এদিকে রাজা প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্লডিওকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েছেন শুনে কারাগারে গিয়ে তার সাথে দেখা করল লুসিও সে ক্লডিওর কাছে জানতে চাইল এমন কী অপরাধ সে করেছে যার দরুন অ্যাঞ্জেলো তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ক্লডিও জানাল সে মোটেও তারা বাবা-মা র কাছ থেকে ফুঁসলিয়ে আনেনি জুলিয়েটকে বরঞ্চ তাদের বিয়ে আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। বিয়ের দরুন সে কিছু যৌতুক দাবি করেছিল জুলিয়েটের বাবা মা'র কাছে কিন্তু তার দাবিমতো যৌতুক দিতে রাজি হননি জুলিয়েটের মা বাবা এরপর সে জুলিয়েটকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে গোপনে তাকে বিয়ে করে স্বামী স্ত্রীর মতো বসবাস করতে থাকে তারই ফলস্বরূপ গর্ভবতী হয়ে পড়ে জুলিয়েট এ খবর জানাজানি হতেই জুলিয়েটের বাবা অ্যাঞ্জেলোর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন যে তার মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে ক্লডিও। অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই ক্লডিওকে ধরে এনে তাঁরা প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

'আসল ঘটনা হল এই,' ক্লডিও বলল লুসিওকে বন্ধু! আমার একটা উপকার করবে?'

'বল, আমায় কী করতে হবে,' বলল লুসিও

'তাহলে শোন', বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ক্লডিও, 'তুমি তো চেন আমার বোন ইসাবেলাকে সন্ন্যাসিনী হবার আশায় কিছুদিন আগে সে যোগ দিয়েছে মেয়েদের একটা মঠে। এখন ওর শিক্ষা দীক্ষা চলছে। এ সময়টা ঠিকমতো কাটিয়ে দিতে পারলেই সে একজন পুরোপুরি সন্ন্যাসিনী হতে পারবে। তুমি সেই মঠে গিয়ে ইসাবেলার সাথে দেখা করে আমার সব কথা তাকে খুলে বলবে ওকে বলো, ও যেন অ্যাঞ্জেলোর সাথে দেখা করে আমার প্রাণ ভিক্ষা চায় যুক্তি সহকারে বোঝাবার ক্ষমতা আছে ইসাবেলার আমার বিশ্বাস ওই পারবে এ কাজ করতে।'

বন্ধুর অনুরোধে সেই মঠে এসে ইসাবেলাকে সব কথা জানাল লুসিও সব শোনার পর মঠের অধ্যক্ষার অনুমতি নিয়ে ইসাবেলা গেল রাজ-প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলোর কাছে তার সামনে নতজানু হয়ে ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চাইল সে

ইসাবেলার আবেদন শুনে অ্যাঞ্জেলো বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত এ ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় আগামীকালই ক্লডিওর প্রাণদণ্ড হবে '

শিউরে উঠে ইসাবেলা বলল, 'আগামীকালই প্রাণদণ্ড হবে?'

গম্ভীর স্বরে বললেন অ্যাঞ্জেলো, 'হ্যাঁ, আগামীকালই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর হবে '

কাতরকণ্ঠে বললেন ইসাবেলা, 'মাননীয় রাজ প্রতিনিধি, যে অপরাধে আপনি আমার ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, সে অপরাধ এর আগেও অনেকে করেছে, কিন্তু কারও প্রাণদণ্ড হয়নি। আমি মিনতি করছি আপনি একবার চেয়ে দেখুন নিজের মনের দিকে। আমার ভাইয়ের অপরাধের কোনও বীজ যদি সেখানে লুকিয়ে থাকে, তাহলে প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগে অন্তত তার কথা একবার বিবেচনা করে দেখবেন।' ইসাবেলার এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো শুনে মনে মনে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন অ্যাঞ্জেলো

'শুনুন তাহলে', বললেন অ্যাঞ্জেলো, 'শুধু একটি মাত্র শর্তে আমি মুক্তি দিতে পারি আপনার ভাইকে আর তা হল আপনার ভাই যেমন এক নারীর কৌমার্য হরণ করেছে, তেমনি আপনিও যদি একরাত আমার সাথে শুয়ে নিজের কৌমার্য বিসর্জন দিতে পারেন, তবেই ছাড়া পাবে ক্লডিও। আজ রাতে চলে আসুন আমার ঘরে, আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য।'

ইসাবেলা বেজায় চটে গেল অ্যাঞ্জেলোর প্রস্তাব শুনে, কঠোর স্বরে সে তাকে বলল, 'আপনি যে কীরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক তা আপনার প্রস্তাব শুনেই বোঝা গেল রাজ-প্রতিনিধি হয় এখনই আপনি আমার ভাইয়ের মুক্তিপত্রে সই করে দিন, নইলে আমি চেঁচিয়ে সবাইকে বলে দেব আপনার কু প্রস্তাবের কথা তখন সবাই বুঝতে পারবে আপনার আসল রূপ

অ্যাঞ্জেলো বললেন, কিন্তু ইসাবেলা, কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার কথা আমি কতদূর সংযমী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক তা জানে সবাই তারা সবাই ধরে নেবে আপনার ভাইয়ের প্রাণ দণ্ড [illegible] দিয়েছি বলেই আপনি আমার নামে মিথ্যে কুৎসা রটাচ্ছেন। তবে এখনই বলার প্রয়োজন নেই আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি কি না আগামীকাল অবশ্যই উত্তর চাই আমার, মনে রাখবেন আপনার জবাবের উপরই নির্ভর করছে ক্লডিওর জীবন

আর কিছু বলার না পেয়ে ধীরে ধীরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ইসাবেলা

এদিকে ডিউক ভিনসেনসিওর কানেও পৌঁছে গেছে ক্লডিওর প্রাণদণ্ডাদেশের খবর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভিয়েনায় ফিরে এলেন ডিউক এসেই ক্লডিওর ধর্মগুরু পরিচয়ে কারাগারে গিয়ে দেখা করলেন তার সাথে সে সময় ইসাবেলাও এসে গেলেন সেখানে কারারক্ষককে নিজের পরিচয় জানিয়ে তিনি দেখা করতে চাইলেন ক্লডিওর সাথে কারারক্ষক তাকে নিয়ে এলেন ক্লডিওর কাছে ছদ্মবেশী ডিউকও চলে গেলেন পাশের ঘরে। ভাই-বোনের কথা-বার্তা শুনতে তিনি কান পাতলেন ঘরের দেওয়ালে

ইসাবেলা বলল, 'এবার তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও ক্লডিও কারণ কালই তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হবে

'তবে কি বাঁচার কোনও আশা নেই আমার?' হতাশার সুর বেরিয়ে এল ক্লডিওর মুখ থেকে

'উপায় অবশ্য একটা আছে,' বলল ইসাবেলা 'অ্যাঞ্জেলোর কাছে আমি তোমার জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলাম অ্যাঞ্জেলো বললেন, আমি যদি আজ রাতে তার কাছে কৌমার্য বিসর্জন দেই, তবেই তিনি ছেড়ে দেবেন তোমাকে তার শর্তে রাজি হলে আজ রাতটা আমায় তার সাথে কাটাতে হবে তার প্রস্তাবে রাজি হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে শ্রেয়।'

উত্তেজিত হয়ে ক্লডিও বলে উঠলেন, 'ধিক অ্যাঞ্জেলোকে! মানুষ এমন জঘন্য প্রস্তাব দিতে পারে! নাঃ নাঃ ইসাবেলা, এভাবে বাঁচতে চাই না আমি!'

'তাহলে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও ক্লডিও', গম্ভীর স্বরে বললেন ইসাবেলা। তার কথা শোনার সাথে সাথে আবার নতুন করে মৃত্যুভয় পেয়ে বসল ক্লডিওকে কাতরস্বরে সে বলল, 'আচ্ছা ইসাবেলা, এমনও তো হতে পারে অ্যাঞ্জেলো তোমার ধৈর্য পরীক্ষার জন্য এই শর্তের কথা বলেছেন! যদি তা নাও হয়, তাহলে তোমার কৌমার্য বিসর্জন দিতে বাধা কোথায়?'

রাগতস্বরে বলল ইসাবেলা, 'ছিঃ ক্লডিও, তুমি এত স্বার্থপর। তোমার বোন যে কিনা সন্ন্যাসিনী হবার সংকল্প নিয়েছে, তুমি কিনা তাকে বলছ কৌমার্য বিসর্জন দিতে? মৃত্যুই তোমার মতো পাপিষ্ঠের একমাত্র শাস্তি '

এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্লডিও। ঠিক সে সময় সেখানে এসে হাজির হলেন সন্ন্যাসীবেশী ডিউক ভিনসেনসিও

তিনি ইসাবেলাকে বললেন, 'আমি ক্লডিওর ধর্মগুরু পাশের ঘরে বসে তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমি তোমাদের চেয়ে ভালোভাবে চিনি অ্যাঞ্জেলোকে। আমার বিশ্বাস তোমার ধৈর্য আর চরিত্র পরীক্ষার জন্যই তিনি কৌমার্য বিসর্জন দেবার কথা বলেছেন তোমাকে তোমার চরিত্রে কালি মাখাবার কোনও ইচ্ছে নেই তার তার শর্তে রাজি না হওয়ায় উনি মনে মনে খুশিই হবেন তোমার উপর '

ডিউক বললেন, 'তবে তোমার প্রাণদণ্ডাদেশ রদ হবার কোনও আশা নেই ক্লডিও এবার মৃত্যুর জন্য তৈরি হও তুমি তার কথা শেষ হতেই কারারক্ষক ক্লডিওকে নিয়ে গেলেন অন্যদিকে এবার ইসাবেলাকে ডিউক বললেন, শোন ইসাবেলা, তোমার সাথে দরকারি কথা আছে আমার এরপর চারপাশ একবার দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি কি সত্যিই তোমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাতে চাও ইসাবেলা?'

'নিশ্চয়ই চাই ফাদার', বলল ইসাবেলা 'তবে আপনি অ্যাঞ্জেলোকে যে সৎ এবং ধর্মপ্রাণ বললেন, আমি তা মেনে নিতে রাজি নই। ডিউক ফিরে এলে আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব '

'সে তো ভালো কথা,' বললেন ছদ্মবেশী ডিউক, 'আমি তো শুনেছি ডিউক সম্প্রতি দেশে ফিরে আসছেন যাইহোক, এ মুহূর্তে ভাইকে বাঁচাতে হলে অন্য পথে এগুতে হবে তোমাকে এবার মন দিয়ে শোন আমার কথা আমার কথা মতো চললে একদিকে ধর্মপ্রাণ নারীর যথেষ্ট উপকার হবে এমনকি কৌমার্য বিসর্জন না দিয়েও তুমি তোমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাতে পারবে সেই সাথে একজন নিরপরাধ যুবতিরও যথেষ্ট উপকার হবে। এবার বল তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি কিনা?'

'নিশ্চয়ই রাজি', বলল ইসাবেলা 'এবার বলুন কী করতে হবে আমায়?'

ডিউক বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই বীর যোদ্ধা ফ্রেডারিকের নাম শুনেছ?'

'সেই ফ্রেডারিক, মানে যিনি জাহাজডুবি হয়ে মারা যান?' বলল ইসাবেলা

ডিউক বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ফ্রেডারিক। তারই ছোটোবোন মারিয়ানার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল অ্যাঞ্জেলোর। জাহাজে করে বোনের বিয়ের যৌতুক সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসছিলেন ফ্রেডারিক কিন্তু মাঝসমুদ্রে জাহাজ ডুবে যাওয়ায় শুধু জিনিসপত্রই নয়, ডুবে মারা গেলেন ফ্রেডারিকও ফলে বন্ধ হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলোরা সাথে মারিয়ানার বিয়ে আজও দুজনে অবিবাহিত রয়েছে। আমি জানি মারিয়ানা এখনও ভালোবাসে অ্যাঞ্জেলোকে এবার তোমার যা করতে হবে তা মন দিয়ে শোন ইসাবেলা। তুমি অ্যাঞ্জেলোর সাথে দেখা করে বলবে তুমি তার শর্তে রাজি আজ রাতে তার সাথে থাকবে তুমি।'

ডিউকের কথা শুনে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ইসাবেলা, 'ছিঃ ছিঃ। এ সব কী কথা বলছেন আপনি?

ডিউক বললেন, 'তুমি মিছেই আমায় ভুল বুঝছ ইসাবেলা। আগে আমার কথা শোন, তারপর যা বলার বলো অ্যাঞ্জেলো আজকের রাতটা ঠিকই কাটাবে এক নারীর সাথে। তবে সে তুমি নও মারিয়ানা, যার সাথে একসময় অ্যাঞ্জেলোর বিয়ে ঠিক হয়েছিল তুমি গোপনে মারিয়াকে নিয়ে অ্যাঞ্জেলোর কাছে গিয়ে তাকে সেখানে রেখে ফিরে আসবে অ্যাঞ্জেলো ভাববে রাতে তুমিই তার কাছে ছিলে এটা করলে উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটবে। তাছাড়া ওদের বিয়ে আগেই ঠিক হয়েছিল আর মারিয়ানা আজও ভালোবাসে অ্যাঞ্জেলোকে কাজেই একাজ করলে কোনও পাপ হবে না তোমার ভাই ক্লডিও ছাড়া পেয়ে যাবে

সব শুনে ইসাবেলা বলল, 'বেশ' আপনার কথামতোই কাজ হবে আমি এখনই যাব অ্যাঞ্জেলোর কাছে

ডিউক বললেন, তোমায় অজস্র ধন্যবাদ জানাই ইসাবেলা। আমি এখনই মারিয়ানার কাছে যাব গোটা পরিকল্পনাটা তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে সেই মতো তৈরি করতে হবে তাকে। আচ্ছা ইসাবেলা, তুমি তো চেন সেন্ট লুক-এর জমিদারদের পুরনো গোলবাড়িটা, সেখানেই থাকে মারিয়ানা তুমি অ্যাঞ্জেলোর সাথে কথা বার্তা সেরে সেখানে চলে যাবে আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব সেখানে।'

অ্যাঞ্জেলোর সাথে দেখা করে ইসাবেলা জানাল যে সে তার শর্তে রাজি তারপর সে চলে এল মারিয়ানার বাড়িতে সেখানে ছদ্মবেশী ডিউক তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মারিয়ানার

সাথে ইসাবেলার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইসাবেলা জানাল কাল রাতে সে মারিয়ানাকে নিয়ে গোপনে যাবে অ্যাঞ্জেলোর প্রাসাদের লাগোয়া বাগানে তিনি কথা দিয়েছেন সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করবেন।

মারিয়ানাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ডিউক বললেন 'কখনও বেশি কথা বলবে না অ্যাঞ্জেলোর সাথে। দেখবে, ও যেন তোমায় চিনতে না পারে। আর চলে আসার সময় ক্লডিওর প্রাণদণ্ড মকুব করার কথাটা অবশ্যই মনে করিয়ে দেবে।'

মারিয়ানাকে নিয়ে ইসাবেলা চলে যাবার পর ডিউক এলেন কারাগারে। কারাধ্যক্ষের কাছে শুনলেন আগামীকাল সকালেই নাকি ক্লডিওর কাটামুণ্ড দেখতে চেয়েছেন অ্যাঞ্জেলো। বারনার ডাইন নামে আরও এক কয়েদিরও সেদিন প্রাণদণ্ড হবার কথা ডিউক কারারক্ষককে অনুরোধ করলেন তিনি যেন ক্লডিওর পরিবর্তে বারনারডাইনের কাটা মুণ্ডুটাই পাঠিয়ে দেন অ্যাঞ্জেলোর কাছে

অবাক হয়ে কারাধ্যক্ষ বললেন, 'কী করে তা সম্ভব হবে? কারণ ওদের দুজনকেই চেনেন অ্যাঞ্জেলো।' এবার ছদ্মবেশী ডিউক ভিনসেনসিওর সিলমোহর আর পাঞ্জা বের করে কারাধ্যক্ষকে দেখিয়ে বললেন, সে যদি তার কথা মতো কাজ করে তাহলে তার মঙ্গল হবে তাকে এও বললেন, ডিউক ফিরে এসে এ কাজের জন্য তাকে যথোচিত পুরস্কার দেবেন ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী যে ডিউকের খুব কাছের লোক, সেটা বুঝতে পেরে কারাধ্যক্ষ বললেন, 'এই কারাগারের এক বন্দি, জলদস্যু র‍্যাগোজাইন, অনেক দিন ধরে অসুখে ভুগে ভুগে আজ সকালে মারা গেছে। অনেকটা ক্লডিওর মতো দেখতে সে।'

'তাহলে তো ভালোই হল', বললেন ডিউক, 'কাল সকালেই তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দেবেন অ্যাঞ্জেলোর কাছে আর ডিউক ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি ক্লডিও আর বারনারডাইনকে এমন ভাবে লুকিয়ে রাখবেন যাতে অ্যাঞ্জেলো টের না পায়' এটুকু বলে ডিউক চলে যাবেন এমন সময় সেখানে হাজির হলেন ইসাবেলা তিনি ডিউককে জানালেন আজ রাতে অ্যাঞ্জেলোর সাথেই প্রাসাদে রাত কাটাচ্ছে মারিয়ানা। এবার তিনি জানতে চাইলেন ক্লডিওর প্রাণদণ্ড রদ করা হয়েছে হয়েছে কি? উত্তরে ডিউক বললেন, না যথাযথ তার প্রাণদণ্ড বহাল আছে ইচ্ছা করেই মিছে কথা বললেন ছদ্মবেশী ডিউক। ক্লডিওর মৃত্যুর কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল ইসাবেলা

ইসাবেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে ডিউক বললেন 'যা হবার তা হয়ে গেছে মিছেমিছি আক্ষেপ করে লাভ কী। ক'দিন বাদেই তো ফিরে আসছেন ডিউক তিনি দেশে ফিরে এলে এখানে যা ঘটেছে তার পুরো বিবরণ লিখে দিয়ে অ্যাঞ্জেলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে তার কাছে

কবে দেশে ফিরে আসছেন তা জানিয়ে প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলোকে চিঠি দিলেন ডিউক ভিনসেনসিও নির্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ছেড়ে ভিয়েনায় ফিরে এলেন তিনি। তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নগরীর ভেতরে নিয়ে এলেন অ্যাঞ্জেলো সেখানে অপেক্ষমাণ ইসাবেলা তার অভিযোগপত্র তুলে দিলেন ডিউকের হাতে সেই সাথে সবার সামনে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন এক রাত তার সাথে কাটাতে হবে এই শর্তে তার ভাই ক্লডিওর প্রাণদণ্ড মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো কিন্তু তা করা সত্ত্বেও তার ভাইয়ের প্রাণদণ্ড কার্যকর করেছেন তিনি ডিউক বললেন অ্যাঞ্জেলোর

মতো সৎচরিত্রের লোকের পক্ষে ইসাবেলাকে এমন জঘন্য শর্ত দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তখন মারিয়ানা এগিয়ে এসে বলল, ইসাবেলার সাথে নয় অ্যাঞ্জেলো রাত কাটিয়েছেন তারই সাথে মারিয়ানাকে সমর্থন করে ইসাবেলাও বলল অ্যাঞ্জেলো তাকে ওই শর্ত দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তিনি রাত কাটিয়েছেন মারিয়ানার সাথেই এক বয়স্ক সন্ন্যাসীর নির্দেশে তিনি যে মারিয়ানাকে অ্যাঞ্জেলোর প্রাসাদে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সে কথাও কবুল করলেন তিনি। তখন সন্ন্যাসীর পোশাক পরে নিয়ে ডিউক দেখালেন যে তিনিই সেই সন্ন্যাসী। এবার ডিউকের নির্দেশে কারাধ্যক্ষ এনে হাজির করলেন ক্লডিওকে। ভাইকে জীবিত দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ইসাবেলা।

এবার এল সবার বিদায়ের পালা ডিউকের আদেশে মারিয়ানাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করলেন অ্যাঞ্জেলো আর ক্লডিও ফিরে গেলেন জুলিয়েটের কাছে সব শেষে ডিউক জানালেন, ইসাবেলার স্বভাবে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি, তাই স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করতে চান তাকে যেহেতু তখনও পুরোপুরি সন্ন্যাসিনী হননি তাই ইসাবেলাও সানন্দে গ্রহণ করলেন ডিউকের প্রস্তাব।

সিমবেলিন

একবার ফিরে তাকানো যাক দু হাজার বছর আগের দিকে। আজকের মতো সেদিনও ইংল্যান্ড বিভক্ত ছিল কতকগুলি ছোটো বড়ো রাজ্যে ইংল্যান্ডের দক্ষিণাংশে সাগরতীরে যে বড়ো রাজ্যটি ছিল তার নাম ব্রিটেন সে সময় ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে রোমান বাহিনী এসে ঘাঁটি গেড়েছে ব্রিটেনের সীমান্তে তখনও রোমের সম্রাট হননি জুলিয়াস সিজার। রোমান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে তিনি তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সারা দুনিয়া ব্রিটেনের রাজা কেসিবেলান তার কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে রোমের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিছুদিন বাদে দেশে ফিরে যান জুলিয়াস সিজার পরবর্তীকালে তিনি নিহত হন রোমান সেনেটের সদস্যদের হাতে তার মৃত্যুর সাথে সাথেই ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়ে যায় রোমান শাসকদের মাঝে। স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ে রোমান রাজশক্তি ততদিনে মারা গেছেন ব্রিটেনের রাজা কেসিবেলান তার ভাইপো সিমবেলিন বসেছেন সিংহাসনে রোমান শক্তির দুর্বল অবস্থা দেখে তাদের রাজকর দেওয়া বন্ধ করলেন সিমবেলিন।

সিমবেলিনের সেনাপতি ছিলেন বেলারিয়াস। বহু যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখিয়ে রাজার প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন তিনি। ওদিকে রাজসভায় এমন অনেক অমাত্য ও সভাসদ ছিলেন যারা বেলারিয়াসকে একদম সহ্য করতে পারতেন না তার সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতেন তাঁরা। বেলারিয়াসকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ওই সব অমাত্য ও সভাসদরা তার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করলেন তাঁরা সবাই মিলে রাজার কাছে গিয়ে বেলারিয়াসের নামে মিথ্যে অভিযোগ জানিয়ে বললেন যে রাজাকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসার জন্য বেলারিয়াস গোপনে ষড়যন্ত্র করেছেন রোমানদের সাথে। তাদের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করতে তারা রাজার কাছে কিছু জাল প্রমাণপত্র পেশ করলেন তাদের অভিযোগ সত্যি বলে মেনে নিলেন সিমবেলিন। তিনি বেলারিয়াসের সেনাপতির পদ জমিদারি, বিষয় সম্পত্তি, টাকা কড়ি সবকিছু কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন তাকে। রাতারাতি সব কিছু খুইয়ে পথের ভিখারি হয়ে গেলেন নিরপরাধ বেলারিয়াস দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন সময় সুযোগ এলে একদিন তিনি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন সিমবেলিনের রাজত্বের সীমানা ছেড়ে ওয়েলসের জঙ্গলে গিয়ে নতুন নামে আস্তানা গাড়লেন তিনি

রাজা সিমবেলিন ছিলেন দুই পুত্রের জনক একটির নাম গিভেরিয়াস আর অন্যটির নাম আরভিরেগাস। বড়ো গিভেরিয়াসের বয়স তখন তিন আর ছোটো আরভিরেগাসের এক তাদের উভয়ের দেখাশোনার ভার ছিল ইউরিদাইল নামে এক সুন্দরী যুবতির ওপর

এদিকে কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন না বেলারিয়াস। সবার অলক্ষে তিনি গোপনে দেখা করলেন ইউরিদাইলের সাথে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে হাত করলেন তাকে বেলারিয়াসের নির্দেশে সিমবেলিনের ছেলে দুটিকে রাজপ্রাসাদ থেকে চুরি করে ইউরিদাইল তাদের নিয়ে এলেন ওয়েলসের জঙ্গলে বেলারিয়াসের গোপন আস্তানায় এরপর বেলারিয়াস বিয়ে করলেন রাজবাড়ির

ধাই ইউরিদাইলকে নিজের ছেলের মতো তারা মানুষ করতে লাগলেন রাজার ছেলে দুটিকে - সেই পাহাড় ঘেরা ওয়েলসের জঙ্গলে তারা ছেলেদুটির নতুন নাম দিলেন পলিডোর আর কডওয়াল।

হারানো ছেলে দুটির অনেক খোঁজ-খবর করলেন রাজা সিমবেলিন কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পেলেন না কিছুদিন বাদে রানি এক কন্যা সন্তানের জননী হলেন রাজা তাঁর মেয়ের নাম রাখলেন আইমোজেন সে জন্মাবার কিছুদিন বাদেই মারা গেলেন তার মা।

তারপর এক এক করে অনেক বছর কেটে গেছে ওয়েলসের জঙ্গলে পালিত সেই দুই রাজপুত্র আজ পূর্ণ যুবক যে ধাইমা ইউরিদাইল তাদের নিজের ছেলের মতো মানুষ করে গেছেন তিনি বহুদিন আগেই গত হয়েছেন। বেলারিয়াস কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন। জঙ্গলে আস্তানা বাঁধার পর থেকেই তিনি নিজের নতুন নাম নিয়েছেন মর্গান। সেই নামেই তিনি পরিচিত তার পালিত পুত্রদের কাছে বাবার মতোই তারা তাকে মানে, ভক্তি শ্রদ্ধা করে তিনিও তাদের নিজ সন্তানের মতোই ভালোবাসেন। তাদের আসল পরিচয় গোপন রেখে তিনি তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ রাজা হয়ে উঠতে পারে। এদিকে ততদিনে পূর্ণ যুবতি হয়ে উঠেছে রাজা সিমবেলিনের মেয়ে রাজকুমারী আইমোজেন। সে শুধু রূপসি আর গুণবতীই নয়, তার স্বভাবও খুব নম্র তার আত্মমর্যাদাবোধ খুবই প্রবল। রাজার অবর্তমানে সেই যে সিংহাসনে বসবে তা জানে সবাই।

হঠাৎ এই বুড়ো বয়সে কী খেয়াল চাপল রাজা সিমবেলিনের মাথায়, তিনি বিয়ে করে বসলেন এক বিধবা মহিলাকে। সেই মহিলার আবার আগের পক্ষের এক ছেলে রয়েছে নাম ক্লোটেন বয়সে যুবক সেই ছেলে ক্লোটেন শুধু বিবেকহীনই নয়, সে ভয়ংকর লোভী এবং চরিত্রহীন। হেন অপরাধ নেই যা এই বয়সে সে করেনি ক্লোটেনের সাথে আইমোজেনের বিয়ে হলে ভবিষ্যতে সেই ব্রিটেনের সিংহাসনে বসবে, এই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই সেই মহিলা রাজা সিমবেলিনের সাথে প্রেম ভালোবাসার এমন অভিনয় করে যাতে তিনি বাধ্য হন মহিলাকে বিয়ে করতে

বিয়ের পর নতুন রানি রাজপ্রাসাদে এসে আইমোজেনকে নিজের বশে নিয়ে আসার জন্য মিষ্টি মধুর ব্যবহার করতে লাগলেন। অন্যদিকে আইমোজেনের নামে তিনি রাজার কাছে এমন সব মিথ্যে অভিযোগ জানাতে লাগলেন যাতে রাজা তার উপর চটে যান আর সেই সাথে ভাবেন যে তার মেয়েকে নতুন রানি নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করেন। রাজা যখন মেয়েকে বকা-ঝকা করেন তখন রানি এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আইমোজেনকে সান্ত্বনা দেন যাতে তার উপর আইমোজেনের ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যায়

কিন্তু এতসব করা সত্ত্বেও রানির পরিকল্পনা সফল হবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না ক্লোটেন যে কত বড়ো শয়তান তা বুঝতে বাকি নেই আইমোজেনের। তাই শুধু ক্লোটেন নয়, নতুন রানিকেও এতটুকু বিশ্বাস করেন না আইমোজেন মা ও ছেলে উভয়েই তার ঘৃণার পাত্র রাজাকে এমন বশে এনেছেন নতুন রানি যে এখন তিনি চাইছেন আইমোজেনের সাথে বিয়ে হোক ক্লোটেনের কিন্তু আইমোজেন তারা বাবাকে সরাসরি বলে দিয়েছে সে বরং সারাজীবন কুমারী থাকবে তবুও

তাঁরা হাল ছাড়েননি তাঁরা ক্লোটেনকে বলে দিয়েছেন সে যেন সবসময় চেষ্টা করে কী ভাবে আইমোজেনকে খুশি করা যায়, তার মন জয় করা যায়।

ওদিকে রাজা রানি আর ক্লোটেন কেউই কিন্তু তখনও পর্যন্ত জানতে পারেননি যে তার মনের মতো প্রেমিককে খুঁজে পেয়েছে আইমোজেন। সে প্রেমিকের নাম পসথুমাস। একসময় তার বাবা বীর লিওনেটাস ছিলেন রাজা সিমবেলিনের সেনাপতি এক যুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মারা যান লিওনেটাস অনেক আগেই তার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যান। সেই অনাথ পুত্র পসথুমাসকে লালন পালনের জন্য নিজের কাছে নিয়ে আসেন রাজা সিমবেলিন তার মেয়ে আইমোজেনের সাথে লেখা পড়া শিখে সে বড়ো হয়ে উঠল যৌবনে পা দিয়ে যুদ্ধবিদ্যাও শিখে নিল সে ছোটোবেলা থেকেই তার ব্যক্তিত্ব, সততা, অধ্যবসায় দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল আইমোজেন। যৌবনে পা দিয়ে তারা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলল। তারপর সবার অগোচরে একদিন বিয়ে করে ফেলল তারা কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আইমোজেনের বিয়ের খবরটা চাপা রইল না রানির কাছে সময় সুযোগ বুঝে একদিন খবরটা রাজার কানে তুলে দিলেন তিনি

আইমোজেন গোপনে পসথুমাসকে বিয়ে করেছে শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন রাজা সিমবেলিন পসথুমাসকে রাজসভায় ডেকে এনে নির্বাসন দণ্ড দিলেন তাকে আদেশ দিলেন এই মুহূর্তে ব্রিটেন ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর কখনও ফেরা চলবে না তাহলে প্রাণদণ্ড হবে।

রাজার এই অমানবিক আচরণ বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হল আইমোজেনকে, কারণ কোনও কিছু করার উপায় ছিল না তার এই পরিবেশে ভালো মানুষ সাজতে চাইলেন রানি আইমোজেনের জন্য যেন দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে উঠছে এই ভাব দেখিয়ে তিনি আইমোজেনের সাথে পসথুমাসের গোপনে দেখা করার ব্যবস্থা করলেন

বিদায় নেবার সময় আইমোজেন তার হাতের আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন পসথুমাসের আঙুলে এবার পসথুমাস একজোড়া বালা তার স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন 'পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমি কখনও ভুলতে পারব না তোমায়। এই বালা জোড়া আমার মায়ের স্মৃতি। একে সযত্নে রাখবে এই বলে পসথুমাস বিদায় নিলেন আইমোজেনের কাছ থেকে। নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে রোমের পথে রওনা হলেন পসথুমাস আর বাবার প্রাসাদেই রয়ে গেল আইমোজেন

ব্রিটেন ছেড়ে চলে গেল পসথুমাস সে চলে যাবার পর রাজা রানি ক্লোটেনকে ডেকে বললেন সে যেন ধৈর্য ধরে আইমোজেনের সাথে মেলামেশা করে তাকে আরও বোঝালেন এইভাবে মেলামেশা করলে তবেই সে আইমোজেনের মন জয় করতে পারবে কারণ পসথুমাসের সাথে আর তার দেখা হবে না তার অনুপস্থিতিতে ক্লোটেনকেই ভালোবাসতে শুরু করবে আইমোজেন আর একদিন তাকে বিয়ে করতেও রাজি হবে এসব যুক্তি মনে ধরল ক্লোটেনের সে এই আশায় ধৈর্য ধরে থাকতে রাজি হল যে শেষমেশ আইমোজেনের মতের পরিবর্তন হবে

রোমে আসার পর পসথুমাস আশ্রয় নিল তার বাবার এক পুরোনো বন্ধুর কাছে তিনি তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন রোমের অভিজাত আর সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকদের সাথে

যা সচরাচর হয়ে থাকে সেই নিয়ম মেনেই তরুণ যুবকেরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত নারীর প্রেম ভালোবাসা নিয়ে একদিন আয়াকিমো নামে এক যুবক বলল পৃথিবীর যে

কোনও মেয়ের সাথেই সে প্রেম ভালোবাসা চালিয়ে যেতে পারে সে কথা শুনে পসথুমাস প্রতিবাদ করে বলল আইমোজেন এর ব্যতিক্রম স্বামী ছাড়া আর কারও সাথেই প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলবে না সে সে কথা শুনে বাজি ধরে আয়াকিমো বলল সে ব্রিটেনে গিয়ে আইমোজেনের সাথে প্রেম ভালোবাসা করবে আর তার প্রমাণ এনে দেখাবেন পসথুমাসকে। সে যদি প্রমাণ দেখাতে পারে তাহলেই বাজি জিতবে নইলে নয়। আইমোজেনের উপর অগাধ বিশ্বাসের দরুন পসথুমাস হেসেই উড়িয়ে দিল আয়াকিমোর কথা সাথে সাথে সে রাজি হয়ে গেল বাজি ধরতে

এর কিছুদিন বাদে সত্যি সত্যি আয়াকিমো এসে দেখা করল ব্রিটেনের রাজা সিমবেলিনের সাথে যদিও অনেকদিন ধরে রোমকে রাজকর দেওয়া বন্ধ করেছেন সিমবেলিন, তবুও রোমের সম্মানের কথা মনে রেখে তিনি তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন রাজসভায় পসথুমাসের স্ত্রী আইমোজেনের সাথে তার আলাপ পরিচয় হল

আয়াকিমো তার স্বামীর বন্ধু শুনে আইমোজেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার স্বামীর খোঁজ খবর নিলেন

সামান্য আলাপচারিতার পর আয়াকিমো বুঝতে পারলেন পুরুষের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে যে ধরনের মেয়েরা সহজেই পুরুষের প্রেমে পড়ে, মোটেও সে ধরনের মেয়ে নয় আইমোজেন কিন্তু সে যদি আইমোজেনের সাথে তার প্রেমের প্রমাণস্বরূপ কোনও কিছু না নিয়ে যায়, তাহলে বাজিতে সে তো প্রচুর টাকা হারবেই, সেই সাথে সবার উপহাসের পাত্র হবে অনেক ভেবে-চিন্তে সে ঠিক করল আইমোজেনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সে তাকে ঠকাবে রোমে ফিরে যাবার আগের দিন আইমোজেনের সাথে দেখা করে আয়াকিমো বলল দেশে ফিরে গিয়ে সম্রাটকে উপহার দেবার জন্য সে কিছু দামি হিরে বস্তু কিনেছে, কিন্তু চুরি যাবার ভয়ে সেগুলি সরাইখানায় নিজের কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছে না অনুগ্রহ করে আইমোজেন যদি মণি মুক্তো বোঝাই সেই বাক্সটা এক রাতের জন্য তার কাছে রেখে দেয়, তাহলে খুবই ভালো হয় পরদিন সকালে সে অবশ্যই বাক্সটা নিয়ে যাবে। স্বামীর বন্ধুর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারল না। সে রাজি হল এক রাতের জন্য বাক্সটা নিজের কাছে রাখতে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুশি মনে হাসতে হাসতে সরাইখানায় ফিরে গেল আয়াকিমো।

কিছুক্ষণ বাদে আইমোজেনের শোবার ঘরে একটা বড়োসড়ো বাক্স এনে হাজির করল সরাইখানার লোকেরা তারা আইমোজেনের নির্দেশ অনুযায়ী বাক্সটা ঘরের এককোণে নামিয়ে রেখে তার কাছ থেকে বকশিশ নিয়ে বিদায় নিল

ধীরে ধীরে রাত গভীর হল। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আইমোজেন। ঠিক সে সময় বাক্সের ঢাকনা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল আয়াকিমো শোবার ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল সে জানালার পর্দার রং দেওয়ালের রং, ঘরে কী কী আসবাবপত্র রয়েছে, সে সব খুঁটিয়ে দেখে নিল আয়াকিমো তারপর আস্তে আস্তে আইমোজেনের হাত থেকে খুলে নিল পসথুমাসের দেওয়া বালা দুটো তারপর বাক্সের ভিতর ঢুকে আয়াকিমো ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল বাক্সের ঢাকনা।

আগে থেকেই প্রচুর বকশিশ দিয়ে সরাইখানার লোকদের ঠিক করে রেখেছিল আয়াকিমো। পরদিন সকালে তার নির্দেশমতো আবার এসে হাজির হল সরাইখানার লোকেরা আইমোজেনের শোবার ঘরে ঢুকে সেই বাক্সটা তারা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল সরাইখানায় কিছুক্ষণ বাদে আইমোজেনের বাড়িতে এসে তাকে ধন্যবাদ জানাল আয়াকিমো

যথাসময়ে রোমে পৌঁছে গেল আয়াকিমো। ঘুমন্ত আইমোজেনের হাত থেকে খুলে আনা বালা দুটো পসথুমাসকে দেখাল সে মিথ্যে করে সে সবার সামনে বলল যে সে আইমোজেনের পাশে শুয়ে সারারাত কাটিয়েছে পসথুমাসের বিশ্বাস অর্জনের জন্য সে তাকে আইমোজেনের শোবার ঘরের খুঁটি-নাটি বর্ণনা দিল তার কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল পসথুমাস, তার মাথায় ... জ পড়ল সে ভেবে পেল না কী করে আইমোজেন তার মায়ের হাতের বালাজোড়া যা কিনা সে নিজে পরিয়ে দিয়েছিল তার হাতে, খুলে আয়াকিমোকে দিতে পারে! পসথুমাসের মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে তার স্ত্রী অসতী, কুলটা। সে ভাবতে লাগল কী করে আইমোজেনকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়।

জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর পরই প্রচণ্ড ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছিল রোমের শাসকদের ভিতর যথারীতি সে লড়াই একদিন মিটেও গেল এবার রোমের সিংহাসনে বসলেন জুলিয়াস সিজারের ভাগ্নে অক্টেভিয়াস বা অগাস্টাস সিজার সিংহাসনে বসেই অগাস্টাস চাইলেন সমস্ত দেশে পাকাপাকিভাবে রোমান শাসন প্রচলন করতে সে সময়ে ফ্রান্সের নাম ছিল গল তখন রোম সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে সে দেশ শাসন করতেন রোমান সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস বহু বছর ধরে ব্রিটেন রাজকর না পাঠানোর জন্য সম্রাট অগাস্টাস তাঁর দূত হিসেবে ব্রিটেনে পাঠালেন কেইয়াস লুসিয়াসকে

ব্রিটেনে এসে রাজা সিমবেলিনের সাথে দেখা করলেন সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস। তিনি রাজাকে বললেন যেসব রাজকর পাওনা আছে তা পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে কিন্তু রাজা সিমবেলিন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন ফ্রান্সকে কোনও রাজকর দেবে না ব্রিটেন।

'তাহলে রাজা সিমবেলিন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন আপনি' বলে গল-এ ফিরে গেলেন সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস কীভাবে ব্রিটেনকে আক্রমণ করা যায় সে আয়োজনে ব্যস্ত রইলেন তিনি

ব্রিটেনে পসথুমাসের বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তির দেখভাল করত তার বিশ্বস্ত ভৃত্য পিসানিও। একদিন প্রভুর কাছ থেকে মুখবন্ধ একটা খাম পেল সে খাম খুলে দেখল তাতে দুটো চিঠি রয়েছে একটি তার নামে আর অন্যটি আইমোজেনের নামে। নিজের নামে লেখা চিঠিটা পড়ল পিসানিও তাতে লেখা আছে, 'আমার স্ত্রী যে অসতী ও কুলটা সে প্রমাণ আমি পেয়েছি পিসানিও এই সাথে তার নামে একটা চিঠি দিলাম তুমি সেটা অবশ্যই তাকে দিয়ে দেবে ওই চিঠিতে লেখা আছে সে যেন গোপনে আমার সাথে দেখা করে ওয়েলসের জঙ্গলে '

এবার শোন কী করতে হবে তোমায় তার নামে লেখা চিঠিটা আইমোজেনকে দিয়ে বলবে তার সাথে দেখা করার জন্য সবার অলক্ষে আমি লুকিয়ে রয়েছি ওয়েলসের জঙ্গলে তবে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ওখানে যাব না আমার সাথে দেখা করার অছিলায় তুমি আইমোজেনকে ওই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে আর তার রক্তমাখা জামা কাপড় পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে আমার এ আদেশের যেন ব্যতিক্রম না হয়

আইমোজেনকে লেখা যে ছোটো চিঠিটা খামের মধ্যে ছিল তা খুলে পিসানিও দেখল তাতে লেখা রয়েছে, 'তোমার অদর্শনে আমি যে কী ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছি, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় প্রিয়ে শুধু তোমাকে দেখার আশায় নির্বাসন দণ্ড উপেক্ষা করেও আমি সবার অগোচরে রোম থেকে পালিয়ে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি মিলফোর্ডের কাছাকাছি ওয়েলসের জঙ্গলে। তুমি অবশ্যই পিসানিওকে সাথে নিয়ে আমার সাথে দেখা করবে '

চিঠি পড়ে তো বিস্ময়ে হতবাক পিসানিও বলে কী? আইমোজেন অসতী, কুলটা? দিনরাত আইমোজেনের উপর নজর রাখছে পিসানিও সে নিজের চোখেই দেখছে যতই দিন যাচ্ছে পসথুমাসের উপর আইমোজেনের ভালোবাসা ততই তীব্র হয়ে উঠেছে। তাহলে কীসের জন্য মনিব তার স্ত্রীকে অসতী, ব্যভিচারিণী বলে ভাবছেন? হয় মনিব তার স্ত্রীকে ভুল বুঝছেন, নতুবা কোনও ফেরেবপবাজ লোক তাকে ভুল বুঝিয়েছে। – এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই পিসানিওর মনে

মনিব যখন এমন একটা নিষ্ঠুর আদেশ দিয়েছেন তাকে, তখন আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না ঠান্ডা মাথায় এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে দুই কূল বজায় থাকে মনিবের আদেশও পালন করা হয় আর সেই সাথে আইমোজেনের প্রাণ বাঁচে আইমোজেনকে লেখা মনিবের চিঠিটা সে তার হাতে তুলে দিল

চিঠিটা পড়ে আইমোজেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার মন-প্রাণ খুশিতে ভরে উঠল যখন সে জানল শুধু তারই সাথে দেখা করার জন্য গোপনে রোম থেকে পালিয়ে এসে ওয়েলসের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন তার স্বামী। স্বামীর সাথে দেখা করবার উদ্দেশ্যে সেদিন গভীর রাতে পিসানিওকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ওয়েলসের জঙ্গল অভিমুখে রওনা হলেন আইমোজেন

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর তারা এসে পৌঁছালেন ওয়েলেসের জঙ্গলের সীমানায় মিলফোর্ডে তখন আইমোজেন লক্ষ করে দেখলেন পিসানিওর হাবভাব যেন কেমন কেমন লাগছে যে কোনও কারণেই হোক সে মাথা নিচু করে রয়েছে, কোনও কথা বলছে না আইমোজেন এর কারণ জানতে চাইল পিসানিওর কাছে

তখন পিসানিও তাকে পসথুমাসের লেখা সেই চিঠিটা দেখাল যাতে তাকে হত্যা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুধু তাকে হত্যা করাই নয়, পসথুমাস তাকে অসতী, কুলটা বলেছে। এ কথা জেনে থর থর করে কেঁপে উঠল আইমোজেনের সারা শরীর সে অসতী, ব্যভিচারিণী? পিসানিওই তো দিনরাত দেখছে স্বামীর অবর্তমানে সে অন্য কোনও পুরুষের সাথে কথা বলেন না, নির্বাসিত স্বামীর কথা ভেবে সারারাত চোখের জল ফেলে, সে কিনা অসতী? আর সহ্য হল না আইমোজেনের। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, পসথুমাসের চোখে আমি যখন অসতী, ব্যভিচারিণী তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী? এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো পিসানিও। তুমি আর দেরি না করে আমাকে হত্যা করে মনিবের আদেশ পালন কর '

পিসানিও বলল, 'মনিব বলেই যে আমি তার অন্যায় আদেশ মেনে নেব তা ভাববেন না আপনি আমি নিঃসন্দেহ মনিব আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করছেন আমার মনে হচ্ছে কিছুদিন আগে আয়াকিমো নামে যে লোকটা এখানে ওর বন্ধু সেজে এসেছিল সেই হয়তো রোমে ফিরে গিয়ে আপনার নামে আজে-বাজে কথা বলে মনিবের মন ভাঙিয়েছে তাই হয়তো তিনি আপনার উপর মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আপনি নিরাশ হবেন না ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুন যা প্রকৃত

সত্য তা একদিন প্রকাশ পাবেই, ততদিন শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন আপনি। আমার মনে হয় আপনি পুরুষের ছদ্মবেশে রোমে যান, তাহলে স্বামীর অগোচরে ওর পাশে থেকে সবসময় ওর গতিবিধির উপর লক্ষ রাখতে পারবেন। তারপর সময় সুযোগ বুঝে ওর ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে পুনরায় তার সাথে মিলিত হতে পারবেন।'

পিসানিওর পরামর্শ মনে ধরল আইমোজেনের, কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি সে কোথায় পাবে পুরুষের পোশাক? এ সমস্যা দেখা দেবে তা আগেই জানে পিসানিও। তাই আগে থেকেই একপ্রস্থ পুরুষের পোশাক জোগাড় করে এনেছে সে। জঙ্গলের ভেতর মশালের আলোয় সে পুরুষের বেশে সাজিয়ে দিল আইমোজেনকে। এবার সে বন্দরে গিয়ে জাহাজে চেপে পাড়ি দেবে রোমে আর পিসানিও ফিরে যাবে তার প্রভুর প্রাসাদে।

পুরুষবেশী আইমোজেনের হাতে এবার একটা ওষুধের পুরিয়া তুলে দিল পিসানিও। ওই ওষুধটা রাজার প্রধান চিকিৎসক কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রানি সেটা পিসানিওকে দিয়ে বলেছিলেন, 'আইমোজেনের কোনও অসুখ হলে এটা খাইয়ে দিও তাকে। নিমেষেই অসুখ সেরে যাবে।'

পিসানিও অবশ্য রানির কথায় বিশ্বাস করে ওষুধটা নিয়েছিল, কিন্তু সেটা যে বিষ তা জানত না সে। রানির ধারণা ছিল আইমোজেনের কোনও অসুখ হলে ওই ওষুধের পুরিয়াটা তাকে খাইয়ে দেবে পিসানিও। তার ফলস্বরূপ আইমোজেন মারা যাবে আর তার ছেলে ক্লোটেনেরও সিংহাসনে বসার পথ নিষ্কণ্টক হবে। কিন্তু রানি জানতেন না ওই পুরিয়ার ওষুধটা বিষ হলেও তা খুব কমজোরি। ওষুধটা রানিকে দেবার সময় চিকিৎসক কর্নেলিয়াস তাকে বলে দেননি যে ওই ওষুধ খেলে দেহে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দেবে, তবে কিছুক্ষণ বাদে ওই লক্ষণ মিলিয়ে গিয়ে রোগী পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠবে। ইচ্ছে করেই ওষুধের এ গুণের ব্যাপারটা রানিকে বলেননি চিকিৎসক কর্নেলিয়াস।

বিদায় নিয়ে পিসানিও চলে গেলে বন্দরের দিকে রওনা দিল আইমোজেন। কিন্তু যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলল সে। ঘুরতে ঘুরতে হাজির হল এক গভীর জঙ্গলে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে সামান্য খাবার সাথে নিয়ে এসেছিল, তা আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। তারপর থেকে আর পেটে দানা পানি পড়েনি। খাবার না পেলে এখন একপাও চলার সামর্থ্য নেই তার। এমন সময় তার চোখ পড়ল পাহাড়ের গায়ে এক গুহার উপর। কৌতূহলের বশে এগিয়ে গেল সে। গুহার ভিতরে গিয়ে দেখল মানুষ থাকার চিহ্ন থাকলেও ভেতরে কেউ নেই। তবে সেখানে প্রচুর খাবার দাবার মজুত রয়েছে। ক্ষুধায় এত কাতর হয়ে পড়েছিল আইমোজেন যে গুহার বাসিন্দারা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে পারল না সে। হাতের কাছে যা পেল তাই খেয়ে নিল। তার কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এল গুহার বাসিন্দারা — একজন বুড়ো মানুষ আর দুজন কমবয়সি যুবক। তাদের কাছে গিয়ে আইমোজেন নিজের নাম বলল ফাইডেল। বিনা অনুমতিতে তাদের খাবার খেয়ে নেবার জন্য মাফ চাইল আইমোজেন, মিটিয়ে দিতে চাইল খাবারের দাম। তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল বুড়ো আর সেই দুই যুবক। তারা জঙ্গলে গিয়ে ইচ্ছেমতো হরিণ আর অন্যান্য জানোয়ার শিকার করে আনে, দাম দিয়ে মাংস কেনার প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছে করলে ফাইডেল আরও খাবার খেতে পারে, বরঞ্চ তাতে খুশিই হবে তারা। পুরুষের ছদ্মবেশী অল্পবয়স্ক আইমোজেনের কথা বার্তা আর আচার আচরণ তাদের ভালো লেগে গেল। তাদের মনে হল এ যেন খুবই স্নেহের পাত্র।

ওই দুই যুবক আসলে রাজা সিমবেলিনের দুই হারানো ছেলে গিডেরিয়াস আর আরভিরেগাস সম্পর্কে ওরা আইমোজেনের দুই সহোদর ভাই আর বুড়ো মানুষটি হলেন রাজা সিমবেলিনের প্রাক্তন সেনাপতি বীর বেলারিয়াস মর্গান নামে তিনি বহুদিন ধরে এই জঙ্গলের গুহায় বাস করছেন বনের জন্তু জানোয়ার শিকার করে তাদের মাংস আগুনে সেঁকে তিনি নিজে খান এবং ছেলে দুটিকে খাওয়ান

এদিকে আইমোজেন অসুস্থ বোধ করছে শুনে তাকে বিশ্রাম করতে বলে শিকারে বেরিয়ে গেল গুহাবাসীরা সেসময় হঠাৎ মনে পড়ল তার কাছে তো ওষুধ রয়েছে। ওষুধটা দেবার সময় পিসানিও বলেছিল অসুস্থ বোধ করলে সে যেন ওষুধটা খেয়ে নেয় তাহলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সে ভালো হয়ে যাবে সে কথা মনে পড়ায় সাত-পাঁচ না ভেবেই ওষুধটা মুখে পুরে দিল আইমোজেন কিছুক্ষণ বাদেই মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠল তার দেহে শিকার থেকে ফিরে এসে গিডেরিয়াস আর আরভিরেগাস দেখল প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই ফাইডেল বেশী আইমোজেনের দেহে অতি প্রিয়জনের মৃত্যুতে মানুষ যেভাবে দুঃখ পায় সেভাবে কাঁদতে লাগল তারা

এদিকে আইমোজেনের পালিয়ে যাবার খবর শুনে রেগে জ্বলে উঠল রানির প্রথম পক্ষের ছেলে ক্লোটেন তাকে খুঁজতে খুঁজতে পসথুমাসের প্রাসাদে এল সে। প্রাসাদে পিসানিও দেখেই সে বলল, 'কোথায় আইমোজেন?'

পিসানিও ধরে নিল এতক্ষণে নিশ্চয়ই আইমোজেন জাহাজে পৌঁছেছে, তাই চিন্তা ভাবনা না করেই সে বলে দিল, 'মিলফোর্ডের জঙ্গলে গেছেন আইমোজেন।'

ক্লোটেন জানতে চাইল, 'কেন? সেখানে কী আছে?'

পিসানিও জবাব দিল, 'তিনি সেখানে স্বামীর সাথে দেখা করতে গেছেন '

ক্লোটেন বললেন 'তুমি পসথুমাসের একটা পোশাক আমায় এনে দাও ওই পোশাক পরে আমি নিজে যাব মিলফোর্ডের বনে। দূর থেকে আমায় ওই পোশাকে দেখলে নিজে থেকেই হাজির হবে আইমোজেন '

কোনও প্রতিবাদ না করে পিসানিও তার মনিবের একটা পোশাক এনে দিল ক্লোটেনকে সে তখনই ওই পোশাক গায়ে চাপিয়ে রওনা দিল মিলফোর্ডের জঙ্গলের দিকে কিন্তু সেখানে পৌঁছে আইমোজেন আর পসথুমাস কাউকে দেখতে পেল না ক্লোটেন এদিকে বেলরিয়াসের দুই পালিত পুত্র গিডেরিয়াস অরা আরভিরেগাস তখন বনে শিকার করতে বেরিয়েছে এই নির্জন বনে একজন অচেনা মানুষকে দেখে কৌতূহলবশত এগিয়ে এল তারা

ক্লোটেন চিরকালই অভদ্র আর বদমেজাজি তদুপরি রাজা-রানির ছেলে বলে সে কাউকে তোয়াক্কা করে না

শিকারি দু-ভাইকে দেখে ধমকে উঠল ক্লোটেন, 'আই, কে তোরা? তোদের নাম কী?'

বিনীতভাবে বলে উঠল গিডেরিয়াস 'আমাদের নাম গিডেরিয়াস ও আরভিরেগাস '

পুনরায় ধমকে উঠে ক্লোটেন বলল 'জানিস আমি রাজার ছেলে তোদের এত সাহস মাথা হেঁট করে অভিবাদন না জানিয়ে তোরা আমার সাথে কথা বলছিস? তোরা তো দেখছি বেজায় অসভ্য আর জংলি '

ক্লোটেনের সাথে পালিত পুত্রদের কথা বলতে দেখে দূর থেকে কৌতূহলী হয়ে ছুটে এলেন বেলারিয়াস 'আমি রাজার ছেলে' কথাটা কানে যেতেই তিনি ধরে নিলেন তার এই বনে লুকিয়ে থাকার কথাটা জেনে গিয়েছিন রাজা সিমবেলিন তাই তিনি সৈন্য সামন্ত পাঠিয়েছেন তাকে ধরে নিয়ে যেতে সশস্ত্র বেলারিয়াস তরবারি হাতে ছুটে এলেন সেখানে ক্লোটেনের সাথে তার তুমুল লড়াই বেধে গেল গিডেরিয়াস এবং আরভিরেগাসও এগিয়ে এলেন ক্লোটেনের সাথে লড়াই করতে তাদের সম্মিলিত আক্রমণের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে মারা গেল ক্লোটেন। তার মাথাটা কেটে নিয়ে গিডেরিয়াস ছুড়ে ফেলে দিল নিকটবর্তী এক নদীর জলে

এদিকে রানির দেওয়া বিষের ক্ষমতা কিন্তু ততক্ষণে কেটে গেছে জ্ঞান ফিরে এসেছে আইমোজেনের জ্ঞান ফিরে পেতেই সে বেরিয়ে এল গুহার বাইরে সে দেখল রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক আর তার মাঝে পড়ে রয়েছে একটা মুণ্ডহীন দেহ যার পরনে তার স্বামী পসথুমাসের পোশাক পোশাক দেখেই আইমোজেন নিশ্চিত হল ওই মৃতদেহটি তার স্বামী পসথুমাসের। সে ধরে নিল পসথুমাস নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা করতে এসেছিল এবং এখানে এসে কোনও গুপ্ত শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে সে সেই মুণ্ডহীন মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ে স্বামীর নাম ধরে ডুকরিয়ে কাঁদতে লাগল আইমোজেন

সেসময় ওই বনপথ দিয়ে গল থেকে ব্রিটেন আক্রমণ করতে আসছিলেন রোমান সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস কান্নার আওয়াজ লক্ষ করে তিনি এসে দাঁড়ালেন আইমোজেনের সামনে দূর থেকে এদিকে এত সৈন্য দেখে বেজায় ঘাবড়ে গেলে বেলারিয়াস ও তার দুই পুত্র — কাদের সৈন্য তা বুঝতে না পেরে লুকিয়ে পড়লেন তারা। কান্নার আওয়াজ লক্ষ্য করে সেনাপতি লুসিয়াস এসে দেখলেন একটি মুণ্ডহীন দেহকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কান্নাকাটি করছে একজন পুরুষ তিনি পুরুষটির পরিচয় জানতে চাইলেন সেই সাথে তিনি আরও জানতে চাইলেন ওই মৃতদেহটি কার আর তাকে জড়িয়ে ধরে লোকটিই বা কাঁদছে কেন

সেনাপতির প্রশ্নের জবাবে পুরুষবেশী আইমোজেন জানাল তার নাম ফাইডেল মৃতদেহটি তার মনিবের। জঙ্গলের মাঝে একদল ডাকাত এসে হত্যা করেছে তাকে

মৃত মনিবের শোকে ফাইডেলকে এভাবে কাঁদতে দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হলেন সেনাপতি লুসিয়াস। নিজের চাকর হিসেবে তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন ফাইডেলের অনুরোধে ওই মৃতদেহটি জঙ্গলের মাঝে কবর দিল সেনাপতি লুসিয়াসের সৈন্যরা সেনাপতির প্রস্তাবে রাজি হয়ে ফাইডেলবেশী আইমোজেনও গেল তার সাথে আর না গিয়েই বা সে কী করবে একলা এই বনের ভিতর। স্বামীই যখন বেঁচে নেই তখন রোমে ফিরে গিয়ে লাভ কী!

এবার বীর বিক্রমে রোমান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রিটেনের উপর তুমুল লড়াই বেধে গেল দু দেশের মধ্যে রাজা সিমবেলিন চুপচাপ বসে রইলেন না। যুদ্ধের জন্য নিজের সৈন্যদের সাজালেন তিনি অসৎ চরিত্র আর শয়তান প্রকৃতির লোক হলেও যুদ্ধবিদ্যাটা কিন্তু ভালোভাবেই রপ্ত করেছিল রানির ছেলে ক্লোটেন তার উপর যথেষ্ট ভরসা ছিল রাজা সিমবেলিনের কিন্তু এই দুর্যোগের সময়ে সে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল তা ভেবে পেলেন না তিনি

এবার ক্লোটেনের অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এল বেলারিয়াসের দুই পালিত পুত্র গিডেরিয়াস আর আরভিরেগাস। তারা যে রাজা সিমবেলিনের পুত্র এ কথা না জেনেও তারা সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিল রাজার সৈন্যদলে বেলারিয়াসের নির্দেশেই তারা সেটা করেছিল

বেলারিয়াস তাদের বুঝিয়েছিলেন শত্রু যখন দেশ আক্রমণ করেছে তখন সবার উচিত ব্যক্তিগত স্বার্থকে মনে ঠাঁই না দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া।

ওদিকে কেউ জানে না ব্রিটেনের সাথে লড়াই করতে সেনাপতি লুসিয়াসের সৈন্যদলের সাথে এসেছে পসথুমাস আর আয়াকিমো। ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে পসথুমাস মনে। পিসানিও যে তার নির্দেশে আইমোজেনকে হত্যা করেছে সে খবর পৌঁছেছে তার কানে সেই থেকে প্রচণ্ড অনুতাপের জ্বালায় জ্বলছে সে এ কাজ করে সে যে ঘোরতর অন্যায় করেছে তা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছে সে। সে সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটেনের হয়ে রোমান সৈন্যদের সাথে লড়াই করে সে প্রাণ দেবে তাই একদিন রাতে সবার অলক্ষ্যে গরিব চাষির সাজে ব্রিটিশ সৈন্যশিবিরে গিয়ে যোগ দিল সে।

দু পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল পরদিন সকালে লড়াই শুরু হওয়ার খানিকক্ষণ বাদেই রাজা সিমবেলিন বন্দি হলেন রোমানদের হাতে এর কিছুক্ষণ বাদেই গিডেরিয়াস, আরভিরেগাস এবং চাষিবেশী পসথুমাস এবং বেলারিয়াস — এই চারজন প্রচণ্ড লড়াই করে শত্রুসৈন্যের হাত থেকে মুক্ত করলেন রাজাকে। শেষ পর্যন্ত এই চারজনের জন্যই যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেল, হেরে গেল রোমান সৈন্যরা বন্দি হল তাদের সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস। সেই সাথে বন্দি হল তার চাকর ফাইডেল এবং আয়াকিমো।

বন্দি অবস্থায় রাজা সিমবেলিনের কাছে তার চাকর ফাইডেলের জন্য প্রাণভিক্ষা চাইলেন রোমান সেনাপতি কেইয়াস লুসিয়াস। সে সময় ফাইডেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজার মনে হল তার মেয়ে আইমোজেনের মুখের সাথে এর মুখের যথেষ্ট মিল রয়েছে তার উপর রাজার মায়া পড়ে গেল তিনি ফাইডেলকে মুক্তি দিয়ে জানতে চাইলেন যদি তার কোনও প্রার্থনা থাকে, তাহলে তিনি যথাসাধ্য ভাবে সেটা পূরণ করার চেষ্টা করবেন

তিনি ফাইডেলকে বললেন, 'তোমার কোনও প্রার্থনা থাকলে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার আমাকে।'

বন্দি সৈন্যদের মধ্যে ছিল আয়াকিমো ইশারায় তাকে দেখিয়ে ফাইডেল বললেন, 'মহারাজ! ওই রোমান যুবকটিকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই অনুগ্রহ করে আপনি ওকে আদেশ দিন পসথুমাস সম্পর্কে ও যা যা জানে তা যেন আমাকে খুলে বলে। ও যদি বলতে অস্বীকার করে, তাহলে ওকে বাধ্য করুন সত্যি কথা বলতে

এবার আয়াকিমোর দিকে তাকিয়ে রাজা সিমবেলিন বললেন, শুনলে তো এর কথা' যদি নিজের ভালো চাও তবে এর সব প্রশ্নের উত্তর দাও নইলে তোমার উপর অত্যাচার করতে বাধ্য হবে আমার সৈন্যরা '

রাজার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল আয়াকিমো সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে নিল সে বলল কীভাবে আইমোজেনের বিশ্বাস অর্জন করে সে বাক্সের মধ্যে ঢুকে রাতের বেলা তার ঘরে গিয়ে হাত থেকে বালা জোড়া খুলে নিয়েছিল সব স্বীকার করল সে

চাষির ছদ্মবেশী পসথুমাস সে সময় উপস্থিত ছিল সেখানে আয়াকিমোর মুখে সব কথা শুনে সে দুঃখ আর বেদনায় এমনভাবে ভেঙে পড়ল যে নিজের পরিচয় আর গোপন রাখতে পারল না স্ত্রী আইমোজেনের নাম ধরে সে হায় হায় করতে লাগল। সাথে সাথে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগল সে। রাজা সিমবেলিন খুব খুশি হলেন যখন তিনি জানতে পারলেন চাষির ছদ্মবেশী এই বীর যোদ্ধাই পসথুমাস। যুদ্ধে জয়লাভ করা আর নিজের মুক্তির জন্য এই যুবকের বীরত্বের কাছে তিনি ঋণী একে পুরস্কৃত করতে হলে প্রয়োজন আইমোজেনকে এর হাতে তুলে দেওয়া'

কিন্তু কোথায় তার মেয়ে আইমোজেন? ওদিকে চাষির ছদ্মবেশী এই বীর যুবকটিই যে তার স্বামী পসথুমাস, সে কথা জেনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন আইমোজেন। সেইসাথে তার মনে পড়ল বনের মাঝে দেখা সেই মুণ্ডহীন মৃতদেহের কথা - যার পরনে ছিল স্বামী পসথুমাসের পোশাক সেসব কথা খুলে বলার পর আইমোজেন জানতে চাইল বনের ভিতর পাওয়া সেই মুণ্ডহীন দেহটি তবে কার?

এ কথার জবাব দিতে এগিয়ে এল গিডেরিয়াস, বেলারিয়াসের পালিত পুত্র সে বলল ক্লোটেন মারা যাবার পর সে তার মাথাটা কেটে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।

সে কথা শুনে রেগে গিয়ে সিমবেলিন জানতে চাইলেন রানির ছেলে ক্লোটেন! কে হত্যা করেছে তাকে?

বুক ফুলিয়ে গিডেরিয়াস উত্তর দিল, 'আমিই মেরেছি ক্লোটেনকে

কী বললে' তুমি মেরেছ ক্লোটেনকে?' গিডেরিয়াসের কথা শুনে রেগে গিয়ে তার দিকে চোখ পাকিয়ে রাজা বললেন, 'এজন্য আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারব না।'

এবার এগিয়ে এসে বেলারিয়াস বললেন, 'কিন্তু মহারাজ যে আপনার সৎ ছেলেকে হত্যা করেছে সে যদি আপনার নিজের ছেলে হয় তাহলেও কি ক্ষমা করতে পারবেন না?'

অবাক হয়ে রাজা বললেন, 'কী বলছেন আপনি? আমার নিজের ছেলে? এ কথার অর্থ কী? আর আপনিই বা কে?'

এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বেলারিয়াস বললেন তার দুই পালিত পুত্রই হল রাজার হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে গিডেরিয়াস অর আরভিরেগাস। এ সব কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে গেলেন রাজা সিমবেলিন। তিনি বেলারিয়াসকে ক্ষমা করে দিয়ে তার বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন আবার নতুন করে সেনাপতির পদে বহাল করলেন বেলারিয়াসকে। এবার পসথুমাসকে কাছে টেনে নিয়ে আইমোজেনের হাত তার হাতে দিয়ে বললেন, তিনি সানন্দে মেয়েকে তার হাতে তুলে দিচ্ছেন

আইমোজেনের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, ছোটোবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল তোমার দু-ভাই। এতদিন বাদে ফিরে পেলাম তাদের কাজেই তোমার আর রাজত্ব পাওয়া হল না।'

হেসে আইমোজেন বলল, 'কাজ নেই আমার রাজত্ব পেয়ে তার বদলে দু-ভাইয়ের যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, সেটাই রাজত্ব পাওয়ার সমান ফাইডেল সেজে যেদিন বনের গুহায় ওদের আশ্রয় পেয়েছিলাম, সেদিন থেকেই ওদের ভালোবাসা পেয়েছি।'

সমস্ত আত্মীয়-পরিজনকে ফিরে পাবার আনন্দে রোমান বন্দিদের মুক্তি দিয়ে দিলেন রাজা সিমবেলিন। রোমান সেনাপতি কেইয়াস নিজে উদ্যোগী হয়ে রোম ও ব্রিটেনের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন এ সময় রাজার কাছে খবর এল আকস্মিকভাবে মারা গেছেন রানি

দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু

ব্যাপটিস্টা মিনোলা একজন ধনী লোক ইতালির অন্তর্গত পাদুয়া শহরের অধিবাসী তিনি। তার কোনও পুত্র সন্তান নেই, শুধু দুটি মেয়ে একজনের নাম ক্যাথারিনা, অপরজন বিয়াংকা

মেয়ে দুটি দেখতে পরমাসুন্দরী হলেও এখনও পর্যন্ত তাদের বিয়ে হয়ে ওঠেনি, আর খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হবার সম্ভাবনাও নেই বড়ো মেয়ে ক্যাথারিনার বিয়ে হবার পথে অন্তরায় তার অতিরিক্ত বদমেজাজ যখন তখন সে রেগে ওঠে, অকারণে গালিগালাজ দেয়, এমন কি মারধোরও করে। শুধু ছোটোরাই নয়, বড়োদেরও রেহাই দেয় না সে। ধনী-গরিব কাউকেও সে কেয়ার করে না এক এক সময় শুধু বাইরের লোক নয়, নিজের বাবাকেও এমন কড়া কথা বলে যে তা শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে এ সব জেনে শুনে কেউ আর এগিয়ে আসে না ও মেয়েকে বিয়ে করতে কেবল নিজেদের শহরেই নয়, শহরতলি আর আশেপাশের গ্রামের ছেলেরাও জেনে গেছে তার বদমেজাজের কথা। কাজেই বিয়ের শখ থাকলেও কেউ আর ওদের বাড়ির ধারেপাশে ঘেঁসে না

ক্যাথারিনার ছোটো বোন বিয়াংকা ঠিক তার উলটো সে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টি তার স্বভাব কিন্তু তার বিয়ের পথে বাধা হয়েছে তার নিজের দিদি। তার বাবা বলেন বড়ো মেয়ের বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ছোটো মেয়ের বিয়ে দেবেন না তিনি

বিয়াংকার পাণিপ্রার্থী পাদুয়া শহরের যুবকদের মধ্যে রয়েছে হর্টেনসিও আর গ্রেমিও তারা উভয়েই ধনী এবং বিয়াংকাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে, একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ব্যাপটিস্টার অভিমত জানা সত্ত্বেও তারা উভয়ে একসাথে গিয়ে দেখা করল তার সাথে, স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তাব দিল বিয়াংকাকে বিয়ে করার।

তাদের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল ব্যাপটিস্টা, 'আমি তো আগেই বলেছি ছোটো মেয়ের বিয়ের কথা মোটেও ভাবছি না। আগে বড়ো মেয়ের বিয়ে দেব, তারপর সে কথা ভাবব। যদি সাহস থাকে তো তাকে বিয়ে কর, নইলে তার উপযুক্ত একটা পাত্র এনে দাও তবেই ভাবব ছোটো মেয়ের বিয়ের কথা' ব্যাপটিস্টা যখন এ কথা বলছিল তখন আশে পাশেই ঘুরঘুর করছিল ক্যাথারিনা আর বিয়াংকা। বাবার কথা শোনার পর তাদের দুজনকে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দিল ক্যাথারিনা সাথে সাথে বিয়াংকাও জানিয়ে দিল এখন মোটেই বিয়ের ইচ্ছে নেই তার বাড়িতে থেকে লেখা-পড়া আর গান বাজনা করে সময় কাটাবে সে বিয়াংকার কথা শোনার পর ব্যাপটিস্টা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি ছোটো মেয়ের জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখবেন তিনি গ্রেমিও আর হর্টেনসিওকে বললেন, ইচ্ছে করলে তারা একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষককে পাঠিয়ে দিতে পারে

এভাবে ব্যাপটিস্টার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পর তার নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর রেষারেষি ছেড়ে বন্ধুর মতো আলোচনায় বসল হর্টেনসিও প্রস্তাব দিল দজ্জাল ক্যাথারিনার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র খোঁজা হোক প্রথমে রাজি না হলেও শেষমেশ গ্রেমিও রাজি হলেন এ

প্রস্তাবে স্থির হল ক্যাথারিনার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে দেবার পর আবার দুজনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন বিয়াংকার জন্য

পাদুয়ার নিকটবর্তী পিসা শহরে বাস করতেন ভিনসেনসিও নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী তিনি তার একমাত্র পুত্র লুসেনসিওকে পাদুয়ায় পাঠিয়েছিলেন ব্যবসার দরুন পাওনা টাকাকড়ি আদায়ের ব্যাপারে তার ভৃত্য ট্র্যানিও ছিল লুসেনসিওর সাথে শুধু ভৃত্য নয়, তাকে পরম হিতৈষী বন্ধুর মতো দেখতেন লুসেনসিও ব্যাপটিস্টা যখন হর্টেনসিও আর গ্রেমিওর সাথে বিয়াংকার বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলেন, ঘটনাচক্রে লুসেনসিও সে সময় এসে পড়েন সেখানে রূপসি বিয়াংকাকে দেখে খুব ভালো লেগে যায় তার। আড়াল থেকে ব্যাপটিস্টার কথা শুনে তিনি স্থির করলেন তিনি নিজেই বিয়াংকার শিক্ষক হবেন শিক্ষক সেজে তিনি কীভাবে বিয়ে করার চেষ্টা করবেন সে কথা তিনি জানিয়ে দিলেন তার ভৃত্য ট্র্যানিওকে সবশেষে তাকে বললেন, 'তুমি আমার ছদ্মবেশে পাদুয়ার আড়তে বসে টাকাকড়ি আদায়ের ব্যবস্থাটা চালিয়ে যাও আর ব্যাপটিস্টার সাথে মাঝে মাঝে দেখা করে বিয়াংকাকে বিয়ে করার প্রস্তাবটাও দিয়ে যাবে দেখা যাক দুদিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাবার ফল কী হয়!'

মনিবের একমাত্র ছেলের হিতৈষী বন্ধু হিসেবে তার কথা ফেলতে পারল না ট্র্যানিও দামি পোশাক পরে লুসেনসিওর ছদ্মবেশে সে গিয়ে বসল পাদুয়ার আড়তে। এদিকে আসল লুসেনসিও তখন ক্যাম্বিও নামে এক গরিব শিক্ষক সেজে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল ব্যাপটিস্টার বাড়িতে সে সাহিত্য পড়াবে বিয়াংকাকে

বাড়ি ফিরে আসার পর হর্টেনসিও দেখতে পেল তার পুরোনো বন্ধু পেত্রুসিও বেজায় পেটাচ্ছে তার নিজের চাকর গ্রেমিওকে পেত্রুসিও ভেরোনার অধিবাসী। সে খুব বদমেজাজি সামান্য কারণেই রেগে ওঠা তার স্বভাব। যাই হোক হর্টেনসিও এসে পড়ায় এ যাত্রা মারের হাত থেকে রক্ষা পেল গ্রেমিও বন্ধুকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল পেত্রুসিও কথা শুনে জানা গেল খুব সামান্যতে সে এমন রেগে গিয়েছিল গ্রেমিওর উপর যে সে নিজেকে আর আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারেনি কথায় কথায় হর্টেনসিও জানতে পারল যে অল্প কিছুদিন আগে পেত্রুসিওর বাবার মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে আজ বড়োলোক বাবার রেখে যাওয়া ধন সম্পত্তি বিরাট বাড়ি ফলের বাগান খেত-খামার, গাড়ি ঘোড়া আর দাস-দাসীর মালিক এক কথায় সে আজ ভেনিসের সেরা ধনীদের একজন এসব সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি সে এখন বাপের টাকা খরচ করে সে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে ইচ্ছে আছে এই সুযোগে মনের মতো পাত্রী পেলে বিয়েটাও সে সেরে ফেলবে দেশভ্রমণের ফাঁকে প্রথম সুযোগেই পাদুয়ায় পুরনো বন্ধু হর্টেনসিওর বাড়িতে এসেছে পেত্রুসিও

হাসতে হাসতে মন্তব্য করল হর্টেনসিও, 'যাক, তাহলে এতদিনে তোমার বিয়ে করার সুমতি হয়েছে কিন্তু ভাই, যে সে মেয়ে হলে তো তোমার চলবে না

অবাক হয়ে বলল পেত্রুসিও, 'কী বলছ তুমি? যে সে মেয়ে হলে চলবে না তার অর্থ কী?'

'ঠিকই বলছি আমি', হাসতে হাসতে মন্তব্য করল হর্টেনসিও 'তুমি নিজে যেমন বদরাগী, তেমনি তোমার প্রয়োজন একটা দজ্জাল ঝগড়াটে বউ অবশ্য বড়োলোক বাপের আদুরে মেয়ে হলেই ভালো হয়

হর্টেনসিওর কথা শুনে পেত্রুসিও বলল, 'কী বলছো, বড়োলোক বাপের আদুরে মেয়ে! তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ বন্ধু তবে সত্যি সত্যি যদি তেমন ঝগড়াটে দজ্জাল মেয়ে হাতের কাছে পেয়ে যাই, তাহলে তাকে বিয়ে করতে রাজি আছি আমি।' আসলে টাকার উপর প্রচণ্ড লোভ পেত্রুসিওর অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েও সে সন্তুষ্ট নয়, তার চাই আরও টাকা

অধীর আগ্রহের সাথে জানতে চাইল হর্টেনসিও, 'তুমি ঠিক বলছ তো পেত্রুসিও? দেখ! বড়োলোকের মেয়ে দেখতে সুন্দর, তবে স্বভাবে দজ্জাল, এক নম্বর ঝগড়াটে এরূপ মেয়ে হলে তুমি সত্যিই তাকে বিয়ে করবে?

'কেন করব না?' বলল পেত্রুসিও, 'ওরকম মেয়ে পেলে আমি এককথায় রাজি মনে হচ্ছে তোমার হাতে অমন মেয়ে আছে তা ভাই! বড়োলোক বাপ জামাইকে ভালোমতো দেবে-থোবে তো?'

'নিশ্চয়ই দেবে' বলেই ব্যাপটিস্টার বড়ো মেয়ে ক্যাথারিনার কথা বন্ধুকে খুলে বলল হর্টেনসিও তার কথা শুনে পেত্রুসিও বলল 'বেশ আমি রাজি আছি ঐ দজ্জাল মেয়েকে বিয়ে করতে চলো, এখনই গিয়ে ওর বাবার সাথে কথা বার্তা বলে সবকিছু পাকা করে আসি তবে আমাকে ভালো যৌতুক দিতে হবে। ভালোমতো যৌতুক পেলে কীভাবে ওই দজ্জাল মেয়েকে টিট করতে হয় তা দেখিয়ে দেব ওর বাবাকে, অবশ্য তোমরাও দেখতে পাবে'

ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে পেত্রুসিও রাজি হওয়ায় এবার কায়দা করে নিজের কথাটা বলল হর্টেনসিও সে মিন মিন করে বলল, 'বেশ ভাই, তাহলে আমার একটা উপকার কর তুমি তুমি তো জান ক্যাথারিনার ছোটো বোন বিয়াংকাকে আমি বিয়ে করতে চাই কিন্তু এ ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এক বন্ধু গ্রেমিও তাই এখন বলা যাচ্ছে না শেষমেশ কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে তবে একটা মতলব ভেবেছি আমি যদি কোনওভাবে ঐ বুড়োর অন্দরমহলে ঢুকে মাঝে মাঝে বিয়াংকার সাথে কথা বলার সুযোগ পাই, তাহলে নিশ্চয়ই তার মন আমার দিকে ঝুঁকবে। তাহলে তাঁকে বিয়ে করাটাও আমার পক্ষে সহজ হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়াংকার বাবা ব্যাপটিস্টা মিনোলা বুড়ো আমায় হাড়ে হাড়ে চেনে ও আমায় কিছুতেই ঢুকতে দেবে না অন্দরমহলে। তাই ভেবেছি শিক্ষকের বেশে এবার ঢুকে পড়ব ওর অন্দরমহলে। তুমি তো ক্যাথারিনার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছ বুড়োটার কাছে কথাবার্তার সুযোগে তুমি যদি গৃহশিক্ষক হিসাবে আমার কথা বল, তাহলে মনে হয় সে রাজি না হয়ে পারবে না

পেত্রুসিও রাজি হয়ে গেল হর্টেনসিওর প্রস্তাবে এবার দুজনে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেজে-গুজে রওনা দিল ব্যাপটিস্টার বাড়ি অভিমুখে

পথে যেতে যেতে তাদের দেখা হল গ্রেমিও আর শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী লুসেনসিওর সাথে। এর সামান্য কিছুক্ষণ আগে রাস্তায় লুসেনসিওর সাথে দেখা হয়েছে গ্রেমিওর। সে গ্রেমিওকে বলেছে গৃহশিক্ষকের একটা কাজ জোগাড় করে দিতে। ছদ্মবেশধারী লুসেনসিওকে তাই ব্যাপটিস্টার কাছে নিয়ে যাচ্ছে গ্রেমিও যেতে যেতে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে তালিম দিচ্ছে গ্রেমিও বিয়াংকাকে এমন প্রেমের কাব্য পড়াতে হবে যাতে সে আবেগ মধুর চোখে তার দিকে তাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী হর্টেনসিওকে মাঝপথে দেখে অবাক হলেও সে উচ্ছ্বসিতভাবে জানায় যে অনেক কষ্টে সে একজন গৃহশিক্ষকের সন্ধান পেয়েছে আর অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে সে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপটিস্টার কাছে

গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলল হর্টেনসিও, বাঃ! গ্রেমিও তুমি তো বেশ কাজের ছেলে দেখছি এরই মধ্যে গৃহশিক্ষক জোগাড় করে ফেলেছ?' এরপর ইসারায় পেত্রুসিওকে দেখিয়ে বলল একে জান তো? ইনি ভেরোনার এক বিশিষ্ট ধনী, নাম পেত্রুসিও আমার কাছে ক্যাথারিনার সব কথা শুনে ইনি স্থির করেছেন তাকে বিয়ে করবেন তাই ক্যাথারিনার বাবার কাছে তাকে নিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য

এবার চারজনে একসাথে রওনা দিল ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে ব্যাপটিস্টার বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে লুসেনসিও দেখতে পেল তারই দামি পোশাক পরে ব্যাপটিস্টার বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভৃত্য ত্রানিও আর তার পেছনে রয়েছে অপর এক ভৃত্য বায়েন্দেলো বায়েন্দেলোর একহাতে রয়েছে কিছু বই আর অন্য হাতে বেহালা সব কিছুই তাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখা হয়েছিল, নইলে সে হয়তো ছদ্মবেশধারী লুসেনসিওকেই অভিবাদন জানিয়ে বসত সে এমন আচরণ করল যাতে মনে হবে দামি পোশাক পরা ত্রানিওই তার আসল মনিব।

ত্রানিওর পোশাক-আসাক আর আচার-আচরণে হর্টেনসিও আর গ্রেমিও বুঝতে পারল এবার বিয়াংকার পাণিপ্রার্থী আরও একজন এসে জুটল। আলাপের শুরুতেই ত্রানিও জানিয়ে দিল সে পিসার এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে—নাম লুসেনসিও বিয়াংকার রূপ গুণের কথা শুনে সে এসেছে তার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ করতে

সে সময় বাড়িতেই ছিলেন ব্যাপটিস্টা তিনি আদরের সাথে এদের নিয়ে ঘরে বসালেন

আত্মপরিচয় দেবার পর পেত্রুসিও ব্যাপটিস্টাকে জানালেন যে তিনি তার বড়ো মেয়ে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে চান এবং ভাবী পত্নীকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য সাথে নিয়ে এসেছেন একজন নামি শিক্ষককে যিনি একাধারে গণিতজ্ঞ ও সংগীত বিশারদ, এই বলে তিনি ইশারায় দেখিয়ে দিলেন হর্টেনসিওকে।

পেত্রুসিওর ধনী পিতাকে ভালোভাবেই জানতেন ব্যাপটিস্টা তার ভাবতেই অবাক লাগছে এরূপ নামি লোকের একমাত্র ছেলে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চায় তার বদমেজাজি মেয়েকে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন পেত্রুসিওর প্রস্তাবে। সেই সাথে মেয়েকে লেখাপড়া আর গান-বাজনা শিখিয়ে ভদ্রস্থ করতে তিনি বহাল করলেন গৃহশিক্ষক লিসিয়া রূপী ছদ্মবেশধারী হর্টেনসিওকে

এবার গ্রেমিও এগিয়ে এসে ব্যাপটিস্টাকে বলল বিয়াংকাকে কাব্য সাহিত্য পড়াবার জন্য সেও একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে নিয়ে এসেছে সে ছদ্মবেশী লুসেনসিওকে দেখিয়ে বলল 'এই ভদ্রলোকের নাম ক্যাম্বিও ইনি গ্রিক-ল্যাটিনসহ অনেকগুলি ভাষায় সুপণ্ডিত বর্তমানে রিমস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।' এরূপ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে ব্যাপটিস্টা আর আপত্তি করলেন না তাকে বিয়াংকার গৃহশিক্ষক হিসেবে রাখতে এমনিতেই তার মন খুশিতে ভরেছিল বড়ো মেয়ে ক্যাথারিনাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে এক সুপাত্র আসায়।

নিজেকে লুসেনসিও হিসাবে পরিচয় দিয়ে এবার ত্রানিও এগিয়ে এসে প্রস্তাব দিল বিয়াংকাকে বিয়ে করার সেই সাথে মেয়েদের শিক্ষার সুবিধার্থে বায়েন্দেলোর হাত থেকে বইগুলি এবং বেহালা নিয়ে ব্যাপটিস্টাকে উপহার দিল ত্রানিও। খুবই খুশি মনে উপহারগুলো নিলেন ব্যাপটিস্টা এরপর ছদ্মবেশী হর্টেনসিওর হাতে বেহালাটা দিয়ে বললেন, 'যান এবার অন্দরমহলে গিয়ে যত্ন

করে বাজনাটা শেখান আমার বড়ো মেয়েকে ' একইভাবে বইগুলো ছদ্মবেশী লুসেনসিওর হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনিও ভেতরে গিয়ে এই কাব্যসাহিত্যগুলি যত্ন করে পড়ান ছোটো মেয়েকে ত্রানিও যখন দেখলেন তার মতলব হাসিল হয়েছে, তিনি ব্যাপটিস্টার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন বায়েন্দেলোকে সাথে নিয়ে। তারা চলে যাবার পর এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পেত্রুসিওর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন ব্যাপটিস্টা।

এমন সময় বাপরে মারে!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চটে বাইরে এল হর্টেনসিও তার মাথায় অনেকটা জায়গায় কাটা সেখান থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে।

তার এরূপ অবস্থা দেখে উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলেন ব্যাপটিস্টা, 'কী হল? আপনার এরূপ অবস্থা কে করল?'

চেঁচিয়ে বললেন হর্টেনসিও, 'আপনার বড়ো মেয়ে ছাড়া এ কাজ কে আর করবে? দেখুন দিকি আমার মাথার অবস্থা।'

ব্যাপটিস্টা বললেন, 'কী করেছে আমার বড়ো মেয়ে?

খেঁকিয়ে উঠে বললেন হর্টেনসিও, 'আবার জানতে চাইছেন কী করেছে আপনার বড়ো মেয়ে? বেহালা বাজাবার সময় বারবার ভুল করছিল ক্যাথারিনা। আমি যেই হাত ধরে শিখিয়ে দিতে গিয়েছি অমনই রেগে উঠল সে। তারপর বেহালাটা হাতে নিয়ে পরপর ক'বার এমন মারল যে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড '

তাকে বাধা দিয়ে বললেন ব্যাপটিস্টা, 'থাক, আর আপনাকে বলতে হবে না আমি সব বুঝতে পেরেছি।' মেয়ের এই আচরণে খুবই দুঃখ পেলেন তিনি।

মনে মনে এই ভেবে ভয় পেলেন ব্যাপটিস্টা যে এতদিনে যদিও বা পাত্র জুটল, কিন্তু এ সব কাণ্ড দেখে সে আবার ভেগে না পড়ে তাই এই বিরক্তিকর পরিস্থিতিটা এড়িয়ে যাবার জন্য তিনি বললেন 'থাক, আর দরকার নেই ক্যাথারিনাকে গান বাজনা শিখিয়ে আপনি বরঞ্চ আমার ছোটো মেয়েকে ওসব শেখান আপনি ভেতরে গিয়ে আমার ছোটো মেয়ে বিয়াংকাকে বললেই ও পরম যত্নে মলম লাগিয়ে দেবে আপনার মাথার কাটা জায়গাগুলিতে। কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল অন্দরমহলে। বিয়াংকার ঘরে গিয়ে দেখল তাকে কাব্য পড়াচ্ছে লুসেনসিও আর শোনার ভান করে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে বিয়াংকা।

মেয়ের আচরণের জন্য পেত্রুসিওর কাছে ক্ষমা চাইলেন বাপটিস্টা কারণ তার ভয় রয়েছে পাছে পেত্রুসিও আবার হাতছাড়া হয়ে না যান। তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন বিয়ের পর বদমেজাজি মেয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে পেত্রুসিও বেশ উপভোগ করছিলেন ভাবী স্ত্রীর কাণ্ড কারখানা, কিন্তু মুখ ফুটে তা প্রকাশ করলেন না ব্যাপটিস্টার কাছে বরঞ্চ তিনি ব্যাপটিস্টাকে বললেন তিনি যেন যথা শীঘ্র সম্ভব তার সাথে বদমেজাজি ক্যাথারিনার বিয়েটা সেরে ফেলেন কিন্তু পেত্রুসিও বললে কী হয়, কিছুক্ষণ আগে দেখা তার শান্ত মেয়ের গুণপনার কথা এখনও পর্যন্ত ভুলতে পারেননি ব্যাপটিস্টা। তাই পেত্রুসিও বারবার বলা সত্ত্বেও তার সত্বর বিয়ের ব্যাপারে কোনও আশ্বাস দিতে পারলেন না ব্যাপটিস্টা কিন্তু পেত্রুসিও ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর ছেলে সে জানে কীভাবে লোককে বশে এনে তাকে চালাতে হয় তাই ধৈর্য ধরে রইল সে শেষমেশ তারই জয় হল। বিয়েতে ব্যাপটিস্টা নগদ কুড়ি হাজার টাকা দেবেন এ প্রতিশ্রুতিও তার কাছ থেকে আদায় করে নিলেন পেত্রুসিও বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল কথা বার্তা শেষ হয়ে যাবার পর ভাবী শ্বশুরের

অনুমতি নিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখা করল ক্যাথারিনার সাথে। বেহালা দিয়ে হর্টেনসিওর মাথা ফাটিয়ে দেবার পরও রাগ কমেনি ক্যাথারিনার। গানের মাস্টারের দালাল বলে সে যথেচ্ছ গালাগাল দিল পেত্রুসিওকে। চুপচাপ সে সব সয়ে গেল পেত্রুসিও। তাতে আরও রাগ বেড়ে গেল ক্যাথারিনার। সে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিল ভাবী বরকে। হাসিমুখে সে সব সহ্য করে যাবার আগে পেত্রুসিও বলল, 'আজ আমি যাচ্ছি, তবে আগামী রবিবার সেজেগুজে আসছি তোমায় বিয়ে করতে। তুমি কিন্তু তৈরি থেক।'

দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল ক্যাথারিনা, 'ও! তাহলে তোমার এই মতলব! ঠিক আছে, আগে তো আমায় বিয়ে কর তারপর দেখিয়ে দেব বিয়ের কী মজা। কীভাবে তোমার হাড়মাস আলাদা করতে হয় তা খুব জানা আছে আমার।'

জবাবে কিছু না বলে চুপচাপ সেখান থেকে চলে এল পেত্রুসিও। সে এবার ভেনিসে বিয়ের পোশাক কিনতে যাবে আর সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে সে এসে যাবে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করতে — এই কথাগুলি ব্যাপটিস্টাকে বলে সেদিনের মতো তার কাছ থেকে বিদায় নিল সে।

এদিকে অন্দরমহলে হর্টেনসিও আর লুসানসিওর মধ্যে বেজায় সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে বিয়াংকাকে কাব্য সাহিত্য পড়ানো আর গান বাজনা শেখানো নিয়ে। একদিকে মাথাভর্তি ব্যান্ডেজ নিয়ে বেহালায় তার বাঁধছে হর্টেনসিও আর অন্যদিকে মোটা একটা কবিতার বই খুলে বিয়াংকাকে পড়াচ্ছে লুসেনসিও।

'হিক ইবাট সিমোয়েস, হিক এস সিগিয়া টেলাস, এস্টেটিবাট প্রায়ামি, রিজিয়া সেলসা টেনিস।'

কিন্তু এসবের কিছুই মাথায় ঢুকছে না বিয়াংকার। সে বলল, 'মাস্টারমশাই! এসব কঠিন শব্দের অর্থ কী?'

গলা নামিয়ে লুসেনসিও বলল, 'ঠিক আছে, আমি বলছি, তুমি মন দিয়ে শোন।' হিক ইবাট সিমোয়েস' অর্থাৎ আমি লুসেনসিও, 'হিক এস্ট'-এর অর্থ পিসার ভিনসেনসিও আমার বাবা। 'সিগিয়া টেলাসের' মানে তোমাকে বিয়ের আশায় শিক্ষক সেজেছি আমি। 'হিক এস্টেটিবাট প্রায়ামি'-এর অর্থ হল তোমার বাবার কাছে যে লোকটি নিজেকে লুসেনসিও বলে পরিচয় দিয়েছে সে আমারই ভৃত্য ত্রানিও। 'রিজিয়া' শব্দের অর্থ আমাদের পাদুয়ার আড়তে বসে সে আমার পরিচয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সবশেষে রইল 'সেলসা টেনিস' অর্থাৎ তোমার বুড়ো বাপকে ধাপ্পা দেবার জন্যই এসব করতে হয়েছে আমাকে।' মূল লাতিন কবিতার মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিচু গলায় বিয়াংকাকে শোনাচ্ছে সে — এককথায় কাব্য-সাহিত্য পড়াবার নামে সে ধাপ্পা দিয়ে চলেছে বিয়াংকাকে।

এবার হর্টেনসিওর পালা। সে বলল, 'বেহালার তার বাঁধা হয়ে গেছে আমার। আমি এবার গান শেখাব বিয়াংকাকে।'

বিয়াংকা বলে উঠল, 'একবার শোনান তো দেখি কেমন তার বেঁধেছেন আপনি।' বিয়াংকার কথা শুনেই বেহালায় টুং টাং আওয়াজ করল হর্টেনসিও। 'মোটেও ঠিক হয়নি তার বাঁধা' বলল বিয়াংকা, 'আবার নতুন করে বাঁধুন।' হর্টেনসিও শুরু করলেন নতুন করে তার বাঁধা।

লুসেনসিও বললেন বিয়াংকাকে, 'এবার বল দেখি এতক্ষণ ধরে যা শেখালাম তার অর্থ কতটুকু বুঝেছ তুমি।'

চারিদিক দেখে নিয়ে বলল বিয়াংকা, বেশ, তাহলে শুনুন 'হিক ইবাট সিমোয়েস' অর্থাৎ আমি তোমায় চিনি না 'হিক এস্ট সিগিয়া টেলাস' এর অর্থ আমি তোমায় এতটুকুও বিশ্বাস করি না 'হিক এস্টেটিবাট প্রায়ামি অর্থাৎ গানের মাস্টারমশায় যেন এসব শুনতে বা বুঝতে না পারেন 'রিজিয়া মানে বেশি আশা করো না আর সেলসা টেনিসের অর্থ হল তবে একেবারে হাল ছেড়ে দিও না

এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও হর্টেনসিওর দিকে ঘুরে বসল বিয়াংকা, কারণ তাকে রাখা দরকার হর্টেনসিও খসখস করে একটা কাগজে লিখে বিয়াংকার হাতে দিয়ে বলল, 'এই রইল স্বরলিপি এর উপর চোখ বুলিয়ে দেখ '

বিয়াংকা দেখল কাগজে লেখা রয়েছে

সারেগা তোমাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে গেছে বেচারি হর্টেনসিও

রেগামা হর্টেনসিওকে বিয়ে না করলে সে আর প্রাণে বাঁচবে না

গামাপা প্রাণের চেয়েও তোমায় বেশি ভালোবাসে হর্টেনসিও

পাধানি — একটা প্রার্থনা আছে তোমার কাছে

ধানিসা হে প্রাণেশ্বরী। দয়া কর আমায় এর বেশি আমি আর কিছুই চাই না।

এভাবে কাব্য-সাহিত্য পড়ানো আর গান বাজনা শেখানোর নামে বিয়াংকাকে ধাপ্পা দিয়ে হর্টেনসিও আর লুসেনসিও দুজনেই প্রেম করতে শুরু করে দিল তার সাথে

পেত্রুসিওর সাথে কাথারিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তাই বিয়াংকার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে আর কোনও আপত্তি রইল না ব্যাপটিস্টার কিন্তু মুশকিল হল গ্রেমিও, হর্টেনসিও আর লুসেনসিও তিনজনই চাইছে বিয়াংকাকে বিয়ে করতে এদিকে আসল লুসেনসিও শিক্ষক সেজে কবিতার মোটা মোটা বই নিয়ে বিয়াংকার চারপাশে ঘুরঘুর করছে আর যে লুসেনসিও বিয়াংকাকে বিয়ে করতে চাইছে সে আসলে লুসেনসিওর ভৃত্য ত্রানিও

বিয়াংকার বিয়ের উমেদারদের মধ্যে কার কত আর্থিক সঙ্গতি সেটা জানার জন্য ব্যাপটিস্টা তাদের বললেন, 'আমি কুড়ি হাজার মোহর যৌতুক দেব আমার ছোটো মেয়ের বিয়েতে কিন্তু আমি জানতে চাই তোমাদের মধ্যে কে কত যৌতুক দেবে তার স্ত্রীকে স্বামী যদি আগে মারা যায়, তাহলে কি স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে আমার মেয়ে?' সবার সামনে তিন যুবককে এ সব প্রশ্ন করলেন ব্যাপটিস্টা সাথে সাথে এও জানিয়ে দিলেন যে বেশি যৌতুক দেবে, তার সাথেই বিয়াংকার বিয়ে দেবেন তিনি

গ্রেমিওর চেয়ে অনেক বেশি ধনী হর্টেনসিও তাই ব্যাপটিস্টার সিদ্ধান্ত জেনে নিজেকে সরিয়ে নিল গ্রেমিও আবার হর্টেনসিওর চেয়ে অনেক বেশি ধনী লুসেনসিও। কিন্তু তার বাবা এখনও বেঁচে আর সম্পত্তি দূর পিসা শহরে ব্যাপটিস্টা বললেন, 'যদি লুসেনসিওর বাবা এখানে এসে বলেন যে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি লুসেনসিওকে আর তার অবর্তমানে আমার মেয়েকে দিতে রাজি হন, তাহলে আমি ছোটো মেয়ে বিয়াংকার বিয়ে দেব লুসেনসিওর সাথে।'

ব্যাপটিস্টার এই সিদ্ধান্ত শুনে হর্টেনসিও স্থির করল বিয়াংকার আশা ছেড়ে দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সে বিয়ে করে ফেলবে তার পরিচিত এক বিধবা মহিলাকে

লুসেনসিওর হয়ে তার ভৃত্য ত্রানিওই বিয়ের সব কথাবার্তা চালাচ্ছে মনিবের আদেশেই সে তার দামি পোশাক পরে লুসেনসিও সেজেছে বিয়াংকাকে বিয়ে করার জন্য ব্যাপটিস্টার কথা শুনে সে এবার এক কাজ করে বসল। সে নিজে যেমন নকল লুসেনসিও, তেমনি একজনকে লুসেনসিওর নকল বাবা সাজিয়ে হাজির করল ব্যাপটিস্টার সামনে এর মধ্যে অবশ্য কোনও বদ মতলব নেই ত্রানিওর মনিবের কাজ হাসিল করতেই সে একজনকে লুসেনসিওর নকল বাবা নিয়ে এসেছে

দেখতে দেখতে ক্যাথারিনার বিয়ের দিন এসে গেল। তার আত্মীয় স্বজনরা সবাই সেজেগুজে প্রতীক্ষা করছে বরের। কিন্তু যার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই, সেই বর পেত্রুসিওর দেখা নেই। এদিকে বেলা বাড়ছে। পাদ্রিও বিয়ে দেবার অপেক্ষায় রয়েছেন। ঘাবড়ে গেলেন ব্যাপটিস্টা শেষে কি কথা দিয়েও তার বড়ো মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে না পেত্রুসিও? মনে মনে খুবই ভয় পেলেন তিনি। বিয়ে নিয়ে আত্মীয় স্বজনরা ঠাট্টা করতে লাগল ক্যাথারিনাকে রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলল সে।

সবাই যখন তার আশা ছেড়ে দিয়েছে, সে সময় একটা বুড়ো ঘোড়ায় চেপে শুধুমাত্র একজন ভৃত্যকে নিয়ে হাজির হলেন পেত্রুসিও। বরের দামি পোশাক নেই তার পরিধানে তালি দেওয়া একটা কিম্ভূত আকারের আলখাল্লা পরেছেন তিনি সাধারণত রাস্তার ভিখারিরা সে ধরনের পোশাক পরে থাকে তার দু পায়ে রয়েছে দু রকম জুতো একটা ফিতে বাঁধা, অন্যটা বকলস আঁটা

এমন বাহারি সাজ দেখে চুপ মেরে গেছে বাড়ির মেয়েরা। ক্যাথারিনা রেগেমেগে যা তা গালি গালাজ করতে লাগল পেত্রুসিওকে

পেত্রুসিও কিন্তু মোটেও রাগ করল না ক্যাথারিনার কথায় সে বলল 'তুমি কি আমায় বিয়ে করবে না আমার পোশাককে? আগে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর পোশাক কিনতে আর কত সময় লাগবে?'

শেষমেশ আত্মীয় স্বজনরা বাধ্য হল পেত্রুসিওর মতে সায় দিতে তারা উভয়কে গির্জায় নিয়ে এল বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সেখানে পেত্রুসিও যা শুরু করল তা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

পাদ্রি জিজ্ঞেস করলেন ক্যাথারিনাকে 'তুমি কি রাজি আছ পেত্রুসিওকে বিয়ে করতে?' ক্যাথারিনা জবাব দেবার আগেই পেত্রুসিও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও রাজি আছে, হাজার বার রাজি আছে ' পাদ্রি সাহেব চমকে উঠলেন তার চিৎকার শুনে বাইবেলটা তার হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। সেটা তুলে নেবার জন্য পাদ্রি একটু নিচু হতেই পেত্রুসিও তাকে এমন ধাক্কা মারল যে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তাকে সবাই ধরাধরি করে টেনে তুলল শেষমেশ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিয়েটাও হয়ে গেল বিয়ের পর মেয়ে-জামাই আর আত্মীয়দের নিয়ে ব্যাপটিস্টা বাড়িতে ফিরে এলেন এবার বর কনেকে নিয়ে একসাথে খাবার পালা এ ব্যাপারে বহু লোককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ব্যাপটিস্টা

পেত্রুসিও বলল তার শ্বশুরকে 'আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয় বিয়ের ভোজে যোগ দেওয়া বাড়িতে আমার জরুরি কাজ পড়ে আছে। তাই এখনই আমায় ফিরে যেতে হবে। তবে আমি একা যাব না, আমার সাথে ক্যাথারিনাও যাবে

পেত্রুসিওর কথা শুনে ক্যাথারিনা রেগে উঠে বলল 'কী বললে তুমি বিয়ের ভোজ না খেয়ে যেতে হবে? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও ভোজ না খেয়ে আমি যেতে রাজি নই

ব্যাপটিস্টা বোঝাতে লাগলেন ক্যাথারিনাকে, 'নাঃ মা। তা হয় না এখন তোমার বিয়ে হয়েছে স্বামীর ইচ্ছানুসা চলতে হবে তোমাকে তুমি যদি তা মেনে না নাও তাহলে সবাই দোষ দেবে তোমাকে ও যখন বাড়ি যেতে চাইছে, তখন তোমাকেও যেতে হবে ওর সাথে।'

বাবার কথা শুনে ভোজ না খেয়েই স্বামীর সাথে চলল ক্যাথারিনা বিয়ে করতে আসার সময় দুটো হাড়জিরজিরে ঘোড়া নিয়ে এসেছে পেত্রুসিও। ঘোড়া দুটোর অবস্থা দেখলে করুণা হয় গায়ের লোম উঠে গিয়ে মাঝে মাঝে সাদা মতো টাক পড়েছে দুটো ঘোড়ার একটিতে উঠলেন পেত্রুসিও ও তার ভৃত্য আর অন্যটিতে সদ্য পরিণীতা স্ত্রী কিছু সময় ভাল মতোই চলল ঘোড়া দুটো তারপর পেছন থেকে পেত্রুসিওর তাড়া খেয়ে ঘোড়া এমনভাবে দৌড়াল যে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেলেন ক্যাথারিনা — গায়ের দামি পোশাক ধুলো-কাদায় মাখামাখি হয়ে উঠল ক্যাথারিনাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল তার ঘোড়া তখন নিজের ঘোড়ার পিঠে বউকে চাপিয়ে চললেন পেত্রুসিও ধুলো-কাদা মাখা দামি পোশাক নিয়ে ঝুলতে ঝুলতে শ্বশুর বাড়িতে এসে পৌঁছাল ক্যাথারিনা তার মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জায় আর অপমানে কর্পূরের মতো যেন গায়েব হয়ে গেছে তার দাপট

বাড়িতে পৌঁছে চাকর-বাকরদের ডেকে গালি-গালাজ দিয়ে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিল পেত্রুসিও তাদের অপরাধ তারা কেন সারিবদ্ধ হয়ে বউকে অভিনন্দন জানায়নি। শুধু গালি-গালাজ দিয়েই ক্ষান্ত হল না সে — ক্যাথারিনার সামনেই চড় মারল চাকর-বাকরদের গালে স্বামীর হাব-ভাব দেখে বেজায় ভয় পেল ক্যাথারিনা পাছে সে না মেরে বসে তাকে। শান্ত হবার জন্য সে মিনতি করতে লাগল তার স্বামীকে

নিজের রাগ ঝেড়ে দিয়ে পেত্রুসিও বলল, 'যাও, তোমাদের গিন্নি মার জন্য ভালো খাবার-দাবার নিয়ে এস। তাড়াহুড়ার জন্য নিজের বিয়ের ভোজ খেতে পারেননি উনি

হুকুম পেয়েই ভৃত্যেরা কয়েক প্লেট ভালো খাবার এনে সাজিয়ে রাখল মনিব মনিবানীর সামনে। প্লেটে হাত দিয়েই লাফিয়ে উঠে বললেন পেত্রুসিও, 'ছিঃ ছিঃ মাংসটা যে পুড়ে কালো হয়ে গেছে! এ খাবার কি কেউ খেতে পারে? বলিহারি তোদের বুদ্ধিকে! এ খেলে যে তোদের গিন্নিমা অসুস্থ হয়ে পড়বেন এ যে বিষ!' বলেই খাবারগুলি টান মেরে বাইরে ফেলে দিল পেত্রুসিও

এদিকে ক্যাথারিনার অবস্থা তখন শোচনীয় খিদেয় তার পেটের নাড়ি জ্বলছে কোনও মতে কান্না চেপে সে বলল, 'মিছামিছি তুমি নষ্ট করলে খাবারগুলো মাংসটা তো ভালোই ছিল। কত যত্ন করে ওরা এসব রেঁধেছিল আর তুমি কিনা সে সব নষ্ট করে ফেললে?

মিষ্টি মিষ্টি করে ক্যাথারিনাকে বোঝাতে লাগলেন পেত্রুসিও 'আমি বেশ বুঝতে পারছি কেটি খিদের সময় খাবার না পেয়ে কত কষ্ট হচ্ছে তোমার। কিন্তু অখাদ্য খাবার খাওয়ার চেয়ে বরঞ্চ উপোস করা ভালো। তাতে অন্তত শরীরের ক্ষতি হবে না। তুমি তো নিশ্চয়ই মান যে শরীরের কল-কব্জাগুলোরও প্রয়োজন আছে বিশ্রামের। সে সব কথা থাক। পথে আসতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। চল, এবার ঘুমোনো যাক তুমি মুখে বলছ না বটে, কিন্তু তোমার চোখ মুখ দেখেই বোঝা

যাচ্ছে ব্যথায় তোমার সারা শরীর যেন ছিঁড়ে পড়ছে, ভালো করে এক ঘুম দিয়ে দাও, দেখবে ব্যথা কোথায় পালিয়ে গেছে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে ভালো করে খেয়ে নেবে।

তখন আর কথা বলার মতো অবস্থায় নেই ক্যাথারিনা। এই পাগলের হাতে তার কী দুর্দশা হবে সে কথা ভেবে শিউরে উঠছে সে। ভয় আর উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে আসছে তার চোখ মুখ।

এবার পেত্রুসিও শোবার ঘরে ঢুকল নতুন বউকে নিয়ে। চেঁচিয়ে বলে উঠল সে, 'এ কি হাল বিছানার? এই কি বালিশ, চাদর আর লেপের নমুনা? এত সাহস তোদের যে এই সমস্ত রাস্তার জিনিস তোরা আমার বউয়ের শোবার জন্য পেতেছিস, কী ভেবেছিস তোরা আমায়? রাস্তার ভিখিরিও এমন ইঁটের মতো শক্ত বিছানায় শোয়না, দেখছি কিছুক্ষণ আগে আমার হাতে মার খেয়েও বিন্দুমাত্র শিক্ষা হয়নি তোদের। আমারই খাবি, পরবি আর দু-হাতে আমারই টাকা ওড়াবি? এদিকে কাজের বেলায় বিলকুল ফাঁকি দিবি, দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি আমি, ভালোয় ভালোয় কাল গিন্নিমা তোদের সবার কাজ-কর্ম বুঝে নিক, তারপর পরশু সকালে ঘাড় ধরে সবাইকে খেদিয়ে দেব। চাকরই হও বা যেই হোক, আমার কথা মতো না চললে সবাইকে দূর করে দেব আমি, সেটা কিন্তু আগেই বলে রাখছি'— বলতে বলতে মোলায়েম রেশমি চাদরে-ঢাকা বিছানা খাট থেকে তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন পেত্রুসিও। সারারাত খাটের শক্ত কাঠে ঠেস দিয়ে বসে রইল ক্যাথারিনা, খেতে না পেয়ে তার মাথা ঘুরছে। যখনই ক্যাথারিনা ঘুমোবার উপক্রম করছে, ঠিক তখনই পেত্রুসিও কোনও না কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে চেঁচামেচি করছে যাতে ঘুম যাচ্ছে পালিয়ে।

এভাবেই কেটে গেল পরের দিন, পেত্রুসিওর তাড়নায় রাতে জল ছাড়া আর কিছুই জোটেনি ক্যাথারিনার ভাগ্যে। ঠিক আগের মতোই আজ রাতেও তাকে ঘুমোতে দিল না পেত্রুসিও, দু'দিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে আধমরা অবস্থা ক্যাথারিনার, কথায় কথায় যখন পেত্রুসিও বুঝতে পারল যখন তখন ক্যাথারিনার মাথা গরম করার ভাবটা কমেছে, সে রান্না ঘরে গিয়ে কয়েক টুকরো পোড়া রুটি জোগাড় করে সুন্দর করে প্লেটে সাজিয়ে শোবার ঘরে ক্যাথারিনার সামনে নিয়ে গেল, ক্যাথারিনা তখন বিছানা ছেড়ে উঠে চোখে মুখে জল দিয়েছে। সে প্লেটটা ক্যাথারিনার সামনে রেখে আদর করে বলতে লাগল, 'এই দেখ কেটি, নিজ হাতে কেমন খাবার তৈরি করেছি আমি।' এই কদর্য খাবার দেখে জল এসে গেল ক্যাথারিনার চোখে, কিন্তু বেচারি কীই বা আর করতে পারে। ক্ষুধার মুখে ওই পোড়া রুটিকেই রাজভোগ ভেবে টপাটপ খেয়ে ফেলল, যতই হোক, দু-দিনের অনাহারের জ্বালা তো বটেই।

পেত্রুসিও এরপর একজন নামি দর্জিকে ক্যাথারিনার কাছে নিয়ে এল। ক্যাথারিনার জন্য সে গাউন আর টুপি তৈরি করে নিয়ে এসেছে, তার খুবই পছন্দ হল দামি কাপড়ে তৈরি সে সব পোশাক। কিন্তু সে কথা স্বামীকে বলতে গিয়েই যত বিপত্তি, নাক কুঁচকে চড়া গলায় দর্জিকে বলতে লাগল পেত্রুসিও, 'এটা কী করেছ তুমি? এটা কি একটা গাউন আর এর নাম টুপি? এর চেয়ে রান্নার একটা বাটি কিনে আমার স্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিলেই তো সব ঝামেলা মিটে যেত, ছিঃ ছিঃ তুমি কি ভেবেছ আমার স্ত্রী কুলি-কামিনের মেয়ে আর তাই একটা বদখত আলখাল্লা এনে তাকে গাউন বলে গছাবার চেষ্টা করছ? নাঃ হে, আমার ঘরে ওসব রদ্দি মাল চলবে না।'

দর্জি তো অবাক পেত্রুসিওর কথা শুনে। দেশ জুড়ে তার কত নাম-ডাক সেরা দর্জি হিসেবে, আমির-ওমরাহ, বড়ো ঘরের মেয়ে-বউরা সবাই তারিফ করে তার তৈরি পোশাকের, আর এর মতো একজন সাধারণ ব্যবসায়ী বলে কিনা আমি বাজে দর্জি!

দর্জির মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল পেত্রুসিও, 'ওহে' তোমার পোশাকগুলি নিয়ে এখনই চলে যাও। কিছুক্ষণ বাদে আমি ওগুলির দাম পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পোশাকগুলি অপছন্দ করার পেছনে যে অন্য কারণ রয়েছে সেটা বুঝতে পারল দর্জি তাই সে আর কোনও কথা না বলে পোশাকগুলি থলিতে পুরে নিয়ে চলে গেল তার দোকানে

ক্যাথারিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, 'নতুন পোশাক না হয় নাই হল তার জন্য দুঃখ করো না চলো পুরনো পোশাক পরেই আমরা পাদুয়ায় যাই বুঝলে কেটি, টাকাই সবকিছু টাকাই আমার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, ঈশ্বর। অর্থবান লোক ছেঁড়া পোশাক পরে গেলেও লোকেরা তাকে মাথায় তুলে রাখে।' বাপের বাড়ির কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠল ক্যাথারিনার মন বলল চল, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি পাদুয়ার উদ্দেশে '

ঘড়ি না দেখেই পেত্রুসিও বলল 'এখন সকাল সাতটা। মনে হয় এখনই বেরিয়ে পড়লে দুপুরের খাওয়ার পাট মিটে যাবার আগেই পাদুয়ায় পৌঁছাতে পারব আমরা '

স্বামীর কথায় অবাক হয়ে বলল ক্যাথারিনা, 'কি বলছ তুমি? এখন সকাল সাতটা? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ এখন বেলা দুটা বাজে এ সময় বেরিয়ে পড়লে রাতের খাবার সময় হয়তো পৌঁছান যাবে '

যতটুকু বা রাগে এসেছিল পেত্রুসিও, বউয়ের কথা শুনে ততখানিই বিগড়ে গেল সে

চোখ পাকিয়ে বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল পেত্রুসিও, 'কী বললে এখন দুপুর দুটো বাজে, সকাল সাতটা নয়? সামান্য একটা ঘড়িও আমার ইচ্ছেমতো চলবে না? ঠিক আছে, এই ঘর ছেড়ে এক পাও বাইরে যাব না আমি। আমার ইচ্ছেমতো সময় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ঘড়ি দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পিসা মিলান, ভেনিস কোথাও যাব না আমি।'

এতক্ষণে ক্যাথারিনা বুঝতে পেরেছে মাথা নিচু না করলে কোনও কাজই হাসিল হবে না। এ বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথেই তার রাগ, বদমেজাজ সবই হারিয়ে গেল সে বুঝতে পেরেছে তার স্বামী তার চেয়ে অনেক বেশি রাগী আর বদমেজাজি। এর সাথে মানিয়ে চলতে গেলে তার জেদ, বদমেজাজ — এমনকি বুদ্ধি বিবেচনাও তাকে ত্যাগ করতে হবে নইলে পদে পদে দুর্ভোগ আর অশান্তি ভোগ করতে হবে তাকে। তাই চটজলদি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি আমারই ভুল হয়েছে এখন তো সকাল সাতটা বাজে এ সময় বেরিয়ে পড়লে দুপুর নাগাদ নিশ্চয়ই আমরা পৌঁছে যাব পাদুয়ায়।'

হেসে হেসে বউকে বলল পেত্রুসিও, 'তাহলে এখন দুপুর দুটো নয়, সকাল সাতটা বাজে' বেশ, তাহলে আমরা এখন বেরিয়ে পড়ি '

পাদুয়ার পথে যেতে যেতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হল তাদের কথায় কথায় জানা গেল ওই ভদ্রলোক পিসা নগরীর ধনী ব্যবসায়ী ভিনসেনসিও কিছুদিন আগে ব্যবসা পত্রের সাথে ছিল তার বিশ্বস্ত ভৃত্য ত্রানিও কিন্তু পাদুয়ায় যাবার পর থেকে তিনি কোনও খোঁজ পাচ্ছেন না তার ছেলে এবং ভৃত্যের ভিনসেনসিও জানালেন যে তাদের খোঁজ নিতে তিনি নিজেই পাদুয়ায় যাচ্ছেন

পেত্রুসিও আর ক্যাথারিনার কাছে চেনাচেনা ঠেকল দুটো নামই লুসেনসিও আর ত্রানিও। পেত্রুসিওর বুঝতে বাকি রইল না যে যুবক তার শালিকাকে বিয়ে করবে বলে ধনুকভাঙা পণ করে আছে, সে আর কেউ নয় এই বৃদ্ধেরই গুণধর পুত্র লুসেনসিও যে পাদুয়ার ধনী ব্যক্তি

ব্যাপটিস্টার ছোটো মেয়েকে বিয়ে করার সংকল্প করেছে সে কথা ইচ্ছে করেই আগে ভাগে বৃদ্ধ ভিনসেনসিওকে জানিয়ে রাখল পেত্রুসিও এমনও ইঙ্গিত করতে ভুলল না যে ইতিমধ্যে হয়তো তাদের বিয়ে হয়ে গেছে

আগেই বলা হয়েছে যে লুসেনসিওর নির্দেশ অনুযায়ী তার ভৃত্য ত্রানিওই লুসেনসিও সেজেছে ত্রানিও প্রেরিত নকল ভিনসেনসিও ইতিমধ্যেই ব্যাপটিস্টার সাথে দেখা করে তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে বিয়াংকার সাথে লুসেনসিওর বিয়ে দিতে রাজি হলে পাত্রপক্ষের পক্ষ থেকে প্রচুর যৌতুক দেওয়া হবে লোভী ব্যাপটিস্টাও টাকার গন্ধ পেয়ে রাজি হয়ে গেছেন এই বিয়ে দিতে পাছে ছেলে হাতছাড়া হয়ে যায় এ জন্য তিনি বলেছেন যে লুসেনসিওর বাগদানের দলিলটা তিনি সে রাত্রেই লিখে ফেলতে চান পাদুয়ায় ভিনসেনসিওর আড়তে বসে ব্যাপটিস্টা বলে দিয়েছেন যে একজন কাজের লোককে সাথে নিয়ে আগেই সেখানে পৌঁছে যাবে বিয়াংকা আর তিনি পরে যাবেন এ প্রস্তাবে মুখে সায় দিলেও ত্রানিওর ধান্দা অন্যরকম। সে মতলব করেছে বিয়াংকা সেখানে পৌঁছান মাত্র তার মনিব লুসেনসিও তাকে নিয়ে সোজা চলে যাবেন গির্জায় সেখানে দুজনে বিয়েটা সেরে ফেলবে কাজটা যাতে নির্বিঘ্নে হয়ে যায়, সেজন্য গির্জার পার্দরি আর দলিল লেখকের সাথে আগে-ভাগেই চুক্তি করে রেখেছে ত্রানিও

ভিনসেনসিওর আড়তে বসে যখন ব্যাপটিস্টা আর নকল ভিনসেনসিও বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন, ঠিক সে সময় সেখানে এসে হাজির হলেন আসল ভিনসেনসিও এবার বেজায় ঝগড়া আর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল দু ভিনসেনসিওর মধ্যে। এ বলে 'আমি আসল তুমি নকল', আর ও বলে 'তুমি নকল আমি আসল' শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে আসল ভিনসেনসিওরই জেলে যাবার জোগাড় ঠিক সে সময় বিয়ের পোশাকে সেজেগুজে সেখানে এল লুসেনসিও আর বিয়াংকা কিছুক্ষণ আগে তারা গির্জায় গিয়ে গোপনে বিয়ে করেছে। এতদিন পরে বাবাকে সামনে পেয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লুসেনসিও, আশীর্বাদ চাইল। ধনী ব্যবসায়ীর সুন্দরী মেয়েকে তার ছেলে বিয়ে করেছে জেনে তাদের উভয়কেই আশীর্বাদ করল ভিনসেনসিও। নকল ভিনসেনসিও যখন দেখতে পেল যে সবাই আসলকেই পাত্তা দিচ্ছে, তখন ধরা পড়ার আগেই সেখান থেকে সরে পড়ল সে

মনিব তার ছেলে বউকে আশীর্বাদ করছেন দেখে এবার এগিয়ে এল ত্রানিও লুসেনসিওর সাথে বিয়ে দেবার জন্য সে যা যা করেছে সব খুলে বলে মনিবের কাছে মার্জনা চাইল সে ত্রানিওর কাছ থেকে সব কথা শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড় ভিনসেনসিও আর ব্যাপটিস্টার ব্যাপটিস্টা ভাবতে পারেনি তার দুই মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে এত কাণ্ড ঘটে গেছে এবার দুই বেয়াই তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ের উৎসব করতে সত্বর এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন

নিমন্ত্রিত হয়ে স্ত্রী ক্যাথারিনাকে সাথে নিয়ে সেই ভোজসভায় এসেছে পেত্রুসিও বিয়াংকার আশা ছেড়ে দিয়ে অল্পদিন আগে হর্টেনসিও বিয়ে করেছে তার পরিচিত এক সুন্দরী বিধবা যুবতীকে ভোজসভায় সেও এসেছে স্ত্রীকে নিয়ে সবাই পেট পুরে ভোজ খাবার পর পরিবেশিত হল নানা সুস্বাদু পানীয় সাধারণত মেয়েরা ওসব খায় না তাই ক্যাথারিনা আর বিয়াংকা অন্দরমহলে চলে গেল হর্টেনসিওর বউকে সাথে নিয়ে।

মদিরা পানের সাথে সাথে শুরু হল ঠাট্টা তামাশা বিশেষ করে সবাই লেগেছে পেত্রুসিওর পেছনে ক্যাথারিনার মতো দজ্জাল মেয়েকে বিয়ে করে সে নাকি পস্তাচ্ছে, ভবিষ্যতে এর জন্য তাকে নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হবে এমনই সভার মনোভাব তিন বউয়ের মধ্যে ক্যাথারিনাই সবচেয়ে খারাপ হবে হাসি মশকরার মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই একথা বোঝাতে চাইছে পেত্রুসিওকে। কিন্তু এসব কথায় কান না দিয়ে এক মনে মদিরা পান করে চলেছে সে। শেষমেশ তার শ্বশুর ব্যাপটিস্টা যখন বললেন যে বউয়ের জন্যই সারা জীবন অশান্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আর প্রতিবাদ না করে পারল না। সবার সামনেই সে বলে বসল, 'লুসেনসিও আর হর্টেনসিওর বউ-এর চেয়ে আমার বউ ক্যাথারিনা অনেক বেশি বাধ্য আর সুশীলা। সে বাইবেলের অনুশাসনের মতো মনে করে স্বামীর কথাকে সে জানে স্বামীর আজ্ঞা পালন না করলে মহাপাতকী হতে হয় ' পেত্রুসিওর এ কথাকে রসিকতা বলে উড়িয়ে দিল সবাই '

তখন পেত্রুসিও বলল, 'আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার কথা সত্যি না মিথ্যা তা যাচাই করতে চান আপনারা? বেশ তো, তাহলে বাজি ধরুন' — পেত্রুসিওর স্বর আত্মবিশ্বাসে ভরা

ক্যাথারিনার স্বভাবের সাথে ভালোভাবেই পরিচিত লুসেনসিও আর হর্টেনসিও। তারা নিশ্চিত বাজি হেরে যাবে পেত্রুসিও তাই উভয়ে একশো মোহর করে বাজি ধরল সবাই জানে পুরুষদের মদিরা পানের আসরে মেয়েরা থাকে না আগে ভাগেই চলে যায়। তারা স্থির করল এই প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বাজি ধরবে ঠিক হল পেত্রুসিও লুসেনসিও আর হর্টেনসিও যে যার স্ত্রীকে টেবিলে আসার জন্য ডেকে পাঠাবে যার স্ত্রী আসবে সেই বাজি জিতবে।

সর্বপ্রথম লুসেনসিও ডেকে পাঠাল তার বউ বিয়াংকাকে কিন্তু সে না এসে জানিয়ে দিল অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সে আসতে পারবে না।

এবার হর্টেনসিও মিনতি জানিয়ে তার টেবিলে আসার জন্য অনুরোধ করল স্ত্রীকে কিন্তু সে এল না জানিয়ে দিল, পুরুষদের মদ্যপানের আসরে স্ত্রী লোকের যাবার নিয়ম নেই তাই আমি যেতে পারব না '

সর্বশেষে এল পেত্রুসিওর পালা সে একজন ভৃত্যকে ডেকে বলল, 'যা ভেতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বল সে যেন সব কাজ ফেলে এখনই এখানে চলে আসে '

সবাই ধরে নিল বদমেজাজি ক্যাথারিনা তো আসবেই না, উলটে কড়া জবাব পাঠিয়ে দেবে কিন্তু সবার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে ক্যাথারিনা চলে এল সেখানে এসেই বলল, 'কী হয়েছে, আমায় ডাকছ কেন?'

পেত্রুসিও বলল লুসেনসিও ডেকেছিল তোমার বোন বিয়াংকাকে আর হর্টেনসিও ডেকেছিল তার স্ত্রীকে কিন্তু তারা কেউ আসেনি স্বামী ডাকলে যে সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়, সে বোধ তাদের নেই আর সে শিক্ষাও কেউ তাদের দেয়নি। তুমি এসে প্রমাণ করেছ যে ওদের চেয়ে তুমি অনেক সুশীলা তোমার স্থান ওদের অনেক উপরে যাও, এবার ভেতরে গিয়ে ওদের দু'জনকে ডেকে নিয়ে এস।' ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে হর্টেনসিওর বউ আর ছোটোবোন বিয়াংকাকে সাথে করে নিয়ে এল ক্যাথারিনা।

সত্যিই বাজিমাত করে দিল পেত্রুসিও। তার শ্বশুর ব্যাপটিস্টাও খুশি হলেন এই দেখে যে তার বদমেজাজি মেয়ে কেমন শান্ত শিষ্ট হয়ে গেছে পেত্রুসিওর মতো স্বামীর হাতে পড়ে সবার সামনে তিনি জানিয়ে দিলেন মোটা পুরস্কার দেবেন বড়ো জামাইকে

দ্য টেম্পেস্ট

কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গেছে তবুও পশ্চিম দিগন্তে তার হালকা রক্তিম আভা এখনও ছড়িয়ে রয়েছে পালতোলা জাহাজের একটি বহর ভূমধ্যসাগরের ফেনিল জলরাশি ভেদ করে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে সেই বহরের প্রথম জাহাজটিতে রয়েছেন নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, ভাই সেবাস্টিয়ান, রাজপুত্র ফার্দিনান্দ এবং বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জালো। আড্রিয়ান ও ফ্রান্সিসকো সমেত রাজার কয়েকজন অমাত্যও রয়েছেন সেই জাহাজে। তাদের সাথে রয়েছেন আরও একজন — নাম অ্যান্টনিও বারো বছর আগে অন্যায়ভাবে সুযোগ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি মিলানের ডিউকের পদ দখল করেছিলেন।

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে এল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল সাথে সাথে প্রকৃতির চেহারাটা হঠাৎ বদলে গেল। প্রকৃতির শান্ত রূপটা যেন মন্ত্রবলে উধাও রাক্ষসীর মতো উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়া কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে বিশাল বিশাল ঢেউ তুলে মেতে উঠল তাণ্ডবলীলায় সেই তাণ্ডবের দাপটে জাহাজগুলি মোচার খোলার মতো অসহায়ভাবে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় দুলতে লাগল ঝোড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ এবং ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন রাজা অ্যালোনসো। প্রকৃতির এই ভয়াবহ রুদ্র চেহারা দেখে রাজার ভাই এবং অমাত্যরাও মনোবল হারিয়ে ফেললেন। তারা বারবার জাহাজের কাপ্তানকে ডেকে নিজেদের আশঙ্কার কথা জানাতে লাগলেন। জাহাজের কাপ্তান ছিলেন একজন অভিজ্ঞ নাবিক। তিনি জানতেন এরূপ ঝড়ের সময় জাহাজকে তীর ছেড়ে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ নইলে ঝড়ের দাপটে জাহাজ যে কোনো সময় তীরে আছড়ে পড়তে পারে এরূপ ঘটে গেলে ক'জন যাত্রী যে প্রাণে বাঁচবেন তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় তাই আর দেরি না করে তিনি উঠে গেলেন জাহাজের ডেকে সারেংকে ডেকে হুকুম দিলেন যেন মাঝিরা জোরে জোরে দাঁড় বেয়ে জাহাজকে মাঝসমুদ্রে নিয়ে যায়

সারেং চেঁচিয়ে মাঝিদের বললেন 'ভাই সব' যত জোরে পার দাঁড় টান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ মাঝসমুদ্রে নিয়ে চল ওখানে পৌঁছাতে পারলে এই ঝড়ের হাত থেকে আমরা কিছুটা নিরাপদে থাকতে পারব ভাইসব শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে চল

জাহাজের কাপ্তান ও সারেং যে মাঝিদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে যেতে বলেছেন সে কথা রাজা এবং সভাসদরা জানতেন না ঝড়ের বেগ বাড়ার সাথে সাথে তাদের উদ্বেগ ও অস্থিরতা বেড়েই চলেছে একসময় কাপ্তানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন ডিউক অ্যান্টনিও জাহাজের কেবিন থেকে বের হয়ে তিনি জাহাজের উপরের ডেকে চলে এলেন সামনে যাকে পেলেন তাকেই কাতরভাবে মিনতি জানাতে লাগলেন যেন তাদের সবাইকে তারা বাঁচায় কিছুক্ষণ আগেই কাপ্তান সারেংকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চলে গেছেন তার নিজের কামরায় এভাবে অ্যান্টনিওকে অস্থির হতে দেখে বিরক্ত হয়ে সারেং তাকে বলেন 'দয়া করে আপনি নীচে কেবিনে যান এভাবে

অযথা ঘ্যানর ঘ্যানর করে আমার মাথা গরম করবেন না আপনার জানা উচিত যে আমরা নাবিক, জলই আমাদের ঘরবাড়ি অনুগ্রহ করে নিচে কেবিনে গিয়ে আপনি ঈশ্বরকে ডাকুন সেই সাথে আমাদের উপর ভরসা রাখুন

সারেং তার কথা শেষ করার আগেই রাজার মন্ত্রী গঞ্জালো উঠে এসেছেন উপরের ডেকে সারেংয়ের কথা বলার ধরন ধারণ তার মোটেই পছন্দ হয়নি তিনি গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন 'ওহে! তোমরা কি জান এ জাহাজে কে রয়েছেন?'

সারেং বলল 'সে কথা অবশ্যই জানি হুজুর। এ জাহাজে রয়েছেন নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, তার ভাই সেবাস্টিয়ান রাজকুমার ফার্দিনান্দ। এছাড়া রয়েছেন আপনি এবং মিলানের মহামান্য ডিউক' একটু দূরে দাঁড়ানো ডিউককে ইশারা করে দেখিয়ে। তারপর সে বলল, 'আমায় ক্ষমা করবেন হুজুর আপনার বা মহামান্য রাজার কোনো আদেশ এই ঝড়-জলের ওপর কার্যকরী হবে না সমুদ্র তো রাজার প্রজা নয় যে তার আদেশ মান্য করবে। আমার অনুরোধ আপনারা দু'জনে নিচে যান যাতে আমরা ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পারি '

ডিউক অ্যান্টনিও বুঝতে পারলেন যে সারেং যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে। তাই তিনি চুপ করে গেলেন কিন্তু বুড়ো গঞ্জালো সারেং এর কথা মানতে চাইলেন না। তার ধারণা যে রাজার অমাত্য জেনেও সারেং তাকে অবজ্ঞা করছে প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে তিনি বলে উঠলেন 'এই সারেং ব্যাটা দেখতে যেমন হতচ্ছাড়া তেমনি তার কথাবার্তাও অসভ্য জংলির মতো। আমার মনে হয় এ ব্যাটা মরলেই আমরা বাঁচতে পারব হে যিশু তুমি আমাদের বাঁচাও ' এ কথা বলতে বলতে তিনি তার বুকে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন

সারেং চেঁচিয়ে মাঝিদের হুকুম দিলেন 'ভাইসব মাস্তুল আরও কিছুটা নামাও যে ভাবেই হোক আমাদের মাঝসমুদ্রে যেতে হবে।' ঠিক সেসময় নিচের কেবিনের যাত্রীরা প্রাণের ভয়ে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করল এর কিছুক্ষণ পর রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান এসে হাজির উপরের ডেকে জাহাজডুবির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনিও সারেংকে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন

সেবাস্টিয়ানকে দেখে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সারেং গলা চড়িয়ে বললেন, 'এবার আপনিও এসে পড়লেন। যান ' সবাই নিচে চলে যান এভাবে সবাই অস্থির হলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব তখন জাহাজও এগুবে না আর আপনারাও প্রাণে বাঁচবেন না আমি আবারও আপনাদের বলছি যে শান্ত হয়ে নিচে যান এবং এক মনে মা মেরিকে ডাকুন অনুগ্রহ করে বারবার এখানে এসে আমাদের বিরক্ত করবেন না

সারেংয়ের প্রচণ্ড ভর্ৎসনা খেয়ে তারা তিনজনই চুপ করে গেলেন আর কথা না বাড়িয়ে তারা নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগুলেন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিজের মনে গঞ্জালো বলতে লাগলেন 'আমি জানি যে ঈশ্বরের যা অভিপ্রায় তাই হবে। তবুও সমুদ্রের জলে ডুবে সবার চাইতে শুকনো মাটিতে জমিতে মরাই শ্রেয়।' কিন্তু ডিউক ও রাজভ্রাতা সেবাস্টিয়ান কেউ তার সাথে একমত নন তারা সবাই নিজেদের কেবিনে ফিরে এসে প্রার্থনায় রত হলেন ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলেন নিজ নিজ ভাগ্যকে

প্রচণ্ড সেই ঝড়ের মাঝে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে এগুতে লাগল জাহাজের বহর

দুই

পেছনদিকে এবার কিছুটা ফেরা যাক। বারো বছর পূর্বে অ্যান্টনিও-র বড়ো ভাই প্রসপেরো ছিলেন মিলানের ডিউক তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন ছোটো ভাইকে। একটু বেশি বয়সে প্রসপেরোর স্ত্রী একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন প্রসপেরো তার নাম রাখলেন মিরান্দা বেশি বয়েসের সন্তান হবার দরুন মেয়েকে সবটুকু স্নেহ-ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন প্রসপেরো। কিন্তু ছোটো ভাই অ্যান্টোনিও একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন বড়ো ভাইয়ের উপর তিনি ধরেই নিয়েছেন যে ভাইঝি মিরান্দা বড়ো ভাইয়ের কাছে প্রাপ্য তার স্নেহ-ভালোবাসায় ভাগ বসিয়েছে সে না জন্মালে কখনই এরূপ হত না

মিরান্দা যখন খুব কমবয়সি সে সময় তার মা মারা যান স্ত্রী বিয়োগে প্রসপেরো মনে খুব আঘাত পেলেন ছোটো ভাইকে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিয়ে তিনি পড়াশোনা নিয়ে মগ্ন হলেন তার গভীর আগ্রহ ছিল গুহ্যবিদ্যা ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ, মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়নের দরুন অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি অনায়াসে সে সব বিদ্যা অর্জন করলেন দিনরাত শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা ও বই-পত্রের জগতে মগ্ন থাকার দরুন তিনি জানতেও পারলেন না যে ছোটো ভাই অ্যান্টনিও কখন কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে নিজের ইচ্ছে মতো পদোন্নতি এবং নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রথমেই তিনি হাত করলেন বড়ো ভাই প্রসপেরোর বিশ্বস্ত ও অনুগামী কর্মচারীদের ধীরে ধীরে এদের সাহায্যে অ্যান্টনিও মিলানের শাসন ক্ষমতা দখল করলেন। সেই সাথে তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন যে প্রসপেরো নন, তিনিই মিলানের আসল ডিউক। কিন্তু মুখের কথা তো সবাই মেনে নেবে না তার জন্য রাজকীয় স্বীকৃতির প্রয়োজন তাই রাজকীয় স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এবার তিনি দেশের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মিলানের পুরোনো শত্রু ছিল নেপলস অ্যান্টনিও গোপনে নেপলসের রাজার সাথে এই শর্তে চুক্তি করলেন যে স্বাধীন মিলান হবে নেপলসের শাসনাধীন প্রচুর টাকা পয়সা ও ধন রত্নের সাহায্যে প্রথমেই তিনি হাত করলেন ডিউক প্রসপেরোর অনুগত সেনাবাহিনীর কিছু সৈন্যকে নেপলসের সৈন্যবাহিনী রাতের অন্ধকারে মিলান আক্রমণ করতে এলে তিনি সবার নজর এড়িয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদের সাহায্যে মিলানের প্রবেশদ্বার খুলে দিলেন দ্বার খোলা পেয়ে বন্যার জলের মতো ঢুকে পড়ল নেপলস বাহিনী শহরের ভিতর একপ্রকার বিনা যুদ্ধেই তারা দখল করল মিলান শহর এভাবে হেরে গিয়ে তারা বাধ্য হল চিরশত্রু নেপলসের অধীনতা স্বীকার করতে এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ নেপলসের রাজা অ্যান্টনিওকে মিলানের ডিউক রূপে স্বীকৃতি দিলেন

ইচ্ছে হলেই অ্যান্টনিওর পক্ষে প্রসপেরো এবং মিরান্দাকে মেরে ফেলা মোটেই কষ্টকর ছিল না কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তিনি তা করলেন না অন্য পথে এগোলেন অ্যান্টনিওর হুকুমে তার লোকেরা একটা বড়ো গাছের গুঁড়ির পচা খোল জোগাড় করে সেটা সমুদ্র তীরের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। তারপর এক গভীর রাতে যখন সমস্ত শহর ঘুমে নিমগ্ন, অ্যান্টনিওর লোকেরা প্রসপেরো ও তার মেয়ে মিরান্দাকে এক নৌকায় তুলল তারা নৌকা বেয়ে গাছের গুঁড়ির খোলটা যেখানে ছিল সেখানে চলে এল বাবা ও ঘুমন্ত মেয়েকে নৌকা থেকে নামিয়ে তারা উভয়কে সেই গাছের পচা গুঁড়ির খোলে তুলে দিল এরপর পেছন থেকে ঠেলে গভীর সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল সেই গুঁড়িটা সেই গাছের গুঁড়ির পচা খোল নৌকার মতো ঢেউয়ের দোলায়

ভাসতে ভাসতে দু-জন জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে এল গভীর সমুদ্রে নিজ হাতে বাবা এ সব কাজ করল তাদের একজন হলেন বয়স্ক গঞ্জালো এক সময় যিনি ছিলেন প্রসপেরোর অনুগত খুব কাছের মানুষ। মনিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অ্যান্টনিওর দলে ভিড়ে গেলেও প্রসপেরো ও তার মেয়ে মিরান্দার উপর তিনি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন সেই সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে গঞ্জালো প্রচুর খাবার, পানীয় জল, দু-জনের পরবার মতো যথেষ্ট জামা কাপড় এবং প্রসপেরোর নিত্য সঙ্গী বইগুলিকে তিনি আগেই রেখে দিয়েছিলেন গাছের গুঁড়ির সেই পচা খোলের মধ্যে পরবর্তীকালে গঞ্জালো নেপলসের রাজার অমাত্য পদে বহাল হন ভূমধ্যসাগরের জলে ভাসতে ভাসতে পরম করুণাময় ঈশ্বরের অসীম কৃপায় একদিন প্রসপেরো ও মিরান্দা উপস্থিত হলেন জনমানবহীন এক অজানা দ্বীপে সেখানে পাহাড়ের এক গুহায় তিনি মেয়েকে নিয়ে শুরু করলেন এক নতুন জীবন ছোট্ট মেয়ে মিরান্দার তখন জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। সেই অজানা দ্বীপে প্রকৃতির মাঝখানে থেকে প্রসপেরো তার মেয়েকে মানুষ করে তুলতে লাগলেন সবরকম বিদ্যার তাকে পারদর্শী করে তুললেন। দেশ থেকে নির্বাসিত হবার পর এভাবে কেটে গেল বারোটি বছর এখন মিরান্দা আর সেই ছোটো মেয়েটি নেই কৈশোর পেরিয়ে সে এখন পুরোপুরি যুবতি। বারো বছর আগে তার জীবনে যা কিছু ঘটেছিল, তা সবই একে একে মেয়েকে বললেন প্রসপেরো বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মিরান্দা ভাবছিল কতদূর লোভী এবং স্বার্থপর হলে মানুষ তার বড়ো ভাই এবং ভাইঝির সাথে এরূপ নৃশংস আচরণ করতে পারে হঠাৎ এ সময় সমুদ্রের দিক থেকে একসঙ্গে অনেক বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল। তা শুনে ব্যাকুল হল মিরান্দার হৃদয়। সে বুঝতে পারল গভীর সমুদ্রে জাহাজডুবির জন্যই বিপন্ন মানুষের গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঐ আর্তনাদ। সে ব্যাকুল হয়ে বাবার কাছে জানতে চাইল ঐ বিপন্ন মানুষগুলির কী হবে— কে তাদের রক্ষা করবে।

মেয়ের উদ্বেগ দেখে হেসে তাকে আশ্বস্ত করলেন প্রসপেরো, বললেন, 'তোমার কোনও ভয় নেই মা। তুমি বিশ্বাস করো, দূরের ঐ জাহাজটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ডুবলেও ওর যাত্রীদের কোনও ক্ষতি হয়নি আর এও জেনো যে শুধু তোমার কথা মনে ভেবেই আমায় এ কাজ করতে হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো জাদুবিদ্যার সাহায্যে যে বিপুল ক্ষমতা অর্জন করেছি তার দ্বারা আমি সমস্ত প্রকৃতির উপর আধিপত্য খাটাতে পারি জেনে রেখো, আমারই ইচ্ছায় সবাই প্রাণে বেঁচেছে, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি মা মিরান্দা। সবকিছু হারিয়ে এই দ্বীপে আসার পর মনুষ্য সমাজের সবকিছু বিদ্যা আমি তোমাকে শিখিয়েছি অন্যান্য রাজকুমারী অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্যা এবং জ্ঞান তুমি অর্জন করেছ '

মিরান্দা বলল 'বাবা সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে কেন তুমি এভাবে সমুদ্রে ঝড় সৃষ্টি করে জাহাজডুবি ঘটালে?

প্রসপেরো বললেন, 'মিরান্দা জাদুবিদ্যার প্রভাবে আমি জানতে পেরেছি যে ভাগ্য এখন আমাদের সহায় ' এ কথা বলতে বলতে ভারি হয়ে আসে প্রসপেরোর গলা। তিনি বলে চলেন, 'জীবজগতের নিয়ামক যে দৈব তারই নির্দেশে আমি সমুদ্রে ঝড় সৃষ্টি করে জাহাজডুবি ঘটিয়েছি আর সে জন্যই আমার পুরনো শত্রুরা তাদের প্রাণ বাঁচাতে এ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। আমার হারিয়ে যাওয়া ভাগ্যকে ফিরে পাবার জন্য জাহাজডুবির মতো অঘটনের সুযোগ আমায় নিতেই

হবে। এ সুযোগ হারালে আর ফিরে পাব না' — বলতে বলতে নিজের পোশাকের দিকে ইশারা করে মিরান্দাকে বললেন, 'আমার সমস্ত জাদুশক্তি লুকিয়ে আছে এই পোশাকের ভেতরে। কিন্তু আর নয় মা, এক নাগাড়ে আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার চোখের চাউনি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। তোমার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। এবার কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। লক্ষ্মী মেয়ে! এবার চোখ বুজে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও তাহলেই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়া হবে আর সেই সাথে ক্লান্তিও দূর হবে।'

মিরান্দা ঘুমিয়ে পড়ার পর কিছুক্ষণ তার দিকে স্নেহমাখানো দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্রসপেরো, তারপর বেরিয়ে এলেন গুহার বাইরে চারপাশে দৃষ্টিপাত করে যেন কাউকে আহ্বান করছেন এভাবে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। কিছুক্ষণ পর একঝলক বাতাস তার সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল প্রসপেরো সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে প্রিয়তম অশরীরী এরিয়েল, তুমি আমার সামনে এস। যে আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তুমি কি ঝড়কে দিয়ে সে কাজ করিয়েছ? বলো! চুপ করে থেক না!'

এ কথা বলার সাথে সাথেই ঘটে গেল অদ্ভুত এক ঘটনা। বাতাসের সেই ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে এল অশরীরী এক পেত্নী—পরমাসুন্দরী এরিয়েল, ভাষায় যার রূপ বর্ণনা সম্ভব নয়। মাথা নত করে প্রসপেরোকে অভিনন্দন জানিয়ে সরু গলায় সেই পেত্নী উত্তর দিল 'আপনি আমার প্রণাম নেবেন প্রভু আপনার আদেশ অনুযায়ী আমি অনুচরদের সাহায্যে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছি সে ঝড়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে জাহাজের নাবিকেরা ভুল করে এ দ্বীপের কাছে চলে এসেছে। এরপর অনুচরেরা রাজার জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্রমে সে আগুন অন্য জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে ঝড়ের তাণ্ডবে অসহায় হয়ে তারা এমন অস্থির হয়ে পড়ে যে জাহাজে আগুন লাগা দেখেই তারা দিশাহারা হয়ে এক এক করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রে — তাদের দেখাদেখি অন্য জাহাজের যাত্রীরাও ঝাঁপ দেয়।

গম্ভীর স্বরে এরিয়েলকে বললেন প্রসপেরো, 'আমি জানি যে দুষ্টুমি আর বদমাশিতে তোমার জুড়ি নেই তা ওরা সবাই প্রাণে বেঁচে গেছে তো? কারও কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

এরিয়েল জবাব দিল, 'না প্রভু। নাবিক ও যাত্রীদের কোনও ক্ষতি হয়নি। সবাই নিরাপদে তীরে উঠেছে। তীরে ওঠার পর নাবিকেরা রাজার জাহাজের পাটাতনের নিচে শুয়ে পড়েছে এমনিতেই ঝড়ের মাঝে জাহাজ চালিয়ে তারা খুব শ্রান্ত, তারপর আমি যে ভাবে মায়াজাল বিস্তার করেছি তার প্রভাবে সবাই এখন অজ্ঞান। আমার অনুচরেরা নাবিকসমেত রাজার সেই জাহাজকে বারমুডা দ্বীপের মধ্যে এক জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি আমি ও আমার অনুচরেরা জাহাজের যাত্রীদের নানাদলে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা করেছি তাদের মধ্যে নেপলসের রাজা, তাঁর ভাই, মিলানের বর্তমান ডিউক, রাজার অমাত্যগণ — এরা সবাই রয়েছেন তীরে উঠে শ্রান্ত হয়ে ফার্দিনান্দ বসে আছেন

প্রসপেরো বললেন, 'আমি তোমার কাজে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, এরিয়েল। আমার প্রতিটি নির্দেশ তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ

বিবর্ণ স্বরে এরিয়েল বলল, 'আপনার নির্দেশ আমি যথাযথভাবে পালন করেছি কিন্তু কাজ দেবার সময় আপনি যে বলেছিলেন আমায় চিরদিনের মতো মুক্তি দেবেন, সে প্রতিশ্রুতি আপনি আজও রক্ষা করেননি '

এরিয়েলকে আশ্বস্ত করে প্রসপেরো বললেন, 'তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি আজও ভুলিনি আমার কাজ শেষ হলে তোমায় চিরকালের মতো মুক্তি দেব বলেছিলাম কিন্তু আমার কাজ তো

আজও শেষ হয়নি আমি যেমন বলছি, আমার কাজ শেষ হলেই তোমায় চিরকালের মতো মুক্তি দেব এত শীঘ্র তুমি কী করে ভুলে গেলে সেই ডাইনিবুড়ি সাইকোরাক্সের কথা   যে গাছের কোটরে দিন-রাত তোমায় আটকে রেখে অসহ্য যন্ত্রণা দিত? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সেই ডাইনির অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে একদিন আমিই তোমায় বাঁচিয়েছিলাম? কি সে সব কথা মনে পড়ছে?'

এতদিন বাদে সেই দুষ্টু ডাইনি সাইকোরাক্সের নাম প্রসপেরোর মুখে শুনে চমকে উঠল এরিয়েল। সেই সাথে তার মনে পড়ে গেল একসময় ওই ডাইনি তার উপর কী অত্যাচারই না করেছে

জাদুবলের মাধ্যমে আলজিয়ার্সের বাসিন্দা সেই দুষ্টু ডাইনি সাইকোরাক্স সমস্ত প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল যখন-তখন ইচ্ছামতো মানুষের ক্ষতি করাই ছিল তার কাজ সে কারণে সাধারণ মানুষ তাকে ভয় পেত   তার কুনজর কখন কার উপর পড়ে সে ভয়ে সবাই তটস্থ থাকত মানুষেরা মুখ বুজে সেই অত্যাচার সহ্য করত কারণ জাদুবলের কাছে তারা ছিল একান্তই অসহায়

সাইকোরাক্সের অত্যাচার একসময় এমন বেড়ে গেল যে আলজিয়ার্সের বাসিন্দারা সবাই খেপে উঠে স্থির করল যে তাকে মেরে ফেলা হবে কিন্তু কিছুদিন আগেই গর্ভবতী হয়েছে সেই ডাইনি। তার গর্ভের সন্তানের কথা মনে রেখে বাসিন্দারা স্থির করল যে মৃত্যু নয়, তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে একরূপ স্থির করে একদিন তারা দলবলে হানা দিল ডাইনির আস্তানায়। হাতের কাছে জাদুবিদ্যার যে সমস্ত বই-পত্র ও উপকরণ হাতে পেল তা সবই তারা পুড়িয়ে ছাই করে দিল এ সবের জন্য সাইকোরাক্স মোটেই তৈরি ছিল না একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে আঙুল মটকে শয়তানের নামে তাদের শাপ-শাপান্ত করতে লাগল এবার সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর জোর করে মাথা ন্যাড়া করে মারতে মারতে আধমরা করল তাকে তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল সমুদ্রতীরে এক কাপড়ে সাইকোরাক্সকে নৌকায় তুলে দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সেই নৌকা ভাসিয়ে দিল জলে। ভূমধ্যসাগরের বুকে অজানা এক নির্জন দ্বীপে গর্ভবতী সাইকোরাক্সকে নামিয়ে দিয়ে মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরে গেল আলজিয়ার্সে। সাইকোরাক্স নূতন করে সেই নির্জন দ্বীপে বাসা বাঁধল কিছুদিন বাদে তার এক ছেলে হল ছেলের নাম রাখল ক্যালিবান

সুন্দরী পেত্নী এরিয়েল ঐ নির্জন দ্বীপে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াত জাদুবিদ্যার সাহায্যে সাইকোরাক্স এরিয়েল ও তার অনুচরদের নিজের গোলাম বানিয়ে ফেলল, এরিয়েলকে নানাভাবে ব্যবহার করতে লাগল তার স্বার্থসিদ্ধির কাজে একবার সে এরিয়েলকে একটা খারাপ কাজ করার নির্দেশ দিলে এরিয়েল তা করতে অসম্মত হয়। তার হুকুম না মানায় বেজায় রেগে যায় সাইকোরাক্স   মন্ত্রবলে সে এরিয়েলকে একটা পাইন গাছের কোটরে আটকে রাখে। গাছের কোটরে আটকে থাকা এরিয়েল যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদত। তার যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ শুনে বনের নেকড়ে বাঘ ও ভালুকেরাও চিৎকার করে উঠত অথচ সে আর্তনাদ শুনে পৈশাচিক আনন্দে নেচে উঠত সাইকোরাক্স এ ভাবে একটানা বারো বছর কাটবার মাঝে একদিন মৃত্যু হল সাইকোরাক্সের কিন্তু গাছের কোটর থেকে এরিয়েলকে মুক্তি দেবার কথা একবারও তার মনে হল না।

এর কিছুদিন বাদেই মেয়েকে নিয়ে প্রসপেরো সেই দ্বীপে আশ্রয় নিলেন ঘটনাচক্রে প্রসপেরো একদিন ওই গাছের কাছে এল কোটরে বন্দি এরিয়েলের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি

সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে গাছের কোটরে বন্দি এরিয়েলকে দেখতে পেলেন তিনি জাদুশক্তির সাহায্যে তিনি বুঝতে পারলেন যে এরিয়েল কাতরস্বরে তার কাছে মুক্তির আবেদন জানাচ্ছে। প্রসপেরো এরিয়েলকে জানালেন যে শুধুমাত্র একটি শর্তে তিনি তাকে মুক্ত করতে পারেন এরিয়েল সে শর্তের কথা জানতে চাইল। তখন প্রসপেরো বললেন যে তার কয়েকটি কাজ তাকে করে দিতে হবে তাহলেই তিনি চিরকালের মতো তাকে মুক্তি দেবেন। এরিয়েল জানাল যে সে তার শর্তে রাজি তখন প্রসপেরো মন্ত্রশক্তি ও যাদুবিদ্যার সাহায্যে তাকে মুক্ত করে দিলেন ফলস্বরূপ প্রেত্নী এরিয়েল ও তার অনুচরেরা সবাই প্রসপেরোর বাধ্য হয়ে গেল।

বারো বছর তাকে গাছের কোটরে আটকে রাখার জন্য সাইকোরাক্সের উপর খুবই চটে গেল এরিয়েল। আগেই বলেছি এরিয়েলকে গাছের কোটর থেকে প্রসপেরো মুক্তি দেবার বহু আগেই সাইকোরাক্সের মৃত্যু হয়েছিল মুক্তি পেয়েই সে সাইকোরাক্সের উপর জমে থাকা রাগের বদলা নিতে শুরু করল ছেলে ক্যালিবানের উপর সুযোগ মতো কখনও সে ক্যালিবানের চুল ধরে টানে, আবার কখনও বা এমনভাবে চিমটি কাটে যে ক্যালিবান যন্ত্রণায় দ্বীপের এ পাশ থেকে ওপাশে ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় এরিয়েলের অশরীরী অনুচরেরাও প্রভুর ন্যায় সুযোগ পেলেই ক্যালিবানকে জ্বালাতে থাকে

বিনীত গলায় এরিয়েল প্রসপেরোকে বলল 'অতীতের কথা আমি ভুলিনি প্রভু তবে আপনার অনেক কাজ যে এখনও আমায় করতে হবে তা আমি বুঝতে পারিনি আমায় মার্জনা করবেন এবার থেকে আপনি যা বলবেন তা পালন করব '

গম্ভীর স্বরে প্রসপেরো বললেন, 'মনে রাখবে, আমার সম্পর্কে কোনও ক্ষোভ বা বিরক্তির কথা তোমার মুখে শুনতে পেলে আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ব না সাইকোরাক্স যেমন পাইনগাছের ভেতর আটকে রেখেছিল, আমিও তেমনি এক গাছের গুঁড়ির ভেতর তোমায় আটকে রাখব। পূর্বের ন্যায় আবার বারো বছর তোমায় বন্দি জীবন কাটাতে হবে তা যতই না গাছের ভেতর তুমি চিৎকার চেঁচামেচি কর।'

প্রসপেরোর মুখে এ কথা শুনে এরিয়েল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি প্রভু যে আর কখনও আপনার সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করব না দয়া করে এরূপ কঠোর শাস্তি আপনি আমায় দেবেন না '

এরিয়েলের কথা শুনে খুশি হয়ে প্রসপেরো বললেন 'এবার মন দিয়ে শোন তোমায় কী করতে হবে তুমি জলপরি সেজে আমার কাছে এখনই চলে এস তারপর বলে দেব তোমায় কী করতে হবে আর মাত্র দুটো দিন বাদেই আমি তোমাদের সবাইকে চিরকালের জন্য স্বাধীন করে দেব '

এরিয়েল চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই জলপরির সাজে আবার ফিরে এল।

তা দেখে প্রসপেরো বললেন 'বা! জলপরির সাজে তোমায় সুন্দর মানিয়েছে তো! এবার এই সাজে চলে যাও সমুদ্রের ধারে। আমার মুখের কাছে কানটা নিয়ে এস সেখানে গিয়ে কী করতে হবে তা তোমায় কানে কানে বলে দিচ্ছি। দেখবে, আমি ছাড়া আর কেউ যেন এই সাজে তোমায় দেখে না ফেলে '

প্রসপেরোর মুখের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে এরিয়েল বলল আপনার কথাই শিরোধার্য ' তখন প্রসপেরো এরিয়েলের কানে ফিসফিস করে কিছু নির্দেশ দিলেন

'আপনার নির্দেশ আমি যথাযথভাবে পালন করব' এ কথা বলে জলপরির সাজে সজ্জিত এরিয়েল অদৃশ্য হয়ে গেল

তিন

জঙ্গলের পথ বেয়ে ফিরে আসছে প্রসপেরোর চাকর ক্যালিবান, মাথায় তার এক বোঝা কাঠ রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে সে প্রতিবার আঙুল মটকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে তার মনিব প্রসপেরোকে সে একাই যে তার মায়ের সম্পত্তি এই দ্বীপের মালিক সে কথা সে জ্ঞানলাভ হবার পরই জেনেছে মৃত্যুর আগে তার মা সাইকোরাক্স এই সম্পত্তির মালিকানা তাকে দিয়ে গেছে তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এই প্রসপেরো ক্যালিবানকে কোনও পাত্তা না দিয়ে তিনি হয়ে বসেছেন এই দ্বীপের একচ্ছত্র আর ক্যালিবান হয়েছে তার ফাই ফরমাস খাটা চাকর

ডাইনি সাইকোরাক্স ছিল শয়তানের উপাসক তার গর্ভে শয়তানের শক্তি নিয়ে এসেছিল ক্যালিবান, তাই সে জন্মেছিল ভয়ংকর কুৎসিত চেহারা নিয়ে তার মুখখানা যেমন ছিল বাঁদরের মতো স্বভাব চরিত্রও ঠিক তেমনি

ক্যালিবানকে সভ্য মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রসপেরো তাকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের গুহায় তিনি তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি ক্যালিবান চেয়েছিল প্রসপেরোর স্নেহ-ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে তার মেয়ে মিরান্দাকে উপভোগ করতে কিন্তু তার মতলব বুঝতে পেরে প্রসপেরো সাবধান হয়ে গেলেন। লেখাপড়া শিখিয়ে ক্যালিবানকে সভ্য করা সম্ভব নয় বুঝে তিনি তাকে কাঠ কাটা, জল আনা, গুহার ভেতর আগুন জ্বালানো এসব কঠিন কাজের দায়িত্ব দিলেন সেই সাথে পেত্নী এরিয়েলকে তিনি ক্যালিবানের উপর সর্বদা নজর রাখতে বললেন, যাতে ক্যালিবান কাজে ফাঁকি দিতে বা মিরান্দার ধারে কাছে পৌঁছাতে না পারে

ক্যালিবানকে প্রসপেরো যখন প্রথম দেখেছিলেন তখন মনের ভাব প্রকাশ করার মতো কোনও ভাষা সে শেখেনি, জন্তু জানোয়ারের মতো গোঙানির আওয়াজ করে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করত তাকে মানুষের মতো কথা বলতে শেখালেন প্রসপেরো তিনি তাকে মানুষের ভাষা শেখালেন আর সে কাজে তাকে সাহায্য করল মেয়ে মিরান্দা। কিন্তু মানুষের ভাষা শিখে ডাইনির ছেলে ক্যালিবান তাকে সবসময় গালি গালাজ এবং শাপান্ত করতে লাগল। প্রথম প্রথম প্রসপেরো বেত মেরে তার স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করলেন আর সেই সাথে এও বুঝিয়ে দিলেন যে তার মার মতো তিনিও জাদুশক্তিতে বলীয়ান— প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে তিনি সক্ষম। তার আদেশ অমান্য করলে তিনি তাকে এমন অসুস্থ করে দেবেন যে দিনরাত শুয়ে শুয়ে আর্তনাদ করা ছাড়া তার আর কিছুই থাকবে না ক্যালিবানকে তিনি এ বলে সাবধান করে দিলেন যে তার দুর্দশা দেখে বনের পশুপাখিরাও শিউরে উঠবে

প্রসপেরোর এ ভয় দেখান যে অমূলক নয় তা ভালোভাবেই জানত ক্যালিবান তার জাদুবলের পরিচয় পেয়ে ক্যালিবানের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তার মা'র গুরু সেস্টেসের চেয়েও প্রসপেরো অনেক বেশি শক্তিশালী। ইচ্ছে করলে প্রসপেরো স্বয়ং সেস্টেসকেই চাকর বানিয়ে রাখতে পারেন।

জাদুবলে এরিয়েলকে বারো বছর পাইন গাছের ফাটলে আটকে রেখেছিল ডাইনি সাইকোরাক্স আগেই বলা হয়েছে যে সেই বন্দিদশা থেকে এরিয়েলের মুক্তি পাবার বহু পূর্বেই মৃত্যু হয়েছিল

সেই ডাইনির। এমনিতেই এরিয়েলের রাগ ছিল সাইকোরাক্সের উপর। এবার ক্যালিবানের উপর নজর রাখার দায়িত্ব পেয়ে সেই পুরোনো রাগের ঝাল ঝাড়তে লাগল সে তার উপর। যখন তখন অদৃশ্য হয়ে সে ক্যালিবানকে চিমটি কাটে কখনও বা বাঁদর হয়ে ভেংচি দেয় আবার কখনও হাওয়ার ঝড় তুলে কাদার মধ্যে ফেলে দেয় ক্যালিবানকে শরীর থেকে কাদা মুছে ফেললেই এরিয়েল শজারুর রূপ ধরে তেড়ে আসে তার দিকে। শজারুর কাঁটার ভয়ে ক্যালিবান পালিয়ে যায় সুযোগমতো এভাবেই ক্যালিবানকে জ্বালাতন করে এরিয়েল

ক্যালিবানকে বশে রাখার জন্য প্রসপেরো একখণ্ড ভারী পাথর শেকল দিয়ে বেঁধে সেই শেকলটা আটকে দিয়েছেন তার পায়ে ফলস্বরূপ ক্যালিবান আর দৌড়ে পালাতে পারে না সব সময় তাকে চলাফেরা করতে হয় সেই ভারী পাথরের বোঝা বয়ে

প্রসপেরো ও তার অশরীরী অনুচর এরিয়েলকে মনের সুখে গালিগালাজ আর শাপশাপান্ত করতে করতে কাঠের বোঝা নিয়ে প্রসপেরোর গুহার দিকে এগুতে থাকে ক্যালিবান

চার

যুবরাজ ফার্দিনান্দ একাকী বসে রয়েছে সমুদ্রতীরে সেই দ্বীপের নির্জন বালুকাবেলায়। তার মনে পড়ছে জাহাজডুবিতে মৃত তার বাবা নেপলসের রাজার কথা সে কথা ভেবে তার মন খুব খারাপ। ঠিক সে সময় তার কানে ভেসে এল যুবতির মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে প্রেমের গান ফার্দিনান্দ মুগ্ধ হলেন সে গান শুনে কিন্তু বারবার চারদিকে তাকিয়েও তিনি গায়িকাকে দেখতে পেলেন না। তিনি ধরেই নিলেন যে কোনও অশরীরী এই গান গাইছে। ফার্দিনান্দ মন দিয়ে শুনতে লাগলেন সে গান গান শুনে মাঝে মাঝে চমকে উঠলেন তিনি। মনোযোগ দিয়ে গান শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে গানের কথাগুলির মাধ্যমে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ শোনান হচ্ছে তাকে এবার বিষণ্ণ ভাব কেটে গিয়ে তার মনে জেগে উঠল কৌতূহল। সে কৌতূহল মেটাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফার্দিনান্দ এগিয়ে গেলেন দ্বীপের কোথায় কী আছে দেখতে।

গুহার বাইরে গাছের ছায়ার নিচে বসে আছেন প্রসপেরো। তার পাশে বসে গল্প করছে মিরান্দা সে এ পর্যন্ত প্রসপেরো ও ক্যালিবান ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে দেখেনি তাই ফার্দিনান্দকে এগিয়ে যেতে দেখে সে তাকে অশরীরী বলে ধরে নিল মুখ ফুটে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা ঐ যে সুপুরুষ যুবক পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, সে কি আমাদের মতো মানুষ, না কি অশরীরী? এর তো শরীর রয়েছে অশরীরীর কি কোনও শরীর থাকে? তারা কি এমন সুন্দর দেখতে হয়?'

ফার্দিনান্দের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রসপেরো মিরান্দাকে বললেন, 'তুমি কি এই যুবকটির কথা বলছ? ও মোটেই অশরীরী নয় কিছুক্ষণ আগে যে জাহাজটি ডুবেছে ও তারই যাত্রীদের একজন। ও এখন অন্য যাত্রীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে'

মিরান্দা আপন মনে বলে ওঠে এমন সুপুরুষ মানুষ তো আগে দেখিনি!'

ততক্ষণে মিরান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ফার্দিনান্দ মিরান্দার মতো একজন সুন্দরী যুবতিকে এই নির্জন দ্বীপে দেখতে পেয়ে সে চমকে উঠল কিছুক্ষণ আগে মিরান্দা যেমন ভেবেছিল যে এই যুবকটি অশরীরী তেমনি ফার্দিনান্দেরও মনে হল এই যুবতিটি মানবী নয়, দেবী সে ধরে নিল যে এই দেবী এই অজানা নির্জন দ্বীপের অধীশ্বরী সাথে সাথে শ্রদ্ধাবনত হয়ে সে কবিতায় দেবীবন্দনা করল

অচেনা এক যুবকের মুখে নিজের রূপের বন্দনা শুনে মিরান্দা লজ্জিত হয়ে বলল 'আপনি ভুল করছেন। আমি দেবী নই, আপনার মতো রক্ত-মাংসের এক সাধারণ মানুষ আমি এই দ্বীপে থাকি, তবে এর রানি বা অধীশ্বরী নই '

মিরান্দার কথা শুনে ফার্দিনান্দ অবাক হয়ে আপন মনে বলল, 'তাইতো, এ যে আমারই মতো মানুষের ভাষায় কথা বলছে!'

অভিজ্ঞ প্রসপেরো এতক্ষণ ধরে দুজনকেই লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। উভয়ের কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রথম দর্শনেই ফার্দিনান্দ ও মিরান্দা একে অন্যের প্রেমে পড়েছে কিন্তু দুজনের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে তিনি যাচাই করতে চাইলেন যে মিরান্দার প্রতি ফার্দিনান্দের প্রেম কতটা সাচ্চা। ফার্দিনান্দের দিকে এগিয়ে এসে কঠোর স্বরে বললেন 'কে তুমি? কী তোমার পরিচয়? তুমি কোথায় এসেছ?'

প্রসপেরোর কথা শুনে ফার্দিনান্দ অবাক হয়ে বলল, 'আপনি দেখছি নেপলসের ভাষায় কথা বলছেন। যাই হোক, আমার পরিচয় আমি নেপলসের রাজপুত্র আমরা জাহাজে করে সমুদ্রে যাচ্ছিলাম। জাহাজে ছিলেন আমার বাবা নেপলসের রাজা, তার ভাই, মিলানের বর্তমান ডিউক অ্যান্টনিও, বয়স্ক অমাত্য গঞ্জালো, পারিষদবর্গ এবং অন্যান্য আরও অনেকে কিছুক্ষণ যাবার পর প্রচণ্ড ঝড় উঠল সমুদ্রে আর সেই ঝড়ের তাণ্ডবে উপকূলের কাছাকাছি এসে আমাদের জাহাজ ডুবে গেল যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র আমিই কোনওভাবে সাঁতরে তীরে এসে প্রাণে বেঁচেছি '

ফার্দিনান্দকে লক্ষ্য করে প্রসপেরো আপন মনে বললেন, 'যদি তুমি সত্যিই যোগ্য হও তাহলে মিলানের ডিউক ও তার সাহসী মেয়েই তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাবে। সাবাস এরিয়েল। এবার সত্যিই তুমি আমার মনের মতো কাজ করেছ শুধু এরই বিনিময়ে আমি তোমায় মুক্তি দেব '

ফার্দিনান্দের দিকে তাকিয়ে প্রসপেরো বললেন, 'এই যে মশাই, আমি আপনাকে বলছি আপনি একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছেন। সে ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলতে চাই '

প্রসপেরোর কথা শুনে মিরান্দা বলল, 'বাবা। একে নিয়ে মাত্র তিনজন মানুষ দেখলাম। এ দ্বীপে ইনি সবে এসেছেন তাহলে এর সাথে কেন এরূপ কঠিন ব্যবহার করছ?'

আবেগমেশানো গলায় ফার্দিনান্দ মিরান্দাকে বলল 'যদি তুমি কুমারী হও আর কাউকে ভালো না বেসে থাক তাহলে কথা দিচ্ছি তোমায় নেপলসের যুবরানি বানাব।'

ফার্দিনান্দের দিকে দু চোখ পাকিয়ে তাকালেন প্রসপেরো— বললেন, 'এই যে মশাই! আমি আপনাকেই বলছি আপনি সদ্য এসেই মুখে যা নয় তাই বলছেন? যদি রয়ে সয়ে কথা না বলেন, তাহলে আপনি কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবেন কিছুক্ষণ আগে তুমি নিজের যে পরিচয় দিয়েছ, আমি মনে করি তা সত্যি নয়। আমিই এ দ্বীপের একচ্ছত্র অধীশ্বর আমি জানি তুমি শত্রুর গুপ্তচর আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার মতলব নিয়েই তুমি এখানে এসেছ তাই আমি তোমাকে এমন সাজা দেব যা জীবনভর তুমি ভুলতে পারবে না।'

মাথা উঁচু করে ফার্দিনান্দ বলল, 'আপনি যা মনে করছেন তা সত্যি নয় সত্যি সত্যিই আমি নেপলসের রাজপুত্র মিথ্যা কথা বলা আমার অভ্যাস নয়

মিরান্দা বলল 'অশুভ শক্তি মিথ্যার উৎস হলেও এর দেহ মন্দিরের মতো সুন্দর সুগঠিত। তাই এখানে কোনও অশুভ শক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না আমার বিশ্বাস ইনি সত্যি কথাই বলছেন '

এবার চাপা স্বরে মিরান্দাকে বললেন প্রসপেরো, 'থাক, তোমাকে আর ওর হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। ওহে ছোকরা, তুমি আমার সাথে এস। লোহার শেকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে আমি তোমায় গুহায় আটকে রাখব। এবার থেকে গাছের শুকনো শেকড়, তুষ আর ঝিনুক খেতে হবে তোমায় — আর পিপাসা মেটাতে হলে খাবে সাগরের নোনা জল। তুমি আমার সাথে চলে এস।'

'আপনি কী করে ভাবলেন যে এ ব্যবস্থা আমি মেনে নেব!' — বলেই খাপখোলা তলোয়ার বের করে ফার্দিনান্দ বলল, 'দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত আপনি আমার কোনও ক্ষতিই করতে পারবেন না। প্রতিপক্ষ হিসেবে আপনার শক্তি যে আমার চেয়ে বেশি তার প্রমাণ না পেলে আপনার নির্দেশ আমি মানব না।'

'তবে তাই হোক' — এ কথা বলেই প্রসপেরো তার জাদুদণ্ডটি ফার্দিনান্দের দিকে তুলে ধরে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন। মন্ত্রের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ হয়ে গেল ফার্দিনান্দ। তলোয়ার ওঠানো তো দূরে থাক, নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সে।

প্রসপেরোর পোশাকের প্রান্ত টেনে ধরে কাতর অনুনয়ের সাথে মিরান্দা তাকে বলল, 'এমন সুন্দর মানুষ কি কোনও অন্যায় করতে পারে? তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও বাবা। ওর হয়ে আমি জামিন রইলাম।'

'তুমি চুপ কর।' — এই বলে মেয়েকে ধমকালেন প্রসপেরো, 'এই প্রতারকের হয়ে তুমি ওকালতি করতে এস না। এই ছেলেটিকে দেখে তুমি মুগ্ধ হয়ে ভাবছ যে ওর চেয়ে সুপুরুষ আর কেউ নেই।'

এবার ফার্দিনান্দকে বললেন প্রসপেরো, 'ওহে যুবক, দেখলে তো আমার ক্ষমতা তোমার চেয়ে কত বেশি। কাজেই তলোয়ারটা খাপে ঢুকিয়ে সুবোধ ছেলের মতো আমার সাথে চলে এস।'

ফার্দিনান্দ বলল, 'যদিও বাবা, কাকা আর আত্মীয় স্বজনদের অকালমৃত্যু আমায় কিছুটা দুর্বল করেছে, তবুও আপনাকে বলছি চোখ রাঙিয়ে আমার সাথে কথা বলবেন না। আপনার রক্তচক্ষুকে আমি মোটেও ভয় পাই না। যখন প্রমাণিত হয়েছে যে আমার চেয়ে আপনার ক্ষমতা বেশি, তখন আপনার হুকুম মানতে আমি বাধ্য। তবে দিনের ভেতর গুহার ভেতরে বা বাইরে যদি কোথাও এই যুবতিকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দেখতে পাই, তাহলে বন্দিদশায় থেকেও আমি মুক্তির স্বাদ পাব।'

যেতে যেতে চাপা স্বরে এরিয়েলকে বললেন প্রসপেরো, 'তুমি আমার আদেশ যথাযথ পালন করেছ। ওরা যে একে অন্যকে গভীরভাবে ভালোবাসে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। এরপর কী করণীয় তা তোমায় পরে বলব।'

খোলা তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে যখন প্রসপেরোকে অনুসরণ করছে ফার্দিনান্দ, সে সময় মিরান্দা চলে এল তার পাশে। সহানুভূতির সাথে তাকে বলল, 'অনুগ্রহ করে আমার বাবাকে ভুল বুঝো না। খুবই উদার মনের মানুষ উনি। তবে কেন যে তিনি তোমার সাথে এরূপ খারাপ ব্যবহার করছেন তা বুঝতে পারছি না। তবে আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই তিনি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। এ নিয়ে তুমি দুঃখ কোর না।'

চাপা স্বরে মিরান্দা এসব কথা বলা সত্ত্বেও প্রসপেরো কিন্তু সবই শুনতে পেলেন। ওদের কথা শুনে তিনি মনে মনে হাসলেন। মিরান্দাকে নিয়ে এগিয়ে চললেন গুহার দিকে। ফার্দিনান্দ যথারীতি তাদের অনুসরণ করতে লাগল। কিছুদূর যাবার পর ইশারায় এরিয়েলকে ডাকলেন প্রসপেরো। নির্দেশ দিলেন ফার্দিনান্দের বাবা, কাকা ও ডুবে যাওয়া জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের উপর কড়া

নজর রাখার প্রভুর হুকুম তামিল করতে অশরীরী এরিয়েল তার অদৃশ্য অনুচরদের সাথে ভাসতে ভাসতে হাজির হলেন সেই দ্বীপের অন্যপ্রান্তে।

পাঁচ

সে সময় নেপলসের রাজা অ্যালোনসো, তার ভাই সেবাস্টিয়ান, মিলানের ডিউক অ্যান্টনিও রাজার বয়স্ক অমাত্য গঞ্জালো সহ অন্যরা এক জায়গায় মাটির উপর বসে বিশ্রাম করছিলেন জাহাজডুবির ফলে তীরে আসতে অনেকটা পথ তাদের সাঁতরিয়ে আসতে হয়েছিল তাই তারা খুবই ক্লান্ত। তারা সবাই যে প্রাণে বেঁচে আছেন সে কথা ফার্দিনান্দ জানে না। তেমনি যুবরাজ ফার্দিনান্দও যে বেঁচে আছেন সে কথা জানেন না নেপলসরাজ অ্যালোনসো। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে তার ছেলে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে তাই বারবার চোখের জল ফেলছেন ছেলের শোকে।

অমাত্য ফ্রানসিসকো রাজাকে সহানুভূতি জানিয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে যুবরাজ ফার্দিনান্দ বেঁচে আছেন আমি তীরের দিকে তাকে সাঁতরিয়ে যেতে দেখেছি তাই আমার বিশ্বাস যুবরাজ অবশ্যই বেঁচে আছেন ' কিন্তু রাজার বিশ্বাস হল না ফ্রানসিসকোর কথায় পুত্রশোকে কাতর হয়ে তিনি বুক ভাসালেন চোখের জলে

রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান বললেন 'একে তো যুবরাজ নিখোঁজ তার উপর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল এই যে আমার সুন্দরী ভাইঝি ক্ল্যারিবেলের বিয়ে দেওয়া হল আফ্রিকার এক রাজার সাথে আমি জানি ক্ল্যারিবেল এ বিয়েতে খুশি হয়নি শুধু বাবা মা দুঃখ পাবেন জেনেই সে বিয়েতে রাজি হয়েছে '

অমাত্য গঞ্জালো বললেন, 'রানি ভিডো মারা যাবার এতদিন পর ক্ল্যারিবেলের মতো সুন্দরী এক রাজকুমারীকে রানি হিসেবে পেল টিউনিসিয়া

যেখানে ক্ল্যারিবেলের বিয়ে হয়েছে সেই টিউনিসিয়ার পুরনো নাম কার্থেজ — বললেন গঞ্জালো তারপর রাজার দুঃখ লাঘব করতে তিনি প্রসঙ্গ পালটিয়ে বললেন, 'আপনার মেয়ের বিয়ের সময় আমরা যেরূপ সুন্দর নতুন পোশাক পরেছিলাম, তেমনি এই জাহাজডুবির পরও আমাদের সবার পরনে রয়েছে নতুন পোশাক আমার কাছে এটা শুভলক্ষণ বলে মনে হচ্ছে আশা করছি, এবার সবার পক্ষে নিরাপদে ঘরে ফেরা সম্ভব হবে '

'এ সব কথা শুনতে মোটেও ভালো লাগছে না'—বললেন অ্যালোনসো। 'একে তো মেয়েকে বিয়ে দিতে হল দূরদেশে, তারপর এখানে ছেলেকেও হারালাম — একথা বলেই পুনরায় চোখের জল ফেলে কাঁদতে শুরু করলেন রাজা। তারপর একসময় ঘুমিয়েও পড়লেন তিনি। রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান এবং মিলানের ডিউক আন্টনিও ছাড়া বাকি সবাইও ঘুমিয়ে পড়ল।

'দেখেছ!' আশ্চর্য হয়ে অ্যান্টনিওকে বললেন সেবাস্টিয়ান - কথা বলতে বলতে কত সহজেই না এরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল '

'এ দ্বীপের জলহাওয়ার দরুন নিশ্চয়ই তা সম্ভব হয়েছে' বললেন অ্যান্টনিও

'তাহলে আমরা উভয়ে কি করে জেগে আছি?' বললেন সেবাস্টিয়ান। 'আমার তো মোটেও ঘুম আসছে না '

'বুঝলে সেবাস্টিয়ান। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনই জেগে ওঠে আমার কল্পনার চোখ' রাজভ্রাতার দিকে তাকিয়ে বললেন আন্টনিও এই মুহূর্তে কল্পনার চোখে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে একটা রাজমুকুট নেমে আসছে আপনার মাথার উপর '

অবাক হয়ে সেবাস্টিয়ান বললেন 'রাজমুকুট' সেটা কোন দেশের?'

'নেপলসেরও হতে পারে' বলেই নিজেকে সামলে নিলেন অ্যান্টনিও। রাজভ্রাতাকে একটু খেপিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'আপনি জেগে ঘুমোচ্ছেন সেবাস্টিয়ান যদি আপনি এভাবে ঘুমোন তাহলে আপনার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকবে'

সেবাস্টিয়ান হেসে বললেন, 'কল্পনার চোখে যদি আপনি এমন ছবি দেখে থাকেন ডিউক অ্যান্টনিও, তাহলে আমি বলব যে সেটা শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে। মানুষ জেগে স্বপ্ন দেখেনা, ঘুমুলেই তা সম্ভব কাজেই দু চোখ খোলা রেখে আপনিও যে এদের মতো ঘুমোচ্ছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

আন্টনিও বললেন, রাজভ্রাতা সেবাস্টিয়ান! মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে ঠিকই, তবে তার মাথা কাজ করে না কিন্তু আমার মাথা ঠিকই কাজ করছে আমার বক্তব্য আপনি মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন আমাদের রাজা অর্থাৎ আপনার বড়ো ভাইয়ের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল জানেন তো, মৃত্যুর পর মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এটা যেমন সত্যি যে রাজা জলে ডোবেননি, সাঁতরে তীরে এসেছেন, তেমনি যুবরাজ ফার্দিনান্দ যে বেঁচে নেই, জলে ডুবে মারা গেছেন — সেটাও তেমনি সত্যি।

অ্যান্টনিওর কথায় সায় দিয়ে সেবাস্টিয়ান বললেন, 'ফার্দিনান্দ যে বেঁচে নেই সে কথা সত্যি। কারণ সে বেঁচে থাকলে তার দেখা আমরা নিশ্চয়ই পেতাম'

অ্যান্টনিও বললেন 'তাহলে ফার্দিনান্দের অবর্তমানে নেপলসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে?

কেন, দাদার মেয়ে ক্লারিবেল' বললেন সেবাস্টিয়ান

অ্যান্টনিও তাকে বোঝাতে লাগলেন, 'নেপলস থেকে টিউনিসিয়ার দূরত্ব কতখানি তা আপনি নিশ্চয় জানেন সুতরাং তার পক্ষে টিউনিসিয়ার রানি হয়ে নেপলস শাসন করা অসম্ভব খুবই দুঃখের বিষয় এই যে আপনি এখনও আমার কথা বুঝতে পারছেন না'

'আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলুন' বললেন সেবাস্টিয়ান, এক এক সময় আপনার কথার মারপ্যাঁচ আমি মোটেও বুঝতে পারি না'

ইশারায় ঘুমন্ত রাজাকে দেখিয়ে অ্যান্টনিও বললেন 'একটু চেষ্টা করলেই আপনি সব বুঝতে পারবেন ঐ দেখুন, কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন রাজামশাই ঐ ঘুম তো মৃত্যুর সামিল একটু চেষ্টা করলেই ঐ ঘুমকে আপনি চিরনিদ্রায় পরিবর্তিত করতে পারেন'

সেবাস্টিয়ান বললেন, এবার আপনার বক্তব্যের উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে এর আগে মিলানের ডিউক হবার জন্য আপনি নিজেই তো বড়ো ভাই প্রসপেরোকে এভাবে সরিয়ে দিয়েছেন, তাই না?'

'আপনি ঠিকই বুঝেছেন বললেন অ্যান্টনিও, 'দেখুন না, কীভাবে বড়ো ভাইকে সরিয়ে তার জায়গায় নিজে ডিউক হিসেবে কায়েম হয়েছি আমার বড়ো ভাইয়ের অধীনস্থ কর্মচারীরা সবাই এখন হাসিমুখে আমার অধীনে কাজ করে চলেছে

বড়ো ভাইকে সরিয়ে আপনার ডিউক হবার ঘটনাটাই দৃষ্টান্ত হিসাবে আমায় পথ দেখাচ্ছে বললেন সেবাস্টিয়ান। 'তবে আপনি হয়েছিলেন মিলানের ডিউক আর ঘুমন্ত ভাইকে মেরে আমি

হব নেপলসের রাজা ডিউক অ্যান্টনিও। আপনার তলোয়ার বের করুন, আমিও বের করছি আমার তলোয়ার।'

অ্যান্টনিও হেসে বললেন, 'আমরা একসাথে তলোয়ারের আঘাতে রাজাকে মেরে ফেলব আর রটিয়ে দেব যে গঞ্জালো এ কাজ করেছে নিজের চোখে আমরা গঞ্জালোকে এরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে দেখেছি ' এ কথা বলেই দুজনে খাপ থেকে খুলে ফেললেন তলোয়ার।

এতক্ষণ ধরে অশরীরী এরিয়েল সবই দেখছিল এবার সে মায়াজাল বিস্তার করল রাজার ভাই সেবাস্টিয়ানের উপর তারই প্রভাবে সেবাস্টিয়ান অ্যান্টনিওকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কী যেন তার কানে কানে বলতে লাগলেন। এ দিকে এরিয়েল দেখতে পেল যে ঘুমন্ত লোকদের মধ্যে গঞ্জালো ছাড়া রাজার আর কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী নেই তখন সে গুনগুন করে গঞ্জালোর কানের কাছে গাইতে লাগল, 'শিগগিরি উঠে পড়ুন রাজার খুব বিপদ ' ঘুমন্ত গঞ্জালোর কানে সে গান যেতেই তিনি চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালেন আর ঠিক তখনই চোখ মেললেন রাজা, চোখ মেলে জেগে উঠল অন্যান্য সবাই। ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে অ্যান্টনিও ও সেবাস্টিয়ানের কথাবার্তা দুজনেই ফিরে এলেন রাজাকে মেরে ফেলতে। সেখানে এসে তারা দেখলেন যে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবার নয়, কারণ রাজা ও অমাত্যরা সবাই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন

'সবাই জেগে গেছেন দেখছি' বলতে বলতে রাজার নজর গেল খোলা তলোয়ার হাতে সেবাস্টিয়ান ও অ্যান্টনিওর উপর উভয়ের হাতে খোলা তলোয়ার দেখে তিনি চমকে উঠে বললেন, 'কী ব্যাপার হাতে তলোয়ার কেন আর কেনই বা তোমরা এত উত্তেজিত?'

উত্তরে সেবাস্টিয়ান বললেন, 'এই কিছুক্ষণ আগে যখন আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন, তখন কানে এল সিংহের গর্জন। ভাবলাম, সিংহ বুঝি তেড়ে আসছে শিকারের খোঁজে। আর তার কী আওয়াজ! সেই আওয়াজে কি ঘুম ভেঙে গেল আপনাদের?' জানতে চাইলেন সেবাস্টিয়ান।

'সিংহের গর্জন' অবাক হয়ে বললেন রাজা। তারপর গঞ্জালোকে বললেন, 'ওহে! তুমিও তো আমার মতো ঘুমুচ্ছিলে! তুমি কি শুনতে পেয়েছ ঘুমের মাঝে সিংহ-গর্জন?'

'ঘুমের মাঝে স্পষ্ট একটা আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি'— বললেন গঞ্জালো। 'তবে সেটা সিংহ গর্জন নয়, মনে হচ্ছিল যেন একটা নারীকণ্ঠ গুনগুন করে আমার কানের কাছে বলছে, 'উঠে পড়, তোমাদের রাজার খুব বিপদ। প্রাণ সংশয় হতে পারে' শুনেই ঘুম ভেঙে গেল আমার তৎক্ষণাৎ আমি ঠেলে আপনার ঘুম ভাঙালাম

রাজা বললেন, 'আমার ছেলে ফার্দিনান্দ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এই দ্বীপের অন্য কোথাও আছে চলো দ্বীপের অন্য জায়গাগুলিতে আমরা তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ি।'

রাজার কথায় সায় দিয়ে গঞ্জালো বললেন, 'মহারাজ তাই চলুন।'

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের ভেতর পা বাড়ালেন রাজা অ্যালোনসো।

রাজাকে মেরে সিংহাসন দখল করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় মন ভেঙে গেল সেবাস্টিয়ান ও অ্যান্টনিওর কিন্তু কী আর করা যাবে। বাধ্য হয়ে তারা দুজনে অন্য সবার মতো রাজার পেছন পেছন এগোতে লাগলেন

এরিয়েল নিজের মনে মনে বলতে লাগল, 'রাজার প্রাণ বাঁচাবার জন্য যা করেছি তা সবই জানতে পারবেন আমার প্রভু সে রাজা অ্যালোনসোর উদ্দেশে বলল, 'যাও রাজা! নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে খুঁজতে যাও। এবার আর কোনও সমস্যা নেই '

ছয়

সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রাজা অ্যালোনসো ছেলের খোঁজে বের হবার কিছুক্ষণ বাদেই দ্বীপের অন্যদিকে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। মাঝে মাঝেই কানে তালা লেগে যাচ্ছে মেঘের গর্জনে আর তারই পাল্লা দিয়ে বারবার ঝলসে উঠছে আকাশ। সেই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে ঘাড়ে কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছে ক্যালিবান। যেতে যেতে সে প্রভু প্রসপেরো আর তার যে সমস্ত অনুচর সুযোগ পেলেই তাকে গালাগালি দেয়, মনের সুখে সে তাদের গালিগালাজ আর শাপ-শাপান্ত করছে।

রাজা অ্যালোনসোর ভাঁড় ট্রিংকুলো ছিল ডুবে-যাওয়া জাহাজের যাত্রীদের একজন। সাঁতরিয়ে তীরে ওঠার আগেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তার সাথীদের কাছ থেকে ট্রিংকুলোও দ্বীপের মাঝে খুঁজে বেড়াতে লাগল রাজা ও তার সঙ্গীদের সে সময় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে পাগলের মতো আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে লাগল যে পথে ট্রিংকুলো ছুটছিল, সে পথ দিয়েই কাঠের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আসছিল ক্যালিবান। ট্রিংকুলোকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে সে ভাবল নিশ্চয়ই প্রসপেরোর কোনও পোষা আত্মা মানুষের বেশে তাকে যন্ত্রণা দিতে আসছে সাথে সাথেই ক্যালিবান কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল পথের ধারে এক ঝোপের ভেতর। ট্রিংকুলো কিন্তু এদিকে তার কাছে এসে গেছে ঠিক সে সময় আকাশে চমকে উঠল বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুতের আলোয় ক্যালিবানকে ওভাবে দেখে থমকে দাঁড়াল ট্রিংকুলো, মনে মনে বলল, 'পথের পাশে শুয়ে থাকা এই বিচিত্র জীবটা কি মানুষ না দত্যি দানো? একে দেখতে মানুষের মতো হলেও এর গা থেকে মাছের মতো বিচ্ছিরি আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে সাহসে ভর করে সে ক্যালিবানের গা ছুঁয়ে দেখল যে গা বেশ গরম। সে ধরে নিল যে ক্যালিবান ওই দ্বীপেরই বাসিন্দা। কিছুক্ষণ আগে বাজ পড়ে মারা যাবার দরুন তার শরীর এখনও গরম ঝড় জলের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবার সে ঢুকে পড়ল ক্যালিবানের পোশাকের ভেতর। এভাবে কেটে গেল কিছুটা সময়। এর কিছুক্ষণ পর রাজার খানসামা স্টিফানো এসে হাজির সেখানে — হাতে তার এক বোতল মদ। জাহাজডুবির আগে সেটিকে বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখার জন্য মাঝি মাল্লারা ভারী জিনিসগুলি ফেলে দিচ্ছিল জলে। সে জিনিসগুলির মধ্যে ছিল কয়েকটি কাঠের বাক্স যেগুলি মদের বোতল দিয়ে বোঝাই ছিল জাহাজডুবির পর ওরূপ একটি বাক্সে চেপে ভাসতে ভাসতে সে এসে পড়েছে তীরে। ডাঙায় উঠেই বাক্স থেকে বোতল বের করে আকণ্ঠ মদ খেয়েছে স্টিফানো বোতল হাতে সেই ঝড়ের মাঝে নেশা জড়ানো গলায় সুর ভাঁজতে ভাঁজতে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেছে সে। পথের মাঝে বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ ক্যালিবানকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে

আমি আর যাব না ঐ নীল সাগরের জলে
মরার হলে মরব আমি শুকনো এই ভূতলে

আপন মনে নেশার ঘোরে গান গেয়ে চলেছে স্টিফানো মাঝে মাঝে সে গান থামিয়ে বোতল থেকে মদ বের করে গলায় ঢালছে। ওদিকে ক্যালিবানের তখন কাহিল অবস্থা এমনিতেই ট্রিংকুলো তার পোশাকে ঢুকে পড়ায় প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে তার আগেই বলেছি ট্রিংকুলোকে ক্যালিবান প্রসপেরোর একজন অনুগত প্রেতাত্মা বলেই ধরে নিয়েছে। সে ভাবছে যে প্রসপেরোর হুকুম তামিল করতেই ও তার পোশাকের ভেতর ঢুকেছে এরূপ ভাবার সময়ই সেখানে এসে উপস্থিত স্টিফানো মাতাল স্টিফানোকে দেখে ঘাবড়ে গেল ক্যালিবান সে ভাবল ট্রিংকুলোর মতো

স্টিফানোও প্রসপেরোর এক প্রেতাত্মা মাতাল আর মাতলামির সাথে আগে কখনও পরিচয় হয়নি ক্যালিবানের তাই স্টিফানোর মাতলামি আর নেশা জড়ানো গলার গান শুনে সে ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'দোহাই তোমার আমায় আর কষ্ট দিও না। এই নিদারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না '

ইশারায় ক্যালিবানকে দেখিয়ে আপন মনে বলে ওঠে স্টিফানো, 'মাতাল হলেও বুঝতে পারছি এই বদমাসটা এই দ্বীপের দানো ও ব্যাটার চারটে পাও দেখতে পাচ্ছি। তা ও মাঝে মাঝে ভয়ে এমন ঠকঠক করে কাঁপছে কেন? নিশ্চয় ভালুকের মতোই ওর কাঁপুনি জ্বর এসেছে তা আসুক গে জ্বর এই বোতলের কয়েক ফোঁটা ওর গলায় গেলেই হতচ্ছাড়ার জ্বর আর পালাবার পথ পাবে না।' চাপা গলায় বলে ওঠে ক্যালিবান, ওহ এই প্রেতাত্মাটা আমার পোশাকের ভিতর ঢুকে বড়োই যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আবার নিজের মনে কথা বলতে শুরু করে স্টিফানো, 'ব্যাটা দেখছি দানো হলেও আমাদের ভাষায় কথা বলছে। এটাকে যদি পোষ মানিয়ে কোনও মতে নেপলসে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাকে আর পায় কে হয়তো সম্রাট, নতুবা কোনও ধনী ব্যবসায়ীর কাছে ওকে চড়া দরে বিক্রি করতে পারলে বাকি জীবনটা দিব্যি মদ গিলে আরাম আয়েশে কাটাতে পারব।'

'দোহাই তোমার, আমায় আর কষ্ট দিও না', করুণ স্বরে বলে ওঠে ক্যালিবান, 'আমি এখনই কাঠের বোঝা নিয়ে চলে যাচ্ছি '

'আমি বেশ বুঝতে পারছি যে দানো হলেও তুমি একজন মৃগীরোগী', বলতে বলতে ক্যালিবানের কাছে এসে দাঁড়ায় স্টিফানো তারপর গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করে, 'হাঁ করো তো দেখি কয়েক ফোঁটা ওষুধ তোমার গলায় ঢেলে দিই এ ওষুধ এমনই জোরদার যে দু-ফোঁটা গলায় পড়লেই তোমার কাঁপুনি থেমে যাবে লক্ষ্মী ছেলের মতো এবার হাঁ করে ফেল তো!'

'আরে! এ যে আমার বন্ধু স্টিফানোর গলা', বলতে বলতে ট্রিংকুলো মুখ বের করল ক্যালিবানের পোশাকের ভেতর থেকে। 'কিন্তু ও তো জলে ডুবে মারা গেছে' বিড়বিড় করে সে বলল এ কথা বলতেই সে চমকে ওঠে সামনে দাঁড়ান স্টিফানোকে দেখে

আরে স্টিফানো যে চেঁচিয়ে বলে ওঠে ট্রিংকুলো, 'আমি তোমার বন্ধু ট্রিংকুলো, রাজার ভাঁড় '

স্টিফানোও বেজায় চমকে ওঠে পুরনো বন্ধুর গলা শুনে সে অবাক হয়ে বলে, 'এ যে সত্যিই ট্রিংকুলোর মুখ তা এই নচ্ছাড় দানোটার পোশাকের ভেতর তুমি কী করে ঢুকলে?'

ক্যালিবানের পোশাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ট্রিংকুলো বলতে শুরু করে, 'জাহাজ ডোবার পর সাঁতরে দ্বীপে এসে দেখি যে আমি একদম একা। কাছে-ভিতে কেউ নেই। তারপরই শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। তার হাত থেকে বাঁচার জন্য ছুটতে শুরু করলাম পাগলের মতো কিছুদূর যাবার পর দেখি এই ব্যাটা দানো রাস্তার পাশে পড়ে গড়াচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কাকে যেন গালি-গালাজ আর শাপ-শাপান্ত করছে আমার তখন এমন অবস্থা ছিল না যে ওর সাথে কথা বলি ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে কোনও মতে ঢুকে পড়েছি ওর পোশাকের ভেতর আচ্ছা স্টিফানো! কি করে তুমি বেঁচে গেলে জাহাজ ডুবে যাবার পর?

স্টিফানো বলে ওঠে, 'মাঝি-মাল্লারা মদের বোতল ভর্তি একটা বাক্স জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তাতে চড়ে ভাসতে ভাসতে আমি এই দ্বীপে পৌঁছেছি ' এই বলে বোতল থেকে কিছুটা মদ বের করে সে নিজে খেল আর বন্ধু ট্রিংকুলোকে খাওয়াল

ট্রিংকুলোর দিকে তাকিয়ে স্টিফানো বলল, 'এবার তোমার কথা শোনা যাক এই দ্বীপে তুমি কীভাবে এলে?'

'তুমি তো জান হাঁসের মতো সাঁতার কাটার ক্ষমতা আমার আছে', — বলে উঠল ট্রিংকুলো সে ভাবেই সাঁতরে এসেছি এই দ্বীপে। এসেই দেখি আমি একেবারে একা চেনা জানা কেউ আশেপাশে নেই।

মানুষের ভাষায় স্টিফানো এবং ট্রিংকুলোকে কথা বলতে দেখে সাহস করে এগিয়ে আসে ক্যালিবান, বলে, 'ভুলবশত এতক্ষণ আমি আপনাদের প্রেতাত্মা ভেবেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি আপনারা দুজনেই বীর দেবতা

'এবার হাঁ কর' বলেই স্টিফানো এগিয়ে এসে কিছুটা মদ ঢেলে দেয় ক্যালিবানের গলার ভেতর

মদটুকু খেয়েই তারিফ করে ওঠে ক্যালিবান, বলে, 'আঃ কী চমৎকার মার কাছে শুনেছি যারা চাঁদে থাকে তারাই এরূপ সুন্দর ওষুধ খায়। আচ্ছা ' আপনারা কি চাঁদের থেকে এসেছেন?'

ট্রিংকুলো বলল, 'দানোই হোক বা অন্যকিছু, ব্যাটা পুরোপুরি আহাম্মক ওরে ব্যাটাছেলে! আমরা দু-জনেই চাঁদের দেশের মানুষ' একথা বলেই স্টিফানোর দিকে তাকায় ট্রিংকুলো, জানতে চায় 'এ রকম বোতল তোমার কাছে আর ক'টা আছে বাপু?'

তাকে আশ্বাস দিয়ে স্টিফানো বলে, 'ভয় নেই, এরূপ অনেক বোতল আছে আমার কাছে সময়মতো সেগুলি বের করব পাহাড়ের একটা জায়গায় সেগুলিকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।'

ততক্ষণে কিন্তু ক্যালিবানের জোর নেশা হয়েছে। ঢুলু ঢুলু চোখে জড়ানো গলায় স্টিফানোর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'হে চাঁদের দেবতা আমি আপনাদের একজন অনুগত সেবক এ দ্বীপের কোথায় কী আছে, সব আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব।

ক্যালিবানকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় ট্রিংকুলোকে বলে স্টিফানো, 'ব্যাটাছেলে একদম অপদার্থ।'

'ঠিক বলেছ' সায় দিল ট্রিংকুলো 'তবে আমার অভিমত এই যে ওকে নিয়ে বেশি হাসি ঠাট্টা না করাই শ্রেয় '

কোনওমতে হাসি চেপে গম্ভীর স্বরে ক্যালিবানকে আদেশ দেয় স্টিফানো, 'ওহে ভক্ত সেবক। আর নয়, অনেক হয়েছে এবার তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চল

'বেশ! তাই চলুন', নেশা জড়ানো গলায় বলতে থাকে ক্যালিবান, 'এতদিন অন্যায়ভাবে আমায় খাটিয়েছেন, প্রভু প্রসপেরো। কিন্তু আর নয় এবার আমি নতুন পেয়ে মনিব পেয়ে গেছি তাই আপনাকে বিদায়ই জানাই এখন থেকে আপনার কোনও কাজ আর আমি করব না।'

স্টিফানো আর ট্রিংকুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে মদের নেশায় মাতাল ক্যালিবান

সাত

গুহার ভেতর কয়েকদিন যুবরাজ ফার্দিনান্দকে আটকে রাখলেন প্রসপেরো তারপর তার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন কিছু কঠিন কাজের ভার এ ব্যাপারে তার কোনও সন্দেহ নেই যে মিরান্দা ফার্দিনান্দের প্রেমে পড়েছে। তবুও আর একটু বাজিয়ে নিতে চান তিনি তাদের উভয়ের প্রেম কতটা গাঢ় সেটা তিনি যাচাই করে দেখতে চান। সেই সাথে তিনি অপেক্ষায় আছেন একটা নির্দিষ্ট সময়, এক সন্ধিক্ষণের জন্য কঠিন একটা কাজের দায়িত্ব ফার্দিনান্দকে দিয়ে প্রসপেরো নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে পড়েন পুরনো পুঁথি পত্রের পাতায় নজর থাকলেও তার কান কিন্তু সজাগ

রয়েছে ফার্দিনান্দ আর মিরান্দার কথাবার্তা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আর মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছেন

এ সময় একদিন প্রসপেরো ফার্দিনান্দকে বললেন জঙ্গল থেকে কিছু ভারী কাঠের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে আসতে। গাছের গুড়িগুলিকে গুহার ভেতর ভালোভাবে সাজিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন তিনি তাকে

যতই হোক না কেন ফার্দিনান্দ হলেন রাজার ছেলে। এরূপ কায়িক পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত নন তাই সামান্য কিছুক্ষণ কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে সে। দূর থেকে তার এরূপ অবস্থা দেখে খুবই কষ্ট হল মিরান্দার বাবার নজর এড়িয়ে ফার্দিনান্দের কাছে এসে দাঁড়ায় সে, সান্ত্বনা দেয় তাকে। গুহা থেকে বেরিয়ে বনের তাজা ফল আর ঝরনার মিষ্টি জল খাওয়ায় তাকে মিরান্দাকে দেখতে পেয়ে নিমেষেই দূর হয়ে যায় ফার্দিনান্দের সব শোকতাপ

পরিশ্রমে ক্লান্ত ফার্দিনান্দকে দেখে মিরান্দা তার কাছে এসে দাঁড়াল, সহানুভূতি মেশানো স্বরে তাকে বলল 'এবার তুমি একটু জিরিয়ে নাও। বাবা পড়ার ঘরে রয়েছেন তিনি টেরও পাবেন না '

ফার্দিনান্দ জবাব দেয়, 'বিশ্রাম নিতে পারলে তো ভালোই কিন্তু হাতে রয়েছে প্রচুর কাজ তাড়াতাড়ি সেগুলি শেষ করতে হবে।'

মিরান্দা বলে, 'আমি জানি যে কাজ জমে আছে। তবুও বলছি তুমি বিশ্রাম নাও সেই ফাঁকে তোমার জমে থাকা কিছু কাজ আমিই করে দিচ্ছি '

'নাঃ নাঃ তা কী করে হয়', বাধা দেয় ফার্দিনান্দ, তোমার এমন মাখনের মতো নরম শরীর, জেনে শুনে আমি কি তোমায় দিয়ে শক্ত কাজ করাতে পারি?'

এদিকে মন্ত্রবলে অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে প্রসপেরো এসে দাঁড়িয়েছেন ফার্দিনান্দ আর মিরান্দার কাছে তিনি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছেন আর মাঝে-মাঝে হেসে উঠছেন মুখ টিপে

তুমি আমার কাছে থাকলে কি ভালোই না লাগে তা আমি বোঝাতে পারব না' জমে যাওয়া কাজগুলো গুছিয়ে ফেলতে ফেলতে মিরান্দার দিকে তাকিয়ে ফার্দিনান্দ বলে, 'আমি সত্যিই তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত জানি না তোমার নাম কী সোনা, তোমার নাম কী?

আমার নাম মিরান্দা' বলেই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নেয় সে, 'বাবা বারণ করেছেন তোমায় আমার নাম বলতে আমি কিন্তু বাবার নিষেধ না শুনে তোমায় নাম বলে দিলাম '

ফার্দিনান্দ মিরান্দাকে বলে, 'তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই নেপলসের রাজার ছেলে ফার্দিনান্দ। এই ভারী কাঠের বোঝা আমি আর বইতে পারছি না। শুধু তোমাকে রোজ দেখতে পাবার আশায় মুখ বুজে এই কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছি '

আবেগ মেশানো স্বরে জানতে চাইল মিরান্দা, 'ফার্দিনান্দ তুমি কি সত্যি সত্যিই আমায় ভালোবাস?

ফার্দিনান্দ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মিরান্দা তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি ভালোবাসি না তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই মিরান্দা আমার সাথে বিয়ে হলে তুমি হবে নেপলসের যুবরানি '

ফার্দিনান্দের মুখে তার বিয়ের কথা শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলে মিরান্দা চোখের জল মুছে ফেলে নিজেকে সামলে নেয় সে, 'সত্যি সত্যিই যদি তুমি আমায় বিয়ে কর তাহলে ধন্য হবে আমার জীবন আর আমায় বিয়ে না করলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব তোমার সেবায় '

কথা শেষ হলে ওরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে একে অন্যের চোখের দিকে কিছুক্ষণ বাদে হুঁশ ফিরে এলে মিরান্দা বলে, 'বেশ কিছুক্ষণ হল আমি এখানে এসেছি আর খানিকক্ষণ বাদেই শেষ হবে বাবার লেখাপড়া বাবা এখানে আসবেন তোমার কাজ দেখতে তখন যদি দেখেন এখানে বসে আছি, তাহলে হয়তো বেজায় রেগে যাবেন আমার উপর '

মিরান্দার কথা শুনে অদৃশ্য প্রসপেরোর মুখে দেখা দিল চাপা হাসি

বনের ভেতর দিয়ে স্টিফানো আর ট্রিংকুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যালিবান। কিছুক্ষণ যাবার পর দাঁড়িয়ে গিয়ে বোতল থেকে মদ ঢালছে গলায়। স্টিফানো আর ট্রিংকুলোর সাথে ক্যালিবানেরও জবর নেশা হয়েছে

নেশা জড়ানো গলায় ট্রিংকুলো ক্যালিবানকে বলল, 'ব্যাটা আহাম্মক দানো, শুধু শুধুই এতক্ষণ আমাদের হাঁটিয়ে মারলি। তুই ছাড়া অন্য কাউকেই তো পথে দেখা গেল না তুই ছাড়া কি আর কেউ এই দ্বীপে নেই? না যারা আছে তারা তোর চেয়েও বেশি আহাম্মক আর অপদার্থ?'

এমনিতেই প্রচুর মদ গিয়ে জোর নেশা হয়েছে ক্যালিবানের, তার উপর যখন তখন ট্রিংকুলো ঐ ভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলায় সে ভীষণ চটে গেল তার উপর

'ওহে চুপচাপ রয়েছ কেন?' স্টিফানো বলল ক্যালিবানকে, 'আমার বন্ধু যা জানতে চায় তার জবাব দেও '

গদগদ গলায় ক্যালিবান স্টিফানোকে বলল, 'আমি আপনার অনুগত একজন ভক্ত সেবক আপনি আদেশ দিলে আমি কোনও প্রতিবাদ না করে জিভ দিয়ে আপনার পা চেটে দিতেও রাজি তবে আপনার ঐ বন্ধুর সেবা আমি করব না ও একদম কাপুরুষ ছিটেফোঁটা সাহসও ওর নেই '

ট্রিংকুলো ভীষণ রেগে যায় ক্যালিবানের কথা শুনে সে তাকে যথেচ্ছভাবে গালাগাল দিতে থাকে তা শুনে ক্যালিবানও পিছিয়ে রইল না। মুখে যা এল তাই বলে সেও পালটা গালি গালাজ দিতে লাগল ট্রিংকুলোকে ট্রিংকুলোর এরূপ আচরণ দেখে তার উপর বেজায় রেগে গেল স্টিফানো সে ট্রিংকুলোকে নিষেধ করল যেন ক্যালিবানকে এভাবে গালাগালি না দেয়। তার হয়ে স্টিফানো নিজ বন্ধুকে সাবধান করে দিচ্ছে দেখে ক্যালিবান খুব খুশি হল তার উপর ঘাড় হেঁট করে সে বলল স্টিফানোকে, 'এতদিন আমাকে চাকর বানিয়ে রেখেছিল এক অত্যাচারী জাদুকর মৃত্যুকালে যদিও মা আমাকে এই দ্বীপের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু জাদুবলে এক জাদুকর আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়েছেন '

এরই মাঝে সেখানে হাজির এরিয়েল সে আড়াল থেকে সব কথাবার্তা শুনেছে ক্যালিবানের কথা শেষ না হতেই সে ধমকে উঠে তাকে বলে, 'চুপ কর মিথ্যাবাদী তুই মিছে কথা বলছিস অদৃশ্য এরিয়েলকে দেখতে না পেয়ে স্টিফানো ধরে নেয় যে ট্রিংকুলোই ক্যালিবানকে গালাগাল দিচ্ছে মিথ্যেবাদী বলে দু-চোখ পাকিয়ে স্টিফানো তার বন্ধুকে বলল ওহে ট্রিংকুলো তুমি ভুলে যেও না যাকে তুমি গালাগালি দিচ্ছ সে আমার পরম ভক্ত। আবার যদি তুমি তাকে [illegible] বল তাহলে এক ঘুষিতে তোমার দাঁত ভেঙে দেব

অবাক হয়ে ট্রিংকুলো বলল, 'কী যা-তা বলছ নেশার ঘোরে? তোমার ভক্ত সেবক ওই অপদার্থ দানোটাকে আমি কখনই বলিনি যে সে মিথ্যেবাদী'

বেশ তো বলনি স্টিফানো বলল 'এবার দয়া করে চুপ কর কথা না বলে এগিয়ে চল'

'হাঁ' যা বলেছিলাম' ক্যালিবান বলল স্টিফানোকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই এই দ্বীপের মালিক হয়ে বসেছে অত্যাচারী প্রসপেরো। আমাকে শুধু প্রজা নয়, চাকর বানিয়ে রেখেছে ওই জাদুকর ইচ্ছামতো আমায় খাটাচ্ছে প্রভু, আমি আপনার অনুগত সেবক আমার প্রার্থনা এতদিন পর্যন্ত যে অত্যাচার আমার উপর চালিয়েছে ওই জাদুকর, দয়া করে আপনি তার বদলা নিন ঐ জাদুকরের সাথে লড়াই করার উপযুক্ত সাহস বা ক্ষমতা, কোনওটাই আমার নেই সে জন্যই আপনাকে অনুরোধ করছি হুজুর'

স্টিফানো বলল, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার দুঃখ। আমারও খুব খারাপ লাগছে তোমার সব কথা শুনে কিন্তু সমস্যা হল সেই জাদুকরের ঠিকানা আমার জানা নেই।'

আগ্রহভরা গলায় ক্যালিবান বলল, পথ দেখিয়ে আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাব ওর গুহায়। ও যখন ঘুমোবে সেসময় আপনাকে নিয়ে যাব তার কাছে, যাতে ইচ্ছামাত্রই আপনি তাকে মেরে ফেলতে পারেন।'

স্টিফানো জানতে চাইলেন, 'কীভাবে ওকে মেরে ফেলব সে ব্যাপারে ভেবেছ কিছু?

'এ আর এমন শক্ত কী', হেসে বলে ক্যালিবান, 'হাতুড়ির ঘা মেরে জাদুকরের মাথায় আপনি কয়েকটা পেরেক মেরে দেবেন তাহলে ঘুমের মাঝেই ওর ওর জারিজুরি শেষ, তখন আপনিই হবেন এই দ্বীপের একচ্ছত্র মালিক আর আমি মন-প্রাণে আপনার সেবা করব'

অশরীরী এরিয়েল ছিল আড়ালে। সেখান থেকে ক্যালিবানের মতলব কানে যেতেই সে বলে ওঠে, 'আবার তুমি মিছে কথা বলছ ও কাজ তুমি কখনই করে উঠতে পারবে না'

অদৃশ্য এরিয়েলকে দেখতে পাচ্ছে না ক্যালিবান তাই এবারও সে ধরে নিল যে ট্রিংকুলোই তাকে গাল দিচ্ছে মিথ্যেবাদী বলে। ভীষণ রেগে গিয়ে সে স্টিফানোকে বলল, 'দেখুন প্রভু। আপনার নিষেধ সত্ত্বেও আপনার বন্ধু আবার আমায় গালাগালি দিচ্ছে মিথ্যেবাদী বলে। আচ্ছা করে কয়েক ঘা আপনি ওকে দিয়ে দিন তারপর ওর হাত থেকে কেড়ে নিন ওই বোতলটা এই দ্বীপের সে জায়গাটা আমি কিন্তু ওকে দেখাব না যেখানে আছে একটি মিষ্টি জলের ঝরনা।'

বন্ধুকে ধমকে ওঠে স্টিফানো, 'তোমাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আবার তুমি লেগেছ আমার ভক্ত প্রজার পেছনে? এই শেষবারের মতো তোমায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি ট্রিংকুলো। আবার যদি ওকে মিথ্যেবাদী বল তাহলে এমন মার দেব যে বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল।'

অবাক দৃষ্টিতে স্টিফানোর দিকে তাকিয়ে বলল ট্রিংকুলো, মিছামিছি আমায় বকছ কেন? আমি তো ওকে একবারও মিথ্যেবাদী বলিনি?

দু-জনের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে আড়াল থেকে এরিয়েল আবার বলল 'তুমি মিছে কথা বলছ।'

'কী বললে। আমি মিছে কথা বলছি? কথাটা ট্রিংকুলোই বলেছে ধরে নিয়ে স্টিফানো তার দিকে তেড়ে গেল ব্যাটা ছুঁচো রাজসভার ভাঁড়' এবার দেখাচ্ছি তোর মজা।' মনের সুখে সে মারল ট্রিংকুলোকে

ট্রিংকুলো বলল, 'আমি আবার বলছি স্টিফানো, তোর ভক্ত ঐ হতচ্ছাড়া আহাম্মকটাকে আমি একবারও বলিনি যে সে মিথ্যেবাদী আসলে অতিরিক্ত মদ খেয়ে তোমার মাথার ঠিক নেই

তারপর বাইরে থেকে অন্য কারও গলায় তুমি শুনতে পাচ্ছ একই গালি। আমার মনে হয় কোনও শয়তান বাসা বেঁধেছে এই দানোটার মাথার ভেতর আর সে ব্যাটা শয়তান ওকে বারবার গালি দিচ্ছে মিথ্যেবাদী বলে।'

ইশারায় ট্রিংকুলোকে দেখিয়ে ক্যালিবান বলল স্টিফানোকে, 'এখনই ওকে ছেড়ে দিলেন প্রভু আরও দু ঘা মারুন। তারপর আমিও ওকে মারব আচ্ছা করে।' আড়াল থেকে সবই দেখছে এরিয়েল। ট্রিংকুলোর গলা নকল করে আবারও সে ক্যালিবানকে মিথ্যেবাদী বলে গালি দিল। সে গালি শুনে স্টিফানো বেজায় রেগে গিয়ে মারধর করে তাড়িয়ে দিল ট্রিংকুলোকে। তারপর ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার খুলে বল সেই অত্যাচারী জাদুকরের কথা যার সম্বন্ধে তুমি বলছিলে।

'তাহলে যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন', আগ্রহের সাথে বলতে থাকে ক্যালিবান, 'রোজ বিকেলে সেই অত্যাচারী জাদুকর প্রসপেরো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ওর গুহায় সে সময় ঢুকে আগে সরিয়ে ফেলতে হবে ওর জাদুবিদ্যার পুঁথিগুলি। পুঁথিগুলি সরে গেলেই লোপ পাবে ওর জাদুবিদ্যার শক্তি। ঘুমন্ত অবস্থায় মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে হয় আপনি ফাটিয়ে দেবেন ওর মাথার খুলি, নতুবা চাকু দিয়ে কেটে দু ফাঁক করে দেবেন ওর গলার নলি।'

স্টিফানো বলল, 'ওকে অকারণ মেরে ফেলে আমার কী লাভ! ওর ধন-সম্পত্তির খোঁজ পেলেও না হয় কথা ছিল।'

'ওর ধন-সম্পত্তির হদিস আমার জানা নেই, তবে জানি যে ওর কাছে প্রচুর বাসন কোসন আছে,' বলল ক্যালিবান, 'জাদুকর ব্যাটা প্রায়ই বলত এই দ্বীপে বাড়িঘর করে বাসন পত্র রেখে দেবে সেই বাড়ির রান্নাঘরে। তবে ওর এমন একখানা সম্পদ আছে যা টাকার চেয়েও দামি।'

স্টিফানো জানতে চাইল, 'সেটা কী জিনিস?'

'সেটা কোনও জিনিস নয় প্রভু', গদগদ স্বরে বলে ওঠে ক্যালিবান, 'আমি বলছি জাদুকরের মেয়ে মিরান্দার কথা। অমন সুন্দর মেয়ে আপনি আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। আপনি যদি ঐ জাদুকরকে মেরে ফেলে তার মেয়ের সাথে রাত্রিবাস করতে পারেন, তাহলে আপনি হতে পারবেন সুন্দর এবং সাহসী সন্তানের বাবা।'

গলায় আরও মদ ঢেলে স্টিফানো বলল ক্যালিবানকে, 'বেশ তো, তোমার কথামতোই কাজ করব। বিকেলবেলা ওই জাদুকর ব্যাটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তুমি পথ দেখিয়ে ওর ডেরায় নিয়ে যাবে আমাকে। সেখানে পৌঁছাবার পর আগে তুমি ওর জাদুবিদ্যার পুঁথিগুলো খুঁজে বের করে দেবে। আমি সেগুলি গুহার বাইরে নিয়ে এসে পুড়িয়ে ছাই করে দেব। তারপর জাদুকরটাকে মেরে ফেলে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব বাপের আওতা থেকে। জাদুকরের মৃত্যুর পর আমি হব এই দ্বীপের রাজা আর মেয়েটি হবে আমার রানি। ট্রিংকুলো আর তুমি, উভয়ে হবে আমার সভাসদ। তোমরা এ রাজ্য চালাবে আমার হুকুমে। যা একখানা তোফা মতলব ভেঁজেছি, সফল করতে পারলে আমায় আর পায় কে।'

ঠিক বেহায়ার মতো সে সময় ট্রিংকুলো এসে হাজির সেখানে।

কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর স্টিফানোর তখন কোনও রাগ নেই ট্রিংকুলোর উপর। সে আর ক্যালিবান মিলে অত্যাচারী জাদুকরকে মেরে ফেলে কীভাবে রাজা হবার ফন্দি এঁটেছে, সেকথাও

সবিস্তারে ট্রিংকুলোকে জানাল স্টিফানো সব শুনে ট্রিংকুলো বলল, 'বেশ খাসা একখানা মতলব এঁটেছ তো! তোমার বুদ্ধির তারিফ করা ছাড়া উপায় নেই '

'আমি এই দ্বীপের রাজা হলে তোমায় কিন্তু আমার ভাঁড় হতে হবে না হবে অমাত্য', বলল স্টিফানো, 'তাহলে তুমি রাজি তো?'

'একশোবার রাজি', বলল ট্রিংকুলো

ট্রিংকুলোর হাতে হাত মিলিয়ে স্টিফানো বলল, 'কিছুক্ষণ আগে আচ্ছা করে তোমায় কয়েক ঘা দেবার জন্য আমি দুঃখিত। তবে তোমাকে কথা দিতে হবে আমার এই ভক্তের পিছনে তুমি যখন তখন লাগবে না, আমার সামনে ওকে যা তা বলবে না।'

স্টিফানোকে আশ্বস্ত করে বলল ট্রিংকুলো, 'আমি কথা দিচ্ছি যে ওকে আর আগের মতো যা তা বলব না '

আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্যালিবান বলল, 'আর বড়ো জোর আধঘন্টা, তারপরই ঘুমিয়ে পড়বে সেই অত্যাচারী জাদুকর আচ্ছা প্রভু, আপনি কি তখন তাকে হত্যা করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব!' বলল স্টিফানো

আড়াল থেকে সে কথা শুনে বেরিয়ে এল অদৃশ্য এরিয়েল, বলল, 'বটে তোমার মতলব আমি ভেস্তে দেব। আমি এখনই প্রভুর কাছে গিয়ে তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলে সাবধান করে দেব '

নিজেদের মতলব হাসিল করার ব্যাপারে ওরা এতই মগ্ন ছিল যে কেউ শুনতে পেল না এরিয়েলের কথা।

স্টিফানোকে বলল ক্যালিবান, 'আজ ভারি খুশির দিন আসুন প্রভু একটু স্ফূর্তি করা যাক '

কিছুটা মদ গলায় ঢেলে স্টিফানো বলল, 'বেশ, তাই হোক।' তার দেখাদেখি ট্রিংকুলোও মদ খেল আর সবশেষে তারা ক্যালিবানের গলায় ঢেলে দিল খানিকটা মদ তারপর সবাই মিলে শুরু করল বেসুরো গলায় গান। কিছুক্ষণ গান গেয়ে থেমে গেল ক্যালিবান, বলল, 'না! গানের সুরটা ঠিক হচ্ছে না।' ক্যালিবানের কথা শুনে এরিয়েল ইশারা করল তার অদৃশ্য অনুচরদের। তার ইঙ্গিতে অনুচররা সবার অলক্ষ্যে শুরু করল ঢাক ও বাঁশি বাজিয়ে সঠিক সুরে গান গাইতে

কান পেতে শোনার পর ট্রিংকুলো বলল এটাই হচ্ছে আমাদের গানের সঠিক সুর নিশ্চয়ই কেউ আড়াল থেকে এ সুর বাজাচ্ছে?'

স্টিফানোর কাছে জানতে চাইল ক্যালিবান, 'আপনি কি ভয় পেয়েছেন প্রভু?'

'ভয়? মোটেই নয়' বলল স্টিফানো।

এবার স্টিফানোকে আশ্বস্ত করে ক্যালিবান বলে 'আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই যে সব শব্দ আর বাতাস মনকে আঘাত না দিয়ে বরং আনন্দ দেয়, তেমনই সব সুবাসিত শব্দ আর বাতাস ঘুরে বেড়ায় এ দ্বীপে। একসাথে অনেক বাজনার শব্দ ও সমবেত গলায় গান শুনতে পাই আমি কিন্তু জানতে পারি না কারা সে সব বাজাচ্ছে বা গাইছে কারণ তাদের দেখতে পাওয়া যায় না অনেক সময় আবার এরূপ গলা কানে আসে যা শুনলেই ঘুম পেয়ে যায় এরপর রয়েছে স্বপ্ন দেখা আমি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি ঘুমের মাঝে কখনও দেখতে পাই ভেসে ভেসে চলেছি মেঘের ভেতর দিয়ে '

এ সমস্ত কথা তোমার মুখে শুনে মনে হচ্ছে দ্বীপটা সত্যিই সুন্দর', বলল স্টিফানো এবার থেকে বিনে পয়সায় আমিও সে সব গান বাজনা শুনতে পাব ঠিক তোমারই মতো

'নিশ্চয়ই শুনবেন' বলল ক্যালিবান, 'কিন্তু তার আগে মেরে ফেলতে হবে জাদুকর প্রসপেরোকে, নইলে কিছুই পাবেন না।'

স্টিফানো বলল, 'সে সব আমার মনে আছে। এক এক করে সব করতে হবে।'

গলায় কিছুটা মদ ঢেলে ট্রিংকুলো বলল স্টিফানোকে, 'খেয়াল করেছ, কিছুক্ষণ আগের বাজনার শব্দটা কেমন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এসো, আমরা ও শব্দের পেছু নেই। দেখা যাক ঐ শব্দটা কোথায় কতদূর গিয়েছে। তারপর না হয় ব্যবস্থা করা যাবে ঐ জাদুকরের।'

স্টিফানো বলল ক্যালিবানকে, 'তুমি আগে আগে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। আমি আসছি ট্রিংকুলোর পেছনে।'

আট

রাজা অ্যালোনসো ও তার সঙ্গীরা সবাই হন্যে হয়ে দ্বীপের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে যুবরাজ ফার্দিনান্দকে। এভাবে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন রাজা ও তার অমাত্য গঞ্জালো। সবাইকে নিয়ে রাজা বিশ্রাম নিতে বসলেন গাছের ছায়াঘেরা এক জায়গায়। কিছুক্ষণ বাদে হতাশভাবে রাজা বললেন, 'বৃথাই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি ফার্দিনান্দকে। মনে হচ্ছে তীরে পৌঁছাবার আগেই সে জলে ডুবে মরেছে।'

'ভালোই হল রাজা হতাশ হয়েছে, সেবাস্টিয়ানের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল অ্যান্টনিও, 'আমাদের মতলবের কথাটা কিন্তু ভুলে যাবেন না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা কাজ হাসিল করব।'

এদিকে প্রসপেরোর নির্দেশে অশরীরী এরিয়েল ও তার অনুচররা নজর রাখছে সবার উপর, কে কী বলছে তা সবই টের পাচ্ছে। অ্যান্টনিওর কথা শেষ হবার সাথে সাথেই গম্ভীর লয়ে অদ্ভুত এক বাজনার সুর ভেসে এল বাতাসে। তারা বুঝতে পারলেন না কোথা থেকে ভেসে আসছে সে বাজনার আওয়াজ। এরিয়েলের অনুচরেরা এবার অদ্ভুত সাজে সেজে সবার জন্য নিয়ে এল প্রচুর খাদ্য-পানীয়।

রাজাকে অভিবাদন করে তার সামনে সে সব খাবার সাজিয়ে রেখে ইচ্ছে মতো কিছুক্ষণ নাচ গান করল সবাই, তারপর একে একে সবাই মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। তারা চলে যাবার সাথে থেমে গেল সেই অদ্ভুত বাজনার আওয়াজ।

'কী ব্যাপার, বলুন তো?' গঞ্জালোর দিকে তাকিয়ে বললেন রাজা। 'ঐ অদ্ভুত চেহারার জীবগুলি যে বিদেহী আত্মা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাহলে এসব অদ্ভুত সুরের বাজনা, নাচ-গান, এত সব খাবার-দাবার, এ সবের অর্থ কী? এমন কী ঘটেছে যার জন্য ওরা এভাবে আমাদের খাতির করছে?'

গঞ্জালো বললেন, 'ওরা বিদেহী আত্মা হলেও ওদের সমবেত নাচ-গান, বাজনা আমাদের মনকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয় ঐ প্রেতাত্মারাই এ দ্বীপের অধিবাসী। বিপন্ন হয়ে আমরা ওদের আশ্রয় নিয়েছি বলে হয়তো আমাদের জন্য ওরা এত সব খাবার আর পানীয় নিয়ে এসেছে কিন্তু দুঃখ এই যে দেশে ফিরে গিয়ে এ সব কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রেতাত্মা হলেও এরা যে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য আর অতিথিপরায়ণ, সে কথা আপনাকে মানতেই হবে, মহারাজ। আমাদের উপর সদয় হয়েই না তারা এতসব খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে?'

এরিয়েলকে শুধু নির্দেশ দিয়েই থেমে যাননি প্রসপেরো, অদৃশ্য অবস্থায় তিনি এসেছেন রাজা অ্যালোনসোর সামনে। তিনি হাসলেন গঞ্জালোর কথা শুনে। তিনি নিজ মনেই বললেন, 'আপনি কি জানেন গঞ্জালো, এমন কিছু লোক আপনাদের মাঝে আছে যারা শয়তানের চেয়ে স্বার্থপর ও জঘন্য চরিত্রের।' কিন্তু প্রসপেরোকে দেখতে না পাওয়ায় কেউ শুনতে পেল না তার মন্তব্য।

গঞ্জালো বললেন মহারাজকে, 'আমরা সবাই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। আপনারও সেই একই অবস্থা। আপনি অনুমতি দিলে এবার আমরা খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করতে পারি।'

'বেশ তো, আসুন, আমরা সবাই খেয়ে নিই' — বলে হাত নেড়ে ইশারা করলেন রাজা অ্যালোনসো। কিন্তু খাবারে হাত দেবার পূর্বেই হঠাৎ আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকালো, বাজ পড়ল কানফাটানো শব্দে। বাজ পড়ার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই দানবী হারপির রূপ ধরে সেখানে হাজির হল এরিয়েল। পৌরাণিক গল্প কথায় হারপির যা বর্ণনা আছে তা থেকে দেখা যায় যে তার ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত যুবতির শরীর আর নিচে পা পর্যন্ত পাখির। তার দুটি বিশাল ডানা আর ধারালো নখের দিকে তাকাতেই প্রচণ্ড ভয় পেলেন রাজা ও তার সঙ্গীরা। স্বপ্নেও তারা ভাবতে পারেননি যে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। হঠাৎ সেই হারপিরূপী এরিয়েল সবাইকে চমকে দিলেন তার বিশাল ডানা দুটি ঝাপটিয়ে। সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে গেল রাজার সামনে রাখা খাবার আর পানীয়।

এবার গম্ভীর স্বরে বলে উঠল দানবী হারপি, 'তোমাদের মাঝে এমন তিনজন রয়েছে যাদের পাপ সীমাহীন। আর অমোঘ নিয়তিই এ নির্জন দ্বীপে টেনে এনেছে তোমাদের। মানব সমাজে থাকার যোগ্য নও তোমরা। যে মহাপাপ তোমরা করেছ তা থেকে তোমাদের রেহাই নেই, পাপের শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। এমন বিভ্রান্ত করে তুলব আমি তোমাদের যে আত্মহত্যা করা ছাড়া পার পাবে না। সে সময় আসতেও আর দেরি নেই।'

রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান আর ডিউক অ্যান্টনিও খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তেড়ে যেতেই ধমকে উঠল হারপিরূপী এরিয়েল। বলল, 'ওরে মূর্খের দল! কোনও লাভ হবে না খাপ থেকে তলোয়ার বের করে। ও দিয়ে আমার একটা পালকও খসাতে পারবে না তোমরা। এবার তোমাদের পাপের কাহিনি শোন। অতীতে একদিন তোমরা মিলানের মহান ডিউক প্রসপেরো আর তার মেয়ে মিরান্দাকে গাছের গুঁড়ির পচা খোলে চাপিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিয়েছিলে। তোমরা ভেবেছিলে জলে ডুবে মারা যাবে তারা। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম করুণা ও তারই ইচ্ছায় এই দ্বীপে আশ্রয় পেল তারা। শুহে রাজা, অতীতের সেই পাপের দরুন ডুবে গেছে তোমাদের জাহাজ আর স্বজনদের হারিয়ে এই দ্বীপে আশ্রয় নিতে হয়েছে তোমাদের। তোমার ছেলে ফার্দিনান্দ সমুদ্রে ডুবে মরেনি, এখনও সে জীবিত। তোমার অতীত পাপের সাজা পেতে হচ্ছে তাকে। সেই শাস্তির পালা শেষ হবার পর তুমি ফিরে পাবে তাকে।' এরিয়েলের কথা শেষ হতেই কানে এল বাজ পড়ার শব্দ। সেই সাথে দানবী হারপিরূপী এরিয়েল অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদৃশ্য অবস্থায় থাকা প্রসপেরো বললেন এরিয়েলকে, 'তোমায় ধন্যবাদ। চমৎকার অভিনয় হয়েছে তোমার। আমার শত্রুরা এবার মানসিক যন্ত্রণা পাবে তোমার কথায়। ওরা এখন যেমন আছে তেমন থাক। এই সুযোগে আমি ফিরে যাচ্ছি গুহায়। মুখ বুজে এতদিন বহু কষ্ট সয়েছে বেচারা ফার্দিনান্দ, এবার সময় হয়েছে তার কথা ভাবার।'

রাজা অ্যালোনসো আপনমনে বলে উঠলেন, 'সত্যিই কী ভয়ংকর অপরাধ বিচার বিবেচনা না করে যে পাপ আমরা অতীতে করেছিলাম সে কথাই আজ কিছুক্ষণ আগে নিজ মুখে বলে আমায় মনে করিয়ে দিল দানবী হারপি সে বলেছে আমার ছেলে জীবিত আছে আমি এখনই রওনা হচ্ছি তার খোঁজে। ছেলেকে জ্যান্ত ফিরে না পেলে আমিও শুয়ে পড়ব সেখানে, যেখানে সে শুয়ে আছে বাতাসের শনশনানি, ঢেউয়ের গর্জন আর বজ্রের আওয়াজে উচ্চারিত হচ্ছে শুধু সেই একটি নাম প্রসপেরো'। ছেলের সাথে সাথে আমিও খুঁজে বের করব তাকে।'

ছেলেকে খুঁজে পেলেও আমি মেরে ফেলব তাকে বললেন রাজার ভাই সেবাস্টিয়ান তার সাথে সায় দিয়ে ডিউক অ্যান্টনিও বলে উঠলেন, সে কাজে আমিও তোমায় সাহায্য করব' রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে খুঁজে বের করতে তারা উভয়েই এগুলেন রাজার সাথে

'শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হবার মতোই এদের মধ্যে শুরু হয়েছে অতীত পাপের প্রতিক্রিয়া — ফলে এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে সাংঘাতিক কিছু করার জন্য', বলে অন্য সবার দিকে তাকালেন গঞ্জালো, 'দেরি করার আর সময় নেই সেরূপ কিছু করে বসার পূর্বে যে করে হোক থামাতে হবে ওদের।'

'বেশ তো' আমরাও যাব আপনার সাথে' বললেন অমাত্য অ্যাড্রিয়ান

গুহার ভেতর ফার্দিনান্দের মুখোমুখি বসে তাকে বললেন প্রসপেরো, 'তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছ আমি স্বীকার করছি তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, বহু রূঢ় কথাও বলেছি তোমাকে। কিন্তু জেনে রেখ, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য সেসব করেছি আজ আনন্দের সাথে বলছি সে পরীক্ষায় তুমি উতরে গেছ আমার মেয়ে মিরান্দাকে তুমি যে ভালোবাস তা আমি জানি আমি ঠিক করেছি তাকে তোমার হাতে তুলে দেব সে যে কীরূপ স্ত্রীরত্ন তা তুমি ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে।' মিরান্দা প্রসপেরোর গা ঘেঁষে বসে। বাবার কথায় লজ্জা আর আনন্দে লাল হয়ে উঠল তার মুখ। এবার আড়ালে গিয়ে প্রসপেরো বললেন এরিয়েলকে, 'রাজা অ্যালোনসো ও তার সঙ্গীদের নিয়ে এস এই গুহায়

এরিয়েল নত হয়ে জবাব দিল, 'তাই হবে প্রভু।'

'অবশ্য তার আগে আরও একটা কাজ বাকি আছে', বলে এরিয়েলকে চুপি চুপি ডেকে কিছু নির্দেশ দিলেন প্রসপেরো। সে নির্দেশ কার্যকর করতে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল এরিয়েল।

এরপর জাদুবলে নাচ-গানের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন প্রসপেরো। জাদুবলের সাহায্যে তিনি আবাহন করলেন দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী জুনো, ফসলের দেবী সিরিস আর রামধনুর দেবী ইরিস — এই তিনজনকে তারা সবাই আবির্ভূত হলেন প্রসপেরোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে। তাদের সাথে এলেন কয়েকজন জলপরি এবং স্বর্গের নর্তক-নর্তকী নাচগানের মাঝে মিরান্দা আর ফার্দিনান্দের সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করে আশীর্বাদ করলেন স্বর্গের দেবীরা। তারপর স্বর্গের তিন দেবী আর তাদের সাথীরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার কিছুক্ষণ বাদে প্রসপেরো স্মরণ করলেন এরিয়েলকে।

'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে ক্যালিবান ও তার সাথীরা ষড়যন্ত্র করেছে আমায় মেরে ফেলার। এবার সময় হয়েছে ওদের উচিত শিক্ষা দেবার এরিয়েল এখন ওরা কী করছে?'

প্রচুর মদ খেয়ে এ মুহূর্তে ক্যালিবান ও তার দুই সাথী স্টিফানো ও ট্রিংকুলো, তিনজনে মাতলামো করছে প্রভু তার মাতলামোর ফাঁকে ফাঁকে ওরা বারবার জাহির করছে আপনাকে মারার ষড়যন্ত্রের কথা। নাচগানের মায়াজাল তৈরি করে আমার অনুচররা তাদের নিয়ে গেছে পচা পাঁকে ভরা পুকুরে। ওরা তিনজন এখন সেখানে মাতাল অবস্থায় গড়াগড়ি দিচ্ছে '

গম্ভীর স্বরে এরিয়েলকে বললেন প্রসপেরো, 'জবর কাজ করেছে তোমার অনুচরেরা। কিন্তু এবার সময় হয়েছে তাদের উচিত শিক্ষা দেবার আমার নির্দেশ, তুমি একসাথে তিনজনকে এনে হাজির কর আমার সামনে '

'প্রভুর আদেশ শিরোধার্য' বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল এরিয়েল গুহার ভেতর ঢুকে প্রসপেরো এবার বললেন মিরান্দা ও ফার্দিনান্দকে, 'তোমরা দুজনে বিশ্রাম কর আমার মনটা অশান্ত হয়ে আছে বিশেষ এক কারণে। তাই ঘুরে আসছি বাইরে থেকে ' বলেই গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রসপেরো

আপনমনে গুহার বাইরে পায়চারি করছেন প্রসপেরো তার ঘন কাঁচাপাকা ভুরু দুটি কুঁচকে উঠছে উত্তেজনায় কান খাড়া করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে কী যেন শোনার চেষ্টা করছেন তিনি। খানিক বাদে প্রসপেরোর ডাকে এরিয়েল এসে দাঁড়ায় তার সামনে এরিয়েলকে কিছু বলবেন ঠিক সে সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন প্রসপেরো পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি এবং এরিয়েল। প্রায় সেই সাথে সেখানে হাজির হল স্টিফানো, ট্রিংকুলো আর ক্যালিবান তিনজনেই টলছিল।

সঙ্গী দুজনকে বলল ক্যালিবান, 'দোহাই আপনাদের সবাই সাবধানে পা টিপে টিপে আসুন। গুহার ভেতর ঐ দুষ্টু জাদুকর যদি আপনাদের পায়ের আওয়াজ শোনে তাহলে খুবই সর্বনাশ হবে। সবকিছু টের পেয়ে ও সাবধান হয়ে যাবে আর আমাদের কাজও হাসিল হবে না।'

ঢুলুঢুলু চোখে ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে বলল স্টিফানো, 'ওহে আমার ভক্ত প্রজা, যে সুন্দরীর কথা তুমি আমায় বলেছিলে, তাকে তো ধারেপাশেও দেখতে পাচ্ছি না। সে কি আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছে?'

'আপনারা দয়া করে ধৈর্য ধরুন,' বলল ক্যালিবান 'বিশ্বাস রাখুন আমর উপর। আমি কথা দিচ্ছি যে ভাবে হোক, আমি আপনাদের হাতে তুলে দেব সেই সুন্দরীকে। গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। কথাবার্তা বলার হলে খুব আস্তে বলুন এবার পা টিপে টিপে আমার সাথে চলুন গুহার দিকে '

'আমাদের মদের বোতলগুলোর কী হবে?' চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল স্টিফানো, 'ওগুলো যে ফেলে এসেছি পচা ডোবার ধারে।'

'দোহাই আপনাদের, দয়া করে এবার চুপ করুন, বলল ক্যালিবান, 'যদি কেউ শুনতে পায়, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। গুহার ভিতরে ঢুকে আগে তাকে নিকেশ করুন তারপর কষ্ট করে না হয় ডোবার ধার থেকে বোতলগুলি তুলে নিয়ে আসবেন এবার ঢুকে পড়ুন গুহার ভেতর ' কিন্তু গুহার ভেতরে ঢোকার কোনও আগ্রহই নেই স্টিফানোর সামনের একটি গাছের দিকে দৃষ্টি ছিল তার। ক্যালিবানের অনুচরেরা প্রসপেরোর নির্দেশে সেই গাছের ওপর এরূপ মায়াজাল বিছিয়েছিল যে তারা তিনজনই দেখতে পাচ্ছিল গাছের এক একটি ডালে ঝুলে রয়েছে সুন্দর সুন্দর দামি পোশাক স্টিফানো আর ট্রিংকুলো, দুজনে এগিয়ে গেল গাছ থেকে পোশাকগুলি পেড়ে নিতে।

গলা চড়িয়ে ট্রিংকুলো আর ক্যালিবানকে লক্ষ করে স্টিফানো বলল 'দেখতে পাচ্ছ কেমন বাহারি পোশাক ঝুলেছে গাছে' আমারই জন্য যেন ও সব পোশাক ঝুলছে গাছে ওগুলি আর কারও নয়, শুধু আমার '

গদগদ গলায় বলল ট্রিংকুলো, 'হে মহান রাজা স্টিফানো গাছের সব পোশাকগুলি আমরাই নিয়ে নেব '

'তা তো নেবই, তবে তার আগে', বিড়বিড় করতে করতে গলা চড়িয়ে স্টিফানো বলল ক্যালিবানকে, 'ব্যাটা হতচ্ছাড়া অপদার্থ দানো। পচা ডোবার ধারে যেখানে অসহায় ভাবে ঘুমোচ্ছে আমার বোতলগুলো, গাছের পোশাকগুলিকে সেখানে নিয়ে চল ভালো চাস তো আমার হুকুম মেনে চল, নইলে মারতে মারতে তোকে বের করে দেব আমার রাজ্য থেকে '

'দোহাই মহারাজ আগে মন দিয়ে শুনুন আমার কথা', নাকি স্বরে বলল ক্যালিবান, পোশাকগুলি যে আপনার তা আমরা জানি। কিছুক্ষণ বাদে আমি একাই ওগুলি পেড়ে নিয়ে যাব তবে তার আগে যে মতলবটা ভেজেছেন তা হাসিল করুন '

ক্যালিবানের কথা শুনে ধমকে উঠল স্টিফানো, বলল, 'ব্যাটা অপদার্থ আহাম্মক দানো, তোর এত সাহস যে আমার মুখের উপর কথা বলছিস! যদি ভালো চাস তো গাছ থেকে পোশাকগুলি পেড়ে আন। নইলে দ্বীপের রাজা হয়ে আমি তোকে অমাত্য বানাব না মেরে দূর করে তাড়িয়ে দেব

স্টিফানোর বলা শেষ হবার সাথে সাথেই এরিয়েলের অদৃশ্য অনুচররা তেড়ে এল কুকুর আর শিকারি সেজে।

আড়াল থেকে শিকারি আর কুকুরদের নির্দেশ দিলেন প্রসপেরো, 'দৌড়োও, আরও জোরে সবাই দৌড়োও উচিত শিক্ষা দিতে হবে বদমাশগুলোকে '

শিকারি আর কুকুরদের হাত থেকে নিস্তার পেতে ক্যালিবানের সাথে সাথেই দৌড়াতে লাগল স্টিফানো আর ট্রিংকুলো কিছুদূর যাবার পর তাদের মনে হল অদৃশ্য কেউ যেন তাদের সারা গায়ে জোরে চিমটি কাটছে ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তারা চিৎকার করতে লাগল এরিয়েল প্রসপেরোকে বললেন 'ঐ শুনুন প্রভু, আমার অনুচররা কেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে ঐ তিন শয়তানকে।'

'আরও বেশি করে যন্ত্রণা দিতে বল ঐ তিন শয়তানকে', বললেন প্রসপেরো ওরা যেন মারতে মারতে শয়তানগুলোর হাড় ভেঙে গুঁড়ো করে দেয় ওদের আঁচড়ে-কামড়ে চিমটি কেটে গায়ের ছাল এমনভাবে ছাড়িয়ে নেবে যাতে সারা গা ভরে যায় বিশ্রী দাগে '

'তাই হবে প্রভু', সায় দিল এরিয়েল।

প্রসপেরো বললেন, 'মারতে মারতে পাগলা ঘোড়ার মতো ওদের ছুটিয়ে মার এই দ্বীপের ভেতর এরপর বাকি থাকবে একটা কাজ সেটা শেষ হলেই তুমি মুক্তি পাবে এরিয়েল '

দশ

প্রসপেরোকে হত্যা করার যে মতলব ক্যালিবান এঁটেছিল তা ভেস্তে যাবার পর তিনি বললেন এরিয়েলকে, 'শয়তানরা তো উচিত সাজা পেল এবার বলো রাজা অ্যালানসো ও আমার ভাই ডিউক আন্টনিওর সংবাদ কী? ওরা কি আগের মতোই আছে না সময়ের সাথে সাথে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে?'

এরিয়েল বলল 'এমনিতেই ওরা অর্ধমৃত হয়ে আছেন ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে আমার নির্দেশে অনুচরেরা কিছুক্ষণ আগেই ভালো খাবার-দাবার এবং পানীয় রেখে দিয়েছিল রাজার সামনে তবে রাজা সেগুলি স্পর্শ করার আগেই আমি সেখানে হাজির হই দানবী হারপি রূপে আমার নির্দেশে সে সব খাবার-দাবার মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল '

এরিয়েলের তারিফ করে প্রসপেরো বললেন, বা! বেশ নষ্টামি করেছ তো! তারপর তুমি কী করলে?'

'আমি রাজা অ্যালোনসো আর আপনার ভাইকে স্মরণ করিয়ে দিলাম সে সব অন্যায় অবিচারের কথা, যা তারা অতীতে আপনার উপর করেছিলেন , বলল এরিয়েল 'সেই সাথে আরও বললাম অতীতের সেই মহাপাপের শাস্তি আজ তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আমার কথা শুনে তাদের যে বিবেক দংশন শুরু হয়েছে সেটা তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম সত্যি বলছি প্রভু, ওরা এখন করুণার পাত্র '

'আর লর্ড গঞ্জালোর খবর কী?' জানতে চাইলেন প্রসপেরো, 'তাকে কি তুমি দেখেছ? সে কি রাজার সাথে ছিল?

এরিয়েল উত্তর দিল, আপনার সেই মহান বন্ধু লর্ড গঞ্জালো ছিলেন রাজার পাশেই আমার মুখে আপনার কথা শুনেই তার দুচোখ বেয়ে নেমে এল জলধারা এই মুহূর্তে রাজা ও তার সঙ্গীদের দেখলে আপনারও যে করুণা হবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

প্রসপেরো বললেন তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?'

'মানুষের শরীর থাকলে অবশ্যই তাদের জন্য আমার দয়া-মায়া জাগত' বলল এরিয়েল

এরিয়েলের কথা শুনে প্রসপেরো মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তুমি তো আর আমার মতো মানুষ নও। তোমার সবটাই বায়ু দিয়ে তৈরি সেই তুমি যখন ওদের দুঃখ-কষ্ট দেখে বিচলিত হয়েছ আর মানুষ হয়ে আমি তা হব না, সে কি কখনও হয়?' এটা সত্যি যে অন্যায় অত্যাচার অতীতে তারা আমার ও মেয়ের উপর করেছিল, সেটা মনে হওয়ায় আমি ওদের উপর খুবই রেগে গিয়েছিলাম পরে বুঝতে পারলাম প্রতিশোধ না নিয়ে ওদের ক্ষমা করাই আমার উচিত আর তুমিও যখন বলছ যে ওরা তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত, তখন আর প্রতিশোধ নেবার কথা ওঠে না তুমি আমার সেবক ভক্তশ্রেষ্ঠ, তুমি যা চাইছ, তাই হবে এরিয়েল রাজা অ্যালোনসো ও সঙ্গীদের উপর থেকে আমি তুলে দিচ্ছি জাদুমন্ত্রের প্রভাব তুমি সসম্মানে ওদের এখানে নিয়ে এস।'

প্রসপেরোর নির্দেশ পেয়ে এগিয়ে চলে এরিয়েল রাজা অ্যালোনসো ও তার সঙ্গীরা যেখানে ছিলেন, সেখানে পৌঁছেই সে শুরু করে গান গাইতে গানের সে মোহিনী সুর রাজার কানে যেতেই অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি পাগলের মতো সেই সুরের অনুসরণ করে তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে হাজির হলেন প্রসপেরোর গুহার সামনে প্রথমে রাজা অ্যালোনসো চিনতে পারেননি প্রসপেরোকে কারণ তার পরনে ছিল জাদুকরের পোশাক আর তার মুখময় সাদা দাড়ি গলা ছাপিয়ে নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত '

'লর্ড গঞ্জালো বলে এগিয়ে এলেন প্রসপেরো তারপর বৃদ্ধ গঞ্জালোকে অভিবাদন জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন তিনি, 'হে আমার মহান বন্ধু শুধু আপনার জন্যই আমি আর আমার

মেয়ে বেঁচে গেছি এই দুঃসময়ের মাঝে গাছের গুঁড়ির যে খোলে চাপিয়ে আমাদের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাতে আপনি প্রচুর খাবার, পানীয় জল পোশাক এবং পুরনো বই পত্র গুলো চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা প্রাণে বাঁচতাম না যদি ঐ উপকারটুকু আপনি না করতেন। এতদিন পরে প্রসপেরোর মুখে এসব শুনে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন গঞ্জালো

'আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাজ' বলেই প্রথা অনুযায়ী মাথা হেঁট করলেন প্রসপেরো অভিবাদন জানিয়ে প্রসপেরো বললেন, আপনার কি মনে আছে মহারাজ যে মিলান দখলের জন্য আপনি সেখানের ডিউক প্রসপেরোকে বিনা দোষে বরখাস্ত করলেও মিলানের আসল ডিউক আমিই।'

'অতীতের সে অন্যায়ের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী', বললেন রাজা অ্যালোনসো, 'এই সাথে তোমার ভাই অ্যান্টনিওর বদলে পুনরায় তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করছি মিলানের ডিউকের পদে।'

রাজার ভাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে বললেন প্রসপেরো, 'সেবাস্টিয়ান ' আমি কিন্তু জানতে পেরেছি যে আমার ভাইয়ের সাথে ষড়যন্ত্র করে কিছুক্ষণ আগে আপনি মহারাজকে এই দ্বীপে মেরে ফেলে দখল করতে চেয়েছিলেন তাঁর সিংহাসন। আমি কিন্তু ইচ্ছা হলে সে কথা জানাতে পারতাম মহারাজকে আর এখনও তা পারি তাহলে রাজদ্রোহী হিসেবে উপযুক্ত শাস্তি পাবেন আপনারা দুজনেই তবে যেহেতু আমি ক্ষমা করেছি সবার সব অপরাধ তাই মহারাজকে এ কথা জানাব না '

সেরূপ একই চাপাস্বরে প্রসপেরোর উদ্দেশে বললেন সেবাস্টিয়ান, 'তুমি একটা পাকা শয়তান। মনে হচ্ছে শয়তানই তোমার মুখ দিয়ে এসব কথা বলাচ্ছে '

এবার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন প্রসপেরো, 'অ্যান্টনিও আমি জানি যে রাজা আমায় মিলানের ডিউকের পদে পুনর্বহাল করায় হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছ তুমি। তা সত্ত্বেও তুমি জেনে রেখ তোমার অতীত অন্যায়ের জন্য আমি ক্ষমা করলাম তোমায়। আর আমি এও জানি ডিউকের পদ ফিরে পাবার জন্য তুমি চেষ্টা চরিত্র করবে সেবাস্টিয়ান আর তুমি উভয়েই মহাপাপিষ্ঠ ভাই বলে তোমাকে ডাকলে নিজের মুখকে বড্ড নোংরা বলে মনে হয়।'

'আচ্ছা ডিউক প্রসপেরো', বললেন রাজা অ্যালোনসো, 'আমার এ দ্বীপে এসেছি সে খোঁজ আপনি পেলেন কি করে? জাহাজডুবির ফলে আমার একমাত্র পুত্র ফার্দিনান্দকে আমি হারিয়েছি, সে কথা কি আপনি জানেন? আমরা তবু সাঁতরে তীরে উঠেছি, কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় সে তলিয়ে গেছে সমুদ্রের গভীরে '

হাসি চেপে প্রসপেরো বললেন, 'এ আপনার অপূরণীয় ক্ষতি মহারাজ তবে আমিও হারিয়েছি আমার একমাত্র মেয়েকে।'

আক্ষেপ করে রাজা বললেন, 'হে ঈশ্বর' তারা বেঁচে থাকলে আজ দুজনেই থাকতে পারত নেপলসে। হায়' কেন সমুদ্র ওদের পরিবর্তে আমায় নিল না' তাহলে তো ওদের মতো আমিও শান্তিতে শুয়ে থাকতে পারতাম সাগরের তলে। আচ্ছা ডিউক প্রসপেরো' আমার জানতে ইচ্ছে করছে কি ভাবে আপনি মেয়েকে হারালেন

'এই ঝড়েই তাকে হারিয়েছি' বলেই রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন প্রসপেরো, 'আমাকে যেমন আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন ডিউকের হারানো পদ, তেমনি আমিও একটা সুন্দর জিনিস

উপহার দেব আপনাকে। অনুগ্রহ করে আসুন আমার সাথে এবার তাকিয়ে দেখুন গুহার ভেতর ওই দিকে' — এই বলে রাজা ও তার সঙ্গীদের পথ দেখিয়ে গুহার ভেতরে একটা ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন প্রসপেরো। সেখানে তারা দেখতে পেলেন যুবরাজ ফার্দিনান্দ দাবা খেলছেন অপরূপা সুন্দরী এক যুবতির মুখোমুখি বসে রাজা অ্যালোনসো খুব খুশি হলেন এই দেখে যে ফার্দিনান্দ বেঁচে আছে আর প্রসপেরো আশ্রয় দিয়েছেন তাকে তার খুশির সীমা রইল না যখন তিনি জানতে পারলেন ফার্দিনান্দের মুখোমুখি বসে থাকা সুন্দরী যুবতিটিই প্রসপেরোর একমাত্র মেয়ে মিরান্দা মিরান্দাকে যুবরাজের পছন্দ হয়েছে জেনেই যুবরাজের সাথে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রসপেরো এবার ভাই, অমাত্যবৃন্দ এবং প্রসপেরোর সামনে তিনি পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করলেন মিরান্দাকে রাজা অ্যালোনসো প্রসপেরোকে কথা দিলেন যে দেশে ফিরে গিয়ে রাজকীয় রীতি অনুযায়ী তিনি ফার্দিনান্দের সাথে মিরান্দার বিয়ে দেবেন

ঝড় কেটে গেছে এবার সবার ঘরে ফেরার পালা। প্রসপেরোর নির্দেশে এরিয়েল ও তার অনুচরেরা চলে গেল সেই জাহাজে, যাতে করে রাজা ও তার সঙ্গীরা সমুদ্রযাত্রা করেছিল জাহাজের পাটাতনে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল নাবিকেরা একটু বাদে একসাথে জেগে উঠল সবাই। এরিয়েলের জাদুর প্রভাবে তারা জাহাজ চালিয়ে এসে পৌঁছালো সেই দ্বীপের কাছে, নোঙর ফেলে তীরে নেমে এল সারেং পথ দেখিয়ে এরিয়েল তাকে পৌঁছে দিল প্রসপেরোর গুহায় রাজা ও তার সঙ্গীদের জীবিত দেখে খুবই খুশি হল সারেং কিছুক্ষণ বাদে এরিয়েল সেখানে হাজির করল ক্যালিবান, ট্রিংকুলো ও স্টিফানোকে। তিনজনের বেদম পা টলছে মদের নেশায় নিজের খানসামা স্টিফানো আর ভাঁড় ট্রিংকুলোকে দেখে যেমন খুশি হলেন রাজা, তেমনি অবাক হলেন কিম্ভূত কিমাকার ক্যালিবানকে দেখে দেহটা দানবের মতো হলেও মুখখানা যেন মাছের। ওর পরিচয় দিতে প্রসপেরো বললেন যে একসময় ওর মা সাইকোরাক্সই ছিল এ দ্বীপের অধীশ্বরী আর তার জাদু ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। জাদুবলে সে যেমন চাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তেমনিই ঘটাতে পারত সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা। যদিও তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল ক্যালিবান, তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করলেন ক্যালিবান আর তার দুই সঙ্গীকে

এরপর রাজা ও তার সঙ্গীদের সে রাতের মতো তার অতিথি হবার জন্য অনুরোধ করলেন প্রসপেরো সে রাতে রাজা ও তার সঙ্গীরা প্রসপেরোর গুহায় রাত কাটালেন তার অতিথি হয়ে ইচ্ছে করে যে সব দুর্লভ খাবার ও পানীয় রাজার সামনে হাজির করেও জাদুবলে অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন এরিয়েল, এবার সেই রাজার খাতিরে তিনি সে সব দুর্লভ খাবার ও পানীয় হাজির করলেন তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে নিজ হাতে সে সব অতিথিদের সামনে পরিবেশন করল ক্যালিবান একপাশে ছেলে ফার্দিনান্দ আর অন্য পাশে ভাবী পুত্রবধূ মিরান্দাকে বসিয়ে খেতে বলেছিলেন রাজা অ্যালোনসো এবং প্রসপেরো।

খেতে খেতে রাজা প্রসপেরোর কাছে জানতে চাইলেন, 'কীভাবে আপনি মিলান থেকে মিরান্দাকে নিয়ে এই দ্বীপে এসে পৌঁছালেন আর কীভাবেই বা এতদিন এই নির্জন দ্বীপে কাটালেন? আপনার জীবনের সে সব কাহিনি জানতে আমার খুবই ইচ্ছে করে ডিউক প্রসপেরো অনুগ্রহ করে সে সব কাহিনি আমায় শোনাবেন '

'আপনি যখন শুনতে চাইছেন তখন নিশ্চয়ই সে সব কাহিনি আপনাকে শোনাব মহারাজ ' বললেন প্রসপেরো তবে আপনার মনে হবে সে সব যেন অলীক রূপকথা আমরা আগামীকালই এ দ্বীপ ছেড়ে দেশের দিকে রওনা দেব জাহাজে করে

আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি মহারাজ যে ফেরার সময় সমুদ্র থাকবে শান্ত আমাদের অনুকূল থাকবে বাতাস। নেপলসে পৌঁছেই আমি নিজচোখে দেখব যুবরাজের সাথে আমার মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান তারপর আমার দেশ মিলানে ফিরে যাব আমি বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেব '

এবার ইশারায় এরিয়েলকে ডেকে সবার কান এড়িয়ে চাপা স্বরে তাকে বললেন প্রসপেরো, 'শেষ কাজের দায়িত্ব তোমায় দিলাম এরিয়েল। নিরাপদে আমাদের সবাইকে নেপলসে পৌঁছে দেবার পরই চিরদিনের জন্য মুক্তি পাবে তুমি তারপর তুমি নিজ ইচ্ছা মতো ভেসে বেড়াতে পাবরে এই দ্বীপ আর সমুদ্রের আকাশে বাতাসে '

পরদিন সকালে এই দ্বীপ ছেড়ে যাবার আগে জাদুদণ্ড, জাদুবিদ্যার পুঁথিসহ যা কিছু ছিল, সবই মাটিতে পুঁতে ফেললেন প্রসপেরো। তারপর ডিউকের রাজকীয় পোশাক পরে কোমর বন্ধনীতে ঝোলালেন খাপে আঁটা তলোয়ার। দ্বীপ ছেড়ে এবার জাহাজে চাপলেন মিলানের ডিউক প্রসপেরো – তার সাথে রয়েছেন রাজা, যুবরাজ, ভাবী যুবরানি আর অমাত্যবৃন্দ। নোঙর খুলে পাল খাটিয়ে জোয়ারের মুখে জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন সারেং গন্তব্যস্থান নেপলস

টুয়েলফথ্ নাইট

দুই জমজ ভাই-বোন ভায়োলা আর সেবাস্টিয়ান বাস করত গ্রিসের মেসালিনা শহরে এত সুন্দর তারা দেখতে যে একবার নজর পড়লে আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না দুজনের মধ্যে এত মিল যে পোশাক পরার পর মাঝে মাঝে চেনা যায় না কে ভায়োলা আর কে সেবাস্টিয়ান দুজনে খুব ছোটোবেলায় হারিয়েছে তাদের বাবা-মাকে এমন কোনও আপনজন নেই বাড়িতে যে ওদের স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেবে তাই ওরা নিজেরাই নিজেদেরকে ভালোবাসে। এক মুহূর্ত একে অন্যকে দেখতে না পেলে ছটফট করে ওঠে তারা।

ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল তারা। যৌবনে পা দিয়ে একদিন তারা চেপে বসল এক যাত্রীবাহী জাহাজে গন্তব্যস্থল ইলিরিয়া স্বাভাবিকভাবে কেটে গেল পুরো দু দিন দু রাত তৃতীয় দিন ইলিরিয়ার উপকূলে এসে পৌঁছাল তাদের জাহাজ। সন্ধের পর আকাশের এক কোণে দেখা গেল এক টুকরো ঘন কালো মেঘ থমথমে হয়ে গেল অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন আর মাঝি মাল্লাদের মুখ কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কালো মেঘ দৈত্যের মতো ফুলে ফেঁপে উঠে ছেয়ে ফেলল সারা আকাশ

মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি মনে হল ঝড়ের দাপটে উড়ে যাবে গোটা জাহাজটা অনেক কষ্টে মাঝি মাল্লাদের সাহায্যে জাহাজটা নিয়ন্ত্রণে রাখলেন ক্যাপ্টেন এবার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল ঝড়-বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল জাহাজের উপর প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে গেল জাহাজের মাস্তুল, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পাল। মাঝি মাল্লা আর যাত্রীদের নিয়ে অসহায়ভাবে জাহাজটা দুলতে লাগল ঢেউয়ের মাথায় ইলিরিয়ার তীরবর্তী হবার পর জাহাজটিকে আর বাঁচান সম্ভব হল না ক্যাপ্টেনের পক্ষে ডুবে গেল জাহাজটা অধিকাংশ মাঝি মাল্লা আর যাত্রীরা জাহাজের সাথেই তলিয়ে গেল সমুদ্রের অতলে। ক্যাপ্টেন আর সামান্য ক'জন মাঝি-মাল্লার সাথে ছোটো একটা নৌকায় উঠে কোনও মতে প্রাণ বাঁচাল ভায়োলা তীরে উঠেই তার মনে প্রশ্ন জাগল ভাই সেবাস্টিয়ান বেঁচে আছে কিনা

সে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে আমার ভাই সেবাস্টিয়ান কি বেঁচে আছে?'

তাকে আশ্বস্ত করে ক্যাপ্টেন বললেন 'সম্ভবত সে বেঁচে গেছে জাহাজডুবির সময় লক্ষ করেছিলাম সে একটা মাস্তুলের সাথে নিজেকে বেঁধে নিয়েছে মনে হয় সমুদ্রের ঢেউই তাকে তীরে এনে ফেলেছে আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সে ভালোই আছে।'

ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল ভায়োলা, 'আপনি কি এ জায়গাটা চেনেন?

জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন, 'ভালোভাবেই চিনি ইলিরিয়ার যেখানে আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি সেটা এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ ক্যাপ্টেনের কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করল ভায়োলা

এবার ভাবনা এল ভায়োলার মনে সাথে তো টাকা কড়ি মোটেও নেই এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় বা যাবে সে আর কেই বা তাকে সাহায্য করবে একমাত্র ভাই-ই ছিল তার আশা ভরসা সে আদপে বেঁচে আছে কিনা আর বেঁচে থাকলেও সে কোথায় আছে তা জানে না ভায়োলা

কাজেই নিজের ব্যবস্থা যে নিজেকেই করতে হবে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থাও করতে হবে তাকেই কিন্তু এই অজানা জায়গায় কে দেবে তাকে চাকরি? কী করে অর্থোপার্জন করবে সে? তদুপরি সে একজন যুবতি মেয়ে। কাজের ধান্দায় রাস্তায় বেরুলে অন্যরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়

সে ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল, 'কে এই দেশের শাসক?'

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, 'ডিউক অর্সিনো '

ভায়োলা জানতে চাইল, 'তিনি কী ধরনের লোক?'

ক্যাপ্টেন বলল, 'সৎ বলতে আমরা যা বুঝি ডিউক সে ধরনের খাঁটি সৎ লোক বয়সে যুবক হলেও এখনও পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। তিনি ভালোবাসেন অলিভিয়া নামে একজন ভদ্রমহিলাকে কাছেই বাড়ি ভদ্রমহিলার তিনি ডিউককে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তাকে বিয়ে করতে আদৌ ইচ্ছুক নন তিনি কিন্তু তাতেও দমে যাননি ডিউক তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন অলিভিয়া ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি নন তিনি।'

ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল ভায়োলা, 'অলিভিয়া কে?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'সে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় কাউন্টের মেয়ে প্রায় একবছর হল মৃত্যু হয়েছে তাঁর বাবার এরপর তার অভিভাবক হন তার দাদা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তার দাদাও মারা গেলেন। ভাইয়ের এই মৃত্যুতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন তিনি নিজেও বাইরে বের হন না আর কেউ এলে তার সাথে দেখাও করেন না '

অলিভিয়াকে চাক্ষুষ না দেখালেও তার বড়ো ভাইয়ের অকালমৃত্যুর কথা শুনে তার প্রতি সমবেদনা জাগলো ভায়োলার মনে সাথে সাথে তার মনে এল ছোটো ভাই সেবাস্টিয়ানের কথা সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'লেডি অলিভিয়ার অবস্থা দেখছি আমারই মতো উনি হারিয়েছেন তার দাদাকে আর আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার ছোটো ভাইকে, জাহাজডুবির ফলে যে নিখোঁজ হয়েছে '

সায় দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সে দিক দিয়ে বিচার করলে তোমাদের দু-জনের অবস্থা প্রায় সমান '

ভায়োলা জানতে চাইল, 'আপনার কাছেই শুনলাম লেডি অলিভিয়া নাকি অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক। উনিই পারেন আমায় চাকরি দিতে আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে হয়তো হয়ে যেতে পারে আমার একটা চাকরি।'

'সে না হয় আমি চেষ্টা করব, তবে আশা কম' বললেন ক্যাপ্টেন

ক্যাপ্টেনকে মিনতি জানিয়ে ভায়োলা বলল 'কিন্তু টাকা রোজগারের ব্যবস্থা আমায় যে ভাবেই হোক করতে হবে লেডি অলিভিয়া না রাজি হলে আপনিই বরঞ্চ অনুরোধ করে দেখুন ডিউক অর্সিনোকে '

ভায়োলার কাকুতি মিনতি শুনে ক্যাপ্টেন রাজি হয়ে গেলেন তার চাকরির জন্য ডিউককে অনুরোধ করতে কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যদিকে ডিউক কি রাজি হবেন ভায়োলার মত এক সুন্দরী যুবতিকে চাকরি দিতে? ব্যাপারটা আঁচ করে ভায়োলা নিজেই সমাধান করল সমস্যার ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে একপ্রস্থ পোশাক চেয়ে নিয়ে নিজের গায়ে চাপাল সে তারপর আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগল সে নিজেকে দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন সে নিজে নয় যমজ ভাই সেবাস্টিয়ানের চেহারাটাই ফুটে উঠেছে আরশিতে এমনকি ক্যাপ্টেনও অবাক হয়ে

গেলেন তাকে ওই পোশাকে দেখে। ক্যাপ্টেন বারবার বলতে লাগলেন যুবতি বলে মনেই হচ্ছে না ভায়োলাকে দেখে। ওই পোশাক পরা অবস্থায় তিনি তাকে ডিউকের কাছে নিয়ে বললেন, 'এ ছেলেটি আমার খুবই পরিচিত। দারুণ কষ্টের মধ্যে পড়েছে এ বেচারা। আপনার তো নানারকম কাজ-কর্মের জন্য লোকের প্রয়োজন। দয়া করে, যদি একে একটা কাজ দেন, তাহলে খুবই উপকার হয় বেচারার।'

ক্যাপ্টেনের কথায় সহমত হয়ে বললেন ডিউক 'ঠিকই বলেছেন আপনি। নানারকম কাজের জন্য লোকের দরকার হয় আমার।' এরপর ভায়োলার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন ডিউক, 'কী নাম তোমার?'

চটপট জবাব দিল ভায়োলা, 'আজ্ঞে হুজুর, সিজারিও।'

ডিউক জানতে চাইলেন, 'তা তুমি মনোযোগ দিয়ে কাজ-কর্ম করবে তো?'

ভায়োলা উত্তর দিল, 'ক্যাপ্টেনের সামনে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি হুজুর আমার কাজে কোনও ত্রুটি পাবেন না আপনি।'

ডিউক হেসে বললেন, 'বেশ! আমি তোমাকে খাস সহচরের পদে বহাল করলাম। কাজটা খুব কঠিন নয়। সব সময় আমার আশে পাশে থাকবে, ফাই ফরমাশ খাটবে। আর কোনও কাজে পাঠালে ভালোভাবে সে কাজটা করে আসবে। কী! পারবে তো?'

ভায়োলা বলল, 'আমায় একবার সুযোগ দিন আপনাকে সেবা করার। আশা করি সেজন্য হতাশ হতে হবে না আপনাকে। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।'

ডিউকের কাছে ভায়োলাকে কাজে লাগাতে পেরে স্বস্তি অনুভব করলেন ক্যাপ্টেন। ডিউকের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন তিনি।

সিজারিওবেশী ভায়োলা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ডিউককে খুশি করার। সব সময় সে ডিউকের আশে পাশে থাকে, একঘেয়েমি দূর করতে মাঝে মাঝে সে ডিউককে গান শোনায় আর ডিউকের মনখারাপ হলে সে মজার মজার কথা বলে তাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। এরই ফাঁকে ফাঁকে সে ডিউকের কাছ থেকে শুনতে পায় লেডি অলিভিয়াকে তিনি কত ভালোবাসেন, হৃদয়ের গভীরে তিনি আরাধ্যদেবী রূপে বসিয়ে রেখেছেন তাকে। এত গভীরভাবে লেডি অলিভিয়াকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি যে ডিউককে মোটেও পাত্তা দেন না, এ কথা শুনে খুবই দুঃখ পায় ভায়োলা।

ডিউকের নিকটে থেকে কাজ করতে এক সময় তার প্রেমে পড়ে গেল ভায়োলা। কিন্তু তার ভালোবাসাকে সে লুকিয়ে রেখে দিল তার হৃদয়ের গভীরে, তার কোনও আঁচই পেলেন না ডিউক।

এর কয়েকদিন বাদে ডিউক একটা শিলমোহর করা খাম ভায়োলার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি এখনই লেডি অলিভিয়ার কাছে গিয়ে এটা তাকে দেবে আর বলবে আমি কত গভীরভাবে ভালোবাসি তাকে। তুমি তাকে এও বলবে তিনি আমার প্রতি নির্দয় হলেও আমৃত্যু আমি ভালোবেসে যাব তাকে। তোমার বয়স কম আর আমার চেয়েও দেখতে সুন্দর। তাই এ কাজটা তোমাকে দিয়েই ভালোভাবে হবে।'

এ কথা শুনে খুবই মন খারাপ হয়ে গেল ভায়োলার। ডিউককে ভালোবাসা সত্ত্বেও সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না তাকে। উপরন্তু ডিউকের চিঠি নিয়ে যার কাছে যেতে হবে তিনি মোটেও পাত্তা দেন না তাকে। শুধু চিঠি দেওয়াই নয়, তাকে নিজমুখে বলতে হবে ডিউক তাকে কত ভালোবাসেন, বিয়ে করতে চান তাকে।

লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদের একতলায় থাকেন তার দূর সম্পর্কের খুল্লতাত স্যার টোবির বেলচ আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রু অ্যাগচিক। এরা উভয়েই পাঁড় মাতাল। এদের কেউ

বিয়ে করেননি। স্যার টোবি মনে করেন অলিভিয়ার খুল্লতাত হবার দরুন এই প্রাসাদে থাকার অধিকার আছে তার অবশ্য এ ব্যাপারে অন্য স্বার্থ রয়েছে খুল্লতাত হবার দরুন তিনি মাঝে মাঝে নাক গলান ভাইঝির বিয়ের ব্যাপারে কিন্তু অলিভিয়া সেটা মোটেও পছন্দ করেন না। স্যার টোবির ইচ্ছা যে ভাইঝি বিয়ে করুক তার এক গ্লাসের ইয়ার স্যার অ্যান্ড্রু অগচিককে। বন্ধুর সাথে বিয়ে হলে তার কর্তৃত্বও বেড়ে যাবে, বন্ধুর মাধ্যমে ভাইঝির সম্পত্তির উপরও তার অধিকার বাড়বে মনে মনে এসব স্বপ্ন দেখেন তিনি কিন্তু খুল্লতাতের মতলব যে সুবিধার নয়, সেটা ঠিকই আঁচ করেছেন অলিভিয়া তাই তিনি দয়া করে তাকে আর বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রু অগচিককে থাকতে দিয়েছেন প্রাসাদের একতলায় একটি ঘরে। তবে আগে থেকেই তিনি বন্দীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন তারা যেন একতলা ছেড়ে উপরে উঠতে না পারে লেডি অলিভিয়া যেমন তাদের পাত্তা দেন না, তেমনি কেউ তার সাথে দেখা করতে এলে দু বন্ধু তাকে ধমকে-ধামকে, এমন কি মার-ধর করে তাড়িয়ে দেয় বাইরের কেউ যে অলিভিয়াকে বিয়ে করলে তাদের মৌরসী পাট্টা থাকবে না, এজন্য তারা কাজ করেন লেডি অলিভিয়ার সাথে দেখা করার জন্য ডিউকের লোক যে প্রতিদিন প্রাসাদে আসে, সে কথাও জানে ওই দুই বন্ধু মাতাল। তবে তারা এটা জেনে নিশ্চিন্ত যে লেডি অলিভিয়া ডিউককে বিয়ে করতে রাজি নন

সিজারিও বেশী ভায়োলা এসে হাজির হল লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদে তাকে দেখেই এগিয়ে এল অলিভিয়ার চাকর ম্যালভোলিও ডিউক যে তার নিজস্ব লোক মারফত অলিভিয়াকে প্রেমপত্র পাঠান সে কথা জানে সে তাই ভায়োলাকে দেখেই ধমকে উঠল সে, 'যাও। যাও। এখন দেখা হবে না লেডি অলিভিয়ার সাথে।'

তার এরূপ অভদ্র আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে ভায়োলা জানতে চাইল, 'কেন দেখা হবে না তার সাথে?

ম্যালভোলিও জবাব দিল, 'দেখা হবে না কারণ তিনি অসুস্থ '

'আরে' অসুস্থ বলেই তো তার সাথে করতে এসেছি' বলল ভায়োলা

'কী করে আর দেখা হবে! উনি তো এখন ঘুমোচ্ছেন — ম্যালভোলিও বলল

একটুও দমে না গিয়ে ভায়োলা বলল, 'ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করছি যতক্ষণ না উনি ঘুম থেকে ওঠেন।'

এবার রেগে গিয়ে বলল ম্যালভোলিও 'এতো মহা ঝামেলার ব্যাপার হল দেখছি! যতই আমি বলছি উনি অসুস্থ ততই আপনি জোর করছেন তার সাথে দেখা করার জন্য '

এ কথা শুনে ভায়োলাও একগুঁয়ের মতো বলল 'ঠিক আছে, উনি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি বাধা পেয়ে তারও জেদ বেড়ে গেছে যে ভাবেই হোক সে দেখা করবে লেডি অলিভিয়ার সাথে কারণ ডিউক স্বয়ং তাকে পাঠিয়েছেন লেডি অলিভিয়ার সাথে দেখা করতে তাছাড়া সে দেখতে চায় লেডি অলিভিয়ার মধ্যে এমন কী আছে যার দরুন ডিউক তাকে এত ভালোবাসেন

এমন নাছোড়বান্দা লোক দেখে বাধ্য হয়ে ম্যালভোলিও গেল তার কর্ত্রীকে খবর দিতে যাবার আগে সে বলে গেল 'কর্ত্রী অনুমতি দিলে আপনাকে আমি নিয়ে যাব তার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে

ম্যালভোলিও বলল তার কর্ত্রীকে ডিউকের চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে আমি বসিয়ে রেখেছি

ধমক দিয়ে লেডি অলিভিয়া বললেন তাকে, 'তবে আর কী? কেউ দেখা করতে এলেই বসিয়ে রাখবে তাকে। তোমাকে তো আগেই বলেছি ডিউকের কোনও লোকের সাথে দেখা করব না আমি।' এরপর একটু গলা চড়িয়ে বললেন, 'যাও, এখনই প্রাসাদ থেকে দূর করে দাও লোকটাকে '

ম্যালভোলিও বলল, 'আমি তো বারবার তাকে বলছি চলে যাবার জন্য কিন্তু সে আমার কথায় কান দিচ্ছে না। বলছে আপনার সাথে দেখা না করে সে যাবে না

খুব অবাক হয়ে বলল অলিভিয়া, 'বা বেশ মজার ব্যাপার তো! এমন নাছোড়বান্দা লোক তো দেখিনি। লোকটাকে কেমন দেখতে?'

দেখে শুনে তো মনে হয় খুবই সুন্দর', বলল ম্যালভোলিও, 'তবে ওকে লোক না বলে ছেলে বললেই মানানসই হয়। আপনি জানতে চাইলেন বলেই বলছি খুবই সুন্দর ছেলেটি

ডিউকের দূতের বয়স আর চেহারার বর্ণনা ম্যালভোলিওর মুখে শুনে অলিভিয়ার খুবই আগ্রহ হল ছেলেটিকে দেখার পাতলা একটা রেশমি ওড়নায় নিজের মুখ ঢেকে তিনি বললেন ম্যালভোলিওকে, 'বেশ তো। ডিউকের দূত যখন বলেছে আমার সাথে দেখা না করে যাবে না তখন তাকে সোজা নিয়ে এস আমার কাছে ' 'যো হুকুম' বলে অলিভিয়াকে সেলাম ঠুকে চলে গেল ম্যালভোলিও। কিছুক্ষণ বাদে সিজারিওবেশী ভায়োলাকে এনে সে হাজির করল লেডি অলিভিয়ার সামনে

নারীর মন 'দেবতারাই জানেন না মানুষ তো কোন ছাড় ' ডিউক যা এতদিনেও করতে পারেননি, ভায়োলাকে মাত্র একবার দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি ভায়োলা অনুরোধ করতে মুখের ঢাকনা সরিয়ে নিলেন তিনি। অলিভিয়ার মন ভোলাতে যে কথা তাকে বলতে শিখিয়েছিলেন ডিউক, তোতাপাখির মতো হুবহু সেগুলি আউড়ে গেল ভায়োলা। কিন্তু সে সবে কান দিলেন না লেডি অলিভিয়া। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ভায়োলার সুন্দর মুখের দিকে এমন সুন্দর চেহারার যুবক আগে কখনও দেখেননি তিনি কিছুক্ষণ বাদে লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তিনি বললেন, 'দেখ, তোমার মনিবের কোনও কথাই আমি শুনতে চাই না তোমার মুখ থেকে তবে তোমার জন্য সব সময় খোলা রইল আমার দরজা। তোমার প্রয়োজনে যখন খুশি তুমি আসতে পার এখানে '

ভায়োলা বলল 'আপনি যে উদারতা দেখালেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু শুধু শুধু এখানে এসে আর কী হবে' বলে সে বিদায় চাইল লেডি অলিভিয়ার কাছে তবে এত তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় দিতে ইচ্ছে করছিল না লেডি অলিভিয়ার তাকে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি জানতে চাইলেন তার বংশ পরিচয়

তার জবাবে ভায়োলা বলল, 'দেখুন, আমার যে বর্তমান অবস্থা, তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল আমার বংশের ইতিহাস তাছাড়া আমি একজন ভদ্রলোক তো বটেই ' উপহারস্বরূপ লেডি অলিভিয়া তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলে সে অস্বীকার করল তা নিতে। সে বলল, 'আপনি শুধু আমার প্রভুর দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি দিন তাহলেই সন্তুষ্ট হব আমি এই বলে লেডি অলিভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল সে। ভায়োলা বেরিয়ে যেতেই তার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল লেডি অলিভিয়ার তিনি তাকে আবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি হাতের আঙুল থেকে একটি দামি আংটি খুলে নিয়ে ম্যালভোলিওকে দিয়ে বললেন 'তুমি এখনই ছুটে গিয়ে ডিউক অর্সিনোর দূতকে ধর তাকে বলবে ডিউক তার মারফত যে আংটিটা আমায় পাঠিয়েছেন সেটা আমি ফেরত পাঠালাম সেই সাথে আরও বলবে কাল যদি

তিনি সময় করে এখানে আসেন, তাহলে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব কেন আমার পক্ষে ডিউককে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তুমি আমার হয়ে তাকে অনুরোধ করবে কাল যেন তিনি অবশ্যই এখানে আসেন।'

লেডি অলিভিয়ার কাছ থেকে আংটিটা নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ম্যালভোলিও। তাড়াতাড়ি হেঁটে কিছুদূর গিয়ে সে ধরে ফেলল ভায়োলাকে। মনিবানীর নির্দেশমতো তাকে সবকিছু বলে ফিরেব আংটিটা গুঁজে দিল তার হাতে। সব কিছু শোনার পর অবাক হয়ে ভায়োলা বলল, 'কই! আমি তো কোনও আংটি নিয়ে আসিনি?'

ম্যালভোলিও বলল, 'আমার কর্ত্রী তো আর মিছে কথা বলেননি। তিনি বলেছেন বলেই তো আমি এতদূর ছুটে এসেছি আপনার কাছে।' কিন্তু ভায়োলা অস্বীকার করল সে আংটি নিতে।

তখন ম্যালভোলিও বলল, 'আপনি এটা ফেরত না নিলে রাস্তায় ফেলে যাব। ফলে হবে আজে-বাজে যে কেউ কুড়িয়ে নেবে।' — বলেই আংটিটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গেল সে। অনন্যোপায় হয়ে আংটিটা তুলে নিতে হল ভায়োলাকে। লেডি অলিভিয়ার মতো ভায়োলাও এক যুবতি মেয়ে। তার বুঝতে বাকি রইল না উনি তার প্রেমে পড়ে গেছেন। শেষমেশ ব্যাপারটা যে এরূপ দাঁড়াবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার ভয় হল এসব জানতে পেরে ডিউক যদি তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেন তাহলে কী হবে।

ভায়োলা না চাইলেও মনিবের আদেশে তাকে পুনরায় যেতে হল লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদে। কিন্তু এবার ভেতরে যেতে সে কোনও বাধা পেল না। কারণ লেডি অলিভিয়া আগেই তার প্রাসাদের রক্ষী ও চাকর বাকরদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে গতকাল যে সুন্দর যুবকটি ডিউকের দূত হয়ে এসেছিল, সে এলে যেন তাকে নিয়ে যাওয়া হয় তার কাছে।

ডিউক যে পুনরায় তাকে প্রেম নিবেদন করেছেন এ কথা ভায়োলার মুখে শুনে বেজায় রেগে বললেন অলিভিয়া, 'আমি তো আগেই বলেছি ডিউকের ও সব ঘ্যানঘেনে প্রেমের কথা শুনতে মোটেও রাজি নই আমি।' পরক্ষণেই শান্ত হয়ে বললেন, 'অবশ্য ডিউক ছাড়া অন্য কেউ যদি আমায় বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে অনায়াসে তার কথা বলতে পার আমাকে।' — বলেই এমনভাবে চাইলেন ভায়োলার দিকে যে সে বেচারি লজ্জা পেয়ে গেল। সে বেশ বুঝতে পারল পুরুষবেশী তাকেই বিয়ে করতে চাইছেন লেডি অলিভিয়া। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। লেডি অলিভিয়া তাকে বললেন, 'তুমি কি ডিউককে ভয় পাচ্ছ? তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি যে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি এ কথা লুকিয়ে রেখে আর কোনও লাভ নেই। যদি তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি হও, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, তুমিও ক্ষমতাবান হবে ডিউকের মতো।'

এ কথা শুনে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ভায়োলা। সে প্রাসাদ থেকে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল। যেতে যেতে শুনতে পেল লেডি অলিভিয়া বলছেন তাকে, 'আমি তোমায় প্রাণাধিক ভালোবাসি সিজারিও। তুমি আবার এস। তোমার অপেক্ষায় রইলাম আমি।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে যাবার মুখেই ঝামেলায় পড়ে গেল ভায়োলা। একতলার দুই বাসিন্দাদের একজন স্যার অ্যান্ড্রু অগচিক জানতে পেরে গেছেন যে ডিউকের দূত সিজারিও ছোকরাকে ভালোবেসে ফেলেছে লেডি অলিভিয়া। ব্যাপারটা যথেষ্ট ভাবের কারণ

লেডি অলিভিয়া সিজারিওকে বিয়ে করলে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের দু-বন্ধুকে অলিভিয়ার দূর সম্পর্কিত খুল্লতাত স্যার টোবির সাথে আলোচনা করে স্যার অ্যান্ড্রু ঠিক করেছে যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে সে হত্যা করবে সিজারিওকে মূলত তার এক গেলাসের ইয়ার স্যার টোবির প্ররোচনায় সে এক নির্দিষ্ট দিনে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দিল সিজারিওকে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে স্যার অ্যান্ড্রু যে সিজারিওকে চিঠি পাঠিয়েছে এ কথা জেনে মনে মনে হাসল স্যার টোবিও কারণ সে তো জানে তার বন্ধু কত ভীরু ওদিকে ভায়োলা অর্থাৎ সিজারিও যে একজন দক্ষ তলোয়ারবাজ সে কথা জানিয়ে বন্ধুকে ভয় পাইয়ে দিল স্যার টোবি

ওই দিনই সকালে অ্যান্টনিও নামক একজন ক্যাপ্টেনের জাহাজে করে ইলিরিয়ায় পৌঁছেছে ভায়োলার ভাই সেবাস্টিয়ান। জাহাজডুবির পর ওই ক্যাপ্টেন তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন তার নিজের জাহাজে। নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে জাহাজ এসে পৌঁছেছে এখানকার বন্দরে এখান থেকে খুবই নিকটে ডিউক অর্সিনোর প্রাসাদ

সেবাস্টিয়ান বললে 'আসুন জাহাজ থেকে নেমে একবার বন্দরটা ঘুরে দেখা যাক সেই সাথে ডিউকের প্রাসাদটাও দেখা হয়ে যাবে।'

ক্যাপ্টেন অ্যান্টোনিও বললেন, 'তুমি যেতে চাও যাবে কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

সেবাস্টিয়ান এর কারণ জানতে চাইলে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কারণ কিছুদিন আগে আমারই হাতে গুরুতর আহত হয়েছে ডিউকের ভাইপো ডিউকের রক্ষীরা আমায় দেখতে পেলে সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেবে কাজেই একাই যেতে হবে তোমাকে '

ক্যাপ্টেনের অসুবিধার কথা শুনে সেবাস্টিয়ান স্থির করল সে একাই যাবে বন্দর দেখতে।

জাহাজ থেকে নেমে যাবার আগে সেবাস্টিয়ানকে সাবধান করে বললেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিও, 'মনে রেখ এটা বিদেশ-বিভূঁই কাজেই খুব সাবধানে চলা-ফেরা করবে'— বলে একটা টাকা ভর্তি থলে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা সাথে রাখ এই অচেনা জায়গায় ঘুরে-ফিরে বেড়াতে হলেও অর্থের প্রয়োজন। নিজের মনে করেই এই টাকা থেকে তুমি প্রয়োজনীয় খরচ-খরচা করবে।'

'কী হবে এত টাকা দিয়ে?' জানতে চাইল সেবাস্টিয়ান

ক্যাপ্টেন বললেন, 'টাকাগুলো সঙ্গে রাখ খিদে পেলেও তো খাবার কিনতে পয়সা লাগবে কিছু বেশি টাকা সাথে রাখা ভালো ' ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজ থেকে পথে নামল সেবাস্টিয়ান

ওদিকে নির্দিষ্ট দিনেই সিজারিও বেশী ভায়োলার সাথে তলোয়ার বাজিতে নামলেন স্যার অ্যান্ড্রু প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে পাঁড় মাতাল স্যার অ্যান্ড্রুর হাত অন্যদিকে তলোয়ার ধরা সিজারিওর ডান হাত কাঁপছে ভয়ে হয়তো ভয়ংকর একটা কিছু হয়ে যাবার ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারত সিজারিও ঠিক সে সময় দেবদূতের মতো সেখানে এসে হাজির হল এক অচেনা ভদ্রলোক স্যার অ্যান্ড্রুকে উদ্দেশ্য করে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'থামুন আপনি। আমার সাথে লড়বেন এর বদলে আমি লড়ব আপনার সাথে।'

ভায়োলা তো জানে না যে এই লোকটিই ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিও সেবাস্টিয়ানের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ধরা পড়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি নিজে বেরিয়েছেন তার খোঁজে ভায়োলাকে সেবাস্টিয়ান ভেবে ভুল করেছেন তিনি তাকে সাহায্য করতে আসার দরুন অপরিচিত ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাল সিজারিও ঠিক তখনই একদল রক্ষী এসে হাজির সেখানে অ্যান্টনিওকে চিনতে পেরে রক্ষীদের দলপতি গ্রেপ্তার করলেন তাকে

সিজারিওর দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'বন্ধু সেবাস্টিয়ান! তোমায় বাঁচাতে এসে আমি নিজেই পড়ে গেলাম বিপদে। যাকগে সে কথা। যে টাকার থলিটা তোমায় দিয়েছিলাম সেটা এবার আমায় দেও। জানি না ক'দিন গারদে আমায় আটকা থাকতে হবে। ওখানে তো টাকার দরকার হবে আমার।'

অচেনা অজানা এক ব্যক্তির মুখে সেবাস্টিয়ানের নাম শুনে ভায়োলা বুঝতে পারল তার ভাই সেবাস্টিয়ান এখনও বেঁচে আছে আর এই লোকটি তাকে জানে। সে ভায়োলাকেই সেবাস্টিয়ান বলে ধরে নিয়েছে। যাই হোক ভাইয়ের বেঁচে থাকার কথা শুনে স্বস্তি পেল ভায়োলা। কিন্তু টাকার থলির ব্যাপারটা বোধগম্য হল না তার কাছে। রক্ষীদের হাতে বন্দি লোকটিকে সে বলল, 'আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কারণ বিপদের সময় আপনি এগিয়ে এসেছেন আমায় বাঁচাতে। কিন্তু আপনার টাকার থলির ব্যাপারটা সত্যিই আমি জানি না। তবে আমার কাছে খুবই সামান্য টাকা আছে। প্রয়োজন হলে আপনি তা নিতে পারেন।' এই বলে নিজের টাকার থলিটা এগিয়ে দিল তার সামনে।

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিও, 'ছিঃ সেবাস্টিয়ান! আমার জানা ছিল না তুমি এত নীচ, বেইমান। জাহাজডুবির পর আমি তোমায় প্রাণ বাঁচিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলাম নিজের কাছে। আর এভাবে তুমি প্রতিদান দিলে তার? অস্বীকার করলে আমাদের বন্ধুত্বকে? আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু তার আগেই রক্ষীরা টানতে টানতে টেনে নিয়ে গেল তাকে। এখানে থাকলে পাছে স্যার অ্যান্ড্রু তার উপর চড়াও হয়, এই ভয়ে ভায়োলা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ডিউকের প্রাসাদের দিকে।

স্যার অ্যান্ড্রু, স্যার টোবি, দু-জনের কেউই টের পাননি ভায়োলার চলে যাওয়া। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির সেবাস্টিয়ান। উভয়েই তাকে ধরে নিল সিজারিও বলে। স্যার টোবি ইঙ্গিত করতেই তলোয়ার উঁচিয়ে তার দিকে ছুটে এল স্যার অ্যান্ড্রু। সেবাস্টিয়ানের কোমরেও ঝুলছিল তলোয়ার। শয়তানের মতো দেখতে বদখত চেহারার একটা লোক তার দিকে তলোয়ার হাতে তেড়ে আসছে দেখে সেবাস্টিয়ানও বের করল তার তলোয়ার। মোক্ষম একটা আঘাত হানল স্যার অ্যান্ড্রুর মুখে। বন্ধুকে আহত হতে দেখে স্যার টোবিও ছুটে এল তলোয়ার হাতে। সেও জখম হল সেবাস্টিয়ানের তলোয়ারের আঘাতে।

কাছেই ছিল লেডি অলিভিয়ার প্রাসাদ। খবর পেয়ে তিনি নিজে এলেন সেখানে। আহত স্যার টোবি ও স্যার অ্যান্ড্রু — দু জনকেই ধমকে-ধামকে তাড়িয়ে দিলেন। রক্ষীদের আদেশ দিলেন তারা যেন উভয়ের কাউকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে না দেয়। এবার সিজারিও ভেবে তিনি সেবাস্টিয়ানকে আহ্বান জানালেন প্রাসাদের ভেতরে আসার। লেডি অলিভিয়ার মতো এক অপরূপ সুন্দরী মহিলার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না সেবাস্টিয়ান। তার মতো একজন সাধারণ মানুষের প্রতি মহিলার অপরিসীম দয়া দেখে মনে মনে খুবই অবাক হল সেবাস্টিয়ান। সে লক্ষ করল মহিলা তার সাথে এমনভাবে কথা বলছেন যেন সে তার পূর্বপরিচিতা। সে আরও লক্ষ করল মহিলা শুধু কথাই বলছেন না — কথার মাঝে রয়েছে প্রেম নিবেদনের সুর। তবে কি মহিলা পাগল? শুরুতে এ প্রশ্নটা জেগেছিল তার মনে। কিন্তু যখন সে দেখল তিনি স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন কাজের লোকদের — তখন সে বুঝতে পারল উনি পাগল নন, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তখন সেও এমন আচরণ করতে লাগল যাতে লেডি অলিভিয়ার মনে হল সত্যিই এবার নম্র

হয়েছে সিজারিওর মন — সে সাড়া দিচ্ছে তার প্রেমের ডাকে। এ সব দেখে খুবই খুশি হলেন লেডি অলিভিয়া। পাছে সিজারিও বেহাত না হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তখনই তার সাথে বাগদান পর্বটা সেরে রাখতে চাইলেন। সেও রাজি হয়ে গেল তাঁর প্রস্তাবে। আর দেরি না করে লেডি অলিভিয়া তাকে সোজা নিয়ে গেল গির্জায় — সেখানে পাদ্রির সামনে সম্পন্ন হল বিয়ের বাগদান পর্বটা। এবার ভাবী স্বামীকে নিয়ে লেডি অলিভিয়া প্রাসাদে ফিরে এলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প গুজব করে কেটে গেল কিছুটা সময়। এ সময় হঠাৎ ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিওর কথা। তিনি বলেছিলেন সরাইখানায় অপেক্ষা করবেন তার জন্য। এতক্ষণ নিশ্চয়ই তিনি সেখানে বসে চিন্তা করছেন তার পথ চেয়ে। সরাইখানায় যাবার জন্য সে বিদায় নিয়ে এল লেডি অলিভিয়ার কাছ থেকে। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল তার মতো একজন সাধারণ মানুষকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অজানা-অচেনা রূপবতী এক ধনী মহিলা তার সাথে বিয়ের বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন — প্রিয় বন্ধু ক্যাপ্টেনকে নিজ মুখে এ সব কথা বলে সে অবশ্যই তার সাহায্য চাইবে

প্রাসাদে পৌঁছে ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে বলল ভায়োলা, 'আমায় মাফ করবেন মাননীয় ডিউক। আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেডি অলিভিয়া কিছুতেই রাজি হলনি আপনার কথা শুনতে।'

এ কথা শুনে বললেন ডিউক, 'আর তোমায় যেতে হবে না সিজারিও। এবার আমি নিজেই যাব তার সাথে কথা বলতে।'

সিজারিও বেশী ভায়োলা আর কয়েকজন রক্ষীকে সাথে নিয়ে লেডি অলিভিয়ার সাথে দেখা করতে চললেন ডিউক অর্সিনো। প্রাসাদের সামনে তার সাথে দেখা হল রক্ষীদের হাতে বন্দি অ্যান্টনিওর সাথে। অ্যান্টনিওকে দেখিয়ে ভায়োলা বলল, 'কিছুক্ষণ আগে এই ভদ্রলোকই আমায় রক্ষা করেছেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের হাত থেকে।'

অবাক হয়ে ডিউক বললেন, 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি?'

তখন ভায়োলা তাকে খুলে বলল সব কথা। শেষমেশ বলল ধরা পড়ার পর উনি একটা টাকার থলে চেয়েছিলেন তার কাছে। কিন্তু ও ব্যাপারে কিছুই জানে না সে।

এবার ক্যাপ্টেন বললেন, 'ছিঃ ছিঃ এমন অধঃপতন হয়েছে তোমার। এখনও না বোঝার ভান করছ?' — বলেই ইশারায় ভায়োলাকে দেখিয়ে ডিউককে বললেন, 'মাননীয় ডিউক, জাহাজডুবির পর আমি ওকে জল থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম আমার জাহাজে। আশ্রিত হিসেবে কয়েকমাস আমার জাহাজে কাটিয়েছে ও। আমার জাহাজ আজই এসে পৌঁছেছে ইলিরিয়ার বন্দরে। শহর দেখতে যাবার সময় আমি ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম এক থলে স্বর্ণমুদ্রা। ওর ফিরতে দেরি দেখে ধরা পড়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি নেমে এসেছি ডাঙায়। কিছুদূর যাবার পর দেখতে পেলাম ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ করছে এক আধবুড়ো মাতালের সাথে। ভয় আর উত্তেজনায় তলোয়ার সুদ্ধু ওর হাতটা থর থর করে কাঁপছে। তলোয়ারটা হয়তো ওর হাত থেকে পড়েই যেত যদি না আমি এগিয়ে এসে ওর হয়ে লড়াই করতে নামতাম। এমন কপাল আমার। ঠিক সে সময় আপনার রক্ষীরা এসে গ্রেপ্তার করল আমাকে। আর এখন কিনা ও বলছে চেনেই না আমাকে। আগে কখনও দেখেনি আমায়। তাই টাকার থলেও নেই তার কাছে। হুজুর, আমার প্রার্থনা এই বেইমানির বিচার আপনি নিজেই করুন।'

ক্যাপ্টেনকে বললেন ডিউক 'তুমি বলছ আজই তোমার জাহাজ ভিড়েছে ইলিরিয়া বন্দরে কিন্তু যার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ, সে তো অনেকদিন ধরে কাজ করছে আমার কাছে তাই তোমার অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে পারছি না আমি' বলেই রক্ষীদলের নেতাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন কী অপরাধে একে ধরেছ তোমরা?

রক্ষীদলের নেতা বললেন, 'হুজুর এরই সাথে লড়তে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন আপনার ভাইপো সেই অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইনি '

ভায়োলাকে দেখিয়ে ডিউক বললেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিওকে, 'তুমি বলছ তোমার জাহাজে ওকে আশ্রয় দিয়েছিলে আবার বলছ তোমার জাহাজ আজই ভিড়েছে ইলিরিয়া বন্দরে কিন্তু ও তো তারও আগে থেকে রয়েছে আজ সকালে ওকে টাকার থলি দেবার যে কথা বলছ, সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয় কথা শেষ করে ডিউক রক্ষীদের আদেশ দিলেন, 'এখন ওকে নিয়ে যাও ওর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে তা পরে বিবেচনা করব আমি।'

ডিউকের কথা শেষ হতে না হতেই নিজের প্রাসাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন লেডি অলিভিয়া। আশেপাশের সবকিছু ফেলে ডিউক হাঁ করে চেয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাকে ঐভাবে তাকাতে দেখে শুধু বিরক্তিই নয়, তার প্রতি প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলেন লেডি অলিভিয়া। ডিউকের সাথে তার দূত সিজারিও এসেছেন এটা যেন তখনই নজরে এল লেডি অলিভিয়ার ডিউককে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে সরাসরি প্রেমালাপ শুরু করলেন সিজারিওর সাথে। সিজারিওকে যে লেডি অলিভিয়া ভালোবাসেন সেটা বুঝতে পেরে মনে মনে খুবই রেগে গেলেন ডিউক সিজারিওকে ডেকে তিনি বললেন, 'এবার চল এখান থেকে মনিবের সাথে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে সিজারিও ঠিক সেসময় মিনতিভরা স্বরে লেডি অলিভিয়া বললেন তাকে, 'তুমি চলে যেও না সিজারিও, প্রাসাদে এস অনেক কথা আছে তোমার সাথে

সিজারিও বলে উঠলেন, নাঃ আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। মনিবের সাথেই যেতে হবে আমাকে আমি ওকে প্রাণাধিক ভালোবাসি কোনও নারীকে এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা সম্ভব নয় '

জোর গলায় বলে উঠলেন লেডি অলিভিয়া, 'সিজারিও! তুমি আমার স্বামী। আমার কথা রাখ। এভাবে চলে যেও না তুমি।'

অবাক হয়ে বললেন ডিউক, 'তুমি লেডি অলিভিয়ার স্বামী?'

সিজারিও উত্তর দিল 'নাঃ মহামান্য ডিউক আমি ওর স্বামী নই, আর অন্য কোনও নারীর স্বামী হতেও চাই না আমি

লেডি অলিভিয়া বললেন 'ও যে আমার স্বামী তার প্রমাণ আমি এখনই দিচ্ছি ' এরপর তিনি ডেকে আনলেন সেই পাদ্রিকে। সিজারিওকে দেখিয়ে বললেন পাদ্রিকে, 'আচ্ছা ফাদার, আজ সকালে কি আপনার সামনে এই যুবক সিজারিওর সাথে আমার বিয়ের বাগদান অনুষ্ঠান হয়নি?

ভালো করে সিজারিওর মুখটা দেখে নিয়ে পাদ্রি বললেন, 'এর সাথেই তো প্রায় দু ঘণ্টা আগে তোমার বাগদান হয়েছে। বাগদান তো আমার সামনেই হল এমন সুন্দর মুখ কি এত সহজে ভোলা যায়'

পাদ্রির কথা শুনে ডিউক নিশ্চিন্ত হলেন সে সিজারিওই লেডি অলিভিয়ার স্বামী। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে তাকে এভাবে টপকে গিয়ে সিজারিও বিয়ে করবে লেডি অলিভিয়াকে ডিউক একবার ভাবলেন তাকে প্রাণদণ্ড দেবেন পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সিজারিওকে বললেন, 'তুমি আমার সাথে যা করেছ তা স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা যাই হোক. তুমি আর আমার সামনে এস না

ডিউকের হুকুম শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল সিজারিও যাই হোক এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে তার থাকা খাওয়ার একটা হিল্লে হয়েছিল, সাথে সাথে রোজগারও হচ্ছিল তার এবার সে সব চলে গেল ওদিকে সিজারিও তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে দেখে মনে মনে খুবই দুঃখ পেলেন লেডি অলিভিয়া। এরই মাঝে এসে হাজির দুই পাঁড় মাতাল স্যার টোবি আর স্যার অ্যান্ড্রু। তাদের ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত।

সিজারিওকে দেখিয়ে তারা বলল, 'এই তো সেই লোক যে কিছুক্ষণ আগে জখম করেছে আমাদের।'

বিরক্তি সহকারে বললেন ডিউক 'কী যা তা বলছ তোমরা ও তো সকাল থেকেই আমার সাথে রয়েছে তাহলে কীভাবে ও জখম করল তোমাদের?'

এক সাথে বলে উঠল স্যার টোবি আর স্যার অ্যান্ড্রু, 'মহামান্য ডিউক! আমরা কেউ মিথ্যে বা বাড়িয়ে বলছি না। কিছুক্ষণ আগে ও সত্যিই আমাদের জখম করেছে।'

এবার ধন্দে পড়ে গেলেন ডিউক তাদের কথার ধরনে এমন কিছু ছিল যাতে মনে হয় না তারা মিথ্যে কথা বলছে। আসল ব্যাপার তাহলে কী?'

এই ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে ডিউক বুঝতে পারলেন না এবার তিনি কী করবেন ঠিক সে সময় সমস্যার সমাধান করতে এসে হাজির ভায়োলার ভাই সেবাস্টিয়ান দ্বন্দ্বযুদ্ধে জখম করার জন্য প্রথমেই সে ক্ষমা চাইল স্যার টোবি আর স্যার অ্যান্ড্রুর কাছে

এবার অবাক হয়ে লেডি অলিভিয়া দেখলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন স্বামী। তাদের উচ্চতা, গায়ের রং, এমনকি পোশাক পর্যন্ত হুবহু এক কে যে আসল স্বামী তা বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি

ডিউক দেখতে পেলেন নবাগত যুবকটি দেখতে হুবহু তার পার্শ্বচর সিজারিওর মতো। লেডি অলিভিয়া এবং ডিউকের মতো একই সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন বন্দি ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিও। নবাগত ছেলেটি দেখতে সেবাস্টিয়ানের মতো অথচ সেবাস্টিয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিউকের পাশে। তাহলে এ কে? কিন্তু ভায়োলা ভুল করেনি নবাগত যুবকটিকে চিনতে সে ছুটে এসে যুবকটির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমিও আমায় চিনতে পারছ না সেবাস্টিয়ান? আমি তোমার বোন ভায়োলা '

তারপর সে সবাইকে জানাল সে পুরুষ নয়, পুরুষের ছদ্মবেশে এক যুবতি নারী, নাম ভায়োলা। তার দূত সিজারিও যে আসলে একজন নারী, সে কথা খুব আশ্চর্য হলেন ডিউক আসলে ডিউক কিন্তু মনে মনে খুবই ভালোবেসে ফেলেছেন ভায়োলাকে যখন তিনি দেখলেন সেবাস্টিয়ানের সাথে লেডি অলিভিয়ার বাগদান হয়ে গেছে, তখন আর তার পিছনে ছুটে কোনও লাভ নেই তার চেয়ে ভায়োলার মতো একজন নারীরত্নকে বিয়ে করে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া শ্রেয়

ভায়োলার দিকে তাকিয়ে ডিউক বললেন, 'ভায়োলা ' তুমি কি আমায় ভালোবাস?'

ডিউকের কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেল ভায়োলা সে কিছু না বলে চুপ করে রইল।

ডিউক আবার জিজ্ঞেস করলেন তাকে, ভায়োলা' তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছ?'

লজ্জায় আর যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না ভায়োলা কোনও মতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সে

এবার জাঁকজমকের সাথে একই দিনে হয়ে গেল দুটি বিয়ে। এই বিয়ের আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে ডিউক মুক্তি দিলেন ক্যাপ্টেন অ্যান্টনিওকে

ট্রাজেডি

টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস

রোম সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারী কে হবে তাই নিয়ে বিবাদ বেধেছে সম্রাটের দুই ছেলের মধ্যে। বড়ো ছেলে স্যাটার্নিনাস বললেন, 'আমি সম্রাটের বড়ো ছেলে সেহেতু সিংহাসনে বসার অধিকার একমাত্র আমারই'

সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলে উঠল ছোটো ছেলে ব্যাসিয়ানাস 'হে রোমের জনগণ! আমি যদি কখনও আপনাদের প্রিয় হয়ে থাকি, তাহলে আপনারা আমার সিংহাসনে বসার পথকে সুগম করুন' কিন্তু তাদের কারও দাবি মেনে নিলেন না রাজপ্রতিনিধি মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস রোমের পরবর্তী সম্রাট হিসেবে তিনি ঘোষণা করলেন বীর যোদ্ধা টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাসের নাম তার অভিমতকে সমর্থন করলেন সেনেটের সদস্যরা। ঘোষণা শেষ হবার কিছুক্ষণ বাদেই গথ বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে রোমে ফিরে এলেন টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস তার পেছু পেছু দুজন সৈনিক বহন করে নিয়ে এল একখানা কফিন। এরপর যুদ্ধে পরাজিত গথদের রানি ট্যামোরা ও তার তিন ছেলে অ্যালার্বাস চিরন এবং ডিমেট্রিয়াসকে বন্দি অবস্থায় নিয়ে এলেন সৈনিকেরা

ইশারায় কফিনটিকে দেখিয়ে টাইটাস বললেন, 'এই কফিনের মধ্যে রয়েছে আমার দ্বাবিংশ সন্তানের মৃতদেহ' মৃত আত্মার শান্তি কামনায় এবার টাইটাসের বড়ো ছেলে লুসিয়াস আগুনে আহুতি দিলেন গথদের রানির বড়ো ছেলে অ্যালার্বাসকে

সেনেটরদের উদ্দেশ করে টাইটাস বললেন, 'মাননীয় সেনেটরগণ, আমি একজন সামান্য সৈনিক আমি দেশবাসীর সেবা করে বাকি জীবনটা কাটাতে চাই। সম্রাটের বড়ো ছেলেরই সিংহাসনে বসা উচিত, এটাই আমার অভিমত।'

'বেশ আপনার অভিমত অনুযায়ীই কাজ হবে' বলে সেনেটরদের উদ্দেশ করে মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস বললেন, 'তাহলে রোমের সিংহাসনে স্যাটার্নিনাসই বসুক।'

বেজায় খুশি হয়ে স্যাটার্নিনাস বললেন টাইটাসকে 'আপনি সত্যিই একজন খাঁটি দেশসেবক। আমি চাই আপনার মেয়ে ল্যাভিনিয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে। সে হবে রোম সম্রাজ্ঞী

প্রতিবাদ করে ছোটো রাজকুমার ব্যাসিয়ানাস বললেন, 'তা কী করে হবে ল্যাভিনিয়া আমার বাগদত্তা আমি ছাড়া ওর ওপর আর কারও অধিকার নেই' বলে ল্যাভিনিয়ার হাত ধরে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

টাইটাস বললেন, 'ব্যাসিয়ানাসের এরূপ আচরণ রীতিমতো রাজদ্রোহিতা আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না' বলে ব্যাসিনিয়াসের পেছু নিতে যাবেন এমন সময় তার ছোটো ছেলে মিউটিয়াস তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ল্যাভিনিয়া ব্যাসিনিয়াসের বাগদত্তা তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ব্যাসিনিয়াস উচিত কাজই করেছে।' ছেলের কাছে বাধা পেয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন টাইটাস তলোয়ারের এক কোপে তিনি মেরে ফেললেন মিউটিয়াসকে

'একী কল্যালেন আপনি ?' বলে উঠলেন মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস 'ব্যাসিনিয়াসের জন্য আপনি নিজের ছেলেকে মেরে ফেললেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

এবার সেনেটদের উদ্দেশ করে সম্রাট স্যাটার্নিনাস বললেন, 'এত সব কাণ্ডের পর আমার আর দরকার নেই ল্যাভিনিয়াকে তার চেয়ে আমি বরং গথ রানি ট্যামোরাকে বিয়ে করে রোমের সম্রাজ্ঞীর আসনে বসাব তারপর ঘাড় ধরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব টাইটাস আর তার ছেলেদের রোমের সাম্রাজ্ঞী হবার আনন্দে রানি ট্যামোরা নিমেষের মধ্যে ভুলে গেলেন তার পুত্রশোক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি স্যাটার্নিনাসকে বললেন, তিনি যেন ব্যাসিয়ানাসকে মার্জনা করেন এবার ট্যামোরা ও তার নিজ পারিষদদের নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে গেলেন স্যাটার্নিনাস সম্রাটের ক্ষমা পেয়ে ল্যাভিনিয়ার সাথে ব্যাসিয়ানাসও গেলেন তাদের সাথে অ্যারন নামে এক মূর প্রেমিক ছিল ট্যামোরার সেও তার সাথে বন্দি হয়ে এসেছে রোমে। সে দেখল যে ভাবে ট্যামোরার বড়ো ছেলে আলারবাসকে পুড়িয়ে মেরেছে টাইটাস, তার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এটাই। ট্যামোরাকে সে কথা বলে প্রতিশোধ নেবার চক্রান্ত করল অ্যারন।

এদিকে গভীর জঙ্গলের মাঝে এক নির্জন জায়গায় অ্যারনের সাথে ট্যামোরাকে আলোচনারত দেখে কৌতূহলী হয়ে ল্যাভিনিয়ার সাথে এগিয়ে গেলেন ব্যাসিয়ানাস তিনি ট্যামোরাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন একজন সাধারণ পার্শ্বচরের সাথে এভাবে গোপনে কথা বলা সম্রাজ্ঞীর পক্ষে অমর্যাদাকর ল্যাভিনিয়াও সে কথায় সায় দিল তাদের দেখে অ্যারন ইশারা করলেন ট্যামোরাকে। তাদের দুজনকে দেখিয়ে, ট্যামোরা তার ছেলেদের বললেন 'দ্যাখ! এরা আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, আর আমি গথ বলে যা-তা গালাগালি করছে এখন বলছে ওরা আমার হাত পা বেঁধে রেখে এই জঙ্গলে ফেলে রাখবে যাতে জন্তু-জানোয়ার আমায় খেয়ে নিতে পারে

ট্যামোরার কথা শুনে খেপে গেল তার ছেলেরা তারা ব্যাসিনিয়াসকে হত্যা করে একটা গর্তের ভেতর ফেলে রেখে দিল তারপর টানতে টানতে ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে গেল সেখান থেকে

জঙ্গলের মাঝে টাইটাসের দুই ছেলে কুইনটাস আর আর্টিয়াসকে দেখতে পেয়ে বদ মতলব চাপল অ্যারনের মাথায়। চিতাবাঘ শিকারের লোভ দেখিয়ে সে তাদের নিয়ে গেল সেই গর্তের ধারে, যেখানে পড়েছিল ব্যাসানিয়াসের মৃতদেহ ঝুঁকে দেখতে গিয়ে পা হড়কে গর্তের ভিতর পড়ে গেল আর্টিয়াস তখন পা টিপে টিপে সেখান থেকে সরে পড়ল অ্যারন। সে ডেকে নিয়ে সম্রাট স্যাটার্নিনাসকে ইতিমধ্যে সম্রাজ্ঞী ট্যামোরাও হাজির হয়েছেন সেখানে গর্তের ভেতর থেকে আর্টিয়াসকে টেনে তোলার পর সম্রাট জানতে পারলেন তার ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে গর্তের ভিতর

ইশারায় কুইনটাস আর আর্টিয়াসকে দেখিয়ে ট্যামোরা বললেন 'এ নিশ্চয়ই ওই দুজনের কাজ সেই সাথে তিনি একটা চিঠি তুলে দিলেন সম্রাটের হাতে চিঠিটা খুলে সম্রাট দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে 'ব্যাসিনিয়াসকে মেরে বনের যে কোনও একটা জায়গায় ফেলে দেবে '

'চিঠিটা টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস লিখেছেন তার এই দুই ছেলেকে বললেন ট্যামোরা আমি কায়দা করে চিঠিটা ওদের কাছ থেকে হাতিয়েছি।' সম্রাটের আদেশে এবার রক্ষীরা বেঁধে রাখল কুইনটাস আর আর্টিয়াসকে এরপর বনের মাঝে খোঁজাখুঁজি করে তারা ল্যাভিনিয়াকে দেখতে

গেল হাত-পা বাঁধা, জিব কাটা অবস্থায়। আহত ল্যাভিনিয়াকে তার প্রাসাদে পৌঁছে দিলেন রাজপ্রতিনিধি টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস। আহত মেয়েকে এহেন অবস্থায় দেখে শিশুর মতো অঝোরে কাঁদতে লাগলেন বীর যোদ্ধা অ্যান্ড্রোনিকাস।

ব্যাসানিয়াসকে হত্যার অপরাধে সম্রাট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন কুইনটাস আর মার্টিয়াসকে। নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলে ছেলেদের প্রাণভিক্ষা চাইলেন টাইটাস। কিন্তু তার কথায় কান দিলেন না সম্রাট। কিছুক্ষণ বাদে অ্যারন এসে বললেন টাইটাসকে, 'সম্রাট বলেছেন আপনি যদি আপনার একখানা হাত কেটে সম্রাটকে দিতে পারেন তাহলে তিনি আপনার ছেলেদের প্রাণদণ্ড রদ করে দেবেন।' অ্যারনের কথায় বিশ্বাস করে টাইটাস তার একটি হাত কেটে অ্যারনের হাতে দিয়ে দিলেন। অ্যারন সেটি নিয়ে রওনা দিলেন রাজপ্রাসাদ অভিমুখে। কিছুক্ষণ বাদে একটি থালায় সাজান কুইনটাস আর মার্টিয়াসের কাটামুণ্ড নিয়ে একজন জল্লাদ এল টাইটাসের সামনে। তিনি দেখলেন তার কাটা হাতটিও সাজান রয়েছে ছেলেদের কাটামুণ্ডুর পাশাপাশি। জল্লাদ বলল টাইটাসকে, 'এগুলো আপনাকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন সম্রাট।'

সম্রাটের কাণ্ড দেখে বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। বড়ো ছেলে লুসিয়াসকে ডেকে তিনি বললেন, 'দ্যাখ। হাতে আর মোটেও সময় নেই। প্রাণে বাঁচতে চাও তো এইবেলা রোম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে গথদের দেশে আশ্রয় নাও। সেখান থেকে সৈন্য নিয়ে রোম আক্রমণ করে এর প্রতিশোধ নেবে।' পিতার নির্দেশে তখনই ঘোড়ায় চড়ে রোম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন লুসিয়াস। যাবার আগে তিনি নিজের ছেলেকে বাবার কাছে রেখে গেলেন।

দু-হাত আর জিভ কাটা, কথা বলার ক্ষমতাও নেই ল্যাভিনিয়ার। টাইটাসের কথা মতো সে দাঁতে কাঠি কামড়ে ধরে ভেজা মাটির উপর লিখল—সম্রাজ্ঞী ট্যামোরার নির্দেশে তার দুই ছেলে চিরন আর ডিমিট্রিয়াস কেটে নিয়েছে তার দু-হাত আর জিভ। এমন কি সম্রাজ্ঞীর প্ররোচনায় বনের মাঝে খুন হয়েছেন তার স্বামী ব্যাসিয়ানাস।

সম্রাট স্যাটার্নিনাস আর সম্রাজ্ঞী ট্যামোরা উভয়েই বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন যখন তারা গুপ্তচরের মুখে শুনলেন বিশাল গথ সেনাবাহিনী নিয়ে রোম আক্রমণ করতে আসছেন টাইটাসের ছেলে লুসিয়াস। এদিকে টাইটাসের পেট থেকে লুসিয়াসের কথা বের করতে ট্যামোরা তার দুই ছেলে চিরন আর ডিমিট্রিয়াসকে মন্ত্রী সাজিয়ে টাইটাসের কাছে নিয়ে এলেন। টাইটাসকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন তার পুত্রের হত্যাকারীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করবেন তিনি। ট্যামোরা বিদায় নেবার সময় টাইটাস বিশেষ কাজের অজুহাত দেখিয়ে তাকে বললেন, তিনি যেন মন্ত্রীরূপী ঐ দু-জনকে তার কাছে রেখে যান। সেই সাথে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি যেন সম্রাটকে সাথে নিয়ে নৈশভোজে তার প্রাসাদে আসেন।

দুই ছেলেকে টাইটাসের ভরসায় রেখে দিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন ট্যামোরা। এরপর টাইটাসের প্রাসাদে এলেন রাজপ্রতিনিধি মার্কাস অ্যান্ড্রোনিকাস। ছেলে দুটিকে দেখেই তিনি তাদের শনাক্ত করলেন ট্যামোরার ছেলে চিরন আর ডিমিট্রিয়াস বলে। রাজপ্রতিনিধির কথা শুনে খুব খুশি হলেন টাইটাস। তিনি তখনই ল্যাভিনিয়াকে ডেকে এনে তাদের চোখের সামনে নিষ্ঠুরভাবে ছুরি দিয়ে হত্যা করলেন ট্যামোরার ছেলে দু-টিকে। তারপর নিজেই রান্না করলেন ছেলে দুটির

মাংস নৈশভোজে সম্রাট স্যাটার্নিনাস আর সম্রাজ্ঞী ট্যামোরা এসে পৌঁছানোর পর তিনি তাদের সেই মাংস খাওয়ালেন। এবার তাদের সবার সামনে টাইটাস নিজ হাতে হত্যা করলেন মেয়ে ল্যাভিনিয়াকে ট্যামোরা বাধা দিতে এলে তিনি তাকেও খুন করলেন। পরমুহূর্তে টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাসকে হত্যা করলেন সম্রাট স্যাটার্নিনাস তখন ভোজসভায় রক্তের ছড়াছড়ি। যে যেদিকে পারে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এ সব কাণ্ডের মাঝেই বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন টাইটাসের বড়ো ছেলে লুসিয়াস কোমরে আঁটা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তিনি আমূল বসিয়ে দিলেন সম্রাটের বুকে

এরপর জনগণের ইচ্ছানুসারে রোমের সিংহাসনে বসলেন লুসিয়াস

রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট

ইতালি দেশের এক সুন্দর শহর ভেরোনা প্রাচীনত্ব আর ঐতিহ্যপূর্ণ। রাজা ছাড়াও এদেশে রয়েছে আরও দুটি অভিজাত পরিবার, ধন সম্পত্তি আর ক্ষমতার দিক দিয়ে রাজার চেয়ে তারা কোনও অংশে কম নয় এ দুটি বংশের একটি ক্যাপুলেট অন্যটি মন্টেগু

বংশ দুটি ধনী ও অভিজাত হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে চিরকালীন শত্রুতা। এ শত্রুতা যে কবে শুরু হয়েছিল তা সবার অজানা। উভয়ের সম্পর্কটা ঠিক সাপে নেউলের মতো উভয় পরিবারের সদস্যদের বিশ্বাস এ শত্রুতার শেষ নেই, আবহমান কাল ধরে তা চলবে। উভয় পরিবারের শত্রুতার প্রভাব তাদের চাকর বাকরদের মধ্যেও পড়েছে। রাস্তা-ঘাটে যখনই যেখানে দেখা হয়, কোনও না কোনও অজুহাতে একে অপরের সাথে ঝগড়া বাধায় মারামারি করে যার পরিসমাপ্তি হয় রক্তপাতে

একদিন সাতসকালে ক্যাপুলেট পরিবারের দুই চাকর স্যামসন আর গ্রেগরি এসে হাজির হল শহরের এক জনবহুল ব্যস্ত এলাকায় তাদের উদ্দেশ্য মন্টেগু পরিবারের চাকরদের সাথে ঝগড়া বাধানো

বিরক্তি মেশান স্বরে গ্রেগরিকে বলল স্যামসন, 'আমি তোকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি গ্রেগরি, এভাবে প্রতিদিন কয়লার বোঝা বইতে পারব না আমি '

'ঠিকই বলেছিস,' বলল গ্রেগরি, 'ও কাজ করলে সবাই আমাদের কয়লাখনির কুলি কামিন বলবে।'

গলাটা সামান্য চড়িয়ে বলল স্যামসন, 'দেখ গ্রেগরি! তুই কিন্তু ভুলে যাস না আমি বেজায় রাগী রাগ হলেই আমি তলোয়ার বের করি '

'যা! যা! তোর আবার রাগ আছে নাকি' স্যামসনকে ইচ্ছে করে তাতিয়ে বলল গ্রেগরি।

'দ্যাখ গ্রেগরি! ভালো হচ্ছে না কিন্তু - খেঁকিয়ে বলল স্যামসন। 'জানিস মন্টেগুদের বাড়ির একটা কুকুর আজ আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে '

জবাবে কী যেন বলতে চাচ্ছিল গ্রেগরি, এমন সময় তার চোখে পড়ল মন্টেগু বাড়ির দুজন বয়স্ক চাকর, আব্রাহাম আর বালথাজার তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে

'ওরে স্যামসন মন্টেগু বাড়ির বেড়ে চাকর দুটো যে এদিকেই আসছে নে! এবার তোর তলোয়ার বের কর বলল গ্রেগরি

একটু ভেবে নিয়ে স্যামসন বলল 'দাঁড়া আগে ওদেরই শুরু করতে দে তাহলে আইন আমাদের পক্ষে থাকবে '

'বেশ, তাই হবে' বলল গ্রেগরি চল আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাই যেতে যেতে আমি কিন্তু বারবার ভু কুঁচকিয়ে এক চোখ বুজে ওদের ভাভাব '

উঁহু ওতে কোনও কাজ হবে না ' বলল স্যামসন 'বরঞ্চ ওদের দিকে আমি বুড়ো আঙুল নাচাব দেখবি, ঠিক কাজ হবে তাতে '

তাদের উদ্দেশ করে বুড়ো আঙুল নাচানো দেখে মন্টেগুদের একজন বয়স্ক চাকর আব্রাহাম এগিয়ে এসে বলল, 'ওহে ছোকরা' তুমি আমাদের বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছ?'

'বেশ করেছি, দেখাবই তো', গলা চড়িয়ে বলল স্যামসন ঠিক তখনই তাকে পেছন থেকে চিমটি কাটল গ্রেগরি চিমটি খেয়েই সুর পালটে বলল স্যামসন, 'না, ঠিক তোমাদের নয় আমি এমনই বুড়ো আঙুল নাচাচ্ছি '

গ্রেগরি জানতে চাইল, তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া বাধাতে চাও?'

'ঝগড়া তোমাদের সাথে?' অবাক হয়ে বলল আব্রাহাম, 'বলা নেই, কওয়া নেই, অহেতুক ঝগড়া করতে কেন যাব?

একগুঁয়ের মতো বলল স্যামসন, 'ধরো ভুলবশতই তোমরা ঝগড়া করতে চাইছ আমাদের সাথে তাহলে কিন্তু ছেড়ে দেব না তোমাদের আমরাও জানি কীভাবে বিবাদ বাধাতে হয়।'

পরিহাসের সুরে বলল আব্রাহাম 'আমার মতো বলছ কেন আমার চেয়ে বেশি জান না বোধ হয়?'

কানে কানে স্যামসনকে বলল গ্রেগরি, 'ওকে বলে দে তোমার চেয়ে ভালো জানি

'ঠিক বলেছিস' বলেই নির্বোধের মতো আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল স্যামসন, 'তোমার চেয়ে ভালো জানি কী করে ঝগড়া বাধাতে হয় '

রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই চাপা স্বরে বলল 'গ্রেগরি এই যে সেরেছে মন্টেগু বাড়ির কর্তার ভাইপো সেনর বেনভোলিও যে এদিকেই আসছেন।'

এতক্ষণে রেগে গিয়ে বলল আব্রাহাম, 'ওহে মিথ্যেবাদী ছোকরা! আমার সাথে ঝগড়া করার মুরোদ নেই তোমার '

কথা শুনে রেগে ফুঁসে উঠে বলল স্যামসন, 'দাঁড়াও, আমাকে মিথ্যেবাদী বলার মজা দেখাচ্ছি তোমায়', বলেই খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আব্রাহামের উপর আত্মরক্ষার জন্য আব্রাহামও বাধ্য হল তলোয়ার বের করতে। ওদিকে স্যামসনের দেখাদেখি গ্রেগরিও তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বালথাজারের উপর

ওদের এ ভাবে লড়াই করতে দেখে ছুটে এলেন সেনর বেনভোলিও। নিজের তলোয়ার বের করে ওদের থামাতে থামাতে বললেন, 'ওরে গাধার দল! কী করছিস তা জানিস তোরা। ফেলে দে তলোয়ার। থামা তোদের লড়াই ঠিক সে সময় ক্যাপুলেট গিন্নির ভাইপো টিবল্ট এসে হাজির সেখানে। বেনভোলিওকে দেখে সে বলল 'কী হে বেনভোলিও এ সব ছোটোলোক চাকর বাকরদের ব্যাপারে তুমি আবার নাক গলিয়েছ কেন? লড়ার ইচ্ছে হলে আমার সাথে লড় বের কর তোমার তলোয়ার চিরদিনের মতো তোমার সাধ মিটিয়ে দেব ' বলেই তলোয়ার হাতে টিবল্ট ছুটে এল বেনভোলিওর দিকে

বেনভোলিও জবাব দিলেন, 'তুমি ভুল করছ টিবল্ট আমি ওদের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করছি।'

'কী বললে, খোলা তলোয়ার হাতে শান্তিরক্ষা? হেসে উঠে বললেন টিবল্ট, 'শুনে রাখ, মন্টেগু পরিবারের সবাইকে আমি চরম ঘৃণা করি তোমরা শেয়াল কুকুরের চেয়েও হীন নাও এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও বলেই খোলা তলোয়ার হাতে বেনভোলিওর উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল টিবল্ট এবার শুরু হয়ে গেল লড়াই খোলা রাস্তার উপর ক্যাপুলেট আর মন্টেগু পরিবারের দুই সদস্য ও দু জোড়া চাকর নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মেতে উঠল নিমেষের মধ্যে রটে গেল ক্যাপুলেট আর মন্টেগুরা ফের শুরু করেছে নিজেদের মধ্যে লড়াই। খবর পেয়ে একজন শান্তিরক্ষক তার কয়েকজন কর্মচারীকে সাথে নিয়ে সেখানে এলেন। দাঙ্গাবাজদের নিরস্ত করতে কয়েকজন স্থানীয় নাগরিকও সেখানে গেলেন অস্ত্র হাতে

নাগরিকদের উদ্দেশ করে শান্তিরক্ষক বললেন, 'ধর ব্যাটাদের মেরে শেষ করে দে সব কটাকে এমন শিক্ষা দিবি যাতে চিরকালের জন্য ওদের মারামারির শখ মিটে যায়।'

'মন্টেগু আর ক্যাপুলেট, দুপক্ষই নিপাত যাক' বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল নাগরিকরা দাঙ্গাবাজ দু-পক্ষকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে জমে উঠল লোকের ভিড়, হই-হট্টগোল আর চিৎকার-চেঁচামেচি। মারামারির খবর পেয়ে ক্যাপুলেটদের বুড়ো কর্তা স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। গোলমাল দেখে স্ত্রীকে বললেন, 'শয়তানগুলো বুঝি আবার মারামারি শুরু করেছে?' যাও তো,কাউকে বাড়ি পাঠিয়ে আমার তলোয়ারগুলি নিয়ে আসতে বল। তারপর দেখাচ্ছি ওদের মজা।

বুড়োকর্তার স্ত্রী বললেন,'তুমি বুড়ো মানুষ। তলোয়ার দিয়ে কী করবে? তার চেয়ে বরং সেই ঠেঙ্গোটা পাঠিয়ে দেই যাতে ভর দিয়ে তুমি চলা ফেরা কর '

'নাঃ নাঃ ঠেঙ্গোতে হবে না, তলোয়ারই চাই আমার। দেখছ না, বুড়ো মন্টেগু তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে ওরও হাতে রয়েছে তলোয়ার।'

ক্যাপুলেটদের বুড়ো কর্তাকে দেখামাত্রই হেঁকে উঠলেন মন্টেগুদের বুড়ো কর্তা, 'অ্যাই বদমাস ক্যাপুলেট! যদি বাঁচতে চাস তো ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। মোটেই বাধা দিবি না আমার কাজে'।

স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে মন্টেগু গিন্নিও বলে উঠলেন 'সাবধান করে দিচ্ছি তোদের। আর একপাও এগুবি না।'

এবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের বুড়ো-বুড়িদের মাঝে।

সে সময় ভেরোনার রাজা এসকেলাস তার সভাসদদের নিয়ে সে পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন গণ্ডগোল আর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘোড়া থামিয়ে তিনি সেখানে দাঁড়ালেন। তারপর দাঙ্গাবাজদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আবার তোমরা রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়েছ? ভালো চাও তো সবাই হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দাও ' রাজার আদেশে সবাই তলোয়ার ফেলে দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল

এরপর মন্টেগু আর ক্যাপুলেট দুই বুড়োর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রাজা বললেন 'আপনারা দুজনেই বয়স্ক লোক, কোথায় আপনারা থামাবেন, তা নয়, তলোয়ার হাতে দুজনেই ছুটে এসেছেন এই নিয়ে পরপর তিনবার এরূপ কাণ্ড ঘটল শহরে আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি ভবিষ্যতে এরূপ কাণ্ড ঘটলে আমি বাধ্য হব আপনাদের সবার প্রাণদণ্ড দিতে যান। হাতের তলোয়ার ফেলে নিজ নিজ কাজে চলে যান ' এরপর ক্যাপুলেটকে উদ্দেশ করে বললেন 'আপনি চলুন আমার সাথে আর হ্যাঁঃ মন্টেগু, আপনি আজ দুপুরে বিচারসভায় যাবেন আমা র যা বলার সেখানেই বলব বলেই সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন রাজা মন্টেগু, তার স্ত্রী আর সেনর বেন ভোলিও বাদে আর সবাই চলে গেলেন সেখান থেকে

সবাই চলে যাবার পর মন্টেগু পরিবারের বুড়ো কর্তা জিজ্ঞেস করলেন তার ভাইপোকে, 'আচ্ছা, বলতো কী হয়েছিল? কে আবার নতুন করে ঝগড়াটা বাধাল?'

কাকার প্রশ্নের জবাবে সেনর বেনভোলিও বললেন 'সে সময় আমি এপথ দিয়েই যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি দু বাড়ির কয়েকজন চাকর তলোয়ার নিয়ে লড়াই করছে আমি ওদের ছাড়াতে গেছি এমন সময় কোথা থেকে খবর পেয়ে টিবল্ট এসে হাজির সেখানে টিবল্টের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকেও তলোয়ার বের করতে হয় এরপরই শুরু হল বেজায় লড়াই ভাগ্যিস সে সময় এপথ দিয়ে আসছিলেন রাজামশাই তিনি সাবধান করে দিলেন সবাইকে নইলে দেখতে পেতেন দু চারটে লাশ রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে '

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রোমিও ছিল না সেখানে ' বললেন মন্টেগু গিন্নি, 'তুমি জান এখন সে কোথায় ?'

বেনভোলিও বললেন, 'আমার মনটা ভারাক্রান্ত ছিল খুব সকালে সূর্য ওঠার আগেই আমি বেরিয়েছিলাম পথে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম শহরের পশ্চিম অঞ্চলে। তখন দেখলাম একটা গাছের নিচে পায়চারি করছে রোমিও। আমাকে দেখেই পা চালিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে সে সময় নিজের চিন্তা ভাবনা নিয়ে বিব্রত ছিলাম আমি তাই ওকে আর ডাকিনি শুনতে পেলাম রোমিওকে নাকি প্রায়ই এই বনে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে

বৃদ্ধ মন্টেগুর একমাত্র ছেলে রোমিও সে একজন সুন্দর সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবক। সে শুধু সুন্দরই নয়, আচার আচরণেও খুব ভদ্র তার মতো সাহসী, বীর সে অঞ্চলে খুব কমই আছে এক কথায় সে একজন আদর্শ তরুণ।

বেশ ক'দিন ধরেই মন খারাপ রোমিওর এর কারণ এক রূপসি যুবতি নাম রোজালিন রোমিও চায় তাকে বিয়ে করতে কিন্তু রোজালিন মোটেও খুশি নয় তার উপর বেশ কিছুদিন ধরে রোজালিন না আসায় রোমিওর মন এতই খারাপ যে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পর্যন্ত দেখা করছে না সে পাগলের মতো শুধু বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে একজন মন্টেগু কর্তার ভাইপো সেনর বেনভোলিও অপরজন রাজার আত্মীয় মার্কুলিসও দাঙ্গা বন্ধ হবার পর রোমিওকে খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে হাজির হল সেই গভীর জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা দেখা পেল রোমিওর। যার জন্য রোমিওর এ অবস্থা সেই রোজালিনকে নিয়েও হাসি-ঠাট্টা করল তারা কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে বন্ধুদের অনুনয় করে বলল রোমিও, 'ভাই, যে ভাবেই হোক তোরা ব্যবস্থা করে দে যাতে অন্তত একবার তার দেখা পাই।'

অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে যখন তারা রাস্তায় কথাবার্তা বলছিল সে সময় একজন লোক এসে একটা কাগজ মেলে ধরল তাদের সামনে। কাগজটা আর কিছু নয় একটা তালিকা তারা পড়ে দেখল ওতে রয়েছে ভেরোনার সব সম্ভ্রান্ত বংশের নারী পুরুষদের নাম, বাদ গেছে শুধু মন্টেগু পরিবার। যে লোকটা কাগজ নিয়ে এসেছিল সে ক্যাপুলেটদের বাড়ির চাকর সম্পূর্ণ নিরক্ষর কাগজে কী লেখা তা সে জানেনা ক্যাপুলেট বাড়ির কর্তা গিন্নিরও জানা নেই সেটা। তারা ওর হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়েই বলেছেন 'এতে থাকবে যাদের নাম লেখা আছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে আসবি তাদের বিনীতভাবে বলবি তারা যেন আজ রাতে আমাদের বাড়িতে নৈশভোজনের আসরে যোগ দেন সেই সাথে নাচ গানের ব্যবস্থার কথাটাও বলে আসবি '

'তাই হবে কর্তা' বলে কাগজখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। সে যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর একথাটা লজ্জায় জানাতে পারেনি মনিবকে। কাজেই রাস্তা ঘাটে যাকে পাচ্ছে, তাকে দিয়েই কাগজটা পড়িয়ে নিচ্ছে। ক্যাপুলেটদের সাথে মন্টেগুদের চিরকালীন রেষারেষির ব্যাপারটা জানত চাকরটি কিন্তু রোমিও ও তার দু বন্ধুকে জানত না সে। জানলে কখনই সে কাগজটি তাদের পড়তে দিত না।

তালিকার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল রোমিও, 'আরে! এযে দেখছি চাঁদের হাট বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে। শহরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রী-পুরুষ কেউ বাদ নেই এতে।' লোকটিকে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে রোমিও বলল, 'তা ভাই এদের কোথায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে?'

লোকটি উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হুজুর, উপরে।'

'কী বললে, উপরে। তা সে জায়গাটা কোথায়?' জানতে চাইল রোমিও।

'আজ্ঞে রাতের বেলা আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এদের সবাইকে। কর্তা বলেছেন নাচ-গানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে' - উত্তর দিল লোকটি।

'তা তোমার মনিবটি কে বাপু?' জানতে চাইল রোমিও।

'ক্যাপুলেটদের বুড়ো কর্তাই আমার মনিব' বলল লোকটি, তবে আপনি যদি মন্টেগুদের কেউ না হন, তাহলে অনায়াসে সেখানে যেতে পারেন বন্ধুদের নিয়ে। সেখানে গিয়ে রাতে খাওয়া দাওয়া করবেন। আচ্ছা হুজুর! তাহলে আসি' বলে চলে গেল লোকটি।

রোজালিন নামটাই বারবার ঘুরতে লাগল রোমিওর মাথায়। ঐ তালিকায় রোজালিনের নামও রয়েছে। সে স্থির করল যা হয় হোক, শুধু রোজালিনকে দেখতেই ক্যাপুলেটদের নৈশ ভোজের আসরে যাবে। রোমিওর ভাবনা আন্দাজ করে তাকে ঠাট্টা করে বলল বেনভোলিও, 'আরে এতে ভাববার কী আছে। রোজালিনের জন্য মন যখন এতই খারাপ, তখন ঝুঁকি নিয়েই ক্যাপুলেটদের বাড়ি গিয়ে দেখে এস তাকে।'

বন্ধু যে ঠাট্টা করছে তা বুঝতে না পেরে রোমিও বলল, 'যাবই তো, গিয়ে প্রাণ ভরে দেখে আসব তাকে।'

বেনভোলিও বলল, 'বেশ তো, যাও। হয়তো আজই তোমার শেষ দিন। রোজালিনকে দেখার পর এককোণে তোমার গর্দান নামিয়ে দেবে ক্যাপুলেটরা।'

মার্কুসিও বলল, 'যত ঝুঁকি আর বিপদের ভয় থাকুক না কেন, তোমার কিন্তু সেখানে যাওয়া উচিত। ভেরোনার সুন্দরীরা সেজেগুজে জড় হবে সেখানে। তাদের মধ্যে কাউকে মনে ধরে গেলে রোজালিনকে ভুলে যাবে তুমি - কেটে যাবে তোমার মোহ।'

রোমিও স্থির করল মোহ কাটাতে নয়, প্রাণভরে রোজালিনকে দেখার জনাই ঝুঁকি সত্ত্বেও ক্যাপুলেটদের বাড়ির নৈশভোজের আসরে যাবে সে। তবে সে একা যাবে না, সাথে থাকবে দু বন্ধু মার্কুসিও আর বেনভোলিও। তিন বন্ধু স্থির করল শত্রুর চোখে-ধুলো দেবার জন্য তারা ছদ্মবেশ ধরে যাবে।

ফুল আর আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে ক্যাপুলেটদের প্রাসাদসম বাড়িটা। ছেলেমেয়ে অল্পবয়সি ছেলে মেয়েরা নাচ-গানে মেতে উঠেছে ভিতরের বিশাল হলঘরে তাদের দেখলে মনে হবে রূপ যৌবন যেন উপচে পড়েছে তাদের দেহে— তারা যেন মর্তের মানুষ নয় রূপকথার কাল্পনিক স্বর্গ থেকে যেন তারা নেমে এসেছে দামি পোশাক পরিধান করে ক্যাপুলেটদের বুড়োকর্তা দাঁড়িয়ে রয়েছেন হলঘরের দরজায় তার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির একজন সুন্দরী পরিচারিকা তার হাতের সাজিতে সাজানো রয়েছে একগুচ্ছ ফুটন্ত গোলাপ কুঁড়ি অতিথিরা হলঘরে ঢোকার আগে বুড়োকর্তা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন একটি করে গোলাপের কুঁড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এসে পৌঁছালেন কাউন্ট প্যারিস। তাকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বুড়োকর্তা কাউন্ট শুধু দেখতে সুন্দর নন, প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক তিনি। তার সাধ হয়েছে বুড়োকর্তার একমাত্র মেয়ে জুলিয়েটকে বিয়ে করার

বহুদিন হল মারা গেছে বুড়োকর্তার অন্যান্য ছেলেমেয়েরা। বেঁচে আছে শুধু চোদ্দ বছর বয়সি জুলিয়েট। কাউন্ট প্যারিসের সাথে জুলিয়েটের বিয়েতে আপত্তি নেই বুড়োকর্তার, কিন্তু তিনি চান না এখনই বিয়ে হয়ে যাক এই ছোট্ট মেয়েটার তিনি কাউন্টকে বলেছেন মেয়েটার ষোলো বছর বয়েস হলে তিনি তার বিয়ে দেবেন। দু বছর যথেষ্ট সময়। কাউন্ট ইচ্ছে করলে এ সময় জুলিয়েটের সাথে মেলামেশা করতে পারেন। বুড়োকর্তার তরফে এ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই আর এ মেলামেশার ফলে কাউন্টকে ভাবী স্বামী বলে মেনে নেবার জন্য মানসিক দিক থেকে তৈরি হতে পারবে এ কথা অবশ্য ঠিক যে জুলিয়েটের মতো বয়েসে তার গিন্নি অনেকগুলি সন্তানের মা হয়েছিলেন

গায়ক-বাদকদের ছদ্মবেশে অতিথিদের মধ্যে মিশে গিয়ে রোমিও ও তার দু-বন্ধু এক সময় ঢুকে পড়ল ক্যাপুলেটদের প্রাসাদের ভিতরে এরা কেউ ক্যাপুলেট পরিবারের সদস্যদের ধারে-কাছেও ভেড়েনি। বাড়ির মেয়েরা যেখানে সমবেত হয়েছে, তাদের তিনজোড়া চোখ সেখানেই খুঁজে বেড়াচ্ছে রোজালিনকে কিন্তু রোজালিনকে খুঁজতে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটে যাবে তা কল্পনাও করতে পারেনি রোমিও আর তার দুই বন্ধু।

তার দু বন্ধু বারবার তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, 'ওভাবে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেক না, সামনে এগিয়ে চল ' কিন্তু সেদিকে কোনও হুঁশ নেই রোমিওর। পলকহীন দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে সে চেয়ে আছে আর মাঝে মাঝে বন্ধুদের বলছে, 'কে-রে ভাই ওই মেয়েটা? দোহাই তোদের, ওর নামটা একবার জেনে আয় না '

কিন্তু মন্দ ভাগ্য রোমিওর তাই মেয়েটির পরিচয় জানার আগেই ক্যাপুলেটরা জেনে গেল রোমিওর আসল পরিচয় আর পরিচয়টা যে জানল সে হল ক্যাপুলেট পরিবারের সবচেয়ে শয়তান লোক টিবল্ট —মন্টেগুদের নাম শুনলে যে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে সে ধরে নিল রোমিও যখন ছদ্মবেশে এসেছে তখন নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে সে একটা চাকরকে ডেকে বলল, 'যা, দৌড়ে গিয়ে, আমার তলোয়ারটা নিয়ে আয় '

চাকরটা তলোয়ার আনতে যাবে এমন সময় সেখানে এসে পৌঁছলেন ক্যাপুলেট বাড়ির বুড়োকর্তা। টিবল্ট যে চাকরকে ডেকে তলোয়ার আনতে বলেছে সে কথাটা শুনেছেন তিনি আর তাতেই বুঝে গেছেন কোনও একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটছে।

বুড়োকর্তা টিবল্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে রে তোর? অযথা কেন মাথা গরম করছিস আজকের দিনে?'

দূর থেকে রোমিওকে দেখিয়ে বলল টিবল্ট, 'আমি অযথা মাথা গরম করছি না ওই যে বাজনদারের পোশাক পরা ছেলেটিকে দেখছ, ও হল মন্টেগু বাড়ির রোমিও নিশ্চয়ই ওর কুমতলব আছে, নইলে ছদ্মবেশে আসবে কেন। আমি ওর কান দুটো কেটে নেব তলোয়ার দিয়ে '

টিবল্টের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন বুড়োকর্তা তারপর বললেন, 'তোকে সাবধান করে দিচ্ছি আমি রাজার ধমক খাবার পরও তোর শখ মেটেনি লড়াই করার? আমি তো নিজে দেখেছি রোমিওকে কী সুন্দর ওকে দেখতে। তাছাড়া শত্রু হওয়া সত্ত্বেও সে নিজে যখন আমাদের বাড়িতে এসেছে তখন সে আমাদের অতিথি। তাকে সম্মান না হয় না জানালি, তাই বলে তার কান কেটে নিবি? এ কেমন কথা? ক্যাপুলেট বাড়ির ছেলের মুখে এ কথা সাজেনা আমার সাবধানবাণী সত্ত্বেও যদি তুমি ওর গায়ে হাত তোল, তাহলে তার ফল তুমি একাই ভোগ করবে বিচারের সময় আমি কিন্তু তোমায় বাঁচাতে যাব না সে কথা মনে রেখ ' বুড়োকর্তার ধমকানিতে শেষমেশ ঠান্ডা হল টিবল্ট

ক্যাপুলেটরা যে রোমিওকে চিনতে পেরেছে সে কথা কিন্তু তখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি সে। তার মন পড়ে রয়েছে সেই অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েটির দিকে। সে জানে সুন্দরী মেয়েদের মন জয় করার উপায় হল সাহসে ভর করে তাদের সাথে যেচে আলাপ করা। কিছুদূর গিয়ে বন্ধুদের চোখের আড়ালে পাঁচিল টপকে সে লাফিয়ে পড়ল ক্যাপুলেটদের বাগানে। এতসব হই-হট্টগোলের মাঝেও সে যেচে গিয়ে আলাপ করেছে মেয়েটির সাথে। মেয়েটি বেশ ভালোভাবেই কথাবার্তা বলেছে তার সাথে। তাই দেখে রোমিও ধরে নিল মেয়েটিরও নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে কিন্তু অসুবিধা এই মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না সে সেটাই সবসময় খোঁচাতে লাগল কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটির ধাই মা এসে 'জুলিয়েট' বলে ডাকল তাকে আর তখনই রোমিও জানতে পারল মেয়েটির নাম 'জুলিয়েট' ধাই-মাকে জিজ্ঞেস করে রোমিও জানতে পারল জুলিয়েট সবে তেরো ছেড়ে চোদ্দ পা দিয়েছে— আর ক্যাপুলেট কর্তার একমাত্র কন্যা সে

মনে মনে আক্ষেপ করে রোমিও বলল, 'হায় ভগবান। একি হল? এই পরমাসুন্দরী মেয়েটি কিনা আমাদের চিরশত্রু ক্যাপুলেট কর্তার একমাত্র মেয়ে?' কিন্তু শত্রুর মেয়ে হলে কী হবে? প্রথম দেখা থেকেই রোমিও এত ভালোবেসে ফেলেছে জুলিয়েটকে যে তার পক্ষে কোনও মতেই সম্ভব নয় জুলিয়েটকে ছেড়ে থাকা

আবার একই সমস্যার মাঝে পড়েছে জুলিয়েট রোমিওকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে খুবই ভালো লেগে গেছে জুলিয়েটের। এখন নিজের উপরই রাগ হচ্ছে কেন সে সময় ছেলেটির নাম জেনে নেয়নি তবে সে লক্ষ করেছে ছেলেটি ধাইমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সাথে কথা বলছিল তাই সে ধাইমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ছেলেটির নাম কী?'

কোন ছেলেটির কথা জুলিয়েট জানতে চাইছে সেটা বুঝতে পেরেও মুখে বলল ধাইমা 'কার কথা বলছ মেয়ে? অনেক ছেলেই তো এসেছিল নেচে গেয়ে খেয়ে দেয়ে তারা সবাই বিদায় নিল '

আদুরে মেয়ের মতো ধাইমার গলা জড়িয়ে বলল জুলিয়েট, 'ওই যে গো ধাইমা রাজপুত্তুরের মতো দেখতে সেই সুন্দর ছেলেটা যার পরনে ছিল বাজনাদারের পোশাক আবার নাচিয়েদের

মতো রংও মেখেছিল মুখে আমি সেই ছেলেটার কথা বলছি যখন আমায় ডাকতে এসে তার সাথে কথা বলেছিলে '

ধাইমা বলল, 'এত ছেলে এল গেল, সে সব বাদ দিয়ে ওকেই কিনা তোর পছন্দ হল বলেই নিজেকে সামলিয়ে নিল সে। তারও একদিন রূপ-যৌবন ছিল। সে জানে অপরিচিত ছেলের নাম জানার জন্য কমবয়সি মেয়েরা কত না আগ্রহী হয়। ধাইমার মনে হল আগে রোমিওর পরিচয় জানিয়ে দিলে তার উপর থেকে জুলিয়েটের আকর্ষণ আপনা থেকেই উবে যাবে

জুলিয়েটের কানের কাছে মুখটা নিয়ে ধাইমা বলল, 'তুমি ওই ছেলেটার নাম জানতে চাইছ? ও হল আমাদের চিরশত্রু মন্টেগুদের একমাত্র বংশধর নাম রোমিও তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি এ বাড়িতে ওর নাম উচ্চারণ করবে না তুমি। তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যাবে রোমিও এ বাড়িতে আসায় ওর কান কেটে নিতে চেয়েছিল টিবল্ট। অনেক বকাঝকা করে তাকে ঠান্ডা করেছেন বুড়োকর্তা।

ভেরোনার অল্পবয়সি ছেলেদের মাঝে রোমিওর মতো সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর যুবক আর কেউ নেই সে কথা জানে জুলিয়েট তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল যখন সে জানতে পারল রোমিও তাদের পরম শত্রু মন্টেগু বাড়ির ছেলে

গভীর রাত শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছে না জুলিয়েট বারবারই তার মনে পড়ছে রোমিওর কথা, সেই সাথে কেটে যাচ্ছে ঘুমের রেশ। বিছানায় কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল সে। চেয়ে দেখল একপাশে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে ধাইমা। সে যাতে টের না পায় এমনভাবে খাট থেকে নেমে এল জুলিয়েট। মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে মোটেও দেখা যাচ্ছে না খোলা জানালার নিচে বিশাল বাগান, গাছপালা, ফুল, আর লতাপাতা এতক্ষণ রোমিও আর মন্টেগুদের কথা ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠেছিল তার বাগানের এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শে জুড়িয়ে গেল তার মন

কখন যে তার অজান্তে আক্ষেপের সুরে কথাগুলি বেরিয়ে এল জুলিয়েটের মুখ থেকে, 'রোমিও! কেন তুমি জন্মেছিলে মন্টেগু বংশে? তুমি কি জান না সেটাই আমাদের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায়? তুমি যদি নামটা পালটে নাও তাহলে এমন কী ক্ষতি হবে তোমার? তুমি কি জান না যে নামে কিছু আসে যায় না গোলাপকে যে নামেই ডাক তার সুগন্ধ নষ্ট হয় না?'

অনেক আগেই রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ক্যাপুলেটদের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে রোমিও ও তার দু বন্ধু। কিছুদূর যাবার পর বন্ধুদের অজান্তে ক্যাপুলেটদের প্রাচীর টপকে বাগানের ভেতর লাফিয়ে পড়ল রোমিও রোমিওকে না দেখে তার দু বন্ধু বেনভোলিও আর মার্কুসিও বহুক্ষণ ডাকাডাকি করল তাকে। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও রোমিও ফিরে না আসায় তারা যে যার বাড়িতে চলে গেল।

বাগানে নেমে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে এসে পৌঁছাল জুলিয়েটের ঘরের জানালার নিচে এমন সময় উপর থেকে জুলিয়েটের আক্ষেপ তার কানে এল সে মুখ তুলে উপর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ। এখন থেকে রোমিও না বলে 'প্রিয়তম' বলে ডেক আমাকে।'

রোমিওর গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠে জুলিয়েট বলল, 'কে তুমি নিচে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আমার কথা শুনছ?'

রোমিও বলল, 'নিজের পরিচয়টা না হয় গোপনই থাক। কারণ নিজের নামটাকে ঘেন্না করি। ওটাই আমার পরম শত্রু।'

খুশিভরা গলায় বলল জুলিয়েট, 'তুমি না বললেও আমি চিনতে পেরেছি তোমায়। তুমি নিশ্চয়ই রোমিও, তাই না?'

রোমিও উত্তর দিল, 'যদি ও নামটা তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে ধরে নাও ওটা আমার নাম নয়।'

জুলিয়েট জানতে চাইল, 'আমাদের বাগানের এত উঁচু পাঁচিল টপকে কীভাবে ভেতরে এলে তুমি?'

রোমিও বলল, 'কোনও বাধাই প্রেমিককে ঠেকাতে পারে না। সাহস থাকলে প্রেমিক যে কোনও কাজ করতে পারে।'

জুলিয়েট বলল, 'তুমি তো জান আমার পরিবারের লোকদের, তোমায় পেলে তারা খুন করে ফেলবে।'

আবেগ মেশানো গলায় বলল, 'সে ভয় নেই আমার। তোমাকে দেখার জন্য তলোয়ারের আঘাত সইতেও রাজি আমি।'

এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল ধাইমার। জুলিয়েটকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল সে।

জুলিয়েটের নাম করে বেশ কয়েকবার ডাকল ধাইমা। সে আওয়াজ কানে যেতে রোমিওকে সাবধান করে দিয়ে দ্রুত এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল জুলিয়েট। কিন্তু শুয়েও ছটফট করতে লাগল সে। বারবার ছুটে এল জানালার সামনে। নিচে তখনও রোমিও দাঁড়িয়ে। সারারাত জেগে তার সাথে ভালোবাসার অনেক কথা বলল জুলিয়েট। ভোর হবার সাথে সাথে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল রোমিও। যাবার আগে জুলিয়েটের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল রোমিও যে সে তাকে ভালোবাসে, বিয়ে করতেও রাজি আছে তাকে। জুলিয়েট প্রতিশ্রুতি দিল বেলা হবার আগে সে ধাইমাকে পাঠিয়ে দেবে তার কাছে— রোমিও তার মারফত জানিয়ে দেবে কখন কোথায় তাদের বিয়ে হবে।

সময় পেলেই শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে রোমিও — চলে যায় লরেন্স নামে সংসার ত্যাগী এক সন্ন্যাসীর কাছে। নানা বিষয়ে আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। সন্ন্যাসীও খুব ভালোবাসেন রোমিওকে। সেদিন শেষরাতে ক্যাপুলেটদের বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়িতে না ফিরে রোমিও গিয়েছিল সন্ন্যাসীর কাছে। জুলিয়েটকে সে ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায় — সে কথা সন্ন্যাসীকে বলেছিল রোমিও। আর এও বলেছিল এ ব্যাপারে তারা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা সারতে হবে গোপনে। জানাজানি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ ক্যাপুলেট আর মন্টেগু, উভয় পরিবারের লোকেরাই চেষ্টা করবে সর্বশক্তি দিয়ে এ বিয়ে বন্ধ করার। হয়তো দু চারটে লাশও পড়ে যেতে পারে।

রোমিও সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করে বলল, 'প্রভু! সব কথাই তো আপনাকে খুলে বললাম। এবার আপনি বিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের বাঁচান।' সন্ন্যাসী ভেবে দেখলেন ক্যাপুলেট

আর মন্টেগু দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলে হয়তো অবসান হবে তাদের চিরশত্রুতার সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে তিনি রাজি হলেন রোমিওর অনুরোধে সন্ন্যাসীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে রোমিও ফিরে গেল বাড়িতে। সারারাত খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন প্রচণ্ড ক্লান্ত তার শরীর ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ, ব্যথায় ছিঁড়ে যেতে বসেছে তার শরীর কিন্তু এত বাধা বিপত্তির মাঝেও সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তার ও জুলিয়েটের বিয়ের আশ্বাস পেয়ে সব কিছুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে রোমিও।

বেলার দিকে জুলিয়েট তাই ধাইকে পাঠিয়ে দিল রোমিওর কাছে। ধাই মারফত রোমিও জানাল জুলিয়েটের সাথে তার বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে বিকেলের দিকে যদি সন্ন্যাসী লরেন্সের ওখানে যায়, তাহলে সেদিনই তাদের বিয়ে হয়ে যাবে সন্ন্যাসী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দেবেন ফিরে গিয়ে ধাই সবকথা জানাল জুলিয়েটকে গির্জায় যাবে বলে মার অনুমতি নিয়ে সে দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জুলিয়েট সবার অলক্ষে গিয়ে হাজির হল সন্ন্যাসী লরেন্সের ডেরায় বিয়ের জোগাড় যন্তরের সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা হয়েছিল এবার সন্ন্যাসী লরেন্স বিয়ে দিয়ে দিলেন রোমিও-জুলিয়েটের

বিয়ের ক'দিন বাদেই দুর্ভাগ্যের ছায়া নেমে এল রোমিওর জীবনে বেনভোলিও আর মার্কুসিওর সাথে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল টিবল্টের সেদিন উৎসবের রাতে রোমিওকে হাতের কাছে পেয়েও শায়েস্তা করতে না পারায় মনে মনে খুব ক্ষোভ ছিল টিবল্টের। আজ রাস্তায় রোমিওর দু বন্ধু বেনভোলিও আর মার্কুসিওকে দেখতে পেয়ে যেজায় গালাগালি দিতে লাগল টিবল্ট সে যে সহজে তাদের নিষ্কৃতি দেবে না একথা বুঝতে পেরে তারা চেষ্টা করলেন টিবল্টকে নিরস্ত্র করতে, ঠিক সে সময় সেখানে এসে হাজির হল রোমিও তাকে দেখতে পেয়ে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল টিবল্ট

সব সময় বিবাহিত রোমিওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে স্ত্রী জুলিয়েটের কচি লাবণ্যভরা মুখখানি টিবল্ট আবার সম্পর্কে জুলিয়েটের ভাই তাই তাকে তো আর চট করে আঘাত করা যায় না টিবল্টের কথায় রেগে না গিয়ে সে চেষ্টা করল তাকে শান্ত করতে, কিন্তু উল্টো ফল হল তাতে। টিবল্ট ধরে নিল রোমিও একজন কাপুরুষ। তাই সে ইচ্ছে করেই মন্টেগু বংশের সবার নামে গালাগালি দিতে লাগল।

টিবল্টকে শায়েস্তা করা মোটেই শক্ত কাজ নয় রোমিওর পক্ষে। কিন্তু টিবল্ট যে জুলিয়েটের ভাই, সে কথা মনে ভেবে চুপ করে রইল সে। কিন্তু মার্কুসিওর কাছে অসহ্য মনে হল টিবল্টের ব্যবহার সে তলোয়ার হাতে তেড়ে এল টিবল্টের দিকে।

এবার সমস্যায় পড়ে গেলেন রোমিও একদিকে জুলিয়েটের ভাই টিবল্ট, অন্যদিকে তার প্রধান বন্ধু মার্কুসিও, এদের যে কেউ আহত বা মারা গেলে চরম ক্ষতি হবে তার। তাদের বাঁচাতে রোমিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন উভয়ের উদ্যত তলোয়ারের মাঝে। সাথে সাথে তার তলোয়ার সরিয়ে নিল মার্কুসিও, কিন্তু টিবল্ট তা করল না। রোমিওকে ঢালের মতো ব্যবহার করে সে সজোরে আঘাত হানল মার্কুসিওর বুকে মার্কুসিও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই মৃত্যু হল তার

এভাবে মার্কুসিওকে মরতে দেখে খুন চেপে গেল রোমিওর মাথায় তখন জুলিয়েটের কথা আর মনে রইল না রোমিওর সে তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল টিবল্টের উপর তার তলোয়ার

সোজা গিয়ে বিঁধল টিবল্টের হৃৎপিণ্ডে। সে আঘাতে রাস্তায় পড়ে গিয়ে ছটফট করতে করতে মারা গেল রক্তাক্ত টিবল্ট।

টিবল্টের মৃত্যু দেখে হুঁশ ফিরে এল রোমিওর। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল উত্তেজনার বশে এরূপ কাজ করার জন্য। কিন্তু এবার কী হবে? কোন মুখে সে দাঁড়াবে জুলিয়েটের সামনে?

রাস্তার উপর পাশাপাশি পড়ে রয়েছে মার্কুসিও আর টিবল্টের মৃতদেহ দুটি। এদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়ও ক্রমশ বেড়ে উঠছে। অনেক দিনই ভেরোনার রাজা আদেশ দিয়েছিলেন রাজপথে যে দাঙ্গা বাধাবে তার প্রাণদণ্ড হবে। কার এত দুঃসাহস রাজাদেশ লঙ্ঘন করে ভর দুপুরে এমন কাণ্ড বাধাল! খবর পেয়ে রাজা নিজেই ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। রাজাকে সব কথা খুলে বলল বেনভোলিও। সে আরও জানাল ক্যাপুলেট বাড়ির টিবল্টই প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিল। মার্কুসিওর হত্যাকারী সে আত্মরক্ষার খাতিরেই প্রতি-আক্রমণ করতে হয়েছিল রোমিওকে, তারই ফলে মারা যায় টিবল্ট। সে কথা শুনে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে রোমিওকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন রাজা। রাজাদেশে তৎক্ষণাৎ ভেরোনা ছেড়ে মান্টুয়ায় আশ্রয় নিতে হল রোমিওকে। এমনকি জুলিয়েটের সাথে দেখা করার সময়টুকু পর্যন্ত তাকে দিলেন না রাজা।

এই তো সবে বিয়ে হয়েছে রোমিও-জুলিয়েটের। এরই মধ্যে রোমিওর হাতে টিবল্টের মৃত্যু ও তার পরিণতিতে রোমিওর নির্বাসন দণ্ডের খবর শুনে যার-পর-নাই ভেঙে পড়ল জুলিয়েট। খাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে সর্বদাই সে কাঁদতে লাগল। বাবা, মা, বাড়ির সবাই নানাভাবে বোঝালেন তাকে। তা সত্ত্বেও জুলিয়েটের চোখের জল বাঁধা মানল না।

একমাত্র মেয়ের এরূপ অবস্থা দেখে বুড়ো ক্যাপুলেট বড়োই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল, রাতের ঘুম যে কোথায় পালিয়ে গেল তা কে জানে। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে একটা উপায় খুঁজে পেলেন তিনি। তিনি তো কাউন্ট প্যারিসকে আগেই কথা দিয়েছেন যে জুলিয়েটের বিয়ে দেবেন। তিনি স্থির করলেন অযথা কাল-বিলম্ব না করে কাউন্টের সাথে জুলিয়েটের বিয়েটা চুকিয়ে দেবেন। স্বামী-স্ত্রী ধরে নিলেন বিয়ের আনন্দে টিবল্টের কথা ভুলে যাবে জুলিয়েট।

এবার জুলিয়েটের বিয়ের জোরদার আয়োজন শুরু হল। পরিবারের সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘর দোর সাজানো, রাতারাতি জুলিয়েটের জন্য গহনা গড়ানো, এ সবই হয়ে গেল। ব্যাপার স্যাপার দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল জুলিয়েট। এই তো তো সবে বিয়ে হয়েছে তার, আর তাও কিনা চিরশত্রু মন্টেগু পরিবারের রোমিওর সাথে। মরে গেলেও এ খবর তিনি জানাতে পারবেন না কাউকে। সে মিনতি জানিয়ে বাবা-মাকে বলল তার মনটা বড়োই চঞ্চল হয়ে আছে। এসময় তার বিয়ে দিলে বিয়ের কোনও আনন্দই উপভোগ করতে পারবে না সে।

কিন্তু জুলিয়েটের কাতর মিনতি ও চোখের জল সত্ত্বেও তার বাবার মন গলল না। তার অনুরোধের কোনও মূল্য দিলেন না তার বাবা। তিনি জুলিয়েটকে ডেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে কাউন্ট প্যারিসের সাথেই তার বিয়ে হবে। এতে জুলিয়েট রাজি না হলে একবস্ত্রে তাকে বের করে দেবেন বাড়ি থেকে আর যতদিন বেঁচে থাকবেন তার মুখদর্শন করবেন না।

একগুঁয়ে বাপের সিদ্ধান্ত শুনে খুবই মুশকিলে পড়ে গেল। সে ভেবে পেল না কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। শেষমেশ তার মনে পড়ল সন্ন্যাসী লরেন্সের কথা। যিনি তাদের বিয়ে

দিয়েছিলেন একদিন সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে চলে গেল সন্ন্যাসীর আস্তানায় সন্ন্যাসীকে সব কথা বলে তার পরামর্শ চাইল সে

সবকথা শোনার পর সন্ন্যাসী তাকে বললেন 'দেখ, বাবার অবাধ্য হয়ো না কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাও তুমি। ও নিয়ে কান্না কাটি করোনা ফুলের তৈরি একটা ওষুধ আমি তোমায় দিচ্ছি তুমি সেটা সাবধানে রেখে দিও। এটা যেন অন্য কারও হাতে না পড়ে। যে দিন তোমার বিয়ে হবে, তার আগের দিন রাতে এই ওষুধটা খেয়ে তুমি শুয়ো এই ওষুধের প্রভাবে খুব শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়বে তুমি— তখন মৃতের সমস্ত লক্ষণ দেখা দেবে তোমার দেহে পরদিন সকালে তোমাকে দেখে সবাই ধরে নেবে তুমি মারা গেছ তখন বাধ্য হয়ে তোমার বাবা বিয়ে বন্ধ করে তোমার মৃতদেহ গির্জায় পাঠিয়ে দেবেন কবর দেবার জন্য গির্জার ভেতর ক্যাপুলেটদের একটা নিজস্ব ঘর আছে পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী তোমার মৃতদেহ কমপক্ষে একদিন রাখা হবে সেখানে আমি যে ওষুধটা তোমায় দিচ্ছি তার মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা। এর অর্থ রাত ফুরোবার আগেই ক্যাপুলেটদের সেই কক্ষে ঘুম ভেঙে যাবে তোমার ঘুম ভেঙে গেলেই দেখবে তোমার পাশে বসে আছে রোমিও তোমার জ্ঞান ফিরে এলেই রাতারাতি তোমায় মান্টুয়ায় নিয়ে যাবে রোমিও নিশ্চিন্তে সেখানে ঘর বাঁধতে পারবে তোমরা আমি এখনই একজন বিশ্বস্ত লোককে মান্টুয়ায় রোমিওর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি রোমিওর যা যা করণীয় তাকে আগে থেকেই বলে আসবে সে আশা করি এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, বাড়ি ফিরে যেতে পারবে '

সন্ন্যাসীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল জুলিয়েট। বাবাকে ডেকে সে বলল, বাবা কাউন্টকে বিয়ে করতে রাজি আমি তুমি যেদিন বলবে সে দিনই বিয়ে হবে।'

বাবা ভাবলেন সম্ভবত বাড়ি ছাড়ার ভয়েই জুলিয়েট রাজি হয়েছে কাউন্ট প্যারিসকে বিয়ে করে। যাই হোক, এবার তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়ের বিয়ের দিন-ক্ষণ স্থির করলেন।

যে দিন তার বিয়ে হবে তার আগের রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল জুলিয়েট রোমিওর সাথে প্রথম পরিচয়ের রাতে যে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রোমিও সারারাত তার সাথে কথা বলেছিল, সে দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তারপর ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ওষুধটা খেয়ে ফেলল সে একটু বাদেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণ বাদেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে

পরদিন সকালে জুলিয়েটকে ডাকতে এসে ধাই দেখতে পেল মড়ার মতো নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে জুলিয়েট। কাছে গিয়ে সে দেখল তার নিশ্বাস প্রশ্বাস বইছে না বুকের ধুকপুকুনি নেই, চোখের মণি ওপরে উপরে উঠে গেছে। ভয় পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ খবর দিল জুলিয়েটের বাবা মাকে। তারা এসে মেয়ের অবস্থা দেখে বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। সাথে সাথেই জুলিয়েটের বাবা চাকরকে পাঠিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনলেন জুলিয়েটকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন বহু আগেই মৃত্যু হয়েছে ডাক্তারের কথা শুনে বাড়িময় কান্নার রোল উঠল বাড়ির সবাই বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল তারা স্বপ্নেও ভাবেনি এমন সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে

মেয়ের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে তার মৃতদেহটি ফুলে সাজিয়ে কবর দেবার জন্য গির্জায় পাঠিয়ে দিলেন জুলিয়েটের বাবা মা। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী জুলিয়েটের মৃতদেহটি একদিন সমাধি ক্ষেত্রে রাখার ব্যবস্থা করা হল

সন্ন্যাসী লরেন্সও চুপচাপ বসে ছিলেন না একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন মান্টুয়ায় রোমিওর কাছে কথা ছিল সেই লোক রোমিওকে সব কিছু খুলে বলবে এবং জুলিয়েটের মৃতদেহ সমাধিকক্ষে রাখা হলে সে রোমিওকে সেখানে নিয়ে আসবে সন্ন্যাসী লরেন্স জানতেন জুলিয়েট যে ওষুধ খেয়েছে তার মেয়াদ কখন শেষ হবে তিনিও রাতের বেলা সেখানে চলে আসবেন যাতে ঘুম ভেঙে জুলিয়েট দেখে তাকে আর রোমিওকে এরপর জুলিয়েটকে ভেরোনার সীমান্ত পার করিয়ে মান্টুয়ায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তারই

অথচ রোমিওর দুর্ভাগ্য এমনই যে সন্ন্যাসীর লোক পৌঁছাবার আগেই ভেরোনা ফেরত অন্য এক লোকের মুখে সে জানতে পারল জুলিয়েট মারা গেছে। জুলিয়েটের বাবা-মা তার বিয়ে ঠিক করেছিল কাউন্ট প্যারিসের সাথে। কিন্তু বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে ভোরের আলো দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি জুলিয়েটের। আগের রাতেই মারা গেছে সে। জুলিয়েটের মৃত্যুর কথা শুনে মন ভেঙে গেল তার। সে স্থির করল আত্মহত্যা করবে এক ওঝার কাছ থেকে মারাত্মক বিষ সংগ্রহ করে ভেরোনায় এসে পৌঁছাল সে। অনেক খোঁজ করেও সন্ন্যাসী লরেন্সের লোক খোঁজ পেল না রোমিওর

আবার রোমিওর মতো ঠিক একই অবস্থা হয়েছে কাউন্ট প্যারিসের। জুলিয়েটের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল প্যারিস এবার জুলিয়েটের মৃত্যু-সংবাদ শুনে সে যেন সত্যিই পাগল হয়ে গেল। পরদিন সকালেই জুলিয়েটকে সমাধি দেওয়া হবে শুনে তাকে এক ঝলক দেখার জন্য সে রাতেই কাউন্ট এসে হাজির সেই সমাধিক্ষেত্রে কিন্তু নিয়তি কী নিষ্ঠুর! তিনি আসার কিছু আগেই রোমিও এসেছে সেখানে সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার আগে সে চারপাশে খুঁজে দেখছিল সেখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে কিনা

কাউন্ট প্যারিস সমাধিকক্ষে ঢোকার সময় রোমিওকে হঠাৎ সেখানে দেখে বেজায় চমকে উঠলেন। তিনি জানেন যে রোমিও ক্যাপুলেটদের চিরশত্রু কিছুদিন আগে ক্যাপুলেট বংশের টিবল্টকে হত্যার দরুন ভেরোনার রাজা যে রোমিওকে মান্টুয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়েছেন সে কথাও অজানা নেই তার স্বভাবতই কাউন্টের মনে হল সীমান্ত পেরিয়ে এত রাতে এখানে কেন এসেছে রোমিও? নিশ্চয়ই তার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে নইলে সে এখানে ঘোরাঘুরি করছে কেন। জুলিয়েটকে বিয়ে করতে না পারলেও কাউন্ট নিজেকে ক্যাপুলেটদের আত্মীয় বলেই মনে করেন। সে কথা মনে রেখে কাউন্ট তখনই তলোয়ার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রোমিওর উপর সাথে সাথে রোমিও পাল্টা আক্রমণ করল কাউন্টকে এ ধরনের চোরা-গোপ্তা আক্রমণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল রোমিও কিন্তু তলোয়ারবাজিতে তার সাথে মোটেও পাল্লা দিতে পারলেন না কাউন্ট প্যারিস কিছুক্ষণ বাদেই তিনি রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন সমাধিকক্ষের দোরগোড়ায় জুলিয়েটের নামটা কোনওমতে আওড়ে চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেলেন তিনি

শত্রু নিধনের পর রোমিও প্রবেশ করলেন জুলিয়েটের সমাধিকক্ষে সেখানে ঢুকে মোমবাতির মৃদু আলোয় দেখতে পেলেন সামনেই একটা কফিনে শুয়ে আছে জুলিয়েট প্রাণের স্পন্দন নেই শরীরে। সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধের প্রভাব তখনও কাটেনি জ্ঞান ফিরে আসতে দেরি আছে। কিন্তু রোমিও তো জানে না সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধের কথা তাই সে ধরে নিল জুলিয়েটের মৃত্যু হয়েছে ওঝার দেওয়া বিষের শিশিটা শেষ করে শেষবারের মতো জুলিয়েটের ঠোঁটে চুমু খেল রোমিও

তারপর শিশির পুরো বিষটা ঢেলে দিল নিজের গলায় বিষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কিছুক্ষণ বাদেই জুলিয়েটের কফিনের পাশে শেষ নিশ্বাস ফেলল রোমিও

ওষুধের প্রভাব কেটে যাবার পর চোখ মেলে তাকাল জুলিয়েট। কফিনের বাইরে বেরিয়ে সে দেখল বরফ ঠান্ডা মেঝের উপর শুয়ে আছে রোমিও বহুবার ডেকেও তার কোনও সাড়া পেলনা জুলিয়েট। সন্দেহ হতে রোমিওর নাকের সামনে হাত নিয়ে দেখল নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না। ঠিক সে সময় তার নজরে এল মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা শিশি শিশিটা কুড়িয়ে নিয়ে শুঁকতেই তীব্র গন্ধে তার নাক জ্বলে যেতে লাগল শিশিতে যে তীব্র বিষ ছিল এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হল জুলিয়েট ঐ বিষ খেয়ে মারা গেছে তার প্রিয় রোমিও। জুলিয়েটের মনে পড়ল কিছুক্ষণ বাদেই সন্ন্যাসীর আসার কথা। কিন্তু এখন তার আসা না আসা দুই সমান মুহূর্তের মধ্যে নিজের সিদ্ধান্ত নিল জুলিয়েট রোমিওর কোমরের খাপ থেকে ছোরাটা বের করে সজোরে নিজের বুকে বসিয়ে দিল জুলিয়েট দু-একবার ছটফট করে চিরকালের মতো নিশ্চল হয়ে গেল তার দেহ।

সঠিক সময়ে সন্ন্যাসী লরেন্স এলেন সেখানে। রোমিও জুলিয়েটের মৃতদেহ দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

খবর পেয়ে ক্যাপুলেট আর মন্টেগু উভয় পরিবারের লোকেরা সেখানে ছুটে এল তাদের আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে। ভেরোনার রাজাও খবর পেয়ে ছুটে গেলেন সেখানে সন্ন্যাসী লরেন্স সবাইকে বলতে লাগলেন কীভাবে রোমিও-জুলিয়েট ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করেছিল আর নিষ্ঠুর নিয়তির প্রভাবে কীভাবে তা ধ্বংস হয়ে গেল। কীভাবে অতীতের সামান্য শত্রুতার জের তাদের উভয় পরিবারের জীবনে এমন সর্বনাশ নেমে এল সে কথা উপলব্ধি করে সবার সামনে কেঁদে ফেললেন রোমিও ও জুলিয়েটের বাবা। হাতে হাত মিলিয়ে তারা ঘোষণা করলেন আজ থেকে সমস্ত বৈরিতার অবসান হল সেই সাথে শপথ নিলেন ভেরোনা শহরের মাঝখানে তাঁরা রোমিও জুলিয়েটের মর্মর মূর্তি স্থাপন করবেন

হ্যামলেট, প্রিন্স অব ডেনমার্ক

এলসিনোর দুর্গ ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের ঠিক লাগোয়া। রক্ষী ফ্রান্সিস রাত্রিবেলায় পাহারা দিচ্ছিল সেখানে শীতরাত্রির প্রচণ্ড ঠান্ডা পুরু চামড়ার পোশাক ভেদ করে গায়ের চামড়া, মাংস, হাড় সব যেন দাঁত বসাতে চাইছে, গায়ের রক্ত হিম হবার জোগাড় রাত্রে পাহারা দেবার ব্যাপারটা খুবই আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষীদের কাছে ভীতির কারণ অবশ্য একটাই কয়েক রাত ধরেই দেখা যাচ্ছে একটা রহস্যময় প্রেতমূর্তি দুর্গপ্রাচীরে এসে দাঁড়াচ্ছে সেই মূর্তিটা চুপচাপ তাকিয়ে থাকে রক্ষীদের দিকে পাহারাদারদের মধ্যে যারা তাকে দেখেছে, তারা সবাই বলছে কী যেন বলতে চায় সেই রহস্যময় প্রেত মূর্তিটা, অথচ পারে না রক্ষীদের কথা অনুযায়ী সেই মূর্তি দেখতে অবিকল প্রাক্তন রাজার মতো — যিনি মারা গেছেন অল্প কিছুদিন আগে। প্রতি রাতে ঐ প্রেত মূর্তির দেখা পেয়ে, রক্ষীরা ভয় পেয়ে ব্যাপারটা কানে তুলেছে হোরেশিওর হোরেশিও ছিল মৃত রাজার পুত্র হ্যামলেটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই আশ্চর্যজনক খবর শুনে খুবই বিস্মিত হয়েছেন হোরেশিও রক্ষীদের কথার সত্য মিথ্যে যাচাই করতে তিনি নিজেই আজ দুর্গে এসেছেন রাতের বেলায় পাহারা দিতে

রাতের প্রহর নীরবে গড়িয়ে চলেছে দুর্গের পেটা ঘড়িতে বেজে ওঠা ঘণ্টার আওয়াজের সাথে সাথে হোরেশিওর উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যর্থ হয়নি শেষ রাতে সেই প্রেতমূর্তি আবার এসে দাঁড়াল দুর্গপ্রাচীরে হোরেশিও নিজেও অবাক হলেন হ্যামলেটের পিতা মৃত রাজার আদলের সাথে প্রেতমূর্তির অবিকল মিল দেখে

ঠিক তার পরদিনই তার বন্ধু হ্যামলেটকে সেই রহস্যময় প্রেতমূর্তির আগমনের কথা জানালেন হোরেশিও। পিতার মৃত্যুকালে হ্যামলেট ছিলেন রাজধানীর বাইরে বাইরে থেকে ফিরে আসার পর তিনি মায়ের মুখে শুনেছেন যে একদিন দুপুরে তার বাবা যখন বাগানে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এক বিষাক্ত সাপ সে সময় দংশন করে তাকে আর তার ফলেই মারা যান তিনি বাবার এই অপঘাত মৃত্যুতে হ্যামলেট খুব দুঃখ পেলেন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মানসিক আঘাত পেলেন যখন তার বাবার মৃত্যুর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই কাকা ক্লডিয়াস তার বিধবা মা রানি গারট্রুডকে বিয়ে করে রাজা হয়ে বসলেন ডেনমার্কের সিংহাসনে এ ব্যাপারটাকে দেশের লোকেরা খুশি মনে মেনে নিতে না পারলেও ভয়ে তারা মুখ বন্ধ করে রইল বাবার মৃত্যুর ঠিক পরেই এই বিয়ে আর সিংহাসন অধিকারের ঘটনাকে কিছুতেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছেন না হ্যামলেট। আবার হদিসও করতে পারছেন না সত্যিই কী ঘটেছিল একটা সন্দেহের দোলা। তার বন্ধু হোরেশিও ঠিক এ সময় তাকে শোনালেন সেই প্রেতমূর্তির নিয়মিত আগমনের কথা সেই মূর্তিটা নাকি দেখতে ঠিক তার বাবার মতো · কথাটা শুনে হ্যামলেট স্থির করলেন তিনি নিজে দাঁড়াবেন সেই মূর্তির সামনে

সেদিন রাত প্রায় শেষের পথে বন্ধু হোরেশিওর সাথে হ্যামলেট এলেন এলসিনোর দুর্গে পাহারা দিতে সেই একই জায়গায় অন্যান্য দিনের মতো দেখা দিল প্রেতমূর্তিটা সেটা চোখ

পড়ামাত্রই হ্যামলেট চেঁচিয়ে উঠে বললেন 'বাবা! ডেনমার্কের রাজা!' তিনি চেঁচিয়ে ওঠার সাথে সাথে সেই প্রেতমূর্তিটা হাত নেড়ে ডাকল তাকে। কিছু বুঝতে না পেরে তিনি তাকালেন হোরেশিওর দিকে। 'তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও, হ্যামলেট', তাকে আশ্বস্ত করে বললেন হোরেশিও 'উনি হাত নেড়ে তোমাকে ডাকছেন। মনে হয় উনি তোমাকে কিছু বলতে চান।'

মোহাচ্ছন্নের মতো পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন হ্যামলেট। তাকে অনুসরণ করে কিছুদূর যাবার পর তিনি নিশ্চিত হলেন যে এই প্রেতমূর্তিটা তার বাবারই। তিনি লক্ষ করলেন যে এই মূর্তিটার পরনে সেই একই পোশাক যা জীবিত অবস্থায় রাজা পরতেন।

'শুভ বা অশুভ, যেরূপ প্রেতাত্মাই আপনি হন না কেন', চিৎকার করে বলল হ্যামলেট, 'যে রূপেই আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, আমি কথা বলতে চাই আপনার সাথে। আমাকে কিছু বলার থাকলে আপনি স্বচ্ছন্দে তা বলুন, রোজ রাত্রে আপনি কেন এভাবে এখানে আসেন?'

চাপা স্বরে জবাব দিল সেই প্রেতমূর্তি, 'হ্যামলেট' আমি তোমার নিহত বাবার প্রেতাত্মা।'

চিৎকার করে বলে উঠল হ্যামলেট, 'নিহত? কী বলছেন আপনি?'

উত্তর দিল প্রেতমূর্তি, 'আমার সব কথা আগে শোন। তোমার কাকা ক্লডিয়াসই হত্যা করেছে আমায়। একদিন আমি যখন বাগানে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম, সে সময় সবার নজর এড়িয়ে হেবোনা গাছের বিষাক্ত রস আমার কানে ঢেলে দেয় ক্লডিয়াস। আর ক্লডিয়াসের ঐ চক্রান্তে তাকে সাহায্য করেছে আমার স্ত্রী, তোমারই গর্ভধারিণী গারট্রুড। এ সব কারণে আমি খুব অশান্তিতে আছি। হ্যামলেট, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। সবকিছু বললাম তোমাকে। এ অন্যায়ের প্রতিবিধান তুমি করো, বিদায়!' বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই প্রেতমূর্তি, আর বিস্ময়ে হতবাক হ্যামলেট তখন অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল দুর্গের ছাদের ওপরে। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বিশ্বাস করে প্রেতাত্মার মুখে শোনা সব কথা জানালেন বন্ধু হোরেশিও আর মার্সেল্লাস নামে এক রক্ষীকে। সেইসাথে এই প্রতিশ্রুতিও তিনি তাদের কাছ থেকে আদায় করলেন যে তারা কাউকে কিছু বলবে না।

'যা দেখলাম আর তোমার কাছে শুনলাম, তা সবই অদ্ভুত', মন্তব্য করলেন হোরেশিও 'মৃত আত্মা কি কথা বলতে পারে?'

'আমাদের অজান্তে এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটছে যার কোনও উল্লেখ বা ব্যাখ্যা বইয়ে নেই।' হোরেশিওকে জানালেন হ্যামলেট।

হ্যামলেটের মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে সে রাতের ঘটনা। একএক বার সে নিজমনে বলছে 'বাবার প্রেতাত্মার মুখে যা শুনলাম তা কি সত্য? সত্যি হলে অবশ্যই এর প্রতিবিধান আমায় করতে হবে', আবার পরক্ষণেই তার মনে হল, 'শুধু প্রেতাত্মার মুখের কথায় বিশ্বাস করে প্রতিবিধান নেবার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা কি ঠিক? এর চেয়ে হাতে নাতে যুক্তিগ্রাহ্য কোনও প্রমাণ কি সংগ্রহ করা যায় না যাতে আমি নিশ্চিত হতে পারি কাকার পাপ সম্পর্কে?

হ্যামলেট পাগলের মতো হয়ে উঠলেন রাতদিন এ সব কথা ভেবে ভেবে। রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী পলোনিয়াসের একটি ছেলে ছিল, নাম লিয়ার্টিস আর মেয়ের নাম ওফেলিয়া। দেখতে অপরূপ সুন্দরী ছিল ওফেলিয়া, ওফেলিয়া যেমন মনে প্রাণে ভালোবাসত তরুণ হ্যামলেটকে, তেমনি হ্যামলেটও ভালোবাসতেন তাকে। রাজ্যের সবাই মেনেই নিয়েছিল যে হ্যামলেটের সাথে ওফেলিয়ার

বিয়ে হবে। হ্যামলেটের হাব ভাব, কথাবার্তায় অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সবার মুখে একথা শুনে খুবই চিন্তার মাঝে পড়ে গেলেন পলোনিয়াস। হোক না হ্যামলেট রাজার ছেলে, কিন্তু বাবার মৃত্যুতে যিনি পাগল হতে বসেছেন, সে কথা জেনে কি তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়? আর বিয়ে দিলেও কি তার পরিণতি সুখের হবে? স্বাভাবিক কারণেই এ সব চিন্তা এসে দেখা দিচ্ছে পলোনিয়াসের মনে।

হ্যামলেট পড়েছেন সমস্যায়। বাবার মৃত্যুর পরও মাকড়সার জালের মতো এক চক্রান্ত যে তাকে ঘিরে ধরছে, সে কথা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাউকে অপরাধী বা ষড়যন্ত্রের সাথে সরাসরি জড়িত বলে ধরতে পারছেন না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে এ সমস্যা সমাধানের হদিস পেলেন তিনি। রাজা, রানি, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া। সবার উপর আড়াল থেকে কড়া নজর রাখা দরকার। খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার এদের সবার আচার আচরণ, কথাবার্তা আর সেকাজ সেই করতে পারে যাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনবেন না অথচ সে সবার উপর নজর রাখতে পারবে। এই ভেবে হ্যামলেট এমন আচরণ করতে লাগলেন যেন তিনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। হ্যামলেটের অদ্ভুত আচরণ আর পাগলাটে কথাবার্তা শুনে রাজপ্রাসাদের অধিবাসীরা সবাই খুব বিপন্ন হলেন। হ্যামলেটের পাগলামো কিন্তু নিছক পাগলামো নয়। অসংলগ্ন কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এমন সব সরস অথচ তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছেড়ে দেন যার খোঁচায় রাজা, রানি, পলোনিয়াস— সবাই তীব্র বেদনা পান মনে। আর ঠিক তখনই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে হ্যামলেট কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন না এসব নিছক পাগলামির ভান। এটা যদি পাগলামির ভান হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার পেছনে কোনও বদ উদ্দেশ্য আছে! তাহলে সে উদ্দেশ্যটা কী ধরনের, সে চিন্তাও জেগে ওঠে তাদের মনে।

হ্যামলেটের এই ধরনের আচরণে সবচেয়ে বেশি ব্যথা পেল তার প্রেমিকা ওফেলিয়া। যেমন দেখতে সুন্দর ওফেলিয়া তেমনি সরল তার খোলামেলা মন। কোনও কুটিলতার ছায়া এখনও পর্যন্ত পড়েনি সেখানে। তাই হ্যামলেটের এই অস্বাভাবিক আচরণে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল ওফেলিয়া তার মনে।

এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলি। রাজার প্রেতাত্মার আর আবির্ভাব হয়নি এলসিনোর দুর্গ প্রাকারে। হ্যামলেট কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছে না বাবার মুখ থেকে শোনা সে রাতের হতাশাজনক কথাবার্তাগুলি। তাকে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে বলেছেন বাবার সেই প্রেতমূর্তি। হ্যামলেট ঠিকই বুঝতে পেরেছেন কাদের অন্যায়ের কথা বলেছেন তার বাবা। কিন্তু তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, একা তিনি কী ভাবে সে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেন। অনেক ভেবে শেষমেশ তিনি এক বুদ্ধি বের করলেন। রাজপ্রাসাদে নাটকের অভিনয় করতে সেসময় শহরে এসে জুটেছে একদল অভিনেতা-অভিনেত্রী। তিনি স্থির করলেন তাদেরই কাজে লাগাবেন রাজা-রানির মনোভাব যাচাই করতে। তাদের সাথে দেখা করে হ্যামলেট বললেন, তিনি একটা নাটক লিখেছেন যা তাদের দিয়ে তিনি অভিনয় করাতে চান রাজপ্রাসাদে। অভিনেতারা সবাই খুশি হল তার কথা শুনে। এতো তাদের কাছে আনন্দের কথা যে যুবরাজের লেখা নাটকে তারা অভিনয় করবেন। অভিনেতারা যে তার লেখা নাটকে অভিনয় করতে রাজি, সে কথা জেনে প্রাসাদে ফিরে এসে হ্যামলেট শুরু করলেন

নাটক লিখতে বিষয়বস্তু যদি জানা থাকে তাহলে কুশীলবদের মুখে সংলাপ বসাতে দেরি লাগে না। আর এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু তো আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে বাবার প্রেতাত্মার মুখে যে কাহিনি শুনেছিলেন হ্যামলেট, হুবহু তারই আদলে লিখতে হবে নাটক কীভাবে রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করতে রাজার ছোটো ভাইয়ের সাথে রানির চক্রান্ত, ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে তাকে হত্যা করে শূন্য সিংহাসন দখল করা—এ সবই থাকবে নাটকে

নাটক লেখা শেষ হলে হ্যামলেট তা পড়ে শোনালেন অভিনেতাদের নাটকের কাহিনিটা তাদের খুবই পছন্দ হল তারা চুটিয়ে মহড়া দিতে লাগলেন। মহলা চলতে চলতে নাটকের দিন ক্ষণও স্থির হয়ে গেল

নাটক অভিনয়ের দিন হ্যামলেট শুরুতেই রাজা রানির খুব কাছে এসে বসলেন সেখান থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় তিনি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তাঁদের হাব-ভাব নাটক এগিয়ে যাবার সাথে সাথে হ্যামলেট স্পষ্ট বুঝতে পারলেন নতুন রাজা ক্লডিয়াসের মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়ছে এর কিছুক্ষণ বাদে বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দেবার দৃশ্যটা যখন সামনে এল, তখন আর সহ্য করতে পারলেন না ক্লডিয়াস। আসন ছেড়ে উঠে তিনি চলে গেলেন প্রাসাদের ভেতরে হ্যামলেটের এও নজর এড়াল না যে তার মা রানি গারট্রুডও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট অস্থির হয়ে উঠেছেন এবার আর কোনও সন্দেহ রইল না হ্যামলেটের মনে যে তার বাবা তাকে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা সবই সত্যি। এবার নিশ্চিত হয়ে নাটক দেখতে দেখতে স্থির করলেন হ্যামলেট, অন্যায়ের প্রতিবিধান করার যে প্রতিজ্ঞা তিনি বাবার কাছে করেছেন তা অবশ্যই তাকে পালন করতে হবে বাবার হত্যাকারীর সাথে তার যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, তিনি নিজ হাতে শাস্তি দেবেন তাকে।

নাটক অভিনয়ের শেষে রাজা ডাকলেন অভিনেতাদের, প্রশংসা করলেন তাদের দলগত অভিনয়ের। সাথে সাথে পারিশ্রমিক ছাড়াও বকশিশ দিলেন তাদের শেষে রাজা জানতে চাইলেন এই নাটকের রচয়িতা কে রাজা অবাক হয়ে ভ্রু কুঁচকোলেন যখন তিনি শুনলেন তার ভাইপো হ্যামলেটই লিখেছেন এ নাটক তিনি খুব ধাক্কা খেলেন ভেতরে ভেতরে।

এদিকে দিনে দিনে বেড়েই চলল হ্যামলেটের পাগলামি রানি এবং মন্ত্রী পলোনিয়াসের সাথে পরামর্শ করে রাজা ক্লডিয়াস স্থির করলেন যে হ্যামলেটকে এ রাজ্যে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। যে করেই হোক, তাকে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও দেশের বাইরে পাঠাতে হবে তার মা রানি গারট্রুড স্বয়ং দায়িত্ব নিলেন এ কাজের ক্লডিয়াসের দুর্ভাবনাও কম নয় হ্যামলেটকে নিয়ে। কারণ যে করেই হোক হ্যামলেট জানতে পেরেছেন যে তিনিই হত্যা করেছেন তার বাবাকে এ পরিস্থিতিতে যে কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে যদি হ্যামলেট দেশে থাকেন

মন্ত্রী পলোনিয়াসের লোক এসে হ্যামলেটকে জানাল বিশেষ কারণে রানি গারট্রুড দেখা করতে চান তার সাথে পলোনিয়াস ওদিকে আবার গারট্রুডকে বললেন 'রানি মা। হ্যামলেটের সাথে দেখা করার সময় আপনি খুব স্বাভাবিক আচরণ করবেন। তাকে বলবেন, আপনি আর সইতে পারছেন না তার দুঃখ আপনার কোনও ভয় নেই, আমি লুকিয়ে থাকব আপনার ঘরের পর্দার আড়ালে আমার লোক গেছে তাকে খবর দিতে এখনই এসে যাবেন তিনি', বলেই ঘরের পর্দার

আড়ালে লুকোলেন পলোনিয়াস কিছুক্ষণ বাদে মা' 'মা' বলতে বলতে হাজির হলেন হ্যামলেট মা'র কাছে জানতে চাইলেন কেন তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে।

'আমি মনে খুব আঘাত পেয়েছি তোমার আচরণে', বললেন রানি, 'তুমি দুঃখ দিয়েছ বাবার মনেও

'তা হতে পারে মা' বললেন হ্যামলেট, 'তবে শুধু আমি নই, তুমিও দুঃখ দিয়েছ আমার বাবার মনে। হ্যাঁ তবে তুমি খুশি করতে পেরেছ দেশের বর্তমান রাজাকে, যিনি আবার তোমার বর্তমান স্বামী

'তুমি কি আমায় ভুলে গেছ হ্যামলেট? বললেন রানি

'না! আমি তোমায় মোটেও ভুলিনি, উত্তর দিলেন হ্যামলেট, 'মহান ঈশ্বর নামে শপথ করে বলছি তোমায় আমি ভুলিনি। তুমি আমার গর্ভধারিণী মা, ডেনমার্কের রানি আর এখন আমার বাবার ভাইয়ের স্ত্রী

কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন রানি, 'হ্যামলেট! কেন তুমি এভাবে আমার সাথে কথা বলছ?'

'তুমি স্থির হয়ে বসো মা' বললেন হ্যামলেট 'আমি একটা দর্পণ রাখছি তোমার সামনে দর্পণ অর্থাৎ তোমার যাবতীয় অন্যায় ও দুষ্কর্মের কথা শোনাব তোমায়। সে সব শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে আসল চরিত্রটা কী। সেই সাথে এও বুঝতে পারবে কেন আমি তোমার সাথে এরূপ আচরণ করছি'

ছেলের কথা শুনে ভয় পেয়ে বলে উঠলেন রানি, 'তুই কি আমায় হত্যা করতে চাস হ্যামলেট? ওরে কে কোথায় আছিস আমায় বাঁচা

রানির আর্তনাদ শুনে পর্দার আড়াল থেকেই বললেন পলোনিয়াস, 'ভয় নেই রানিমা' পর্দার আড়াল থেকে পুরুষের গলা ভেসে আসছে দেখে হ্যামলেট ধরেই নিলেন যে তার কাকা ক্লডিয়াস লুকিয়ে আছেন সেখানে। একথা মনে হতেই তিনি খাপখোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পর্দার উপর, যার আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন পলোনিয়াস সজোরে সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলেন পলোনিয়াসের বুকে পলোনিয়াস আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে, চারিদিক ভেসে যেতে লাগল রক্তে

'হাঃ হাঃ এই ব্যাপার আমি তো ভেবেছি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে চেঁচাচ্ছে একটা ইঁদুর' বলেই পাগলামির ভান করে হাসতে লাগলেন হ্যামলেট দেখতে দেখতে এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল গেল যে মায়ের সাথে দেখা করতে এসে হ্যামলেট নিজ হাতে হত্যা করেছেন মন্ত্রীকে। এ খবর শুনে ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল প্রাসাদের সবাই ভয়ের কারণ একটাই, পাগলামিতে পেয়েছে হ্যামলেটকে কে বলতে পারে পাগলামোর মুখে তিনি কখন কী করে বসবেন?

দেশের মানুষ ভালোবাসে হ্যামলেটকে তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও রাজা ক্লডিয়াস এতদিন পর্যন্ত কোনও চেষ্টা করেননি তাকে মেরে ফেলার তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন যে কোনও ছুতোয় হ্যামলেটকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করার আচমকা সে সুযোগ এসে গেল ক্লডিয়াসের হাতে, যখন হ্যামলেটের হাতে মারা গেলেন মন্ত্রী পলোনিয়াস। ভাইপোর জন্য যেন রাতে তার ঘুম হচ্ছে না এরূপ ভাব দেখিয়ে ক্লডিয়াস পরামর্শ দিলেন তার ভাইপোকে অকারণে পলোনিয়াসকে হত্যা করে যে অন্যায় তিনি করেছেন, দেশবাসীর মন থেকে তা মুছে ফেলতে গেলে বেশ কিছুদিন

তার বিদেশে গিয়ে কাটিয়ে আসা উচিত সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ইংল্যান্ডই তার পক্ষে আদর্শ জায়গা

তার প্রেমিকা ওফেলিয়ার বাবা পলোনিয়াস শুধু এ কারণে তাকে মেরে ফেলার জন্য মনে মনে খুব অনুতপ্ত হ্যামলেট। ওফেলিয়া মনে প্রাণে ভালোবাসে হ্যামলেটকে সেদিক থেকে কোনও কুটিলতা বা লোকদেখানো ভাব নেই ওফেলিয়ার মনে শেষ পর্যন্ত সেই হ্যামলেটের হাতেই মারা গেলেন তার বাবা? ওফেলিয়া চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভাবে তার বাবার কথা। তার মনকে সে কিছুতেই মানাতে পারে না হ্যামলেট বুঝতে পারলেন পাগলামোর ভান করতে গিয়ে পলোনিয়াসকে খুন করে তিনি খুবই ভুল করেছেন এ ভুল শোধরাবার জন্য ক্লডিয়াসের ইচ্ছে মতো ইংল্যান্ডে যাওয়া ছাড়া তার সামনে অন্য কোনও রাস্তা নেই। ক্লডিয়াসকে তিনি জানালেন ইংল্যান্ডে যেতে কোনও আপত্তি নেই তার ক্লডিয়াস মনে মনে হাসলেন ভাইপোর কথা শুনে ভাইপোর ইংল্যান্ডে যাবার সব ব্যবস্থাই করে দিলেন ক্লডিয়াস, সেই সাথে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকেও সঙ্গে দিলেন। এবার ক্লডিয়াস ব্যবস্থা নিলেন পথের কাঁটা সরাবার সে সময় ইংল্যান্ড ছিল ডেনমার্কের অনুগত। তিনি একটা চিঠি লিখলেন ইংল্যান্ডের রাজাকে তাতে লেখা রইল হ্যামলেট ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দেবার সাথে সাথেই তিনি যেন তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ক্লডিয়াসের যে সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচরেরা হ্যামলেটের সাথে যাচ্ছিল, তাদেরই একজনের হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন তিনি কিন্তু একাজে সফল হলেন না ক্লডিয়াস জাহাজে করে ইংল্যান্ডে যাবার পথে চিঠিটা হস্তগত হল হ্যামলেটের চিঠিতে নিজের নামটা কেটে দিয়ে সে জায়গায় পত্রবাহক আর তার সঙ্গীর নাম লিখে যথাস্থানে চিঠিটা রেখে দিলেন হ্যামলেট। এদিকে ইংল্যান্ডে পৌঁছাবার আগে মাঝদরিয়ায় একদল জলদস্যু এসে আক্রমণ করল তাদের জাহাজ। জলদস্যুরাও জাহাজে করে এসেছিল। খোলা তলোয়ার হাতে হ্যামলেট ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের জাহাজে। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই কচুকাটা করলেন হ্যামলেটের সহগামী ক্লডিয়াসের বিশ্বস্ত অনুচরেরা কিন্তু তার বিপদে এগিয়ে এলো না। হ্যামলেটকে একা ফেলে এই ফাঁকে তারা নিজেদের জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেল একা একা জলদস্যুদের সাথে লড়াই করে তিনি শেষে বন্দি হলেন তাদের হাতে তারা আগেই মুগ্ধ হয়েছিল হ্যামলেটের সাহস আর বীরত্ব দেখে এরপর যখন তারা শুনল যে ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট, তখন তে ' নিজেদের জাহাজে চাপিয়ে হ্যামলেটকে নামিয়ে দিল ডেনমার্কের সমুদ্র উপকূলে। তারপর জলদস্যুরা সবাই চলে গেল

হ্যামলেট দেশে ফিরে গিয়ে দেখলেন বাবার শোকে তার প্রেমিকা ওফেলিয়া সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন তিনি শুনতে পেলেন মনের দুঃখে ওফেলিয়া স্নান খাওয়া দাওয়া, ঘুম সবাই বিসর্জন দিয়েছে, সময়মতো সে বাড়িতেও যায় না দিনরাত্তি হয় সে তার বাবার কবরের ওপর পড়ে থাকে নতুবা আপন মনে গান গেয়ে গেয়ে কবরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তার খুশি মতো আশপাশের গাছ থেকে ফুল পেড়ে কবরের উপর ছড়িয়ে দেয় সে কেউ কবরখানায় এলে তার হাতে ফুল তুলে দিয়ে বলে 'দাও, কবরের উপর ছড়িয়ে দাও।' ওফেলিয়ার জন্য খুব অনুতপ্ত হলেও হ্যামলেটের করার কিছু নেই, কারণ তার মতো তিনি নিজেও অসহায়

হ্যামলেটেরই সমবয়সি পলোনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস সেও হ্যামলেটের মতো ওস্তাদ তলোয়ারের লড়াইয়ে অল্প কিছুদিন আগে লিয়ার্টিস ফ্রান্সে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে

সে শুনল পাগলামোর ভান করে তার বাবাকে হত্যা করেছে হ্যামলেট আর তার বোন ওফেলিয়া পাগল হয়ে গেছে সেই শোকে সবকিছু শুনে তিনি হ্যামলেটের উপর বেজায় রেগে গেলেন সুযোগ বুঝে সে রাগকে আরও উসকিয়ে দিলেন ক্লডিয়াস। তিনি লিয়ার্টিসকে বললেন, 'তোমার বাবা ছিলেন আমার অনুগত, খুবই বিশ্বস্ত এক মন্ত্রী তার মৃত্যুর প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে তবেই শান্তি পাবে তার আত্মা সেই সাথে দেশের মানুষও পরিচয় পাবে তোমার পিতৃভক্তির। মায়ের সামনে পাগলামোর ভান করে অন্যায়ভাবে সে খুন করেছে তোমার বাবাকে। এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য হ্যামলেটের অপরাধের জন্য তাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া তবে মনে রেখ উত্তেজিত হয়ে কোনও কাজ করতে যেও না, তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে দেশের মানুষ এখনও ভালোবাসে হ্যামলেটকে এবার তুমি ভেতরে ভেতরে তৈরি হও প্রতিশোধ নেবার। আর আমার উপর ছেড়ে দাও পুরো ব্যাপারটা, ব্যবস্থা যা করার তা আমিই করব '

এবার রাজা ক্লডিয়াস এক নতুন মতলব আঁটলেন হ্যামলেটকে হত্যা করার। তিনি আয়োজন করলেন তার রাজ্যের ভেতর এক তলোয়ার প্রতিযোগিতার। হ্যামলেট ও লিয়ার্টিস উভয়েই ভালো তলোয়ারবাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন দেশের অল্পবয়সি যুবকদের কাছে। ক্লডিয়াস স্থির করলেন হ্যামলেটকে মেরে ফেলতে তার এই খ্যাতিকেই তিনি কাজে লাগাবেন প্রতিযোগিতায় যে তলোয়ার ব্যবহৃত হয় তার ফলা থাকে ভোঁতা, কিন্তু ক্লডিয়াস লিয়ার্টিসকে বোঝালেন যে তার ও হ্যামলেটের'— উভয়ের হাতেই থাকবে ধারালো তলোয়ার, যার ফলা হবে খুবই ছুঁচোলো আর লিয়ার্টিসের তলোয়ারের দু ধারে এবং ফলায় মারাত্মক বিষ মিশিয়ে রাখবেন তিনি সে বিষ এমনই তীব্র যে তার সংস্পর্শে এলেই মৃত্যু অবধারিত। এছাড়া হ্যামলেটের মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য অন্য ব্যবস্থাও তিনি করেছেন বলে জানালেন ক্লডিয়াস। তলোয়ারের আঘাতে যদি হ্যামলেটের মৃত্যু না হয়, তা হলে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে তার জন্য নির্দিষ্ট শরবতের গ্লাসে মিশানো থাকবে বিষ এ আশ্বাসও তিনি দিলেন লিয়ার্টিসকে খেলার ফাঁকে যখন হ্যামলেটের তেষ্টা পাবে, তখন যাতে বিষ মেশানো শরবত তার হাতে তুলে দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থাও করে রাখবেন তিনি

পলোনিয়াসের মৃত্যুর জন্য হ্যামলেটের উপর যতই রেগে থাকুক লিয়ার্টিস, সে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না তলোয়ার খেলতে খেলতে এভাবে তাকে মেরে ফেলার জন্য ক্লডিয়াসের পরিকল্পনাকে এ কাজ করতে বিবেকে বাধছে তার। ঠিক সে সময় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেল তার প্রিয় বোন ওফেলিয়া এবার ক্লডিয়াস সুযোগ পেলেন লিয়ার্টিসের মন থেকে বিবেকের বাধা মুছে ফেলার

ঘটনাটা এভাবেই ঘটল পাগল হবার পরেও কিন্তু ওফেলিয়া ভুলতে পারেনি হ্যামলেটকে। একদিন কেন জানি তার মনে হল ঐ হ্যামলেটের সাথেই বিয়ে হবে তার কথাটা মনে হতেই সে নিজেকে ফুল মালায় সাজিয়ে ঐ সাজেই নদীর ধারে হাজির হল হঠাৎ কী খেয়াল হল তার নদীর ধারে একটি গাছে উঠল ওফেলিয়া বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মতো গাছের একটি পলকা ডাল এগিয়ে এসেছিল নদীর উপর ওফেলিয়া সেই ডালে চেপে বসল

ওফেলিয়ার ভার সইতে পারল না সেই পলকা ডাল মচ্ করে ভেঙে গেল আর সেই সাথে ওফেলিয়া পড়ে গেল জলে। খরস্রোতা সেই নদীর জলে পড়তে না পড়তেই ওফেলিয়া তলিয়ে গেল অতলে পরদিন তার মৃতদেহ ভেসে উঠতেই, সবার আগে লিয়ার্টিসের কানে এল সে খবর

নদীর ধারে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তার পা গুলি বোনের মৃতদেহের পরনে রয়েছে বিয়ের ক..
সাজতে হয়তো বেচারির সাধ হয়েছিল বিয়ের আগে। বিয়ের সাজ কথাটা ভেবে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লিয়ার্টিস

রাজধানীতে ফিরে এসে ওফেলিয়ার মৃত্যুর কথা শুনে ভেঙে পড়লেন হ্যামলেট নিজেও

হ্যামলেট স্থির করলেন প্রেমিকাকে সমাধি দেবার সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন বন্ধু হোরেশিওর সাথে দেখা করে তারই সাথে সমাধিস্থলে চলে এলেন তিনি।

সে সময় কবর খুঁড়তে খুঁড়তে দুজন মজুর আপনমনে ভালোবাসার গান গাইছিল তা শুনে হোরেশিওর দিকে তাকিয়ে হ্যামলেট বললেন, 'দেখেছো হোরেশিও, কী আশ্চর্য ব্যাপার। এমন ভালোবাসার গান মানুষ কি কবর খুঁড়তে খুঁড়তে গাইতে পারে '

হোরেশিও উত্তর দিলেন, 'বন্ধু! এ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ওদের জীবনের বেশির ভাগ কেটে গেছে কবর খুঁড়তে খুঁড়তে। তাই ওরা ভুলে গেছে মৃত্যুশোক ব কবরের অন্ধকারে থাকা বিভীষিকাকে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুর ব্যাপারে যদি তাদের কোনও অনুভূতি থাকত, তাহলে এ কাজ তারা কখনই করতে পারত না '

হ্যামলেট এগিয়ে এসে মাটি-কাটা মজুরদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে কবরটা খুঁড়ছ তা কি কোনও পুরুষের জন্য?

এক ঝলক হ্যামলেটের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল লোকটি, 'আজ্ঞে হুজুর, তা নয়।'

'তা হলে কি কোনও নারীর জন্য?' জানতে চাইলেন হ্যামলেট।

লোকটি উত্তর দিল, 'না, তাও নয় '

অবাক হয়ে বললেন হ্যামলেট, 'তাহলে কার জন্য খুঁড়ছ কবরটা?'

দার্শনিকের মতো জবাব দেয় লোকটি, 'যার জন্য কবর খুঁড়ছি তার এখন শুধু একটাই পরিচয় মৃতদেহ। তবে একদিন সে ছিল অপরূপ সুন্দরী কমবয়সি এক নারী ' তার কথা শেষ হতে হতেই ওফেলিয়ার মৃতদেহ নিয়ে সেখানে হাজির হলেন তার বড়ো ভাই লিয়ার্টিস, সাথে রাজা ক্লডিয়াস আর রানি গারট্রুড। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে হ্যামলেট আর হোরেশিও পড়লেন কিছুটা দূরে এক সমাধিস্তম্ভে লুকিয়ে।

ওফেলিয়াকে কবরে শোয়াবার পর উপস্থিত সবাই নিয়মানুযায়ী তার কবরের উপরে ছড়িয়ে দিল তিন মুঠো মাটি প্রিয় ছোটো বোনটিকে শেষ বিদায় জানাবার সময় নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না লিয়ার্টিস, কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তার সেই বুকফাটা কান্না শুনে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না হ্যামলেট ছুটে এসে দাঁড়ালেন লিয়ার্টিসের সামনে হাত পা নেড়ে পাগলের মতো অঙ্গভঙ্গি করে লিয়ার্টিসকে বললেন হ্যামলেট, বৃথাই তুমি কান্নাকাটি করছ তোমার বোনের জন্য তার প্রতি আমার যে ভালোবাসা, তোমার ঐ ভালোবাসা তার কাছে কিছুই নয় ওফেলিয়ার জন্য তুমি কি একটা গোটা কুমির খেতে পার? না, তুমি পার না, কিন্তু আমি পারি তুমি কি কবরের ভেতর তার পাশে শুয়ে থাকতে পারবে? না তুমি পারবে না, কিন্তু আমি পারি '

চরম শোকের সেই চরম মুহূর্তে হ্যামলেটের এরূপ ব্যবহারে প্রচণ্ড উত্তেজিত হল লিয়ার্টিস খাপ থেকে তলোয়ার বের করে সে ছুটে গেল হ্যামলেটের দিকে সাথে সাথে তার হাত ধরে টেনে তাকে শান্ত করলেন রাজা ক্লডিয়াস তিনি লিয়ার্টিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন,

'আঃ লিয়ার্টিস ! কী করছ তুমি জান তো ওর মাথার ঠিক নেই হ্যামলেট আর সুস্থ নয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে ও কী লাভ, পাগলের সাথে ঝগড়া করে?' রাজার সম্মান রাখতে লিয়ার্টিস তার তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল খাপে, এবার রাজা তাকে বললেন, 'আমার পরিকল্পনার কথা মনে করে মনকে শান্ত রাখ লিয়ার্টিস। নিজেকে সংযমী রাখ চরম শোকের মুহূর্তেও '

দেখতে দেখতে তলোয়ার প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে এল অবশ্য তার আগেই হ্যামলেট সাক্ষাৎ করেছেন লিয়ার্টিসের সাথে ওফেলিয়ার সমাধিস্থলে তার আচরণের জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন লিয়ার্টিসের কাছে হয়তো হ্যামলেট এ ব্যাপারে খুব বিলম্ব করায় তিনি আর কিছুই বললেন না তাকে

সারা রাজ্যের মানুষ এসে ভেঙে পড়েছে হ্যামলেট আর লিয়ার্টিসের তলোয়ারবাজি দেখতে। তারই মাঝে সবার নজর এড়িয়ে তলোয়ারবাজির নিয়মভঙ্গ করে দুই প্রতিযোগীর জন্য এমন তলোয়ার রেখেছেন যার দুদিক ক্ষুরের মতো ধারালো আর ফলাটিও ছুঁচোলো। রাজা ক্লডিয়াস তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে লিয়ার্টিয়াসের তলোয়ারের দুধারে ও ফলায় তীব্র বিষ মাখিয়ে রেখেছেন তিনি। সে বিষ একবার রক্তে মিশলে মৃত্যু নিশ্চিত। এর পাশাপাশি তিনি হ্যামলেটের জন্য তৈরি করে রেখেছেন বিষ মেশান শরবত লড়াই করতে করতে হ্যামলেট যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন সেই বিষ মেশান শরবত যাতে তার হাতে তুলে দেওয়া যায় সে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন তিনি

রাজা ক্লডিয়াস মঞ্চের উপর বসেছেন তার নির্দিষ্ট আসনে, আর রানি গারট্রুড বসেছেন তার পাশে। পদমর্যাদা অনুসারে মন্ত্রী, পারিষদ আর সেনাপতিরা বসেছেন তাদের পাশে রাজ্যের মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়েছে মঞ্চের সামনে আর দিকে।

তলোয়ারবাজি শুরু হবার আগে ওফেলিয়ার জন্য হ্যামলেটের মনে জেগে উঠল গভীর অনুতাপ তিনি লিয়ার্টিসের দু-হাত ধরে বললেন, 'বন্ধু লিয়ার্টিস, অতীতে আমি যদি কোনও অন্যায় বা ভুল-ত্রুটি করে থাকি, তাহলে এ মুহূর্তে সেসব ভুলে যাও তুমি মনে রেখ, সেদিনের হ্যামলেট কিন্তু আজকের মতো স্বাভাবিক মানুষ ছিল না তখন সে ছিল পুরোপুরি উন্মাদ পুরনো বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে তোমায় বলছি, তুমি ভুলে যাও সে দিনের উন্মাদ হ্যামলেটকে

'আমার মনে আর কোনও ক্ষোভ নেই তোমার প্রতি', বলল লিয়ার্টিস, 'আজ থেকে তুমি আর আমি দুজনে আগের মতোই বন্ধু '

সুরাভর্তি পানপাত্রে রাজা ক্লডিয়াস চুমুক দেবার সাথে সাথে দামামা আর ভেরি বেজে উঠল চারদিক থেকে তার সাথে তাল দিয়ে শুরু হল দুই পুরনো বন্ধুর তলোয়ারবাজি। এ প্রতিযোগিতার চলিত নিয়ম ছিল, এই প্রতিযোগীরা কেউ কাকে আঘাত করবে না হ্যামলেট খেলতে লাগলেন সে নিয়ম মেনে কিন্তু লিয়ার্টিসের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন হ্যামলেটকে জোরদার আঘাত করার জন্য মঞ্চ থেকে বারবার তাকে ইশারা করছেন রাজা ক্লডিয়াস। লিয়ার্টিস ভেবে পাচ্ছে না যেখানে নিয়ম মেনে খেলছেন হ্যামলেট, সেখানে সে কী করে নিয়ম ভাঙবে আর সে ভাবে হ্যামলেটকে

আঘাত করতে বিবেকে লাগছে তার খেলার মাঝে এক সময় লিয়ার্টিসকে কোণঠাসা করে ফেললেন হ্যামলেট ফলে বিবেকের বাধা ভুলে গিয়ে ক্রমশ উত্তেজিত হতে লাগল লিয়ার্টিস

খেলার প্রথম রাউন্ড শেষ হবার পর মার কাছে এসে দাঁড়ালেন ক্লান্ত হ্যামলেট। ক্লডিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন রানি, 'হ্যামলেট তৃষ্ণার্ত, ওকে শরবত দাও ' ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ক্লডিয়াস সাথে সাথেই তিনি বিষ মেশান শরবতের গ্লাস রানির হাতে তুলে দিলেন কিন্তু রানি সে গ্লাস হ্যামলেটের হাতে দেবার পূর্বেই বেজে উঠল দ্বিতীয় রাউন্ড শুরুর বাজনা। সাথে সাথেই মার কাছ থেকে ছিটকে এসে হ্যামলেট দাঁড়ালেন খেলার জায়গায়। সেখান থেকে চেঁচিয়ে মাকে বললেন খেলার শেষে তিনি শরবত খাবেন শুরু থেকে একইভাবে খেলা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়েছেন রানি তাই শরবতের গ্লাসটা রাজাকে ফিরিয়ে না দিয়ে তিনি নিজেই কয়েক চুমুকে খেয়ে ফেললেন শরবতটুকু। ক্লডিয়াস স্বপ্নেও ভাবেননি যে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই ক্লডিয়াস একমনে খেলা দেখতে লাগলেন বুকে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে

দ্বিতীয় রাউন্ড চলার সময় হ্যামলেটকে তাতিয়ে তুলতে ইশারা করলেন ক্লডিয়াস সাথে সাথেই তলোয়ার দিয়ে হ্যামলেটকে জোর আঘাত করল লিয়ার্টিয়াস

বন্ধুকে লক্ষ করে হ্যামলেট বললেন, 'এ কি করছ? তুমি কি খেলার নিয়ম ভুলে গেছ?'

'আমি খুব দুঃখিত' বলল লিয়ার্টিস, 'উত্তেজিত ছিলাম বলে আমার খেয়াল ছিল না ' কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বিষ মাখানো তলোয়ার দিয়ে হ্যামলেটের গায়ে আবার আঘাত করল লিয়ার্টিস এবার আর ধৈর্য রইল না হ্যামলেটের তিনিও তার তলোয়ার দিয়ে জোর আঘাত করলেন লিয়ার্টিসকে।

হ্যামলেটের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল লিয়ার্টিসের আঘাতের পর থেকেই। তার মতলব হাসিল হয়েছে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'লড়াই থামাও এখনি ' কিন্তু লড়াই বন্ধ করার বাজনা বেজে ওঠার আগেই হ্যামলেট তার তলোয়ারের আঘাতে ফেলে দিলেন লিয়ার্টিসের হাতের তলোয়ার লিয়ার্টিসের তলোয়ারটা মাটিতে পড়ে যেতেই সেই বিষমাখানো তলোয়ার তুলে নিয়ে হ্যামলেট বসিয়ে দিলেন লিয়ার্টিসের বুকে

রানিকে এলিয়ে পড়তে দেখে মঞ্চে উপস্থিত সবাই চেঁচিয়ে ওঠে বললেন, 'বেঁহুশ হয়ে পড়েছেন রানি।' জ্ঞানলোপের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রানি টের পেলেন যে শরবত তিনি খেয়েছেন, তাতে মেশানো ছিল বিষ তিনি চেঁচিয়ে বললেন 'আমি মারা যাচ্ছি তোমার শরবতে বিষ মেশানো ছিল হ্যামলেট আমি চললাম '

হ্যামলেট অবাক হয়ে তাকালেন তার মা'র দিকে ঠিক সে সময় বলে উঠল লিয়ার্টিস, শোন বন্ধু হ্যামলেট, আর কিছুক্ষণ বাদে তুমি আর আমি, দুজনেই চিরকালের মতো ছেড়ে যাব এ পৃথিবী তোমাকে মেরে ফেলার জন্য রাজা নিজেই বিষ মাখিয়ে ছিলেন আমার তলোয়ারে আমাদের দুজনের রক্তেই মিশে গেছে সে বিষ বন্ধু, বিদায়' বলতে বলতে এলিয়ে পড়ল লিয়ার্টিস সীমাহীন ক্রোধে তখন সত্যিই উন্মাদ হয়ে উঠেছেন হ্যামলেট বিষমাখানো তলোয়ারটা তুলে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে কেউ কিছু বোঝার আগেই সে তলোয়ারটা তিনি জোরে বসিয়ে দিলেন ক্লডিয়াসের বুকের ভেতরে।

'তুমিই ছড়িয়েছ এ বিষ তাই তোমাকে সেটা ফিরিয়ে দিলাম' চেঁচিয়ে বলে উঠলেন হ্যামলেট।

রাজা রানি, ক্লডিয়াস   সবাই এখন মৃত। যে অন্যায়ের প্রতিবিধান চেয়েছিলেন বাবার প্রেতমূর্তি সেটাই করেছেন হ্যামলেট। কিন্তু এবার তার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, টলছে তার পা হ্যামলেট বুঝতে পারলেন তার মৃত্যু নিকটেই। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন। সাথে সাথেই ছুটে এলেন তার পুরোনো বন্ধু হোরেশিও। হ্যামলেটের মাথাটা তুলে নিলেন নিজের কোলে।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে কোনও মতে মুখ তুলে বললেন হ্যামলেট, 'সবাইকে ডেনমার্কের হতভাগ্য যুবরাজের কাহিনি শোনাবার জন্য একমাত্র তুমিই বেঁচে রইলে হোরেশিও।'

ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা

ট্রয় শহরের রাজপ্রাসাদের বাইরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রাজপুত্র ট্রয়লাস কথা বলছেন ক্রেসিডার কাকা প্যান্ডারাসের সাথে ক্রেসিডার বাবা ক্যালচাস ট্রয়ের পুরোহিত তিনি এখন গ্রিকদের পক্ষে তারই মেয়ে সুন্দরী ক্রেসিডার প্রেমে হাবুডুবু রাজপুত্র ট্রয়লাস

এখন খুবই দুঃসময় চলছে ট্রয়ের এখনকার রাজা প্রায়ামের পাঁচটি ছেলে তাদের নাম হেক্টর ট্রয়লাস, প্যারিস ডিফোবাস আর হেলেনাস এছাড়াও রাজার এক অবৈধ পুত্রসন্তান আছে নাম মারগারেলন সে প্রায় ছ'বছর আগের কথা। রাজার সেজ ছেলে প্যারিস সে সময় প্রেমে পড়েছিলেন গ্রিক সেনাপতি আগামেমননের ভাই মিনিলাসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেনের সাথে স্বামীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে এনে সোজা তাকে রাজপ্রাসাদে এনে তুলেছিলেন প্যারিস সেই থেকেই হেলেন রয়েছে প্যারিসের সাথে। এর পরপরই গ্রিসের রাজারা সবাই একজোট হয়ে ট্রয় আক্রমণ করেছেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হেলেনকে উদ্ধার করে তাকে গ্রিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। জলে, স্থলে চারদিক দিয়ে তারা বারবার আঘাত হানছে ট্রয়ের উপর

বীর যোদ্ধা হিসেবে রাজপুত্র ট্রয়লাসের যথেষ্ট খ্যাতি সত্ত্বেও যতই দিন যাচ্ছে শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করার উৎসাহ কেন জানি তিনি হারিয়ে ফেলছেন। ট্রয়লাসের মনোভাব অনুমান করে প্যান্ডারাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ট্রয়লাস সত্যিই কি তোমার যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে নেই?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ট্রয়লাস বললেন, 'না, মন থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি না '

'বল কী তোমার মতো বীরের মুখে তো এ কথা মানায় না ' বললেন প্যান্ডারাস।

ট্রয়লাস বললেন, 'যুদ্ধ করা তারই পক্ষে সম্ভব হৃদয় মন যার আয়ত্তে থাকে। আজ আর আমার মন নিজের আয়ত্তে নেই। যতক্ষণ রাজসভায় থাকি সুন্দরী ক্রেসিডা আমার সারা মন জুড়ে থাকে। তখন আর নিজের মনের উপর অধিকার থাকে না।'

প্যান্ডারাস বললেন, 'ক্রেসিডার কাকা হিসেবেই আমি বলছি, সে যতই সুন্দরী হোক না কেন, হেলেনের সাথে তার কোনও তুলনা হয় না আমি ভেবে পাচ্ছি না কেন যে ক্রেসিডা তার বাবার সাথে গ্রিক শিবিরে যায়নি তার উচিত ছিল সেখানে যাওয়া ভবিষ্যতে তার সাথে দেখা হলে আমি তাকে সে কথা বলব।' এই বলে অন্যদিকে চলে গেলেন প্যান্ডারাস আর ক্রেসিডার কথা ভাবতে ভাবতে ট্রয়লাসও হাঁটা দিলেন রাজপ্রাসাদ অভিমুখে।

প্রাসাদের লাগোয়া পথ ধরে হেঁটে চলেছে ক্রেসিডা এমন সময় ভৃত্য আলেকজান্দার এসে তাকে বলল, 'আজ সকালে সূর্য ওঠার আগেই যুবরাজ হেক্টর রওনা দিয়েছেন যুদ্ধ করতে '

অবাক হয়ে ক্রেসিডা বললেন, 'সত্যি?'

আলেকজান্দার বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ' শুনেছি আজ হেক্টরের মা হেলেনকে সাথে নিয়ে দুর্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখবেন আজ তুমুল লড়াই হবে গ্রিক বীর অ্যাজাক্সের সাথে হেক্টরের তবে হেক্টর একা লড়াই করবেন না। তার পরের ভাই ট্রয়লাসও থাকবেন তার পাশে সবাই জানে হেক্টরের চেয়ে যুদ্ধবিদ্যায় কম পারদর্শী নন ট্রয়লাস।

'আমার তো মনে হয় ট্রয়লাস তেমন বীর যোদ্ধা নন,' বললেন হেলেন, 'আমি কিছুতেই রাজি নই ট্রয়লাসকে হেক্টরের চেয়ে বড়ো যোদ্ধা বলে মেনে নিতে।'

'আপনি মানুন বা না মানুন, এবাই জানে ট্রয়লাসের সমকক্ষ যোদ্ধা ট্রয়ে দ্বিতীয় নেই,' বলল আলেকজান্দার, 'এমন কি যে হেলেনকে রাজপুত্র প্যারিস হরণ করে এনেছেন, সেও বলে হেক্টরের চেয়ে ট্রয়লাস বড়ো যোদ্ধা। আমার তো মনে হয় হেক্টরের চেয়ে ট্রয়লাসকে বেশি পছন্দ করে হেলেন।'

অবাক হবার ভান করে ক্রেসিডা বললেন, 'এমন কথা কেন বলছ তুমি?'

গলা নামিয়ে আলেকজান্দার বলল, 'কারণ ক'দিন আমি দেখেছি হেলেনকে গোপনে ট্রয়লাসের সাথে দেখা করতে। হেলেন যে ট্রয়লাসকে প্যারিসের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন তার আরও প্রমাণ আমার কাছে আছে।'

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসতে লাগলেন ট্রয়ের বীর যোদ্ধারা। প্যান্ডারাসও ছিলেন তাদের মাঝে। ক্রেসিডাকে দেখতে পেয়ে তিনি তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। একে একে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ট্রয়ের বীর যোদ্ধাদের। তাদের মধ্যে ছিলেন ট্রয়লাস। ইচ্ছে করেই ক্রেসিডার সামনে ট্রয়লাসের বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগলেন প্যান্ডারাস। এমন সময় ট্রয়লাসের ভৃত্য এসে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আমার প্রভু আপনাকে ডেকেছেন।' ক্রেসিডাকে প্রাসাদে যাবার কথা বলে সেই ভৃত্যের সাথে চলে গেলেন প্যান্ডারাস।

পরপর দু বছর চলে গেল। তবু ট্রয় নগরী ধ্বংস করতে পারলেন না গ্রিকরা। এই না পারার কারণ নিয়ে শিবিরে আলোচনায় বসেছেন গ্রিক সেনাপতিরা। এমন সময় ট্রয়ের সেনাপতি ইনিস এসে হাজির হলেন সেই শিবিরে। গ্রিক সেনাপতি আগামেমননকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন, 'ট্রয়ের বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন গ্রিকদের শ্রেষ্ঠ বীরকে।'

'এত বেশ ভালো কথা', বললেন আগামেমনন, 'আমাদের শ্রেষ্ঠ বীর অ্যাকিলিস পাশের তাঁবুতে রয়েছেন। চলুন, আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' শিবির থেকে আগামেমননের সাথে ইনিস চলে যাবার পর ইউলিসিস বললেন, 'অ্যাকিলিস যদি হেক্টরের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জেতে, তাহলে সে উদ্ধত এবং অহংকারী হয়ে উঠবে। আবার তিনি হেরে গেলে ভেঙে যাবে গ্রিক বাহিনীর মনোবল। তার চেয়ে হাতের কাছে আজাক্স রয়েছে, ওকেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক হেক্টরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে। আজাক্স জিতলে আমরা তার নামে জয়ধ্বনি দেব আর পরাজিত হলে বলব ওর চেয়েও বড়ো বীর আছেন গ্রিক বাহিনীতে।'

ওই একই সময় ট্রয়ের রাজপ্রাসাদে বসে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে ছেলেদের সাথে আলোচনারত রাজা প্রায়াম। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'আমি নিশ্চিত পুনরায় হেলেনকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব আসবে গ্রিক শিবির থেকে। ওকে ছেড়ে দিলেই গ্রিকরা যুদ্ধ থামিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে যাবে তাদের দেশে।' রাজা হেক্টরের কাছে জানতে চাইলেন, 'হেলেনকে ছেড়ে দিতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'না পিতা, কোনও আপত্তি নেই', বললেন হেক্টর, 'যার জন্য হাজার হাজার ট্রয়বাসীর প্রাণ গেছে, আজ তার কোনও দাম নেই আমার কাছে। আমি চাই যত শীঘ্র সম্ভব হেলেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক গ্রিকদের হাতে।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ হেক্টর, আমাদের বংশের এক বয়স্কা মহিলাকে গ্রিকরা তাদের দেশে আটকে রেখেছে, সম্পর্কে যিনি আমার পিসি হন', বললেন রাজা। প্রতিবাদের সুরে ট্রয়লাস বললেন 'গ্রিকদের সেই কাজের প্রতিশোধ নিতে প্যারিস যখন গ্রিস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল হেলেনকে তখন সবাই তাকে বাহবা দিয়েছিল আজ কি তাহলে ধরে নেব হেলেনকে আটকে রাখার যোগ্যতা আমাদের নেই?'

রাজা প্রায়ামের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজপুত্র প্যারিস বললেন, সেদিন কিন্তু সবাই আমার কাজকে সমর্থন করেছিলেন আমি তো নিজের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হেলেনকে নিয়ে আসিনি তাকে আমাদের দেশে রেখে দেওয়াটা ট্রয় জাতির পক্ষে এক গৌরবের বিষয় দুনিয়ার সবচেয়ে রূপসি নারী হেলেনকে ট্রয় রেখে দেবার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব '

ট্রয়লাস বললেন, 'হেলেনের সাথে জড়িয়ে আছে ট্রয়ের মান, মর্যাদা, খ্যাতি। পৃথিবীর সব সম্পদের বিনিময়েও আমরা হেলেনকে গ্রিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে রাজি নই '

এক সন্ধ্যায় প্যান্ডারাস তার বাগানবাড়িতে নিয়ে এলেন ট্রয়লাসকে, উদ্দেশ্য ভাইঝি ক্রেসিডার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বাগানবাড়ির এক উইলো গাছের নিচে ক্রেসিডাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলেন ট্রয়লাস। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে গাঢ় চুম্বন রেখা এঁকে দিলেন ক্রেসিডার নরম গালে, কপালে খাওয়া-দাওয়ার পর প্যান্ডারাস তাদের শোবার আয়োজন করলেন এক সুসজ্জিত ঘরের নরম বিছানায়।

এদিকে গ্রিক বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছেন ট্রয়ের বীর যোদ্ধা অ্যান্টিনর। তার মুক্তির বিনিময়ে ট্রয়ের পুরোহিত ক্যালচাস প্রস্তাব দিলেন তার মেয়ে ক্রেসিডাকে যেন তার হাতে তুলে দেওয়া হয় তার এ প্রস্তাব মেনে নিলেন গ্রিক সেনাপতি আগামেমনন অথচ ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেন না

জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত ক্রেসিডার মুখের দিকে তাকিয়ে ট্রয়লাস বললেন, 'তোমার প্রতি চিরবিশ্বস্ত থেকে প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব আমি। প্রেমের বিশ্বস্ততার নামই হবে ট্রয়লাস '

এদিকে হেক্টরের ডাকে সাড়া দিয়ে তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছেন গ্রিক বীর অ্যাজাক্স। অ্যাজাক্স তার নিকট আত্মীয় জেনে কিছুক্ষণ বাদেই লড়াই থামিয়ে দিলেন হেক্টর

অন্যদিকে ক্রেসিডাকে গ্রিক শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রয়ের সেনাপতি ইনিস প্যান্ডারাসের বাগানবাড়িতে এলেন গ্রিক বীর ডায়োমিডিসকে সাথে নিয়ে কাকার মুখে সব কথা শুনে ক্রেসিডা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিল ট্রয়লাসের কাছ থেকে ক্রেসিডাকে হাতে পেয়ে ট্রয়ের বন্দি বীর সেনানায়ক অ্যান্টিনরকে মুক্তি দিল গ্রিক বাহিনী

পরদিন শেষ বেলায় নিরস্ত্র হেক্টরকে হত্যা করলেন গ্রিক বীর অ্যাকিলিস। সেনাদের মনোবল বাড়াতে পরম শত্রু হেক্টরের রক্তাক্ত মৃতদেহ রথের সাথে বেঁধে নিয়ে গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরালেন অ্যাকিলিস

সেদিন রাতে ক্রেসিডার সাথে গোপনে দেখা করতে এলেন ট্রয়লাস। আড়াল থেকে ডায়োমিডিসের সাথে ক্রেসিডার প্রেমালাপ শুনে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার মাথায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করবেন ডায়োমিডিসকে

কিং লিয়ার

দেশ শাসনের দায়ভার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইংলন্ডের বৃদ্ধ রাজা লিয়ার যখন তার তিন মেয়ে, দুই জামাই ও অমাত্যদের সাথে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে বসে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন লর্ড অব কেন্ট এবং লর্ড অব গ্লস্টার। কথার ফাঁকে একসময় গ্লস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন কেন্ট, 'আচ্ছা মাননীয় গ্লস্টার, আলবেনিয়ার ডিউক আর কর্নওয়ালের ডিউক এই দুই জামাইয়ের মধ্যে রাজার কাছে কে সবচেয়ে প্রিয় তা কি আপনি আন্দাজ করতে পারেন?

'না, প্রিয় বন্ধু' মাথা নেড়ে বললেন গ্লস্টার, এ ব্যাপারে সঠিক অনুমান করা কঠিন, কারণ দুজনেই সমান গুণী কেউ কারও চেয়ে কম বা বেশি নন।'

সে সময় গ্লস্টারের পাশে বসে থাকা এক তরুণকে দেখে বললেন কেন্ট, 'ওই যুবকটি কি আপনার পুত্র?'

গ্লস্টার বললেন, 'হ্যাঁ তবে ওকে ছেলে বলে মেনে নিতে আমার লজ্জা হয় ' তারপর একটু দোনোমোনোভাবে বললেন, ওর আচার আচরণ খুবই খারাপ তবে ওর বড়ো ভাই আমার প্রিয়পাত্র এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন এডমন্ড, ইনি হচ্ছেন আমার প্রিয় বন্ধু, কেন্টের লর্ড '

আপনি যখন বাবার বন্ধু, তখন আমারও পূজনীয়', বললেন এডমন্ড

কেন্ট বললেন, 'আশা করি ভবিষ্যতে তোমার উপর আমার স্নেহ আরও বেড়ে যাবে '

বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে রাজা ঘরে ঢুকেই চলে যেতে বললেন গ্লস্টার ও এডমন্ডকে তারা চলে যাবার পর রাজা কিছুক্ষণ চোখ বুলোলেন সাথে নিয়ে আসা সীমানাসহ অঙ্কিত রাজ্যের মানচিত্রের উপর তারপর উপস্থিত সবার সামনে তিন মেয়ে ও দুই জামাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে আমার মেয়ে জামাইরা। আমি স্থির করেছি রাজার দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়ে আমার বুড়ো বয়স অর্থাৎ শেষ জীবনটা আনন্দে কাটাব সে জন্য আমি সমান তিন ভাগে ভাগ করেছি আমার সাম্রাজ্যকে এ নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে তোমাদের মধ্যে বিবাদ না হয় তাই এই তিন ভাগ আমি দান করে দিতে চাই আমার তিন কন্যাকে সেই সাথে কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী ফ্রান্স ও বার্গান্ডির রাজকুমারের প্রতীক্ষার অবসানও করতে চাই আমি কিন্তু তার আগে বল, তোমরা আমায় কে কতটুকু ভালোবাস?

রাজার বড়ো মেয়ে গনেরিল বলল সবার আগে 'মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ হল অন্ধত্ব, বন্দিদশা এবং মৃত্যু এ জীবনে যদি আপনার স্নেহ না পাই, তাহলে স্নেহহীন সে জীবন আমার কাছে ভীষণ কষ্টকর বলে মনে হবে সন্তানের প্রতি আমার স্নেহ ভালোবাসা যে কোনও সন্তানই কামনা করে

এ কথা শুনে খুব খুশি হলেন রাজা আনন্দের চোখে তিনি মেয়েকে দান করে বসলেন শস্যশ্যামলা এক বিশাল রাজ্য তারপর মেজ মেয়ে রিগানকে বললেন 'এবার বল, তুমি আমায় কতটুকু ভালোবাস?'

রিগান উত্তর দিল, 'বাবা, আমার প্রতি আপনার যে ভালোবাসা তার পরিমাপ করার সাধ্য আমার নেই, আর আমি সে চেষ্টাও করব না তবে জেনে রাখুন, মানুষের জীবনে যত কিছু আনন্দ আছে, সে সবই আমার কাছে বিষের মতোই মনে হবে, যদি আমি বঞ্চিত হই আপনার স্নেহ থেকে।'

স্নেহ-দুর্বল বাবা খুব খুশি হলেন মেয়ের কথা শুনে তিনি রিগানকেও দান করলেন সাম্রাজ্যের এক সমৃদ্ধিশালী অংশ সবশেষে তিনি উৎসাহ আর আনন্দের সাথে আদরের ছোটো মেয়েকে বললেন সে যেন জানায় বাবাকে সে কতটুকু ভালোবাসে

কর্ডেলিয়া বলল, 'মেয়ে হিসেবে বাবাকে যতটুকু ভালোবাসা দরকার, আমি ততটাই ভালোবাসি আপনাকে।'

আদুরে ছোটো মেয়ের মুখে শোনা কথা কেন জানি অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল রাজা লিয়ারের। তার মনে হল এক ঝটকায় তিনি যেন স্বপ্ন থেকে ছিটকে পড়েছেন শক্ত মাটিতে তিনি ছোটো মেয়েকে বললেন, 'আরও একবার ভেবে বল কর্ডেলিয়া, তুমি কি এর চেয়ে বেশি ভালোবাস না আমায়?

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল কর্ডেলিয়া, 'আমার যা বলার ছিল তা আমি ভেবে চিন্তেই বলেছি যদি আপনাকেই মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হয়, তাহলে স্বামী ও অন্যান্যদের প্রতি আমার ভালোবাসা কর্তব্য বলে কিছুই থাকে না। আর সেটা হবে খুব অন্যায় কাজ। তাই আমি পারি না সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আপনাকে ভালোবাসতে '

কর্ডেলিয়ার কথা বোধগম্য না হওয়ায় রাজা রেগে গিয়ে বললেন তাকে, 'তোমার মনের কথা যদি এই হয়, তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, আজ থেকে তোমার-আমার সম্পর্ক শেষ। তোমার সাথে আমার আচরণও সেরূপ নির্মম হোক, যে আচরণ অসভ্য স্কাইলিয়া করেছিল রানির সাথে। তুমি এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।'

এর মধ্যে প্রভুভক্ত কেন্ট কিছু বলতে যেতেই চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিলেন রাজা লিয়ার তারপর বললেন জামাইদের 'প্রিয় ছেলেরা, এবার শেষ তৃতীয় ভাগটা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নাও তোমরা। আমি পালা করে তোমাদের দুজনের সাথে থাকব একশো অনুচর নিয়ে আমার মাথায় মুকুটটাকে দু-ভাগ করে সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা তোমাদের দান করলাম আমার জন্য রইল শুধু রাজা উপাধিটা।' তারপর সভাসদদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা যে কেউ একজন গিয়ে ডেকে আন ফ্রান্স ও বার্গান্ডির দুই যুবরাজকে।'

কেন্ট বললেন, এরূপ অবিবেচকের মতো কাজ আপনি করবেন না প্রভু একটু ভেবে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার প্রিয় ছোটো মেয়ে আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে।'

কর্ডেলিয়া সম্পর্কে এ কথা বলতেই রাজা তলোয়ার দিয়ে মেরে ফেলতে চাইলেন কেন্টকে। কেন্ট বললেন 'প্রাণের ভয়ে আমি কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে পারব না প্রভু আপনি যে ভুল করছেন সে কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ আছে আমি বলে যাব '

এত রেগে গেছেন রাজা লিয়ার যে স্বাভাবিক জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি তাই তিনি তার পরম বন্ধু কেন্টকে বলতে পারলেন, 'তুমি একটা রাজদ্রোহী দুর্বৃত্ত ছাড়া আর কিছু নও। দেশ থেকে আমি তোমাকে নির্বাসিত করলাম তোমার উদ্ধত আচরণের জন্য আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তোমায় এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, অন্যথায় মৃত্যু হবে তোমার '

কন্যাসম কর্ডেলিয়াকে আশীর্বাদ করে চোখের জল মুছতে মুছতে রাজসভা থেকে বিদায় নিলেন কেন্ট

এ সময় শোনা গেল নেপথ্যে কথাবার্তার আওয়াজ। দুই যুবরাজ আর তাদের অনুচরদের নিয়ে প্রবেশ করলেন গ্লস্টার

রাজা লিয়ার তাদের দেখে বললেন, 'হে বার্গান্ডির যুবরাজ! আমার ছোটো মেয়ের পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে তুমি অন্যতম। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ আমার ছোটো মেয়েকে সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ যৌতুক হিসাবে দেব বলে আমি পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু এখন সে প্রতিশ্রুতি অর্থহীন এখন সে পিতার স্নেহবঞ্চিত ঘৃণ্য এক তুচ্ছ নারী এবার তুমি বল, এই বঞ্চিতা, নিঃস্ব অভিশপ্তা মেয়েকে তুমি কি আগের মতোই বিয়ে করতে আগ্রহী?'

সব শোনার পর বার্গান্ডির যুবরাজ অস্বীকার করলেন কর্ডেলিয়াকে বিয়ে করতে। এবার ফ্রান্সের যুবরাজকে উদ্দেশ করে বললেন রাজা, 'প্রিয় যুবরাজ, এবার বল কর্ডেলিয়া সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?'

ফ্রান্সের যুবরাজ বললেন, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে কিছুক্ষণ আগে যে ছিল পিতার প্রাণস্বরূপ, এমন কী কারণ ঘটল যে এই অল্প সময়ের মধ্যে সে বঞ্চিত হল পিতার স্নেহ থেকে '

সে যাই হোক, প্রকৃত ভালোবাসা স্বার্থহীন। কর্ডেলিয়ার প্রতি আমার প্রেম যে কত নিবিড় তা প্রমাণ করার জন্য কর্ডেলিয়ার মতো প্রেম-ধন্যা, সততার পূজারি, সবার অবজ্ঞার পাত্র, নিঃস্ব অথচ সুন্দরী মেয়েকে আমি ফ্রান্সের রানি এবং চিরসঙ্গিনী হিসাবে আনন্দের সাথে গ্রহণ করছি'— বললেন ফ্রান্সের যুবরাজ।

রাজা বললেন, 'বেশ, তাই হোক'। তারপর কর্ডেলিয়াকে আশীর্বাদ না করেই তিনি চলে গেলেন রাজসভা ছেড়ে। আর তার সাথে সাথে বেড়িয়ে গেল বার্গান্ডি, কর্নওয়াল, আলবেনি, গ্লস্টার ও তার অনুচরেরা

প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে যেতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন কর্ডেলিয়া, 'আমার দুর্ভাগ্য এই যে বাবা ভুল বুঝলেন আমায়। হে আমার বড়ো বোনেরা! তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপরই নির্ভর করছে বাবার ভবিষ্যৎ জীবন আশা করি কর্তব্য পালনে তোমাদের কোনও ত্রুটি হবে না।'

একথা বলেই তিনি চলে গেলেন ফ্রান্সের যুবরাজের সাথে। তারা চলে যাবার পর গনেরিল চুপি চুপি বলল তার বোন রিগানকে 'দ্যাখ, বুড়ো হয়ে আমাদের পিতা মানসিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল আর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন তাই তার পক্ষে সম্ভব হল প্রিয় কন্যার সাথে এরকম ব্যবহার করার এটা সত্যিই তার অবিবেচক মনের পরিচায়ক '

রিগান বলল, 'আর বলিস না! এটাই ওর চিরকেলে স্বভাব '

রিগানের কথা শুনে গনেরিল বলল 'সেটা তো তাহলে আরও ভয়ের ব্যাপার বয়স বেড়ে যাবার সাথে সাথে তার এই অভ্যেসটা বেড়ে যাবে আর সেটা সহ্য করতে হবে আমাদের আয় আমরা দুজনে পরামর্শ করি ভবিষ্যতে কী ভাবে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় '

রিগান বলল, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ খুব তাড়াতাড়িই পরামর্শটা করতে হবে আমাদের '

অন্যদিকে গ্লস্টারের প্রাসাদে সে সময় দুভাইয়ের মধ্যে লড়াই চলছিল সম্পত্তি নিয়ে। 'হে ঈশ্বর ' সমাজে এমন নিয়ম কেন তুমি করেছ যে বংশের বড়ো ছেলেই সব কিছুরই মালিক হবে? অথচ দেখ এই বড়ো ভাইয়ের চেয়ে বয়সে আমি হয়তো এক বছর কিংবা তার চেয়ে কম ছোটো, কিন্তু গুণে আর শক্তিতে কম নই তাহলে আমি কেন বঞ্চিত হব সম্পত্তি থেকে। যদি তোমার এই নিয়ম হয়, তাহলে জেনে রেখ বলেই চুপ করে যায় এডমন্ড এরপর বড়োভাইয়ের উদ্দেশে বলল সে, 'বুদ্ধির জোরে আমিও অধিকার করব তোমার সম্পত্তি। চিঠির মাধ্যমে কৌশলে পিতার স্নেহ থেকে দূরে সরিয়ে দেব তোমাকে এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

মনে মনে এডমন্ড যখন এরূপ মতলব আঁটছিল সে সময় প্রবেশ করলেন তার বাবা গ্লস্টার

ঘরে ঢুকেই এডমন্ডকে বললেন গ্লস্টার, 'শুনতে পেলাম রাজা নাকি নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন কেন্টকে? তিনি নাকি সমস্ত সম্পত্তি এবং রাজক্ষমতা দু জামাইয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন সামান্য একটা বৃত্তি? ব্যাপার কী এডমন্ড? এত মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছ তুমি?'

এডমন্ড বললেন, 'ও কিছু নয় বাবা, ভাই এডগারের পাঠানো চিঠিটা পড়ছি '

'নিশ্চয়ই ওটা বিশেষ গোপনীয়', বললেন গ্লস্টার, 'তা না হলে তুমি আমার কাছ থেকে ওটা লুকোতে না দেখি চিঠিটা?

এডমন্ডের হাত থেকে সেই জাল চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন গ্লস্টার। পড়তে পড়তে এক সময় রাগে লাল হয়ে উঠল গ্লস্টারের মুখ। চিঠিটাতে লেখা ছিল, 'ভাই এডমন্ড, তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে বৃদ্ধরা আমাদের বঞ্চিত করে ধন সম্পত্তি থেকে, ব্যর্থ করে দেয় আমাদের জীবন-যৌবন তাই এস আমরা দুজন বুড়ো বাবাকে মেরে ফেলে তার সমস্ত সম্পত্তি সমান দু-ভাগে ভাগ করি আর সেই সাথে সার্থক করে তুলি আমাদের জীবন ইতি এডগার '

বাবার প্রশ্নের উত্তরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল এডমন্ড 'আগে আমাদের আলাপ-আলোচনার মাঝে এডগার এরূপ একটা ইঙ্গিত দিত বটে, তবে মনে হচ্ছে এ চিঠিটা তার লেখা নয়। কেননা জানলা গলিয়ে এ চিঠিটা কে যেন ভেতরে ফেলে গেছে '

গ্লস্টার বললেন, 'আমি বলছি চিঠিটা ওরই লেখা এই এডগারকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ও যে এত বড়ো শয়তান। যাও, ধরে নিয়ে এস সেই বর্বরটাকে '

এডমন্ড বলল, 'আপনি অত উত্তেজিত হবেন না বাবা আগে আড়াল থেকে আপনি নিজে সব কথা শুনুন, তারপর না হয় তাকে শাস্তি দেবেন নইলে তার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হবে বাবা

'ঠিক আছে, সেই ব্যবস্থাই কর', বললেন গ্লস্টার, 'ওর আসল ইচ্ছেটা জানার পর তুমি স্বর্গ মর্ত পাতাল যেখান থেকেই হোক সেই শয়তানটাকে খুঁজে বের করে আন পৃথিবীটা বড্ড পাপে ভরে গেছে স্নেহের মধুর সম্পর্কগুলি একে একে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা সব ক্ষেত্রেই আজ এত চক্রান্ত, শঠতা আর প্রতারণা বাবার বিরুদ্ধে ছেলে, ছেলের বিরুদ্ধে বাবার বিদ্রোহ, চক্রান্ত আজ ঘোরতর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে করা ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে

মিলে গেছে আজ কোনও দাম নেই সততার আমি বলছি এডমন্ড, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও তুমি। যেভাবেই হোক, সেই শয়তানটাকে খুঁজে বের কর তুমি কঠিন শাস্তি দেব আমি তাকে। দায়িত্ব এড়াবার জন্য অধিকাংশ মানুষ দোষারোপ করে তাদের ভাগ্যকে কিন্তু চোর, জোচ্চোর, মাতাল, বদমাশ হবার পেছনে মানুষ নিজেই দায়ী '

বলেই গ্লস্টার চলে গেলেন সেখান থেকে ঠিক তখনই এডমন্ড দেখতে পেল এডগার এদিকেই আসছে ভীষণ অবাক হয়ে গেল সে।

এডগার বলল ছোটোভাইকে কী হল এডমন্ড, তুমি এত গম্ভীর কেন?'

নিরীহ মুখে বলল এডমন্ড 'সে সব ভবিষ্যৎবাণীর কথাই আমি ভাবছি যাতে লেখা আছে পিতা পুত্রের সম্পর্কচ্ছেদ, মৃত্যু এছাড়াও আরও কত কথা যাক, সে সব কথা ছেড়ে দাও। বলতো বাবার সাথে শেষ দেখা তোমার কবে হয়েছে? তার সাথে তোমার আচরণে কি কোনও অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেয়েছিল? এসব আমি জানতে চাইছি কারণ বাবা তোমার উপর খুবই রেগে আছেন এর কারণ কী হতে পারে?'

এডগার খুবই অবাক হল এডমন্ডের মুখে এ কথা শুনে। তারপর বলল, 'আমার এমন ক্ষতি কে করল? গতকাল রাতেই তো আমি দু ঘণ্টা ধরে তার সাথে কথা বলেছি কই, তখন তো তার মুখে কোনও রাগের চিহ্ন দেখিনি।'

এডমন্ড বললেন 'এতে তুমি ভয় পেও না বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত শান্ত না হন, তুমি আমার ঘরে এসে বিশ্রাম করবে। তারপর তোমাকে আমি নিয়ে যাব তার কাছে আমি ফিরে আসার পূর্বে যদি তোমার বাইরে যাবার দরকার হয় তাহলে অস্ত্র নিয়ে যেও সাথে তোমার ভালোর জন্যই বলছি এ কথা নাও, আর দেরি করো না আমার ঘরের চাবিটা নাও আর এ জায়গা ছেড়ে শীঘ্র পালাও।'

এডগার আটকে পড়ল মায়াজালে। সে চলে যাবার পর মনে মনে খুব খুশি হয়ে বলতে লাগল এডমন্ড, 'আমার বুদ্ধির জোর বেশি আর তোমার আছে শুধু বোকা সততা সেই সততার সুযোগ নিয়েই আমায় হস্তগত করতে হচ্ছে তোমার সম্পত্তি তুমি একটা বোকা, নির্বোধ আর তাই ঈশ্বরের কাছে তুমি করুণার পাত্র ছাড়া আর কিছু নও

রাজার বড়ো মেয়ে তার প্রাসাদে সে সময় ব্যস্ত ছিলেন প্রধান অনুচরদের সাথে আলোচনায় দুঃখের সাথে বললেন গনেরিল 'অসওয়াল্ড' একথা কি সত্য যে তাঁর বিদূষককে অপমান করার জন্য বাবা মেরেছেন আমার অনুচরকে? ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন অসওয়াল্ড তখন গনেরিল বলল 'সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠছে বাবার এই নিত্যনতুন অত্যাচার আর তার নাইটরাও হয়েছে তেমনি অসভ্য, বর্বর বুঝলে অসওয়াল্ড, এবার থেকে তুমি আর অন্য চরেরা সবাই মিলে তার সাথে এমন ভাব-ভঙ্গি করবে যাতে তিনি রেগে গিয়ে বোনের বাড়ি চলে যান আর আমিও নিষ্কৃতি পাব তাতে অসুস্থতার ভান করে আমিও কথা বলব না তার সাথে বোনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব সে যেন বাবার সাথে আমার মতোই ব্যবহার করে আর সহ্য হচ্ছে না সব বিষয়ে তার অকারণ তিরস্কার যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে বাচ্চাদের মতো বুড়ো বাবার এরূপ আচরণ ঐ শোন, দূর থেকে আওয়াজ আসছে তার আগমনের বাদ্যধ্বনির এবার তোমরা যাও, আমার আদেশ অনুযায়ী তার সাথে ভালো না খারাপ ব্যবহার করবে

'তুমি কে? কী তোমার পেশা?' সামনে দাঁড়ান ছদ্মবেশী ডিউক অব কেন্টকে প্রশ্ন করলেন রাজা লিয়ার স্বয়ং

কেন্ট বললেন, 'মহারাজ, আমার পোশাকই বহন করছে আমার কর্মদক্ষতার পরিচয় আমি খুব দরিদ্র তবে কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করি না আমি সৎ আর জ্ঞানী লোকদের পছন্দ করি। সামান্য কারণে যুদ্ধ করি না আর মদও খাই না '

কেন্টের কথা শুনে করুণায় ভরে গেল রাজার মন কেন্টকে তিনি বললেন, 'তুমি সত্যিই গরিব কী চাও তুমি আমার কাছে?

'আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি আপনার মুখে প্রভুত্বের দীপ্তি দেখে', বললেন কেন্ট, 'আমি চাই আপনার অধীনে কাজ করতে '

রাজা জানতে চাইলেন, 'কি কাজ করতে পারবে তুমি?'

কেন্ট উত্তর দিলেন, 'আমি জানি দরকারি কথার গোপনীয়তা রক্ষা করতে, দ্রুত ঘোড়ায় চড়তে। এছাড়া সাধারণ মানুষের অন্যান্য গুণেরও অধিকারী আমি আমি কঠোর পরিশ্রম করতে পেছপা নই, বয়সও সহজে কাবু করতে পারে না আমায়।'

কেন্টের কথা শুনে রাজা বললেন 'আমার ভৃত্য হিসেবে আমি তোমায় মনোনীত করলাম।' এরপর তিনি অসওয়াল্ডকে বললেন গনেরিলকে ডেকে আনতে এমন সময় জনৈক নাইট এসে জানাল যে রাজার মেয়ে অসুস্থ লিয়ার জানতে চাইলেন, 'গনেরিল কি আসবে না?' নাইট বলল, 'আমার অপরাধ নেবেন না প্রভু। আমার মনে হয় আপনার মেয়ে জামাই আর তাদের লোকেরা আগের মতো শ্রদ্ধা করে না আপনাকে আপনি এখন তাদের কাছে বোঝা ছাড়া আর কিছু নন

'ঠিকই বলেছ তুমি' বললেন লিয়ার, 'আমিও লক্ষ করেছি যে ওরা কর্তব্যে অবহেলা করছে তবে মনে করেছিলাম যে ওটা আমার মনের ভুল, ভবিষ্যতে এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখব যাই হোক, আমার বিদূষক কোথায়?'

নাইট বললেন, 'কর্ডেলিয়ার দুঃখে তিনি খুবই দুঃখিত মহারাজ এ দুদিন তাই তিনি আসেননি '

তাকে নিরস্ত করে লিয়ার বললেন, 'থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। আমি স্থির করেছি মেয়ের সাথে কথা বলব। যাও, তাকে ডেকে আন তুমি

এসময় ঢুকে পড়ল অসওয়াল্ড। তাকে দেখে লিয়ার বললেন, 'তুমি জান আমি কে?'

অসওয়াল্ড উত্তর দিলেন, 'জানি আপনি আমার প্রভুপত্নীর পিতা।'

রেগে বললেন লিয়ার কী বললে? এছাড়া আমার আলাদা কোনও পরিচয় নেই? তোমার এত দুঃসাহস আমার মুখের উপর কথা বলছ? এজন্য আমি তোমায় শাস্তি দেব ' বলেই রাজা শুরু করলেন তাকে মারতে

তখন কেন্ট বললেন অসওয়াল্ডকে এই মুহূর্তে এখান থেকে দূর হয়ে যাও নির্বোধ। তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে? কার সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হয় তা কি তুমি জান না? বলেই কেন্ট গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল অসওয়াল্ডকে কেন্টের এই আচরণে রাজা খুব খুশি হয়ে উপহার দিলেন তাকে

এমন সময় বিদূষক এসে প্রবেশ করল তাকে দেখে রাজা ব্যগ্র হয়ে বললেন, 'তুমি কেমন আছ বিদূষক?'

কেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল বিদূষক, 'স্যার, আমার টুপিটা আপনি নিন, কারণ যার অধীনে আপনি কাজ করেন তিনি স্বয়ং তার দুই মেয়েকে নির্বাসন দিয়েছেন আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৃতীয় মেয়েটিকে আশীর্বাদ করেছেন। ভগবান যদি আমায় দুটো মেয়ে আর দুটো টুপি দেন'

তার কথা শেষ না হতেই রাজা জানতে চাইলেন, 'তাহলে?'

'তাহলে বিষয়-সম্পত্তি তাদের দিয়ে দেবার পর অন্তত একটা টুপি আমার জন্য রেখে দিতাম' বলল বিদূষক, 'আপনাকে এখন অন্য মেয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।'

রেগে গিয়ে লিয়ার বললেন তাকে, 'এর জন্য কিন্তু তোমার শাস্তি পেতে হবে।'

বিদূষক বললেন, 'মহারাজ, ভয় পেয়ে যে নির্বোধ সত্যকে এড়িয়ে যায়, সে শুধু মিথ্যাকেই আরও বেশি প্রশ্রয় দেয়। এবার আপনি শুনুন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার সঞ্চয়ের পরিমাণ বাইরের কাউকে জানায় না। সে কম কথা বলে, ব্যয়ের চেয়ে তার আয় বেশি, হাঁটাপথে না গিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে, কোনও কিছুতেই সে দমে না আর বাজি রাখে বিশেষ বিবেচনার সাথে।

রাজা বললেন, 'এখানে এ সব কথার কোনও মানে হয় না, খুবই শক্ত তোমার কথাগুলি।'

এবার বিদূষক বলল, 'যে লোকটি আপনাকে বিষয়-সম্পত্তি দান করার পরামর্শ দিয়েছিল তাকে আপনি ডাকুন নয়তো নিজে দাঁড়ান তার জায়গায়, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন তেতো ভাঁড় আর মিষ্টি ভাঁড়ের পার্থক্য।'

ভাঁড়ের কথা শুনে বললেন কেন্ট, 'তুমি মোটেও বোকা নও।'

ভাঁড় বলল, 'মোটেও নই, কারণ বোকা হলে চলবে না আমার।এই পৃথিবীর কেউ পুরোপুরি বোকা নয়', রাজার উদ্দেশে বলেই চললেন বিদূষক, 'আপনি কিন্তু বোকামি করে আপনার সম্পদ ও ক্ষমতা দুভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।' এরপর বিদূষক তার কথার সারমর্ম বোঝাতে লাগল একটি গান গেয়ে।

লিয়ার বললেন, 'কবে থেকে তুমি গান গাইছ?'

ভাঁড় বলল, 'যবে থেকে সবকিছু কন্যাদের দান করে নিঃস্ব হয়েছেন আপনি।'

রেগে গিয়ে বললেন লিয়ার, 'তুমি একটা মিথ্যেবাদী, আমি চাবুক মারব তোমাকে।'

ভাঁড় বলল, 'সত্যি কথা বলার জন্য চাবুক মারে আপনার মেয়েরা। আপনি মারেন মিথ্যে কথা বলার জন্য। কী আশ্চর্য মিল আপনাদের মধ্যে! ওই যে আসছে আপনার বুদ্ধির দুর্ভাগ্যের একজন।'

গনেরিলকে আসতে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন রাজা, 'কী ব্যাপার গনেরিল! আজকাল প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি তোমার গম্ভীর মুখ, এর কারণটা বলবে কি?'

বিদূষক বলল রাজাকে, 'মহারাজ, উনি হলেন মটরডালের ভুসি। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে।'

রেগে গিয়ে বলল গনেরিল, 'শুধুমাত্র ও নয়, আপনার প্রশ্রয় পেয়ে আপনার অনুচরেরা পর্যন্ত আমার সাথে ঝগড়া করার সাহস পায়, অভদ্র হয়ে ওঠে তাদের আচরণ। একটু আগে আপনি যে ব্যবহার আমার সাথে করলেন, আমি ভয় পাচ্ছি এই ভেবে যে আপনার সমর্থনেই ওরা এতটা বেড়ে ওঠার সাহস পেয়েছে। যদিও একথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে, তবুও অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাধ্য হয়েই বলছি এর জন্য আপনার শাস্তি পাওয়া উচিত। তাতে হয়তো অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।'

বিদূষক বলল, 'কোকিল যেমন তার পালক পিতা কাককে মেরে ফেলে, ঠিক সেইরকম '

গনেরিলের কথা শুনে রাজা খুব দুঃখ পেলেন মনে তিনি বললেন 'আমি কে তা কি তুমি ভুলে গেছ?'

উদ্ধত স্বরে জবাব দিল গনেরিল, 'বাবা, আপনার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে '

লিয়ার বললেন, 'তাহলে কি পাগল হয়ে গেছি আমি? আমি কি আর সেই পূর্বের রাজা লিয়ার নই? কেন এমন পালটে গেছে আমার হাঁটার ধরন? কোথায় আমার সেই দৃষ্টিশক্তি? হায়! আমার বিচার শক্তিও আজ স্নেহবশত দুর্বল হয়ে গেছে? আমি তাহলে কে?'

বিদূষক উত্তর দিল, 'আপনি লিয়ারের ছায়া '

রাজা বললেন, 'তবে যে লোকে বলছে আমি সেই তিন মেয়ের বাবা রাজা লিয়ার আর তুমি গনেরিল?'

গনেরিল বলল, 'বয়সের কারণেই আপনার এই ভ্রান্তিজনিত মানসিক দুর্বলতা আপনি বৃদ্ধ ও সম্মানিত সে কারণে আপনার বোঝা উচিত যে আপনার অনুগত একশো নাইটের আচরণ খুবই অশোভন সব সময় তারা মদ খেয়ে বাজে কাজে লিপ্ত থাকে। গোটা রাজসভাটা এজন্য পরিণত হয়েছে এক বিলাস কেন্দ্রে। সে কারণে এখনই আমাদের উচিত ওই বিশৃঙ্খলাকারীদের অপমান করা আমার কথা শুনুন বাবা বয়স অনুযায়ী আপনার উপযুক্ত সঙ্গী আর অনুচরদের রেখে তাড়িয়ে দিন বাকিদের আপনি না করলে বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হবে আমায়

খুবই অপমানিত বোধ করলেন রাজা লিয়ার। তিনি রেজায় রেগে গেলেন এত বড়ো একটা অপমানের আঘাতে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'অকৃতজ্ঞ মেয়ে, আমি এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি ভুলে যেও না, আমার আরও সন্তান আছে '

গনেরিল, 'আমার লোকজনের উপর নিন্দনীয় আচরণ করছে আপনার অনুচরেরা '

এমন সময় প্রবেশ করল আলবেনি কিন্তু তাকে দেখেও থামলেন না রাজা। সজোরে প্রতিবাদ করে তিনি বললেন, 'গনেরিল, তুমি শুধু লোভী নও মিথ্যেবাদীও বটে আমার অনুচরেরা সবাই জ্ঞানী ও গুণী কোনওরূপ অশোভনীয় আচরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় ' এরপর অনুতপ্ত রাজা নিজের মাথায় হাত চাপড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'হায়! হায় কর্ডেলিয়ার চরিত্রের যে সমস্ত দোষ আমার চেতনাকে নষ্ট করে দেয়, তার প্রতি ঘৃণা আর তিরস্কারের মধ্য দিয়ে মূর্খামি প্রবেশ করে বিষাক্ত করে তোলে আমায়, সেই বোধকে আজ ধিক্কার জানাচ্ছে রাজা লিয়ার '

আলবেনি বলল, 'আপনি অযথা উত্তেজিত হবেন না মহারাজ অনুগ্রহ করে শান্ত হোন আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

লিয়ার বললেন হয়তো তাই তবুও তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি গনেরিল তোমার এই কদর্য নোংরা দেহ বঞ্চিত হবে সন্তান ধারণের গৌরব আর আনন্দ থেকে আর সন্তান জন্মালেও তা হবে অদ্ভুত ধরনের তার জন্য দুশ্চিন্তায় বিশ্রী হয়ে যাবে তোমার এই সুন্দর মুখ শুকোবে না চোখের জলও তোমার পক্ষে তীক্ষ্ণ আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে বিষাক্ত সাপের দাঁতের মতো সেই সন্তান আমি চলে যাচ্ছি কারণ আমায় যেতেই হবে

রাজা লিয়ার চলে যাবার পর আলবেনি বলল এর অর্থ কী গনেরিল?' গনেরিল বলল, 'জেনে রেখ এটা ওর বুড়ো বয়সের হঠকারিতা '

লিয়ার আবার ফিরে এসে গনেরিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার এত দুঃসাহস যে আমার অনুমতি ছাড়াই পঞ্চাশ জন অনুচরকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাসাদ ছেড়ে যাবার আদেশ দিয়েছ তুমি? ছিঃ গনেরিল, বৃদ্ধ বাবাকে অপমান করে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরানোর প্রবৃত্তি দেখে, আমি যত না কষ্ট পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি পেয়েছি লজ্জা মনে রেখ দয়া মমতাময়ী আমার আর এক কন্যা আছে এর শাস্তি সে তোমাকে দেবে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, অনুশোচনায় দগ্ধ হবে তোমার সমস্ত মন '

রাজা লিয়ারের পেছু পেছু চলে গেল কেন্ট ও অন্যান্য অনুচরেরা

গনেরিল বলল তার স্বামীকে, 'দেখলে ওর ব্যবহারটা?'

আলবেনি বলল 'তোমার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমায় বলতে বাধা করছে যে কাজটা তুমি ঠিক করনি '

'তুমি চুপ কর' বলে স্বামীকে থামিয়ে দিলেন গনেরিল তারপর বিদূষককে বললেন, 'শয়তান মূর্খ তুমিও দূর হয়ে যাও বাবার সাথে ওর বার্ধক্যজনিত এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার আরও বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে অস্ত্র শস্ত্র সুসজ্জিত একশো নাইটের শক্তি বলে আর দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অত্যাচার সহ্য করা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে সম্ভব নয় '

'তোমার ভয় নিতান্তই অমূলক' — বলল আলবেনি

'তা হয় হোক', বলল গনেরিল, 'আসলে ভয় থেকে মুক্ত হতে গেলে আগে থেকেই জীবন সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন, নইলে ভবিষ্যতে সেখান থেকেই বীর বংশের বীজ উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা থেকে যায় যদি আমার বোন একশো নাইট সহ বাবাকে আশ্রয় দেয়, তাহলে— এই যে অসওয়াল্ড, লিখেছ সেই চিঠি?' জানতে চাইল গনেরিল।

অসওয়াল্ড উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, লিখেছি '

গনেরিল নির্দেশ দিল অসওয়াল্ডকে, 'তাহলে ঘোড়ায় চেপে এখনই এই চিঠি নিয়ে চলে যাও বোনের কাছে আরও কিছু কারণ দেখিয়ে জোরদার করে তোল আমার যুক্তিগুলিকে যাতে সেও ভয় পায় যাও, এবার চলে যাও ' অসওয়াল্ড চলে যাবার পর আলবেনিকে উদ্দেশ করে বলল গনেরিল, 'তুমি যত না দুর্বল তার চেয়ে বেশি বোকা

স্ত্রীর মুখে একথা শুনে আলবেনি বলল, 'তুমি জান তো অনেক সময় অধিক লোকের দ্বারা ঠকে গিয়ে মানুষ বঞ্চিত হয় তার প্রাপ্যবস্তু থেকে।

'তাহলে কী বলতে চাও তুমি?' জানতে চাইলে গনেরিল

আলবেনি তার উত্তরে বলল, 'কিছুই বলতে চাই না আমি ভবিষ্যৎই প্রমাণ করবে সব কিছু।'

কেন্টের হাতে একটা চিঠি দিয়ে লিয়ার বললেন তাকে, 'এই চিঠিটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও গ্লস্টারের হাতে। চিঠিতে যা লেখা আছে আর আমার মেয়ে যা জানতে চায়, ঠিক সেটুকুরই উত্তর দেবে, বেশি কিছু মোটেও বলবে না। এটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও নইলে তার আগেই আমি গিয়ে পৌঁছাব সেখানে

তাই হবে প্রভু বলল কেন্ট 'আপনার আদেশ পালনের আগে আমি অন্য কিছুতে মন দেব না '

এবার বিদূষক বলল, 'সত্যি কথা বলার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন মহারাজ। আপনার কন্যার আচরণ কী হবে সে তো আপনি ভালোই জানেন '

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে লিয়ার বললেন, 'বলতো, কী হবে?'

বিদূষক উত্তর দিল, 'দিদির মতোই উপযুক্ত হবে তার আচরণ। সোজাপথে না গিয়ে মানুষ যেমন ঘুরপথে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করে, তেমনি মানুষের এক চোখ যাতে অন্য চোখকে দেখতে না পায় সেজন্যই ঈশ্বর ব্যবধান তৈরি করেছেন নাসিকা সৃষ্টির মাধ্যমে

'কর্ডেলিয়ার প্রতি আমার আচরণ ঠিক নয় তা আমি জানি', বললেন লিয়ার

বিদূষক বলল, 'যাতে শামুকরা আশ্রয়হীন না হয় তাই একটি খোলা তৈরি আছে তাদের মাথা গোঁজার জন্য '

লিয়ার বললেন, এ কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিও না জোর করে আমি কেড়ে নেব সব '

বিদূষক বলল, 'মহারাজ, বয়স বাড়ার আগেই আপনার এ বুদ্ধি হওয়া উচিত ছিল

লিয়ার বললেন, 'দোহাই তোমাদের, আমাকে তোমরা পাগল করে দিওনা হে ঈশ্বর। আমার বিবেক-বুদ্ধিকে চঞ্চল করে তুলোনা তুমি। আমি পাগল হতে চাইনা না, কখনই না।'

দুই

'সুপ্রভাত কিউরান', বলল এডমন্ড।

প্রতি উত্তরে বলল কিউরান, 'সুপ্রভাত এডমন্ড।' আমি এইমাত্রই এলাম আপনার বাবার কাছ থেকে। আমি আগে থেকেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছি ডিউক অফ কর্নওয়াল ও রিগানের আসার ব্যাপারে। ভালো কথা, আপনি কি শুনেছেন একটা খবর?'

'কী খবর কিউরান?' জানতে চাইল এডমন্ড

কিউরান বলল, 'আলবেনি আর কর্নওয়ালের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েই গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করছেন

'না সে কথা শুনিনি তো,' বলল এডমন্ড

কিউরান বলল, 'এবার তাহলে আমি চলি স্যার

'ঠিক আছে, তুমি এস', এডমন্ড বলল

কিউরান চলে যাবার পর মনে মনে চিন্তা করতে লাগল এডমন্ড, ডিউক আসছেন, সে তো খুব ভালো কথা ভাগ্যের উপর নির্ভর এবার আমার পরিকল্পনামাফিক কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। গলাটা একটু উঁচু করে ভাইকে বললেন তিনি, 'নেমে এস, একটা কথা আছে তোমার সাথে। এই অন্ধকারের মাঝে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও তুমি বাবা জানতে পেরেছেন তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ ঐ বাবার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি তলোয়ার বের করে আত্মহত্যার ভান ধরি ও রে কে আছিস আলো আন। যাও, শীঘ্র পালিয়ে যাও '

এডমন্ড চলে যাবার পর নিজের চক্রান্তকে আরও যুক্তিপূর্ণ করে তুলতে নিজেই আঘাত করল নিজেকে তারপর সেই রক্তাক্ত হাত নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল 'কে আছ, বাঁচ ও আমাকে। বাবা, কোথায় তুমি?

ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন গ্লস্টার, কী হয়েছে এডমন্ড? এত রক্ত কেন তোমার হাতে?'

এডমন্ড বলল, 'এই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আপনমনে কী সব যেন বলছিল এডগার আপনার শব্দ শুনেই সে পালিয়ে গেল এই রাস্তা দিয়ে

'কোথায় পালাবে সে শয়তানটা! ভাবেই হোক তা থেকে খুঁজে বের কর তোমরা বলে অনুচরদের নির্দেশ দিলেন গ্লস্টার। তারপর জানতে চাইলেন এডমন্ডের কাছে, 'তোমার কাছে কেন সে এসেছিল?

এডমন্ড উত্তর দিল, 'সে আমার কাছে এসেছিল আপনাকে হত্যা করার উপদেশ দিতে। কিন্তু আমি মন থেকে কিছুতেই সায় দিইনি পিতৃহত্যার মতো জঘন্য কাজে তাই সে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে আমায়। যখন আমি তার অসৎ উদ্দেশ্যের জোর প্রতিবাদ করছি আর প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছি, ঠিক তখনই সে পালিয়ে গেল ভয় পেয়ে।

স্নেহশীল পিতা কিন্তু বুঝতে পারল না এডমন্ডের চালাকি উপরন্তু তার প্রতি করুণায় বিগলিত হয়ে তিনি বললেন, রাজার আদেশ নিয়ে আমি সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দেব যে তাকে ধরে আনতে পারবে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে আর তার আশ্রয়কারীকে দেওয়া হবে প্রাণদণ্ড।

এডগারের প্রতি পিতার অবিশ্বাসকে আরও জোরদার করার জন্য বলল এডমন্ড, 'বাবা, সে আমায় ভয় দেখিয়ে গেছে যদি আমি এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করি, তাহলে সে বলবে আমিই নাকি সেই ষড়যন্ত্রের কারণ সে নাকি আমার প্ররোচনাতেই পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করেছে তার মৃত্যুতে আমার পক্ষে সম্পত্তি লাভ সহজ হবে জেনেই আমি নাকি মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছি '

গ্লস্টার বললেন, কোনও ভয় নেই তোমার ওর হাতের লেখাই প্রমাণ করবে ওর ষড়যন্ত্রের কথা। ঐ শোন মহামান্য ডিউকের আগমনের বাদ্যধ্বনি শয়তানটা যাতে আমার রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য সমস্ত শহর ও বন্দরের পথ বন্ধ করে দেব আমি রাজ্যের সর্বত্র পথে ঘাটে ওর ছবি ছাপিয়ে দেব আমি সন্তানের উপযুক্ত কাজই করেছ তুমি ওকে আর আমি সন্তান বলে স্বীকার করব না আমার একমাত্র সন্তান তুমিই আর সমস্ত সম্পত্তি আমি তোমাকেই দিয়ে যাব।'

এ সময় কর্নওয়াল প্রবেশ করে বললেন গ্লস্টারকে, 'কেমন আছ বন্ধু? ভারি একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম এখানে এসে '

'এ কথা সত্যি হলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কঠিন হবে' বলল রিগান, 'আচ্ছা, বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী কি ওর নাম রাখা হয়েছিল?'

'সে কথা বলতে আমার বুক দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ম্যাডাম বলল গ্লস্টার।

রিগান বলল, 'আচ্ছা, ও কি আমার বাবার উচ্ছৃঙ্খল নাইটদের মধ্যে একজন?'

এডমন্ড জানাল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম, ও ছিল তাদেরই একজন '

একথা শুনে রিগান বলল, 'এবার বেশ বুঝতে পারছি আমি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করতে ঐ শয়তান নাইটরাই প্ররোচিত করেছে তাকে এডগারের সাথে সাথে, তাহলে তারাও ভোগ করতে পারবে সম্পত্তি আজ সন্ধ্যায় আমি দিদির পাঠানো একটা চিঠি পেয়েছি যাতে এদের সম্পর্কে আমায় সাবধান করে দেওয়া হয়েছে সে চিঠিতে দিদি লিখেছে ওরা আসার আগেই আমি যেন বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই '

কর্নওয়াল বলল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ প্রিয়তমে। আর এডমন্ড, যথার্থ পুত্রের মতোই আন্তরিক তোমার কর্তব্যবোধ

আনন্দে গদগদ স্বরে উত্তর দিল গ্লস্টার, 'ঠিক সে কারণে সে আহত হওয়া সত্ত্বেও সমঝোতা করেনি অন্যায়ের সাথে।'

কর্নওয়াল বলল, 'ওর খোঁজে আপনি চর পাঠান চারিদিকে এ ব্যাপারে সবরকম সাহায্য আপনি পাবেন আমার কাছ থেকে আর এডমন্ড, আমাদের এখন প্রয়োজন তোমার মতো সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, বিশ্বাসী বীর যুবকের আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা তুমি সহচর রূপে আমাদের কাছাকাছি থাকো।'

'এই যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহলে সততা আর বিশ্বাসযোগ্যতার গুণে আপনাদের স্নেহভাজন হতে পেরে আমি ধন্য মনে করছি নিজেকে', বলল এডমন্ড

আনন্দের সাথে গ্লস্টারও সায় দিলেন তার কথায়

রিগান বলল, 'হে মাননীয় আর্ল অফ গ্লস্টার আপনি আমাদের পুরনো বন্ধু এই অন্ধকার রাতে আমরা এখানে এসেছি একটা গুরুতর বিষয়ে আপনার পরামর্শ নিতে আমাদের পিতা কন্যার বিরোধের ব্যাপারে কোনটি গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানালে বাধিত হব।'

'আগে আমার বাড়িতে চলুন। তারপর সবাই মিলে না হয় পরামর্শ করা যাবে'— বলল গ্লস্টার।

রিগান বলল, 'বেশ, তাই চলুন '

অসওয়াল্ড বলল, 'নমস্কার বন্ধু। আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা থাকে, তবে সে ভালোবাসার দোহাই, দয়া করে আস্তাবলটা দেখিয়ে দাও আমাকে '

কেন্ট বলল, 'তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা নেই।'

'তাতে আমার কিছু এসে যায় না', উত্তর দিল অসওয়াল্ড

'লিপসবেরি পাউন্ডে গেলে কিন্তু গ্রাহ্য করাটা প্রয়োজন হবে', বলল কেন্ট।

অসওয়াল্ড বলল, 'আমার সাথে এভাবে ঝগড়া করছ কেন? আমি মোটেও চিনি না তোমাকে,'

'তবে আমরা কিন্তু দুজনে দুজনকে চিনি। তুমি হচ্ছ পরান্নে পালিত একটা নিঃস্ব, দুর্বৃত্ত, কাপুরুষ ক্রীতদাস মনে নেই কদিন আগে আমারই আঘাতে রাজার সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলে তুমি এবার অস্ত্র ধর শয়তান' চিৎকার করে বলে উঠল কেন্ট

অসওয়াল্ড বলল, 'চলে যাও তুমি আমার কোনও শত্রুতা নেই তোমার সাথে।'

রাগের সাথে কেন্ট বলতে লাগল, 'তোমার একমাত্র দোষ এই যে তুমি রাজার বিরুদ্ধে উদ্ধত, ঘৃণিত গনেরিলের লেখা চিঠি বয়ে নিয়ে এসেছ। পাজি শয়তান, তলোয়ার না বের করলে তোমার পা দুটোই কেটে নেব আমি

ভয় পেয়ে অসওয়াল্ড যতই সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল, ছদ্মবেশী কেন্ট ততই আঘাত করতে লাগল তাকে

খোলা তলোয়ার হাতে ঘরে ঢুকে এডমন্ড ছাড়িয়ে দিল তাদের দুজনকে এবং কেন্ট বলতে লাগল, 'লড়াই করতে ভয় পাচ্ছ কেন হে ছোকরা।'

অসওয়াল্ড বলল 'যদি প্রাণের মায়া না থাকে তবে ভয় পাচ্ছিস কেন? আমাদের উভয়ের মধ্যে লড়াইয়ের কারণটাই বা কী?

রিগান বলল, এদের চিনতে পেরেছি আমি। এরা আমার বোন ও বাবার দূত '

'তাহলে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধল কেন?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল কর্নওয়াল

অসওয়াল্ড বলল 'এই বুড়োটা বেজায় পাজি শুধু ওর সাদা দাড়ির খাতিরে আমি ছেড়ে দিয়েছি ওকে

'ফের মিথ্যে কথা', গর্জে উঠে বলল কেন্ট

'চুপ কর, তুমি কি ভদ্রতাবোধও ভুলে গেছ?' বলল অসওয়াল্ড

কর্নওয়ালকে উদ্দেশ করে কেন্ট বলল, 'স্যার এ ধরনের লোকেরা মানুষের ভেতরের কোমল ও পবিত্র সম্বন্ধের অবসান ঘটায় ভূতের মতো এরা প্রভুকে নির্মল তোষামোদ করে তাকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। আবার হাসছিস, মৃগী রোগীর মতো তোর ওই বিবর্ণ মুখটায় নেমে আসুক অভিশাপ এর মতো বদমাশ লোক আমি কখনও দেখিনি।'

'ও বদমাস কীসে হল?' জানতে চাইল কর্নওয়াল

'ওর মুখই তার প্রমাণ', উত্তর দিল কেন্ট

অসওয়াল্ড বলল, 'স্পষ্টবাদী হবার দরুন এ জাতীয় লোকেরা সরল হলেও খুব ভয়ানক বা ধূর্ত হয় সে-কথা আমি জানি।'

'আমার কিন্তু আপনার প্রতি সেরূপ কোনও বদ মতলব নেই', বলল কেন্ট 'আমি সরল তবে প্রতারক নই। আমার মতো সাধারণ শ্রেণির সরল ও সৎ লোক কখনও পর হয় না '

অসওয়াল্ড বলল, 'ওর বিরুদ্ধে আমার কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই প্রভু। তবে কিছুদিন আগে ভুল বুঝে রাজা লিয়ার আমায় আঘাত করলে এই লোকটাও আমাকে আঘাত করে পেছন দিক থেকে। রাজার প্রশংসা কুড়োবার জন্য এই হীন জঘন্য লোকটা আমায় যাচ্ছেতাই গালাগাল আর অপমান করে '

রেগে গিয়ে অসওয়াল্ড আদেশ দিলেন তার অনুচরদের, 'বদমাশ মিথ্যেবাদী শয়তান এই বুড়োটার দুপায়ে কাঠের খুঁটো পরিয়ে দাও ওকে আমি এমন শাস্তি দেব যে

'স্যার, আমি কিন্তু রাজার দূত। রাজদূতের পায়ে খুঁটো পরালে পরোক্ষভাবে রাজারই অপমান হবে', বলল কেন্ট '

রিগান বলল 'ও সব কিছু শুনতে চাই না আমি পায়ে খুঁটো বেঁধে ও দুপুর পর্যন্ত, না রাত পর্যন্ত থাকবে '

'তাহলে এই সেই অন্যতম বদমাশ, যার কথা বলেছিল গনেরিল,' বলল কর্নওয়াল।

গ্লাস্টর বলল, 'মাননীয় ডিউক, চোরের মতো কঠিন শাস্তি আপনি ওকে দেবেন না ওর প্রভুর উপরেই আপনি ছেড়ে দিন ওর শাস্তির ভার রাজদূতকে এভাবে অপমান করলে রাজা রুষ্ট হবেন আপনার উপর '

বিগান বলল, 'কিন্তু মাননীয় গ্লস্টার, ওকে শাস্তি না দিলে যে আমার অনুচরদের প্রতি অন্যায় করা হবে। তাই আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।' এবার কর্নওয়ালের দিকে ফিরে সে বলল, 'চলুন, আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাই।'

সবাই চলে যাবার পর গ্লস্টার বলল কেন্টকে, 'আমি অবশ্য ডিউককে অনুরোধ করব তার এই অন্যায় খেয়ালের পরিবর্তনের জন্য।'

'না স্যার, আপনি করবেন না', বলল কেন্ট, 'এই সুযোগে আমি কাটিয়ে দেব পথের ক্লান্তি।'

গ্লস্টার চলে যাবার পর আপন মনে বলতে লাগল কেন্ট, 'হে সূর্য, আমার এ চিঠি পাঠ করতে সাহায্য করুক তোমার প্রখর কিরণ রাশি। আমি কর্ডেলিয়াকে বিশদভাবে জানিয়েছি আমার সমস্ত কার্যকলাপ। আশা করছি যে কোনও মুহূর্তে তিনি এসে উদ্ধার করবেন আমাদের মহান রাজাকে। হে আমার দু'নয়ন, দীর্ঘদিনের পথশ্রমে তোমরা যে শ্রান্ত ও ক্লান্ত তা আমি জানি। এবার সময় এসেছে তোমাদের ভালোমতন বিশ্রাম নেবার। হে সৌভাগ্যের দেবী, তুমি আমাদের উপর বুলিয়ে দাও তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি।'

ঘরে ঢুকে পাগলের মতো বিড়বিড় করে বলতে লাগল এডগার, ভাইকে বিশ্বাস করে আজ আমার এই অবস্থা। পলাতক আসামীর মতো ঘৃণ্য পোশাকে, গরিবের মতো নগ্নপদে, রুক্ষ, অবিন্যস্ত চুল নিয়ে, গাছের কোটরে দিন যাপন করে, ছদ্মবেশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে। আমার অবস্থাটা সেই গরিব ভিখারি টম টার্লিগদের মতো, যারা নিরাশ্রয় — পরের উপর নির্ভরশীল। তাদেরও কিছু মূল্য আছে, কিন্তু আমার তাও নেই।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাজা লিয়ার, 'এতক্ষণে তো আমার অনুচরদের এখানে এসে যাবার কথা', অথচ তুমি বলছ কাল রাতেই হঠাৎ এ বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে আমার মেয়ে-জামাই।' হঠাৎ তার চোখে পড়ল বন্দি অবস্থায় সামনে দাঁড়ান কেন্টকে। বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, 'এরূপ নির্মমভাবে কে তোমায় বন্দি করেছে?'

বিদূষক বলল, 'এ ধরনের যন্ত্রণাদায়ক কাঠের লাগাম কেবল পরানো হয় ঘোড়ার মাথায়, কুকুর-ভালুকের গলা কিংবা রাজদ্রোহীর পায়ে।'

লিয়ার জানতে চাইলেন, 'বল, কে তোমায় আটকে রেখেছে এ অবস্থায়?'

কেন্ট উত্তর দিল, 'প্রভু, সে অপরাধী আপনার মেয়ে-জামাই।'

লিয়ার বললেন, 'না, না, এ কখনই হতে পারে না। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, এরূপ ভয়ংকর কাজ করার সাহস তাদের কখনই হবে না।'

কেন্ট বলল, 'হে প্রভু, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি, তারাই করেছে এ কাজ।'

লিয়ার বললেন, 'হায় ভগবান! এত মানুষ খুন করার চেয়েও জঘন্য কাজ। আমি তো তোমায় পাঠিয়েছিলাম শুধু একটা চিঠি পৌঁছে দিতে। কিন্তু তুমি এমন কী করেছ যার জন্য তারা এই কঠিন শাস্তি দিয়েছে তোমায়?'

কেন্ট বলল, 'আমার চিঠি পাবার পর পরই গনেরিলের পক্ষ থেকে একজন দূত এসে তাকে চিঠি দিল একটা। দ্বিতীয় চিঠিটা পড়বার পরই আমার প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে তিনি চলে গেলেন ঘোড়ায় চড়ে। ওরা চলে যাবার পর আমি লোকটাকে চিনতে পেরে রাগের মাথায় তলোয়ার বের

করে হত্যা করতে যাই ওকে ওর চিৎকার শুনে আপনার মেয়ে জামাই ফিরে এসে এই কঠিন শাস্তি দিয়েছেন আমায় '

'বাবার টাকা পয়সা কমে যাবার সাথে সাথে সন্তানের ভালোবাসাও ওঠা-নামা করে'- বলল বিদূষক।

গভীর দুঃখে ভেঙে পড়ল রাজার লিয়ারের মন দুঃখের সাথে তিনি বললেন, 'তোমরা দুজনে শান্ত হও এভাবে অস্থির করে তুলোনা আমায়' আমি মিনতি করছি, তোমরা দুজনে শান্ত হও কিন্তু আমার মেয়ে কোথায় গেল কেন্ট?' বলে ফিরে গেলেন তিনি। তিনি ফিরে যাবার পর কেন্ট উৎসুক হয়ে বলল বিদূষককে, 'আচ্ছা, রাজার অন্যান্য অনুচরেরা কোথায় গেল?'

বিদূষক হেঁয়ালি করে বলল, 'একটা পিঁপড়েও শীতকালে কাজ করে না। যার চোখ আছে রাস্তায় সে কখনও সোজাসুজি হাঁটে না আর যে বুদ্ধিমান, সে কখনও পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নেমে আসা চাকার গতি রোধ করে সহজে বিপদে পড়তে চায় না। আর লোভী ও স্বার্থপর লোকেরা বিপদের গন্ধ পেলেই বন্ধুকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না কিন্তু আমি তো সামান্য একজন বিদূষক মাত্র। কাজেই সে পথ যারা অনুসরণ করেছে তারা আমার পক্ষে উপযুক্ত নন

এ কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বললেন কেন্ট, 'ভারি সুন্দর তোমার উপমাগুলি '

গ্লস্টারের সাথে একত্র ঢুকে আপন মনে বলতে লাগলেন লিয়ার, 'মিথ্যে কথা, অসুস্থতার ভান করে তারা বিদ্রোহ করেছে আমার বিরুদ্ধে এবার বলে দাও আমি কী করব?'

'উঃ এত বড়ো অকৃতজ্ঞ ওরা বলে দাও গ্লস্টার, রিগান আর কর্নওয়ালকে— আমার হুকুম তারা যেখানেই থাক যেন এখানে চলে আসে আর সেই রাগী ডিউককেও বলে দিও, সে যেন এই রাগী বৃদ্ধ স্নেহময় সম্রাটের আদেশ অবিলম্বে পালন করে নইলে '। তারপর যে কী ভেবে তিনি বললেন, 'না, না, আমি একী বলছি! হয়তো সে সত্যিই অসুস্থ। আর এত সবাই জানে যে মানুষ অসুস্থ হলে তার পূর্বের স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়। কাজেই আমার মেজাজকে সংবরণ করে আমি অপেক্ষা করব তাদের সুস্থতার জন্য

এরপর হঠাৎ কেন্টের দিকে তাকিয়ে পালটে গেল লিয়ারের মনোভাব — 'হায় কী নির্বোধ আমি আমার এই বৃদ্ধ ভৃত্যের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি ইচ্ছাকৃত ভাবে চলে গেছে তারা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক এটা তাদের একটা চাল কে আছ, ডিউক ও তার স্ত্রীকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে এস এখানে। তারা স্বইচ্ছায় না এলে, আমি নিজে গিয়ে তাদের টেনে আনব এখানে।'

'আপনি এত উত্তেজিত হবেন না প্রভু আমি যাচ্ছি' — বলে চলে গেলেন গ্লস্টার

লিয়ার বলতে লাগলেন, 'হে আমার মন! এত সহজেই তুমি ধৈর্যহারা হয়ে চঞ্চল করে তুলো না আমাকে। রাজা লিয়ার করুণ মিনতি জানাচ্ছে তোমার কাছে, তুমি শান্ত হও, থামো '

বিদূষক বলল রাজাকে, গরম কড়াইতে গোটা মাছ ছেড়ে দিয়ে মেয়েরা যেমন তার মৃত্যু কামনা করে, ঘোড়া তেলাক্ত জিনিস খায় না জেনেও যে নির্বোধ তার বিচালিতে তেল মেশায়, তেমনি আপনিও নির্বোধের মতো বৃথা চেষ্টা করছেন আপনার ক্রোধকে প্রমাণ করতে।'

রিগান বলল, 'বাবা আপনি আমার শ্রদ্ধা নেবেন।'

পূর্বের সবকিছু ভুলে গিয়ে লিয়ার বললেন, 'আমি জানি তোমরা উভয়েই খুশি হয়েছ আমি আসায় '

রিগান বলল, 'প্রিয় বাবা, আমার বিবেচনায় সে যদি আপনার উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল নাইটদের আচরণের প্রতিবাদ করে থাকে, তাহলে সে ঠিকই করেছে। আপনার এই মানসিক অসুস্থতা আর দোষহীন দুর্বলতা, যা বার্ধক্যের কারণে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন, তার একমাত্র প্রতিকার কারও কাছে অনুগত হয়ে থাকা। তাই বলছি আপনি অন্যায় স্বীকার করে ফিরে যান তার কাছে।'

অবাক হয়ে বললেন লিয়ার, 'কী বলছ, আমি ক্ষমা চাইব? তুমি কি আমায় দীন হীন ভিখারির বেশে দেখতে চাও?' এই বলে নতজানু হয়ে রাজা বললেন, 'আমি করজোড়ে তোমার কাছে পোশাক, খাদ্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা চাইছি।' ভেঙে পড়লেন রাজা লিয়ার।

রিগান বলল, 'না সেটা সম্ভব নয়।'

লিয়ার বললেন, 'আমার অনুচরের সংখ্যা কমিয়ে দেবার কথা বলে গনেরিল অপমান করেছে আমায়। রূপ আর শক্তির গর্বেই সে সাহস পেয়েছে এরূপ কাজ করার। সে ধ্বংস হয়ে যাবে ভগবানের অভিশাপে।'

'কিন্তু তুমি এক মধুর স্বভাবের মেয়ে। আমার শখ-আহ্লাদ বন্ধ করে দিয়ে আমায় অপমান করতে তুমি সাহসী হবে না আর সে ইচ্ছাও তোমার নেই, তা আমি জানি। আমি তোমার বাবা আর তুমি আমার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী — সেকথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না।' এই কথা বলে থেমে গেলেন রাজা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কেন্টের কথা মনে পড়ল রাজা লিয়ারের। তিনি বললেন, 'আমি জানতে চাই কার এত দুঃসাহস যে আমার দূতের পায়ে এই যন্ত্রণাদায়ক কাঠের খুঁটোটা পরিয়েছে?'

এমন সময় দূর থেকে জোরদার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে কর্নওয়াল জিজ্ঞেস করল রিগানকে, 'কে এল?'

'বোধ হয় আমার দিদি। তারই আসার কথা ছিল।' বলল রিগান। তারপর অসওয়াল্ডকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'দিদি কি আসছেন?'

অসওয়াল্ডকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন রাজা লিয়ার, 'আমার সামনে থেকে তুই দূর হয়ে যা ঘৃণ্য গনেরিলের প্রশ্রয় পাওয়া পাজি শয়তান চাকর কোথাকার!' তারপর রিগানকে বললেন, 'আমার দূতের পায়ে কে খুঁটো পরিয়েছে আশা করি তুমি তা জান না। হে ঈশ্বর, মানুষের প্রতি তোমার মমতা সাহায্য করুক আমায়। হায় রিগান, এই ঘৃণ্য নারী গনেরিল তোমার এত প্রিয়, যে তুমি ওর হাত ধরেছ।'

উদ্ধতভাবে উত্তর দিল গনেরিল, 'অবুঝের মতো তোমার কাজ-কর্মই বিচারের শেষ কথা নয়।'

লিয়ার বললেন, 'আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমার সহ্যশক্তির সীমা দেখে। বল, কে আমার দূতের এ অবস্থা করেছে?'

'আমি করেছি', বলল কর্নওয়াল, 'কিন্তু তাতেও ওর উপযুক্ত শাস্তি হয়নি।'

অবাক হয়ে বললেন লিয়ার, 'তুমি, তুমি করেছ এ কাজ?'

রিগান বলল, 'বাবা, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আগের মতো আর সবল নন। এখন আপনার উচিত ভাগাভাগি করে একবার আমার কাছে অন্যবার দিদির কাছে গিয়ে থাকা। বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় আপনাকে আশ্রয় দেওয়া।

লিয়ার বললেন, 'তার চেয়ে আমি বন্য জন্তুর সাথে বাস করব। সহ্য করব দাবিদ্রোব চরম কশাঘাত, প্রয়োজনে আশ্রয় ভিক্ষা চাইব ফ্রান্সের রাজার কাছে। তবুও আমি সেখানে যাব না অনুচরদের ছেড়ে। সেরূপ পরিস্থিতি হলে আমি বরং ক্রীতদাসটার অবশ্য হয়ে থাকব। তবুও সেখানে যাব না। আশা করি তুমি আমায় সেরূপ দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলে দেবে না রিগান। আমার দেহের দুষ্ট ক্ষত হলেও আমি তো জানি তুমি আমারই মেয়ে। আমি তোমায় অভিশাপ দেব না। নিজের ভুল একদিন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।'

'আমি বরঞ্চ আমার অন্য মেয়ে রিগানের কাছেই থাকব আর সাথে রইবে একশোজন নাইট।'

রিগান বলল, 'আমার কিন্তু ইচ্ছে নয় বাবা যে আপনি আমার কাছে থাকেন। বুড়ো হয়ে আপনার জ্ঞান গম্যি সব লোপ পেয়েছে। একমাত্র আমার দিদিই সঠিক জানে সে কী করেছে।'

লিয়ার বললেন, 'তোমার কি মনে হয় তুমি যা বলছ তা সত্য?'

রিগান বলল, 'হ্যাঁ, আমি সত্যি কথাই বলছি। খুব বিপদের দিনেও পঁচিশজন লোক রাখার কোনও অর্থ হয় না। আর মালিকানা যেখানে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে এত লোকের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

এবার গনেরিল আর রিগান দুজনেই একসাথে বলল, 'বাবা, আমাদের সাথে না থাকার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখব যাতে আপনার প্রতি কোনও অন্যায় না হয়।'

রিগান বলল, 'পঁচিশ জনের বেশি নাইট কিন্তু আপনি সাথে রাখতে পারবেন না।'

লিয়ার বললেন, 'ওরে অকৃতজ্ঞ মেয়েরা, তোরা কি ভুলে গেছিস যে সব সম্পত্তি আমারই?'

'আপনার যথাসর্বস্ব আপনি দান করেছেন আমাদের', উত্তর দিল রিগান।

লিয়ার বললেন, 'আমি চাই না সে সব সম্পত্তি ফেরত নিতে। কিন্তু কোন সাহসে তোরা বলছিস আমার অনুচরের সংখ্যা কমাতে?'

উদ্ধতভাবে আবারও তার মতামত ব্যক্ত করল রিগান।

ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও অসহায়ভাবে বললেন রাজা, 'উপরে ভালোমানুষির নিচে তোর এই নীচ মনের কথা আগে জানা ছিল না গনেরিল, একশোর অর্ধেক পঞ্চাশ হলেও তা কিন্তু পঁচিশের দ্বিগুণ। আজ থেকে তোর প্রতি আমার ভালোবাসাও দ্বিগুণ হল। আমি তোর কাছেই থাকব।'

গনেরিল বলল, 'এখানে যা লোক আছে তার ডবল লোক সেখানে সেবা করবে আপনার কিন্তু আপনার অনুচরদের সেখানে নিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই।'

লিয়ার বললেন, 'কেউ জানে না, প্রয়োজনের সীমা কোথায়। শীতনিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক থাকা সত্ত্বেও যেমন তুমি অতিরিক্ত কিছু পরেছ, তেমনি মনে রেখ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু মানুষকে পশুদের চেয়ে আলাদা করে তা হল সহনশীলতা। এই সহনশীলতাই এখন আমার দরকার। হে ঈশ্বর, তুমি করুণা করে এই বুড়ো লোকটির সহ্যের সীমা বাড়িয়ে দাও। তোমার চক্রান্তেই যদি আমার মেয়েদের মন বিষিয়ে ওঠে তাহলে তোমার কাছে আমার মিনতি, চোখের জলে আমায় না ভিজিয়ে সাহায্য কর আমার রাজ্যকে জ্বলে উঠতে। তাই কাঁদব না আমি ফেলব না চোখের জল। এই ঝড়জলের মাঝে যদিও আমায় আশ্রয়হীন হয়ে বাইরে বেরিয়ে

যেতে হবে, তবুও কেঁদে কেঁদে আমি ভারাক্রান্ত হতে দেব না আমার মনকে সব কষ্ট সহ্য করব আমি কী বোকা আমি। এই অসহ্য যন্ত্রণা পাগল করে তুলেছে আমায়'   বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাজা। সেই সাথে গ্লস্টার ও বিদূষকও চলে গেলেন সে স্থান ছেড়ে।

রিগান বলল 'এই ছোটো বাড়িটাতে একসাথে থাকার জায়গা হত না বুড়ো আর তার অনুচরদের।'

'সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে এই ঝড়ের রাতে দুর্ভোগ পোহাবার জন্য দায়ী তার নিজের বোকামি', বলল গনেরিল।

রিগান বলল, 'লোকজন ছাড়া তার নিজের ঢোকার ব্যাপারে তো কোনও বাধা ছিল না।'

'নিশ্চয়', বলল গনেরিল, 'কিন্তু গ্লস্টারকে দেখছি না কেন?'

কর্নওয়ালের ডিউক বলল, 'তিনি গেছেন রাজার সাথে আবার ফিরে আসবেন '

এ সময় গ্লস্টার ফিরে এসে বলল, 'রাগে পাগল হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে চান রাজা

'কোথায়?' জানতে চাইল রিগান।

গ্লস্টার উত্তর দিল 'জানি না।'

'তার চলে যাওয়াই উচিত', বলল অসওয়াল্ড

সায় দিয়ে বলল গনেরিল, 'তাকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা আমাদের উচিত নয়।'

কিন্তু বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল গ্লস্টারের মুখে তিনি বললেন, 'একেই এই ঝড়-জলের রাত, তায় ঘন অন্ধকার। এর মধ্যে কী করে বাইরে যাবেন তিনি?'

অমনি তাড়াতাড়ি বলল রিগান, 'একগুঁয়ে লোকদের স্বভাবই এই আর গুণের দিক দিয়ে ওর সঙ্গী সাথীরা আরও এককাঠি উপরে যাইহোক, দরজাটা দিয়ে দাও যাতে তারা কেউ ঢুকতে না পারে '

চিৎকার করে জানতে চাইল কেন্ট 'এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে কে ওখানে?'

উত্তর এল, 'আমি ওই লোক যার কাছে প্রচণ্ড ঝড় কোনও নতুন কথা নয় '

কেন্ট বলল, 'গলা শুনে আমি তোমায় চিনতে পারছি না তুমি তো রাজার অনুচর। তাহলে বল রাজা কোথায়?'

রাজানুচর বলল 'পাগল হয়ে তিনি আজ ছুটে বেড়াচ্ছেন গুহায় গুহায় এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য তিনি ব্যথিত হৃদয়ে অনুরোধ করছেন সমুদ্রের জলরাশিকে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দুহাতে মাথার চুল উপরে তুলে বিপদের বাতাবরণকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি মেতে উঠেছেন এক বিকৃত বীভৎস খেলায় শুধুমাত্র বিদূষককে সাথে নিয়ে অনবরত চিৎকার করে চলেছেন তিনি

বিদূষক ছাড়া আর কি কেউ তার সাথে নেই? জানতে চাইল কেন্ট।

'না, আর কেউ নেই শুধু সেই চেষ্টা করছে হালকা হাসির মধ্যে দিয়ে রাজার শোক কমিয়ে দেবার', উত্তর দিল অনুচর

কেন্ট বলল 'শোন তুমি আমার বিশেষ পরিচয়। তোমাকে একটা গোপন কথা বলতে চাই আমি কথাটা বাইরে প্রকাশ না পেলেও জেনে রেখ একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে আলবেনি আর

কর্নওয়ালের মাঝে। তারা একে অপরকে ঠকিয়ে রাজ্যের উন্নতি করতে চাইলেও তাদের ভৃত্য ও অনুচরেরা রাজার উপর আরোপিত ষড়যন্ত্র, তার প্রতি অন্যায় অত্যাচারের যে খবর শুনছে দেখছে— তা সবই গোপনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ফ্রান্সে। একদল ফরাসি সৈন্যও গোপনে রয়েছে বন্দরে আমার নির্দেশ অনুযায়ী তুমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে রাজার দুরবস্থার কথা একজন লোককে জানাবে। পারিশ্রমিক হিসেবে এই থলিটা আমি তোমায় দিচ্ছি। আর ফ্রান্সের রানি কার্ডেলিয়ার সাথে দেখা করে এই আংটিটা তাকে দিলেই তিনি তোমায়ে জানিয়ে দেবেন আমার পরিচয়। এবার তুমি যাও।'

অনুচরটি কিছুদূর যাবার পর ফের তাকে ডাকলেন কেন্ট, বললেন, 'ওহে শোন, আগের চেয়েও একটা বেশি গোপনীয় কথা আছে তোমার সাথে। কথাটা হল, যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের রাজাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে যেই আগে খবরটা পাক, সে তা জানিয়ে দেবে অন্যদের। খুব সাবধান, এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

'আপনার আদেশ যথারীতি পালিত হবে' — বলে অনুচর বিদায় নিল।

লিয়ার বললেন, 'হে বাতাস, তুমি সমস্ত শক্তি দিয়ে চূর্ণ করে দাও এ পৃথিবীটাকে। আমার রাজ্যের আগুনকে বাড়িয়ে দিয়ে তুমি তৈরি কর দাবানল। হে মেঘ, অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়ে তুমি নেমে এস পৃথিবীতে, ধুয়ে মুছে শেষ করে দাও সব কিছু। অবিশ্রান্ত আঘাত হানো গির্জাগুলির চূড়ার উপর। হে আগুন, দ্রুতগতিতে নেমে এসে তুমি জ্বালিয়ে দাও আমার সাদা দাড়ির গোছাগুলি আর তোমার প্রভু কঠিন বজ্রকে বলো যেন তার অমোঘ শক্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই পৃথিবীটা আর সে যেন ধ্বংস করে দেয় অকৃতজ্ঞ মানুষের বাসস্থান—মায়াজালে ঘেরা এই বিশ্বকে।

বিদূষক বলল, 'আপনি বরং ঘরে এসে ওদের তোষামোদ করুন। আজকের রাতটা বড়োই দুর্যোগপূর্ণ।'

আপন মনে বললেন লিয়ার, 'হে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ! তোমরা নিশ্চয়ই আমার মেয়ের মতো অকৃতজ্ঞ নও কিংবা আমার অধীনও নও। এক অসহায় দুর্বল বৃদ্ধ করজোড়ে মিনতি জানাচ্ছে তোমাদের কাছে। আরও প্রবল এবং প্রচণ্ড হয়ে ওঠ তোমরা। হে বিদ্যুৎ, আগুন, বাতাস তোমরা সবাই নেমে এস আমার মাথার উপর। তোমরা আর দেরি করো না। এই দেখ, এক ক্রীতদাসের মতো আমি তোমাদের করুণাপ্রার্থী। আমায় দয়া কর তোমরা।'

একটু থেকে কান পেতে বজ্রের গর্জন ও আওয়াজ শুনে বললেন লিয়ার, ঐ দূর আকাশের বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি — ওদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার মতো বুড়োর প্রতি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে তারা সবলে রুখে দাঁড়িয়েছে আমার দু' মেয়ের বিরুদ্ধে, সত্যিই এ খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।'

বিদূষক বলল, 'মহাশয়, একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে যে শিরস্ত্রাণ তারই সাজে যার মাথার উপর আছে একটা বাড়ি— যে লোক পায়ের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে মনের কাজ করে, কাঁটা তার পায়ে না ফুটে অন্তরে বেঁধে আর দুঃস্বপ্নে ডরিয়ে তোলে তার সারা রাত। আর যে প্রকৃতই সুন্দরী, আয়না কখনও বিকৃত করে দেখায় না তার সারা মুখ।

এ সময় দূর থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে? সাড়া দাও।' তারপর কাছে এসে চিনতে পেরে বলল, 'হায় ভগবান! এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে নিশাচর প্রাণীরাও আশ্রয় নিয়েছে তাদের বাসস্থানে, আর রাজা লিয়ার, এই দুর্যোগের রাতে আপনি রয়েছেন বাইরে?'

লিয়ার বললেন, 'গোপনে গোপনে নানা পাপ কাজের দ্বারা যে সমস্ত হতভাগা তাদের হাতকে কলঙ্কিত করে মানুষের রক্তে, মিথ্যা শপথ নিয়ে বাইরে যারা সৎ ও ধার্মিকের ভান করে, বন্ধুত্বের ভান করে কিন্তু লিপ্ত হয় নানা ষড়যন্ত্রে অথচ শাস্তি পায়নি তারা এসব জঘন্য কাজের জন্য আজ সময় এসেছে তাদের নিজেকে ঈশ্বরের কাঠগড়ায় সঁপে দেবার আমিও সেইসব হতভাগাদের একজন যার শাস্তির পরিমাণ ছাপিয়ে গেছে পাপের পরিমাণকেও।'

লোকটি বলল, 'মহারাজ আমার বিনীত অনুরোধ বিশ্বস্ত কয়েকজনকে নিয়ে আপনি ঢুকে পড়ুন ওই কুটিরে। আর আমি যাচ্ছি কিছুক্ষণ আগে প্রত্যাখ্যাত পবিত্রান্ত ঐ নিষ্ঠুর মানুষগুলির প্রাসাদে।'

লিয়ার বললেন, 'তাই চল ছোকরা। ঠান্ডায় কাহিল হয়ে পড়ছে আমার শরীর, লোপ পাচ্ছে আমার বুদ্ধি আমার শোবার ঘরটা কোথায়? বিদূষক, তুমি শুয়ে পড় ঐ বাক্সটায় ঈশ্বরের কী আশ্চর্য করুণা! এখনও পর্যন্ত ও আমায় ছেড়ে যাননি '

তবে যাবার আগে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে যাই বামন এবং পূজারিরা যখন বেশি কথা বলবে, বেশি জল মেশানো হবে মদে, যখন সামন্তরা করবে দর্জির কাজ নাস্তিকদের শাস্তি ভোগ করবে শ্রমিকেরা ধনীরা ভুলে যাবে ধার করতে, দুর্লভ হবে গরিব নাইটের সংখ্যা, মানুষ ভুলে যাবে মিথ্যা কথা বলা আর চোর ও মানুষের মাঝে থাকবে না কোনও পার্থক্য ঠিক তখনই ঘটবে মানুষের আত্মসাক্ষাৎ। তবে ব্রিটেন কিন্তু বিপর্যস্ত হবে দারুণ বিশৃঙ্খলায় '

হতাশায় ভেঙে পড়ে গ্লস্টার বলল, 'শোন এডমন্ড, আমার প্রভু ও প্রভুপত্নী এমনই নির্দয় যে তারা আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে যাতে আমি বৃদ্ধ রাজাকে আশ্রয় দিতে না পারি আর তারা কড়াভাবে আমায় শাসিয়ে গেছে এসব সত্ত্বেও আমি যদি রাজার সাথে যোগাযোগ করি, তাহলে চিরকালের মতো এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায়

নিরীহের ভান করে এডমন্ড বলল 'সত্যিই বাবা, এ কাজটা ওদের পক্ষে খুবই দোষণীয়।'

' গ্লস্টার বলল 'চুপ এডমন্ড, কেউ শুনতে পাবে কারও চোখে যাতে না পড়ে সেজন্য আমি বিশ্বাস করে তার ছেলেকে রেখেছি আর শোন, রাজার প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেনাবাহিনীর একটা অংশ বাইরে থেকে এখানে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে আমার সম্পর্কে ওরা কিছু জানতে চাইলে তুমি বলবে যে আমি অসুস্থ তবে জেনে রেখ, ওদের নিষেধ সত্ত্বেও আমার প্রাক্তন মনিবকে খুঁজে বের করে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব আমি এডমন্ড, তুমি সাবধানে থেক '

গ্লস্টার চলে যাবার পর এডমন্ড ছুরি শানাতে বসল তার উদ্দেশে মনে মনে সে ঠিক করল বাবার পরিকল্পনার সব কথা ডিউককে জানিয়ে দিয়ে সে হাত করবে বাবার সম্পত্তি কারণ যুবকদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বৃদ্ধদের হটানো

বিনীতভাবে রাজাকে অনুরোধ করল কেন্ট, 'প্রভু দয়া করে আপনি এ কুটিরে প্রবেশ করুন

'আমায় একটু একা থাকতে দাও কেন্ট ' বললেন লিয়ার, 'আমার হৃদয়টা ভেঙে যাক তাই কি তুমি চাও? তুমি ভাবছ এই প্রচণ্ড ঝড়ের কষ্ট আমার কাছে দুঃসহ বলে মনে হচ্ছে? না, এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট আমি সয়েছি এই দেহে আমার মনের এই কষ্ট সমুদ্র ঝড়ের আঘাতে সম্পূর্ণভাবে অসাড় করে দিয়েছে আমার অনুভূতিগুলিকে আমি আর চোখের জল ফেলব না, প্রতিশোধ নেব

আমার সন্তানদের অকৃতজ্ঞতার মেয়েদের সব কিছু দান করে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেল বাবা আর তাকেই কিনা নিরাশ্রয় করে তাড়িয়ে দিল মেয়েরা? যাকগে, আমি ভুলে যাব সে কথা তুমি চলে যাও কেন্ট এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির হাত থেকে আমায় রক্ষা করবে এ ঝড় তুমিও ঘরে চলে যাও বিদূষক হে ভগবান, তুমি পরম দয়াবান' কোনও দিন সে কথা ভাবিনি আজ তুমি আমায় ভাববার সুযোগ দিয়েছ। কী করে পবিত্র নিরাশ্রয় মানুষগুলি প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির আঘাত সহ্য করে। হে ধনী লোকেরা ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য তোমাদের উচিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পয়সা গরিব জনসাধারণের জন্য দান করা।'

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিদূষক, বলল 'টম নামে একটা ভূত আছে গুহায় ওগো, কে কোথায় আছ আমায় বাঁচাও '

কেন্ট এগিয়ে এসে বললেন, 'কে আছ, বেরিয়ে এস গুহার ভেতর থেকে

পাগলের মতো গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এডগার, বলল, 'পালিয়ে যাও তোমরা একটা শয়তান সবসময় আমার পেছু তাড়া করছে।'

রাজা লিয়ার জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি নিঃস্ব হয়ে পড়েছ সবকিছু মেয়েদের দান করে?'

'আমার কী আছে?' বলল টম 'জলে স্থলে, স্বপনে জাগরণে, সবসময় একটা শয়তান আমায় তাড়া করে ফিরছে যার পথ নির্দিষ্ট করা আছে বিপদের মধ্য দিয়ে, তার কীই বা থাকতে পারে? ঈশ্বরের দোহাই, ক্ষুধার্ত টমকে কিছু খেতে দাও। শয়তান অবিরাম জ্বালাতন করছে তাকে। হয়তো সেই শয়তানটা এখানেই থাকে।'

লিয়ার বললেন, 'আচ্ছা টম, তোমার এ অবস্থা কে করেছে? তোমার মেয়েরা কি সবকিছু কেড়ে নিয়েছে?

'না মহারাজ, এর মধ্যে আমি একটা কলঙ্কের ব্যাপার দেখছি' বলল বিদূষক।

লিয়ার বললেন 'তাহলে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যথাসময়ে পতন হবে ওর মেয়েদের '

ছদ্মবেশী কেন্ট বলল, 'মহারাজ ওর কোনও মেয়ে নেই '

'তুমি একটা মিথ্যেবাদী ' চিৎকার করে বললেন লিয়ার, 'মেয়ে না থাকলে কখনো ওর এই অবস্থা হত? দেখছ না আমার মেয়েরাও তো এভাবেই আমার রক্ত শোষণ করেছে '

বিদূষক বলল 'এ অসহ্য পরিবেশকে মেনে নেওয়া আমার মতো নির্বোধের পক্ষে সম্ভব নয় '

ব্যগ্র কণ্ঠে রাজা জিজ্ঞেস করলেন টমকে, 'আগে কী করতে তুমি?'

টম উত্তর দিল, 'আগে আমি খুব অহংকারী ছিলাম কথায় কথায় মিথ্যে শপথ নিতাম যৌবনের নানা খেলায় ব্যস্ত রাখতাম নিজেকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হীন কাজ করতেও পেছ পা হতাম না মদ খেতাম, জুয়ো খেলতাম প্রেম নিয়ে অলসতা, লুব্ধতা, ধূর্তামি আর নানারূপ পাপ কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলাম আমি। এসব কাজে আমি ছিলাম পশুরও উপরে। কিন্তু সাবধান, দুর্জন বনের বাতাসের রূপ ধরে আসছে ঐ শয়তান '

'হে ভগবান, মানুষের কি কোনও দাম নেই?' বললেন লিয়ার, 'এই গুহায় বাস করছি আমরা তিনটি দু পেয়ে প্রাণী অথচ কেউই স্বাভাবিক নই ' তারপর হঠাৎ তিনি দু হাতে নিজের জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে অনাবৃত করতে লাগলেন দেহকে

বিদূষক বলল, 'মহাশয় এই শীতের রাতে গায়ের পোশাক খুলবেন না ঐদিকে দেখুন, কে যেন মশাল হাতে এগিয়ে আসছে '

এডগার বলল, ও হচ্ছে শয়তান ফ্লিবার্টিগিবেট সন্ধ্যার পর মানুষের দুরবস্থার নকল করে সে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে তাদের '

নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ শুনে রাজা বললেন কে ওখানে? কার গলা শোনা গেল পেছনে? কে তুমি? আগে তোমার নাম বল '

'আমি সেই হতভাগ্য টম যার খাদ্য হল কোলাব্যাং, বিষাক্ত সাপ, টিকটিকি আর মরা কুকুর আমার পানীয় হল শ্যাওলা পচা জল, সম্বল জামা কাপড়, একটা ঘোড়া আর তলোয়ার আমি সেই শয়তান যাকে অহরহ তাড়া করছে আর একটা শয়তান। নরক আর অন্ধকারের রাজাই আমার একমাত্র বন্ধু '

গ্লস্টার বলল, 'জানো, আমার ছেলেদের কাছে আজ আমি একটা ঘৃণিত জীব মাত্র।'

রাজা লিয়ার বললেন, 'আপনার কন্যাদের বারণ সত্ত্বেও আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যাব বলে ' এর পরপরই তিনি বললেন, 'বজ্রের উদ্দেশ্য কী? আচ্ছা টম, তোমারই বা জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?'

রাজার এরূপ অবস্থা দেখে দুঃখের সাথে কেন্ট বললেন, গ্লস্টারকে, 'স্যার, ওর মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে '

গ্লস্টার বললেন, 'সেজন্য দায়ী ওর মেয়েরাই। জানো বন্ধু, এই কিছুদিন আগে আমার প্রিয় পুত্রও হত্যা করতে চেয়েছিল আমাকে। আমিও রাজার মতোই এক হতভাগ্য ' তারপর লিয়ারকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আজকের রাতটা খুবই দুর্যোগের আমার কথাটা শুনুন মহারাজ।'

লিয়ার বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি তোমাদের কাছে এস, সবাই ভেতরে যাই। ওহে যুবক, এস, বিশ্রাম করবে। আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও '

গ্লস্টার বলল, 'চুপ, ধীরে ধীরে।' তারপর ছদ্মবেশী কেন্টকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন সে যেন সবাইকে ভেতরে নিয়ে যায়। সবাই যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকছে, তখন টমরূপী ছদ্মবেশী এডগার বলে উঠল, 'ধিক ধিক, আমি টের পাচ্ছি এক ব্রিটিশ বীরের উপস্থিতি

কর্নওয়াল বলল 'তাহলে তো গ্লস্টারকে হত্যা করার চেষ্টা করে ঠিকই করেছে তোমার ভাই। এ বাড়ি ছেড়ে যাবার পূর্বে আমিও প্রতিশোধ নেব তার উপর '

এডমন্ড ছিল খুব চতুর সে বলল, 'না হুজুর, তা করবেন না তাহলে সবাই আমায় অপবাদ দেবে পিতৃহত্যার আমার ভাগ্যটা সত্যিই খুব খারাপ কারণ আমার বাবা চেষ্টা করছেন ফরাসিদের অনুকূল সুযোগ দেবার আর এ চিঠিটাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, বাবা যেন এ কাজ থেকে বিরত হন। কিন্তু এ চিঠিটা যদি সত্যি হয় তাহলে

কর্নওয়াল বলল, 'সত্যি মিথ্যে যাই হোক না কেন, তোমার বাবাকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করতে পারলে তুমিই হবে আর্ল অফ গ্লস্টার'

কথাটা শুনে মনে মনে ভাবতে শুরু করল এডমন্ড, 'যদি সত্যিই এরকম হয়, তাহলে তো রাজার প্রতি বাবার সান্ত্বনা বাণীই দূর করবে দেবে ডিউকের সন্দেহ আর সেই সাথে সফল হবে আমার উদ্দেশ্য হে ঈশ্বর, আমার উদ্দেশ্য যেন সফল হয় '

গ্লস্টার কেন্টকে বলল, 'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি দেখছি অন্য আর কিছু করা যায় কিনা।গ্লস্টারের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন কেন্ট। রাজার প্রতি তার এই মমতাময় আচরণের জন্য তিনি গ্লস্টারের মঙ্গল কামনার প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের কাছে।

এডগারকে দেখিয়ে বিদূষক প্রশ্ন করলেন লিয়ারকে, 'মহারাজ, এই লোকটি কে?'

লিয়ার বললেন, 'উনি এক রাজা '

বিদূষক বলল, 'উহুঁ, ছেলেকে ভদ্র হতে দেখলে নিচু শ্রেণির মানুষও পাগল হয়ে যায়। উনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। যে কোনও ঠুনকো জিনিস এখন সহজেই ওর বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে '

লিয়ার বললেন, 'আমি সামনাসামনি বিচার করব তাদের। ওহে যুবক আর বিদূষক, তোমরা দুজনেই বস এক জায়গায়, আর অকৃতজ্ঞের দল, আমি বিচার করব তোমাদের।'

এডগার বলল, 'আবার নাইটিংগেলের পাখির সুরে গান গাইছে জঘন্য শয়তানটা ওহে শয়তান তুমি চুপ কর এখন আমার কাছে কোনও খাবার নেই '

'ওহে যুবক, তুমি আর তোমার সঙ্গী এই বেঞ্চের উপর বস বিচারক হিসাবে'— তারপর কেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন লিয়ার, 'আচ্ছা তুমিও বস এদের সাথে। আমি দেখব বিচার করে আগে গনেরিলের বিচার হবে সে তার বৃদ্ধ পিতাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।'

অদৃশ্য মহিলার উদ্দেশে বলল বিদূষক, 'তুমিই গনেরিল? আমি ভেবেছিলাম তুমি এক নোংরা আবর্জনা ' চিৎকার করে বলে উঠলেন লিয়ার, 'এই নারীর মন যে কত ক্রূর তা ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায় তোমরা তাড়াতাড়ি অস্ত্র নিয়ে এস। তোমরা এরূপ অবিশ্বস্ত যে তাকে পালিয়ে যেতে দিলে?'

রাজা আজ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন, বাধা মানছে না কেন্টের চোখের জলও।

'আচ্ছা, ট্রে, সুইটহার্ট আর ব্লাট, এই তিনটে কুকুর কি আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে?' জানতে চাইলেন লিয়ার

টম বলল, 'ভাববেন না, তাড়া করলেই তারা পালিয়ে যাবে

আবার বললেন লিয়ার, তোমরা রিগানকে কেটে দেখ কী দিয়ে তার হৃদয়টা সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতি যাও, তোমরা আর চিৎকার করো না, আমি এবার বিশ্রাম নেব।'

গ্লস্টার তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছল সেখানে সে কেন্টকে বলল, 'বন্ধু, বাইরে যে ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে মহারাজকে চাপিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব তোমরা তাকে নিয়ে যাও ডোভারে আমার নিরাপদ আশ্রয়ে আর আধঘণ্টা দেরি হলেই বিপন্ন হবে তার জীবন আমাকে অনুসরণ করে তোমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও নিরাপদ স্থানে।

'হয়তো ওর আত্মা এই ঘুমের মাঝে বিশ্রাম পাচ্ছে,' বলল কেন্ট, 'যাই হোক, তুমি এস বিদূষক আমরা সাহায্য করব রাজাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে '

সবাই চলে যাবার পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এডগার মনে মনে সে ভাবল, হয়তো পৃথিবীর নিয়মই এই মহান ব্যক্তির দুঃখ ভুলিয়ে দেয় তুচ্ছ ব্যক্তিগত দুঃখকে দীর্ঘদিন সুখে থাকার পর

হঠাৎ দুঃখ পেলে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে আর দুঃখী লোকের পক্ষে দীর্ঘদিন দুঃখভরা জীবন কাটানোর কষ্টও প্রচুর আমি আর আমাদের মহান রাজা, উভয়েই কষ্ট পাচ্ছি পিতা আর সন্তানের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির দরুন না টম এসব নিয়ে তোমার আর ভাবার দরকার নেই যখন দেখবে সবকিছু বাধা দূর হয়ে বাপ ছেলের মিলন ঘটবে, ঠিক তখনই সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে তুমি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, মহারাজ যেন নিরাপদে ডোভারে যেতে পারেন '

ফ্রান্সের সৈনারা যে এসে পড়েছে সে খবর দিদি তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছিলেন আলবেনির কাছে চাকরেরা চলে যাবার পর কর্নওয়াল বলল এডমন্ডকে, 'সেই বিশ্বাসঘাতক গ্লস্টারকে খুঁজে বের করে তার উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেব আমি তার আগে এডমন্ড, তুমি গনেরিলের কাছে গিয়ে দ্রুত সব ব্যবস্থা কর '

এ সময় ছুটতে ছুটতে এসে বলল অসওয়াল্ড, 'প্রভু, আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করে রাজা ও তার সামন্ত এবং অনুচরবর্গকে ডোভারে পাঠিয়ে দিয়েছেন লর্ড গ্লস্টার।

একথা শুনে তৎপর হয়ে উঠল কর্নওয়াল। সে বলল, 'আপনি তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চেপে চলে যান আর আমার অনুচরবর্গ, তোমরা সবাই খুঁজে বের তাকে। কে? কে দাঁড়িয়ে ওখানে?'

অনুচরসহ গ্লস্টারকে বন্দি অবস্থায় দেখে বেজায় খুশি হলেন কর্নওয়াল আর রিগান এরপর সবাই পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, 'অকৃতজ্ঞ শয়তান তোরা বেঁধে ফেল ওর হাত দুটো '

তাদের আচরণে অবাক হয়ে বললেন গ্লস্টার, 'সে কি? আমিই আপনাদের আশ্রয় দিয়েছি আর আশ্রয়দাতাকে আপনারা এভাবে অপমান করছেন? মনে রাখবেন আমি বিশ্বাসঘাতক নই। রিগান, তুমি এরূপ অন্যায়ভাবে আমার দাড়ি ছিঁড়ো না।'

'বুড়ো শয়তান, তুমি একটা পাজি বদমাশ' বলল রিগান

গ্লস্টার জ্বলে উঠল এ কথা শুনে সে বলল, 'নিষ্ঠুর নারী আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি অতিথির প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণের জন্য ভবিষ্যতে আমার এ দাড়ির প্রতিটি লোম চরম শাস্তি দেবে তোমায় বল, কেন তোমরা এরূপভাবে অপমান করছ তোমাদের আশ্রয়দাতাকে?'

কর্নওয়াল বলল, 'আমিও সে কথা বলতে চাই তোমায় বল, কোথায় রেখেছ ফ্রান্সের রাজার চিঠিটা? কী ধরনের ষড়যন্ত্র তুমি করেছ বিদেশিদের সাথে?'

রিগান বলল, 'আর তাও বল এইসাথে যে উন্মাদ রাজা এখন কোথায়?'

গ্লস্টার বলল, 'আমার কাছে যে চিঠিটা আছে তা বিরোধী পক্ষের নয়, ওটা এসেছে একজন নিরপেক্ষ লোকের কাছ থেকে আমি শুধু রাজাকে সাহায্য করেছি ডোভারে পালিয়ে যেতে '

কর্নওয়াল বলল, 'কেন তুমি এ কাজ করেছ? আমরা যে তোমায় বারণ করেছিলাম সে কথা কি তুমি ভুলে গেছ?'

গ্লস্টার উত্তর দিল 'না ভুলিনি তবে আজ আমি মরতে বসেছি। তাই কোনো ভয়ই আমায় বাধা করতে পারবে না অন্যায় কাজ করতে '

রিগান জানতে চাইল 'কেন তুমি রাজাকে ডোভারে পাঠিয়েছ?'

গ্লস্টার বলল তোমাদের হিংস্র নখ আর দাঁতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেই আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁকে যে দুর্যোগপূর্ণ রাতে তোমরা তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, সে-রাতে তোমাদের ধ্বংস করার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি অথচ তার স্নেহময় অন্তর কামনা

করছিল বৃষ্টিপাতের আমি চাই যত শীঘ্র হোক ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসুক তোমাদের উপর ধ্বংস হয়ে যাও তোমরা '

রিগান বলল কর্নওয়ালকে, 'নষ্ট করে দাও ওর চোখ দুটো '

গ্লস্টার বলে উঠল, 'কী নিষ্ঠুর তোমরা। অন্তত মানবিকতার খাতিরে এই বুড়োটাকে তোমরা রক্ষা কর '

গ্লস্টারের এই কাতর আবেদনে স্থির থাকতে না পেরে একজন ভৃত্য এসে বাধা দিল কর্নওয়ালকে। ভৃত্যের এই দুঃসাহস দেখে রিগান তাকে মেরে ফেলল তলোয়ার দিয়ে মৃত্যুর আগে সে ভৃত্য বলে গেল, হে আমার প্রভু, আমি মারা গেলাম আপনি দেখবেন ঘৃণিত এই নারীর জীবনের পরিণাম।'

'যাতে আর তা দেখতে না হয়, সে ব্যবস্থাই আমি করছি' বলেই তলোয়ার দিয়ে গ্লস্টারের দু চোখ অন্ধ করে দিল কর্নওয়াল তারপর দূর করে তাড়িয়ে দিল তাকে

চোখের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল গ্লস্টার, বলল, 'পুত্র এডমন্ড, অন্যায়কারীদের তুমি উপযুক্ত শাস্তি দিও যখন তুমি শুনবে তোমার বাবার উপর এরূপ অত্যাচার হয়েছে।'

গ্লস্টারের কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠল দুজনে। তারপর ব্যঙ্গের সুরে বলল রিগান, 'তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা এডমন্ড ফাঁস করে দিয়েছে আমাদের কাছে তোমার মত অবিবেচক বিশ্বাসঘাতক সে নয় যে তোমায় দয়া করবে '

'ও কি নির্বোধ আমি', বলল গ্লস্টার এডমন্ডের কথায় বিশ্বাস করে আমি চরম অন্যায় করেছি এডগারের প্রতি ঈশ্বর, তার যেন মঙ্গল হয় '

চাকরকে ডেকে রিগান বলল বের করে দাও এ লোকটাকে'। তারপর বলল কর্নওয়ালকে, 'আঘাতটায় কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ প্রিয়তমা', বলল কর্নওয়াল, 'অসতর্ক মুহূর্তে আমায় আঘাত করেছে ভৃত্যটা। চল, ভেতরে যাই।'

ওরা চলে যাবার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভৃত্য স্থির করল তারা রাজার কাছে এখানেই থেকে যাবে তাদের মধ্যে একজন চলে গেল গ্লস্টারের আহত চোখে লাগাবার জন্য প্রলেপের খোঁজে অন্যজন বলল, 'চল, বুড়ো আর্লকে অনুসরণ করে আমরাও যাই এডগারের খোঁজে ঈশ্বর যেন তাকে ভালো রাখেন '

কোনও কাজে ব্যর্থ হলেও মানুষ সর্বদা একটা না একটা আশার দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়াটা এখন যিনি দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছেন অথচ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় সে দুঃখকে অম্লান বদনে মেনে নিয়েছেন, সেরূপ লোকদের মধ্যে আমিও একজন মনে মনে নিজেকে এরূপ ভেবে নিল এডগার। একজন বুড়ো লোকের সাহায্যে বাবাকে আসতে দেখে এডগার বলল কী আশ্চর্য! আমার বাবা আসছেন এক বুড়ো লোককে অবলম্বন করে '

বুড়ো লোকটি গ্লস্টারকে উদ্দেশ করে বলল, 'হুজুর আশি বছর ধরে আমি আপনার অধীনস্থ একজন প্রজা

গ্লস্টার বলল, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি চলে যাও, নইলে বিপদ হতে পারে তোমার আমার সামনে এখন শুধুই অন্ধকার পথ চলার জন্য কোনও সাথীর প্রয়োজন নেই আমার। হে প্রিয় এডগার, ভুলবশত যে অন্যায় আমি তোমার উপর করেছি, তার জন্য আজ ক্ষত-বিক্ষত আমার হৃদয়। এই অন্ধত্ব দশা থেকে আমার মুক্তি হবে যদি কখনও তোমার স্পর্শ পাই '

পিতার এই শোচনীয় অবস্থা থেকে এডগার মনে মনে ভাবতে লাগল এর চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না

এডগারকে দেখে বৃদ্ধ বলল ওহে যুবক, কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

গ্লস্টার বলল, 'কে উনি? উনি কি একজন ভিক্ষুক? মনে হয় না ও পুরোপুরি পাগল। গত রাতে ঝড়ে বিপর্যস্ত একটা লোককে দেখে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ছেলের কথা কিন্তু সে সময় নির্বুদ্ধিতাবশত আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বিজাতীয় ক্রোধ। তাই মনে হয়েছিল মানুষ সামান্য কীটমাত্র। আজ বেশ বুঝতে পারছি মানুষ কত অসহায় ঈশ্বরের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আমায় বল, লোকটির কি নগ্নদেহ?'

'হ্যাঁ প্রভু', বলল বৃদ্ধ।

গ্লস্টার বলল, 'তাহলে এখনি গিয়ে তার জন্য কিছু পোশাক নিয়ে এস। এখন সেই হবে অন্ধের যষ্টি স্বরূপ '

'কিন্তু প্রভু, উনি তো সম্পূর্ণ পাগল', বলল বৃদ্ধ

'তা হোক' বলল গ্লস্টার, 'আমি যা বললাম তাই করো শীঘ্র চলে যাও

বৃদ্ধ লোকটি চলে গেল বাবার দুঃখে এডগার এত কাতর হয়ে পড়েছে যে তার কথা বলার শক্তি নেই কিন্তু অন্ধ গ্লস্টার চিনতে পারেনি তাকে তিনি বললেন, 'যুবক, তুমি বলতে পার ডোভারের পথ কোন দিকে?'

ওদিকে হতভাগ্য টমের বুকে তখন অনবরত নাচছে পাঁচ শয়তান— ওবিডিকাঠ, হবিডিডান্স, মৃদু, মোদো আর ফ্লিবারটিগিবেট। সুতরাং অর্থহীন তার কথা তবুও সে বলল, 'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আমি জানি ডোভারের পথ।'

উৎসুক হয়ে তাকিয়ে গ্লস্টার বলল, 'হে প্রিয় বন্ধু, এই নাও টাকা। দুঃখময় জীবনে অন্তত কিছুটা শান্তি ভোগ কর জীবনে যাদের কাছে সুখটাই বড়ো, তোমার দুঃখ তাদের কাছে সৃষ্টি করবে ঘৃণা তুমি সুস্থ হও

আলবেনিকে জিজ্ঞেস করলেন গনেরিল, 'তোমার প্রভু কোথায়?'

উত্তর দিল আলবেনি, তিনি খুবই পালটে গেছেন ম্যাডাম। তিনি বিশ্বাসই করলেন না ফরাসি সৈন্যের আগমন বার্তা আর গ্লস্টারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। উল্টে ভাবলেন যে আমিই মিথ্যেবাদী '

এ কথা শুনে গর্জে উঠে গনেরিল বলল, 'একমাত্র তোমার মতো নির্বোধ, দুর্বল কাপুরুষরাই পারে দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে থাকতে।'

আলবেনি বলল, 'তুমি এক অকৃতজ্ঞ দুর্নীতিপরায়ণ নারী এখনও সময় আছে পাপবোধ সম্পর্কে তোমার সচেতন হবার এখনও বলছি আমি, নিজেকে ধ্বংস করার আগে তাকে ধ্বংস কর, নইলে অচিরেই শেষ হয়ে যাবে তুমি '

এমন সময় একজন দূত এসে প্রবেশ করল আলবেনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর দূত?'

দূত বলল, 'হুজুর গ্লস্টারের চোখ তুলে নেবার সময় সে যে আঘাত পায় তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। এক ভৃত্য সে সময় তাকে বাধা দিলে তিনি রেগে গিয়ে তাকে হত্যা করেন কিন্তু মৃত্যুর আগে ওই ভৃত্যের তলোয়ারের আঘাতে তার বুকে ওই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে '

গনেরিল বলল, 'পাপের পরিণতি হয় তার শাস্তিতে আচ্ছা, গ্লস্টারের কি দু-চোখই নষ্ট হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, উত্তর দিল দূত, আপনার বোনের একটা চিঠি আছে তাড়াতাড়ি তার উত্তর দিতে হবে '

চিঠিটা নিয়ে মনে মনে ভাবল গনেরিল, এর উত্তর তো তৈরিই আছে ঠিক আছে, এর উত্তর দিচ্ছি আমি বলে চলে গেল গনেরিল

গনেরিল চলে যাবার পর আলবেনি জিজ্ঞেস করল দূতকে, 'বলতে পার, যখন গ্লস্টারের চোখ তোলা হচ্ছিল, তখন কোথায় ছিল এডমন্ড?'

দূত বলল 'ইচ্ছে করেই তিনি সে সময় বাড়ি ছিলেন না বাবার পরিকল্পনার কথা তিনিই তো ফাঁস করে দিয়েছেন ডিউককে।'

আলবেনি বলল, 'তুমি ধন্য গ্লস্টার তোমার প্রভুভক্তি সত্যিই দেখার মতো আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নেবই। এস বন্ধু যা জান আমায় নির্ভয়ে বল চলো, ভেতরে চল।'

কেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পার কাউকে সেনাপতির পদ না দিয়েই কেন চলে গেলেন ফ্রান্সের রাজা?'

'বোধহয় বিশেষ প্রয়োজনেই তাকে চলে যেতে হয়েছে' বলল দূত

কেন্ট জানতে চাইল, 'চিঠিটা পেয়ে রাজা কী করলেন?

'বারবার তার চোখ জলে ভরে উঠছিল চিঠিটা পড়তে পড়তে একটা বদ্ধ আবেগ যেন মোহিত করেছিল তার মনকে', বলল দূত

কেন্ট বলল, 'উনি কি কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমায়?'

'অন্তর মন্থন করে অতিকষ্টে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল 'পিতা' শব্দটি। একবার তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন 'তোমরা মেয়ে জাতির কলঙ্ক হায় সেই ঝড়ের রাতে' তারপরই হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি' — বলল দূত।

'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে একই পিতার ঔরসে কীভাবে পরস্পরবিরোধী সন্তানের জন্ম হয় বলল কেন্ট

এ সময় একজন দূত এসে বলল যে ব্রিটিশ সেনাদল এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'আচ্ছা অসওয়াল্ড, আমার ভগ্নীপতির কি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করবেন?' জানতে চাইল রিগান

'হ্যাঁ', বলল অসওয়াল্ড, 'তবে সৈনিক হিসাবে আপনার বোন তার চেয়েও দক্ষ '

রিগান বলল, 'আচ্ছা অসওয়াল্ড, দিদির চিঠিতে কী লেখা ছিল? নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তাকে ডাকা হয়েছে তুমি এখানেই থাকবে আগামীকাল থেকে শুরু হবে আমাদের অভিযান

'আমার পক্ষে তা সম্ভবপর নয়' উত্তর দিল অসওয়াল্ড

'কেন? কী এমন কথা আছে যা মুখে না বলে চিঠিতে লিখলেন দিদি?' জানতে চাইল রিগান

এডগার বলল, 'মহাশয়, আপনার নির্দেশমতোই আমরা হাঁটতে শুরু করেছি খাড়া পাহাড়টার উপর দিয়ে '

'কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে বনের উপর দিয়ে হাঁটছি কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি না তোমার গলার আওয়াজটা যেন আগের চেয়ে ভিন্ন মনে হচ্ছে', বলল গ্লস্টার

এডগার বলল, চোখের দারুণ যন্ত্রণাই দুর্বল করে দিয়েছে আপনার ইন্দ্রিয়গুলিকে আমার যা পরিবর্তন হয়েছে তা একমাত্র পোশাকে। পাহাড়ের খুব বিপদজনক জায়গায় এখন এসে পৌঁছেছি আমরা ভাসমান জাহাজগুলিকে খুবই ছোটো দেখাচ্ছে এখান থেকে। মাথা ঘুরে যাবে নিচের দিকে তাকালে এখান থেকে মাত্র একফুট দূরে শেষে কিনারা '

'ঠিক আছে বন্ধু' বলল গ্লস্টার, এবার আমায় ছেড়ে দিয়ে এই মূল্যবান বস্তুটাকে তুমি নাও হে ঈশ্বর, তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া দুঃখের বোঝা কমানোর জন্য আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করব বিদায় এডগার! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ' বলেই শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন গ্লস্টার তাই দেখে ভাবল এডগার মানুষ কি এভাবেই নিজেকে শেষ করে তারপর মিনিট খানেকের মধ্যেই তার কাছে গিয়ে বলল 'ও মশাই! আপনি কি জীবিত না মৃত?'

'মরতে দাও আমাকে', চিৎকার করে বলল গ্লস্টার।

এডগার বলল, 'এত উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও আপনি যখন অক্ষত রয়েছেন, তখনই বোঝা যায় আপনার শরীরটা শক্ত ধাতু দিয়ে গড়া '

ক্ষুণ্ণ মনে জানতে চাইল গ্লস্টার, 'সত্যি করে বল তো আমি কি সত্যিই পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছি?' তারপর করুণায় ভেঙে পড়ে সে বলল, 'আমার আর মরা হল না। মৃত্যুও এখন ব্যঙ্গ করছে আমায় নিয়ে।'

এডগার বলল, 'কী আশ্চর্যের ব্যাপার। কোনও ব্যথাই অনুভব করছেন না আপনি। বলুন তো, এই পাহাড়ের মাথায় কে নিয়ে এসেছে আপনাকে?'

'একটা ভিখারি আমায় নিয়ে এসেছে এখানে কিন্তু কেন জানতে চাইছ তার কথা? বলল গ্লস্টার

এডগার উত্তর দিল, 'নিচে থেকে তাকে দেখে আমার মনে হল তার মুখে হাজারটা নাক আর অসংখ্য শিং তার গায়ে সমুদ্র তরঙ্গের মতো অসংখ্য পাহাড় আর মুখের মধ্যে বড়ো বড়ো দুটো চোখ নিশ্চয়ই সে কোনও শয়তান?'

'হ্যাঁ, সে বারবার বলছিল বটে 'শয়তান' তবে আমি ভেবেছিলাম সে মানুষ ওই আমায় সে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল এবার আমার সব কথা মনে পড়ছে 'আনন্দের সাথে বলে ওঠে গ্লস্টার।

এডগার বলল হ্যাঁ, ভালো করে ভাবুন আপনি এদিক পানে কে যেন আসছে? নিশ্চয়ই লোকটি অসুস্থ।'

'কেউ আর এখন টাকার লোভে বন্দি করতে আসবে না আমায় কারণ এখন আমিই যে রাজা' মনে মনে ভাবতে লাগলেন রাজা লিয়ার

'উঃ কী ভয়ংকর দৃশ্য! দেখে মনে হচ্ছে উনিই রাজা লিয়ার', যন্ত্রণায় কেঁপে উঠে বলল এডগার

লিয়ার বলতে লাগলেন, 'চেয়ে দেখ ওই লোকটার দিকে। মনে হচ্ছে ও যেন লাঠি নিয়ে কাক তাড়াচ্ছে। দেখ দেখ ঐ একটা ইঁদুর। আমি দৈত্যের উপর পরীক্ষা করব। এই সেঁকা রুটিটা দিয়ে বাদামি রং-এর টাঙ্গি আর বর্শাটা নিয়ে এস। তিরটা অব্যর্থভাবে লেগেছে ওর বুকে।'

'এর গলার আওয়াজ শুনে তো রাজা বলেই মনে হচ্ছে' — বলল গ্লস্টার।

'ঠিকই বলেছেন, আমিই রাজা। ঐ তুষারের মত সাদা মেয়েটাকে দেখুন। ওর নারীত্বের আবরণে ঢাকা রয়েছে নরকের ঘন অন্ধকার, সর্বনাশী আগুনের জ্বলন্ত শিখা সবকিছুকে পুড়িয়ে দিয়ে ছাই করে দেয়। শত ধিক সে মেয়েকে। হে রাজবৈদ্য, আমার দূষিত কল্পনাকে হঠিয়ে দিতে একফোঁটা সুগন্ধী দাও আমাকে', বললেন লিয়ার।

গ্লস্টার বলল, 'সত্যিই আশ্চর্য, নিয়তির হাতে নিগৃহীত আপনার মতো একজন মহান ব্যক্তি আমাকে চেনেন।'

'তোমার চোখের ওই চাউনিকে আমি ভালো করেই চিনি', বললেন লিয়ার। 'কিন্তু আমি কিছুতেই ভালোবাসব না তোমায়। উঃ তুমিও কি নিঃস্ব ও দৃষ্টিহীন আমারই মতো। তাহলে কীভাবে তুমি বুঝতে পারছ পৃথিবীর গতি কোন দিকে।'

মনে মনে বলল এডগার, 'স্বচক্ষে না দেখলে মর্মান্তিক অবিশ্বাস্য বলে মনে হত এ দৃশ্যকে।'

লিয়ার বললেন, 'তুমিই বল কে পাগল আর কে চোর। আমি তোমায় বলছি বন্ধু, জমকালো পোশাকের আড়ালে যে পাপ সহজেই লুকিয়ে আছে, মিথ্যেবাদী রাজনীতিকের নকল চোখে তাকাবার ভান করলে তা সব কিছুই দেখতে পাবে তুমি। এবার সুতো খুলে দাও, বড্ড লাগছে পায়ে।'

রাজার কথা শুনে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবল এডগার, 'আশ্চর্য, রাজার কথার এই আঘাত-উন্মত্ততার মাঝেও রয়েছে একটা খুশির ভাব।'

লিয়ার বললেন, 'গ্লস্টার, তুমি যদি সমবেদনা দেখাতে চাও, তাহলে চোখটাকে ধার করতে হবে তোমায়। আমি তোমায় চিনি, অধৈর্য হয়ো না তুমি, কারণ চোখের জল ফেলাটা আমাদের উভয়ের জীবনের নিয়তি। পরে আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলব।'

'উঃ মানুষের কী ভয়ংকর পরিণতি', বলল গ্লস্টার।

লিয়ার বলতে লাগলেন, 'আমরা বোকার মতো কাঁদি যখন এ পৃথিবীতে প্রথম আসি। মাথার টুপি অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়িয়ে পরীক্ষা করব আমি। চুপি চুপি একবার জামাইয়ের কাছে পৌঁছতে পারলেই একবারে মেরে ফেলবে তাকে।'

'আমি এখন অসহায়। যাবে আমার সাথে? একজন ডাক্তারকে দিয়ে মাথার চিকিৎসা করাব। সেখানে তোমরা কেউ যাবে না, শুধু আমি একা থাকব। কিন্তু না, শোন তোমরা, রাজার মতো বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করব আমি। এত সহজ নয় আমাকে ধরা, আমি ছুটব' — বলেই ছুটতে শুরু করলেন রাজা লিয়ার। রাজাকে ধরার জন্য তার অনুচররাও পেছু পেছু ছুটতে লাগল।

একজন অনুচর বলল, 'রাজার এ অবস্থা আর চোখে দেখা যায় না।'

কেন্ট বললেন তাকে, 'ওহে, আসন্ন যুদ্ধের কোনও খবর রাখ তুমি? কতদূর এগিয়ে এসেছে শত্রু সৈন্যেরা?'

অনুচর উত্তর দিল, 'খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে তারা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই এখানে এসে পড়বে প্রধান সেনাদল। রানি বিশেষ কারণে রয়ে গেছেন কিন্তু সৈন্যরা চলে গেছে।'

গ্লস্টার বলল, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না বল যুবক, কে তুমি?'

'জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত এক যুবক আমি, যে ভালোবাসি মানুষকে সহানুভূতি দেখাতে'— বলল এডগার। তারপর যত্নের সাথে গ্লস্টারের শীর্ণ হাত ধরে সে বেরিয়ে গেল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে

দূর থেকে গ্লস্টারকে আসতে দেখে মনে মনে খুব খুশি হল অসওয়াল্ড সে গ্লস্টারকে বলল, 'ওঃ কী ভাগ্যবান আমি। ওহে বুড়ো, এবার এই তলোয়ারের আঘাতেই মারা যাবে তুমি' বলেই তলোয়ার বের করল সে।

অসওয়াল্ডকে বাধা দিয়ে বলল, 'খবরদার বলছি, এই হতভাগ্য বুড়োটার কাছে এস না তোমরা সরে যাও যেতে দাও একে। নইলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে এই লাঠির ঘায়ে।'

'দূর হয়ে যা ঘৃণ্য চাষি', বলল অসওয়াল্ড।

'তবে রে হতচ্ছাড়া পাজি দেখাচ্ছি তোকে মজা', বলেই লাঠি তুলল এডগার।

এরপর শুরু হয়ে গেল দু-জনের লড়াই। কিছুক্ষণ বাদেই এডগারের লাঠির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অসওয়াল্ড। তার পকেট হাতড়িয়ে পাওয়া গেল একটা চিঠি, যাতে লেখা আছে

'আমাদের একে অন্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে যত শীঘ্র সম্ভব মেরে ফেল তাকে। আর আমাকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী না করে দয়া করে যত তাড়াতাড়ি পার তোমার শয্যা-সঙ্গিনী করে নাও।'

ইতি — তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী গনেরিল

গ্লস্টার বলল, 'হে ঈশ্বর, এই দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীটাকে অসংলগ্ন করে পাগল করে দাও আমায়।'

দূর থেকে রণদামামার আওয়াজ কানে আসতেই চঞ্চল হয়ে উঠল এডগার, আপনি তাড়াতাড়ি হাত ধরুন আমার আমি আপনাকে নিয়ে যাব আমার বন্ধুর নিরাপদ আশ্রয়ে।'

'হে মহানুভব কেন্ট' আপনার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না,' বিনয়ের সাথে বলল কর্ডেলিয়া, 'আপনার ওই ছেঁড়া পোশাক ফেলে দিয়ে নূতন পোশাক পরুন।

কেন্ট বলল, 'আপনি আমায় ক্ষমা করবেন ম্যাডাম আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন আছে এ ছদ্মবেশের অনুগ্রহ করে আমার পরিচয় প্রকাশ করবেন না '

'বেশ করব না' বলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন কর্ডেলিয়া, 'এখন কেমন আছেন রাজা?'

ডাক্তার বললেন, 'তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

'হে ঈশ্বর, সন্তানের দ্বারা প্রপীড়িত ওর আত্মাকে শান্তি দাও আচ্ছা, ওকে কি নতুন পোশাক পরানো হয়েছে?' জানতে চাইলেন কর্ডেলিয়া।

'হ্যাঁ ম্যাডাম', উত্তর দিলেন ডাক্তার 'উনি এখনও অসুস্থ আপনি থাকুন ওর কাছে

কর্ডেলিয়া মনে মনে বলতে লাগল 'হে আমার প্রিয় পিতা, আমার এই চুম্বন যেন সারিয়ে তোলে আপনার দুরারোগ্য ব্যাধিকে ' তারপর রাজাকে দেখেই বলে উঠল, 'হায় পিতা, রাজা হয়েও আপনি কীভাবে এই বাজে লোকদের সাথে শুয়োরের খোঁয়াড়ে শুয়ে আছেন? এইতো, জেগে উঠেছেন উনি

ডাক্তার বললেন, 'আপনি তাড়াতাড়ি কথা বলুন

ব্যগ্র কণ্ঠে বলল কর্ডেলিয়া, 'আপনি কেমন আছেন মহারাজ?'

'তুমি এক স্বর্গীয় আত্মা, কিন্তু আমি কাঁদছি, পুড়ে যাচ্ছি নরকের আগুনে' চিৎকার করে বলে উঠলেন লিয়ার

কর্ডেলিয়া বলল, 'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না বাবা? ডাক্তার! উনি যে এখনও উন্মাদ।'

চিৎকার করে বলতে লাগলেন লিয়ার, 'এখন আমি কোথায়? সবাই ঠকিয়েছে আমায়, জানি না আমি কী বলব এ হাত তো আমার নয়' না, না, এই তো আঘাতের বেদনা অনুভব করছি হাতে আমার মতো এরূপ অবস্থায় কেউ যেন না পড়ে '

করুণ স্বরে বলল কর্ডেলিয়া, 'বাবা, আমার দিকে চেয়ে আশীর্বাদ করুন আমায়।'

লিয়ার বললেন, 'তুমি কি আমার সাথে পরিহাস করছ? আমি এক নির্বোধ স্নেহদুর্বল আশি বছরের বুড়ো কিন্তু তোমায় যেন কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে গতরাতে আমি কোথায় ছিলাম আর আজই বা কোথায় বুদ্ধি-সুদ্ধি বলে কিছু নেই আমার। দয়া কর আমায়, পরিহাস করে আমার অন্তরে ব্যথা দিও না। তুমি কি আমার মেয়ে কর্ডেলিয়া? তুমি আর কেঁদো না মা। বিনাদোষে তোমার বোন আমার উপর অন্যায়-অত্যাচার করেছে। বিষ খেয়ে মরব আমি আচ্ছা মা, আমি কি ফ্রান্সে রয়েছি?'

বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল কর্ডেলিয়া, 'না বাবা, এ আপনারই রাজ্য।'

ডাক্তার বলল, 'পাগলামির জন্য পূর্বের কোনও কথা ওর মনে নেই। আপনি একটু ধৈর্য ধরুন ম্যাডাম

কর্ডেলিয়ার দু-হাত ধরে বললেন লিয়ার, 'কর্ডেলিয়া, মা আমার, এই বুড়ো বাবার সব দোষ ভুলে গিয়ে ক্ষমা কর তাকে।'

বাবা ও ডাক্তারকে নিয়ে কর্ডেলিয়া অন্য জায়গায় চলে যাবার পর কেন্ট বলল তার চাকরকে, 'তাহলে কর্নওয়ালের রাজ্য চালাচ্ছে গ্লস্টারের ছেলে এডমন্ড, ডিউকের সম্বন্ধে যা গুজব রটেছে তা সত্যি। কিন্তু গ্লস্টারের নির্বাসিত ছেলে কি জার্মানিতে রয়েছে?'

'আগে থাকতেই কিছু বলা যাচ্ছে না, সৈন্যদল দ্রুত এগিয়ে আসছে আজকের যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপরই নির্ভর করছে আমাদের পরিকল্পনার সফলতা', বলল এডমন্ড। তারপর একজন অফিসারকে ডেকে সে বলল, 'যাও, তুমি গিয়ে জেনে এস অস্থিরচিত্ত ডিউকের শেষ সিদ্ধান্তটা

অফিসার চলে যাবার পর রিগান বলল, 'ওগো আমার প্রিয় এডমন্ড! তুমি সত্যি করে বলতো আমার বোনকে ভালোবাস কিনা?'

চালাক এডমন্ড সাথে সাথেই বলে উঠল, 'না ম্যাডাম, কথাটা মোটেও সত্যি নয়।'

'তার সাথে তোমার ঘনিষ্ঠ হওয়াটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না', বলল রিগান

মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল গনেরিল, 'বোনের সাথে এডমন্ডের বিয়ে হলে আমার পক্ষে তা হবে যুদ্ধে পরাজয়ের সামিল।'

এ সময় ঘরে ঢুকে বলল আলবেনি, 'সুপ্রভাত। আমাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে রাজা এখন তৃতীয় মেয়ের আশ্রয়ে সততার অভাবেই আমরা ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারছি না ফ্রান্সের বিরুদ্ধে।'

ব্যঙ্গ করে বলল বিগান, 'এটা কি কোনও যুক্তির কথা?

এডমন্ড বলল 'আসুন মহামান্য আলবেনি, তাঁবুতে গিয়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করি '

'কেন?' জানতে চাইলেন আলবেনি

'বিশেষ প্রয়োজন আছে চল আমাদের সাথে' বলল বিগান।

কিছুক্ষণ ভেবে বলল আলবেনি বেশ, চল '

ছদ্মবেশী এডগার ঘরে ঢুকে বলল আলবেনিকে, 'আমার মত গরিবের কথা শোনার ইচ্ছে কি আপনার আছে?

আলবেনি বলল 'হ্যাঁ, তুমি বল '

আলবেনি আর এডগারকে রেখে দিয়ে চলে গেল ওরা সবাই তখন এডগার বলল, 'যুদ্ধে নামার আগে আপনি পড়ে দেখুন এ চিঠিটা। বাইরের এই নোংরা পোশাক সত্ত্বেও আমি জানি কীভাবে সম্মান রক্ষা করতে হয় আমি বলছি আপনাকে, এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে আপনার বিরুদ্ধে এখন আমি বিদায় নিচ্ছি। সময় হলে আবার আসব আমি '

এডগার চলে যেতেই আবার এল এডমন্ড, সে ডিউককে বলল, 'আমাদের শত্রু সৈন্যরা এখনও দুর্বল তাড়াতাড়ি চলুন যাতে সৈন্যদের একজোট করতে পারি' — বলেই তাড়া দিতে লাগল ডিউককে। আলবেনি চলে যাবার পর মনে মনে একবার তার প্ল্যানটাকে ঝালিয়ে নিল এডমন্ড ওদের দু বোনের সাথেই আমি ভালোবাসার অভিনয় করব কিন্তু বিয়ে কাউকে করব না ওদের আর আমার বাবার সমস্ত সম্পত্তি দখল করতে হলে আমার প্রয়োজন ওদের সমর্থন আর সহযোগিতা আমি ছেড়ে দেব না লিয়ার আর কর্ডেলিয়ার সাহায্যকারী আলবেনিকে। আর ওরা দু বোন নিজেদের মধ্যে হিংসার ফলেই মারা যাবে চালাকি করে এখন থেকে আমি ঝগড়া এড়িয়ে চলব

'বাবা, এই গাছের তলায় বসে আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন', বলেই চলে গেল এডগার আবার কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এল সে

'আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি আসুন আমার সাথে পরাজিত হয়ে রাজা লিয়ার বন্দি হয়েছেন তার মেয়ের সাথে,' বলল এডগার

কান্নায় ভেঙে পড়ে গ্লস্টার বলল 'না, আমি আর বাঁচতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।'

চিৎকার করে এডমন্ড তার ভৃত্যদের হুকুম দিল বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন লিয়ার আর কর্ডেলিয়াকে রেখে দেয়

'দয়া করে আমার দিদিদের ডেকে দিন', বলল কর্ডেলিয়া

'না কর্ডেলিয়া, ওদের ডেক না' বললেন লিয়ার, 'তার চেয়ে আমরা বরং কারাগারে গিয়ে সেই সব রাজাদের সমব্যথী হই যারা ষড়যন্ত্রের শিকার আমার চোখের জলে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে ওদের সাম্রাজ্য আর গর্ব চল, আমরা কারাগারে যাই '

বন্দীসহ লিয়ার আর কর্ডেলিয়া চলে যাবার পর একটা কাগজ ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে তাকে নির্দেশ দিল এডমন্ড, 'মনে রেখ, এই চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমায় দেওয়া হয়েছে, তা পালন করতে পারলে পদোন্নতি হবে তোমার যাও, কাজটা তাড়াতাড়ি করে এস

এ সময় নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি শোনা গেল তারই সাথে প্রবেশ করল আলবেনি, গনেরিল রিগান আর সৈন্যেরা আলবেনি বলল, 'সাবাস এডমন্ড আজকের যুদ্ধে তুমিই জয়ী হয়েছ। এবার আমি আমার ইচ্ছেমত বন্দিদের শাস্তি দেব '

আলবেনির কথা শুনে এডমন্ড খুশি হল সে বলল, 'রাজা এবং কর্ডেলিয়ার এই অবস্থা দেখে দেশের মানুষ যাতে বিদ্রোহ করতে না পারে, সে জন্যই কঠোর পাহারায় রেখেছি ওদের এরপর ঠান্ডা মাথায় একদিন তাদের বিচার করা যাবে '

আলবেনি বল, 'তুমি বোধহয় তোমার পদমর্যাদার কথা ভুলে গেছ এডমন্ড মনে রেখ তুমি রাজার আত্মীয় নও, একজন প্রজা মাত্র '

রিগান বলল আলবেনিকে, 'মহাশয় দয়া করে ভুলে যাবেন না যে আমার সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্যই আজ উনি আপনাদের সমপর্যায়ভুক্ত এক সহকর্মী।'

'তোমার শক্তি, একথা বোলোনা বোন, উনি নিজ বলেই বলীয়ান ' বলল গনেরিল।

রিগান বলল 'নিজের মতোই আজ আমি ওনাকে সমস্ত সম্মান সম্ভ্রম দান করলাম হে আমার প্রিয় সেনানায়ক, সবার সামনে আমি ঘোষণা করছি যে আজ থেকে তুমিই আমার স্বামী এবং প্রভু। আমার সমস্ত জীবন সমর্পণ করলাম তোমার হাতে '

'ছিঃ ছিঃ রিগান', ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল গনেরিল

আলবেনি চিৎকার করে বলে উঠল 'এডমন্ড, রাজদ্রোহিতার অপরাধে আমি বন্দি করলাম তোমায় সেই সাথে তোমার প্রতি অনুরক্ত আমার ভণ্ড কুটিল স্ত্রীকে গ্রেফতার করলাম। আর এডমন্ড, তুমিও তো সশস্ত্র আমি তিনবার ঢাক বাজাবার সাথে সাথে একজন লোক এসে তোমার এই রাজদ্রোহিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ দেবে '

খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বলল এডমন্ড, 'সেই অভিযোগকারী লোকটি একটি শয়তান সাহসের সাথে আমিও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি তাকে।'

আলবেনি বলল, 'কিন্তু এডমন্ড তোমার নিজস্ব সৈন্যেরা আমার অনুগত কাজেই এখন থেকে নিজস্ব শক্তিই তোমার একমাত্র ভরসা '

এ সময় রিগান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল আলবেনি ভৃত্যদের আদেশ দিল ওরা যেন তাকে তার তাঁবুতে নিয়ে যান

এদিকে আলবেনির আনা অভিযোগ প্রমাণ করতে নেপথ্যে ঢাক বাজাতে লাগল ভৃত্যেরা তৃতীয় বার ঢাক বাজার সাথে সাথে সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করল এডগার

'রক্ষী, এর আগমনের উদ্দেশ্য কী? জানতে চাইল আলবেনি

'শয়তানের ষড়যন্ত্র যদিও আমার নির্দিষ্ট পরিচয় নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও জেনে রাখুন আমিও উঁচুবংশের লোক' বলল ছদ্মবেশী এডগার

ছদ্মবেশী এডগারকে প্রশ্ন করল আলবেনি 'আপনার প্রতিপক্ষ কে?'

'আর্ল অফ গ্লস্টার এডমন্ডের প্রতিনিধি কে?' জানতে চাইল ছদ্মবেশী এডগার

'আমিই স্বয়ং এডমন্ড, আর্ল অফ গ্লস্টার বল, কী জানতে চাও তুমি? এডগারের সামনে এগিয়ে এল এডমন্ড

'তাহলে যুবক, তলোয়ার নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আপনার অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি জোর গলায় বলছি আপনি বিশ্বাসঘাতক আপনি একথা অস্বীকার করলে আমার হাতের তলোয়ারই তার যোগ্য জবাব দেবে', বলল এডগার।

ছদ্মবেশী এডগারকে বলল এডমন্ড, 'তোমার চেহারা আর কথাবার্তায় ভদ্রবংশের বলে মনে হলেও তোমার ঘৃণ্য ভাষণের জন্য আমার ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে তলোয়ার দিয়ে তোমায় হত্যা করতে।'

তলোয়ার নিয়ে দু-জনের মাঝে লড়াই শুরু হবার কিছুক্ষণ বাদেই প্রচণ্ড আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এডমন্ড। তা দেখে গনেরিল চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওরে কে আছিস, বাঁচা ওকে।'

গনেরিলকে জোর ধমক দিয়ে বলল আলবেনি, 'চুপ কর কুটিল নারী। তুমি আর এডমন্ড, উভয়েই শোন তোমাদের পাপের কথা। আর এডমন্ড, এই চিঠিটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার ঘৃণ্য কাজের '

'বেশ করেছি ওটা আমার চিঠি আমি যা খুশি তাই করতে পারি,' বলল গনেরিল।

আলবেনি ভৃত্যদের ডেকে বললেন, 'তোমরা ওকে দেখো '

মুমূর্ষু এডমন্ড বলতে লাগল, 'স্বীকার করছি অনেক পাপ করেছি আমি। ওহে যুবক, যদি তুমি উচ্চবংশীয় হও তাহলে আমাকে হত্যা করার পাপ থেকে আমি ক্ষমা করে দেব তোমায়।'

'তার প্রতিদানে আমি তোমায় ক্ষমা করব এডমন্ড। আমি তোমার বড়ো ভাই এডগার। ভগবানের কাছে মানুষকে তার পাপের শাস্তি এ জন্মেই পেতে হয় হয়তো আমার বাবার সেরূপ কোনও কাজের জন্য নিজের চোখ হারিয়েছেন।'

আলবেনি বলল, 'হে উচ্চবংশের সন্তান, তোমাকে আলিঙ্গন করা থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত কর না। তোমার বাবা এবং তুমি, উভয়েই আমার প্রিয়। এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? তোমার বাবার এরূপ অবস্থার কথা কে জানাল তোমায়? উত্তরের আশায় আলবেনি উৎসুক ভাবে চেয়ে রইলেন এডগারের দিকে।

এডগার বলল, 'দিনের পর দিন আমি যখন মৃত্যুভয়ে মৃত্যুর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করছি, ঠিক সে সময় আমার দেখা হল বাবার সাথে। তখন দেখলাম তার দু-চোখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পাগলের ভান করে আমি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম। পরে আমার পরিচয়ও তাকে দিলাম কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার ভার সইতে না পেরে তিনি মারা গেলেন।'

আলবেনি বলল, 'আপনার এই দুঃখ আমায়ও বিচলিত করেছে।'

এডগার বলল, 'এত অল্পেই আপনি বিচলিত হবেন না মহামান্য ডিউক যারা নির্বোধ তারাই শুধু অল্পে কাতর হয়। আমি যখন পলাতক আসামীর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন একজন লোক সহানুভূতির সাথে আমার সব কথা শুনে জড়িয়ে ধরেন আমার বাবাকে। তিনিই আমায় আশা জুগিয়েছেন।' এরপর এক এক করে রাজা লিয়ার আর তার দুঃখের কাহিনি বলে যেতে লাগল এডগার।

উৎসুক হয়ে আলবেনি বললেন, 'কে তিনি?'

'উনি হলেন নির্বাসিত কেন্ট, যিনি আজও ছদ্মবেশে রয়েছেন', উত্তর দিল এডগার

এ সময় হাতে একটা রক্তাক্ত ছুরি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল একজন ভৃত্য সে চেঁচিয়ে বলল, 'কে কোথায় আছ, বাঁচাও আমাকে।'

আলবেনি বলল, 'কী হয়েছে?'

'ছুরিতে ওই যে রক্ত দেখছেন তা আপনার স্ত্রীর ওটা দিয়েই আত্মহত্যা করেছেন তিনি আর মরার আগে বোনকেও তিনি বিষ খাইয়ে মেরেছেন' বলল সেই ভৃত্য।

এডমন্ড বলল, 'বাঃ বেশ ভালোই হয়েছে। এবার নিশ্চিন্তে বিয়ে করতে পারব আমরা

এডগার বললেন আলবেনিকে, 'মহাশয়, ওই দেখুন, এদিকেই আসছেন কেন্ট '

দূর থেকে কেন্টকে আসতে দেখে শ্রদ্ধাভরে বলল আলবেনি, 'ভেবে পাচ্ছি না কী দিয়ে আপনার মতো মাননীয় ব্যক্তিকে সম্মান জানাব।'

কেন্ট বলল, 'রাজা কোথায়? আমি এসেছি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে

চমকে উঠলেন আলবেনি, তিনি বললেন 'সত্যিই তো রাজা লিয়ার আর তার মেয়ে কর্ডেলিয়া কোথায়?'

কেন্ট বলল, 'যদিও আর বেশিক্ষণ বাঁচব না, তবুও তার আগে একটা কাজ করে যেতে চাই আমি। তাড়াতাড়ি একটা লোককে প্রাসাদ দুর্গে পাঠাতে হবে এই পরিচয় চিহ্ন আর তলোয়ারটা দিয়ে। অনেক আগেই ওদের মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

আলবেনি বলল, 'যাও, শীঘ্র যাও'।

তলোয়ারটা হাতে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব দুর্গের দিকে ছুটে গেল এডওয়ার্ড। তার যাবার দিকে তাকিয়ে বলল এডমন্ড, 'আমার আর গনেরিলের আদেশ অনুযায়ী ওরা তো কর্ডেলিয়াকে মেরে ফেলবে, কিন্তু বাইরে আমরা রটিয়ে দেব দুঃখে আর হতাশায় আত্মহত্যা করেছে কর্ডেলিয়া '

কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ কোলে নিয়ে পাগলের বেশে ঘরে এসে ঢুকলেন রাজা লিয়ার। ক্যাপ্টেন, এডগার আর অন্য সবাই ঢুকল তার পিছু পিছু

'ওগো, তোমরা কি সবাই পাথর হয়ে গেলে? প্রাণপণে প্রতিবাদ কর তোমরা। সে যে চিরকালের মতো ছেড়ে গেছে আমায় একটা আয়না দেও আমায়। আমি দেখব ওর মাঝে এখনও প্রাণ আছে কিনা — পাগলের মতো বলতে লাগলেন রাজা লিয়ার।

এডগার ও কেন্ট বলল 'সত্যিই কী ভয়াবহ পরিণতি রাজা লিয়ারের।'

'ওগো, তোমরা দেখ ওর আঁচলটা নড়ছে, ও এখনও বেঁচে আছে কে তুমি, চলে যাও বলছি', বললেন লিয়ার।

'মহারাজ, ইনি আপনার বন্ধু কেন্ট' বলল এডগার

লিয়ার বলল, 'তোমরা মিথ্যেবাদী মানুষ খুনের দায়ে অভিযুক্ত তোমরা। হয়তো বাঁচাতে পারতাম তাকে কিন্তু . কর্ডেলিয়া, তুমি যেও না, দাঁড়াও, তাকিয়ে দেখ তোমার হত্যাকারীকে ফাঁসি দিয়েছি আমি '

'কে তোমরা? ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না আমি তুমিই কি কেন্ট?'

'হ্যাঁ প্রভু আমিই কেন্ট, যে আপনার দুঃখে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'রাজা লিয়ার স্বাগত জানাচ্ছে তোমায়

কেন্ট বলল, 'আপনার দুই মেয়ে আজ মৃত। শ্মশানে পরিণত হয়েছে তাদের রাজ্য '

'আমারও মনে হয় তাই', বললেন লিয়ার।

আলবেনি বলল, 'মাননীয় কেন্ট মেয়ের শোকে উনি পুরোপুরি উন্মাদ এসব কথা আজ ওর কাছে অর্থহীন '

কেন্ট বলল আলবেনিকে, 'মহাশয়, এডমণ্ডের মৃত্যু হয়েছে।

সে কথায় কান না দিয়ে আলবেনি বলল, 'মাননীয় লর্ড এবং আমার বন্ধুরা, এবার আপনারা আমার মনোগত অভিপ্রায় শুনুন বৃদ্ধ রাজাকে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলাম আজ থেকে ওর সেবায় নিয়োজিত রাখব নিজেকে প্রিয় এডগার ও কেন্ট, পূর্বের মতো নিজেদের সাম্রাজ্য নিজের হাতে নিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন আপনারা

সবাই তাকিয়ে রইল রাজার দিকে লিয়ার বলতে লাগলেন, 'হায় হতভাগী কর্ডেলিয়া! তুমি কি কিছু বলতে চাইছ?' চিৎকার করে বললেন তিনি, 'কিছু বল আমায় আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা হতভাগ্য রাজা লিয়ার আমার মেয়ে কি আজও বেঁচে আছে? ওর ঠোঁট যেন নড়ছে। এডগার, তুমি দেখতো একবার। ওঃ ভগবান' বলেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে সাথে সাথেই মারা গেলেন তিনি কাতর স্বরে বলল প্রভুভক্ত কেন্ট, প্রচণ্ড দুঃখ শোকেই মৃত্যু হল রাজার

'প্রভু, একবার চোখ মেলে তাকান , বলল এডগার

'ওর জীবনকে দীর্ঘায়িত করে আর তাকে কষ্ট দিও না তুমি', বলল কেন্ট, 'জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল রাজার, এই প্রচণ্ড কষ্ট এতদিন ধরে তিনি কীভাবে সহ্য করেছেন তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি '

আলবেনি বলল, 'এবার আপনারা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করুন '

কেন্ট বলল, 'আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রভুর সঙ্গ ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। তিনি ডাকছেন আমায় আমি চললাম তার কাছে।'

শেষে বলল এডগার 'বয়স বাড়ার সাথে সাথে নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে মানুষ দুঃখের স্বাদ যেমন পায়, তেমনি অর্জন করে নানারূপ অভিজ্ঞতা অল্প বয়সিরা এসব জানে না তাই আমাদের উচিত সর্বদা সত্যের পথ অনুসরণ করা আর সেই সাথে বর্তমান সময়ের ভার বহন করা '

ম্যাকবেথ

এক

প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে ঘোড়ায় চেপে ফরেস -এর শিবিরে ফিরে আসছেন রাজা ডানকানের দুই সেনাপতি ম্যাকবেথ এবং ব্যাংকো

খুবই শান্তিপ্রিয় এবং প্রজাবৎসল ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকান রাজার অধীনস্থ সামন্তরা সে সময় রাজার কাছ থেকে 'থেন' খেতাব পেতেন। এই থেনদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রমশালী ছিলেন কডর-এর থেন কিন্তু একদিন তিনিই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন রাজা ডানকানের বিরুদ্ধে কডর-এর থেন জানতেন যতই শান্তিপ্রিয় হোন না কেন রাজা ডানকান, বিদ্রোহ দমন করতে তিনি সসৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন তার উপর আর রাজার সাথে লড়াইয়ে পেরে উঠবেন না তিনি কারণ রাজার সামন্তদের অধিকাংশই নামি যোদ্ধা তিনি স্থির করলেন বিদেশি শক্তির সাহায্য নেবেন। স্কটল্যান্ড আক্রমণ করার জন্য তিনি আহ্বান করলেন নরওয়ের রাজা সোয়েনো এবং ভাড়াটে আইরিশ যোদ্ধা ম্যাকডোনাল্ডকে।

সে আমলে নরওয়ের রাজারা ছিল যুদ্ধবাজ তারা জাহাজে করে অন্যদেশে গিয়ে লুটপাট করত এ কারণেই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা তাদের জলদস্যু বলে বর্ণনা করেছেন। কডর এর থেনের ডাক পাবার সাথে সাথেই জাহাজ বোঝাই সৈন্য নিয়ে স্কটল্যান্ড হাজির হলেন নরওয়ের রাজা সোয়েনো। অপরদিকে ভাড়াটে যোদ্ধা ম্যাকডোনাল্ড তার সৈন্যবাহিনী সহ আয়ারল্যান্ডের দিক দিয়ে স্কটল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ল।

ঐ বিদেশিদের সাথে হাত মিলিয়ে কডর এর থেন এগিয়ে চলছেন রাজা ডানকানের ফৌজী ঘাঁটিগুলি দখল করতে বিদ্রোহের খবর আগেই পেয়েছিলেন রাজা ডানকান বিদেশিদের মদতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কডর-এর থেন স্কটল্যান্ড হানা দিয়েছে শুনে তিনি ডেকে পাঠালেন তার সেনাপতি ও সামন্তদের। তার সেনাপতি এবং সামন্তরা যেমন ম্যাকবেথ, ব্যাংকো লেনক্স, রস, সেন্টিন, অ্যাঙ্গাস, কেইথনেস প্রমুখ সবাই এসে হাজির হলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ম্যাকবেথ যিনি গ্লামিশ-এর থেন এবং সম্পর্কে রাজার জ্ঞাতি ভাই তাদের উভয়ের শরীরে বইছে একই বংশের রক্তধারা

রাজা ডানকান আদেশ দিলেন যে কোনও ভাবেই হোক বিদ্রোহ দমন করে হানাদার বিদেশিদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে রাজাদেশে সেনানী ও সামন্তরা সবাই রওনা দিলেন যুদ্ধে। নিজস্ব বাহিনী নিয়ে তাদের আগে আগে চললেন রাজার বড়ো ছেলে ম্যালকম

কিন্তু ম্যালকম বেকায়দায় পেলেন ভাড়াটে যোদ্ধা ম্যাকডোনাল্ড ও তার সেনাদের সাথে লড়তে গিয়ে। তাকে বন্দি করার জন্য ম্যাকডোনাল্ডের নির্দেশে তার সৈন্যরা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল তাকে যুদ্ধ করতে করতেই ম্যালকমের উপর নজর রেখেছিলেন ম্যাকবেথ তাকে বাঁচাতে

তিনি তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের উপর। শত্রুদের ধ্বংস করে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বড়ো রাজপুত্রকে ম্যালকমকে অন্যদের জিম্মায় রেখে পুনরায় শত্রুনিধনে এগিয়ে গেলেন ম্যাকবেথ। বাঁধভাঙা বন্যার মত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে ম্যাকডোনাল্ড, কেউ আটকাতে পারছে না তাকে এ অবস্থা দেখে সাহসী সেনানী আর একদল নির্ভীক সৈনিক নিয়ে ম্যাকবেথ সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসেনার উপর ঘোড়ার পিঠে থাকা অবস্থায় তলোয়ার নিয়ে বহুক্ষণ ম্যাকডোনাল্ডের সাথে লড়লেন ম্যাকবেথ এক সময় তার তলোয়ারের আঘাতে ম্যাকডোনাল্ডের হাত থেকে খসে পড়ল তলোয়ার সাথে সাথে ঘোড়া থেকে নেমে এসে ম্যাকবেথ তার তলোয়ার সরাসরি ঢুকিয়ে দিলেন ম্যাকডোনাল্ডের হৃৎপিণ্ডে। শেষে এক কোপে ম্যাকডোনাল্ডের শিরস্ত্রাণ সহ মাথাটা কেটে নিয়ে একজন সৈনিককে দিয়ে বললেন, 'যাও, এটা নিয়ে গিয়ে আমাদের দুর্গের মাথায় টাঙিয়ে দাও তারপর রাজাকে খবর দিও।'

মুখোমুখি লড়াইয়ে ম্যাকডোনাল্ডকে মেরে ফেলার পর ম্যাকবেথ তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন নরওয়েরাজ সোয়েনোর সাথে লড়াই করতে কিন্তু হানাদারবাহিনী মোটেও দাঁড়াতে পারল না ম্যাকবেথের নিজস্ব বাহিনীর আক্রমণের সামনে। ইচ্ছা করলেই তিনি নরওয়ে রাজকে বন্দি বা হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না জরিমানা স্বরূপ এক জাহাজ বোঝাই টাকা আদায় করে দলবল সহ স্কটল্যান্ড সীমান্ত থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন

অমাত্যদের সাথে ফরেস-এর শিবিরে অপেক্ষা করছিলেন রাজা ডানকান। তিনি খুব খুশি হলেন যখন শুনলেন বিদ্রোহ দমন করে হানাদারদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের সীমানা থেকে শিবিরে উপস্থিত সবার সামনেই কডর-এর থেনকে প্রাণদণ্ড দিলেন রাজা ডানকান। সেই সাথে ঘোষণা করলেন আজ থেকে ম্যাকবেথই কডর এর থেন

দুই

যুদ্ধ শেষ হবার পর ঘোড়ায় চেপে ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো রওনা দিলেন ফরেসের শিবিরের দিকে তারা কেউই লক্ষ করেননি যে ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে সারা আকাশ। অল্প কিছুদূর যাবার পরই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হল মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চারদিক, বাজপড়ার শব্দে কেঁপে উঠছে পায়ের নিচের মাটি। যুদ্ধ জয়ের আনন্দে মগ্ন থাকলেও প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগলেন ম্যাকবেথ। যেতে যেতে এমন একটা জায়গায় এসে পড়লেন তারা যার একদিক খোলা অন্য দিক পাহাড়ঘেরা জলা সেই জলা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কুয়াশার মতো ঘন ধোঁয়া। সেদিকে তাকিয়ে মানুষের মতো দেখতে তিনটি অদ্ভুত প্রাণীর দেখা পেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন তারা তাদের গড়ন মেয়েদের মত হলেও প্রত্যেকের মুখেই দাড়ি তাদের হাড় বের করা শীর্ণ মুখ আর কোটরে বসা চোখ দেখে মনে হয় না তারা পৃথিবীর প্রাণী। তারা সত্যিই পৃথিবীর প্রাণী নয় আসলে তারা জলার ডাইনি। দৈববাণী শোনাবার নামে মানুষকে কুবুদ্ধি দিয়ে তার সর্বনাশ করাই এদের উদ্দেশ্য

আপন মনে ঘুরে ঘুরে নাচছিল ওই তিন ডাইনি ছড়ার ধরনে হেঁয়ালির মতো অদ্ভুত কথা-বার্তা বলছিল তাদের নিজেদের মধ্যে। কথাগুলো এইরকম

একজন বলল, মন-জলের এই বিজন রাতে .

'আবার কবে মিলব মোরা একসাথে?

দ্বিতীয় জন উত্তর দিল

তাণ্ডবের পালা শেষ হলে
হারা-জেতা মিটে গেলে

এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল বিজয়ী ম্যাকবেথ বাহিনীর ভেরী আর দামামার আওয়াজ। সেই শুনে চেঁচিয়ে উঠে বলল তিন ডাইনি

বাজে এই সেনাদের দামামা, তূর্য
উঠেছে আজ ম্যাকবেথের সূর্য

দূর থেকে ওই সব কথা বললেও তা স্পষ্ট শুনতে পেলেন ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো

সাহসে ভর করে দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ব্যাংকো, জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমরা? মেয়েদের মতো দেখতে হলেও তোমাদের তিনজনের মুখেই রয়েছে দাড়ি। তাই মেয়েমানুষ বলে মেনে নিতে পারছি না তোমাদের ' এবার ব্যাংকোর পেছন থেকে ম্যাকবেথও এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে, জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যদি কথা বলতে পার, তাহলে নিজেদের পরিচয় দাও '

প্রথম ডাইনি বলল, 'গ্লামিশ-এর থেন ম্যাকবেথ, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

দ্বিতীয় ডাইনি বলল, 'হে কডর-এর থেন ম্যাকবেথ, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

এবার বলল তৃতীয় ডাইনি, 'হে স্কটল্যান্ডের ভাবী রাজা ম্যাকবেথ, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর তুমি '

ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ধাঁধার মাঝে পড়ে গেলেন ম্যাকবেথ। তিনি অবশ্যই গ্লামিশ-এর থেন, কিন্তু কডর-এর থেন বেঁচে থাকতে কীভাবে তার খেতাবটা পাবেন তিনি? ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারলেন না। ওদিকে, আবার তৃতীয় ডাইনি তাকে স্কটল্যান্ডের ভাবী রাজা বলে অভিনন্দন জানিয়েছে। তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন রাজা ও তার দুই ছেলে বেঁচে থাকতে কী করে তা সম্ভব

এগিয়ে এসে ব্যাংকো বললেন, 'আমার বন্ধুর সম্পর্কে অনেক কিছুই তো বললে তোমরা। এবার আমার ব্যাপারে যদি কিছু বলার থাকে তো বলে ফেল। তোমরা যেই হও না কেন, মনে রেখ আমি তোমাদের ভয় করি না আর তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভরশীলও নই আমি। তোমাদের করুণা বা ঘৃণা, কিছুই চাই না আমি '

প্রথম ডাইনি বলল, 'স্বাগত ব্যাংকো। বয়সে ম্যাকবেথের চেয়ে ছোটো হলেও অন্যদিক দিয়ে তুমি তার চেয়ে বড়ো।'

এবার দ্বিতীয় ডাইনি বলল, 'ব্যাংকো তোমায় স্বাগত ম্যাকবেথের মতো সুখী না হলেও অন্যদিক দিয়ে তুমি তার চেয়ে বেশি সুখী ' -

শেষে মুখ খুলল তৃতীয় ডাইনি, 'ব্যাংকো। তুমি সিংহাসনে বসবে না ঠিকই, কিন্তু তোমার বংশের অনেকেই রাজা হবে। আমি তোমাদের দু জনকেই স্বাগত জানাই।'

জোর গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, 'দাঁড়াও তুমি ' কডর-এর থেন বেঁচে থাকতে কীভাবে তার খেতাব পাব আমি? তাছাড়া তোমরা বলেছ আমি স্কটল্যান্ডের ভাবী রাজা। তা কী করে সম্ভব? কেন শোনালে আমাদের এ সব ভবিষ্যদ্বাণী?'

তাদের প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে নিমেষের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তিন ডাইনি

ম্যাকবেথের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল ব্যাংকো, 'দেখেছ, কেমন অদ্ভুত ভাবে ওরা মিলিয়ে গেল আমাদের সামনে থেকে?

'ওরা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ব্যাংকো', জবাব দিলেন ম্যাকবেথ। 'তবে আরও খানিকক্ষণ ওরা থাকলে ভালো হত হয়ত ওদের মুখ থেকে ভালো ভালো কথা শোনা যেত '

'সত্যিই কি ওরা এখানে ছিল?' ম্যাকবেথকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাংকো, 'না কি কোনও মাদকদ্রব্য খেয়ে আমাদের বোধ বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল?'

ম্যাকবেথ জবাব দিলেন, 'ওরা তো বলল তোমার বংশেরও কেউ কেউ রাজা হবে '

'ওরা এও বলেছে তুমি নিজেই রাজা হবে', বললেন ব্যাংকো।

'একই সঙ্গে ওরা বলল আমি নাকি কডর-এর থেন হবো'— বললেন ম্যাকবেথ, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে তা সম্ভব হবে '

ম্যাকবেথের কথা শেষ হতে না হতেই ঘোড়ায় চেপে সেখানে এসে হাজির রাজা ডানকানের দুই অমাত্য ঘোড়া থেকে না নেমেই তারা ম্যাকবেথকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'বিদ্রোহ দমনে আপনার ভূমিকায় মহারাজ খুব খুশি হয়েছেন আপনার এই অসাধারণ কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ মহারাজ আপনাকে কডর-এর থেন খেতাবে ভূষিত করেছেন আমরা এসেছি আপনাকে রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্য।'

আশ্চর্য হয়ে ব্যাংকো বললেন, 'কডরের থেন? দেখছি ওই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর কথাই তাহলে সত্যি হল।'

রাজার দুই অমাত্যকে বললেন ম্যাকবেথ, 'কডর-এর থেন তো এখনও জীবিত। তাহলে তার জীবদ্দশায় সে খেতাব আমি পাব কী করে?'

সে কথা আপনি ঠিকই বলেছেন সেনাপতি ম্যাকবেথ ' উত্তর দিলেন রাজার অমাত্যদ্বয় তবে মনে রাখবেন যে বিদ্রোহ আপনি দমন করেছে তা ঘোষণা করেছিলেন কডর এর থেন নিজেই। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি তার দোষ স্বীকার করেছেন রাজা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।'

কথা শুনে নিজের মনে বললেন ম্যাকবেথ 'তাহলে আমি একই সাথে গ্লামিশ আর কডর এর থেন তবে এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার পাওয়া এখনও বাকি এরপর অমাত্যদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ম্যাকবেথ, 'এত কষ্ট করে আপনারা যে সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ' এবার ব্যাংকোর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'তাহলে ব্যাংকো, তোমার বংশধররা যে রাজা হবে সে ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস হচ্ছে তো? তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে ওদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমি কডর এর থেন হয়েছি '

অমাত্যদ্বয়ের কান বাঁচিয়ে ম্যাকবেথের মতো একই স্বরে বললেন ব্যাংকো, 'দেখ, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না আমি যদি সত্যিই দৈববাণীতে বিশ্বাস করি তাহলে তৃতীয় ডাইনির কথা মতো তুমি রাজা হওয়ার প্রেরণা পাবে আমার যতদূর জানা আছে এই অদ্ভুত প্রাণীর সবাই অন্ধকারের বাসিন্দা, শয়তানের উপাসক। এদের ভবিষ্যদ্বাণী কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিলে গেলেও আসলে এরা আমাদের ক্ষতিই করে এরা আমাদের প্রলুব্ধ করে নানারূপ অন্যায় কাজ করতে যার ফল খুব ক্ষতিকারক এবং ভয়ংকর ওহে বন্ধু! তুমি যে দেখছি বেজায় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলে?'

যদিও নিজের মনে বিড় বিড় করে বললেন ম্যাকবেথ, 'দৈব আমার সহায় হলে রাজা হওয়া আটকাবে না আমার' কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাংকো কিন্তু কথাগুলি ঠিকই শুনতে পেলেন

ব্যাংকো বললেন, 'বন্ধু ম্যাকবেথ' ওরা এসেছেন আমাদের দু জনকে নিয়ে যেতে। চল ওদের সাথে আমরা রাজসভায় চলে যাই

ম্যাকবেথ উত্তর দিলেন 'তুমি আমায় ক্ষমা কর ব্যাংকো অতীতের কিছু ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। চল, আমরা ওদের সাথে যাই কিছুক্ষণ আগে আমাদের চোখের সামনে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার ঢের সময় পাওয়া যাবে। দেখাই যাক না কেন আরও অন্য কিছু ঘটে কিনা পরে না হয় এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।'

'তাতে আমি অরাজি নই', বললেন ব্যাংকো '

অমাত্যদ্বয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ম্যাকবেথ, 'আসুন বন্ধুরা, এবার রাজসভায় যাওয়া যাক '

তিন

শিবিরে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে ভিতরে ঢুকলেন ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়ে ঘাড় হেঁট করে একসাথে তারা অভিবাদন জানালেন রাজাকে

সিংহাসন থেকে নেমে এসে সভার মাঝে দাঁড়ালেন রাজা ডানকান ওদের দেখে রাজা এত আনন্দ পেয়েছেন যে তিনি আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ম্যাকবেথ আর ব্যাংকোকে

গদগদ স্বরে বললেন রাজা ডানকান, 'হে আমার প্রিয় জ্ঞাতিভাই ম্যাকবেথ। দেশের জন্য তুমি যা করেছ তার উপযুক্ত প্রতিদান আমি তোমায় দিতে পারিনি যৎসামান্য যা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি পাবার যোগ্য তুমি।'

ম্যাকবেথ জবাব দিলেন, 'মহারাজ কোনও কিছু পাবার আশায় এ কাজ করিনি রাজার সেবা করে যে গৌরব অর্জন করা যায়, তাই করেছি আমি দেশ রাজসিংহাসন ও আপনি এদের প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে শুধু সেটুকুই করেছি আমি '

রাজা বললেন, 'এই শুভদিনে আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে আমার বড়ো ছেলে ম্যালকম কাম্বারল্যান্ডের যুবরাজ ' এর পর ম্যাকবেথের দিকে তাকিয়ে রাজা ডানকান বললেন, 'এখান থেকে ফিরে এসে আমি ইনভার্নেসে তোমার প্রাসাদে যাব আজকের রাতটা তোমার অতিথি হয়ে কাটাব '

ম্যাকবেথ জবাব দিলেন 'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজ। তবে রাজসেবার প্রস্তুতির জন্য আমায় কিছুটা সময় দিতে হবে আমি আগে গিয়ে আপনার আগমনবার্তা জানাব স্ত্রীকে তাই অনুমতি চাইছি ইনভার্নেসে যাবার

বেশ, তাই হবে', বললেন মহারাজ, 'ভাই ম্যাকবেথ তোমায় অজস্র ধন্যবাদ '

রাজার অনুমতি নিয়ে শিবিরের বাইরে এলেন ম্যাকবেথ সমগ্র পরিস্থিতিটা বিশদভাবে দেখতে গিয়ে চাপা রাগে লাল হয়ে উঠল তার চোখ মুখ। এই কিছুক্ষণ আগে বড়ো গলায় রাজা ডানকান তার জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যালকমকে কাম্বারল্যান্ডের যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এর অর্থ ডানকানের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে ম্যালকম তার নিজের আর রাজা হবার কোনও

সম্ভাবনাই রইল না। তিনি স্থির করলেন রাজাকে হত্যা করবেন কীভাবে অন্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে কাজটা করা যায় তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়ল আজ রাতেই তো ইনভার্নেসে তার প্রাসাদে রাত কাটাবেন রাজা এই তো সুযোগ্য সময় সবার অগোচরে রাজাকে সরিয়ে দেবার নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে ম্যাকবেথ তার নিজ হাতে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের কাছে। সেই চিঠিতে রইল রাজার আগমনবার্তা। সেই সাথে তিনি ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এবার চিঠিতে সই করে ম্যাকবেথ সেটা দূত মারফত পাঠিয়ে দিলেন লেডি ম্যাকবেথকে। দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটিয়ে দূত সে চিঠিটা নিয়ে রওনা হল ইনভার্নেসের প্রাসাদের দিকে

ম্যাকবেথ তার প্রাসাদে ফিরে আসার বহুক্ষণ আগেই দূত তার চিঠিটা এনে দিয়েছে লেডি ম্যাকবেথের হাতে চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়লেন তিনি। তিনি ভেবে দেখলেন ম্যাকবেথ রাজা হলে তিনি হবেন রাজরানি। লেডি ম্যাকবেথও খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি এও জানেন তার স্বামী খুব সৎ কোনও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে চান না তিনি আবারও চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন লেডি ম্যাকবেথ। তারপর স্বামীর উদ্দেশে মনে মনে বলতে লাগলেন, 'হে আমার গ্লামিশ ও কডর-এর থেন! তুমি চাইছ সৎপথে সিংহাসনে বসতে। কিন্তু তা সম্ভব নয় সিংহাসনে বসতে হলে অসৎ পথেই তোমাকে তা করতে হবে তুমি আমার সামনে এলে এমন সব ধারালো বাণী তোমাকে শোনাব, যাতে কার্যসিদ্ধির জন্য অন্য পথের আশ্রয় নিতেও তুমি পেছপা হবে না। আমি সেটা করিয়েই ছাড়ব। যেখানে যত অশুভ, অপ্রাকৃতিক শক্তি আছ, তোমরা সবাই আমাকে সাহায্য কর লক্ষ্য পূরণ করতে। আমার মন থেকে ভয়-ভীতি দূর করে জাগিয়ে তোল দুর্জয় সাহস আমার নারীসুলভ মায়া-মমতা দূর করে আমার মনকে পাথরের মত নিষ্ঠুর করে তোল। তোমরা যারা সবার আড়ালে দাঁড়িয়ে মানুষের ক্ষতি করে বেড়াও, তারা সবাই সাহায্য কর আমাকে' প্রার্থনার ঢংয়ে যখন তিনি নিজেকে এভাবে উত্তেজিত করছিলেন, সে সময় ম্যাকবেথ এলেন সেখানে।

ঘাড় সামান্য নিচু করে স্বামীকে অভিবাদন জানিয়ে লেডি ম্যাকবেথ ফিসফিস করে বললেন, 'এই কিছুক্ষণ আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। পড়ে মনে হল তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল'

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ম্যাকবেথ বললেন, আর কিছুক্ষণ বাদেই অমাত্যদের সাথে নিয়ে রাজা ডানকান এসে পড়বেন। আজ রাতে তিনি আমাদের অতিথি

'ভালোই তো', বললেন লেডি ম্যাকবেথ, 'তা এখান থেকে কখন তিনি ফিরে যাবেন?'

ম্যাকবেথ বললেন, 'রাজার কথা শুনে মনে হল আগামী কাল সকালে তিনি চলে যাবেন।'

স্বামীর কথা শুনে লেডি ম্যাকবেথ বললেন, 'আজকের রাতটা যেন শেষ না হয়।'

ম্যাকবেথ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন 'কী বলছ তুমি?'

ফিস ফিস করে লেডি ম্যাকবেথ বললেন, 'আমি বলতে চাইছি আজ রাতটাই যেন রাজার জীবনের শেষ রাত হয় তোমার চাউনি দেখে মনে হচ্ছে তুমিও এই আশাই করছ। তুমি কি চাও না আজ রাতে রাজাকে হত্যা করে তোমার উচ্চাশা পূরণ করতে? দেখছি তোমার দ্বারা কিছু হবে না বেশ, যা করার আমিই করব

স্ত্রীর কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ রইলেন ম্যাকবেথ। লেডি ম্যাকবেথ আন্দাজ করলেন শুভ অশুভের দোলাচলে দুলছেন তার স্বামী তাই স্বামীকে বললেন, 'দেখ, দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে

তোমার চোখে মুখে তোমাকে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছ তুমি এবার মন দিয়ে শোন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবসময় হাসিমুখে থাকবে। রাজা এলে তাকে যথাযোগ্য সম্মান জানাবে, লক্ষ রাখবে যেন তার আতিথ্যের কোনও ত্রুটি না হয়। তারপর যা করার তা আমিই করব রাজা ও তার অমাত্যদের সামনে সবসময় ভালোমানুষ সেজে থাকার চেষ্টা করবে যাতে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ টের না পায় মনে রাখবে আজ রাতে আমরা এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি যা সফল হলে আমাদের বাকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের ইশারায় চলবে।'

ম্যাকবেথের মনে তখনও দ্বন্দ্ব চলছে। স্ত্রীর কথার জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, 'পরে তোমার সাথে এ বিষয়ে কথা হবে।'

ম্যাকবেথের কথা শেষ হতে না হতেই প্রাসাদের বাইরে শোনা গেল তূর্যনাদ, বেজে উঠল দামামা, ভেরী। রাজা এসেছেন জেনে ম্যাকবেথ তার স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে গেলেন ফটকের সামনে। তার নির্দেশে ফটক খুলে দেবার পর স্বামী-স্ত্রী বাইরে গিয়ে রাজা ও সঙ্গীদের যথোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলেন প্রাসাদের ভেতরে।

লেডি ম্যাকবেথকে দেখিয়ে হাসিমুখে বললেন রাজা, 'সেনাপতি ম্যাকবেথের স্ত্রী শুধু রূপসিই নন, তিনি যে একজন আদর্শ গৃহিণী তা তাকে দেখলেই বোঝা যায় বুঝলেন লেডি ম্যাকবেথ, আজ আমরা সবাই আপনার অতিথি।'

'সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য মহারাজ', বিনয়ের সাথে বললেন লেডি ম্যাকবেথ, 'আমরা তো আপনারই আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। আমাদের সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে আপনার অসীম করুণা। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব অতিথিসেবার' — বলে রাজাও অমাত্যদের পথ দেখিয়ে প্রাসাদের ভেতর নিয়ে গেলেন তারা।

এবার খেতে বসলেন রাজা ডানকান ও তার সঙ্গীরা রীতি অনুযায়ী ম্যাকবেথও বসে গেলেন তাদের সাথে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারেননি। তাই রাজার খাওয়া শেষ হবার আগেই তিনি টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন তার শোবার ঘরে। রাজার খাওয়া শেষ হবার আগেই টেবিল ছেড়ে আসার জন্য লেডি ম্যাকবেথ বকাবকি করল তার স্বামীকে। তার বুঝতে বাকি রইল না শুরুতে রাজাকে হত্যা করার সাহস দেখালেও এখন তার স্বামীর বিবেক জেগে উঠেছে ম্যাকবেথ স্ত্রীকে বললেন, দেখ রাজা আজ আমাদের অতিথি। তারই দয়ায় আমি একই সাথে গ্লামিশ আর কডর-এর থেন। তাছাড়া আমি তার আত্মীয় এসব কথা বিবেচনা করে এখন আমি তাকে হত্যা করতে পারব না '

'কী বললে, তুমি পারবে না?' উপহাসের হাসি হেসে বললেন লেডি ম্যাকবেথ, 'রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসার পরিকল্পনা করে আমাকে চিঠি লেখার সময় তোমার বিবেক-বুদ্ধি কোথায় ছিল? সততার ধ্বজা বয়ে কাপুরুষের মতো জীবন কাটাবে তুমি?'

স্ত্রীকে ধমক দিয়ে ম্যাকবেথ বললেন, 'দোহাই তোমার, একটু থাম আমি তাই করব যা একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ করে থাকে। আর এও জেনে রাখ, আমার মতে যে পুরুষের সাহস নেই সে মানুষই নয়।'

লেডি ম্যাকবেথ বললেন, 'এই ভয়ানক পরিকল্পনার কথা যখন তুমি আমায় জানিয়েছিলে, সে সময় তোমার মনে সাহস ও দৃঢ়তা দুই-ই ছিল। এখন তোমার লক্ষ্য হয়েছে সবার চোখে ভালো

মানুষ সেজে থাকা। ভুলে যেও না, আমিও একদিন মা হয়েছিলাম। নিজের বাচ্চাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে দুধ খাওয়াবার মাঝে যে কী মাধুর্য, তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। কিন্তু তোমার মতো শপথ নিলে সেই বাচ্চাকে নিজের হাতে হত্যা করতেও আমি পেছপা হতাম না।

'বেশ তো, না হয় তোমার কথাটা মেনে নিলাম', বললেন ম্যাকবেথ, 'কিন্তু ভেবেছ কি কাজটা ঠিকমতো না করতে পারলে তার পরিণতি কী হবে?'

লেডি ম্যাকবেথ বললেন, 'যদি সাহস থাকে তাহলে ব্যর্থতার কথা উঠছে কেন? একেই রাজার বয়স হয়েছে, তার উপর পথশ্রমে ক্লান্ত। কিছুক্ষণ বাদেই ঘুমিয়ে পড়বেন তিনি। তখন বাইরে পাহারা দেবে শুধু দু-জন রক্ষী। রাজা ঘুমিয়ে পড়লে ওষুধ মেশানো প্রচুর মদ আমি খাইয়ে দেব ওই দুজনকে। সাথে সাথে ঘুমের গভীরে তলিয়ে যাবে তারা। তখন রাজার জীবন আমাদের হাতের মুঠোয়। তা নিয়ে আমরা যা খুশির তাই করতে পারি। শুধু রক্ষী দুটোর ঘাড়ে সব কিছুর দায় চাপিয়ে দিলেই আমরা খালাস। তুমি কি বল, এটা করা সম্ভব নয়?'

স্ত্রীর প্রশংসা করে ম্যাকবেথ বললেন, 'মানতেই হবে তোমার সাহস আছে। নারীসুলভ গুণের চেয়ে পুরুষ প্রবৃত্তিই তোমার মধ্যে প্রবল। তবে তুমি যা বলনি এবার সেটুকু বলছি আমি। রাজাকে হত্যা করার পর ঐ দেহরক্ষী দুটোকেও মেরে ফেলতে হবে। তবে তার আগে ওদের হাতে মাখিয়ে দিতে হবে মৃত রাজার রক্ত। সবাই ভাববে জেগে পাহারা না দিয়ে রাজার রক্ত হাতে মেখে ঘুমোচ্ছে দেখেই আমি হত্যা করেছি তাদের। এ কথাটাই রাজার সঙ্গী সাথীদের বোঝাতে হবে।'

লেডি ম্যাকবেথ বললেন, 'আর আমরা যখন বুক চাপড়ে মড়া-কান্না শুরু করব, তখন সবাই আমাদের কথাটাই সত্যি বলে ধরে নেবে।'

ম্যাকবেথ বললেন, 'এবার আর কোনও ভয় নেই আমার। আমি ফিরে পেয়েছি আমার হারিয়ে যাওয়া সাহস এবং আত্মবিশ্বাস। যে ভয়ানক পরিকল্পনা আমি করেছি তা সফল করার জন্য পুরোপুরি তৈরি আমি।'

চার

রাজার সাথে ম্যাকবেথের প্রাসাদে আসার সময়ে সেনাপতি ব্যাংকো তার ছেলে ফ্লিয়ানসকে নিয়ে এসেছেন সাথে। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজা শুতে যাবার পর ব্যাংকো তার ছেলেকে নিয়ে নিজ প্রাসাদে ফিরে যাবার আয়োজন করছেন। তার প্রাসাদও খুব কাছেই।

ব্যাংকো তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন ক'টা বাজে?'

ফ্লিয়ানস উত্তর দিল, 'পেটা ঘড়ির আওয়াজ শুনিনি আমি। তবে চাঁদ ডুবে গেছে।'

'তাহলে রাত বারোটা বেজেছে', আপন মনে বললেন ব্যাংকো, 'ঠিক বারোটায় চাঁদ ডুবে যায়। ফ্লিয়ানস, আমার তলোয়ারটা তোমার কাছে রাখ। সাথে একটা বাতিও নিও। প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে আমায়।' নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন তিনি — 'হাতে কাজ না থাকলেই যত সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় এসে ঢোকে। ভগবান যেন ও সব থেকে আমায় দূরে রাখেন। ও কি, কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে? জবাব দাও? ফ্লিয়ানস, তলোয়ারটা আমার হাতে দাও তো?'

ব্যাংকোর প্রশ্ন শুনে মশাল হাতে এগিয়ে এল একজন অল্পবয়সি পরিচারক। সেই মশালের আলোয় ব্যাংকো দেখতে পেলেন পরিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ম্যাকবেথ।

ম্যাকবেথ বললেন, 'আমি তোমার বন্ধু ম্যাকবেথ দাঁড়িয়ে আছি এখানে।'

ব্যাংকো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বারোটা বেজে গেছে কিন্তু তুমি এখনও জেগে আছ?' তারপর একটা হিরে বের করে বললেন 'অনেকক্ষণ আগেই রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন তোমার আতিথেয়তায় খুশি হয়ে রাজা এই হিরেটা উপহার দিয়েছেন লেডি ম্যাকবেথকে আচ্ছা ম্যাকবেথ যুদ্ধ ফেরত আমরা যে তিন ডাইনির দেখা পেয়েছিলাম তাদের কথা মনে আছে তোমার?'

ম্যাকবেথ বললেন, 'দেখ, মন যখন অপ্রস্তুত থাকে, তখনই ডাইনিদের অশুভ প্রভাব তার উপর পড়ে, মনের কামনা বাসনা সব কিছু চাপা পড়ে যায় তার নিচে তবে মন প্রস্তুত থাকলে সেরূপ ঘটনা ঘটে না '

ব্যাংকো বললেন, 'জান, কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি ওই তিন ডাইনিকে তোমার সম্পর্কে ওরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা তো দেখছি মিলে যাচ্ছে '

প্রশ্নটিশ্র কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ম্যাকবেথ বললেন, এই মুহূর্তে ওদের কথা আমার মনে পড়ছে না তবে তোমার আপত্তি না থাকলে এ বিষয়ে ঘণ্টাখানেক তোমার সাথে কথা বলতে চাই '

ব্যাংকো বললেন, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমার ইচ্ছে আর সময় হলেই আলোচনা হবে '

ম্যাকবেথ বললেন, 'আমার কথা অনুসারে চললে তুমিও সম্মানিত হবে ব্যাংকো।'

ব্যাংকো জবাব দিলেন, 'আমিও সবার মতো সম্মান চাই, তবে তা রাজার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে

ম্যাকবেথ বললেন, 'যাও ব্যাংকো, তুমি বিশ্রাম নাও '

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাংকো বললেন, 'এবার তুমিও বিশ্রাম নাও ম্যাকবেথ' এই বলে ছেলে ফ্লিয়ানসকে সাথে নিয়ে রওনা দিলেন নিজ প্রাসাদের দিকে

গভীর রাত ইনভার্নেসের দুর্গের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন ঘরে গভীর ঘুমে ডুবে রয়েছেন রাজা ও তার সঙ্গী সাথীরা ওষুধ মেশানো মদ প্রচুর পরিমাণে খেয়ে রাজার কামরার বাইরে ঘুমে বেঁহুশ হয়ে পড়ে রয়েছে রক্ষীদ্বয় সপুত্র ব্যাংকো চলে যাবার পর মশাল হাতে প্রহরার এক রক্ষীকে ডেকে ম্যাকবেথ বললেন, 'যাও, তোমার মনিবানিকে গিয়ে বল ওষুধটা তৈরি হলে তিনি যেন ঘণ্টা বাজিয়ে আমায় ডেকে পাঠান ' পরিচারক তাকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যাবার পর ম্যাকবেথের সামনে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য তিনি দেখলেন একটা ধারালো ছুরি তার সামনে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে ছুরির ফলায় লাগানো রয়েছে লাল লাল তাজা রক্ত যেই সে ছুরির বাঁটটা হাত দিয়ে ধরতে গেলেন ম্যাকবেথ, অমনি সেটা পিছলে গেল আবার কিছুক্ষণ বাদে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল তার সামনে থেকে

ওই অলৌকিক ছুরিটা যে রাজাকে হত্যা করার জন্য তাকে প্রেরণা দিচ্ছে, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে ম্যাকবেথ ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ঘুমন্ত রাজার কক্ষের দিকে কিছুক্ষণ আগে ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ খাইয়ে রক্ষীদের বেহুঁশ করে লেডি ম্যাকবেথ যে নিজেই রাজাকে হত্যা করতে তার কক্ষে ঢুকেছেন সেকথা তখনও পর্যন্ত জানতেন না ম্যাকবেথ উদ্যত ছুরিকা হাতে রাজার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন লেডি ম্যাকবেথ। রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল রাজার মুখখানা ঠিক তার বাবার মুখের মতো মুহূর্তের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ল তার মন

রাজাকে হত্যা করতে অপারগ হয়ে তিনি ছিটকে বেরিয়ে এলেন সেই ঘর থেকে স্বামীকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করতে ঘণ্টা বাজিয়ে ডেকে পাঠালেন তাকে

ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতেই নিজ মনে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, 'এবার চরম সময় উপস্থিত। রাজা ডানকান, এই ঘণ্টাধ্বনিই ঘোষণা করছে তোমার জীবনের সমাপ্তির কথা এবার উপরে যাবার জন্য তৈরি হও ' একথা বলতে বলতে ম্যাকবেথ এসে দাঁড়ালেন রাজার কক্ষের সামনে দেহরক্ষীদ্বয়কে ঘুমে অচেতন দেখে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন তিনি। ধীর পায় এগিয়ে এসে রাজার কাছে দাঁড়ালেন ম্যাকবেথ। নিশ্বাসের সাথে ওঠা-নামা করছে রাজার বুক রাজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই ভয়ে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলেন ম্যাকবেথ খাপ থেকে ছোরা বের করে কোনোদিকে না তাকিয়ে ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিলেন রাজার বুকে সাথে সাথেই থেমে গেল রাজার বুকের ধুকপুকুনি ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। সেই রক্তে ভিজে গেল সারা বিছানা একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ঘুমন্ত রাজার ঠোঁট থেকে। তারপর বালিশের পাশে এলিয়ে পড়ল রাজার মাথা।

কানের কাছে একটা অচেনা আওয়াজ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ ওই আওয়াজটা যেন বলছে, 'ম্যাকবেথ! তুমি খুনি। রাতের ঘুম পালিয়ে গেছে তোমার চোখ থেকে ' কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না তিনি।

পরমুহূর্তেই ম্যাকবেথের কানে ভেসে এল সেই কণ্ঠস্বর, 'ঘুমকে খুন করেছে গ্ল্যামিশ, সে আর ঘুমোবে না। ম্যাকবেথ। কডর আর ঘুমোবে না'। রক্তমাখা ছুরি হাতে রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে স্ত্রীর কাছে এলেন ম্যাকবেথ স্ত্রীকে বললেন, 'সব শেষ রাজার ঘুম আর কখনও ভাঙবে না ' কীভাবে রাজাকে খুন করেছেন তা সবিস্তারে স্ত্রীকে বললেন ম্যাকবেথ। সব শোনার পর স্ত্রী বললেন, 'ওই ছুরিটা নিয়ে এসেছ কেন? যাও, রাজার ঘরের বাইরে পাহারাদারদের হাতের কাছে ওটা রেখে এস। ছোরার ফলার রক্ত মাখিয়ে দেবে প্রহরীদের হাতে তাহলে সবাই ধরে নেবে মদ খেয়ে ওরাই হত্যা করেছে রাজাকে '

ম্যাকবেথ স্ত্রীকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কারও চিৎকার শুনতে পেয়েছ?'

'কই। না তো ' জবাব দিলেন লেডি ম্যাকবেথ

ম্যাকবেথ বললেন স্ত্রীকে, 'দেখ, আমি যেন কার চিৎকার শুনতে পেলাম। কাজ শেষ হবার সাথে সাথেই কে যেন আমার কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ম্যাকবেথ! তুমি খুনি। রাতের আর ঘুম বিদায় নিয়েছে তোমার চোখ থেকে এর মানে কি বুঝতে পারছ? মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাতে ঘুমোতে পারব না আমি ঘুমে যতই চোখ বুজে আসুক, চোখ বন্ধ করতে পারব না আমি '

লেডি ম্যাকবেথ স্বামীকে বোঝালেন, 'আমি তো সেরূপ কিছু শুনিনি। আসলে ও সব তোমার মনের ভুল। ভয় পেয়েছ বলেই তোমার এরূপ মনে হচ্ছে শোন, এবার যা বলছি তাই কর। রাত শেষ হয়ে আসছে লোক-জন টের পাবার আগেই ছুরিটা রেখে এস ঘুমন্ত রক্ষীদের হাতের কাছে মনে করে ওদের হাত ও জামায় কিছুটা রক্ত লাগিয়ে দিও '

স্ত্রীর কথা শুনে চমকে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, 'আবার তুমি আমায় ওখানে যেতে বলছ? না, না, ওখানে যাবার সাহস আমার নেই।' এবার বাধ্য হয়েই স্বামীর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে নিলেন লেডি ম্যাকবেথ। নিঃশব্দে ছুরিটা নামিয়ে রাখলেন রাজার ঘরের বাইরে ঘুমন্ত রক্ষীদ্বয়ের পাশে

ছুরির ফলায় লেগে থাকা কিছু কাঁচা রক্ত মাখিয়ে দিলেন রক্ষীদের হাতে ও জামায়. এসব কাজ শেষ করে লেডি ফিরে গেলেন তার শোবার ঘরে।

এভাবেই এক সময় শেষ হয়ে এল দুঃস্বপ্নের কালরাত. ম্যাকবেথের অতিথি হয়ে আসার আগের দিন রাজা ডানকান তার বিশ্বস্ত অমাত্য ম্যাকডাফকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে যেন সূর্যোদয়ের আগে ডেকে তোলা হয়. রাজার নির্দেশ অনুযায়ী ভোরের আলো ফোটার আগেই ম্যাকডাফ এসে প্রাসাদের দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে ম্যাকডাফকে দেখে নৈশপ্রহরী তার পরিচয় এবং এত ভোরে আসার কারণ জানতে চাইলেন. ম্যাকডাফ তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে আসার কারণ জানালেন. প্রহরী দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে ধীর পায়ে রাজার কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন ম্যাকডাফ. ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর রাজার রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি. জোরে গলায় বিলাপ করতে করতে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন. অত ভোরে তার গলায় জোর বিলাপের আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল দুর্গপ্রাসাদের বাসিন্দাদের। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে ম্যাকডাফ সংক্ষেপে যা বললেন তা এই — রক্ষীদের নজর এড়িয়ে প্রাসাদের ভেতর ঢুকে কোনও অজানা আততায়ী ঘুমন্ত রাজার বুকে ছুরি বসিয়ে তাকে খুন করেছে. কডর এর দুর্গে এরূপ ঘটনার কথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠল সবাই.

ঘুম আসেনি ম্যাকবেথের। তিনি জেগেই ছিলেন. চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি. রাজার ঘরে ঢুকে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে এমন স্বাভাবিকভাবে বিলাপ করে উঠলেন যা দেখে উপস্থিত কারও মনে তার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগল না. বারবার নিজের কপাল চাপড়ে বলতে লাগলেন, 'হায়, হায়, শেষে কিনা আমার কপালে এই ঘটল. আমারই অতিথি হয়ে এমন নৃশংসভাবে খুন হতে হল রাজাকে? এই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে সবার নজর এড়িয়ে কীভাবে পালিয়ে গেল আততায়ী?' নিজ মনে এসব কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন ম্যাকবেথ. সে সময় তার চোখে পড়ল রাজার দুই দেহরক্ষী ঘরের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছে. এত হই-হট্টগোলেও ঘুম ভাঙেনি তাদের. যদিও ম্যাকবেথ জানতেন যে আগে থেকেই তার স্ত্রী রক্ত মাখানো খুনের হাতিয়ারটি রেখে গেছেন রক্ষীদের পাশে. ছুরির ফলায় লেগে থাকা রক্তও লাগিয়ে দিয়েছেন তাদের হাতে ও জামায়, এসব জানা সত্ত্বেও তিনি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যাতে মনে হবে এই প্রথম এগুলি তার চোখে পড়ল।

এই এরাই মাতাল হয়ে খুন করেছে রাজাকে', বলেই তলোয়ারের এক কোপে দুই ঘুমন্ত দেহরক্ষীর মাথা কেটে ফেললেন ম্যাকবেথ.

পাশের ঘরেই শুয়েছিলেন দুই রাজপুত্র ম্যালকম আর ম্যাকডোনাল্ড. তারা উভয়েই বুদ্ধিমান। সহজেই তারা বুঝতে পারলেন সিংহাসনের লোভে কেউ হত্যা করেছে রাজাকে. তারা ভয় পেলেন এই ভেবে যে এবার হয়তো তারা রাজপুত্রদের হত্যা করবে. রাজার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ম্যাকবেথ ও অন্যান্য সবাই শোক প্রকাশ করছিলেন, সেই সুযোগে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেলেন দুই রাজপুত্র. ম্যালকম পালিয়ে গেলেন ইংল্যান্ডে আর ডোনালবেন আয়ার্ল্যান্ডে. এবার সুযোগ পেয়ে জোর গলায় বলতে লাগলেন ম্যাকবেথ, 'এই রাজপুত্ররাই খুন করেছে রাজাকে নইলে সমাধি দেবার আগেই কেন তারা পালিয়ে গেল?' সে মুহূর্তে সবার মানসিক অবস্থা এরূপ যে কেউ আর প্রতিবাদ করল না ম্যাকবেথের কথায়।

রাজা চলে যায় তবুও সিংহাসন খালি থাকে না দুই রাজপুত্রই পালিয়ে গেছেন একই বংশের রক্ত বইছে তার শিরায় এমন লোক একজনই আছেন, তিনি হলেন ম্যাকবেথ—গ্লামিশ ও কডর এর থেন। অমাত্যরা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করে শেষমেশ শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন ম্যাকবেথকে এবার সফল হল তিনি তৃতীয় ডাইনির ভবিষ্যদ্বাণী।

রাজসিংহাসনে বসে ম্যাকবেথের মনোবাসনা পূর্ণ হলেও সংকট দেখা দিল অন্যদিক থেকে সে সংকটের কারণ আর কেউ নয়, তার একসময়ের সহযোগী সেনাপতি ব্যাংকো জলার সেই তিন ডাইনি ম্যাকবেথের বংশধরদের রাজা হবার কথা বলেনি, বলেছিল ব্যাংকোর বংশধরদের অনেকেই স্কটল্যান্ডের সিংহাসনের বসবে ব্যাংকোর বংশধররা রাজা হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীই ম্যাকবেথের মনকে অহরহ খোঁচা দিতে লাগল। তিনি স্থির করলেন ভাড়াটে খুনির সাহায্যে হত্যা করবেন ব্যাংকো আর তার ছেলে ফ্লিয়ানসকে রাজা হবার আনন্দে ফরেস-এর প্রাসাদে এক ভোজসভার আয়োজন করে আমন্ত্রণ জানালেন অমাত্য, সেনাপতি আর থেনদের ব্যাংকো জানালেন একটা বিশেষ কাজে ছেলেকে নিয়ে তিনি দূরে যাচ্ছেন ফিরতে হয়তো কিছুটা দেরি হবে। তবে কথা দিলেন দেরি হলেও তিনি অবশ্যই ভোজসভায় যোগ দেবেন ইতিমধ্যে দু-জন ভাড়াটে খুনির ব্যবস্থা করে রেখেছেন ম্যাকবেথ সে দুজন এমনই লোক যাদের অপরাধের দরুন এক সময় হত্যা করতে চেয়েছিলেন ব্যাংকো পরে অবশ্য কোনও কারণে তিনি তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন সেই থেকে তারা বেজায় রেগে আছে ব্যাংকোর উপর, একথা জানতেন ম্যাকবেথ। তাই ম্যাকবেথ ভাবলেন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবার তাদের কাজে লাগাবেন তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন ব্যাংকো তার কাজ সেরে আসার মাঝপথেই তারা যেন ব্যাংকো আর তার ছেলেকে খুন করে, কাজ সেরে ম্যাকবেথের ভোজসভায় যোগ দেবার জন্য ফিরে আসছিলেন ব্যাংকো পথের মাঝেই ম্যাকবেথের ভাড়াটে খুনিদের হাতে খুন হলেন তিনি। ছুরির ঘা খেয়ে ব্যাংকো লুটিয়ে পড়ার আগে ব্যাংকো তার ছেলে ফ্লিয়ানসকে পালিয়ে যেতে বললেন সেই সাথে আরও বললেন ভবিষ্যতে সে যেন তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় ভাড়াটে খুনিদের কাছ থেকে 'ব্যাংকো বেঁচে নেই' কথাটা শুনে যতটা খুশি হলেন ম্যাকবেথ, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ হলেন অক্ষত দেহে ফ্লিয়ানস পালিয়ে যাওয়ায়।

ওদিকে ফরেসের প্রাসাদে শুরু হয়েছে নৈশভোজ চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে ভোজন কক্ষের বিশাল লম্বা টেবিলের দুপাশে সারি দিয়ে বসেছেন রাজার অমাত্য, বিশিষ্ট থেন আর সেনানীরা, তাদের বউ আর মেয়েরাও সুন্দর পোশাক আর দামি গয়না গাটি পরে হাজির হয়েছেন সেখানে। নতুন রাজা হবার আনন্দে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করছেন ম্যাকবেথ কিছুক্ষণ বাদে অবাক হয়ে ম্যাকবেথ দেখলেন তার নির্দিষ্ট আসনে বসে আছেন ব্যাংকো

দরদর করে রক্ত ঝরছে তার শরীর থেকে চারিদিকে তাকিয়ে ম্যাকবেথ লক্ষ করলেন তিনি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না ব্যাংকোকে এমন কি তার স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথ পর্যন্ত নয়। ওটি যে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন তিনি প্রচণ্ড ভয় আর উত্তেজনায় যেন পাগল হয়ে গেলেন ম্যাকবেথ ব্যাংকোর প্রেতাত্মার দিকে তাকিয়ে জোর গলায় তিনি বলতে লাগলেন, 'কেন এখানে এসেছ তুমি? যে যাই বলুক, তুমি কখনও বলতে পারবে না এ কাজ আমি করেছি কবরের ভেতর থেকে মড়াগুলি যদি এভাবে বেরিয়ে আসে, তাহলে তো সমাধিস্তম্ভগুলিও ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াবে

ভোজসভায় উপস্থিত কেউ বুঝতে পারল না আপন মনে কী সব বলছেন ম্যাকবেথ তারা সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে

অমাত্য রস আমন্ত্রিত অতিথিদের বললেন 'মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবার আপনারা দয়া করে উঠুন '

স্বামীর এ হেন অবস্থা দেখে বেজায় মুশকিলে পড়ে গেলেন লেডি ম্যাকবেথ। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতজোড় করে অতিথিদের বললেন, 'না, না, আপনারা উঠবেন না এটা মহারাজার পুরনো মানসিক রোগ মাঝে মাঝে তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সে সময় তিনি সাময়িক অসুস্থ হয়ে পড়েন আপনারা যেমন খাচ্ছিলেন সেভাবেই খেয়ে যান দেখবেন, একটু বাদেই তিনি আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার অনুরোধ, এখন আপনারা কেউ ওর মুখের দিকে চাইবেন না তাহলে ওর উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে।'

অমাত্য রসের কথায় ইতিমধ্যে অনেক অতিথিই খাওয়া ছেড়ে উঠেছিলেন এমন তোফা ভোজটা কিনা মাটি হয়ে গেল ভেবে অনেকেরই মুখ বেজার হয়ে গিয়েছিল। এবার রানি নিজে অনুরোধ করায় খুশি মনে খেতে বসলেন সবাই রানি স্বামীর কাছে গিয়ে তাকে ধমকে চাপা স্বরে বললেন, 'কী শুরু করেছ তুমি? অতিথিরা সবাই কি ভাবলেন বলতো? ভালো করে চেয়ে দেখ তো কিছুক্ষণ আগে তোমার আসন যেমন খালি ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে। তাছাড়া নিজের কানেই তো শুনলে ব্যাংকো মারা গেছে তাহলে কী করে তিনি তোমার জায়গায় বসবেন? মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ তুমি এ সব তোমার অমূলক ধারণা।'

নিজের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে পুনরায় আঁতকে উঠলেন ম্যাকবেথ দেখলেন আগের মতোই সেখানে বসে আছে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা

প্রেতাত্মার দিকে ইশারা করে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ম্যাকবেথ, 'যা, পালা! দূর হ্ এখান থেকে আমি তোকে একটুও ভয় পাই না '

স্বামীকে ধমকে চাপা স্বরে পুনরায় বললেন লেডি ম্যাকবেথ, 'তোমার কি কোনও হুঁশ নেই? তোমার হাবভাব দেখে সবাই চাপা স্বরে ফিসফাস করছে তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমার আচরণে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে! ব্যাংকোর প্রেতাত্মা যে এখানে আসেনি তার প্রমাণ—সে এলে সবাই তাকে দেখতে পেত। রাজার মৃত্যুর আগে তুমি যেমন মনের ভুলে হাওয়ায় ছুরি ভাসতে দেখতে, এখনও তেমনি ব্যাংকোর প্রেতাত্মাকে দেখছ আমি পুনরায় বলছি এ সব তোমার ভ্রম যাও, তুমি নিজের জায়গায় গিয়ে খেতে বস নইলে সব কিছু পণ্ড হয়ে যাবে

স্ত্রীর কাছে বকুনি খাবার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন ম্যাকবেথ নিজের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেটা বিলকুল ফাঁকা ধারে কাছেও নেই ব্যাংকোর প্রেতাত্মা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সবার মঙ্গল কামনা করে তিনি যখন পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেবেন ঠিক সে সময় তার সামনে হাজির ব্যাংকোর প্রেতাত্মা স্ত্রীর ধমক, হুঁশিয়ারি ও পরিস্থিতির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন ম্যাকবেথ, ব্যাংকোর প্রেতাত্মাকে প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে বললেন 'বাঘ, সিংহ, গণ্ডার তুমি যাই হও না কেন, আমি একটুও ভয় পাই না তাতে কিন্তু তোমার ওই বীভৎস প্রেতমূর্তি আমার চোখে অসহ্য যাও, দূর হয়ে যাও.আমার সামনে থেকে আর কখনও এসনা

ম্যাকবেথের চিৎকার চেঁচামেচিতে তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ব্যাংকোর প্রেতাত্মা বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় অতিথিরা বিরক্ত হয়ে খাওয়া শেষ হবার আগেই আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন রাজার সন্দেহজনক আচরণের ব্যাপারে কথা বার্তা বলতে বলতে ফরেস-এর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গেলেন তারা

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একমাত্র ম্যাকডাফই আসেনি, তা নজরে পড়েছে ম্যাকবেথের তিনি গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন মৃত রাজা ডানকানের বড়ো ছেলে ম্যালকম ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানকার রাজা এডওয়ার্ডের আশ্রয়ে রয়েছেন ম্যাকডাফও রয়েছেন সেখানে।

সিংহাসনে বসেই প্রজাপালনের বদলে ম্যাকবেথ শুরু করলেন নিপীড়ন তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল স্কটল্যান্ডের লোক। রাজা ডানকানের হত্যা, দুই ছেলের ইংল্যান্ডে পলায়ন, ব্যাংকোর মৃত্যু, এরূপ ঘটনা দেখে ম্যাকবেথের উপর নানারূপ সন্দেহ জাগল প্রজাদের মনে

ম্যাকবেথের অত্যাচারে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমা হতে লাগল প্রজাদের মনে তাদের অনেকেই ঈশ্বরের কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাতে লাগল ম্যালকম যেন ইংল্যান্ডের রাজার সাহায্য নিয়ে ম্যাকবেথকে সিংহাসনচ্যুত করেন তার বিরুদ্ধে জনতার আক্রোশ যে দিন দিন বেড়ে চলেছে তা জানতে পেরে ঘাবড়ে গেলেন ম্যাকবেথ

রাজা হবার ব্যাপারে যে তিনজন ডাইনির ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, তাদের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠলেন ম্যাকবেথ তাদের খোঁজে চারদিকে লোক পাঠালেন তিনি। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন প্রাসাদ থেকে দূরে বনের ভেতর এক পাহাড়ি গুহায় তাদের ডেরা। কিন্তু স্ত্রীকে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানালেন না তিনি। একদিন রাতে যখন তার স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলেন সেই পাহাড়ের উদ্দেশে।

সাধনার উপকরণ হিসেবে ডাইনিরা তাদের আস্তানায় নরকের আগুন জ্বেলে তাতে বসিয়েছে লোহার এক বিরাট কড়াই তাতে সেদ্ধ হচ্ছে বিষধর সাপের দাঁত, কুকুরের জিভ, ব্যাং-এর ঠ্যাং, নেকড়ের দাঁত, ছাগল, চমরি গাই, নাস্তিক ইহুদির লিভার, তুর্কি সেপাইর কাটা নাক কাতোর সৈনিকের কাঁটা ঠোঁট— এমনই আরও কত জিনিস ম্যাকবেথ যে তার ভবিষ্যৎ জানতে আসবে একথা আগেই ডাইনিদের জানিয়ে দিয়েছেন উপদেবী হ্যাকেট— যিনি আবার অশুভ ও অমঙ্গলের নিয়ন্ত্রক

'আমার সব প্রশ্নের জবাব দাও ম্যাকবেথের মুখে একথা শোনা মাত্রই ডাইনিত্রয় শুয়োরের রক্ত এবং হত্যাকারীর চর্বি আগুনে ঢেলে জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল। সাথে সাথেই শোনা গেল বাজ পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ সেই আওয়াজের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল লোহার শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক বিদ্রোহী মুণ্ডু

গদ্গদ স্বরে ম্যাকবেথ বললেন 'হে প্রেতাত্মা! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও

প্রথম ডাইনি বলল, 'তুমি কী প্রশ্ন করবে তা ও জানে শুধু মন দিয়ে শুনে যাও ও কী বলে '

সেই ধড়বিহীন মুণ্ডু তার নাম ধরে ডেকে বলল 'ম্যাকবেথ! তুমি সাবধান থেকো ফিফির অধিপতি ম্যাকডাফ সম্পর্কে ওর চেয়ে বড়ো শত্রু আর কেউ নেই তোমার আমার যা বলার তা বলে দিলাম ' এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল দেহহীন মুণ্ডু

ম্যাকবেথ বললেন 'তুমি যেই হও আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আমার যে আরও কিছু জানার ছিল

দ্বিতীয় ডাইনি বলল, 'ও আর তোমার প্রশ্নের জবাব দেবে না চোখ-কান খোলা রাখ এবার যে আসছে সে প্রথম জনের চেয়েও শক্তিশালী ' তার কথা শেষ হতেই আগুনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল এক শিশুর প্রেতাত্মা তার সারা দেহ থেকে ঝরছে তাজা রক্ত

সেই প্রেতাত্মা বলে উঠল 'ম্যাকবেথ। স্বাভাবিক ভাবে জন্মেছে এমন কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের শক্তিকে ভয় পেও না তুমি সাহসের সাথে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়ে যাও ' এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল শিশুর প্রেতাত্মা

আপন মনে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, 'তাহলে ম্যাকডাফ, তুমিই আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু তাই কিছু করার আগেই এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব তোমাকে। তুমি বেঁচে থাকতে প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতেও ঘুমোতে পারব না আমি।'

তার কথার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবির্ভূত হল আর এক প্রেতাত্মা এও দেখতে শিশু, তবে এর মাথায় মুকুট আর ডান হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটি গাছ

ম্যাকবেথ ডাইনিদের কাছে জানতে চাইলেন, 'মাথায় মুকুট হাতে গাছ, এর মানে কী?'

তৃতীয় ডাইনি জবাব দিল, 'কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে শোন ও কী বলতে চায় '

তার নাম ধরে সেই প্রেতাত্মা বলল, 'ম্যাকবেথ যতক্ষণ পর্যন্ত না বার্নাসের ঘন অরণ্য ডানসিনান পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে ম্যাকবেথের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও শত্রু তোমার ক্ষতি করতে পারবে না '

তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ম্যাকবেথ বললেন, 'জঙ্গল কখনও পাহাড়ের উপর উঠতে পারে না। এটা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ তবে এতকথা যখন বললে, তখন আর একবার বল ব্যাংকোর ছেলেরা কি সত্যিই রাজা হবে?'

তিন ডাইনি এক সাথে বলে উঠল, 'বাধা দিলেও ও শুনবে না। তার চেয়ে ওকে সেই দৃশ্যটা এমন ভাবে দেখিয়ে দাও যাতে প্রচণ্ড দুঃখেও ওর মন ভারাক্রান্ত থাকে।'

তাদের কথা শেষ হতে না হতেই রাজার পোশাকপরা আট জন পুরুষের ছায়ামূর্তি আগুন থেকে বেরিয়ে ম্যাকবেথের সামনে দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল সবশেষে বেরিয়ে এল ব্যাংকোর প্রেতাত্মা ব্যাংকোর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল সেই প্রেতাত্মা কিছুক্ষণ আগেই রাজার পোশাকপরা যে আটজন ছায়ামূর্তি ম্যাকবেথের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল, তারা যে ব্যাংকোরই বংশের, সেটা তার হাসিমুখ দেখে সহজেই আন্দাজ করলেন ম্যাকবেথ ডাইনিদের ডেরা থেকে বেরিয়ে নিজ প্রাসাদে ফিরে এলেন ম্যাকবেথ কিছুক্ষণ বাদে এক গুপ্ত ঘাতককে পাঠিয়ে দিলেন ম্যাকডাফের প্রাসাদে সে সময় ম্যাকডাফের স্ত্রী আর শিশুপুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না প্রাসাদে। ম্যাকবেথের পাঠানো গুপ্তঘাতক খুন করল তাদের।

ম্যাকবেথের অত্যাচারে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল মানুষের ক্ষোভ এবার তার সাথে যোগ হল কিছু অমাত্য এবং সামন্ত রাজাদের ক্ষোভ রস ছিলেন এঁদের নেতা যিনি একদা রাজা ডানকানের অমাত্য ছিলেন ম্যাকবেথকে না জানিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে এসে দেখা করলেন ম্যালকমের সাথে দেশে ফিরে এসে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পরামর্শ দিলেন ম্যালকমকে তিনি বললেন, 'যুবরাজ! আপনি যদি দেশে ফিরে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাহলে আমাদের মেয়ে বউরাও ঘর ছেড়ে যোগ দেবে আপনার সাথে '

ম্যালকম বললেন, 'দেশের পরিস্থিতি যদি সত্যিই এরূপ তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব রস আপনি জেনে রাখুন সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে আমায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজা এডওয়ার্ড ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওর প্রধান সেনাপতি সিওয়ার্ডও আমার সাথে যাবেন বলে জানিয়েছেন '

রস খুব খুশি হলেন এই দেখে যে বিদেশে এসেও চুপচাপ বসে না থেকে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ম্যালকম। এরপর তিনি ম্যাকডাফকে জানালেন কীভাবে গুপ্তঘাতক এসে তার খোঁজ না পেয়ে হত্যা করে গেছে তার স্ত্রী পুত্রকে রসের মুখে এই দুঃসংবাদ শুনে ম্যাকডাফের চোখের জল আর বাধা মানল না। কিছুক্ষণবাদে চোখের জল মুছে তিনি ম্যালকম আর রসের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন, ম্যাকবেথকে নিজ হাতে হত্যা করে এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন।

এদিকে পাগলের দশা হয়েছে লেডি ম্যাকবেথের যতক্ষণ জেগে থাকেন, মাঝে মাঝেই জল দিয়ে দু-হাত ধুয়ে নেন হাত ধোবার সময় বিড়বিড় করে বলেন, 'এত রক্ত কেন আমার হাতে? বারবার জল ঢালছি অথচ রক্তের দাগ মুছে যাচ্ছে না।' দিন রাত সব সময় একটা উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন তিনি। ঘুম তার চোখ থেকে কোথায় যেন পালিয়ে গেছে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে গোটা প্রাসাদ জুড়ে তিনি পায়চারি করেন। রাজবৈদ্য এসে তাকে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দিয়ে গেলেন কিন্তু তাতে তার রোগ সারল না। হতাশ হয়ে রাজবৈদ্য বললেন, 'এ দেহের রোগ নয়, মনের। যতদূর জানি সাবধানে থাকাই এর একমাত্র ওষুধ। এ রোগের ক্ষেত্রে কখনও কখনও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয় তাই সাবধান করে দিচ্ছি রোগিণীর হাতের কাছে ধারালো অস্ত্র আগুন, বিষ, দড়ি, এসব জিনিস যেন না থাকে '

মানসিক রোগে লেডি ম্যাকবেথ আক্রান্ত হবার কিছুদিন বাদেই ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কটল্যান্ড আক্রমণ করলেন তার প্রধান সেনাপতি সিওয়ার্ড তার সাথে যোগ দিলেন যুবরাজ ম্যালকম, ম্যাকডাফ, রস এবং অন্যান্য বিদ্রোহী স্কটিশ থেন ও সৈন্যরা।

এখবর পেয়েও নিশ্চিন্তে বসে রইলেন ম্যাকবেথ, কারণ ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানেন শত্রু তার বাড়ির দোরগড়ায় এসে পড়লেও তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তারা

শত্রুসৈন্যের দ্বারা দেশ আক্রান্ত হয়েছে আর তাদের আগে রয়েছেন যুবরাজ ম্যালকম, শুধু এটুকু শুনেই মারা গেলেন লেডি ম্যাকবেথ একটু বাদেই দূত এসে জানাল বার্নামের জঙ্গল ধীরে ধীরে উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ে

খবরটা শুনে দূতকে ধমকিয়ে বলে উঠলেন ম্যাকবেথ, 'কী বলছিস যা তা? হতভাগা কি দিন দুপুরে নেশা করেছিস? ও বলে কিনা জঙ্গল পাহাড়ে উঠে আসছে আরে, জঙ্গলের কি আমাদের মতো হাত পা আছে যে তারা উপরে উঠে আসবে?'

দূত বলল, আজ্ঞে মহারাজ, আমি নেশাও করিনি আর মিথ্যেও বলছি না আমার কথায় বিশ্বাস না হলে অনুগ্রহ করে আপনি বরং একবার নিজে গিয়ে দেখে আসুন

দূতের কথা সত্যি কিনা যাচাই করতে ম্যাকবেথ ছুটে এলেন প্রাসাদের বারান্দায়, দেখলেন সত্যি সত্যিই বার্নামের জঙ্গল উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ের চূড়ায়। কিছুক্ষণ ভালোভাবে লক্ষ করে দেখার পর ম্যাকবেথ বুঝতে পারলেন ওগুলো আসল জঙ্গল নয় ইংরাজ সৈন্যরা বনের

গাছ-পালা দিয়ে এমন ভাবে তাদের শরীরকে আড়াল করে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠে আসছে, যাতে দূর থেকে তাদের দেখলে মনে হবে সত্যিই যেন একটা গোটা জঙ্গল উঠে আসছে পাহাড়ের উপর

ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতে দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন ম্যাকবেথ

এমন সময় আরেকজন দূত এসে বলল, 'মহারাজ ইংরেজ সেনাপতি সিওয়ার্ড তার বিশাল বাহিনী সহ পৌঁছে গেছেন আমাদের প্রধান ফটকের প্রায় কাছাকাছি তার সাথে রয়েছেন যুবরাজ ম্যালকম ম্যাকডাফ এবং অমাত্য রস এছাড়াও তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন দেশের অনেক বিশিষ্ট থেন অমাত্য এবং সৈনিকেরা।

দূতের কথা শেষ হতে না হতেই বেজে উঠল ইংরেজ সৈন্যদের রণ-দামামা। প্রাসাদে যে কয়জন সৈনিক অবশিষ্ট ছিল, তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজ সৈন্যদের উপর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল দু-দলে কিছুক্ষণ বাদে বন্দীদের হতাহত করে সসৈন্যে প্রাসাদে এসে ঢুকলেন ম্যাকডাফ তলোয়ার উঁচিয়ে ম্যাকবেথের সামনে গিয়ে বললেন, 'শয়তান তুই এখানে? তোকে নিজ হাতে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি পাবে না আমার মৃত স্ত্রীর-পুত্রের আত্মা '

ম্যাকবেথ বললেন, 'আমাকে অযথা ভয় দেখিও না ম্যাকডাফ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাভাবিক ভাবে জন্ম নিয়েছে এমন কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমার দেহ মায়াবলে সুরক্ষিত ম্যাকডাফ বললেন, 'তাহলে তুমিও শুনে রাখ ম্যাকবেথ, আমি অযোনিসম্ভূত। অকালে সময়ের আগেই মাতৃগর্ভ ভেদ করে জন্ম হয়েছে আমার '

ম্যাকবেথ বললেন, 'তাহলে ম্যাকডাফ, তুমিই আমার একমাত্র শত্রু তোমার কথা শুনে আমার সংশয় মিটে গেছে। আমি চাই না তোমার সাথে যুদ্ধ করতে

'তাহলে তুমি আত্মসমর্পণ কর ' বললেন ম্যাকডাফ। 'তোমার হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে খাঁচায় বন্দি করে রাখব তোমাকে। তিলতিল করে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে তুমি '

'দোহাই তোমার', মিনতি জানিয়ে বললেন ম্যাকবেথ, 'অমন শাস্তি তুমি আমায় দিও না মানছি, অনেক অপরাধ করেছি আমি তবুও খাঁচার মধ্যে বন্দি জানোয়ারের মতো ঘৃণ্য জীবন যাপন করতে পারব না আমি তার চেয়ে আমায় মেরে ফেল, তবু ওরূপ সাজা দিও না।'

মনোবল বলতে তখন আর কিছুই নেই ম্যাকবেথের। ভয়ে ভয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাকডফ ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ম্যাকবেথ শত্রুকে বাগে পেয়ে ম্যাকডাফ এসে দাঁড়ালেন তার পাশে, এক কোপে কেটে ফেললেন ম্যাকবেথের মাথা। সেই কাটা মাথা হাতে নিয়ে ম্যাকডাফ গেলেন ম্যালকমের কাছে। ম্যালকমকে মাথাটা উপহার দিয়ে বললেন, 'এই সেই শয়তানের কাটা মুণ্ডু যে আমার বাবাকে হত্যা করেছিল, গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে আমায় না পেয়ে মেরে ফেলেছিল আমার স্ত্রী পুত্রকে যুবরাজ, আজ থেকে স্কটল্যান্ডের সিংহাসনের অধিকারী আপনি '

সমস্বরে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল, 'জয়! স্কটল্যান্ডের রাজা ম্যালকমের জয়

জুলিয়াস সিজার

প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক যুবতিকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস, 'ওহে শোন একটু আমি তোমাদেরই বলছি', বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রিবিউন মেরুলাসকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন যুবকটিকে দেখিয়ে তিনি জানতে চাইলেন মেয়েটির কাছে, 'ও তোমার কে হয়?'

কথা শুনে লজ্জা পেল মেয়েটি, বলল, 'আজ্ঞে ও আমার স্বামী।'

ফ্লেভিয়াস জানতে চাইলেন, 'কোথা থেকে আসছ তোমরা?'

ভয়ে ভয়ে যুবকটি উত্তর দিল, 'গ্রাম থেকে আসছি আমরা।'

'তা সেখানে কাজ-কম্মো কিছু কর?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্লেভিয়াস

উৎসাহিত হয়ে যুবকটি জবাব দিল, 'আজ্ঞে, গ্রামে আমার কামারশালা আছে, আমি তার দেখাশোনা করি '

চাপা গলায় তাকে ধমকে বললেন ফ্লেভিয়াস, 'সাত-সকালে কাজ-কম্মো ছেড়ে বউকে নিয়ে এতদূর এসেছ কেন? আবার দুজনের হাতেই দেখছি সাজিভরা ফুল। তা কোন দেবতার চরণে দেবে এগুলি?'

যুবতি বউটি হেসে জবাব দিল, 'জুলিয়াস সিজারকে শুনেছি অনেক দেশ জয় করে ফিরে আসছেন সিজার একটু বাদেই নাকি তিনি রথে করে এপথ দিয়ে যাবেন। তাকে দেবার জন্যই গাছের এই সামান্য ফুলগুলি নিয়ে এসেছি আমরা '

চাপা গলায় বললেন ফ্লেভিয়াস, 'সিজারকে দেবে বলে এনেছ? তোমরা কি খোঁজ রাখ যুদ্ধে সিজার কাকে হারিয়েছেন?'

'হ্যা জানি' জবাব দিল যুবকটি। 'যুদ্ধে পরাজিত করে পম্পিকে হত্যা করেছেন সিজার তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি এখানে '

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ফ্লেভিয়াসের সঙ্গী ট্রিবিউন মেরুলাস দু জন গ্রাম্য যুবক-যুবতির সঙ্গে এত কী কথা থাকতে পারে ফ্লেভিয়াসের একথা জানার কৌতূহল চাপতে না পেরে পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে এলেন তাদের দিকে, তাকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন ফ্লেভিয়াস 'এবার আপনিই দেখুন ব্যাপারটা যুদ্ধে পম্পিকে হারিয়ে তাকে মেরে ফেলেছেন সিজার এ খবর শুনে ওদের আর আনন্দের সীমা নেই সিজার এদিক দিয়ে ফিরবেন শুনে সাত-সকালে গাঁ ছেড়ে ওরা চলে এসেছে এখানে। এপথ দিয়ে যাবার সময় ওরা ফুল দিয়ে সিজারকে অভ্যর্থনা জানাবে '

ট্রিবিউন মেরুলাস বললেন, শুধু এরাই নয়, আরও শত শত মানুষ সে উদ্দেশে এখানে এসেছে, সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন '

আক্ষেপ করে বললেন ফ্লেভিয়াস, 'তাই তো দেখছি যে পম্পিকে যুদ্ধে হারিয়ে তাকে হত্যা করেছেন সিজার, সেই পম্পিকে সম্মান জানাবার জন্য একদিন রোমের রাজপথে ভিড় জমাত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমি নিজে দেখেছি পম্পিকে সম্মান জানানোর জন্য দুধের বাচ্চাকে কোলে

নিয়ে ফুলের সাজি হাতে যুবতিরা সকাল সন্ধে অপেক্ষা করেছে অদৃষ্টের পরিহাসে সে ছবিটা আজ পুরোপুরি পালটে গেছে পম্পির হত্যাকারীকে সম্মান জানাতে তারা সব কাজ-কর্ম ফেলে দলে দলে ছুটে আসছে ' যে গ্রাম্য-দম্পতিকে উদ্দেশ করে এসব কথা বলা, তারা তো অনেক আগেই চলে গেছে তবুও ভিড়ের মাঝে অনেকেরই কানে এল ফ্লেভিয়াসের আক্ষেপ

ভিড়ের মাঝে সমবেত লোকদের লক্ষ্য করে আপন মনে বলতে লাগলেন ফ্লেভিয়াস, 'এই সেদিন পর্যন্ত রোমের নিয়ন্ত্রক ছিলেন সেনাপতি পম্পি আশ্চর্য! তোমরা কিনা এত সহজে তাকে ভুলে গেলে? সিজারের সাথে যুদ্ধে পম্পি হেরে যাওয়ায় আজ তোমরা সিজারের গুণ গান করছ। পম্পির উপকারের কথা তোমরা এত সহজেই ভুলে গেলে? তোমরা নিশ্চয়ই জান উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না সে অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কিছু নয়। যাও, চলে যাও তোমরা বাড়ি গিয়ে দেবতার সামনে হাঁটু গেড়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর তোমরা। নইলে দেবতার রোষে ধ্বংস হয়ে যাবে রোম '

ট্রিবিউন বলতে বোঝায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীকে, যাদের হাতে রয়েছে আইন কানুন যার বলে তারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী রোমের সাধারণ মানুষেরা মনে করে তারা গরিব জনসাধারণের প্রতিনিধি তাই ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াসের ধমক খেয়ে আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল যারা সিজারকে সম্মান জানাতে এসেছিল, ফ্লেভিয়াসের ধমক খেয়ে মুখ কালো করে তারা সবাই ফিরে গেল। সাধারণ মানুষ মোটেও ভাবে না পম্পি বা সিজারকে তাদের জন্য কী করেছে। যে সব উচ্চাভিলাষী তাদের পথের বাধা দূর করে তর তর করে এগিয়ে যেতে পারে তাকে নিয়েই মাতামাতি করে লোকেরা, মাথায় তুলে নাচে, ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানায় তাকে।

প্রায় দু হাজার বছর ধরে রোমের বীর সেনাপতিরা দুর্দান্ত লড়াই করে একের পর এক নতুন রাজ্যের সৃষ্টি করেছেন 'এমনই এক বীর সেনাপতি ছিলেন পম্পি। এই সেদিন পর্যন্ত রোমের প্রতিটি মানুষ তাকে দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা বলে মানত। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হবার পর সিজার নিজ হাতে হত্যা করেন পম্পিকে আজকে আমরা যাকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন বলে জানি, সেখানে তারা পরিচিত ছিল গল ও ব্রিটানি নামে ওই দুটি রাজ্যে পাকাপাকিভাবে রোমান শাসন প্রবর্তন করে বহুদিন বাদে বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে আসছেন সিজার।

রোমে এমন বহু লোক এখনও আছে যারা পম্পি মারা যাবার পরও তাকে সমর্থন করে জুলিয়াস সিজারকে ভাবে দেশের শত্রু। অন্য দল মনে করে সিংহাসনে বসলে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হবেন সিজার। দেশ ও দশের পক্ষে তা মোটেই কল্যাণকর নয়। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে রয়েছে অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ যারা আবার সিজারের বন্ধুও বটে এদের মধ্যে অনেকেই ভালো যোদ্ধা তারা মনে করেন সুযোগ এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তারা অনেকেই সিজারের মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন দিন দিন যে ভাবে জুলিয়াস সিজারের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে তা দেখে অনেকের চোখের ঘুম উবে গেছে সিজারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংকল্প নিয়ে তারা একজোট হয়েছেন। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দেশের জনমত যাতে সিজারের বিরুদ্ধে যায় তারা চাইছেন দেশের মানুষকে সিজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে কিন্তু জয়ের আনন্দে ডুবে থাকা সিজার এ ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র আভাসও পাননি শুরুতে আমরা ফ্লেভিয়াস আর মেরুলাস নামে যে দুজন ট্রিবিউনকে দেখতে পেয়েছি তারা উভয়েই সিজারবিরোধী তাদের কথাবার্তাই এর প্রমাণ

জনতার ভিড় ফাঁকা হয়ে যেতে সহযোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস, 'তাহলে মেরুলাস আপনি রাজধানীর দিকেই যান '

মেরুলাস বললেন, 'সে না হয় যাচ্ছি। আপনি তো ধমক দিয়ে সবাইকে বাড়ি পাঠালেন। এবার কী করবেন আপনি ?'

ফ্লেভিয়াস উত্তর দিলেন, 'আমি শুনেছি কিছু লোক নাকি শহরের মধ্যে সিজারের একটা মূর্তি বসিয়ে তাকে ফুল-মালায় সাজিয়েছে। আমি চাই মূর্তিটা খুঁজে বের করে সেটা ভেঙে দিয়ে আসতে '

'যাই করুন না কেন, সেটা চিন্তা ভাবনা করে করবেন', তাকে সাবধান করে বললেন মেরুলাস, 'আজ আবার লুপারকাল উৎসবের দিন। শহরের সব বাড়িতেই ভালোমত খানাপিনা হবে '

'সে যাই হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' বললেন ফ্লেভিয়াস, 'আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি রোমের রাস্তা ঘাটে সিজারের মূর্তি দেখতে পেলে আমি তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। আমি চাই আপনিও তা করুন। সিজারের সম্মানের জন্য কোথাও সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা হয়েছে দেখলে আপনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন সিজারের বড্ড বাড় বেড়েছে। ওর ক্ষমতা বেড়ে যাবার আগেই ধ্বংস করতে হবে তাকে নইলে ঝামেলায় পড়ে যাব আমরা।' এসব কথা বলতে বলতে দু জন দু-দিকে চলে গেলেন

রাজধানী রোম শহরের মধ্যে সাধারণত যে জায়গায় সভাসমিতি হয় জুলিয়াস সিজার চলে এলেন সেখানে, সাথে পত্নী কালফুর্নিয়া, মার্ক অ্যান্টনি, ব্রুটাস, কাসকা, সিসেরো ও ডেসিয়াস সিজারের পেছন পেছন এল জনতার এক বিশাল বাহিনী তাদের মধ্যে ছিলেন দুই ট্রিবিউন ফ্লেভিয়াস আর মেরুলাস সেই সাথে ছিল ভবিষ্যৎবক্তা এক জ্যোতিষী।

স্ত্রীকে ডেকে সিজার বললেন, 'কালফুর্নিয়া, তুমি গিয়ে সোজাসুজি দাঁড়াও অ্যান্টনির যাবার পথে। আর অ্যান্টনি! তুমি কিন্তু ভুলে যেও না যাবার পথে কালফুর্নিয়াকে একবার ছুঁয়ে যেতে।' কিন্তু দুজনের কেউ বুঝতে পারল না একথা বলার মানে কী। তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল সিজারের দিকে

মৃদু হেসে বললেন, 'বুঝতে পারছ না, তাই না? পুরনো দিনের লোকেরা বলতেন লুপারকাল উৎসবের তারিখে যাবার পথে যদি কোনও বীর যোদ্ধা বন্ধ্যা নারীকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে সে নারী গর্ভবতী হয়ে ওঠে।'

সিজারের আদেশ শুনে অ্যান্টনি বললেন, 'আমি অবশ্যই আপনার কথা মনে রাখব সিজার '

সে সময় ভিড়ের মাঝ থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল সেই ভবিষ্যৎবক্তা জ্যোতিষী, 'মহামান্য সিজার আইডস অব মার্চ (১৫ মার্চ) দিনটা আপনার পক্ষে অশুভ আগে থেকেই আপনি সে ব্যাপারে সাবধান হবেন

'কে বলল কথাটা'? জানতে চাইলেন সিজার

'আজ্ঞে ও একজন জ্যোতিষী, জবাব দিলেন ব্রুটাস, ও বলছে আইডস অব মার্চ দিনটি আপনার পক্ষে অশুভ তাই আগে থেকে ও ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছে সে '

সিজার আদেশ দিলেন, 'যাও, লোকটাকে ধরে নিয়ে এস আমার সামনে আমি দেখতে চাই তাকে ' সিজারের কথা শেষ হতে না হতেই ভিড়ের মাঝ থেকে লোকটাকে টানতে টানতে সিজারের সামনে এনে হাজির করল কাসকা

সিজার বললেন 'তুমি জ্যোতিষী ? আবার বল তো কিছুক্ষণ আগে তুমি আমায় যা বলছিলে'

জ্যোতিষী বলল, 'গণনায় দেখতে পাচ্ছি আইডস অব মার্চ দিনটি আপনার পক্ষে অশুভ তাই সাবধান হতে বলেছি আপনাকে।'

ভালোভাবে লোকটির মুখখানা দেখে সিজার বললেন, 'বেচারা বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। যাই হোক আমি এখন যাচ্ছি। উৎসবের যেন কোনও ত্রুটি না হয়'

কথা শেষ হবার পর পত্নী কালফুর্নিয়া আর মার্ক অ্যান্টনিকে সাথে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন সিজার শুধু ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল সিজারকে নিয়ে।

এবার ব্রুটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাসিয়াস, 'যাও হে, উৎসবের বাকিটুকু দেখে এস।'

নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল ব্রুটাস, 'না ভাই, ও সব হইচই খেলাধুলা অ্যান্টনির ভালো লাগতে পারে, ওতে আমার কোনও উৎসাহ নেই তুমি যা বলতে চাও, এইবেলা বলে ফেল আমায় আর উৎকণ্ঠার মাঝে রেখ না। এখন আমায় বাড়ি যেতে হবে।'

কাতর স্বরে বলল ক্যাসিয়াস, 'আজ-কাল দেখছি তুমি আমায় দেখতে পেলেই বেশ গম্ভীর হয়ে যাও। আরও লক্ষ করেছি আমার প্রতি তোমার স্নেহ-ভালোবাসাও সেরূপ নেই। দয়া করে এর কারণটা বলবে কি?

অবাক হয়ে বলল ব্রুটাস কী বলছ তুমি? তোমায় দেখলে আমি গম্ভীর হয়ে যাই? নিশ্চয়ই তুমি আমায় ভুল বুঝেছ ক্যাসিয়াস'

'তোমাকে দেখে গম্ভীর হবার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে মনের ভেতর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হচ্ছে তাতেই ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি আমি এসব নিয়ে এত বিব্রত আমি যে কোনও বন্ধুর সাথে দেখা হলেও বন্ধুসুলভ আচরণ করা হয়ে ওঠে না তার সাথে

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ব্রুটাস? এতো সোনায় সোহাগা যে বিষয়ে আলোচনা করতে চায় ক্যাসিয়াস তার দরজা নিজেই খুলে দিল ব্রুটাস হঠাৎ বলে উঠলেন ক্যাসিয়াস, 'আচ্ছা ব্রুটাস, তুমি কি নিজের মুখ নিজে দেখতে পাও?

পাল্টা প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস, 'তা কী সম্ভব? আরসি ছাড়া কি নিজের মুখ দেখা যায়?'

সায় দিয়ে ক্যাসিয়াস বললেন, 'এবার একটা খাঁটি কথা বলেছ তুমি। এমন কোনও আরসি নেই যার মধ্যে তুমি দেখতে পাবে তোমার ভেতরের যোগ্যতা আর গুণাবলি আমি নিজে দেখেছি এই শহরে সিজার ছাড়া বহু নামি লোক আছেন যাদের মুখে অহরহ শোনা যায় ব্রুটাসের নাম তারা সবাই মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার' এতে কোনও দ্বিরুক্তি নেই যে ব্রুটাসের মন জয় করবার উদ্দেশ্যেই এ সব কথা বলছে ক্যাসিয়াস

'স্পষ্ট করে বল তো ক্যাসিয়াস, কী বলতে চাও তুমি? জানতে চাইল ব্রুটাস, 'কেন তুমি বলছ আমার গুণাবলির দিকে নজর দিতে?'

ক্যাসিয়াস বলল তাহলে শোন তুমি এবার থেকে আমি হব সেই আয়না যার মধ্যে ফুটে উঠবে তোমার গুণাবলি-- যার সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানা নেই তোমার' তার কথা শেষ হতে হতেই কানে এল বহু মানুষের কোলাহল, আনন্দ আর জয়ধ্বনি

'ক্যাসিয়াস ও কীসের জয়ধ্বনি?' জানতে চাইল ব্রুটাস তাহলে কি সবাই মিলে রাজা বানিয়ে দিল সিজারকে?'

ব্রুটাসকে একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে না পেরে ক্যাসিয়াস বললেন, 'মনে হচ্ছে সিজার রাজা হোক এতে তোমার আপত্তি আছে।'

'আপত্তি আছেই তো?' বললেন ব্রুটাস, 'তা সত্ত্বেও সিজারকে আমি ভালোবাসি, সে কথা মনে রেখ তুমি। আমি আবারও বলছি সত্যি করে বল তো আমার কাছে কী চাও তুমি! যদি জনসাধারণের কল্যাণমূলক কিছু বলতে চাও, তাহলে নির্ভয়ে বলতে পার তুমি। যদি তার সাথে সম্মান এবং মৃত্যু — দুটোই জড়িত থাকে, তাহলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাব না আমি।'

'যাক, এতক্ষণে তুমি আঁচ করতে পেরেছ আমার বক্তব্যের কিছুটা,' বললেন ক্যাসিয়াস, 'তুমি ঠিকই বলেছ ব্রুটাস, আমি যা বলতে যাচ্ছি তার সাথে জড়িয়ে আছে দেশের মানুষের মঙ্গল এবং মর্যাদার প্রশ্ন। তুমিই ভেবে দেখ না কেন আমরা উভয়েই ছোটোবেলা থেকে যা খেয়ে বড়ো হয়েছি, সেই খাবার সিজারও খেয়েছে। সিজারের চেয়ে বেশি ছাড়া কম শক্তিধর নই আমরা। এই সেদিনের কথাই ধর না কেন, বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা টাইবার নদীর সামনে গিয়ে সিজার আমাকে বলল, 'এই নদীতে ঝাঁপ দিতে পারবে তুমি?' তার কথার উত্তর না দিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। সাথে সাথে সিজারও নেমে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে বেশ ভালোভাবে সাঁতার কেটে চলেছি আমরা, এমন সময় কানে এল সিজারের আর্ত কণ্ঠস্বর, 'আমায় বাঁচাও ক্যাসিয়াস! জলে ডুবে যাচ্ছি আমি।' জল থেকে সেদিন তাকে না তুললে নদীর অতলে তলিয়ে যেত সিজার। পম্পিকে হত্যা করে রোমের মানুষের কাছে সেই সিজার আজ দেবতা। আর তাকে প্রাণে বাঁচিয়েও এই হতভাগা ক্যাসিয়াস আজও সেই ক্যাসিয়াসই রয়ে গেল। সিজারের কথা রোমের মানুষের কাছে আজ দৈববাণী স্বরূপ। তুমি কি জান সিজার একজন মৃগী রোগী? প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে মৃগীরোগের তাড়নায় বেহুঁশ হয়ে থরথর করে কাঁপছে তার দেহ — সিজারের এরূপ অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি কীভাবে সেই লোকটা এত ক্ষমতাবান হয়ে উঠল।'

ক্যাসিয়াসের কথা শেষ হতে না হতেই পুনরায় শোনা গেল সিজারের নামে জনতার জয়ধ্বনি।

ব্রুটাসের গলায় আশঙ্কার সুর ফুটে বলল। সে বলল, 'মনে হয় রোমের লোকেরা নতুন কোনও সম্মানে ভূষিত করছে সিজারকে। তাই বারবার জয়ধ্বনি দিচ্ছে তার নামে।'

'সম্মানের কথা কী বলছ ব্রুটাস!' বললেন ক্যাসিয়াস, 'এই মুহূর্তে রোমে সিজার ছাড়া অন্য কেউ নেই যে এরূপ নাগরিক সংবর্ধনার যোগ্য। কী আশ্চর্য দেখ, এই লোকটা কীভাবে পুরো দেশটা শাসন করছে। আগে কখনও এমনটি দেখেছ? অথচ ভেবে দেখ সিজারের মধ্যে এমন কী আছে যা তোমার নেই। তুমি কি জান ব্রুটাস নামে তোমার এক পূর্বপুরুষ তার বীরত্ব ও দেশপ্রেমের জন্য লোকের কাছে কত আদরণীয় ছিলেন? দেশের সম্মান রক্ষা করার জন্য তিনি শয়তানের সাথে লড়তেও রাজি ছিলেন। ভাব তো সে সব কথা। আজ কিনা সিজারের মতো লোক দেশের রাজা হতে চলেছে? আর ব্রুটাস তুমি, সেই ব্রুটাসই রয়ে গেলে। এখন আমার প্রশ্ন এসব কি ঠিক হচ্ছে, আর কেনই বা এসব হতে দেব?'

ক্যাসিয়াসের দিকে চেয়ে ব্রুটাস বললেন, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। এবার আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি তুমি আমায় দিয়ে কী করাতে চাও। তবে এ ব্যাপারে এখনই আমি কিছু বলব না। যা বলার তা পরে বলব। তুমি আজ বাড়ি চলে যাও। পরে এ ব্যাপারে তোমার সাথে আলোচনায় বসব আমি।'

ব্রুটাসের কথা শেষ হতে না হতেই সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ফিরে এলেন সিজার ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াসকে দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন তাদের দিকে তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, 'মার্কাস অ্যান্টনিয়াস।'

সিজারের আহ্বানে অনুগত ভৃত্যের মতো তার সামনে এসে দাঁড়াল মার্ক অ্যান্টনি

সিজার বললেন, দেখ অ্যান্টনি কয়েকজন মোটাসোটা সবল মনের লোকের প্রয়োজন আমার তুমি সেরূপ কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দেবে। দেখবে লোকগুলো যেন ক্যাসিয়াসের মতো লিকলিকে না হয় ক্যাসিয়াসের যেমন হাড়-জিরজিরে চেহারা, তেমনি কোটরে বসা ওর দুচোখের চাহনি কত তীক্ষ্ণ আর জোরালো। মনে হয় ও খুব চিন্তা ভাবনা করে, মাথা ঘামায়। এসব লোক কিন্তু খুবই বিপজ্জনক।'

অ্যান্টনি বললেন, 'না মহামান্য সিজার, ক্যাসিয়াসকে আপনি সেরূপ লোক ভাববেন না। দেখতে রোগা হলেও উনি একজন সৎ এবং মহান রোমান।'

সিজার বাধা দিয়ে বললেন, 'অ্যান্টনি! তোমার কথা সঠিক নয় আমি আবারও বলছি ক্যাসিয়াস একটু মোটা হলে ভালো হত ভুলে যেও না ও প্রচুর পড়াশুনো করে সবকিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে ওর তোমার মতো ক্যাসিয়াসও খেলাধুলা, গানবাজনা কিছুই ভালোবাসে না এমনকি প্রাণ খুলে হাসতেও জানে না যারা প্রাণ খুলে হাসে তাদের ও ঘেন্না করে। এসব লোক যখন দেখে তাদের পরিচিত কেউ অনেক উপরে উঠে গিয়েছে, তখন তারা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে এদের থেকে যতটা সম্ভব ব্যবধান রেখে চলা উচিত। তাই বলে ভেব না যেন আমি এদের ভয়ে ভীত আমি জুলিয়াস সিজার কাউকে ভয় পাই না আমি '

অ্যান্টনির সাথে কথা বলতে বলতে সিজার অন্যদিকে চলে গেলেন তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে

ক্যাসিয়াসের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের একজন ক্যাসকা তার কাছ থেকে ব্রুটাস শুনতে পেলেন উপস্থিত জনতার সামনে অ্যান্টনি একটা রাজমুকুট পরিয়ে দিতে গিয়েছিল সিজারের মাথায়। কিন্তু পরপর তিনবারই সিজার অ্যান্টনির হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয় তা দেখে সবার ধারণা হয় সিজার রাজমুকুট পরতে চান না অর্থাৎ রাজা হবার কোনও বাসনা নেই তার এসব দেখে শুনে ক্যাসকার মনে হয়েছে জনতার কাছে মহৎ সাজার জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ রাজমুকুট ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন সিজার। নইলে রাজমুকুট পরার সাধ তার খুবই ছিল ক্যাসিয়াসও সায় দিল সে কথায়

সে রাতে ক্যাসিয়াস তার মতাবলম্বী আরও কয়েকজনকে বাড়িতে ডেকে এনে গোপনে নানারূপ আলোচনা করলেন এভাবেই শুরু হল সিজারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র বহুদিন হল রাজাকে উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে দেশের মানুষ কায়েম হয়েছে জনগণের শাসন একের পর এক যুদ্ধে জিতে আর দেশ জয় করে উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে সিজার রাজমুকুট মাথায় না পড়লেও সিজার যে রাজা হতে চান সে বিষয়ে দ্বিমত নেই কিন্তু রোমের শান্তিকামী জনগণ কিছুতেই রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে রাজি নয়

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর সবাইকে ব্রুটাসের বাড়িতে নিয়ে এলেন ক্যাসিয়াস রোমের সবাই জানে ক্যাসিয়াস লোকটা মোটেই সুবিধের নয় তাকে চিনতে ভুল হয়নি সিজারের কিন্তু ব্রুটাস এক বুদ্ধিজীবী লোক, ব্যক্তিগতভাবে তাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন সিজার এ ধরনের লোককে দলে ভেড়াতে না পারলে সিজারকে হঠাবার চক্রান্ত মোটেই সফল হবে না কাজেই সবার সম্মুখে

রোমের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্রুটাসের সাহায্য চাইলেন প্রয়োজন হলে দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হবে— বেশ নাটকীয় ঢং এ সবার সামনে একথাটা বললেন ক্যাসিয়াস

ব্রুটাস সবাইকে জানালেন রাতের অন্ধকারে কে বা কারা তার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর চিঠি ফেলে রেখে গেছে সব চিঠিরই বক্তব্য মোটামুটি একই রকম— রোমের মানুষ প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করে ব্রুটাসকে সেই সাথে সিজারের উচ্চাভিলাষের উল্লেখও রয়েছে সে সব চিঠিতে ব্রুটাস জানালেন দেশের মানুষ যে তাকে এত ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে তা তিনি জানতেন না

ব্রুটাসের কথা শুনে মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন ক্যাসিয়াস, কারণ বুদ্ধিটা তারই নানা লোককে দিয়ে চিঠিগুলো লিখিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজেই সেগুলি ফেলে দিয়েছিলে ব্রুটাসের ঘরে চিঠিগুলো পড়েই পালটে গেছে ব্রুটাসের মন সিজারকে উৎখাত করার কথা দানা বাঁধতে শুরু হয়েছে তার মনে

এবার চালে বাজিমাত করলেন ক্যাসিয়াস সফল হল তার উদ্দেশ্য। স্পষ্ট ভাষায় ব্রুটাস জানিয়ে দিলেন সিজারকে হটাবার চক্রান্তে তিনিও সামিল আছেন এবং সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন তিনি, কারণ সিজারের চেয়ে দেশ তার কাছে অনেক বেশি দামি। নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে সিজার যদি রোমের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করতে চান, তাহলে তাকে হটিয়ে দিতে পেছপা হবেন না তিনি

অনেক রাত ধরে সবাই আলোচনা করলেন কীভাবে হটানো যায় সিজারকে। এ বিষয়ে সবাই একমত হলেন যে সিজারকে হটাতে হলে তাকে মেরে ফেলা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। কিন্তু সমস্ত সৈন্যরা সিজারের অনুগত, দেশের প্রধান সেনাপতি তিনি। দেশের মানুষদের অধিকাংশই তার সমর্থক। স্বার্থের সংঘাত বেধে গেলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে, কেউ তা রোধ করতে পারবেনা। একবার যুদ্ধ বেধে গেলে ক্যাসিয়াস ও তার সহযোগীরা সবাই কচুকাটা হবে সিজারের সেনাবাহিনীর হাতে। কাজেই যুদ্ধ বেঁধে যাবার আগেই হত্যা করতে হবে সিজারকে এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেই ১৫ মার্চ রোমের সেনেটের সদস্যরা সে দিন এক বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন আর তাতে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়েছে সিজারকে। চারদিকে কানাঘুঁষো শোনা যাচ্ছে সেনেটের সদস্যরা নাকি সিজারের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান দেশে সাথে সাথে, এও শোনা যাচ্ছে জনতার কাছে মহান হবার জন্য তিনবার রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়েছেন সিজার। কিন্তু এবার সেনেটররা তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলে সানন্দে তিনি তা গ্রহণ করবেন এদিকে ক্যাসিয়াস ব্রুটাস চক্রও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তারা সংকল্প করেছে সেনেটের ওরা মাথায় রাজমুকুট পরাব আগেই তারা হত্যা করবে সিজারকে

ঘটনার আগের দিন রাতে ঘুমের ঘোরে বারবার দুঃস্বপ্ন দেখেছেন সিজার পত্নী কালফুর্নিয়া। ঐ দিন শুধু সেনেটে যাওয়া নয় রাজপ্রাসাদ থেকে বেরুতেও নিষেধ করেছেন স্বামীকে

কিন্তু সেই বীর জুলিয়াস সিজার, যার জীবনের প্রায় অর্ধেক কেটে গেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ করতে করতে— সে ভয় পায় না দুঃস্বপ্নে তার মতে ভীরুরা বারবার মরে, আর বীর একবারই মরে কিন্তু স্ত্রীর কথায় কিছুটা বিচলিত হলেন তিনি। তিনি স্থির করলেন আজ সেনেটে যাবেন না প্রাসাদেই কাটাবেন কালফুর্নিয়ার সাথে, ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে যথাসময়ে খবর পৌঁছে

গেল আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও আজ সেনেটে যাবেন না সিজার ষড়যন্ত্রকারীরা দেখল সিজার সেনেটে না গেলে তাদের এতদিনের মতলবটা ভেস্তে যাবে ডেসিয়াস ব্রুটাস ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ক্যাসিয়াস তাকেই দায়িত্ব দিলেন ভুলিয়ে ভালিয়ে সিজারকে সেনেটে নিয়ে আসার।

ক্যাসিয়াসের নির্দেশে সিজারের প্রাসাদে গেল ব্রুটাস ডেসিয়াস সিজার তাকে বললেন গতরাতে ঘুমের মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখেছে তার স্ত্রী তাই তিনি স্থির করেছেন আজ সেনেটে যাবেন না।

ডেসিয়াস ব্রুটাস বললেন, 'আপনার স্ত্রী কি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তা কি আমায় শোনাবেন?'

সিজার বললেন, 'নিশ্চয়ই শোনাব কাল রাতে আমার স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছে যে আমার প্রতিমূর্তির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুচ্ছে এবং রোমের বিশিষ্ট নাগরিকরা হাসিমুখে সেই রক্ত দিয়ে তাদের হাত ধুয়ে নিচ্ছেন স্ত্রীর মতে এই স্বপ্ন আমার জীবন সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে তাই স্থির করেছি আজ আর বের হব না '

ডেসিয়াস ব্রুটাস বলল 'মাননীয় সিজার আপনার স্ত্রীর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন তা ঠিক নয় বরঞ্চ উনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা সব দিক দিয়েই সৌভাগ্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে আপনার প্রতিমূর্তির মুখ দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত বেরুচ্ছে আর সেই রক্তে বিশিষ্ট রোমান নাগরিকরা হাত ধুচ্ছেন এর অর্থ নানা দেশের রক্ত সংগ্রহ করে রোমের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনবেন আপনি আর এ কাজে রোমের বিশিষ্ট নাগরিকরা সাহায্য করবেন আপনাকে আপনি কেন এই সুলক্ষণযুক্ত স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন বলে ধরে নিচ্ছেন মাননীয় সিজার?'

'তাহলে তুমি আমার স্ত্রীর স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করছ?' বললেন সিজার 'আসলে এভাবে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি।'

ব্রুটাস ডেসিয়াস বললেন, 'এবার আমার কথা শুনুন মহামান্য সিজার আজ সেনেটেররা আপনার মাথায় রাজমুকুট পরাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি না গেলে হয়তো তাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও হতে পারে ভুলে যাবেন না আপনার স্ত্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন বলে আপনি সেনেটে যাবেন না, তাহলে সেনেটরদের কাছে আপনার মান-মর্যাদা থাকবে কি? আপনি তাদের কাছে কাপুরুষের পর্যায়ে পড়ে যাবেন '

মনে মনে স্ত্রীর কথা ভেবে বললেন সিজার কালফুর্নিয়া! দুঃস্বপ্ন দেখে যে ভয় তুমি পেয়েছ তা নিছক ভিত্তিহীন এতে কোনও সন্দেহ নেই আমার ওহে কে আছ! আমার সেনেটে যাবার পোশাকগুলো এনে দাও।'

ডেসিয়াস চলে যাবার আগেই একে একে সেখানে এলেন ক্যাসকা, সিন্না, মেটেলাস, লিগারিয়াস, ট্রেবনিয়াস এবং ক্যাবলিয়াস

তাদের সবাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন সিজার, 'কী ব্যাপার তোমরা সবাই এসে হাজির হয়েছ আমার বাড়িতে? তোমাদের সবাইকে জানাই সুপ্রভাত ' ঠিক সে সময় এসে হাজির মার্ক অ্যান্টনি

তাকে দেখে হেসে বললেন সিজার, 'কী ব্যাপার অ্যান্টনি! অনেক রাত অবধি ফুর্তি করেও এই সাত সকালে এসেছ তুমি?

সিজারকে হাসিমুখে অভিবাদন জানিয়ে অ্যান্টনি বললেন, 'সুপ্রভাত সিজার '

এক এক করে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন সিজার, 'এসো, ভেতরে গিয়ে আমার সাথে সামান্য মদ্যপান করবে তারপর আমরা সবাই একসাথে সেনেটে যাব '

এদিকে আর্তেমিদোরাস নামে এক গ্রিক অধ্যাপক কোনওভাবে জানতে পেরেছিলেন সিজারকে হত্যার চক্রান্তের কথা তিনি সিজারকে উদ্দেশ্য করে চক্রান্তকারীদের সবার নাম জানিয়ে একটা চিঠি লিখলেন যেদিক দিয়ে সিজার সেনেটে ঢুকবেন তিনি তার একধারে চিঠিটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে জ্যোতিষী ১৫ মার্চের ব্যাপারে সিজারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন তিনিও এসে দাঁড়ালেন অধ্যাপকের পাশে জ্যোতিষীকে দেখে সিজার বললেন 'আরে, ১৫ মার্চ তো এসে গেছে আজই তো সেই দিন!'

সিজারের প্রবল আত্মবিশ্বাস দেখে জ্যোতিষী বললেন, 'হ্যাঁ সিজার! আজই ১৫ মার্চ দিনটা সবে শুরু হয়েছে, শেষ হতে এখনও বাকি জ্যোতিষীকে পাত্তা না দিয়ে সিজার এগিয়ে যাবেন এমন সময় অধ্যাপক আর্তেমিদোরাস তার লেখা চিঠিটা সিজারের হাতে দিয়ে বললেন, মহামান্য সিজার! দয়া করে আমার আবেদনটা পড়ে দেখুন সিজারের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের অন্যতম মেটেলাস ট্রেবনিয়াসও তার আবেদনপত্রটি এগিয়ে দিলেন সিজারের দিকে। সেটি পড়ে দেখার জন্য ডেবিয়াস ব্রুটাস অনুরোধ জানালেন সিজারকে। এইসব দেখে ঘাবড়ে গিয়ে গ্রিক অধ্যাপক বললেন, 'মাননীয় সিজার আমার আবেদনের সাথে জড়িয়ে আছে আপনার স্বার্থ অনুগ্রহ করে ওটা আগে পড়ুন!'

সিজার বললেন 'না, তা হয় না আপনার আবেদনের সাথে যদি আমার ব্যক্তিগত বিষয় জড়িয়ে থাকে, তাহলে সেটা সবশেষে পড়া হবে।'

ব্যস্ত হয়ে অধ্যাপক বললেন, 'এ নিয়ে আপনি আর দেরি করবেন না সিজার দয়া করে এটি এখনই পড়ে ফেলুন '

'লোকটার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে', বললেন সিজার তারপর অধ্যাপককে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'আমি আপনাকেই বলছি, যদি আপনার কোনও আবেদন থাকে, তাহলে সেটা রাস্তায় নয়, সেনেটে এসে আমায় দেবেন।'

সবাইকে নিয়ে সেনেটে ঢুকে তার নির্দিষ্ট আসনে বসলেন সিজার তার বিশ্বস্ত বন্ধু মার্ক আন্টনি কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। কৌশলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন ক্যাসিয়াসের বন্ধু ট্রেবোনিয়াস।

এবার চক্রান্তকারীরা এগিয়ে গেল তাদের পরিকল্পিত পথে প্রথমে সেনেটর মেটেলাস নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'মাননীয় সিজার! অনুগ্রহ করে আপনি আমার নির্বাসিত ভাইকে দেশে ফেরার অনুমতি দিন '

'তা হয় না মেটেলাস বললেন সিজার, 'তোমার ভাই অপরাধী বিচারে তার অপরাধের উপযুক্ত সাজা পেয়েছে সে সে সাজা মকুব করার পেছনে কোনও যুক্তি নেই আর তা তুলে নেবার অধিকারও আমার নেই আর যাই হোক, দেশের আইন-কানুন ছেলেখেলার বিষয়বস্তু নয় '

ব্রুটাস এগিয়ে এসে সিজারের হাত চুম্বন করে বললেন, ' আপনি যদি মেটেলাসের ভাইকে মুক্তি দেন তাহলে খুবই ভালো হয় সিজার স্বপ্নেও ভাবেননি ব্রুটাসের মতো একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এরূপ অন্যায় অনুরোধ করতে পারে ব্রুটাসের পরপর একই আবেদন জানালেন ক্যাসিয়াস কিন্তু তাকে ওই একই জবাব দিলেন সিজার তিনি জানালেন কাউকে অনুনয় যেমন তার পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি অন্যের অনুরোধ তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনবেন না তাতে যদি তারা বলেন

যে পাইলিয়াসকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া অন্যায় হয়েছে, তাহলেও সে নির্বাসন দণ্ড রদ করবেন না তিনি।

সিজারের কথা শুনে সমস্বরে বলে উঠল সবাই, 'হে সিজার! আপনি মহান '

কিন্তু তাতে একটুও নরম হলেন না সিজার এবার চক্রান্তকারীদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ক্যাসকা চিন্তা-ভাবনা না করে কোমর থেকে ধারালো ছোরা বের করে আমূল বসিয়ে দিল সিজারের কাঁধে অবাক হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সিজার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পরনের সাদা পোশাক আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সকালে যারা তার বাড়িতে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছে, এখন তাদেরই সবার হাতে ছুরি চোখে মুখে ফুটে উঠেছে প্রচণ্ড ঘৃণা, আক্রোশ আর প্রতিশোধ স্পৃহা এরপর ক্যাসিয়াস মেটেলাস সিন্না, ডেসিয়াস, ট্রেবোনিয়াস, লাইগোরিয়াস সবাই পরপর এগিয়ে এসে ছুরি বসিয়ে দিল সিজারের বুকে।

টলতে টলতে সিজার এগিয়ে গেলেন বন্ধু ব্রুটাসের দিকে আগে থেকে ব্রুটাসের হাতে ছিল ছোরা কিন্তু সে মুহূর্তে ব্রুটাসের বিবেক কেন যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তিনি কোনো মতে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে চোখ বুজে ছোরা বসিয়ে দিলেন সিজারের বুকে

আর্তনাদের সুরে সিজার বললেন, 'ব্রুটাস! শেষে তুমিও?' আর কোনো কথা বেরুল না সিজারের মুখ থেকে রক্তাক্ত দেহে তিনি লুটিয়ে পড়লেন সেনেটের শক্ত মেঝেতে।

এবার সমবেতভাবে বলে উঠল চক্রান্তকারীরা, 'রক্ষা পেয়েছে রোমের স্বাধীনতা। মৃত্যু হয়েছে অত্যাচারী শাসকের। যাও! বাইরে গিয়ে তোমরা জোরালো গলায় এ কথা বল।

সেনেট থেকে বের হয়ে চক্রান্তকারীরা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এবার তাদের ব্যাখ্যা করার পালা কেন তারা বাধ্য হয়েছে রোমের জনপ্রিয় শাসক জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করতে রোমের স্বাধীনতাকে বাঁচাবার জন্যই যে তারা একাজ করেছেন সে কথা বুঝিয়ে বলতে হবে সবাইকে সিজারকে হত্যা করার আগেই তার বন্ধু মার্ক অ্যান্টনিকে সিজারের পাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ট্রেবোনিয়াস অ্যান্টনি যখন জানতে পারলেন যে সিজারকে খুন করা হয়েছে। তিনি ভয় পেলেন এই ভেবে যে সিজারের বন্ধু হিসাবে হয়তো চক্রান্তকারীরা এবার তাকেও হত্যা করবে। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে সোজা চলে গেলেন নিজের বাড়িতে

অ্যান্টনি বেশ বুদ্ধিমান লোক তিনি ভেবে-চিন্তে লোক পাঠালেন ব্রুটাসের কাছে তার লোক ব্রুটাসকে এটাই বোঝাল যে এখন থেকে ব্রুটাস ও তার সাথীদের নির্দেশমতোই চলবেন অ্যান্টনি

সিজারের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন অ্যান্টনি সে বেঁচে থাকলে হয়তো ঝামেলা বাধাতে পারে এ কথাই ব্রুটাসকে বোঝাতে চাইলেন তার সঙ্গীরা তাদের অভিমত সিজারের মতো অ্যান্টনিকেও মেরে ফেলা হোক

তাদের কথায় আপত্তি জানিয়ে ব্রুটাস বললেন, 'না, তা সম্ভব নয় সিজারের জীবিতকালে হয়তো অ্যান্টনি তার বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল কিন্তু এখন সে তো একজন সাধারণ লোক তাকে ভয় করার কী আছে! অহেতুক রক্তপাত ঘটালে খেপে যেতে পারে রোমের জনসাধারণ ' এরপর অ্যান্টনি প্রেরিত লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন 'তুমি অ্যান্টনিকে বলে দিও যে তিনি স্বচ্ছন্দে দেখা করতে পারেন ব্রুটাসের সাথে। ব্রুটাস ও তার সঙ্গীদের তরফ থেকে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই তার

ব্রুটাস ও তার সঙ্গীদের মনোভাব অবগত হবার পর আর দেরি না করে অ্যান্টনি গিয়ে দেখা করলেন ব্রুটাসের সাথে। তাকে বন্ধুর মতো খাতির করে বসালেন ব্রুটাস সিজার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি অ্যান্টনিকে বললেন কেন সিজারকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়েছিল সে কথা তিনি সময় মতো বুঝিয়ে দেবেন তাকে

সব কথা শোনার পর ব্রুটাসকে অনুরোধ জানিয়ে অ্যান্টনি বললেন, 'সিজারের মৃতদেহটা আমার হাতে দিন। আমি সেটা সমাধিস্থ করতে চাই। কিন্তু তার আগে সিজারের কীর্তির বিষয়ে কিছু বলতে চাই জনসাধারণের কাছে। আমার মনে হয় তাতে সিজারের আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।'

এতক্ষণ ধরে ব্রুটাসের পাশে বসে মন দিয়ে উভয়ের কথা শুনছিলেন ক্যাসিয়াস এ্যান্টনির প্রস্তাব শুনে তিনি ব্রুটাসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'অ্যান্টনি যদি বলে যে সিজারের সমাধি দেবার আগে জনতার সামনে সে কিছু বলবে তুমি কিন্তু তাতে রাজি হয়ো না '

পালটা প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস, 'কেন তাতে ভয় পাবার কি আছে?' ক্যাসিয়াস যে অ্যান্টনিকে কেন ভয় পাচ্ছে তা বোধগম্য হল না তার '

অ্যান্টনি যাতে শুনতে না পায় এ ভাবে বললেন ক্যাসিয়াস, 'ব্রুটাস! তুমি এখনও চিনতে পারনি রোমের জনসাধারণকে। তারা এখনও ভালোবাসে সিজারকে। বলা যায় না, হয়তো অ্যান্টনির কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে '

একই স্বরে জানালেন ব্রুটাস, 'না ক্যাসিয়াস, সে সুযোগ আমি দেব না অ্যান্টনিকে আগে আমি জনসাধারণকে বোঝাব কেন হত্যা করা হয়েছে সিজারকে, তারপর আমার অনুমতি নিয়ে অ্যান্টনির যা বলার তা সে বলবে তবে আপত্তিজনক বা উত্তেজনাকর কিছু বললে সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করব আমি

ক্যাসিয়াস বললেন, 'বুঝতে পারছি না কী হবে আমার কিন্তু মোটেও ভালো ঠেকছে না। কাজটা বোধহয় ঠিক হল না।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অ্যান্টনিকে বললেন ব্রুটাস, 'সমাধি দেবার জন্য এবার তুমি নিয়ে যেতে পার সিজারের মৃতদেহ। সিজারের গুণাবলি সম্পর্কে জনতাকে কিছু বলার থাকলে তাও বলতে পার তুমি তবে আমার বক্তব্য শেষ হবার পরই তোমার যা বলার তা বলবে।'

অ্যান্টনি বললেন, 'বেশ, তাই হবে। এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না আমি '

'বেশ, তাহলে তুমি তৈরি হও আমার পেছন পেছন সিজারের মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য' — বলে ক্যাসিয়াসকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন ব্রুটাস

সিজারের মৃতদেহ নিয়ে অ্যান্টনি চলে এলেন রোম শহরের মাঝখানে একটা খোলামেলা প্রশস্ত জায়গায় যেখানে কারও ভাষণ শুনতে বা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে সমবেত হতেন রোমের নাগরিকেরা সিজারের মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাবার রোমের সাধারণ মানুষ, যারা ভালোবাসতেন অ্যান্টনিকে, তারা দলে দলে এসে সেখানে ভিড় জমাল। ভিড় জমছে দেখে জনতার সামনে এগিয়ে এসে তার ভাষণ শুরু করলেন ব্রুটাস

হে রোমের অধিবাসীবৃন্দ! তোমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন জেগেছে আজ তারই জবাব দিতে এসেছি আমি তোমরা সবাই জান আমি ছিলাম সিজারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এ বন্ধুত্ব

দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে সিজারকে আমি যতটা ভালোবাসতাম তোমরা কেউ ততটা বাসতে না। সিজার ছিলেন একজন খাঁটি রোমান, মহান বীর— তাই আমি তাকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি কিন্তু দিনে দিনে তার উচ্চাশা বেড়ে উঠছিল। নিজে রাজা হবার জন্য সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করছিলেন তিনি কিন্তু তোমরা জেনে রাখ সিজার আমার যতই প্রিয় হোন না কেন, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার জন্মভূমি—রোম। এই রোম থেকে বহুদিন আগে রাজতন্ত্রকে হটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছি গণতন্ত্রের। সেই গণতান্ত্রিক দেশের স্বাধীন নাগরিক তোমরা হে আমার বন্ধু রোমানরা! আজ সিজার বেঁচে থাকলে তিনি হতেন রাজা আর স্বাধীনতা হারিয়ে তোমরা হতে তার প্রজা। সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই আমরা বাধ্য হয়েছি সিজারকে হত্যা করতে এবার তোমরাই বিচার কর, বল আমরা ঠিক কাজ করেছি কিনা?'

সেখানে উপস্থিত রোমের জনতা সমবেতভাবে বলে উঠল, 'স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তোমরা ঠিক কাজই করেছ ব্রুটাস।'

ব্রুটাস বললেন, তোমাদের অভিমত যদি এই হয় তবে তার সাথে আমি একমত এবার সবাই মন দিয়ে শোন আমার কথা আমার মতোই মার্ক অ্যান্টনিও ছিলেন সিজারের এক অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। সিজারকে সমাধি দেবার আগে তিনি তার সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলতে চান আমি চাই সিজারের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য তোমরা সবাই মন দিয়ে তার কথা শুনবে।'

ব্রুটাসের বক্তব্য শেষ হবার পর মঞ্চে এলেন অ্যান্টনি। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'হে আমার রোমান বন্ধুরা' মাননীয় ব্রুটাস আমায় সুযোগ দিয়েছেন সিজার সম্পর্কে তোমাদের কাছে কিছু বলার আশা করি তোমরা সবাই মন দিয়ে শুনবে আমার কথা '

সে সময় উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একদল লোক জোর গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আপনার যা খুশি তা বলতে পারেন তবে আগেই জানিয়ে রাখছি ব্রুটাসের নিন্দা বা সমালোচনা সহ্য করব না আমরা আমরা মনে করি সিজারকে হত্যা করে ব্রুটাস ও তার সঙ্গীরা ঠিক কাজই করেছেন '

'সে তো নিশ্চয়ই', সায় দিয়ে বললেন অ্যান্টনি, 'ব্রুটাস একজন মহৎ ব্যক্তি, রোমের সবাই জানে সে কথা। কোনও অন্যায় কাজ করতে পারেন না তিনি আজ আমি এখানে এসেছি সিজারকে সমাধি দিতে, তার প্রশংসা করতে নয় কিছুক্ষণ আগে ব্রুটাস বলেছেন সিজার খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। ব্রুটাসের অভিযোগ সত্যি হলে বলতেই হবে খুব অন্যায় করেছেন সিজার আমরা জানি প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু উচ্চাশাকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে সেই সাথে আমরা এও জানি উচ্চাশা জিনিসটাই বাপাপ। তবে সিজারের উচ্চাশার কোনও প্রমাণ কিন্তু কেউ পায়নি এই তো সেদিনের কথা তোমরা সবাই জান, আমি নিজে সিজারের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নেননি পরপর তিনবার আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এবার তোমরাই বল, এর দ্বারা কী প্রমাণ হয় সিজার সত্যিই উচ্চাভিলাষী ছিলেন?'

জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হল অ্যান্টনির কথায় ব্রুটাসের কথা শুনে যেমন মোহগ্রস্ত হয়েছিল জনতা অ্যান্টনির কথায় সে মোহের ঘোর কেটে গেল। তারা ভেবে দেখল, সত্যিই তো, যে সিজার বার বার রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি কি উচ্চাভিলাষী হতে পারেন? তাহলে কিছুক্ষণ আগে ব্রুটাস তাদের কী বুঝিয়েছেন? স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগল তাদের জনতার চোখ-মুখ আর হাবভাব দেখে অ্যান্টনি বুঝতে পারলেন এবার সফল হতে চলেছে তার উদ্দেশ্য তিনি এমনভাবে সিজারের গুণাবলির বর্ণনা দিতে লাগলেন যা শুনে কিছুক্ষণ আগে হত্যাকারীদের প্রতি

যে সামান্য শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মেছিল জনতার মনে এবার তা কর্পূরের মতো উবে গেল ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, কাসকা ইত্যাদি যারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল সিজারকে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠল জনতার মনে

আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে অ্যান্টনি জনতাকে পড়ে শোনালেন সিজারের উইল সেই উইলে সিজার তার নিজস্ব বাগান ও অন্যান্য সম্পত্তির কথা ছিল সেই বাগানে মানুষ আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তাছাড়া রোমের সাধারণ মানুষকে ভালোবেসে তিনি তাদের প্রত্যেককে নগদ পঁচাত্তর লিরা করে নগদ অর্থ দান করে গেছেন উইলটা জনতাকে পড়ে শোনাবার পর অ্যান্টনি বললেন, 'এমনই মহান মানুষ ছিলেন সিজার এবার আপনারাই বিচার করে বলুন তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন কিনা '

এবার সীমাহীন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জনতা। তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওরে বিশ্বাসঘাতক শয়তানের দল! তোদের কাউকে রেহাই দেব না আমরা পুড়িয়ে দেব ব্রুটাসের বাড়ি। সিজার হত্যার প্রতিশোধ নেব আমরা। হত্যাকারীদের বধ করে, তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেবার সংকল্প নিয়ে দল বেঁধে এগুতে লাগল জনতা ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস যখন জানতে পারলেন তাদের ধরতে আসছে, তখন তারা যে যার বাড়ি ঘর ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে বহুদূরে পালিয়ে গেলেন তাদের যে সব সহযোগী সিজার হত্যার সাথে জড়িত ছিল, জনতা তাদের খুঁজে বের করে বিনাবিচারে মেরে ফেলল, পুড়িয়ে ছাই করে দিল তাদের ঘর বাড়ি। এবার ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস বুঝতে পারলেন দেশে ফিরে গেলে জনতার হাতে মৃত্যু হবে তাদের। আর যদিও বা জনতার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় তাহলেও মার্ক অ্যান্টনির হাত থেকে রক্ষা নেই তাদের। অ্যান্টনির হাত থেকে বাঁচতে হলে লড়াইয়ের প্রয়োজন। তাই তারা প্রচুর টাকাকড়ি খরচ করে লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র এবং সৈন্যর জোগাড় করতে লাগলেন এরই মধ্যে রোমে এসে পৌঁছালেন সিজারের ভাইপো অক্টেভিয়াস। তিনি বয়সে অ্যান্টনির চেয়ে ছোটো হলেও ভালো যোদ্ধা এবং যথেষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক। তাছাড়া রোমের এক শাসক মার্কাস এমিল লেপিডাসকেও বন্ধু হিসেবে পেলেন তিনি। তারা উভয়ে যোগ দিলেন অ্যান্টনির সাথে অ্যান্টনি অক্টেভিয়াসকে জানালেন যে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস এবার তারাও তৈরি হতে লাগলেন শত্রুর সাথে মোকাবিলার জন্য

সিজারকে হত্যার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তার সেনাবাহিনীর কয়েকজন অভিজ্ঞ সেনানীও যোগ দিলেন মার্ক অ্যান্টনির সাথে সামান্য কয়েকদিন বাদেই যুদ্ধ বেধে গেল দু-পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রুটাসের পত্নী সোফিয়া আত্মহত্যা করলেন বিষ খেয়ে পত্নীর শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলেন ব্রুটাস ইতিমধ্যে বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে গেছেন তিনি ক্যাসিয়াসের বুদ্ধিতে সিজার হত্যার চক্রান্তে যোগ দিয়ে তিনি যে মোটেই ভালো কাজ করেননি, সে কথা এতদিনে উপলব্ধি হল তার যুদ্ধ চলাকালীন মাঝে মাঝেই তার সাথে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হতে লাগল ক্যাসিয়াসের কিন্তু অন্যায়ের সাহায্য নিতে রাজি নন ব্রুটাস। অথচ অর্থ এবং সৈন্য সংগ্রহের জন্য যে কোনও নীচ কাজ করতে সবসময় তৈরি ক্যাসিয়াস একদিন তাদের বিবাদ চরমে উঠে গেল বুদ্ধিমান ক্যাসিয়াস নিজেকে সামলে নিলেন, নইলে হয়ত সেদিন উভয়ের মাঝে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত সেদিন রাতে তাঁবুর ভেতর ব্রুটাসের সামনে আবির্ভূত হলেন জুলিয়াস সিজারের প্রেতাত্মা যাবার আগে সেই প্রেতাত্মা বলে গেলেন, আবার দেখা হবে ফিলিপির যুদ্ধক্ষেত্রে।

সিজারের প্রেতাত্মা দেখা দিলেও ফিলিপির যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের হাতে পরাস্ত হলেন ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস। ধরা পড়লে অ্যান্টনি তাদের প্রাণদণ্ড দেবেন তাই ধরা পড়ার আগেই প্রাণদণ্ডের বিকল্প হিসাবে সম্মানজনক মৃত্যুর আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করলেন তারা যে ছুরি একদিন সিজারের বুকে বসিয়েছিলেন ক্যাসিয়াস, সেই ছুরি বিশ্বস্ত ভৃত্য পিন্ডারাসের হাতে দিয়ে তাকে আদেশ দিলেন সে যেন ছুরিটা তার বুকে বসিয়ে দেয়। চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল পিন্ডারাস এবার ব্রুটাসও তার তলোয়ার ভৃত্য স্ট্র্যাটোর হাতে গুঁজে দিয়ে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে তলোয়ারের উপর গোটা তলোয়ারটাই ঢুকে গেল তার হৃৎপিণ্ডে

'সিজারের আত্মার শান্তি হোক' — শুধু এইটুকু বলে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ব্রুটাস

ইশারায় ব্রুটাসের মৃতদেহকে দেখিয়ে যুবক অক্টেভিয়াসকে বললেন অ্যান্টনি 'সব দিক দিয়েই উনি ছিলেন একজন খাঁটি রোমান সিজার হত্যার চক্রান্তকারীদের একজন হলেও তিনি একজন মহান লোক - প্রয়াত সিজারের বিশিষ্ট বন্ধুদের অন্যতম ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অন্যান্য সব চক্রান্তকারীরা হত্যা করেছে সিজারকে একমাত্র উনিই দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা ভেবে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সাথে '

অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা

রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের কোনও সন্তানাদি ছিল না তিনি দত্তক নিয়েছিলেন তার ভাগ্নে অক্টেভিয়াসকে। এই অক্টেভিয়াস আবার অগাস্টাস সিজার নামেও পরিচিত ছিলেন তারই নামানুসারে ইংরাজি অগাস্ট মাসের নামকরণ হয়েছে

এ কথাটা সবারই জানা যে ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস এবং অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী রোমানদের ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন জুলিয়াস সিজার সিজারের মৃত্যুর পর মার্ক অ্যান্টনি এবং অক্টেভিয়াসের সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়তে গিয়ে একে একে নিহত হন চক্রান্তকারীরা। এরপর রোমান সাম্রাজ্য তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় রোম সহ পশ্চিম ইওরোপের যাবতীয় রাজ্যগুলির শাসন ভার হাতে নেন স্বয়ং অক্টেভিয়াস সিজার। আর মার্ক অ্যান্টনি পেলেন আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার যাবতীয় রাজ্যের শাসনভার। আগে থেকেই অক্টেভিয়াস রোমের সেনেটের বিশিষ্ট ধনী লেপিডাসকে নিজের দলে টেনে নিয়ে ত্রয়ী শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন রোমে। মার্ক অ্যান্টনি এবং অক্টেভিয়াসের মধ্যে ভাগাভাগি হবার পর যে সব রাজ্য বাদ রইল, সে গুলির শাসনভার হাতে পেলেন লেপিডাস

রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বাধীনভাবে ইজিপ্ট বা মিশরের রাজত্ব চালাতেন গ্রিস বংশীয় সম্রাট টলেমির বংশ অ্যান্টনি যখন আফ্রিকায়, সে সময় মিশরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন সম্রাট চতুর্থ টলেমির মেয়ে ক্লিওপেট্রা। দেখতে কালো হলেও মোহিনী শক্তি বলতে যা বোঝায়, তার কমতি ছিল না তার কাছাকাছি যে কোনও পুরুষ এলে সহজেই তার মাথা ঘুরে যেত

মার্ক অ্যান্টনি বিবাহিত হলেও ক্লিওপেট্রার সাথে প্রথম দেখাতেই তার মাথা ঘুরে গেল রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম শাসক হিসেবে অ্যান্টনির সাথে ক্লিওপেট্রার যে দূরত্ব থাকা দরকার, তা অনায়াসে ঘুচিয়ে দিয়ে অ্যান্টনি দিনরাত তার সাথে মেলামেশা শুরু করলেন — যা নিয়ে জনগণ তার নিন্দা এবং সমালোচনা করতে লাগলেন

আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্লিওপেট্রার প্রাসাদের একটি কক্ষে বসে নিভৃতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন অ্যান্টনির দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ফাইলো আর ডেমেট্রিয়াস তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু অ্যান্টনির স্বভাব চরিত্র যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী মহাবীর হিসেবে যার একসময় খ্যাতি ছিল, সেই অ্যান্টনি কিনা আজকাল ক্লিওপেট্রাকে ভালোবেসে তাকে নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করছেন দিনের বেশিরভাগ সময়টাই তার কেটে যাচ্ছে ক্লিওপেট্রার সাথে তাদের কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই ক্লিওপেট্রা ও তার সঙ্গিনীদের সাথে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন অ্যান্টনি তাদের আসতে দেখে দুজনে আড়ালে সরে গিয়ে নজর রাখতে লাগলেন

অ্যান্টনিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে তার দিকে লাস্যময় চাউনি ছুড়ে দিয়ে বললেন ক্লিওপেট্রা, 'আচ্ছা অ্যান্টনি, সত্যি করে বলতো আমায় তুমি কতটা ভালোবাস?'

অ্যান্টনি জবাব দিলেন, 'যে প্রকৃত ভালোবাসে তার পক্ষে বলা সম্ভব নয় সে ঠিক কতটা ভালোবাসে?' এবার পালটা প্রশ্ন করলেন তিনি, 'সীমাহীন প্রেমকে কি গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায়?'

ক্লিওপেট্রা জবাব দিলেন, 'তাহলেও নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও এর একটা সীমারেখা আছে।'

'সে সীমারেখার হদিস পেতে গেলে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোথায় রয়েছে নতুন পৃথিবী, নতুন আকাশ,' বললেন অ্যান্টনি, 'যে প্রেম আমার আদর্শ তাকে পৃথিবীর সীমারেখায় বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।'

অ্যান্টনির কথা শেষ হতেই একজন প্রহরী এসে জানাল রোম থেকে দূত এসেছে। সে অ্যান্টনির সাথে দেখা করতে চায় এমন নিবিড় প্রেমঘন মুহূর্তে দূত আসার কথা শুনে বেজায় বিরক্ত হলেন অ্যান্টনি তিনি ক্লিওপেট্রার সামনেই সাফ বলে দিলেন প্রহরীকে, 'যাও দূতকে বল আমি তার সাথে দেখা করব না ' বুদ্ধিমতী ক্লিওপেট্রা আন্দাজ করে নিলেন দূত নিশ্চয়ই কোনও জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছে তাই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না এভাবেই অ্যান্টনিকে বোঝালেন তিনি। সসম্মানে রোমের দূতকে ভেতরে নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন ক্লিওপেট্রা।

অ্যান্টনিকে অভিবাদন করে দূত বললেন, 'হে মহামান্য অ্যান্টনি! আপনার স্ত্রী এই প্রথম যুদ্ধ করতে গেলেন!'

অবাক হয়ে অ্যান্টনি বলেন, 'কী বলছ তুমি? তাহলে বোধ হয় তিনি তার দেবর লুসিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেছেন।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন প্রভু', জবাব দিল দূত, 'তবে লড়াই শেষ হতে তারা আপোসের সাথে নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে নেন। এরপর তারা যুদ্ধ করতে যান সিজারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেখানে তারা প্রচণ্ডভাবে হেরে যান সিজারের কাছে '

'কী বললে! সিজারের কাছে তারা হেরে গিয়েছেন? বাঃ এত বেশ ভালো খবর!' মৃদু হেসে বললেন অ্যান্টনি, 'আর কিছু খবর থাকলে তা বলে ফেল '

দূত বলতে লাগল, 'পার্থিয়ার রাজা লিপিডাস তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে একের পর এক জয় করে চলেছেন এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য। সিরিয়া, লিবিয়া, আয়োনিয়া প্রভৃতি রাজ্য তার পদানত হয়েছে আর এমন সময়...' এটুকু বলেই থেমে গেলেন রোমের দূত। কী একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না

'আর এমন সময় আমি আনন্দের সাথে এখানে দিন কাটাচ্ছি, এই তো বলবেন আপনারা?' বললেন অ্যান্টনি।

কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল রোমের দূত

একজন প্রহরীকে ডেকে অ্যান্টনি বললেন, 'যাও, সিসিয়ান থেকে যে দূত এসেছে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও '

রোমের দূত বিদায় নেবার পর ভেতরে এলেন সিসিয়ানের দূত অ্যান্টনিকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, প্রভু আপনার জন্য এক দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছি আমি সামান্য কিছু দিন আগে আপনার স্ত্রী ফুলভিয়া হঠাৎ মারা গেছেন

'কি বললে, ফুলভিয়া মারা গেছে?' অবাক হয়ে দূতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যান্টনি 'কবে কোথায়, কীভাবে মারা গেল ফুলভিয়া?'

'প্রভু! তিনি সিসিয়ানে মারা গেছেন' এই বলে দূত একটা চিঠি বাড়িয়ে দিলেন অ্যান্টনির দিকে

'এতেই আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর সমস্ত বিবরণ লেখা আছে' বলে চিঠিটা অ্যান্টনির হাতে দিয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন দূত

মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলেন অ্যান্টনি, 'হায়! ফুলভিয়া আমায় একা ফেলে চলে গেল ও যতদিন বেঁচেছিল, প্রতিপদে আমি উপেক্ষা করেছি তাকে, সে আমার যোগ্য নয় বলে আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, আজ তার মৃত্যুসংবাদ শুনে মনের ভেতরটা এমন হাহাকার করে উঠছে যা আমি কখনও ভাবিনি একসময় মনে হত ফুলভিয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে আমার মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে। আজ দেখছি তার বিপরীতটাই ঘটছে প্রিয়জন হারাবার ব্যথায় দুঃখে ভরে উঠছে মন মহীয়সী ফুলভিয়াকে ফিরে পাবার জন্য বারবার ব্যাকুল হয়ে উঠছে মন আজ বুঝতে পারছি ক্লিওপেট্রা একটা মায়াবিনী সে তার রূপ যৌবনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমায় এর ফলে একের পর এক সর্বনাশ ঘটে চলেছে আমার এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সেই অদৃশ্য নিগড় ভেঙে ফেলে কুহকিনীর মায়াজাল কেটে বেরিয়ে আসা নইলে ভবিষ্যতে আরও কত সর্বনাশ হবে কে জানে'

অন্যতম ঘনিষ্ঠ অমাত্য এনোবারবাস ঘরে ঢুকতেই নিজেকে সামলিয়ে নিলেন অ্যান্টনি। তার হালকা রসিকতার জবাবে বললেন, 'বন্ধু! এবার আমায় এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে'

তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন এনোবারবাস, 'সে কী কথা? আপনি চলে গেলে এখানকার মেয়েগুলির কী দশা হবে? এরা সবাই তো আপনার প্রেমিকা আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন আপনার অবর্তমানে এরা যে সবাই মারা যাবে'

'আপনি যাই বলুন না কেন এনোবারবাস, এসব রসিকতা করে আমায় আর আটকাতে পারবেন না', বললেন অ্যান্টনি 'এভাবে সময় কাটানো মোটেই উচিত হচ্ছে না। তাছাড়া কিছুক্ষণ আগে স্ত্রী ফুলভিয়ার অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি দূতের মুখে'

আবারও হালকা স্বরে বলেন এনোবারবাস, 'দুঃসংবাদ বলছেন কেন, এতো রীতিমতো সুসংবাদ। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে কোথায় আপনি আনন্দ-ফুর্তি করবেন, তা নয় শোকে মুহ্যমান। যে নিষ্ঠুর নিয়তি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন, দেখবেন তিনিই আবার মেলা প্রেমিকা উপহার দেবেন আপনাকে।'

অ্যান্টনি বললে, 'এটা রসিকতার সময় নয় এনোবারবাস রোমের যা পরিস্থিতি তাতে এখনই আমার সেখানে যাওয়া উচিত'

'আমি তা বুঝতে পারছি বন্ধু তবে এখানকার কথাও কি আপনি ভেবে দেখেছেন?' হাসিমুখে বললেন এনোবারবাস, 'আমার তো মনে হয় ক্লিওপেট্রা যেতে দেবেন না আপনাকে'

অ্যান্টনি বললেন 'এনোবারবাস আপনি কি রোমের কোনও খোঁজ-খবর রাখেন? জানেন কি সেক্সটাস পম্পিয়াসের আদেশে তার সেনাবাহিনী রোমের সমুদ্র উপকূল দখল করে কার্যত সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সাধারণ মানুষও সমর্থন করছেন পম্পিয়াসকে এ বিদ্রোহ সময় মতো দমন করার জন্য আমায় আজই রওনা দিতে হবে রোম অভিমুখে

দূত মারফত সংবাদ পেয়ে অ্যান্টনি যে রোমে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করছেন সে খবর ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন ক্লিওপেট্রা তিনি তার দুই সহচরী আইরাস ও চারমিয়ানের সাথে একান্তে আলোচনা

করছেন কীভাবে অ্যান্টনিকে আটকে রাখা যায় আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে তিনি তাদের আদেশ দিলেন অ্যান্টনিকে খুঁজে আনতে। সহচরী চারমিয়ান বলল রানি তুমি যদি সত্যিই অ্যান্টনিকে ভালোবেসে থাক তবে তার রোমযাত্রা আটকিও না, এই কারণেই আমি বলছি তোমার প্রেমিক যাতে সুস্থ অবস্থায় আজীবন তোমার প্রতি আসক্ত থাকেন, সে চেষ্টাই তোমার করা উচিত '

সহচরীর কথায় বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ক্লিওপেট্রা বললেন, 'তোমার মতানুযায়ী চললে অ্যান্টনিকে হারাতে বেশি দেরি হবে না আমার '

কিছুক্ষণ বাদে ক্লিওপেট্রাকে খুঁজতে অ্যান্টনি নিজেই হাজির হলেন সেখানে। তাকে দেখতে পেয়েই ক্লিওপেট্রা অসুস্থ হবার ভান করে চোখে মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুললেন যাতে মনে হবে তিনি অ্যান্টনির উপর রেগে আছেন ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি অ্যান্টনিকে বললেন, 'কী' বউ-এর কাছে যাবার কথা বলতে এসেছ তো? বেশ, তাই যাও তোমার উপর আমার যেমন কোনও অধিকার নেই, তখন তার কাছে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় '

অ্যান্টনি বললেন, 'তুমি খামোখা আমার উপর রাগ করছ ক্লিওপেট্রা' বলে কেন এ মুহূর্তে তার রোমে যাওয়া প্রয়োজন সে কথা বিস্তারিত জানালেন তাকে সেই সাথে স্ত্রীর মৃত্যুর কথাও তাকে শোনালেন। ক্লিওপেট্রা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি ফুলভিয়ার মৃত্যুর কথা তখন অ্যান্টনি তার হাতে তুলে দিলেন সিসিয়ান দূতের দেওয়া চিঠিটা চিঠিটা পড়ে তিনি বুঝতে পারলেন ফুলভিয়ার মৃত্যুসংবাদটা মিছে নয়। তৎক্ষণাৎ সুর পালটে তিনি বললেন, 'স্ত্রীর মৃত্যুতেও তোমার চোখে এককোঁটা জল দেখছি না আর আমি ম'লে তোমার অবস্থা কী হবে তা জানার খুব ইচ্ছে আমার ' শেষমেশ ক্লিওপেট্রাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রোমের উদ্দেশে পাড়ি জমালেন মার্ক অ্যান্টনি

তিন

এদিকে সিজারের প্রাসাদে বসে ত্রয়ী শাসন ব্যবস্থার অপর দুই কর্ণধার লিপিডাস ও অক্টেভিয়াস সিজার আলোচনায় মগ্ন ছিলেন রোমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে

অক্টেভিয়াস বললেন দেশের এই সংকটজনক অবস্থার কথা জেনেও আমার দূতকে গুরুত্ব না দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে অ্যান্টনি। অদ্ভুত লোক এই অ্যান্টনি বীর যোদ্ধা বলে যার এত খ্যাতি, যে কিনা জুলিয়াস সিজারের সঙ্গী হয়ে নানা দেশে যুদ্ধ করেছে, সেই অ্যান্টনি আজ মিশরে বসে ক্লিওপেট্রার মতো এক স্বৈরিণীর সাথে দিন কাটাচ্ছে, মদ আর মেয়েমানুষ আজ তার সর্বসময়ের সঙ্গী সম্ভবত উনি ভুলে গেছেন রোম সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব শুধু আমাদের নয়,তারও রয়েছে '

অক্টেভিয়াসের কথা শেষ হতে হতেই এক দূত ভেতরে এসে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, দিন দিন জলপথে ক্ষমতা বেড়েই যাচ্ছে সেক্সটাস পম্পিয়াসের তার পেছনে বহুলোকের সমর্থনও রয়েছে। সেই সাথে মেনেক্রেটিস আর মেনাস নামে ভূমধ্যসাগরের দুই কুখ্যাত জলদস্যু তাদের লোকজন নিয়ে অবাধে লুঠ-পাট চালিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার লোকদের উপর কখন সেই জলদস্যুরা তাদের উপর হানা দেবে এই ভয়ে বণিকরা আর কেউ জাহাজ বোঝাই পণ্য নিয়ে সমুদ্রপাড়ি দিচ্ছে না '

দূতের কাছে সব কথা শুনে অক্টেভিয়াস বললেন, 'এত মহা জ্বালা হল দেখছি' অ্যান্টনির স্বভাব চরিত্র যাই হোক না কেন এ সময় তাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন লিপিডাস' আপনি আজই সৈন্যদের ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিন তারা যেন অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।'

অক্টেভিয়াস আর লিপিডাস যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনারত, সে সময় ওই প্রাসাদের এক নিভৃতকক্ষে রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত তাদের পরম শত্রু সেক্সটাস পম্পিয়াস। তার সাথে রয়েছে দুই কুখ্যাত জলদস্যু মেনেক্রেটাস আর মেনাস যাদের সন্ত্রাসের দরুন ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকার লোকেরা শান্তিতে ঘুমোতে পারে না।

দুই জলদস্যুর সাথে এমন মেজাজে কথা বলছিলেন পম্পিয়াস যেন সিজারের সাথে তাদের লড়াই বেঁধে গেছে আর সে লড়াইয়ে তারাই জিতেছেন

সেক্সটাস পম্পিয়াস বললেন, 'রাজ্য শাসনের নামে রোমের জনগণকে শোষণ করছেন অক্টেভিয়াস আর ও দিকে মিশরের রানিকে নিয়ে পড়ে রয়েছেন অ্যান্টনি এই যখন অবস্থা তখন সিজারের সাথে যুদ্ধে আমরা অবশ্যই জয়ী হব এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস'

পম্পিয়াস তার কথা শেষ করতে না করতেই একজন দূত এসে জানাল অক্টেভিয়াস আর লিপিডাস, যে যার সৈন্যবাহিনী নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এর কিছুক্ষণ বাদে পম্পিয়াসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভ্যারিয়াস বললেন, 'রোমে ফিরে এসেছেন মার্ক অ্যান্টনি'

অ্যান্টনির রোম থেকে ফিরে আসার সংবাদ শুনে হতাশ হয়ে বললেন পম্পিয়াস, 'আমাদের কাছে সত্যিই এটা দুঃসংবাদ।'

জলদস্যু মেনেক্রেটিস বলল, 'অ্যান্টনির ফিরে আসার কথা শুনে হতাশ হবার কিছু নেই আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পম্পি কিছুদিন আগে সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল অ্যান্টনির ভাই ও তার স্ত্রী। কাজেই সিজার যে আর অ্যান্টনির উপর তেমন খুশি নন সেটা ধরে নিয়েই এগুতে হবে আমাদের।'

যে সেক্সটাস পম্পিয়াস রোমের তিন শাসনকর্তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তার বাবা পম্পিই এক সময় ছিলেন রোমের হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি নিহত হন জুলিয়াস সিজারের হাতে। অ্যান্টনির এ কথা জানতে বাকি নেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই অক্টেভিয়াস সিজারের সাথে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য পম্পিয়াস যে ভূমধ্যসাগরের দুই কুখ্যাত জলদস্যুকে তার দলে ভিড়িয়েছেন, সে কথাও জানেন অ্যান্টনি -এর ফলে এমনই শক্তিমান হয়েছে পম্পিয়াস যার সামনে অক্টেভিয়াস লিপিডাসের মিলিত বাহিনী মোটেও দাঁড়াতে পারবে না যুদ্ধে পম্পির জয় অনিবার্য। তাহলে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অন্যদিকে পম্পি হেরে গেলে সিজারের শক্তি বেড়ে যাবে তিনি জোর গলায় বলতে পারবেন অ্যান্টনির সাহায্য ছাড়াই এত বড়ো যুদ্ধ জয় করেছেন। স্বভাবতই অ্যান্টনির গুরুত্ব কমে যাবে যুদ্ধে পম্পি জিতুক বা তার সাহায্য ছাড়াই সিজারের হাতে পম্পি পরাজিত হোক দুটোর কোনওটাই চান না অ্যান্টনি। জাহাজে ফেরার সময় এসব কথা তার মনে বারবার আলোড়িত হয়েছে

মিশর থেকে রোমে ফিরে এসে সিজারের সাথে দেখা করলেন অ্যান্টনি এ সুযোগে অ্যান্টনির ভাই ও তার স্ত্রী যে সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তা নিয়ে অ্যান্টনিকে খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলেন না সিজার কিন্তু খোঁচা খেয়ে দমে যাবার পাত্র নন অ্যান্টনি তিনিও পাল্টা জবাব দিলেন ঝগড়া ঝাঁটি বেধে গেল উভয়ের মাঝে সে সময় লিপিডাস ছাড়া আরও দু'জন বয়স্ক কূটনীতিক ছিলেন সেখানে তাদের নাম মেসিনাস আর এগ্রিপ্পা তারা দুজনেই, অক্টেভিয়াসের হিতৈষী ছিলেন তাদের দুজনকে শান্ত করতে এগিয়ে এলেন তারা বললেন,

কী শুরু করেছেন আপনারা? তাতে যে আমাদের শত্রু পম্পিয়াসেরই সুবিধে হবে, তা বোঝার মতো বোধ কি আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন? আমাদের উচিত এই সংকটে হাতে হাত মিলিয়ে তাকে সংকটমুক্ত করা সবকিছু স্বাভাবিক হলে আপনারা নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে নেবেন।'

সিজারের দিকে তাকিয়ে এগ্রিপ্পা বললে, 'আমি একটা প্রস্তাব করছি আপনার বোন অক্টেভিয়া তো অবিবাহিতা। অ্যান্টনির স্ত্রী ফুলভিয়াও মারা গেছে এ অবস্থায় আপনি যদি অ্যান্টনির সাথে আপনার বোনের বিয়ে দেন তাহলে রোমের জনসাধারণ উপকৃত হবে।'

'আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন এ্যান্টনির সাথে আমার বোনের বিয়ে হলে ক্লিওপেট্রা কি অ্যান্টনি এবং আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন?' বললেন সিজার

প্রথম প্রথম অ্যান্টনির আপত্তি থাকলেও তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়েতে রাজি করালেন মেসিনাস এবং এগ্রিপ্পা অ্যান্টনি তার বোনকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন শুনে মনে ভরসা পেলেন সিজার।

চার

বিয়ের ঠিক পরেই নববধূকে প্রাসাদে রেখে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে ছুটলেন অ্যান্টনি।

মাইসেনামের কাছে এক বিশাল মাঠে ছাউনি ফেলেছে পম্পিয়াসের সেনাবাহিনী। তাদের খুব কাছাকাছিই শিবির বানিয়েছে অক্টেভিয়াস সিজার, মার্ক অ্যান্টনি এবং লিপিডাসের মিলিত সেনাবাহিনী। তার তিনজনেই চান না রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হোক তাই শেষবারের মতো একটা সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে তারা আলোচনায় বসেছেন পম্পিয়াসের সাথে। এ আলোচনায় পম্পিয়াসকে সাহায্য করতে এসেছেন জলদস্যু মেনাস অন্যদিকে ত্রয়ী রোমান পক্ষকে সাহায্য করছেন মিসেনাস, এগ্রিপ্পা এবং মার্ক অ্যান্টনির বন্ধু এনোবারবাস

সিজার বললেন, 'যুদ্ধ বন্ধের শর্তগুলি আমরা আগের চিঠিতেই জানিয়েছি আপনাদের। এখন সেগুলি আপনাদের গ্রহণযোগ্য হলেই যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব।'

পম্পিয়াস বললেন, 'আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছি। আপনারা সবাই জানেন একসময় আমার বাবা পম্পিই ছিলেন রোমের সর্বেসর্বা কিন্তু আপনার মামা জুলিয়াস সিজার তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন আজ আমি যদি সে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যাই, তাহলে কি সেটা খুব অনুচিত হবে?'

'ও সব কথা বলে আপনি যদি আমাদের ভয় দেখাতে চান পম্পিয়াস, তাহলে বলব আপনি ভুল করছেন' সিজার কিছু বলার আগেই এক পর্দা গলা চড়িয়ে বললেন অ্যান্টনি 'স্থলযুদ্ধে আমরা যে আপনাদের চেয়ে বেশি দক্ষ সে কথা আপনি জানেন আর জলযুদ্ধে আমাদের কী ক্ষমতা তা আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দেব

মার্ক অ্যান্টনি আর পম্পিয়াসকে সামলাতে গিয়ে লিপিডাস বললেন, 'ও সব কথা তুলে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই তার চেয়ে আপনারা বলুন চিঠিতে যেসব শর্তের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কতটুকু আপনাদের গ্রহণযোগ্য' পম্পিয়াসের কাছে জানতে চাইলেন লিপিডাস

পম্পিয়াস বললেন, 'শর্তে উল্লেখ আছে ভূমধ্য সাগর থেকে জলদস্যু তাড়াতে হবে আর রোমের চাহিদা মতো গম পাঠাতে হবে বিনিময়ে আপনারা আমাকে সিসিলি আর সার্ডিনিয়ার শাসনভার দেবেন তাহলে শুনুন সিজার আমি আপনাদের শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু মার্ক অ্যান্টনির মেজাজ আমার একদম সহ্য হচ্ছে না।' বলেই অ্যান্টনির দিকে চাইলেন পম্পিয়াস তারপর নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে অ্যান্টনিকে বললেন, 'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে আপনার ভাই সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর উভয়পক্ষে জোর লড়াই হয়েছিল?

কোনও জবাব না দিয়ে মনোযোগ সহকারে পম্পিয়াসের কথা শুনতে লাগলেন অ্যান্টনি পম্পিয়াস বলতে লাগলেন সে সময় আপনার মা রোম থেকে এসে সিসিলিতে আশ্রয় নেন তাকে আমরা সম্মানীয় অতিথির মর্যাদা দিয়েছিলাম তার আদরযত্নে আমরা কোনও রকম ত্রুটি হতে দেইনি '

'সে কথা আমি পরে জানতে পেরেছি পম্পিয়াস,' বললেন অ্যান্টনি, 'আর সে জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সাথে এও বলে রাখি আমার মাকে আদরণীয় অতিথির মর্যাদা দিয়ে রাখার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।'

এ্যান্টনি যে এ ধরনের জবাব দেবেন তা মোটেও আশা করেননি পম্পিয়াস তিনি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেই সে হাতে হাত মেলালেন এ্যান্টনি। বিনা যুদ্ধে সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি হলেন লিপিডাস ও পম্পিয়াস সেই সাথে সিজার উভয়পক্ষই একে অপরকে আমন্ত্রণ জানালেন ভোজসভায়।

এবার পম্পিয়াসের আমন্ত্রণ রাখতে সবাই গিয়ে উঠলেন তার জাহাজে। বাকি রইলেন শুধু এ্যান্টনির সহচর এনোবারবাস এবং জলদস্যু মেনাস ধারে কাছে সিজার বা অ্যান্টনি কেউ নেই দেখে মেনাস বলল, আমার মনে হয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করতেই এত তাড়াতাড়ি বোনের সাথে অ্যান্টনির বিয়ে ঠিক করলেন সিজার।'

সায় দিয়ে বললেন এনো বারেবাস, 'আমারও তাই মনে হয়। তবে এ কথা ঠিক এ বিয়ে শুভ হবে না। সিজারের বোন অক্টেভিয়া খুবই শান্ত স্বভাবের মেয়ে। সে যেমন ধর্মভীরু তেমনি কম কথা বলে অ্যান্টনি তো খুব শীঘ্রি মিশরে ফিরে যাবেন ক্লিওপেট্রার কাছে আমার স্থির বিশ্বাস তার পরেই আগুন জ্বলে উঠবে রোমে '

এরপর পম্পিয়াসের জাহাজে এনোবারবাসকে নিয়ে গেলেন মেনাস ভোজসভা চলাকালীন সে পম্পিয়াসকে অতিথিদের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'প্রভু! আপনি কি আজ রাতে গোটা পৃথিবীর মালিক হতে চান?'

'নেশার ঘোরে কী যা তা বকছ মেনাস?' বিরক্তি সহকারে তার দিকে তাকিয়ে বললেন পম্পিয়াস

'বিশ্বাস করুন প্রভু, আমি নেশা করে এ কথা বলছি না', এই বলে পম্পিয়াসের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে মেনাস বলল, 'এখন সারা পৃথিবীর মালিক এই তিনজন অক্টেভিয়াস সিজার, লিপিডাস আর মার্ক অ্যান্টনি এবার বলুন আপনি রাজি আছেন কিনা। তাহলে আমি দড়ি কেটে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছি জাহাজ মাঝসমুদ্রে পৌঁছালে আমি এক এক করে ওদের মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব তারপর আপনিই হবেন সারা পৃথিবীর মালিক এখন বলুন, আপনি রাজি কি না

হেসে পম্পিয়াস বললেন, 'মতলবটা যখন তোমার মাথায় এসেছে, তখন কাজটা করে ফেলেই আমায় বলতে পারতে তাহলে আমার কিছু বলার ছিল না কিন্তু এখন ও সব করতে গেলে সেটা হবে শয়তানি আগেই বলে দিচ্ছি, ওর মধ্যে আমি নেই '

তখন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন মেনাস পম্পিয়াসের কথা পছন্দ না হওয়ায় সে সরে গেল আড়ালে ওদিকে তিন রোমান প্রতিনিধির মধ্যে সবচেয়ে বেসামাল অবস্থা লিপিডাসের চলা ফেরার মতো পর্যায়ে নেই সে পম্পিয়াসের এক চাকর তাকে পাঁজাকোলা নিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল

ইশারায় লিপিডাসকে দেখিয়ে মেনাসের উদ্দেশে বললেন পম্পিয়াস, 'তুমি পৃথিবীর মালিকানার কথা বলছিলে না? চেয়ে দেখ পৃথিবীর তিনভাগ মালিকের এক ভাগের অবস্থা এমন নেশা করেছেন যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছেন না শেষে কিনা বাচ্চা ছেলের মতো আমার চাকরের কোলে বসে ডাঙায় নামতে হচ্ছে তাকে '

বহুদিন অ্যান্টনিকে না দেখে বেশ মনমরা হয়ে প্রাসাদে বসে আছেন ক্লিওপেট্রা এরই মাঝে একদিন দূতের কাছে শুনতে পেলেন অ্যান্টনি আর অক্টেভিয়ার বিয়ের খবর খবরটা শুনে অস্থির হয়ে গেলেন ক্লিওপেট্রা

তিনি দূতকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি স্বচক্ষে অক্টেভিয়াকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ একবারই মাত্র দেখেছি তাকে', জবাব দিল দূত।

ক্লিওপেট্রা জানতে চাইলেন, 'কোথায় দেখেছ তাকে?

'রোমে দেখেছি তাকে', দূত জবাব দিল

ক্লিওপেট্রা বললেন, 'সে কি আমার চেয়ে বেশি লম্বা?'

সবিনয়ে দূত বলল, 'না সে আপনার চেয়ে মাথায় উঁচু নয়

'এবার বলো অক্টেভিয়ার গলার আওয়াজ কেমন, সরু না মোটা , জিজ্ঞেস করলেন ক্লিওপেট্রা।

দূত উত্তর দিল, 'আজ্ঞে তার গলা খুবই সরু।'

বিস্ময়ে ক্লিওপেট্রা বললেন, 'সে কি? অ্যান্টনি তো সরু গলার আওয়াজের মেয়ে মোটেই পছন্দ করে না তার চাল-চলন, কথা-বার্তা এসব কেমন?'

দূত বলল 'অনেকটা বোকা ধরনের মেয়ে।'

ক্লিওপেট্রা বললেন, 'আচ্ছা, তার কত বয়স?'

'দেখে মনে হয় ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয় দূত বলল

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মুখের গড়ন কেমন গোল না লম্বাটে?'

'মনে তো হয় গোলই দেখেছিলাম', জবাব দিল দূত

ক্লিওপেট্রা বললেন 'গোল মুখওয়ালা মেয়েরা সাধারণত বোকাই হয়।'

'আজ্ঞে খুব ছোটো বলল দূত, 'চুলগুলো সামনের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকায় কপালটা ঢাকা পড়ে গেছে '

এবার বল তো অ্যান্টনির বউয়ের চুল কেমন, লম্বা না ছোটো? 'জানতে চাইলেন ক্লিওপেট্রা

'তার চুল ছোটো নয়, বেশ লম্বা', উত্তর দিল দূত

'আর তার চুলের রং? জানতে চাইলেন ক্লিওপেট্রা

'আজ্ঞে তার চুলের রং কটা', দূত জবাব দিল

দূতের মুখে অক্টেভিয়ার রূপ-গুণের বিবরণ শুনে সুস্থির হলেন ক্লিওপেট্রা। তিনি একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দিলেন দূতকে।

পাঁচ

এদিকে তাঁর নিজ প্রাসাদে নববধূ অক্টেভিয়ার সাথে বেড়াতে এলেন মার্ক অ্যান্টনি। এদিকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে আচমকাই পম্পিয়াসের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন সিজার। প্রধান সদস্য লিপিডাস তাকে নিষেধ করেছিলেন এ কাজ করতে, কিন্তু তার কথায় কান দেননি সিজার। উলটে তিনি লিপিডাসকে বাধ্য করলেন পম্পিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে। দীর্ঘদিন একটানা লড়াইয়ের পর পরাস্ত হলেন পম্পিয়াস। ত্রয়ী শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে একাকী রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার মতলবে রয়েছেন সিজার। সামনে রয়েছে তার দুই প্রতিপক্ষ লিপিডাস এবং মার্ক অ্যান্টনি। যুদ্ধে পম্পিয়াস হেরে যাবার পর এবার তার নজর পড়ল লিপিডাসের দিকে। কবে লিপিডাস চিঠি লিখেছিলেন পম্পিয়াসকে, সেই চিঠিতে কী উল্লেখ ছিল এসব তুচ্ছ জিনিসকে অপরাধ হিসেবে ধরে নিয়ে তার বিচার করলেন সিজার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন তাকে। এবার মার্ক অ্যান্টনির পেছনে লাগলেন সিজার। তিনি উঠেপড়ে লেগে গেলেন রোমের জনসাধারণের কাছে অ্যান্টনির বিষয়ে নানা কুৎসা রটাতে। জনসাধারণের সামনে গড়ে ওঠা অ্যান্টনির ভাবমূর্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি।

এথেন্সে তার নিজ প্রাসাদে বসে অ্যান্টনি তার স্ত্রী অক্টেভিয়াকে এক এক করে বলছিলেন তার বড়ো ভাইয়ের এসব কার্যকলাপের কথা। সিজার যে পর পর অন্যায় কাজ করে চলেছেন সে কথা যুক্তির সাহায্যে স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন অ্যান্টনি। সব শুনে মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন অক্টেভিয়া। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না কেন তার বড়ো ভাই সিজার নিজের রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করতে এভাবে পাশার কূট চাল চেলে যাচ্ছেন। সন্ধি-চুক্তি ভেঙে পম্পিয়াসের সাথে যুদ্ধ এবং ত্রয়ী শাসনব্যবস্থার প্রধান সদস্য লিপিডাসকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে তাকে অন্যায় দণ্ড দেওয়া — এসব না হয় মেনে নেওয়া যায়, তা বলে জনসাধারণের সামনে সুযোগ পেলেই নিজ আত্মীয় অ্যান্টনির নামে কুৎসা রটানো, এর কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না অক্টেভিয়া। তাই স্বামীর কথার মাঝে যখন বড়ো ভাইয়ের প্রতি অভিযোগ ফুটে উঠছিল, তিনি কোনো জবাব দিতে না পেরে পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষমেশ অসহ্য হয়ে উঠে তিনি স্বামীকে বললেন, 'মেনে নিচ্ছি আমার বড়ো ভাই চরম অপরাধ করেছেন। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ তো। একদিকে আমার স্বামী অন্য দিকে বড়ো ভাই, আমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখি? আমার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে আমার মুখ চেয়ে তুমি কি ক্ষমা করতে পার না তাকে?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন অ্যান্টনি, 'দেখ অক্টেভিয়া, তুমি এক কাজ কর। আমার সাথে থাকলে উভয়ের মাঝে তিক্ততা বাড়া ছাড়া কমবে না। তার চেয়ে তুমি বরঞ্চ রোমে তোমার ভাইয়ের কাছে চলে যাও।'

অ্যান্টনি যে ত্যাগ করতে চাইছেন তা বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অক্টেভিয়া।

নিষ্ঠুর স্বরে অ্যান্টনি বললেন, 'অক্টেভিয়া! হাজার কান্নাকাটি করলেও আমার মন ভিজবে না। আমার সিদ্ধান্তের এক চুলও নড়চড় হবে না। তার চেয়ে মন দিয়ে শোন আমার কথা। এখনও সময় আছে। পার তো আমার হয়ে তোমার দাদাকে প্রশ্ন কোরো কেন তিনি আমার নামে

কুৎসা রটনা করছেন আর কেনই বা তিনি আমাদের এতদিনের সম্পর্কটা ভেঙে দিতে চাইছেন আর দেরি না করে এবার তুমি রওনা দাও।'

স্বামীর আদেশকে মর্যাদা দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অক্টেভিয়া ফিরে এলেন রোমে তার ভাইয়ের কাছে অক্টেভিয়া ফিরে আসতেই সিজার ধরে নিলেন অ্যান্টনি তাকে ত্যাগ করেছেন। সিজারের প্রশ্নের জবাবে অক্টেভিয়া জানালেন, 'সে রূপ কোনও ঘটনা ঘটেনি অ্যান্টনির কাছে শুনলাম তুমি নাকি রোমের জনসাধারণের কাছে তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছ আমার স্বামী ধরে নিয়েছেন এসব তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ আসল ঘটনাটা কী, তাই জানতে এসেছি আমি '

ওদিকে ঘটনা হল অক্টেভিয়া বিদায় নিতেই বাতাসের বেগে খবরটা রোমে ছড়িয়ে গেছে যে মার্ক অ্যান্টনি মিশরে ফিরে গেছেন সে খবরটা বোনকে দিয়ে সিজার বললেন, 'আসলে অ্যান্টনিও মনে মনে চাইছিল যে তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাও। তাই এথেন্স থেকে তুমি রোমে ফিরে আসতে না আসতেই সে আবার মিশরে চলে গেছে ক্লিওপেট্রার কাছে অ্যান্টনি যা সব করে বেড়াচ্ছে তা শুনলে আর রোমের মানুষের শ্রদ্ধা থাকবে না তার উপর। তবে এও বলছি তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না অ্যান্টনি, তার শেষ দেখে তবে ছাড়ব।'

লিপিডাস চলে গেছেন, বাকি আছে শুধু মার্ক অ্যান্টনি। তাকে পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিতে পারলেই রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার পথে আর কোনও বাধা থাকবে না অক্টেভিয়াস সিজারের কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া অ্যান্টনিকে সরাবার আর কোনও পথ নেই

কিন্তু মার্ক অ্যান্টনি একজন কুশলী যোদ্ধা তার মতো যোগ্য সেনাপতি দেশে আর কেউ আছে বলে সন্দেহ সিজারও ভালোভাবেই জানেন অ্যান্টনি তার চেয়ে অনেক বড়ো যোদ্ধা ইতিমধ্যে অ্যান্টনিও মিশরে ফিরে গেছেন তার পুরনো প্রেমিকা ক্লিওপেট্রার কাছে। এ অবস্থায় অ্যান্টনির সাথে লড়াই শুরু করলে ক্লিওপেট্রা যে তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অ্যান্টনিকে বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই সিজারের। তিনি এও জানেন মিশরের স্থল ও নৌবাহিনী রোমানদের সাথে লড়ে তাদের হারিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে

পাঁচ

শুধু পম্পিয়াস নয়, ভূমধ্য সাগরের যে দুজন কুখ্যাত জলদস্যু পম্পিয়াসের হয়ে সিজারের সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়েছিল, তারাও পরাস্ত হয়েছে রোমান সৈন্যদের কাছে তাদের হারিয়ে দিয়ে সিজার দখল করে নিয়েছেন তাদের জাহাজগুলি এর ফলে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তার নৌবাহিনীর শক্তি তাই ভূমধ্য সাগর পেরুতে দেরি হল না তার। রোমান স্থল ও নৌসেনা নিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন মিশরের উপকূলে যখন মার্ক অ্যান্টনি শুনতে পেলেন সিজার এসেছেন তার সাথে যুদ্ধ করতে তিনিও সাজালেন তার বাহিনীকে ক্লিওপেট্রার নৌবাহিনীর শক্তির উপর ভরসা করেই তিনি এগুলেন সমুদ্রের উপর সিজারের নৌবাহিনীর সাথে লড়াই করতে

মার্ক অ্যান্টনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অ্যাকটিয়াসের বিশাল প্রান্তরে তৈরি শিবিরে রয়েছেন। সেখানে তিনি তার বন্ধু সহচর এনোবারবাস এবং সেনাপতি ক্যানিডিয়াসের সাথে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করছিলেন এমন সময় ক্লিওপেট্রা এলেন সেখানে

অ্যান্টনি তার সেনাপতিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মনে রেখ ক্যানিডিয়াস, সিজারের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে জলে, স্থলে নয় ' এরপর সবার সামনেই ক্লিওপেট্রার হাতে হাত রেখে বললেন, 'প্রিয়ে! তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সাথে যুদ্ধের সময় তুমি আমার পাশে থেকে প্রেরণা জোগাবে '

অ্যান্টনির কথার মাঝে বলে উঠলেন এনোবারবাস এবং ক্যানিডিয়াস 'ক্ষমা করবেন প্রভু। স্থলযুদ্ধে আমাদের সেনারা যতটা পারদর্শী, জলযুদ্ধে ততটা নয় এছাড়া রোমান নৌবাহিনীর প্রতিটি জাহাজই আমাদের জাহাজের তুলনায় অনেক বেশি হালকা '

অ্যান্টনি কোনও জবাব দেবার আগেই বলে উঠলেন, ক্লিওপেট্রা, 'আমার নৌবাহিনীতে রয়েছে সত্তরটি জাহাজ সিজারের হাতে নিশ্চয়ই অত জাহাজ নেই। আপনারা জেনে রাখুন অ্যান্টনির মতো আমিও চাই সিজারের সাথে জলযুদ্ধ করতে '

ক্লিওপেট্রা যে তার নিজস্ব জাহাজে চেপে সিজারের সাথে যুদ্ধ করতে যাবেন, যুদ্ধের সময় অ্যান্টনির পাশাপাশি থেকে তাকে প্রেরণা জোগাবেন এ সিদ্ধান্তটা মোটেও মনঃপূত নয় এনোবারবাস আর ক্যানিডিয়াসের। তারা এটাই বোঝাতে চাইলেন যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েরা থাকলে নানারূপ বিপদ-বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে কিন্তু তাদের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা যুদ্ধের সময় অন্য জাহাজগুলি তার জাহাজকে চারদিক দিয়ে ঘিরে থাকবে, সেহেতু বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই — এ কথাটাই জোর দিয়ে বোঝাতে চাইলেন ক্লিওপেট্রা।

দু-দলের মাঝে তুমুল জলযুদ্ধ বেঁধে গেল অ্যাকটিয়াসের কাছে। রোমান সেনারা জলযুদ্ধে যতটা পারদর্শী, স্থলযুদ্ধে ততটা নয়। এবার অ্যান্টনির বিরুদ্ধে ভূমধ্য সাগরের পরাজিত জলদস্যুদের কাজে লাগালেন সিজার যদিও জলযুদ্ধে ততটা পারদর্শী নন অ্যান্টনি, কিন্তু ক্লিওপেট্রার নৌবাহিনী তার পাশে থাকায় তাদের সামনে টিকতে পারলনা রোমান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছিটকে পড়ল চারদিকে আর সেই ভূমধ্যসাগরীয় জলদস্যুরা, জলেই যাদের ঘর-বাড়ি — তারাও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মিশরীয় নৌবাহিনীর আক্রমণে।

যুদ্ধে যখন অ্যান্টনির জয় প্রায় নিশ্চিত, সে সময় ক্লিওপেট্রার সামান্য একটা ভুলের দরুন ওলট-পালট হয়ে গেল সবকিছু অ্যান্টনির জাহাজের পাশাপাশিই যাচ্ছিল ক্লিওপেট্রার জাহাজ। তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন সিজারকে হারিয়ে যুদ্ধ জয় করতে চলেছেন অ্যান্টনি। এ সময় হঠাৎ কেন জানি তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তার যেন মনে হতে লাগল যুদ্ধে হেরে গেছেন অ্যান্টনি, রোমান সৈন্যরা চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে তার জাহাজ তারপর পায়ে শিকল পরিয়ে তাকে বন্দি করে নিয়ে যাবে রোমে

ক্লিওপেট্রা নির্দেশ দিলেন তার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে, 'জাহাজ ঘোরাও, দূর থেকে আমি যুদ্ধ দেখব ' ক্লিওপেট্রার আদেশে তৎক্ষণাৎ জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন। কিছুক্ষণ বাদে অ্যান্টনি দেখতে পেলেন দূরে পালিয়ে যাচ্ছে ক্লিওপেট্রার জাহাজ ঘাবড়ে গিয়ে তিনি ভাবলেন জাহাজ থেকে ছোঁড়া গোলায় হয়তো ক্লিওপেট্রার চোট লেগেছে, তাই তিনি জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তীরের দিকে ক্লিওপেট্রা কেমন আছে, তার আঘাত কতটা গুরুতর এসব স্বচক্ষে দেখার জন্য অ্যান্টনিও তার জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটালেন ক্লিওপেট্রার জাহাজের পেছুপেছু অ্যান্টনিকে পালিয়ে যেতে দেখে তার সেনাদের মন ভেঙে গেল। তারাও জাহাজ নিয়ে যে যেদিকে

পাশে ছুটে পালাতে লাগল। অ্যান্টনির সেনাদের পালিয়ে যেতে দেখে মনোবল ফিরে পেলেন সিজার। সিজারের আদেশে তার সৈন্যরাও ক্ষিপ্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যান্টনির সেনাদের উপর। সামান্য একটা ভুলের জন্য হেরে গেলেন মহাবীর অ্যান্টনি — তার বদলে সিজারের কপালে জয়টিকা পরিয়ে দিলেন ভাগ্যলক্ষ্মী।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন ক্লিওপেট্রা। যুদ্ধে হেরে গিয়ে অ্যান্টনিও ফিরে এলেন সেখানে। ক্লিওপেট্রাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'বুঝতে পারছি না কী করে এত বড়ো ভুল করলাম আমি। যুদ্ধে জয় নিশ্চিত জেনেও বোকার মতো তোমার পিছু পিছু ছুটে এসে হেলায় হারালাম তাকে? ছি! ছি! কি করে আমি মুখ দেখাব সৈন্যদের সামনে? এ লজ্জা কী করে ঢাকব আমি?'

দু-হাতে অ্যান্টনির গলা জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে মুখ এনে বললেন ক্লিওপেট্রা, 'তুমি আমায় ক্ষমা কর প্রিয়। যুদ্ধের মাঝে আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে এখন আমি বুঝতে পারছি জয় নিশ্চিত জেনেও ঐ অবস্থায় তোমার ফেলে আসা আমার মোটেও উচিত হয়নি। আর তুমিও যে যুদ্ধ ফেলে আমার পেছু পেছু ছুটে আসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। এমনকি আমার অনুচররাও এ বিষয়ে কিছু বলেনি আমাকে।'

তাকে ধমকে বলে উঠলেন অ্যান্টনি, 'তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি ঠিকই জানতে তোমার জাহাজের পাশাপাশি ছিলাম আমি।'

ব্যাকুল স্বরে ক্লিওপেট্রা বলে উঠলেন, 'তুমি আমায় ক্ষমা কর প্রিয়।'

ভাঙা ভাঙা স্বরে অ্যান্টনি বলতে লাগলেন, 'জুলিয়াস ছিলেন আমার বন্ধু। আর তার ভাগনে অক্টেভিয়াস, ও আজ সিজার হলেও আমার হাঁটুর বয়সি ছেলে। একবার ভাব তো, যুদ্ধে হেরে গিয়ে তার কাছে মাথা নত করে থাকতে হবে আমায়। ... সেটা যে কত মর্মান্তিক তা কী করে তোমায় বোঝাব। তবু যে আমার দুঃখ দেখে তুমি চোখের জল ফেলেছ তাতেই আমার সান্ত্বনা। শুধু তোমায় একবার চুমু খেতে দাও, তাহলেই আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।' ... বলেই পাত্র থেকে দামি মদ ঢেলে দিতে লাগলেন গলায়।

সাত

অ্যান্টনি বেশ বুঝতে পারলেন অ্যাকটিয়াসের নৌযুদ্ধে যা হারিয়েছেন তা ফিরে না পেলে শুধু তার নিজের নয়, ক্লিওপেট্রা এবং মিশরেরও চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কীভাবে ফিরে পাওয়া যাবে সেই হৃত সম্মান? সৈন্যদেরও আর সে উৎসাহ নেই। এ অবস্থায় অ্যান্টনির পক্ষে যুদ্ধ করলে তা কতটা লাভজনক হবে তা নিয়ে বড়ো বড়ো সেনাপতিরা কেউ মনস্থির করতে পারছেন না। এ সময় যদি সিজারের সাথে একটা যুদ্ধ বাধান যায় আর তাতে অ্যান্টনি জয়ী হয়, তবেই সম্ভব হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া। এই ভেবে মন থেকে অ্যাকটিয়াস নৌযুদ্ধে পরাজয়ের সব গ্লানি মুছে ফেলে সিজারের সাথে যুদ্ধের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন অ্যান্টনি।

এদিকে মার্ক অ্যান্টনিকে হারিয়েও চুপচাপ বসে নেই সিজার। বয়সে অ্যান্টনির চেয়ে ছোটো হলেও রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির কমতি নেই তার। এই নিদারুণ সত্যটুকু তার বুঝতে বাকি নেই যে অ্যান্টনির খপ্পর থেকে ক্লিওপেট্রাকে হটাতে পারলেই অ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা ও মিশরের সাম্রাজ্য সবই তার হস্তগত হবে। সিজার তার নিজস্ব দূতকে ক্লিওপেট্রার কাছে পাঠিয়ে তাকে জানালেন যে অ্যান্টনির এখন সময় খারাপ যাচ্ছে। কাজেই তাকে পরিত্যাগ করাই ক্লিওপেট্রার পক্ষে শ্রেয়। তিনি

আরও জানালেন অ্যান্টনিকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে সিজার তাকে পুরস্কৃত করবেন এমন কি রাজ্যের সীমানার পরিধিও বাড়িয়ে দিতে পারেন সিজারের প্রলোভনের কোনও জবাব দিলেন না ক্লিওপেট্রা বাধ্য হয়ে দূতকে খালি হাতে ফিরে যেতে হল সিজারের কাছে

ক্লিওপেট্রার প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ধৈর্য না হারিয়ে থাইরিয়াস নামে একজন দূতকে আবার পাঠালেন ক্লিওপেট্রার কাছে। তিনি থাইরিয়াসকে নির্দেশ দিলেন সে যেন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে ক্লিওপেট্রাকে বাধ্য করে অ্যান্টনিকে ছেড়ে সিজারের দিকে চলে আসতে

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে এসে ক্লিওপেট্রার সাথে দেখা করলেন থাইরিয়াস তিনি ক্লিওপেট্রাকে জানালেন অ্যান্টনিকে হয় মেরে ফেলে নতুবা নির্বাসন দণ্ড দিয়ে মিশরের বাইরে পাঠিয়ে দিলে তার কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখবেন না সিজার তিনি ক্লিওপেট্রাকে এও বললেন তিনি যদি অ্যান্টনিকে ভুলে গিয়ে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট বলে সিজারকে মেনে নেন, তাহলে দূর আকাশের চাঁদ ছাড়া আর সব কিছুই ওকে দিতে রাজি আছেন সিজার।

এতক্ষণ আড়ালে থেকে সিজারের আর ক্লিওপেট্রার কথা শুনছিলেন অ্যান্টনি দূতের কথা শুনে এবার আর ধৈর্যের বাঁধ মানল না তার তিনি ক্লিওপেট্রার একজন অনুচরকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'ঐ ব্যাটা দূতের পোশাক খুলে নিয়ে ওকে থামের সাথে বেঁধে রাখ।' অ্যান্টনির হুকুম পেয়ে ক্লিওপেট্রার সামনে দিয়েই তার অনুচররা টানতে টানতে নিয়ে গেল সিজারের দূত থাইরিয়াসকে তার পরনের দামি পোশাক খুলে ফেলে একটা থামের সাথে বেঁধে দিল তাকে

এবার অ্যান্টনি প্রশ্ন করলেন সিজারের দূতকে, 'ওহে তুমি আমায় চেন?'

মিনমিন করে দূত জবাব দিল, 'আজ্ঞে, আমি আপনাকে চিনি না '

অ্যান্টনি বললেন, 'বেশ, যাতে আমায় চিনতে পার সেই ব্যবস্থাই করছি ' এই কথা বলে ক্লিওপেট্রার একজন অনুচরকে ডেকে সিজারের দূতকে দেখিয়ে বললেন, 'চাবকে এর ছাল চামড়া তুলে নে '

স্বাভাবিকভাবেই অ্যান্টনির হুকুম মানতে বাধ্য ক্লিওপেট্রার অনুচর সাথে সাথেই সে একটা চামড়ার চাবুক নিয়ে এসে মনের সুখে পেটাতে লাগল থাইরিয়াসকে মারের চোটে থাইরিয়াসের চামড়া ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। সিজারের দূতের এ হেন অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলে ক্লিওপেট্রা এভাবে সিজারের দূতকে পেটানোর পরিণাম কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করে নিলেন তিনি। আর অ্যান্টনির কাণ্ড দেখেও ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন ক্লিওপেট্রা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যুদ্ধে হেরে মান সম্মান ও মনোবল নষ্ট হবার পরও এত সাহস কোথা থেকে পাচ্ছেন অ্যান্টনি

ক্রূর হাসি হেসে সিজারের দূতকে বললেন অ্যান্টনি 'কীরে বদমাস! এবার আমায় চিনতে পারছিস তো? আমিই সেই মার্ক অ্যান্টনি, যাকে মেরে ফেলার জন্য এতক্ষণ ধরে তুই কুবুদ্ধি দিচ্ছিলি রানিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুই ক্ষমা চাইবি ততক্ষণ পর্যন্ত চাবুক পড়বে তোর পিঠের উপর '

যন্ত্রণায় কেঁদে উঠে সিজারের দূত বলল 'হুজুর, দয়া করে আমায় মাফ করুন '

'তাহলে তুই ক্ষমা চাইছিস!' বলে ইশারায় দূতকে দেখিয়ে রক্ষীকে বললেন ওকে নামিয়ে আনতে তারপর দূতকে বললেন 'যা, ফিরে গিয়ে তোর মনিব সিজারকে বলিস আমি তোর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছি আর এও বলিস আমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি

বন্দী থাইরিয়াসের বাঁধন খুলে দিতেই সে কোনও মতে দেহে কোনও মতে পোশাক পরে ক্লিওপেট্রাকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ থেকে।

মৃদু স্বরে অ্যান্টনিকে ভর্ৎসনা করে ক্লিওপেট্রা বললেন, ছিঃ! ছিঃ! কী কাণ্ডটাই না করলে তুমি! থাইরিয়াস তো সিজারের আজ্ঞাবহ দূত। ওকে এভাবে মার খাওয়াবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

হেসে অ্যান্টনি বললেন 'মনে হয় তুমি ভয় পাচ্ছ বেশ তাহলে সিজার যা বলেন তাই করো আমার মাথাটা কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দাও তাকে তোমার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন তিনি।'

'এ নিয়ে ঠাট্টা করো না', বললেন ক্লিওপেট্রা, 'আজ তুমি যা করলে তাতে মিশরের সাথে সিজারের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল।'

অ্যান্টনি বললেন, 'আমি তো সেটাই চাই। আমি আবার যুদ্ধ করব সিজারের সাথে। তাকে এমন শিক্ষা দেব যা আমৃত্যু সে মনে রাখবে।'

ক্লিওপেট্রা সায় দিয়ে বললেন, 'এই তো আমার প্রিয়র উপযুক্ত কথা তুমি আবার তৈরি হও লড়াইয়ের জন্য

সিজার রেগে আগুন হয়ে গেলেন যখন শুনলেন ক্লিওপেট্রা তার প্রস্তাব মানা তো দূরে থাক, উপরন্তু তারই সামনে সিজারের দূতকে মেরে তার ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে অ্যান্টনি নিজস্ব দূতকে পাঠিয়ে অ্যান্টনি তাকে আহ্বান জানালেন, কিন্তু তাতে সাড়া দিলেন না সিজার।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান সিজার প্রত্যাখ্যান করেছেন শুনে এনোবারবাস বললেন অ্যান্টনিকে, 'সিজার হেরে যাবেন জেনেই রাজি হননি দ্বন্দ্বযুদ্ধে।'

পরদিন সকালেই তুমুল যুদ্ধ শুরু হল সিজার আর মার্ক অ্যান্টনির বাহিনীর মধ্যে সিজার তার সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন জ্যান্ত অবস্থায় ধরে আনে অ্যান্টনিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় তার শিবিরে বসে অ্যান্টনি খবর পেলেন তার এতদিনের বন্ধু ও সহচর এনোবারবাস সসৈন্যে যোগ দিয়েছেন সিজারের দলে কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না অ্যান্টনি এনোবারবাসের যে সমস্ত জিনিস-পত্র তখনও তার কাছে ছিল, তিনি সেগুলি পাঠিয়ে এক শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন যাতে বিশেষভাবে উল্লেখ ছিল ভবিষ্যতে আর কখনও মনিব পাল্টাতে হবে না এনোবারবাসকে

সিজার নির্দেশ দিলেন যুদ্ধের আগে যারা অ্যান্টনিকে ছেড়ে তার দলে যোগ দিয়েছে, সেই সমস্ত সৈনিক ও সেনাপতিদের নিয়ে যেন সামনের বাহিনী সাজানো হয় যাতে অ্যান্টনির আক্রমণের প্রথম আঘাতটা তাদের উপর দিয়ে যায় একথা শুনে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লেন এনোবারবাস এক সময় তিনি ছিলেন অ্যান্টনির বিশ্বস্ত সহচর ও সেনাপতি তাই তাকে ছেড়ে এসে সিজারের দলে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি সিজার। ওদিকে অ্যান্টনি তার দূত মারফত এনোবারবাসের ব্যবহৃত সব কিছু জিনিসপত্র সেই সাথে এক শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এনোবারবাস তিনি স্থির করলেন, আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন, তবুও লড়াই করবেন না অ্যান্টনির বিপক্ষে

এবার আলেকজান্দ্রিয়ায় শুরু হল সিজার আর অ্যান্টনির যুদ্ধ ইতিমধ্যে এনোবারবাস আত্মহত্যা করেছেন তার মত আরও অনেক রণকুশলী সেনাপতি তাদের বাহিনীসহ যোগ দিয়েছেন সিজারের

দলে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না এর অনুগত যেটুকু সেনাবাহিনী এখনও পর্যন্ত ছিল, তাদের নিয়েই এমন যুদ্ধ করলেন অ্যান্টনি যে তার তুলনা নেই সিজারের বাহিনীর একাংশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অ্যান্টনির তীব্র আক্রমণে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে সিজার পালিয়ে এলেন তার শিবিরে

রাতে শিবিরের ভিতর তার সেনাপতিদের সাথে গোপনে আলোচনায় বসলেন সিজার তাদের সাথে আলোচনার পর সিজার বললেন গোপন সূত্রে তিনি খবর পেয়েছেন রণতরী নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে অ্যান্টনির দক্ষ সৈনিকেরা, হয়তো কাল সকালেই তারা আক্রমণ করবে রোমান বাহিনীকে কিন্তু এখনই জলযুদ্ধে আগ্রহী নন সিজার তাই তিনি রোমান সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন স্থলযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে উপত্যকা থেকে লড়াই কর অনেক সুবিধাজনক রাতের অন্ধকারে সে জায়গা দখল করার জন্য তার সৈন্যদের নিয়ে জাহাজে চাপলেন সিজার ও দিকে অ্যান্টনির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে উল্টোদিকে পরদিন সকালে এক দুঃসংবাদ পেলেন অ্যান্টনি —ক্লিওপেট্রা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিনা যুদ্ধে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করছে সিজারের কাছে অ্যান্টনি ধরে নিলেন ভয়ে ভয়ে তার সামনে সিজারের বিরুদ্ধে কথা বলে বটে ক্লিওপেট্রা, কিন্তু সেই গোপনে মিশরীয় বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে সিজারের কাছে আত্মসমর্পণ করার আসলে হয়েছে কী নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতেই রানির অনুমতি ছাড়াই এ কাজ করেছে মিশরীয় সেনাবাহিনী ক্লিওপেট্রার উপর সব আস্থা হারিয়ে ফেলেছে তারা।

ঘটনাটা যাই হোক না, আদতে কিন্তু চরম সর্বনাশ হল অ্যান্টনির অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে হেরে গিয়ে অ্যান্টনি যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় সিজারকে পরাস্ত করে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে চলেছেন, ঠিক সে সময় এমন আঘাত তার যোদ্ধা জীবনের গৌরবকে পুরোপুরি ম্লান করে দিল

ক্লিওপেট্রাকে দেখে রেগে আগুন হয়ে গালি গালাজ করে বলতে লাগলেন অ্যান্টনি, 'শয়তানী রাক্ষসী। তুই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস আমার সাথে যে সিজারের এখনও পর্যন্ত ভালো করে দাড়ি গোঁফ গজায়নি, তুমি কিনা শেষে তারই সাথে আমার বিরুদ্ধে হাত মেলালে? যাও। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে তোমার মুখদর্শন করতে চাই না আমি আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে এতদিন পর্যন্ত আমি কেন জানতে পারলাম না যে একদিন তোমার আগুনঝরা রূপই আমার সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

শান্তস্বরে জানতে চাইলেন ক্লিওপেট্রা, 'কী হয়েছে? কেন তুমি এত উতলা হচ্ছ?'

রাগে ফুঁসে উঠে অ্যান্টনি বললেন, আবার জানতে চাইছ কি হয়েছে? তোমার কি লজ্জা বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, যাও। সেই সিজারের কাছে যাও, আমার বিরুদ্ধে যার সাথে হাত মিলিয়েছ তুমি। তোমায় পেলে উনি মাথায় করে আনন্দে নাচবেন রোমের জনতার সামনে।'

অ্যান্টনির এ হেন অবস্থা দেখে এবারে সত্যি সত্যিই তার কাছ থেকে সরে এলেন ক্লিওপেট্রা অন্দরমহলে গিয়ে অন্যতম সহচরী চার্মিয়ানকে ডেকে বললেন 'দ্যাখ' যুদ্ধে হেরে গিয়ে সত্যিই যেন পাগল হয়ে গেছেন অ্যান্টনি ওঁর ধারণা হয়েছে আমি জেনেশুনেই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি হয়তো উনি ভাবছেন আমার নির্দেশেই মিশরীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে সিজারের কাছে

সব শুনে চারমিয়ন পরামর্শ দিল, 'আপনি এক কাজ করুন রানি। পাহাড়ের উপর যে উঁচু স্মৃতিস্তম্ভটা আছে, আপনি সেখানে গিয়ে কিছুদিন গোপনে লুকিয়ে থাকুন। আমরা বাইরে রটিয়ে দেব আত্মহত্যা করেছেন রানি ক্লিওপেট্রা।'

ক্লিওপেট্রা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ চারমিয়ন। আমি ওই স্মৃতিস্তম্ভের ভিতরেই লুকিয়ে থাকব। আমি যে অ্যান্টনির নাম করতে করতেই প্রাণত্যাগ করেছি একথা পৌঁছে দেবে অ্যান্টনির কানে। তা শুনে অ্যান্টনির কী প্রতিক্রিয়া হয় তা ভালোভাবে লক্ষ করে পরে আমায় জানিয়ে দেবে।'

যথারীতি ক্লিওপেট্রা গা ঢাকা দিলেন স্মৃতিস্তম্ভের ভিতর। তখন তার অনুচর মার্ডিয়ান অ্যান্টনির সাথে দেখা করে বলল ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করেছেন। এ কথা শুনে বেদনার ভরে গেল অ্যান্টনির বুক। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ক্লিওপেট্রা যখন নেই তখন কীসের যুদ্ধ? কার জন্যই বা যুদ্ধ? প্রিয়তমে! তুমি কি ভেবেছ আমায় একা ফেলে পালিয়ে যাবে? তা হবে না। আমিও আসছি তোমার পেছু পেছু। এখন আমার বেঁচে থাকা অপমানজনক ছাড়া আর কিছু নয়।'

কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এসে হাজির হলেন অ্যান্টনির বন্ধু এরস। তাকে দেখতে পেয়েই অ্যান্টনি তার তলোয়ার বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'নাও এরস। এখনই এটা বসিয়ে দাও আমার বুকে।'

অ্যান্টনির কথা শুনে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন এরস, তারপর বললেন তাকে মুখ ঘোরাতে। অ্যান্টনি মুখ ঘোরানোর সাথে সাথেই এরস সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলেন নিজের বুকে। তীব্র আর্তনাদ করে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রক্তে ভেসে গেল চারদিক। মৃত্যু হল এরসের।

মনে মনে অ্যান্টনি বলে উঠলেন, 'বন্ধু! তুমি আমার চেয়েও বড়ো বীর ... আমায় শান্তির পথ দেখিয়েছ', বলেই এরসের বুক থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে আমূল বসিয়ে দিলেন নিজের বুকে।

কিন্তু এই অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুও মুখ ফিরিয়ে নিল অ্যান্টনির দিক থেকে। সম্ভবত তলোয়ারের ফলা তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করেনি ... তাই গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ বেঁচে রইলেন অ্যান্টনি। ঠিক সে সময় অ্যান্টনির কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর এসে হাজির হলেন সেখানে। তারা ধরাধরি করে অ্যান্টনিকে নিয়ে গেলেন সেই পাহাড় চূড়ার স্তম্ভে যেখানে আত্মগোপন করে আছেন তাদের রানি ক্লিওপেট্রা।

ক্লিওপেট্রাকে দেখে অ্যান্টনি বললেন, 'আমি তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি প্রিয়ে। মরার আগে তোমার ঠোঁটে শেষ চুম্বন এঁকে দেব ... এ কথা বলে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রেখেছি আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লিওপেট্রা বললেন, 'আমি জানি সিজারই আমায় শেষ করে দেবে। বেশ, তাই হোক। আমার উপর নির্ভর করে বেঁচেছিলে তুমি। আজ আমারই চরণে হোক তোমার জীবনাবসান।'

অ্যান্টনি বললেন, 'আমায় শেষ বারের মতো একটু মদ দেবে প্রিয়ে! আমি বলছি তুমি সিজারের কাছে আত্মসমর্পণ কর। তাহলে তোমার মান সম্মান, নিরাপত্তা সবই বজায় থাকবে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল ক্লিওপেট্রার ঠোঁটে তিনি বললেন, 'তুমি ভুল বললে প্রিয় সম্মান আর নিরাপত্তা দুটো কখনও একসাথে বজায় রাখা যায়না এবার থেকে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলব আমি '

অ্যান্টনি বললেন 'আমায় ক্ষমা কর প্রিয়ে। সিজারের সাথে হাত মিলিয়েছ ধরে নিয়ে আমি সেদিন অনেক আজেবাজে কথা বলেছি তোমায় ভুলে যাও সেসব কথা। শুধু মনে রেখ সেই গৌরবময় দিনগুলির কথা যখন আমি ছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর' বলতে বলতেই নিভে এল অ্যান্টনির জীবনদীপ

সিজার স্তব্ধ হয়ে গেলেন যখন শুনলেন অ্যান্টনি আত্মহত্যা করেছেন তিনি নিজেই চলে গেলেন পাহাড় চূড়ার স্মৃতিস্তম্ভে তিনি অনেক বোঝালেন ক্লিওপেট্রাকে, নানা আশার কথাও শোনালেন তাকে শেষমেশ চারদিকে পাহারার ব্যবস্থা করে ফিরে গেলেন শিবিরে।

সিজারের এক অনুচর ডোলাবেলার মুখে ক্লিওপেট্রা জানতে পেলেন মুখে অনেক আশ্বাসের কথা বললেও আসলে সিজার চান তাকে বন্দি করে রোমে নিয়ে যেতে সেখানে জনতার সামনে বিজয় মিছিলে তিনি তাকে দেখাতে চান

ডোলাবেলার কথা শুনে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও মুহূর্তের মধ্যে তার কর্তব্য স্থির করে নিলেন ক্লিওপেট্রা। একদিন যিনি ছিলেন মিশরের অধীশ্বরী, যার প্রেমিক ছিলেন মহাবীর অ্যান্টনি সেই ক্লিওপেট্রা কিনা অপমানিত হবেন রোমের মানুষের সামনে? না, বেঁচে থাকতে তা কখনই সম্ভব নয় নিজের মুক্তির ব্যবস্থা নিজেই করে ফেললেন ক্লিওপেট্রা ভাঁড়ের মতো দেখতে একটা গাঁয়া লোককে তার কাছে নিয়ে এল সহচরী চারমিয়ান লোকটির হাতে একটা ফলের ঝুড়ি ফলের নিচে রয়েছে তীব্র এক বিষধর সাপ এদের দেখা মেলে নীলনদের পাঁকে। এই সাপের ছোবলে যন্ত্রণা না হলেও এর বিষ এত তীব্র যে মুহূর্তের মধ্যে মারা যায় মানুষ।

অ্যান্টনি যাকে আদর করে 'নীলনদের সাপিনী' বলে ডাকতেন, মিশরের রানি সেই ক্লিওপেট্রা এবার নিজেকে সাজালেন রানির সাজে। দামি পোশাক আর হিরে মুক্তোর গহনায় সর্বাঙ্গ সাজিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায় তারপর সেই বিষধর সাপটাকে তুলে নিলেন নিজের বুকে সাপটা সাথে সাথেই ছোবল মারল তাকে নিমেষের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন মোহময়ী সেই সুন্দরী রানি ক্লিওপেট্রা

কোরিওলেনাস

সম্রাটের শাসনে খুবই সুখের মাঝে দিন কাটাচ্ছিল রোমের মানুষ হঠাৎ প্রকৃতির খেয়ালে সেখানে দেখা দিল অনাবৃষ্টি ফলস্বরূপ সারা দেশে ঘনিয়ে এল খাদ্যাভাব। চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়ল দেশের জনসাধারণ কুকুর বেড়ালের মতো দলে দলে মানুষ মরতে লাগল অনাহারে এভাবে কিন্তু বেশিদিন চলল না দেশের মানুষ রুখে দাঁড়াল এক সময়, তারা সিদ্ধান্ত করল বিদ্রোহ করবে সম্রাটের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যিই একদিন কোরিওলি শহরের বাসিন্দা ভলসিয়ানরা টাল্লাস অফিডিয়াসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করল সম্রাটের বিরুদ্ধে। তিন সাহসী সেনাপতি-কেইয়াস মার্সিয়াস, কমিনিয়াস ও লারটিয়াস বিশাল রোমান বাহিনী নিয়ে করিওলির দিকে যাত্রা করল বিদ্রোহ দমন করতে

তৈরি হয়েই ছিল ভলসিয়ানরা। সেনাপতি অফিডিয়াসের নেতৃত্বে তারা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল রোমান বাহিনীর উপর। তাদের হাতে মার খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হল রোমান বাহিনী তখন কেইয়াস মার্সিয়াস দায়িত্ব নিলেন যুদ্ধ পরিচালনার।

সেনাদলের মনোবল ফেরাতে গলা চড়িয়ে বললেন সেনাপতি মার্সিয়াস, 'তোমরা সবাই কাপুরুষ বীরের মতো লড়াই করে কীভাবে মরতে হয় তাও শেখনি তোমরা শত্রুর হাতে যখন দেশকে বাঁচাতেই পারবে না তখন খামোখা যুদ্ধ করতে এসেছ কেন? যুদ্ধের অর্থই হল মৃত্যু নতুবা পরাজয় তোমাদের চেয়ে আর কেউ তো তা ভালোভাবে জানে না।'

এবার রোমান বাহিনী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তাদের সেনাপতির আবেগময় ভাষণে তাদের চোখের সামনে কিছুক্ষণ বাদেই শুরু হয়ে গেল এক প্রচণ্ড লড়াই, মার্সিয়াসের সাথে অফিডিয়াসের। অফিডিয়াস পালিয়ে গেলেন সে লড়াইয়ে হেরে এই দেখে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করল। মার্সিয়াসের নেতৃত্বে তারা পালটা আক্রমণ করল ভলসিয়ান বিদ্রোহীদের। প্রচুর শত্রু ধ্বংস করার পর কোরিওলি শহরে ঢুকে পড়লেন কেইয়াস মার্সিয়াস তার রোমান বাহিনী নিয়ে। অপর দুই সেনাপতি কমিনিয়াস ও লারটিয়াসও তার পেছন পেছন কোরিওলি শহরে ঢুকে পড়লেন তাদের বাহিনী নিয়ে কোরিওলি শহরে ঢুকে ইচ্ছামতো লুঠপাট করার পর সৈনারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল লুটের মাল তাদের মাঝে ভাগাভাগি করতে মার্সিয়াসের কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও আগ্রহ ছিল না। বিদ্রোহী ভলসিয়ান বাহিনীর যে কজন তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল এবার তিনি এগুলেন তাদের ধ্বংস করতে বিদ্রোহ দমন করার পর কমিনিয়াস আর লারটিয়াস বিজয়ী রোমান বাহিনীকে নিয়ে ফিরে এলেন শিবিরে বীর সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াসকে সামনে রেখে প্রাণ বাঁচাতে বিদ্রোহী নেতা অফিডিয়াসের লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাবার খবরে খুশির জোয়ারে ভেসে গেল সৈন্য শিবির এর কিছুক্ষণ পরেই মার্সিয়াসের বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগলেন কমিনিয়াস আর লারটিয়াস নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়ে মার্সিয়াস বললেন 'আপনাদের মতো আমিও একজন সাধারণ সৈনিক সাধ্যমতো আমি লড়েছি দেশের জন্য। সে নিয়ে এত হইচই করার কী আছে?'

রোমান সৈন্যরা বহু দামি জিনিসপত্র আর ঘোড়া পেয়েছিল কোরিওলি শহরকে লুটপাট করে। সে সব থেকে মার্সিয়াসকে তাঁর পছন্দ মতো কিছু জিনিস আর ঘোড়া বেছে নিতে বললেন কমিনিয়াস। কিন্তু তা নিতে কিছুতেই রাজি হলেন না মার্সিয়াস। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে ওসব তার কাছে খুদ সেবার সামিল, তাই তিনি পারবেন না ও সব নিতে। তিনি কমিনিয়াসকে এই মনে করিয়ে দিলেন যে আর পাঁচজন সাধারণ সৈন্যের মতো তিনিও লড়েছেন দেশের জন্য। তাই যুদ্ধ জয়ের জন্য পৃথকভাবে কোনও পারিতোষিক নেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মার্সিয়াসের এ কথা শুনে সৈন্যরা সবাই শিরস্ত্রাণ খুলে বর্শা উঁচু করে ধরে তাকে অভিনন্দন জানাল 'মার্সিয়াস! মার্সিয়াস!' — বলে, কিন্তু তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন সে সবের জন্য। অভিনন্দন যে তোমাদেরই সামিল, সবার সামনেই তিনি বললেন সে কথা।

সেনাপতি কমিনিয়াস বললেন মার্সিয়াসকে, 'আমি বুঝতে পারছি যে তুমি খুবই কর্তব্যপরায়ণ তা সত্ত্বেও যে বীরত্ব আজ তুমি দেখিয়েছ, তারই স্বীকৃতিরূপে আমার সেরা ঘোড়াগুলোর একটা তোমায় দিলাম। সে সাথে কোরিওলি শহরের লড়াইয়ের কথা মনে রেখে আমরা তোমায় ভূষিত করলাম 'কোরিওলেনাস' পদবিতে। আজ থেকে তুমি পরিচিত হবে 'কেইয়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস' নামে।'

সেনাপতির কথা শেষ হতে না হতেই উপস্থিত সৈন্যরা একযোগে কয়েকবার জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে 'কেইয়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস' বলে।

'আপনাদের দেয় সম্মানের জন্য মনে মনে লজ্জিত হলেও আমার কিন্তু গর্ববোধ হচ্ছে' বললেন কোরিওলেনাস, 'এবার থেকে আমি সেনাপতি কমিনিয়াসের দেওয়া ঘোড়ায় চড়ব, আপ্রাণ চেষ্টা করব তার দেওয়া পদবির মর্যাদা রক্ষার জন্য।'

বিদ্রোহ দমনের পর এবার বাকি দুই সেনাপতি কমিনিয়াস আর লারটিয়াসকে সাথে নিয়ে বিজয়ীর বেশে কোরিওলেনাস রোমান বাহিনীর পুরোভাগে থেকে ফিরে এলেন রোমে। এবার শহরবাসীদের উদ্দেশ করে ঘোষণা করল সরকারী ঘোষক — 'বিদ্রোহী ভলসিয়ানদের পরাস্ত করে আমাদের সেনাপতি কেইয়াস মার্সিয়াস দখল করেছেন কোরিওলি শহর। এই যুদ্ধে তার অসাধারণ বীরত্বের জন্য সেনাপতি কমিনিয়াস তাকে ভূষিত করেছেন কোরিওলেনাস পদবিতে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন তাকে উপযুক্ত সম্মান দেখান।' ঘোষণাটি শেষ হতেই জনসাধারণ চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানাল কোরিওলেনাসকে। ইতিমধ্যে সেনেটার আর ট্রিবিউনদের কাছেও পৌঁছে গেছে যুদ্ধের খবর। কোরিওলেনাসকে দেওয়া এই সম্মান খুবই অসহ্য মনে হল সিসিনিয়াস ভেলুটাস আর জুনিয়াস ব্রুটাস নামে ট্রিবিউনের দুজন সদস্যের কাছে। তারা চাপা স্বরে মন্তব্য করলেন, 'শুনেছি মার্সিয়াস বেজায় লড়াই করেছেন বিদ্রোহীদের সেনাপতি টালাস অফিডিয়াসের সাথে। কিন্তু তিনি না পেরেছেন অফিডিয়াসকে হত্যা করতে, না পেরেছেন তাকে বন্দি করতে? এ আর এমন কী বীরত্বের কাজ? এ তো যুদ্ধের নামে ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু নয়।' মা ভলুমনিয়া এগিয়ে আসতেই কোরিওলেনাস নেমে এলেন ঘোড়া থেকে। সবার সামনে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করে তার কপালে চুমু খেলেন মা।

এরপর শোভাযাত্রা সহকারে বিজয়ী কোরিওলেনাসকে দেবতা জুপিটারের মন্দিরের সামনে নিয়ে এল জনতা। সেখানে অপেক্ষারত বিশাল জনতার সামনে বিদ্রোহ দমনে কোরিওলেনাসের অসাধারণ বীরত্বের কথা জোর গলায় জানালেন সেনাপতি কমিনিয়াস। একজন সেনেটরও উপস্থিত

ছিলেন জনতার মাঝে। কমিনিয়াসের ভাষণ শোনার পর তিনি বললেন, 'আমি মনে করি না যে কেইয়াস মার্সিয়াসকে শুধু 'কোরিওলেনাস' খেতাব দিয়েই যথেষ্ট সম্মান দেখান হয়েছে। বীরত্বের জন্য তাকে তার প্রাপ্য সম্মান এবং পুরস্কার দেওয়া হোক।' সেনাপতি কমিনিয়াস সে কথা শুনে বললেন, 'বিদ্রোহ দমনের পর লুটপাট করে শহর থেকে যা পাওয়া গেছে, তারই মাঝ থেকে কোনও একটা জিনিস আমি তাকে বেছে নিতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি রাজি হননি তাতে।'

কোরিওলেনাসের এক বন্ধু মেনেনিয়াস এগ্রিপ্পাও ছিলেন সেই জনতার মাঝে। কমিনিয়াসের বক্তব্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে আমি প্রস্তাব দিচ্ছি তার অসাধারণ বীরত্বের সম্মানস্বরূপ কনসাল পদ দেওয়া হোক কোরিওলেনাসকে। আমার মতে সেটাই হবে তার যোগ্য সম্মান। জনতার পক্ষ থেকে এবার আমি সেনাপতি কোরিওলেনাসকে অনুরোধ করছি আমাদের জন্য কিছু বলার জন্য।'

জনতার উদ্দেশে বলেন কোরিওলেনাস, 'আমি একজন সৈনিক। সবার সামনে এভাবে ভাষণ দিতে আমি অভ্যস্ত নই। প্রয়োজনে শত্রুর সাথে লড়াই করে দেশবাসীকে রক্ষা করাই আমার পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে তিনজন সেনানায়ককে পাঠান হয়েছিল এই বিদ্রোহ দমন করতে। আমি তাদেরই একজন। লড়াইয়ের শুরুতে ভলসিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের সেনারা যখন পিছু হটছিল, সে সময় আহত হই আমি। তা সত্ত্বেও আমি আমাদের ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে একত্র করে পালটা আক্রমণ করি শত্রুকে। আমরা এভাবেই দখল করি কোরিওলি শহর। তারপর আমাকে কোরিওলেনাস পদবিতে ভূষিত করেন সেনাপতি কমিনিয়াস। এটুকুই আমার বক্তব্য।' বলে কোরিওলেনাস বিদায় নিলেন সেখান থেকে।

কোরিওলেনাস চলে যাবার পর তার দুই বিরোধী ট্রিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাস মন্তব্য করলেন, 'বড্ড দেমাক হয়েছে ব্যাটার। আমি তো ভেবেছিলাম যুদ্ধে গিয়ে ও খতম হবে। কিন্তু ব্যাটা ঠিক ফিরে এসেছে চোট খেয়ে। একজন আবার প্রস্তাব দিলেন এরূপ লোককে কনসাল বানাতে। এ লোক কনসাল হলে মানুষের দুঃখ বাড়া বই কমবে না, স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন সে কথা।' তাদের কথার সায় দিয়ে বলে উঠল জনতা, 'না, কোরিওলেনাসকে কিছুতেই বসানো হবে না কনসাল পদে।' জনতার সমর্থনে খুশি হয়ে বলে ওঠে ভেলুটাস আর ব্রুটাস, 'এবার আমরা যা বলি তা মন দিয়ে সবাই তা শোন। আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে কোরিওলেনাসের কাছে যাব। তোমরা যে তাকে কনসাল পদে বসাতে চাও না সেকথা জোর গলায় বলবে তাকে।'

তাদের কথায় সায় দিয়ে জোর গলায় বলে উঠল জনতা, 'তাই হবে। প্রয়োজনে আমরা সম্রাটের কাছে গিয়ে বলব যেন কোরিওলেনাসকে রোম সাম্রাজ্যের কনসাল পদে নিয়োগ না করা হয়।'

এরপর ভেলুটাস ও ব্রুটাস উত্তেজিত জনতাকে নিয়ে এলেন কোরিওলেনাসের কাছে। তারা সরাসরি তাকে বললেন, 'দেশের মানুষ কনসাল পদে আপনার নিয়োগের বিরুদ্ধে। আপনার কি মনে আছে দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন জনসাধারণের মাঝে খাদ্য বিতরণের সময়, আপনি তাদের বিদ্রূপ করেছিলেন?'

মাথা উঁচু করে জবাব দিলেন কোরিওলেনাস, 'আপনি কী করে ভাবলেন যে সে কথা আমার মনে নেই? দেশের মানুষের সম্পর্কে যে ধারণা আমার আগে ছিল, এখনও তাই আছে। আমি

একজন সৈনিক। আমি চিরকাল দেশের শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, নিজের কথা কখনও ভাবিনি প্রয়োজন হলে এবার বেইমান আর অকৃতজ্ঞদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরব

'যতই আপনি নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে ভাবুন না কেন' বললেন ব্রুটাস 'আপনার কথাগুলো কিন্তু দেশদ্রোহীর মুখেই বেশি মানানসই আমি ভাবতে পারছি না এত সব বলার পরেও কী ভাবে আপনি কনসাল পদের জন্য বিবেচিত হন '

জনতা আগেই শুনতে পেয়েছে কোরিওলেনাসে র মতামত তারা একযোগে চেঁচিয়ে বলে উঠল ' আমরা কেউ মনে করি না যে কোরিলেওনাস কনসাল পদের যোগ্য। এরূপ অযোগ্য লোককে আমরা মানি না।'

'অযথা মাথা গরম করে চেঁচিও না', সুর পালটে বলল ট্রিবিউন ব্রুটাস, 'উত্তেজিত হলে কোনও ভালো কাজ করা যায় না ঠান্ডা মাথায় তোমরা সবাই ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তারপর যা সিদ্ধান্ত নেবার তা নেবে '

উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল জনতা, 'আমরা রাজি নই অত ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখতে। কনসাল পদে কোরিওলেনাসকে আমরা মোটেই চাই না, তা আপনারা যাই বলুন না কেন!'

এবার সুযোগ পেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল ট্রিবিউন ভেলুটাস, 'কোরিওলেনাসের মৃত্যু চাই আমরা '

ভেলুটাসের কথা শুনে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললেন কে রিওলেনাস,'বেশ তো, আমি তৈরি এবার এগিয়ে এস কে আমায় মারতে চাও।'

জনতা ভীষণ ঘাবড়ে গেল কোরিওলেনাসের এই মারমুখি মূর্তি দেখে কারও সাহস হল না তাকে আক্রমণ করার আর দেরি না করে চলে গেলেন কোরিওলেনাস মতলব ভেস্তে গেল দেখে জনতাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ট্রিবিউন ব্রুটাস, 'ও ব্যাটা দিব্যি পালি গেল তোদের ভয় দেখিয়ে তোমরা কোরিওলেনাসকে বাঁচতে দিও না, ওকে বাড়ি থেকে বের করে এনে মেরে ফেল

'তবে রে ব্যাটা বেইমান', বলতে বলতে এগিয়ে এলেন কোরিওলেনাসের বন্ধু মেনেনিয়াস এগ্রিপ্পা তিনি ব্রুটাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন 'তোর লজ্জা হচ্ছে না এ কথাটা বলতে? দেশের জন্য যুদ্ধ করে যে ঘায়েল হয়, তাকে মেরে ফেলার কথা মনে ঠাঁই দিস কী করে?

'থাক, থাক, গুরু হয়ে আর আপনাকে সাফাই দিতে হবে না', খেঁকিয়ে উঠল ট্রিবিউন ব্রুটাস, 'লড়াই করাই তো ওর পেশা লড়াইয়ে জেতার পর লুটের মালের ভাগ পায় বলেই তো ও লড়াই করতে যায় '

জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন এগ্রিপ্পা, 'তোমরা ফোরামে যাও যদি কোরিওলেনাসের বিরুদ্ধে তোমাদের কোনও অভিযোগ থাকে সেখানে গিয়ে তার বিচার চাও '

এগ্রিপ্পার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল জনতা 'বেশ,তাই হোক ' অপেক্ষা করে আর কোনও লাভ নেই দেখে যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিল সবাই ট্রিবিউন ভেলুটাস আর ব্রুটাসও এগুলো নতুন মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে সবাই চলে যাবার পর বন্ধু কোরিওলেনাসের কাছে গিয়ে বিস্তারিতভাবে সব খুলে বললেন এগ্রিপ্পা কীভাবে তার বিরুদ্ধে জনতাকে তাতিয়ে দিয়েছিল

ব্রুটাস আর ভেলুটাস কোরিওলেনাস সব শুনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি ফোরামে যাবেন। নির্দিষ্ট দিনে এগ্রিপ্পা তাকে নিয়ে এলেন ফোরামের বিচার সভায়। মাথা উঁচু করে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন কোরিওলেনাস। ভয়ের কোনও কিছু দেখা গেল না তার হাবভাবে বা চোখেমুখে। ট্রিবিউনের দুই সদস্য ভেলুটাস আর ব্রুটাস আগেই সেনেটবর্গকে প্রভাবিত করেছে এই দুর্নাম রটিয়েছে যে কোরিওলেনাস অত্যাচারী। সে কারণে রোম সাম্রাজ্যের কনসাল পদে নিয়োগের প্রস্তাব সত্ত্বেও তারা শেষে গেল পিছিয়ে। তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তারা নির্বাসন দণ্ড দিলেন কোরিওলেনাসকে। নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে মা ভলুমনিয়া আর স্ত্রী ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রোম ছেড়ে চলে গেলেন কোরিওলেনাস।

রোম থেকে বিতাড়িত হবার পর কোরিওলেনাস এসে হাজির হলেন ভলসিয়ানদের বাসভূমি কোরিওলি শহরে। সেখানে তাদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াসের বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখা করলেন তার সাথে। প্রথমে অফিডিয়াস তাকে চিনতে পারেনি। পরে যখন শুনলেন যে তিনিই কেইয়াস মার্শিয়াস কোরিওলেনাস, তখন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে। তার মনে পড়ে গেল এই সেই বীর, রোমান সেনাদের সাথে লড়াইয়ের সময় যার কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

অফিডিয়াস জানতে চাইলেন,'এতদিন বাদে কেন আপনি আমার কাছে এসেছেন কোরিওলেনাস?'

যে রোমের হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে একদিন লড়াই করেছি আমি,বলতে বলতে গলা বুজে আসে কোরিওলেনাসের,'সেই রোমের লোকেরাই দেশছাড়া করেছে আমায়। তারা আমায় নির্বাসিত করেছে স্বৈরাচারী বদনাম দিয়ে। সে অপমান আমি সহ্য করতে পারিনি, তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আমি চাই সে অপমানের শোধ নিতে রোম আক্রমণ করব আপনার সাহায্য নিয়ে।

অফিডিয়াস বললেন, এক সময় যদিও আপনি আমার শত্রু ছিলেন, তবে এখন থেকে আমার মিত্র। বীর হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি আপনাকে। রোমের লোকেরা যখন অন্যায় করেছে আপনার উপর, তখন তার প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। সে কাজে আমি সম্পূর্ণভাবে সহায়তা করব আপনাকে।

রোমের শাসকদের কাছে গুপ্তচর মারফত যথাসময়ে এখবর পৌঁছাল যে ভলসিয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে রোম আক্রমণ করতে আসছেন কোরিওলেনাস আর সে বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন বিদ্রোহী ভলসিয়ানদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াস।

নির্বাসন দণ্ড দিয়ে যারা কোরিওলেনাসকে দেশছাড়া করেছিল, তারা এবার বুঝতে পারল পরিস্থিতি সত্যিই ভয়ংকর। তারা বেশ বুঝতে পারল রোমে ফিরে এসে কোরিওলেনাস সবার আগে তাদেরই কচুকাটা করবেন। কোরিওলেনাসকে দেশ ছাড়ার জন্য যারা চক্রান্ত করেছিল, এবার তারাই এসে হাজির সেনাপতি কমিনিয়াসের কাছে। তিনি একসময় খুবই কাছের মানুষ ছিলেন কোরিওলেনাসের, তিনিই তাকে উপাধি দিয়েছিলেন কোরিওলেনাস। সেই কমিনিয়াস যদি আজ বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোরিওলেনাসকে বিরত করতে পারেন, এই আশায় সবাই একযোগে গিয়ে তাকে অনুরোধ করল তিনি যেন ভলসিয়ান শিবিরে গিয়ে কোরিওলেনাসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেনাপতি কমিনিয়াস এড়াতে পারলেন না সে অনুরোধ। ভলসিয়ান শিবিরে এসে তিনি দেখা করলেন কোরিওলেনাসের সাথে। অনুরোধ করলেন যেন তিনি রোম আক্রমণ না করেন

কিন্তু কোরিওলেনাস দুঃখের সাথে জানালেন এ অনুরোধ রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয় অকৃতজ্ঞ রোমানরা যাতে উচিত শিক্ষা পায় সেজন্যই তিনি রোম আক্রমণ করবেন

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন কমিনিয়াস কিন্তু পেছু হটল না চক্রান্তকারী ট্রিবিউন ব্রুটাস আর ভেলুটাস যদিও তারা জানত কোরিওলেনাস রোম আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবার তারা কোরিওলেনাসের পুরোনো বন্ধু এগ্রিপ্পাকে তার কাছে পাঠাল একই দায়িত্ব দিয়ে। কমিনিয়াসের মতো তাকেও খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন কোরিওলেনাস কিন্তু তাতেও হার না মেনে এবার ষড়যন্ত্রকারীরা শেষ চেষ্টা হিসেবে কোরিওলেনাসের মা ও তার স্ত্রীকে পাঠাল তার কাছে।

একে একে কোরিওলেনাসের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন তার মা ভলুমনিয়া পেছু পেছু শিশুপুত্রের হাত ধরে স্ত্রী ভার্জিলিয়া তাদের এখানে দেখে খুবই অবাক হলেন কোরিওলেনাস কোনও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কোরিওলেনাসের মা তাকে বললেন সে যেন রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করে

কোরিওলেনাস জানতে চাইলেন, 'কেন তুমি সংকল্প ত্যাগ করার জন্য আমায় অনুরোধ করছ?'

মা বললেন, 'আমি জানি যে রোম আক্রান্ত হলে ভয়ানক যুদ্ধ হবে আর সে যুদ্ধে তুমিই জয়ী হবে এর ফলস্বরূপ আমাদের তিনজনের কেউই আর বেঁচে থাকব না। সৈন্যরা নির্মমভাবে মেরে ফেলবে আমাদের শুধু আমরাই নই আরও কত নিরীহ মানুষ যে মারা যাবে তাদের কথা কি কখনও ভেবেছ? হয়ত তাতে তোমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে, কিন্তু তার জন্য ভবিষ্যতে রোমের জনসাধারণ কখনও তোমায় ক্ষমা করবে না। এখনও সময় আছে, তুমি মুছে ফেলে দাও এই সংকল্প।'

একে একে মা, বউ আর সন্তান, এই তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন কোরিওলেনাস তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন একই আবেদন ফুটে উঠেছে তাদের চাউনিতেও

মা ভলুমনিয়ার চোখে চোখ রেখে বললেন কোরিওলেনাস, 'বেশ তাই হবে এবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যেতে পার। আর ফিরে গিয়ে জনে জনে লোকদের ধরে বলবে যে স্রেফ তোমারই জন্য রোম আজ বেঁচে গেল ধ্বংসের হাত থেকে'

ভেলুটাস আর ব্রুটাস সমেত কোরিওলেনাস বিরোধী চক্রের লোকেরা কিন্তু তখনও জানতে পারেননি মা ছেলের কী কথাবার্তা হচ্ছে তারা সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ করতে এলে সবার আগে তাদের খুঁজে বের করে মেরে ফেলতে হবে এ সংকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা সবাই তখন একমনে ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে ঠিক সে সময় একজন দূত এসে জানিয়ে দিল মার অনুরোধে কোরিওলেনাস শেষ পর্যন্ত রোম আক্রমণ থেকে বিরত থাকবেন

কোরিওলেনাসের বন্ধু এগ্রিপ্পা বললেন 'মা ভলুমনিয়ার জন্য রোম আজ রক্ষা পেল ধ্বংসের হাত থেকে তাকে উপযুক্ত সম্মান না জানালে আমরা অপরাধী হয়ে যাব ভবিষ্যতের কাছে' কয়েকজন সেনেটারও সায় দিলেন এগ্রিপ্পার কথায় দেখতে দেখতে চারদিকে এ খবর রটে গেল যে মা ভলুমনিয়ার অনুরোধে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ থেকে বিরত হয়েছেন রোমের আপামর জনসাধারণ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল কোরিওলেনাসের মা-র নামে তারা বেজায় খুশি হয়েছে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে

এদিকে ভলসিয়ানদের নেতা টাল্লাস অফিডিয়াস যখন শুনলেন যে মা'র অনুরোধে কোরিওলেনাস রোম আক্রমণ থেকে বিরত হয়েছেন, তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন তার উপর। জনসাধারণের সামনে রোম আক্রমণের পরিকল্পনা এভাবে বাতিল করার জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন কোরিওলেনাসকে

অফিডিয়াস তার বক্তব্য শেষ করতেই সমবেত ভলসিয়ানরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, একজন সাধারণ মহিলার কাতর অনুরোধে রোম আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করে পেছন থেকে আমাদের ছুরি মেরেছেন কোরিওলেনাস এ আর কিছু নয়, চরম বিশ্বাসঘাতকতা, আর তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমরা চাই এখানেই মৃত্যুদণ্ড হোক কোরিওলেনাসের

জনতার মতে সায় দিয়ে বললেন কোরিওলেনাস, 'বেশ তাই হোক আমাকে তোমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর। কথা দিচ্ছি আমি তাতে বাধা দেব না।'

উপস্থিত কয়েকজন অভিজাত ভলসিয়ান বললেন, 'মনে হচ্ছে ওর একতরফা বিচার করছি আমরা ওরও তো কিছু বক্তব্য থাকতে পারে? ওকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত।'

কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু অভিজাত ভলসিয়ানের কথায় কর্ণপাত না করে ক্ষিপ্ত জনতা চারদিক থেকে কোরিওলেনাসকে ঘিরে ধরে বৃষ্টিধারার মত আঘাত করতে লাগল তাকে কোরিওলেনাস তার কথার খেলাপ করলেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষিপ্ত জনতার মার খেতে লাগলেন তিনি। কিছুক্ষণ বাদেই সেনাপতি কোরিওলেনাসের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহটা কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পথের ধুলোয় মিশে গেল তার রক্তধারা।

কোরিওলেনাসের মৃতদেহের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন অফিডিয়াস, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে যে ব্যাপারটা এ ভাবে মিটে গেছে আমাদের সবারই প্রচণ্ড ক্ষতি হত উনি বেঁচে থাকলে' প্রচণ্ড ঘৃণা আর বিদ্বেষের সাথে কোরিওলেনাসের মৃতদেহ দু পায়ে দলে মাড়িয়ে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন অফিডিয়াস, জনতার উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা যখন জানবেন যে লোকটা বীর হয়েও কী মারাত্মক বিপদের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আপনারা সবাই আনন্দ করবেন তার মৃত্যুর জন্য সেনেটের সভায় আমাকে ডাকা হলে আমি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেব তারপর আপনারা যা বিচার করবেন তা আমি মাথা পেতে নেব'

যে সমস্ত অভিজাত মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের কাছে অসহ্য মনে হল কোরিওলেনাসের মৃতদেহের প্রতি অফিডিয়াসের অসম্মান প্রদর্শন এবং তার ভাষণ তারা বললেন 'এখন আর ব্যাখ্যা করে কী হবে! যাকে নিয়ে এত কিছু, তিনি তো আপনার মতো বীরের চোখের সামনে একরকম স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। ওর মৃতদেহকে পায়ে মাড়িয়ে অনেক অপমানই তো করেছেন দয়া করে এবার তাকে উপযুক্ত সম্মান জানান। সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ' একথা শুনে চুপ করে রইলেন অফিডিয়াস। তাদের ইচ্ছানুসারে কোরিওলেনাসের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সৈনিকেরা শোকের বাজনা বেজে উঠল মৃতের সম্মানে

টিমন অব্ এথেন্স

এথেন্সের একজন বিশিষ্ট লোক টিমন সবাই শ্রদ্ধা করে তাকে। তিনি শুধু ধনীই নন, উদার মনোভাবাপন্ন এবং বন্ধুবৎসল বলেও তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে তিনি কোনও প্রার্থীকে নিরাশ করেন না সে কারণে রোজই এসে প্রচুর লোক ভিড় জমায় তার দরজায়। তার মধ্যে অনেকে আবার নিছক তোষামোদ করে তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করে। প্রায়ই তার বাড়িতে ভোজসভার আয়োজন করেন টিমন আর এদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। এমনই এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে সমাজের নানা স্তরের মানুষ — এদের মধ্যে রয়েছেন এথেন্সের সৈন্য বাহিনীর অন্যতম সৈনিক অ্যালসিবিয়াস, নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক এপিমেন্টাস প্রমুখ সমাজের অনেক জ্ঞানী গুণী লোক এরই মাঝে টিমনের এক কপট বন্ধু ভেন্টিডিয়াসও এসে জুটেছে সেখানে। দেনার দায়ে কিছুদিন আগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল ভেন্টিডিয়াস সেখবর পেয়ে তার জরিমানার টাকা পাঁচ ট্যালেন্ট নিজে থেকে মিটিয়ে দিয়ে কারাদণ্ড থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন টিমন

সে ভোজসভায় টিমনকে নিজ জন্মদাতা পিতার সাথে তুলনা করে ভেন্টিডিয়াস বলল, সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ কারাবাস থেকে তাকে বাঁচাতে তিনি যে টাকা খরচ করেছেন তা সে ফিরিয়ে দিতে চায়। এ কথা শুনে টিমন বললেন, তিনি কোনও প্রতিদানের আশা করে টাকা দেননি, ভালোবেসেই দিয়েছেন। তাই সে টাকা ফেরত নিতে পারবেন না।

গদ্গদ স্বরে বলে উঠল ভেন্টিডিয়াস, 'আপনি সত্যিই মহান টিমন! আপনার তুলনা নেই।'

ভোজসভায় আমন্ত্রিতদের উদ্দেশ করে টিমন বললেন, 'হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! আজ যখন আপনাদের সাথে আমায় বন্ধুত্ব গাঢ় হতে চলেছে তখন আর লোকদেখানো অভ্যর্থনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তির চেয়ে আপনাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান

খেতে খেতে তোষামুদে গলায় বলে উঠলেন একজন নিমন্ত্রিত, এমন কথাই আশা করেছিলাম। আপনার মত লোকের মুখেই এ ধরনের কথা শোনা যায়।'

'তুমি আর নতুন করে আমায় অভ্যর্থনা জানিও না টিমন', বললেন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক এপিমেন্টাস, 'আমি চাই বিপদের দিনে সবসময় তোমার পাশাপাশি থাকতে। জেনে রেখ টিমন, আমি এখানে খেতে আসিনি, এসেছি সব কিছু দেখে তোমায় সাবধান করে দিতে '

এপিমেন্টাসের কথা শুনে রেগে গিয়ে টিমন বললেন, থামো তুমি! এখানে আমন্ত্রিত সবার মতো তুমিও এথেন্সের একজন নাগরিক। এথেন্সবাসীরা সবাই আজ আমার ভোজসভায় আমন্ত্রিত। তাদের মতো আমিও তোমায় সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি অনেক সুস্বাদু খাবার রেঁধেছে আমার রাঁধুনিরা দয়া করে সেগুলি খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।'

তোমার রাঁধুনিদের বানানো সুস্বাদু খাবারের প্রয়োজন নেই আমার,' ক্ষোভের সাথে বলে উঠলেন এপিমেন্টাস, কখনও তোমায় তোষামোদ করার প্রয়োজন হয়নি আমার এখানে উপস্থিত

অনেকেই যে তোমার গায়ের মাংস খুবলে খাচ্ছে. ও স্বর্গের দেবতারাও জানেন তারা তোমার ক্ষতি করছে জেনেও তুমি তাদের আদর করে ডেকে এনে খাওয়াচ্ছ। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে লোকটা তোমার পাশে বসে খাচ্ছে আর মুখে বন্ধুত্বের বড়াই করছে, সুযোগ পেলে সে তোমায় খুন করতেও পেছপা হবে না তোমার মতো ধনী হলে আমি কখনওই এত সব বিপজ্জনক লোকের সাথে ওঠা বসা করতাম না এরা কী ধরনের ভয়ানক চরিত্রের লোক তা তুমি না জানলেও আমি ভালোই জানি আমি ভেবে পাই না মানুষ কী করে মানুষকে এতটা বিশ্বাস করতে পারে '

এপিমেন্টাসের আক্ষেপ চলাকালীন কিউপিড নামে একজন শিল্পী মুখে মুখোশ আঁটা কয়েক জন নাচিয়ে মেয়েকে নিয়ে ভোজসভায় এসে নাচ-গান শুরু করে দিল কিন্তু তাদের নাচ-গান শুনে খুশি হতে পারলেন না টিমন, তিনি হাসিমুখে তাদের বিদেয় দিলেন তারা চলে যাবার পর টিমন তার কর্মচারী ফ্লেবিয়াসকে ডেকে উপহার সামগ্রীর বাক্সটা সেখানে নিয়ে আসতে বললেন। মনিবের কথা শুনে মনে মনে প্রমাদ গুনল ফ্লেবিয়াস তার দিলদরিয়া মেজাজের কথা ভালোই জানে ফ্লেবিয়াস। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের এক এক করে উপহার দিয়ে বাক্সটা খালি হলেই মনিবের শান্তি। ফ্লেবিয়াস তার মনিবকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, 'হুজুর দার্শনিক এপিমেন্টাস আমায় বলেছেন আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিতে দয়া করে একটু বুঝে খরচ করবেন খুশিমত খরচ করলে পরে কিন্তু আপনি বিপদে পড়ে যাবেন '

ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য এসে টিমনকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আগামীকাল তার সাথে শিকারে যাবার জন্য মহামান্য লুসিয়াস আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনাকে সেই সাথে দুটি শিকারি কুকুর আপনার জন্য উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন তিনি

তিনি ফ্লেবিয়াসকে ডেকে বললেন, 'মহামান্য লুসিয়াসের জন্য আমার তরফ থেকে কিছু উপহার পাঠাবার ব্যবস্থা কর আর তাকে জানিয়ে দাও আগামীকাল আমি তার সাথে শিকারে যাব '

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফ্লেবিয়াস প্রভুর আদেশ পালন করতে প্রাসাদের ভিতর থেকে উপহার সামগ্রীর বাক্সটা নিয়ে এসে তুলে দিল টিমনের হাতে এবার বাক্সটা খুলে এক এক করে দামি উপহার অতিথিদের মাঝে বিলোতে লাগলেন। কিছুদিন আমন্ত্রিত একজন টিমনের ঘোড়ার প্রশংসা করেছিলেন তার কথা শুনে টিমন বুঝতে পেরেছিলেন ঘোড়াটি তার খুব পছন্দ হয়েছে আজকের ভোজসভায় সেই অতিথিকে নিজের ঘোড়াটি দান করলেন টিমন দান করার এ ধরনের উদাহরণ দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে টিমনের প্রশংসা শুরু করে দিল

সামান্য গলা চড়িয়ে নিজের মনে বললেন এপিমেন্টাস, 'আমি নিশ্চিত যাদের মধ্যে আজ টিমন উপহার বিলোলেন, তারা কেউ এর যোগ্য নয় আমার বিশ্বাস নির্বোধরাই অপাত্রে দান করে '

দার্শনিকের মন্তব্যে রেগে গিয়ে টিমন বললেন দেখ এপিমেন্টাস ' আমি লক্ষ্য করে দেখেছি সন্ধ্যা থেকে তুমি শুধু আমার নিন্দা আর সমালোচনা করেও চলেছ। তোমার যদি অন্য কথা বলার থাকে তবেই ভবিষ্যতে আসবে আমার সামনে আজকের মতো বিদেয় হও '

দিনরাত অযোগ্য আর ঠাপদার্থদের মুখে তোষামোদ শুনে শুনে তুমি খেপে উঠেছ, তাই আমার কথা আর তোমার শুনতে ভালো লাগছে না কিন্তু দুঃখ কি জান যে দিন তুমি সবকিছু

বুঝতে পারবে, সেদিন আর তুমি আমাকে পাবে না। নিজের মনে কথাগুলি বলতে বলতে টিমনের প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন দার্শনিক এপিমেন্টাস

বিক্ষুব্ধ হিতৈষী এপিমেন্টাসের পরামর্শকে উপেক্ষা করে পূর্বের মতোই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন টিমন। যখন তখন ভোজসভার আয়োজন করে লোকজনদের ডেকে খাইয়ে আর দামি দামি উপহার দিতে দিতে আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করল টিমনের। পাওনা টাকা আদায়ের জন্য পাওনাদারেরা ঘন ঘন তার বাড়িতে লোক পাঠাতে লাগল

পাওনাদারদের তাগাদায় অস্থির হয়ে টিমন তার কর্মচারী ফ্লেবিয়াসের কাছে আর্থিক পরিস্থিতির কথা জানতে চাইলেন। ফ্লেবিয়াস বলল, কোষাগার প্রায় ফাঁকা। কেন তাকে আগে সতর্ক করা হয়নি তা তিনি জানতে চাইলেন ফ্লেবিয়াসের কাছে। ফ্লেবিয়াস জানাল সে আগে বহুবার তার মনিবকে সতর্ক করতে চেয়েছে। কিন্তু তার কথায় তিনি কান দেননি, এমনকি তার দেওয়া হিসেবের কাগজ-পত্র পর্যন্ত ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

টিমন তার কয়েকজন কাজের লোককে পাঠালেন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। উদ্দেশ্য তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে আনা। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। সবাই জানাল বর্তমানে তাদের নিজেদেরই আর্থিক অবস্থা খারাপ, টিমনকে ধার দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, টিমনের স্বভাব চরিত্রের সমালোচনাও করলেন তারা।

এরই মাঝে ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আত্মরক্ষার কারণে এক ব্যক্তি তার আক্রমণ-কারীকে খুন করেছিল। সে অপরাধের জন্য তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেই বিচারের রায়ের সমালোচনা করেন টিমনের পুরনো দিনের বন্ধু সেনানী অ্যালসিবিয়াস। অন্যায়কে সমর্থন করার অপরাধে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হল অ্যালসিবিয়াসকে। তিনি সংকল্প করলেন এথেন্স শহরকে ধ্বংস করে এর প্রতিশোধ নেবেন। তিনি তার দুই উপপত্নী ফ্রিনিয়া আর টিমান্ড্রাকে নিয়ে চলে গেলেন এথেন্স ছেড়ে

কাজের লোকদের মুখে টিমন যখন শুনতে পেলেন বন্ধুরা টাকা ধার তো দেয়ইনি, উপরন্তু তার চরিত্রের সমালোচনা করেছে, তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। পুরনো বন্ধুদের আবার তিনি আমন্ত্রণ করলো বাড়িতে ভোজসভায় আসার জন্য। যথাসময়ে পুরনো বন্ধুরা হাজির হলেন সেখানে খেতে বসে খাবারের পাত্রগুলি ঢাকা দেখে বেজায় অবাক হল সবাই। টিমন পাত্রগুলির ঢাকা খুলতেই সবাই দেখল খাবারের বদলে পাত্রগুলি গরম জলে ভর্তি। পাত্রগুলিতে রাখা গরম জল এক এক করে বেইমান বন্ধুদের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে মনের দুঃখে সে দিনই একাকী এথেন্স ছেড়ে চলে গেলেন টিমন।

নিঃসঙ্গ টিমন এথেন্স ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছালেন সমুদ্রের ধারে এক গভীর বনে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষাক্ত গাছের শেকড় খুঁজতে গিয়ে, একতাল সোনা পেয়ে গেলেন তিনি কিছুক্ষণ বাদে দুই উপপত্নীসহ সেখানে এসে হাজির হলেন নির্বাসিত সেনানী অ্যালসিবিয়াস তিনি টিমনকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন বন্ধুত্বের খাতিরে। কিন্তু সে টাকা নিতে অস্বীকার করলেন টিমন। তিনি জানালেন এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। টিমন তাকে

কিছুটা সোনা দিয়ে দিলেন টিমনের কাছে সোনা দেখে ফ্রিনিয়া আর টিমাড়োও উৎসাহী হয়ে তার কাছে সোনা চাইল টিমন তাদের সোনা তো দিলেনই না উলটে প্রচুর গালাগালি দিলেন, 'যুদ্ধে জিতলে পুনরায় দেখা হবে' বলে টিমনের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অ্যালসিবিয়াস

টিমনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু দার্শনিক এপিমেন্টাস তাকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন সেই বনে টিমনের দেখা পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন তিনি টিমনকে পরামর্শ দিলেন এথেন্সে ফিরে গিয়ে ধনী লোকদের তোষামোদ করে টাকা রোজগার করতে কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজি হলেন না। উলটে তিনি তার বন্ধুকে দেখালেন একতাল সোনা আছে তার কাছে বন্ধুকে সাবধানে থাকার কথা বলে বিদায় নিলেন এপিমেন্টাস

এরপর দু-জন পারিষদকে সাথে নিয়ে ফ্লেবিয়াস এল সেই বনে টিমনের সাথে দেখা করতে বিরাট বাহিনী নিয়ে অ্যালসিবিয়াস এথেন্স আক্রমণ করতে আসছেন শুনে ভয় পেয়ে গেলেন সেখানকার পারিষদরা টিমন অ্যালসিবিয়াসের পুরনো বন্ধু জেনে তারা সসম্মানে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন তাকে। সেই সাথে তারা এথেন্সের এক উঁচু সরকারি পদে বসানোর প্রস্তাব দিলেন টিমনকে। কিন্তু তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন না টিমন তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন অ্যালসিবিয়াস এথেন্স আক্রমণ করতে এলে তাকে বাধা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয় পুরোনো কর্মচারী ফ্লেবিয়াসকে পুরস্কার হিসেবে কিছুটা সোনাও দিয়ে দিলেন তিনি।

টিমনের কথা শুনে হাল ছেড়ে দিয়ে এথেন্সে ফিরে গেলেন পারিষদরা বিশাল বাহিনী নিয়ে অ্যালসিবিয়াস এথেন্স আক্রমণ করতে এলে পারিষদরা তার কাছে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে বললেন যারা তার ও তার পুরনো বন্ধু টিমনের ক্ষতি করেছে, শুধু তাদের শাস্তি দিয়ে এথেন্স আক্রমণ থেকে যেন বিরত থাকেন তিনি তাদের এই অনুরোধ রাখতে রাজি হলেন অ্যালসিবিয়াস এর কিছুদিন বাদে দূত মারফত অ্যালসিবিয়াস জানতে পারলেন টিমনের মৃত্যু হয়েছে। সমুদ্রতীরে তার মন্দির তৈরি হয়েছে তার ছাপও দূত নিয়ে এসেছে সাথে করে সেই ছাপ নিয়ে টিমনের কথা ভাবতে ভাবতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এথেন্সের দিকে এগিয়ে গেলেন অ্যালসিবিয়াস।

ওথেলো, দি মুর অব্ ভেনিস

সাইপ্রাসের গভর্নর মনট্যানো খবর পেলেন যে তার দেশ আক্রমণ করতে সমুদ্রপথে এগিয়ে আসছে অটোমান তুর্কি নৌবাহিনী খবর পেয়ে অস্থির হয়ে গেলেন তিনি। প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে লাগলেন চরম অশান্তির মাঝে। তাই আর দেরি না করে তিনি তার প্রভু ভেনিসের ডিউককে জানিয়ে দিলেন তুর্কি নৌবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের কথা

মনট্যানোর প্রেরিত সংবাদ পেয়ে রাত দুপুরে সেনেটরদের এক জরুরি সভার আয়োজন করলেন ভেনিসের ডিউক। সাইপ্রাস দখল করতে দ্রুত এগিয়ে আসছে তুর্কি নৌবাহিনী। তারা নাকি ইতিমধ্যেই রোডস্ দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেছে এ সমস্ত সংবাদ শুনে আঁতকে উঠলেন সেনেটের সদস্যরা কারণ তারা জানতেন তুর্কিরা যোদ্ধা হিসেবে দুর্ধর্ষ। জলে বা স্থলে, তাদের সাথে লড়াইয়ে টিকে থাকা দুষ্কর। তারা এও জানতেন জলযুদ্ধে পৃথিবীর সেরা ব্রিটিশ নৌবাহিনী পর্যন্ত লেজ গুটিয়ে সরে পড়ে যদি তারা দূর থেকে দেখতে পায় তুর্কি নৌবহরের জাহাজ।

সেনেটের সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন ডিউক, এ বিপদে আমাদের একমাত্র আশা ভরসা সেনাপতি ওথেলো কাজেই তুর্কি আক্রমণ রোধ করতে তাকেই নেতৃত্ব দিয়ে পাঠানো হোক সাইপ্রাসে।' সেনেটের সবাই একবাক্যে সমর্থন করল ডিউকের প্রস্তাব ডিউকের নির্দেশে তার সৈন্যেরা তখনই রওনা হল ওথেলোকে সংবাদ দিতে।

ভেনিসের অধিবাসী হলেও ওথেলো কিন্তু আর সবার মতো সাদা চামড়ার লোক নন, তার গায়ের রং কালো আফ্রিকার মরক্কোতে তার দেশ তিনি জাতিতে মুর। যৌবনে তিনি ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন ভেনিসে সেখানেই গ্রহণ করেন সৈনিকের পেশা বহু লড়াইয়ে নিজের সাহস আর রণকৌশলের স্বাক্ষর রেখে জীবনে বহু উন্নতি করেছেন তিনি। তাই বিদেশি হয়েও সেনাপতির পদ পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি তার।

ডিউকের সৈন্যরা ছাড়া ও সে সময় আরও কিছু লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওথেলোকে। তাদের মধ্যে ছিলেন সেনেটের অন্যতম সদস্য ব্রাবান্শিও আর তার পরিচিত কিছু লোক। ওথেলোকে এত রাতে খুঁজে বেড়াবার কারণ একটাই কিছুক্ষণ আগে ব্রাবান্শিও জানতে পেরেছেন যে তার পরমাসুন্দরী কন্যা ডেসডিমোনা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে তারপর সবার নজর এড়িয়ে শহরের কোনও এক জায়গায় গোপনে বিয়ে করেছে ভেনিসের প্রধান সেনাপতি ওথেলোকে সেনাবাহিনীর এক সদস্য অফিসারই তাকে এ খবরটা দিয়েছেন তার নাম ইয়াগো। ব্রাবান্শিও তার কাছে খবরটা তুলে দেবার সময় ইয়াগোর সাথে ছিল ভেনিসের এক ধনীর অপদার্থ পুত্র রডারিগো

খবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি সেনেটর ব্রাবানশিও কিন্তু যখন খোঁজ নিয়ে জানলেন যে সত্যিই ডেসডিমোনা বাড়িতে নেই, স্বাভাবিক ভাবেই তখন তার মনে সন্দেহ হল। তিনি ভেবে দেখলেন ইয়াগোর দেওয়া খবর সত্যি হলেও হতে পারে তিনি লক্ষ করেছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে ওথেলো প্রায়ই তার বাড়িতে আসছেন। ওথেলো নামি লোক, দেশের প্রধান সেনাপতি। তার মতো লোক বাড়িতে আসায় খুবই গর্ববোধ করতেন ব্রাবানশিও। আর ডেসডিমোনাও যে ওথেলোকে খুব পছন্দ করে, সেটাও তার নজর এড়ায়নি ওথেলো আসার খবর পেলে যেখানেই থাক ডেসডিমোনা এসে হাজির হত, ওথেলোকে নিয়ে যেত তার নিজের মহলে। ওথেলোর জীবনের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনি শোনানোর জন্য আবদার করত তার কাছে বীরপুরুষদের মুখ থেকে তাদের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনি শোনার জন্য অল্পবয়সি মেয়েরা খুবই উৎসুক হয় সেজন্য এর মধ্যে দোষণীয় কিছু খুঁজে পাননি ব্রাবানশিও কিন্তু নিরালায় পরস্পরের মাঝে কথাবার্তার সুবাদে যে প্রেম ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল তা আজই টের পেলেন ব্রাবানশিও। তারই সমাপ্তি আজ এই গোপন বিয়ের অনুষ্ঠানে

যত মানী লোকই হোন না কেন ওথেলো, ডেসডিমোনার সাথে তার বিয়েটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না ব্রাবানশিও একে তো ওথেলো বিধর্মী ও বিদেশি, আর ডেসডিমোনা তার মেয়ের সমান। এক্ষেত্রে কিছুতেই তাদের বিয়েটাকে মেনে নিতে পারেন না তিনি ডেসডিমোনাকে ওথেলোর হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে নিজেই লোকজন জোগাড় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি

দুটি দলই কিছুক্ষণ বাদে খুঁজে পেল ওথেলোকে। ডিউকের সৈন্যরা জানাল যে একটা বিশেষ কাজে রাত-দুপুরে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ডিউক আর ব্রাবানশিও বললেন বাড়ি থেকে তার মেয়ে ডেসডিমোনাকে ফুসলিয়ে আনার অভিযোগে আজ রাতেই তিনি আদালতে হাজির করবেন ওথেলোকে।

এদিকে ওথেলোর নিজস্ব লোকজনও কম ছিল না তারা সবাই বলল, ডিউক এমনিই ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে ওথেলোর বিরুদ্ধে যদি সত্যিই ব্রাবানশিওর কোনও অভিযোগ থেকে থাকে, তাহলে তিনি তো অনায়াসেই সেটা পেশ করতে পারতেন ডিউকের সামনে

ডিউকের কাছে নিজেই এলেন ওথেলো। সেই সাথে ব্রাবানশিও এলেন ওথেলোর বিরুদ্ধে ডিউকের কাছে নালিশ জানাতে সাইপ্রাসের ধারে-পাশে আসার আগেই কীভাবে তুর্কি বাহিনীকে হঠানো যায় তা নিয়ে রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে ডিউক ও তার পারিষদরা যখন আলোচনায় রত, ঠিক সে সময় ওথেলোর বিরুদ্ধে তার মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার অভিযোগ ডিউকের কাছে পেশ করলেন ব্রাবানশিও

মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন ডিউক। তুর্কি আক্রমণ ঠেকানোটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সেনেটর হিসেবে ব্রাবানশিওর অভিযোগের গুরুত্বকে ছোটো করে দেখাও তার পক্ষে সম্ভবপর নয় অনেক ভেবে চিন্তে ডিউক এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ব্রাবানশিওর অভিযোগের নি[illegible] পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজে হাত দেওয়া তার পক্ষে ঠিক হবে না

এরপর অন্যান্য সেনেটরদের সামনে ডিউকের কাছে ওথেলোর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ শোনালেন ব্রাবানশিও তিনি বললেন, আফ্রিকার লোক হিসাবে ওথেলো নিশ্চয়ই জাদু ও তুকতাক জানে বিধর্মী হয়েও এই জাদুবলের সাহায্যে সে ডেসডিমোনাকে বশ করে গোপনে বিয়ে করেছে তাকে এ অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ ওথেলোর পক্ষে আমি চাই আগে এ অপরাধের বিচার হোক

সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগে ধনী দরিদ্র সবার খুব বিশ্বাস ছিল তুক তাক ও জাদুমন্ত্রের উপর তাই সেনেটের অনেকেই মেনে নিলেন যে সত্যি কথাই বলছেন ব্রাবানশিও আর আফ্রিকা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ শিক্ষা সভ্যতার আলো পৌঁছায়নি সেখানে সেখানকার লোকেরা ভূত প্রেতের পুজো করে, তুক তাক জাদুমন্ত্র তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। ওথেলোর বাড়িও আফ্রিকার মরক্কোয় কাজেই ও সব অপবিদ্যায় তার দখল থাকা মোটেই বিচিত্র নয় নইলে কী করে বিশ্বাস করা যায় যে ডেসডিমোনার মত পরমাসুন্দরী এক মেয়ে কালো-কুচ্ছিত যুবকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে অথচ ডেসডিমোনাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেনি এমন যুবক একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না ভেনিস শহরে, তাদের মধ্যে অনেকেই ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিল তাকে কিন্তু তাদের কাউকে পাত্তা দেয়নি ডেসডিমোনা রডরিগো সেই যুবকদের একজন যে ইয়াগোর সাথে ব্রাবানশিওর কাছে গিয়েছিল ওথেলোর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এ পরিপ্রেক্ষিতে সবাই ধরে নিল যে তুক তাক করেই ডেসডিমোনার ভালোবাসা আদায় করেছেন ওথেলো আর তারপর তাকে বাধ্য করেছেন বিয়ে করতে।

সব কিছু শোনার পর ডিউক বললেন, 'সেনাপতি ওথেলো, আপনার বিরুদ্ধে সেনেটার ব্রাবানশিও যে অভিযোগ করেছেন সে ব্যাপারে আপনার কি কিছু বক্তব্য আছে?'

'এ ব্যাপারে শুধু একটা কথাই আমি বলতে চাই হুজুর যে বিভিন্ন যুদ্ধে আমার বীরত্বের কথা শুনেই ডেসডিমোনা আকৃষ্ট হয়েছে আমার প্রতি। আমার কথা সত্যি কিনা তা ডেসডিমোনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন' বললেন ওথেলো

বিচারকের আসনে বসা ডিউক যুক্তি খুঁজে পেলেন ওথেলোর কথার মাঝে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই ওথেলো, আমরা বাধ্য ডেসডিমোনার বক্তব্য শুনতে। কে আছ, ডেসডিমোনাকে ডেকে নিয়ে এস এখানে '

ডিউকের সেপাই তখনই রওনা হল ডেসডিমোনাকে নিয়ে আসতে ইত্যবসরে উকিলের সাহায্য ছাড়াই আত্মপক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলেন ওথেলো এ ব্যাপারে তিনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার জন্য তিনি ডিউক এবং সেনেটরদের সামনে ঘটনার আনুপূর্বিক যুক্তিগ্রাহ্য বিবরণ দিতে লাগলেন

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য ওথেলো বলতে লাগলেন, 'মহামান্য ডিউক এবং মাননীয় সেনেটরদের কাছে আমার গোপন করার কিছু নেই ডেসডিমোনার ভালোবাসা পাবার জন্য আমি তুক তাক বা ওই জাতীয় কোনও নীচ কাজের আশ্রয় নেইনি শুধু এই নয়, আমি কোনও রকম চেষ্টাও করিনি ডেসডিমোনার ভালোবাসা পাবার। জরুরি কাজের জন্য একবার আমায় যেতে হয়েছিল সেনেটর ব্রাবানশিওর বাড়িতে সেখানেই দেখা হয়েছিল ডেসডিমোনার সাথে। কত যুদ্ধ জয় করে ভেনিসের প্রধান সেনাপতি হবার পর থেকেই সে আগ্রহী হয়ে ওঠে আমার

সম্পর্কে তার একটা কারণও অবশ্য ছিল জ্ঞান হবার পর থেকে বড়ো হবার সময় পর্যন্ত বহু পুরুষ মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে ডেসডিমোনা, চেহারার দিক দিয়ে আমি তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক আমার জাতি ধর্ম, চামড়ার রং, মুখের গড়ন, চুলের ধাঁচ সবকিছুই আর পাঁচজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তার উপর ও জেনেছে যে আমি মরক্কোর লোক, যে দেশটা আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হুজুর, আফ্রিকাংশই ঘন জঙ্গলে ভরা বাঘ সিংহ, হাতি, বাইসন, সাপ নেকড়ে এসব হিংস্র পশুরা অবাধে ঘুরে বেড়ায় সেখানে এমন দেশ থেকে আসা একটা মানুষের প্রতি ডেসডিমোনার মতো যুবতি যে সহজেই আকৃষ্ট হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? তাছাড়া ডেসডিমোনাকে আমি যখন দেখি, তখন সে যৌবনে পা দেওয়া এক কুমারী সামাজিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা থাকা তো দূরের কথা, কোনও ধ্যান-ধারণাই গড়ে ওঠেনি তার মনে আমার ধারণা, এসব কারণেই সে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল আমার জীবনের কথা শুনতে '

'হুজুর সৈনিক হলেও আমি একজন রক্তমাংসের মানুষ। ভালোবেসে যদি কেউ যুদ্ধের কাহিনি শুনতে চায় তাহলে তাকে বিমুখ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি তাকে দিনের পর দিন শুনিয়েছি খুব ছোটবেলায় দেশ ছেড়ে ভেনিসে এসে কীভাবে আমি সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছি, বিভিন্ন যুদ্ধ জয় করে কীভাবে আমি আজ ভেনিসের প্রধান সেনাপতি হয়েছি এসব বিভিন্ন ঘটনার কথা বলেছি তাকে। কর্মসূত্রে ওর বাবার কাছে যখনই গিয়েছি, কাজ শেষ হবার পর ডেসডিমোনা আমায় টেনে নিয়ে গেছে তার মহলে বাচ্চা মেয়ের মতো বায়না ধরেছে গল্প শোনার যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমার প্রতি ভালোবাসার যে ছবি ওর দু-চোখে ফুটে উঠত, সেটা আমার নজর এড়ায়নি হুজুর, বিধর্মী হয়েও আমি বলছি ডেসডিমোনার ভালোবাসা পেয়ে আমি সত্যিই ধন্য। কোনও তুক-তাক বা জাদুমন্ত্র নয় হুজুর, আমার বীরত্বের কাহিনিগুলি একসময় আমারই অজান্তে জয় করেছে ডেসডিমোনার হৃদয়। হে মহামান্য ডিউক, নিজের নির্দোষিতার পক্ষে আমার আর কিছু বলার নেই '

ওথেলোর বক্তব্য শেষ হবার সাথে সাথেই সেপাই সহ ডিউকের সামনে এসে হাজির হল ডেসডিমোনা।

গম্ভীর স্বরে তাকে প্রশ্ন করলেন ডিউক, 'তুমিই ডেসডিমোনা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহামান্য ডিউক', স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিল ডেসডিমোনা

ডেসডিমোনার চোখের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ডিউক, 'আচ্ছা, সেনাপতি ওথেলো কি কখনও তোমায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন?'

না, মাননীয় ডিউক', একই ভাবে জবাব দিল ডেসডিমোনা 'সেনাপতি নন, বরং আমিই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তাকে সে প্রস্তাব গ্রহণ করে আমায় সম্মানিত করেছেন ওথেলো একমাত্র আমার অনুরোধেই তার জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি শুনিয়েছেন আমাকে এ ছাড়া বিয়ের কোনও বাসনাও তিনি প্রকাশ করেননি আকার ইঙ্গিতে

ডেসডিমোনার বক্তব্য শুনে সমবেত সেনেটররা সবাই একবাক্যে বললেন ডেসডিমোনার সাক্ষ্যেই প্রমাণ হল যে ওথেলো সম্পূর্ণ নির্দোষ তারা প্রস্তাব দিলেন ওথেলোর উপর থেকে ব্রাবানশিওর আনা অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে আসন্ন সংকটের মোকাবিলার দায়িত্ব দেওয়া হোক তাকে

সেনেটরদের ইচ্ছায় সায় দিয়ে ওথেলোর বিরুদ্ধে আনা ব্রাবানশিওর অভিযোগ খারিজ করে দিলেন ডিউক। তুর্কি নৌবাহিনী যে সাইপ্রাস আক্রমণ করতে আসছে সে কথাও তিনি শুনিয়ে দিলেন ওথেলোকে। ওথেলোকে ডিউক আরও জানালেন যে সাইপ্রাস রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে তাকেই। ডিউকের কথা শুনে ওথেলো বললেন যে তিনি তৈরি আছেন যুদ্ধের জন্য।

এবার ওথেলোকে বললেন ডিউক, 'সেনাপতি ওথেলো, সাইপ্রাস দুর্গের সামগ্রিক অবস্থার খুঁটি-নাটি পর্যন্ত আপনার নখ-দর্পণে, সে কথা আমার অজানা নয়। সাইপ্রাসকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনার মধুচন্দ্রিমা হয়তো কিছুটা বিঘ্নিত হবে, সেজন্য আমি এবং সেনেটররা সবাই খুব দুঃখিত।'

'আমি কথা দিচ্ছি মহামান্য ডিউক, তুর্কি নৌবাহিনীকে সাইপ্রাসের আশে পাশেও ঢুকতে দেব না', বললেন ওথেলো, 'আমি এখনই যাচ্ছি। যাবার আগে অনুরোধ করছি আপনারা আমার স্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিন।'

'এ আর এমন কি ব্যাপার?' বললেন ডিউক, 'ইচ্ছে করলে আপনি অনায়াসেই স্ত্রীকে রেখে যেতে পারেন তার পিতা সেনেটর ব্রাবানশিওর কাছে।'

ব্রাবানশিও বললেন, 'আমায় মাফ করবেন মহামান্য ডিউক। ডেসডিমোনাকে আর আমার কাছে রাখা সম্ভব নয়।'

'আমিও তা চাই না', ব্রাবানশিওর মতে সায় দিয়ে বললেন ওথেলো।

ডেসডিমোনা বললেন, 'আমিও চাই না বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছে গিয়ে থাকতে। যাকে ভালোবেসে সব ছেড়েছি, দয়া করে তার কাছাকাছি থাকার অনুমতি দিন আমায়।'

'মাননীয় ডিউক, আমারও ইচ্ছা তাই', বললেন ওথেলো।

ডিউক বললেন ওথেলোকে, 'বেশ, তাই হবে। আজ রাতেই আপনি রওনা হয়ে যান সাইপ্রাস অভিমুখে। যাবার আগে অধীনস্থ কোনও সেনানীকে দায়িত্ব দিন যাতে সে সাইপ্রাসে আপনার স্ত্রীকে পৌঁছে দেয়।'

সেনানী ইয়াগোর উপর ডেসডিমোনাকে নিরাপদে সাইপ্রাসে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়ে তুর্কি আক্রমণ রুখতে সেই রাতেই জাহাজ নিয়ে সাইপ্রাসের দিকে রওনা দিলেন ওথেলো।

সেনানী হিসেবে যতই দক্ষতা থাক না কেন ইয়াগোর, লোক হিসেবে সে ছিল এক নম্বরের বদমাশ। ওথেলো যখন ভেনিসের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, সে সময় ইয়াগো চেষ্টা করেছিল তার প্রধান সহকারী হবার। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ওথেলো তার প্রধান সহকারী রূপে বেছে নেন ক্যাসিও নামে অপর একজন সেনানীকে। তবে ওথেলো একেবারে হতাশ করেননি ইয়াগোকে। তিনি তাকে বহাল করেন অধস্তন এক সেনানীর পদে। ইয়াগো মোটেও ভুলতে পারেনি সেই তিক্ত ঘটনার স্মৃতি। অনেক দিন থেকেই সে মনে মনে রাগ পুষে রেখেছে ওথেলোর উপর। বাইরে লোক দেখানো আনুগত্যের ভাব দেখালেও, সে দিন রাত মাথা খাটিয়ে চলেছে কী ভাবে ওথেলোর চরম সর্বনাশ করা যায়। ডেসডিমোনাকে বিয়ে করবেন বলে যে রাতে ওথেলো তাকে

তার বাবার বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান, সে সময় ইয়াগোও ছিল তার সাথে, ইয়াগোর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ওথেলোর পক্ষে সম্ভব ছিল না ডেসডিমোনাকে বিয়ে করার। অথচ বিয়ের কিছুক্ষণ পরে এই ইয়াগোই সে সংবাদটা পৌঁছে দেন ডেসডিমোনার বাবা সেনেটর ব্রাবানশিওর কানে এই ইয়াগোই সেনেটর ব্রাবানশিওকে পরামর্শ দিয়েছিল ডিউকের কাছে ওথেলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সব শোনার পর ডিউক ওথেলোকে কঠোর সাজা দেবেন এটাই ছিল ইয়াগোর আশা।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে ভেনিসের ধনী ব্যক্তিদের যে সব অপদার্থ ছেলেরা এতদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছিল ডেসডিমোনাকে বিয়ে করার, রডরিগো তাদের অন্যতম। জাদুমন্ত্রে ডেসডিমোনাকে বশীভূত করে ওথেলো তাকে বিয়ে করেছে এ খবরটা ব্রাবানশিওর কানে তুলে দিতে যে রাতে ইয়াগো তার কাছে গিয়েছিল, মজা দেখার জন্য সে সময় রডরিগোও ছিল-তার সাথে ডেসডিমোনার সাথে বিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে ইয়াগো প্রচুর টাকা হাতিয়েছে রডরিগোর মাথায় হাত বুলিয়ে। ডেসডিমোনা তাকে বিয়ে করতে রাজি না হলেও এতদিন আশায় আশায় থেকেছে রডরিগো কিন্তু যখন শুনল ডেসডিমোনা বিয়ে করেছে ওথেলোকে, তখন নিরাশায় ভেঙে পড়ল সে

ইয়াগো দেখল এই সুযোগ, রডরিগোর মাথায় হাত বুলিয়ে আরও কিছু টাকা হাতাবার। সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'রডরিগো, মিছিমিছি ভেঙে পড়ছ তুমি ডেসডিমোনার সাথে ওথেলোর বিয়ে হওয়ায় তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই আমি বলছি ওদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাটা একটা খেয়াল মাত্র ওদের বিয়েটা বেশিদিন টিকবে না একটু অপেক্ষা কর, ওদের ছাড়াছাড়ি হল বলে। দিনরাত এখন শুধু একটাই কাজ করতে হবে তোমায় — তা হল সাইপ্রাসে গিয়ে ডেসডিমোনার পিছনে লেগে থাকা তার প্রতি তোমার ভালোবাসা যে অটুট, তারই খোঁজে যে তুমি সাইপ্রাসে এসেছ এটা ভালো করে বোঝাতে হবে ডেসডিমোনাকে। আর তার চোখে চোখ পড়লেই ইশারা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেবে যে এখনও তুমি ভালোবাস তাকে।'

এতক্ষণ হাঁ করে একমনে ইয়াগোর কথা শুনছিল রডরিগো। এবার সে বল, 'আমায় তাহলে কী করতে হবে?'

ইয়াগো বলল, 'কতদিন সাইপ্রাসে গিয়ে থাকতে হবে তা কে জানে বিদেশ বিভুঁই বলে কথা কখন কী প্রয়োজন হয় তার ঠিক আছে। তাই যেখান থেকে সম্ভব টাকাকড়ির জোগাড় কর ওখানে যাবার সময় সাথে করে বেশি টাকা নিয়ে যেতে ভুলো না। হাতে যদি টাকা না থাকে তবে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকার জোগাড় কর সেখানে গিয়ে ডেসডিমোনার সম্মতি আদায়ের জন্য হয়ত তাকে দামি উপহার দেবার প্রয়োজন হতে পারে। তখন তো প্রচুর টাকার দরকার হবে আর সে টাকা কে দেবে তোমায়? কাজেই বেশি করে টাকা সাথে নিয়ে যেও

'তাই হবে', মিনমিন করে রডরিগো সায় দিল ইয়াগোর কথায়

যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যদেবতা সর্বদাই সদয় ওথেলোর উপর হয়তো সে জন্য এবারও বিনাযুদ্ধে জয় হল তার। সমুদ্রের ভিতর তুর্কি নৌবাহিনীকে আক্রমণ করার আগেই শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সে ঝড়ের দাপটে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল তুর্কি নৌবাহিনী সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র সহ তাদের বহু

জাহাজ ডুবে গেল সাগরে অল্প যে কয়েকটি জাহাজ বেঁচে গেল তারাও পাল ছিঁড়ে, মাস্তুল ভেঙে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল দিশেহারা হয়ে। তুলনায় ভেনিসের নৌবাহিনীর জাহাজগুলির কিন্তু সেরূপ ক্ষতি হয়নি ভেনিসের বিশাল নৌবাহিনীর সাথে নিরাপদে সাইপ্রাসের মাটিতে পা রাখলেন ওথেলো ডাঙায় নেমেই শুনলেন তার অধীনস্থ সেনানী ইয়াগো অনেক আগেই পৌঁছে গেছেন ডেসডিমোনাকে সাথে নিয়ে

একই সাথে গভর্নর এবং সামরিক প্রশাসক হয়ে সাইপ্রাসে এসেছেন ওথেলো তাই পূর্ববর্তী গভর্নর মনট্যানো তার হাতে তুলে দিলেন শাসন ক্ষমতা এরপর সাইপ্রাস দুর্গে গভর্নরের আবাসে এসে ওথেলো দেখা পেলেন তার স্ত্রী ডেসডিমোনার। আক্রমণ করতে এসে তুর্কি নৌবাহিনী নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠল সাইপ্রাসবাসীরা

ওথেলো জানেন উৎসব মানেই আইন-কানুনের পরোয়া না করে রাতভর মদ গেলা তাই সহকারী ক্যাসিওকে ডেকে বললেন তিনি, 'আমি খুব ক্লান্ত ক্যাসিও এবার আমার প্রয়োজন বিশ্রামের। শহর সহ সমস্ত সাইপ্রাস দ্বীপের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তোমার উপর দিয়ে বিশ্রাম করতে চললাম আমি। রাত জেগে হলেও এবার তোমাকেই পুরো এলাকার শান্তি রক্ষা করতে হবে। কড়া নজর রাখবে যাতে কেউ দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধায় '

ওথেলোকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ক্যাসিও, 'আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে যান সেনাপতি। সারারাত জেগে আমি কড়া নজর রাখব চারদিকে।' ক্যাসিওর কথায় আশ্বস্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেন ওথেলো

আগেই বলা হয়েছে অনেকদিন থেকেই ইয়াগো সুযোগ খুঁজছিল ওথেলোর চরম সর্বনাশ করার সুযোগ বুঝে এবার সে চেষ্টায় উদ্যোগী হল সে। ওথেলোর সহকারী ক্যাসিও যে খুবই খোলা মনের মানুষ অবাধে মেলামেশা করেন সবার সাথে তা অজানা ছিল না ইয়াগোর। ক্যাসিও যে তাকে বিশ্বাস করেন, সে কথাও জানতেন ইয়াগো ওথেলো বিশ্রাম নিতে যাবার পর তিনি বললেন ক্যাসিওকে, 'শহরের সবাই যখন এই আনন্দের দিনে ফুর্তিতে মেতে উঠেছে, তখন আমরাও এক আধটু ফুর্তি করলে তাতে বাধা কোথায়? আসুন, ওদের মতো আমরাও একটু মদ খেয়ে ফুর্তি করি। ইয়াগোর আসল মতলবের কথা জানতেন না ক্যাসিও, তাই ইয়াগোর প্রস্তাবে কোনও দোষ খুঁজে পেলেন না তিনি।

ইয়াগোর প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললেন ক্যাসিও, বেশ তো অল্প স্বল্প খাওয়া যেতে পারে।'

তার প্রস্তাবে ক্যাসিও রাজি আছেন শুনে শয়তান ইয়াগো মদ ঢালল দুটি পাত্রে ইচ্ছে করে সে একটা পাত্রে বেশি মদ ঢালল আর সেটা রেখে দিল ক্যাসিওর সামনে। নিজের পাত্রে খুব সামান্যই মদ ঢালল ইয়াগো

ইয়াগোর মতলবটা তখনও পর্যন্ত ধরতে পারেননি ক্যাসিও। তাই কয়েক চুমুকেই তিনি শেষ করে ফেললেন মদের পাত্র সাথে সাথেই তার পাত্রে আরও মদ ঢালল ইয়াগো কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ক্যাসিও খালি করে দিলেন মদের পাত্র ক্যাসিওর পাত্র খালি হতেই তাতে মদ ঢেলে দিতে লাগল ইয়াগো এভাবে প্রচুর মদ খেয়ে নেশা ধরে গেল ক্যাসিওর। এ কথা তিনি ভুলেই গেলেন ওথেলো যে তাকে রাত্রিবেলায় শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন তবুও নেশায় টলতে টলতে প্রহরীদের কাজকর্মের তদারক করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন তিনি

ক্যাসিও চলে যেতেই ইয়াগো দেখল তার পথ সাফ। কাছাকাছিই ছিল রডরিগো। সে তাকে বলল, "দেখ, আমার উপরওয়ালা ক্যাসিও মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে প্রহরীদের কাজ কর্মের তদারক করতে। তুমিও সুযোগের অপেক্ষায় থাক যাতে উনি ফিরে এলে তার সাথে এমন ঝগড়া বাঁধাবে যাতে উনি প্রচণ্ড রেগে যান তোমার উপর। তুমি কিন্তু একদম রাগ করবে না, ক্যাসিওকে এমনভাবে তাতিয়ে দেবে যাতে তিনি তলোয়ার বের করে আক্রমণ করেন তোমায়। তাতে হয়তো সামান্য চোট লাগতে পারে তোমার। তবে ক্যাসিও তেমন সুস্থ নেই। কাজেই চোট লাগার আগেই তুমি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বাঁচাতে পারবে। মনে রাখবে, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করতে হলে আমার কথামতোই চলতে হবে।"

রডরিগো রাজি হয়ে গেল ক্যাসিওর কথায়। সে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাসিওর ফিরে আসার জায়গায়। কিছুক্ষণ বাদে রডরিগো এবং ক্যাসিওর উত্তেজিত স্বরে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনে ইয়াগো বুঝতে পারল তার নির্দেশিত পথেই চলেছে রডরিগো। বাইরে বেরিয়ে এসে ইয়াগো দেখল তারা একে অন্যে তলোয়ার হাতে লড়াই করছে। রডরিগো চোট পেয়েছে, তার দেহের নানা জায়গা থেকে ঝরছে রক্ত। আঘাত পেয়ে রডরিগ যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিচ্ছে ক্যাসিওকে।

কাছেই ছিল সাইপ্রাসের প্রাক্তন গভর্নর মনট্যানোর বাড়ি। চিৎকার, চেঁচামেচি আর গালি-গালাজের আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। রডরিগোকে আহত অবস্থায় দেখে তিনি তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্যাসিওর উপর। ক্যাসিও তখন বেহেড মাতাল। এবার রডরিগোকে ছেড়ে তিনি চড়াও হলেন মনট্যানোর উপর। ক্যাসিওর তলোয়ারের আঘাতে বেশ ভালোমতন চোট পেলেন মনট্যানো। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল ইয়াগো। সে তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়ে বাজিয়ে দিল পাগলাঘণ্টি। সাইপ্রাসবাসীরা চমকে উঠল সেই ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। হয়তো ভূমিকম্প, নয়তো প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি কিংবা বিদেশি শত্রুর আক্রমণ — সাধারণত এ সব কারণেই বেজে ওঠে পাগলা ঘণ্টি। ভয় পেয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

পাগলাঘণ্টির আওয়াজ আর লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওথেলোর। কী ব্যাপার ঘটেছে তা দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। দুর্গের কিছুটা দূরে রাস্তার উপর মনট্যানো আর রডরিগোকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অবাক হলেন ওথেলো। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তার সহকারী মাতাল অবস্থায় জখম করেছেন এদের দু-জনকে।

বেহেড মাতাল হয়ে ক্যাসিও এমন কাজ করেছেন? কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি ওথেলো। শেষে ইয়াগোকে ডেকে আসল ঘটনা জানতে চাইলেন তিনি। সুযোগ পেয়ে ইয়াগো বলল যে মদ খেয়ে বেসামাল অবস্থায় মনট্যানো আর রডরিগোকে জখম করেছেন ক্যাসিও। কথাটা শুনে ওথেলো বেজায় রেগে গেলেন ক্যাসিওর উপর। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্যাসিওকে পদচ্যুত করে সেই পদে বহাল করলেন ইয়াগোকে। এভাবেই বাস্তবে পরিণত হল শয়তান ইয়াগোর বদমতলব।

এভাবে পদচ্যুত হয়ে খুবই দুঃখ পেলেন ক্যাসিও। কীভাবে এরূপ একটা ঘটনা তার জীবনে ঘটল তা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। এভাবে মদ খেয়ে যেহেতু মাতাল হবার মতো লোক মোটেই নন ক্যাসিও। কিন্তু জীবনের মধ্যভাগে এসে তিনি নেশা করে নিজের পায়ে কুড়োল মেরে বসলেন একবারও তার মনে হল না যে তিনি শিকার হয়েছেন ক্যাসিওর চক্রান্তের, এ ব্যাপারে নিজেকেই দায়ী করলেন তিনি

তাকে সান্ত্বনা দিতে এল ইয়াগো। তার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলার পর সে বলল তাকে, 'এ ব্যাপারে আপনি বরং গভর্নরের স্ত্রী ডেসডিমোনার শরণাপন্ন হোন তিনি একটু বললেই এবারের মতো আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন ওথেলো, আপনি আবার নিজ পদে বহাল হতে পারবেন।'

ক্যাসিওর মনে ধরল ইয়াগোর কথাটা ডেসডিমোনাকে তিনি ভালো করেই চেনেন বিয়ের আগে ওথেলো যখন ডেসডিমোনার কাছে যেতেন, তখন বহুবার তার সঙ্গী হয়ে গেছেন ক্যাসিও ওথেলোর দূত হিসেবে বহুবার তিনি নানারূপ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন ডেসডিমোনার কাছে

আর দেরি না করে ক্যাসিও এসে হাজির হলেন ডেসডিমোনার কাছে, সব কথা খুলে বললেন তাকে তারপর তিনি বললেন তাকে, 'একমাত্র আপনিই পারেন এই অপমান আর অসম্মানের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে। দয়া করে বাঁচান আমায়

স্বামীর বিশ্বস্ত সহকারী ছাড়াও ক্যাসিওকে নিজেদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করতেন ডেসডিমোনা তার দুঃখের কথা শুনে সে নিজেও খুব দুঃখ পেল ক্যাসিওকে আশ্বাস দিয়ে বলল ডেসডিমোনা, 'স্বামীকে বলে আমি আপনাকে উদ্ধার করব এই বিপদ থেকে।'

ওদিকে ওথেলোর ক্ষতি করার জন্য ফের মতলব আঁটছে ইয়াগো , ক্যাসিও ডেসডিমোনার কাছে গেছেন, হারানো পদ ফিরে পাবার জন্য গোপনে ধরাধরি করেছেন তাকে — এ খবরটা জানতে পেরে দুর্গের ভিতরে ঢুকে ওথেলোর সাথে দেখা করেছে ইয়াগো যেন বিশেষ কাজ আছে এরূপ ভান করে ওথেলোকে কায়দা করে নিয়ে এলেন দুর্গের সেই অংশে যেখানে কথা বলছিলেন ক্যাসিও আর ডেসডিমোনা তাদের দুজনকে একসাথে কথা বলতে দেখে ওথেলোকে শুনিয়ে বললেন ইয়াগো, 'না, না, এসব ঠিক হচ্ছে না। ছি ছি সবার চোখের আড়ালে.... না, মোটেই ভালো কথা নয়।'

ইয়াগোর মন্তব্য কানে যেতেই ওথেলো বললেন, 'কী বলতে চাইছ তুমি? ছি ছি ভালো কথা নয় এসবের অর্থ কি?'

সাথে সাথেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল ইয়াগো, 'ও কিছু নয় আমি ভাবছিলাম অন্য কথা ' মুখে না বললেও ইয়াগো যে কিছু চেপে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেন ওথেলো কিন্তু ব্যাপারটার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না তাকে।

ওথেলো নিজেও খুব ভালোবাসতেন ক্যাসিওকে তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না তার মতো একজন দায়িত্ববান লোক কীভাবে এরূপ গর্হিত কাজ করতে পারেন।

যাইহোক, ডেসডিমোনার কথা শুনে ওথেলো ভেবে দেখলেন তার অপরাধের সাজা পেয়েছেন ক্যাসিও এবার মাফ করা যেতে পারে তাকে ডেসডিমোনাকে বলে দিলেন ওথেলো যে এবারের মতো তিনি মাফ করছেন ক্যাসিওকে

ডেসডিমোনার মাহনে কব সহচরী ছিল ইয়াগোর বউ এমিলিয়া দুর্গে ওথেলো অনুপস্থিত থাকলে ডেসডিমোনাকে সঙ্গ দেওয়া আর তাকে নানা কাজে সাহায্য করাই ছিল এমিলিয়ার কাজ এমিলিয়ার মুখে ইয়াগো শুনতে পেলেন যে ডেসডিমোনার অনুরোধে ক্যাসিওর সব দোষ মাফ করে তাকে পূর্বপদে বহাল করতে রাজি হয়েছেন ওথেলো কথাটা শুনে নতুন করে বদবুদ্ধি চাপল ইয়াগোর মাথায়। সে ভাবতে লাগল কীভাবে ওথেলোর ক্ষতি করা যায়

নিজ মতলব হাসিল করার জন্য ইয়াগো নানাভাবে কাজে লাগায় তার স্ত্রীকে কারও ঘরের খবর আনা, এমন কি দামি জিনিস হাতিয়ে আনা, এ সব কাজ ইয়াগো তার স্ত্রী এমিলিয়াকে দিয়েই করায়. এসব কাজ এমিলিয়া করতে না চাইলে তাকে বেধড়ক পেটায় ইয়াগো চাবুক দিয়ে মেরে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেয় তার।

ওথেলো তার বিয়ের আগে বাহারি নকশা করা একটা সুন্দর রুমাল উপহার দিয়েছিলেন ডেসডিমোনাকে। মিশরের এক বেদেনীর কাছ থেকে রুমালটা জোগাড় করেছিলেন ওথেলোর বাবা তিনি তার স্ত্রী অর্থাৎ ওথেলোর মাকে বলেছিলেন যে রুমালের ওই নক্সার মধ্যে জাদু শক্তি আছে রুমালটা তার মাকে উপহার দিয়ে বাবা বলেছিলেন যতদিন এই রুমালটা তার কাছে থাকবে ততদিন অটুট থাকবে তাদের ভালোবাসা। স্বামীর দেওয়া ওই রুমাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন তার মা। মৃত্যুকালে তিনি ওই রুমাল ওথেলোর হাতে দিয়ে বলেন সে যেন তার স্ত্রীকে সেটা উপহার দেয় ওই রুমালের জাদুশক্তির কথাও সে সময় তিনি জানিয়ে দেন ছেলেকে। মায়ের নির্দেশে বিয়ের পর ওথেলো সেই মন্ত্রপূত রুমাল উপহার দেন ডেসডিমোনাকে।রুমালের ওই বিশেষ গুণের কথাও সে সময় তিনি বলেছিলেন তাকে – আরও বলেছিলেন সে যেন সাবধানে রাখে রুমালটিকে

এ খবর জানা ছিল ইয়াগোর সে স্ত্রীকে চাপ দিতে লাগল যেন সে ওই রুমালটা এনে তাকে দেয়

স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করলে তাকে যে বেধড়ক মার খেতে হবে তা ভালোই জানা ছিল এমিলিয়ার ডেসডিমোনার অলক্ষ্যে একদিন সে রুমালটা চুরি করে এনে দিল তার স্বামী ইয়াগোর হাতে আগে থেকেই নিজের মতলবটা ঠিক করে রেখেছিল ইয়াগো। চুপি চুপি সে রুমালটা রেখে এল ক্যাসিওর ঘরে

বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢোকার পর রুমালটা চোখে পড়ল ক্যাসিওর। রুমালটা যে ডেসডিমোনার, ইয়াগোর মত সেটা জানা ছিল না ক্যাসিওর। তিনি ভাবলেন তার কোনো বন্ধু বেড়াতে এসে ভুল করে ফেলে গেছেন সেটা, পরে কোনওদিন এসে ফেরত নিয়ে যাবেন

সাইপ্রাসে এসে ক্যাসিও প্রেমে পড়েছেন এক সুন্দরী বারবণিতার নাম বিয়াংকা। রুমালের নকশাগুলি দেখে বিয়াংকার কথা মনে হল ক্যাসিওর তার খুবই পছন্দ হয়েছে রুমালের সেলাইকরা নকশাগুলি। তিনি ঠিক করলেন রুমালের আসল মালিক ফিরে আসার আগেই তিনি বিয়াংকাকে দিয়ে হুবহু ওরূপ একটি রুমাল তৈরি করিয়ে নেবেন সেদিনই রুমালটা বিয়াংকার কাছে নিয়ে গেলেন ক্যাসিও তাকে বললেন, 'হুবহু এরূপ একটা রুমাল তুমি তৈরি করে দেবে আমায় বিয়াংকা কথা দিলেন তিনি তা করে দেবেন এদিকে ক্যাসিওর অজান্তেই তার গতিবিধির উপর

নজর রাখার জন্য লোক লাগিয়েছেন ইয়াগো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আগে-ভাগেই জেনে নিচ্ছেন ক্যাসিও কখন কোথায় যায়, কার সাথে কথা বলে।

ক্যাসিওর সাথে বিয়াংকার গোপন সম্পর্কের কথা অজানা নেই ইয়াগোর। ডেসডিমোনার রুমালটা যে ক্যাসিওই দিয়েছেন বিয়াংকাকে, সে খবরও চরের মুখে জানতে পেরেছেন ইয়াগো তারপর একদিন তিনি বললেন ওথেলোকে, 'সেনাপতি, আপনার হাতে সেদিন একটা সুন্দর রুমাল দেখেছিলাম যাতে চমৎকার সেলাইয়ের নকশা ছিল।'

সায় দিয়ে ওথেলো বললেন 'ঠিকই দেখেছ তুমি ওটা আমার মার রুমাল, বাবা দিয়েছিলেন মাকে রুমালটা মন্ত্রপূত মিশরের এক বেদেনীর কাছ থেকে ওটা সংগ্রহ করেছিলেন আমার বাবা।'

ওথেলোর কথা শুনে অবাক হবার ভান করে দু-চোখ উপরে তুলে বলল ইয়াগো, 'সে কি? ওই রুমাল তো ক্যাসিও দিয়েছেন তার প্রেমিকা বিয়াংকাকে '

ইয়াগোর কথা শুনে ওথেলো নিজেও আশ্চর্য হয়ে গেলেন, বললেন, 'কী বলছ তুমি? রুমালটা ক্যাসিও দিয়েছেন তার প্রেমিকাকে? কিন্তু তিনি রুমালটা পেলেন কোথায়?

মুখে না বললেও হাব-ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে ইয়াগো বোঝাতে চাইলেন ওথেলোকে যে ডেসডিমোনাই রুমালটা দিয়েছেন ক্যাসিওকে। কিন্তু ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন না ওথেলো। খোলাখুলিই বললেন, 'ডেসডিমোনা কেন ওর রুমালটা ক্যাসিওকে দেবে? ভালোবাসার উপহার হিসেবেই আমি তাকে দিয়েছিলাম ওটা।'

মুখ টিপে হেসে বলল ইয়াগো, 'তা হোক না কেন হয়তো ভালোবাসার উপহার স্বরূপ ডেসডিমোনা ওটা দিয়েছেন ক্যাসিওকে।'

'কী বলছ তুমি?' রাগে জ্বলে উঠল ওথেলোর দু-চোখ, দাঁতে দাঁত চেপে কোমরে আঁটা ছোরার হাতলটা চেপে ধরলেন তিনি ডেসডিমোনার উপর ওথেলো বেজায় রেগে গেছেন একথা আঁচ করে মনে মনে বেজায় খুশি হল ইয়াগো তার মতলব হাসিল হবার পথে, ডেসডিমোনার ব্যাপারে ওথেলোর মনে সন্দেহ জাগাতে পেরেছেন তিনি এবার সাহসে ভর করে আর একটু অগ্রসর হল ইয়াগো ডেসডিমোনা ক্যাসিওকে ভালোবাসে আর দু-জনের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে একথাই জোর গলায় ওথেলোকে বোঝাতে চাইল ইয়াগো ওথেলোর মনে পড়ে গেল ক্যাসিওর অপরাধ মাফ করে তাকে স্বপদে বসানোর অনুরোধ ডেসডিমোনাই করেছিল তাকে। ওথেলো ধরেই নিলেন ডেসডিমোনা ভালোবাসে ক্যাসিওকে আর সেজন্যই সে তাকে ওরূপ অনুরোধ করেছিল

ওথেলোর মন ভেঙে গিয়েছে বুঝতে পেরে ইয়াগো বলতে লাগল বৃথাই আপনি মন খারাপ করছেন সেনাপতি আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা স্বাভাবিক কোনও নারীর পক্ষে সম্ভব নয় চিরকাল একজন পুরুষকে ভালোবাসা তাছাড়া ক্যাসিও আপনার চেয়ে কমবয়সি, দেখতেও সে আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর সেক্ষেত্রে ক্যাসিওর প্রতি ডেসডিমোনার দুর্বলতা খুবই স্বাভাবিক

ইয়াগোর মতো নিচু মনের লোকের কথা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না ওথেলোর তবুও নড়ে যাওয়া মতিগতি ভ্রান্ত একে একে ভেসে এল তার সামনে ডেসডিমোনা যে একজন অসতী নষ্ট

চরিত্রের মনে এ ধারণাই গড়ে উঠল তার মনে তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে ক্যাসিওই ছিল ডেসডিমোনার গুপ্ত প্রেমিক, সবার অলক্ষ্যে তারা একে অপরকে ভালোবাসতেন ওথেলোর সাথে ডেসডিমোনার বিয়ে হলে তাদের গোপন প্রেমের সম্পর্ক বজায় থাকবে দুজনে কাছাকাছি থাকতে পারবে সে উদ্দেশ্যেই তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজেছিলেন ক্যাসিও, এ কথাই ধরে নিলেন ওথেলো নইলে তার দেওয়া প্রেমের উপহার কীভাবে ডেসডিমোনা দিল ক্যাসিওকে? তাছাড়া একটা গুরুতর অপরাধের দরুন তিনি ক্যাসিওকে বরখাস্ত করেছেন তার সহকারীর পদ থেকে তারপর তাকে স্বপদে বহাল করার জন্য কেনই বা তাকে অনুরোধ করেছেন ডেসডিমোনা ওথেলোর মনে কোনও সন্দেহ নেই ক্যাসিওর প্রতি ভালোবাসার টানেই এ কাজ করেছে ডেসডিমোনা। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে গরম হয়ে উঠল ওথেলোর মাথা।

এরপর আবার একবার এল ডেসডিমোনা কিছু না বুঝেই সে তার স্বামীকে অনুরোধ করল ক্যাসিওকে পূর্ব পদে রাখার জন্য ডেসডিমোনার কথা শুনে যারপরনাই রেগে উঠলেন ওথেলো। সবার সামনে তিনি ডেসডিমোনাকে অসতী, নষ্ট মেয়েমানুষ বলে গালি গালাজ করতে লাগলেন বেজায় মারও দিলেন তাকে ডেসডিমোনা স্বপ্নেও ভাবেনি ক'দিন আগে যিনি তাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছেন, আজ তারই হাতে তাকে মার খেতে হল সে ওথেলোর কাছে জানতে চাইল কোন অপরাধে তিনি তার সাথে এরূপ ব্যবহার করছেন তাকে মারতে মারতেই জবাব দিলেন ওথেলো বল, কেন হারিয়েছিস আমার মায়ের দেওয়া রুমাল? ভালো চাস তো বলে দে কোন নাগরকে দিয়েছিস রুমালটা? নইলে তোর কপালে অশেষ দুর্ভোগ আছে সে কথাটা মনে রাখিস '

কাঁদতে কাঁদতে জানতে চাইল ডেসডিমোনা, 'তুমি কি আমায় ভালোবাস না? আগে তো কখনও এরূপ ব্যবহার করনি আমার সাথে? তুমি কি পার না আগের মতো আমায় ভালোবাসতে?

গলা চড়িয়ে বললেন ওথেলো, 'না পারি না।' আমার ভালোবাসা যদি পেতে চাও তাহলে রুমালটা এনে আমাকে দেখাও। তবেই আমি আগের মতো তোমায় ভালোবাসতে পারব, নইলে নয় আমার শেষকথা তোমায় বলে দিলাম।'

ওথেলোর হাতে বেজায় মার এবং তার মুখ থেকে এরূপ কুৎসিত গালাগাল শুনে বেদনায় যেন বোবা হয়ে গেল ডেসডিমোনা। সামান্য একটা রুমাল হারানো যে ওথেলোর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি ডেসডিমোনা সে নিজেও জানে না কোথায় কী করে হারিয়ে গেল সেই রুমাল তবে কি কেউ সেটা চুরি করেছে? এরূপ নানা প্রশ্ন উঠল তার মনে হতভাগিনী ডেসডিমোনা মাথা ঘামিয়েও জবাব পেল না এ প্রশ্নের।

এরই মাঝে একদিন রডরিগো এসে সরাসরি বলল ইয়াগোকে 'কদ্দূর এগুলো আমার কাজ? শুরু থেকেই তো আপনি আমায় আশ্বাস দিয়ে আসছেন আর অপেক্ষা করতে বলছেন সবুরে মেওয়া ফলে বলে ডেসডিমোনাকে পাবার জন্য আমায় অনেক দামি দামি উপহার দিতে হবে এ কথা আপনি হামেশাই বলেছেন। আপনার কথায় বিশ্বাস করে প্রচুর টাকা, হিরে জহরত আর দামি অলংকার তুলে দিয়েছি আপনার হাতে আপনি আমায় এও জানিয়েছেন সে সব উপহার হাসিমুখেই গ্রহণ করেছে ডেসডিমোনা তবু আমি একবারও যাচাই করে দেখিনি আপনার কথার সত্যতা

ডেসডিমোনার কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখিনি সত্যিই সে আমার দেওয়া উপহার সাদরে গ্রহণ করেছে কিনা। আপনার কথা সত্যি হলে এর প্রতিদানে ডেসডিমোনা আমার প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ দেখাবে, এটাই তো আশা করব আমি আপনি বলছেন আমার দেওয়া উপহারগুলি সে সাদরে গ্রহণ করছে, অথচ তার সাথে দেখা হলে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমার প্রতি কোনও আগ্রহ তার নেই। বেশ বুঝতে পারছি আপনি ঠকিয়েছেন আমায় যদি ভালো চান তো আমার টাকা কড়ি গয়নাগাটি সব ফেরত দিন, নচেৎ এমন ব্যবস্থা করুন যাতে ডেসডিমোনা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভালোবাসে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর ব্যবস্থা করুন, নইলে তার ফল ভালো হবে না সে কথা আগে ভাগেই বলে দিলুম আপনাকে

রডরিগোর কথা শুনে বেজায় দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল ইয়াগো। ডেসডিমোনাকে পেতে হলে তাকে দামি দামি উপহার দিতে হবে এতদিন ধরে তাকে এ গপ্পো শুনিয়ে প্রচুর টাকা তার কাছ থেকে হাতিয়েছে ইয়াগো। রডরিগোর কথা শুনে বোঝা গেল এ ব্যাপারে সে সরাসরি সন্দেহ করছে ইয়াগোকে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল রডরিগোকে শোষণ করার এ খেলাটা এবার থামাতেই হবে তাকে নইলে রডরিগো হয়তো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানাবে তার বিরুদ্ধে তাছাড়া শুধু রডরিগো নয়, ক্যাসিওর দিক থেকেও যে কোনও সময় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে ওথেলো যদি ক্যাসিওকে জিজ্ঞেস করেন ডেসডিমোনা সত্যিই তাকে রুমাল উপহার দিয়েছে কিনা, তখন ক্যাসিও বলবেন, না, ডেসডিমোনা নয়, অন্য কেউ এসে রুমালটা রেখেছিল তার ঘরে। সে ব্যাপারে ওথেলো যদি সত্যিই খোঁজ-খবর নেন, তখনই ফাঁস হয়ে যাবে সব কথা ভেস্তে যাবে তার মতলব। ইয়াগো ভেবে ভেবে স্থির করল এবার থেকে সাবধানে এগুতে হবে তাকে নইলে নিজের চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়বে সে। সব দিক ভেবে সে স্থির করল বাঁচতে হলে তাকে প্রথমেই হত্যা করতে হবে ক্যাসিওকে এবং সে কাজের জন্য রডরিগোই উপযুক্ত লোক।

ইয়াগো গোপনে দেখা করল রডরিগোর সাথে। সে তাকে বলল যে তার দেওয়া উপহার গুলি ডেসডিমোনা নিয়েছেন ঠিকই, তবুও তার অদ্ভুত এক মোহ রয়েছে ক্যাসিওর প্রতি ইয়াগো রডরিগোকে আরও বোঝাল পথের কাঁটা ক্যাসিওকে খতম করতে না পারলে কোনও আশাই নেই রডরিগোর ইয়াগোর কথায় রডরিগ রাজি হয়ে গেল ক্যাসিওকে খতম করতে। এর কিছুদিন পরে একদিন রাতের অন্ধকারে রাস্তার মাঝখানে তলোয়ার হাতে রডরিগো ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্যাসিওর উপর কিন্তু রডরিগোর দুর্ভাগ্য, সামান্য চোট পেলেন ক্যাসিও নিজের তলোয়ার দিয়ে তিনি পাল্টা আঘাত হানলেন রডরিগোর উপর ক্যাসিওর আঘাত সামলাতে না পেরে টাল খেয়ে রাস্তার উপর পড়ে গেল রডরিগো। আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল ইয়াগো আঘাত পেয়ে রডরিগো রাস্তার পড়ে যেতে সে আর ঝুঁকি না নিয়ে লোকজন আসার আগেই ছুটে এসে রডরিগোর বুকে সজোরে বসিয়ে দিল তার তলোয়ার কিছুক্ষণ বাদে স্থানীয় লোকেরা হাজির হল সেখানে ধরাধরি করে তারা ক্যাসিওকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিল অবশ্য তার আগেই গা ঢাকা দিল ধূর্ত ইয়াগো

এদিকে ভেনিসের ডিউকের এক বিশেষ বার্তা বহন করে সাইপ্রাসে এসে হাজির হলেন লোডোভিকো আর গ্রাশিয়ানো নামে ভেনিসের দু জন সেনেটর তার জানালেন মরিটানিয়া

প্রদেশে অশান্তি শুরু হবার দরুন ওথেলোকে সে প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্বভার নেবার নির্দেশ দিয়েছেন ডিউক আর ওথেলোর অনুপস্থিতে সাইপ্রাসের গভর্নরের দায়িত্ব পাবেন তার সুযোগ্য সহকারী ক্যাসিও। কিন্তু ওথেলো যে ইতিমধ্যে গুরুতর অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ক্যাসিওকে পদচ্যুত করেছেন সে খবর ডিউকের কানে পৌঁছায়নি

ভেনিসের ডিউকের নির্দেশ পেয়ে মোটেও খুশি হলেন না ওথেলো তাকে মরিটানিয়ায় যেতে হবে আর সাইপ্রাসের শাসনভার থাকবে ক্যাসিওর হাতে তাহলে ডেসডিমোনার কী হবে? বাইরে যাবার আগে তার দায়িত্বও কি ক্যাসিওকে দিয়ে যেতে হবে? এ প্রশ্ন ওথেলোর মনে এলেও এর উত্তর তিনি জানেন না ডেসডিমোনা যে ক্যাসিওর প্রতি আসক্ত তা ধরেই নিয়েছেন তিনি তার সাথে ডেসডিমোনাকে মরিটানিয়ায় নিয়ে যাবার কথা বললে সে নিশ্চয়ই তাতে রাজি হবে না। তিনি স্থির করলেন দূরে যাবার ব্যাপারে ইয়াগোর সাথে পরে পরামর্শ করে নেবেন কথায় কথায় ডেসডিমোনার নাম উঠলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ওথেলো এমন কি ইয়াগোর সামনে মন্তব্যও করে বললেন, 'যাবার আগে আমি হত্যা করব ডেসডিমোনাকে ক্যাসিওর জন্য বাঁচিয়ে রাখব না তাকে '

ডেসডিমোনার মৃত্যু হলে ইয়াগোও বেঁচে যায় আর সেই সাথে রক্ষা হয় সবদিক কাজেই ওথেলোর কথায় সায় দিয়ে বললেন ইয়াগো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন সেনাপতি, ডেসডিমোনাকে হত্যা করুন আপনি তবে অস্ত্র দিয়ে নয়, এমনভাবে তাকে গলা টিপে মারুন যাতে কেউ বুঝতে না পারে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে।' ইয়াগোর কথা শুনে প্রেরণা পেলেন ওথেলো

তখন গভীর রাত। বিয়ের কনের পোশাক পরে বিছানায় শুয়ে আছে ডেসডিমোনা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুমোতে পারছে না সে তার দু-চোখের পাতায় জমে থাকা ঘুমকে বারবার দূরে ঠেলে দিচ্ছে একরাশ অজানা ভয় ইচ্ছে করেই বিয়ের পোশাক পড়েছে ডেসডিমোনা তার আশা বিয়ের পোশাক পরনে দেখলেই তার প্রতি হারানো বিশ্বাস আবার ফিরে পাবেন ওথেলো এমিলিয়াকে বিদায় দিয়ে তিনি দু-চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগলেন ওথেলোর জন্য

কিছুক্ষণ বাদে পা টিপে টিপে ওথেলো শোবার ঘরে ঢুকলেন ডেসডিমোনার দিকে তাকাতেই হারানো প্রেম ভালোবাসার সুখ স্মৃতি তার অবুঝ মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জলস্রোতের মতো হাঁটু গেড়ে তার স্ত্রীর খাটের পাশে বসলেন ওথেলো। পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলেন ডেসডিমোনার ঠোঁটে, গলায় আর কপালে সে চুম্বনের পরশে জেগে উঠল ডেসডিমোনা চোখ খুলে দেখতে পেল চুম্বনে চুম্বনে তাকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন ওথেলো

চাপা স্বরে ডেসডিমোনা বলল, 'প্রিয়তম, ভেতরে এস

স্ত্রীর কথা শুনেই আবার পর মুহূর্তে ইস্পাতের মত কঠোর হয়ে উঠলেন ওথেলো বললেন, 'আমি তোমায় হত্যা করতে এসেছি ডেসডিমোনা '

ওথেলোর কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইল না ডেসডিমোনা কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সে বুঝতে পারল ওথেলো সত্যিই তাকে হত্যা করতে এসেছেন সম্মুখে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কাতর মিনতি করে সে বলল, 'ওগো তুমি আমায় হত্যা করো না, আমি অসতী নই ' কিন্তু সে মিনতিতে

গললো না ওথেলোর মন খাটের উপর উঠে দু'হাতে ডেসডিমোনার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করলেন তাকে

কিছুক্ষণ বাদে বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিল এমিলিয়া ওথেলো দরজা খুলে দেবার পর ঘরে ঢুকল এমিলিয়া, লোডোভিগো মনট্যানো এবং চেয়ারে বসা আহত ক্যাসিও সেই সাথে ইয়াগোকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছেন তারা ইয়াগোর সব চক্রান্তই ফাঁস হয়ে গেছে ডেসডিমোনাকে মৃত দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল এমিলিয়া সবার সামনে ওথেলো স্বীকার করলেন যে তিনিই গলা টিপে মেরে ফেলেছেন ডেসডিমোনাকে। এ সময় কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরে এল ডেসডিমোনার ওথেলো তাকে হত্যা করেননি, তিনি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন সবার সামনে এ কথা বলে চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেলেন তিনি ওথেলো এবং উপস্থিত সেনেটরদের সামনে এমিলিয়া জানাল যে সে তার স্বামী ইয়াগোর নির্দেশেই ডেসডিমোনার রুমাল চুরি করে ক্যাসিওর ঘরে রেখে এসেছে। রুমাল চুরির চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ায় খেপে উঠল ইয়াগো। সবার সামনে ছুরি বের করে সে তা বসিয়ে দিল স্ত্রী এমিলিয়ার বুকে

এমিলিয়ার কাছ থেকে আসল ঘটনা জানতে পেরে খুবই অনুতপ্ত হলেন ওথেলো ডেসডিমোনার মৃতদেহের সামনে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলেন ওথেলো

সেনেটর লোডোভিগো তার সঙ্গী গ্রাশিয়ানোকে নির্দেশ দিলেন যে যেন ওথেলোর বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করে সেই সাথে ডিউকের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ক্যাসিওকে দায়িত্ব দিলেন ইয়াগোর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার।

ঐতিহাসিক

কিং জন

প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে বসে আছেন রাজা জন। তার পাশে বসেছেন রাজমাতা এলিনর একটু তফাতে সার দিয়ে বসেছেন পেমব্রোক ও স্যালিসবেরির আর্ল সমেত অন্যান্য আর্ল লর্ড এবং সভাসদরা, ফরাসি রাষ্ট্রদূত লর্ড স্যাতিলোঁ এসেছেন রাজার সাথে দেখা করতে

লর্ড স্যাতিলোঁকে উদ্দেশ করে রাজা জন বললেন, 'বলুন লর্ড স্যাতিলোঁ' কী প্রস্তাব দিয়ে আপনার প্রভু ফরাসিরাজ আমার কাছে আপনাকে পাঠিয়েছেন?'

লর্ড স্যাতিলোঁ বললেন, 'মহারাজ! আপনার বড়ো ভাই প্রয়াত জিওফ্রের ছেলে আর্থারের তরফে আমার প্রভু দাবি জানিয়েছেন যে এই দ্বীপ, এর সংলগ্ন এলাকা এবং কয়েকটিয়ার, আঞ্জু, তুরেণ ও মেইন এই রাজ্যগুলি আপনি অন্যায়ভাবে দখল করেছেন আমার প্রভু চান আপনি এসব ভূখণ্ডগুলি অবিলম্বে সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী আপনার ভাইপো আর্থারকে ফিরিয়ে দিন।'

এক পলক রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকিয়ে রাজা জন বললেন 'এই কথা। কিন্তু আমি যদি আপনার প্রভুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি, তাহলে?'

'তাহলে যে অধিকার আপনি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে তা ফিরিয়ে দেবার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে', বললেন লর্ড স্যাতিলোঁ।

'বেশ তাই হবে', হেসে রাজা জন বললেন 'আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন আমরা যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ, রক্তের বদলে রক্ত চাই আপনার প্রভু ফরাসিরাজ যে দমননীতির কথা বলেছেন, আমরা পাল্টা দমননীতির মাধ্যমে তার যোগ্য জবাব দেব। ফ্রান্সের দম্ভ এভাবেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ইংল্যান্ড

লর্ড স্যাতিলোঁ বললেন, 'আমার প্রভুর বক্তব্য আপনাকে জানিয়ে আমি আমার দায়িত্ব পালন করে গেলাম '

ফরাসি রাজা ফিলিপ তার শিবির বসিয়েছেন ফ্রান্সের অ্যাঞ্জিয়ার্সে। তিনি ছাড়াও সেখানে আছেন রাজা জনের ভাইপো আর্থার, তার মা কনস্ট্যান্স এবং ফরাসি যুবরাজ লিউয়িস কিছুক্ষণ বাদে অস্ট্রিয়ার ডিউক লিমোজেস তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন সেখানে।

ইশারায় অস্ট্রিয়ার ডিউককে দেখিয়ে ফিলিপ আর্থারকে বললেন, 'ইনি অস্ট্রিয়ার ডিউক বীর লিমোজেস এর হাতেই অকালে নিহত হন তোমার বংশের সেই মহাবীর রিচার্ড, যিনি প্যালেস্টাইনের ধর্মযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি এসেছেন তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে ইনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তোমার সাথে মিলে যুদ্ধ করবেন রাজা জনের বিরুদ্ধে, সবদিক দিয়ে তুমি তার সাহায্য পাবে।'

আর্থার বললেন, 'হে মহান ডিউক! কোয়্যার দ্য লায়ন যে অকালে মারা গেছেন তার জন্য আমি আপনার হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি নিশ্চিত ঈশ্বর আপনাকে মার্জনা করবেন কারণ তার বংশধরের অধিকার রক্ষার জন্যই আপনি যুদ্ধ করতে এসেছেন যদিও আমি অসহায়, তবুও আপনার জন্য রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।'

আর্থারের মা কনস্ট্যান্স বললেন, 'ওর মা হিসেবে আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'আর্থার!' বলে তার দু-গালে চুমু খেয়ে অস্ট্রিয়ার ডিউক বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত অ্যাঞ্জিয়ার্স সমেত ফ্রান্সের অন্যান্য এলাকা তোমার দখলে না আসে, ইংল্যান্ডের জনগণ তোমাকে তাদের অধীশ্বর বলে মেনে না নেয় ততদিন পর্যন্ত আমি আর দেশে ফিরব না।'

ফরাসিরাজ ফিলিপ বললেন, 'তাহলে এবার আমাদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হয়। এই অ্যাঞ্জিয়ার্স শহর আদতে আর্থারের। সময় সুযোগ বুঝে এই শহরকে আক্রমণ করবে আমাদের সেনাবাহিনী। প্রয়োজন হলে এ শহরকে দখল করতে তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়বে ফরাসিরা।'

কনস্ট্যান্স বললেন, 'তার আগে অপেক্ষা করে দেখুন কী সংবাদ নিয়ে আসেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত যদি তিনি কোনও শান্তিপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাহলে হয়তো যুদ্ধের দরকার হবে না।' তার কথা শেষ হতে না হতেই ফরাসি রাষ্ট্রদূত লর্ড স্যাতিলোঁ এসে হাজির হলেন সেখানে।

তাকে উদ্দেশ করে ফরাসিরাজ বললেন, 'আসুন লর্ড স্যাতিলোঁ, আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি। ইংল্যান্ডের রাজা জন আমাদের প্রস্তাবের কী জবাব দিয়েছেন তা জানার জন্য আমরা সবাই উৎসুক।'

মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে লর্ড স্যাতিলোঁ বললেন, 'শুরুতেই বলে রাখি রাজা জন আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেননি। আরও জেনে রাখুন তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছেন। তার সাথে আছেন রাজমাতা এলিনর, রাজা জনের ভাগনি স্পেনের রাজকুমারী লেডি ব্লান্স আর প্রয়াত রাজার এক অবৈধ সন্তান ফিলিপ। এছাড়া অন্যান্য লর্ড আর আর্লরা তো রয়েছেনই।'

লর্ড স্যাতিলোঁর কথা শেষ হবার কিছুক্ষণ বাদেই যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে তার বিশাল বাহিনী সহ অ্যাঞ্জিয়ার্সে এসে পৌঁছলেন রাজা জন। তিনি রাজমাতা এলিনর, ভাগনি লেডি ব্লান্স এবং আর্ল অফ পেমব্রোককে নিয়ে সোজা গেলেন ফরাসি শিবিরে। কোনও ভনিতা না করে তিনি সরাসরি ফরাসিরাজকে বললেন, 'আপনি অন্যায়ভাবে অ্যাঞ্জিয়ার্স শহর দখল করে আছেন। আমি চাই আপনি সে অবরোধ তুলে নিন। আমার দাবি মেনে নেন তো ভালো, নইলে বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ডকে লড়তে হবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর যে যুদ্ধের পরিণাম হবে ভয়ানক।'

ফরাসিরাজ বললেন, 'রাজা জন, আমরাও ইংল্যান্ডের হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমি জানতে চাই কোন অধিকারে আপনি ইংল্যান্ডের সিংহাসনের ন্যায্য দাবিদার। আর্থারকে বঞ্চিত করে সেই সিংহাসন দখল করে আছেন?'

রাজা জন কিছু বলার আগেই ইংল্যান্ডের সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কে তাই নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেল রাজমাতা এলিনর এবং আর্থারের মা কনস্ট্যান্সের মধ্যে। এরপর আর্থারের মত অনুযায়ী অ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিবাসীদের ডেকে আনা হল ফরাসি শিবিরে। তাদের উদ্দেশ করে ফরাসিরাজ ফিলিপ বললেন, 'ওহে সব। আমি ফরাসিরাজ ফিলিপ বলছি। তোমরা সবাই আমার কথা মন দিয়ে শোন। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড— উভয়ের স্বার্থেই তোমাদের এখানে ডেকে আনা হয়েছে।'

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে রাজা জন বলে উঠলেন 'অ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিবাসী ও আমার প্রজাবৃন্দ। ইংল্যান্ড তার নিজ প্রয়োজনে তোমাদের এখানে ডেকেছে তোমরা সবাই শোন তোমাদের এই শহর দখল করার উদ্দেশ্যে ফরাসিরাজ ফিলিপ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে শহরে ঢোকার পথ আটকে বসে আছেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি তোমাদের বাঁচাতে না এলে এতক্ষণে হয়তো রক্তে ভেসে যেত এ শহরের রাজপথ আমার সেনাবাহিনী দেখে ভয় পেয়ে গেছেন ফরাসিরাজ। পরাজয় নিশ্চিত জেনে উনি আমার সাথে আলোচনায় বসতে চাইছেন। আমি তোমাদের রাজা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আমি এসেছি তোমাদের বাঁচাতে তোমরা একবার শহরের তোরণদ্বার খুলে দাও আমি ভেতরে যেতে চাই।'

অ্যাঞ্জিয়ার্সের নাগরিকদের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বললেন ফরাসিরাজ ফিলিপ, এবার আমার কথা শোন তোমরা আমার পাশে এই যে যুবকটিকে দেখছ, এর নাম আর্থার তোমাদের অ্যাঞ্জিয়ার্স শহর এরই অধিকারে থাকার কথা আর এই যে রাজা জন যিনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন তিনি সম্পর্কে এর কাকা তিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসন থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেছেন তার ভাইপোকে রাজা জনের অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতেই আমাদের এই অভিযান। তাই সেনাবাহিনী নিয়ে আমরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছি তোমাদের শহরের সীমানায়। আর্থারকে তার ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। এই সব' এবার তোমরা আর্থারের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তাকে অ্যাঞ্জিয়ার্সের সিংহাসনে বসিয়ে দাও।'

ফরাসি রাজের কথা শেষ হতেই সমবেত জনতা এক সাথে বলে উঠল 'আমরা সবাই ইংল্যান্ডের জনের পক্ষে। তার রাজত্বে আমরা সবাই বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে শান্তিতে আছি তিনি ছাড়া আর কাউকে চিনি না আমরা

জনতার রায় শুনে খুশি হয়ে বলে উঠলেন রাজা জন 'তাহলে তোমরা সবাই আমায় রাজা বলে মেনে নিচ্ছ। বেশ, এবার নগরীর তোরণদ্বার খুলে দাও, সসৈন্যে ভেতরে যেতে দাও আমাকে।'

এবার সুর পালটে জনতা বলে উঠল, 'আমাদের মাফ করবেন। আপনাদের দু জনের মধ্যে যে নিজেকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে আমরা তাকেই রাজা বলে মেনে নেব এবার আপনারাই ঠিক করুন সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী কে। সেটা স্থির হলেই আমরা তাকে রাজা বলে মেনে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেব '

জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করে ফরাসিরাজ ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডের রাজা জন উভয়েই বুঝতে পারলেন যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। তারপর শুরু হল দু পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার ফলে দু-পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল। শুরুতে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখে সবাই ধারণা করেছিল ফরাসিরাজ ফিলিপই জয়ী হবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করলেন ইংল্যান্ডের রাজা জন। এবার অ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিবাসীরা একজোট হয়ে এসে দেখা করল ফরাসিরাজ ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডের রাজা জনের। উভয় পক্ষের বিবাদ মেটাতে তারা এক অভিনব প্রস্তাব দিল প্রস্তাবটা এই, ফরাসি যুবরাজ লিউইসের সাথে রাজা জনের ভাগনি স্পেনের রাজকুমারী লেডি ব্লাঞ্চের বিয়ে দেওয়া হোক তাহলে ফরাসি যুবরাজ লিউইস এবং ইংল্যান্ডের রাজা জন উভয়েরই অধিকারে থাকবে অ্যাঞ্জিয়ার্স নগরী উভয় পক্ষ এ প্রস্তাবে রাজি হলে তবেই তারা নগরীর তোরণদ্বার খুলে দেবে নাগরিকদের প্রস্তাব শুনে খুব খুশি হলেন রাজা জনের মা এলিনর, যুবরাজ লিউইস আর লেডি

ব্লাঙ্ক সবার সামনে জানিয়ে দিলেন তারা পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করেছেন এবং বিয়ে করতে রাজি আছেন। এবার সমবেত জনতার সামনে লেডি ব্লাঙ্কের হাত যুবরাজ লিউইসের হাতে তুলে দিয়ে ফরাসিরাজ তাদের আশীর্বাদ করে শুভ দাম্পত্য জীবন কামনা করলেন রাজা জনও প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি তার ভাইপো আর্থারকে ব্রিটেনের ডিউক আর রিচমন্ডের আর্ল উপাধি দেবেন সেই সাথে যে জন্য তিনি এতদূর ছুটে এসেছেন, সেই অ্যাঞ্জিয়ার্সের অধিকারও তার ভাইপোর হাতে বর্তাবে

ওদিকে আবার এ নিয়ে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ফরাসি শিবিরে এ বিয়ের মাধ্যমে দু-পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়েছে শুনে বেজায় খেপে গেলেন আর্থারের মা কন্সট্যান্স তিনি নিশ্চিত এই সন্ধির ফলে তারই সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে উত্তেজিত হয়ে তিনি বারবার বলতে লাগলেন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ফরাসিরাজ ফিলিপ এবং অস্ট্রিয়ার ডিউক লিমোজেস উভয়ের কেউই আর্থারের হয়ে রাজা জনের বিপক্ষে লড়েননি বরঞ্চ চিরশত্রু রাজা জনের সাথে সন্ধি করে তারা তাকে প্রতারণা করেছেন অস্ট্রিয়ার ডিউক অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারলেন না কন্সট্যান্সকে, তিনি বারবার বলতে লাগলেন ফরাসিরাজ ও অস্ট্রিয়ার ডিউক তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন যুদ্ধ সাজের অঙ্গ হিসেবে ডিউকের গায়ে ছিল সিংহের চামড়া তিনি ডিউককে এও বললেন সে যেন সিংহের চামড়া খুলে ফেলে বাছুরের চামড়া পরিধান করে কন্সট্যান্সের এ জাতীয় মন্তব্যে নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করলেন ডিউক লিমোজেস এখবর রাজা জনের কাছে পৌঁছাতে তিনিও খুব অস্বস্তি বোধ করলেন এরই মাঝে পোপের প্রতিনিধি হিসাবে এলেন মিলানের কার্ডিনাল পাণ্ডালফ। তিনি রাজা জনের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন কেন তিনি তার পছন্দসই লোককে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত করেছেন রাজা জন জবাব দিলেন তিনি ঈশ্বরের নামে রাজ্যশাসন করেন কাজেই সাধারণ মানুষ বা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে রোমের পোপ ও কার্ডিনাল পাণ্ডালফ, কারও অধিকার নেই তার কৈফিয়ত চাইবার তিনি আরও জানালেন পোপের অভিশাপকে তিনি ভয় পান না এবং চিরকাল পোপের বিরোধিতা করে যাবেন। রাজা জনের কথা শুনে তাকে অভিশাপ দিলেন পাণ্ডালফ তিনি ফরাসিরাজ ফিলিপকে বললেন সে যদি রাজা জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাহলে তাকেও অভিশাপ দেবেন তিনি

এ অবস্থায় খুবই মুশকিলে পড়ে গেলেন ফরাসিরাজ ফিলিপ তার পুত্র লিউইস আর রাজা জনের ভাগনি ব্লাঙ্ক-এর বিয়ের মধ্যে দিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু পাণ্ডালফের নির্দেশ মানতে হলে শান্তি ও ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে—দুটি দেশই জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে

ওদিকে পাণ্ডালফ তার দাবি থেকে একচুলও সরতে রাজি নন তিনি বারবার রোমের চার্চ ও পোপের দোহাই দিয়ে ফরাসিরাজকে প্ররোচিত করতে লাগলেন যাতে তিনি রাজা জনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি ফরাসিরাজকে ভয় দেখালেন একাজ না করলে ঈশ্বর এবং পোপের অভিশাপ তার উপর নেমে আসবে। ফরাসিরাজের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন যুবরাজ বারবার পাণ্ডালফের প্ররোচনার ফলে এক সময় তিনিও প্রভাবিত হয়ে বাবাকে বললেন তিনি যেন সন্ধি ভেঙে দিয়ে নতুন করে রাজা জনের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন শেষমেশ বাধ্য হয়ে ফরাসিরাজ ফিলিপ সন্ধি প্রত্যাহার করে নিলেন পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে

যুদ্ধের শুরুতেই মারা গেলেন অস্ট্রিয়ার ডিউক লিয়োপোল্ড। রাজা জন তার ভাইপো আর্থারকে বন্দি করে তুলে দিলেন তার এক বিশ্বস্ত অনুচর হিউবার্ট দ্য বার্গের হাতে। রাজা জনের নির্দেশ অনুযায়ী হিউবার্ট তাকে আটকে রেখে দিল ইংল্যান্ডে তার নিজের দুর্গে।

রাজা জন হিউবার্টকে লেখা একটি চিঠিতে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যেন আর্থারের দু চোখ অন্ধ করে দেয়। রাজার আদেশ কার্যকর করতে সে তার ঘাতকদের বলল থালা গরম করতে। তারপর রাজার চিঠিটা পড়তে দিল আর্থারকে। কাকার চিঠিতে তার দু চোখ অন্ধ করে দেবার নির্দেশ জেনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল আর্থার। সে হিউবার্টের কাছে কাকুতি মিনতি জানাতে লাগল যেন সে তার চোখ দুটি বাঁচিয়ে রাখে। পাষণ্ড ও নিষ্ঠুর হলেও হিউবার্টের কেন জানি মায়া পড়ে গিয়েছিল আর্থারের উপর। তাই সে রাজা জনের নির্দেশ কার্যকর করতে পারল না। রক্ষা পেল আর্থারের দু চোখ।

তার চোখ দুটো বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিউবার্টকে ধন্যবাদ জানাল আর্থার। তা শুনে হিউবার্ট বলল, 'যুবরাজ! আপনি আমার ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। কথা দিচ্ছি, আমি আপনার কোনও ক্ষতি করব না। আমি চারদিকে রটিয়ে দেব আপনি মারা গেছেন। আমি লোক মারফত সে কথাটা আপনার কাকাকেও জানিয়ে দেব।'

রাজা জনের দ্বিতীয় অভিষেক উৎসব উপলক্ষে ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদে এসেছেন আর্ল অব পেমব্রোক, আর্ল অব স্যালিসবেরি প্রমুখ আরও কয়েকজন অনুগত লর্ড। লর্ড পেমব্রোক রাজা জনকে জানালেন বিনা দোষে আর্থারকে বন্দি করে রাখার দরুন জনগণের মনে অসন্তোষ বেড়ে চলেছে। তার কথা শুনে রাজা জন বললেন, 'আর্থারকে আমি মুক্তি দিলাম।' ঠিক সে সময়ে সেখানে এসে হাজির হল হিউবার্ট। রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল আর্থার মারা গেছে।

পেমব্রোক আর স্যালিসবেরি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলেন না আর্থারের এই অকস্মাৎ মৃত্যুকে। তারা নিশ্চিত যে আর্থারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তারা রাজাকে এই বলে বিদায় নিলেন যে আর্থারের সমাধি খুঁজে বের করবেন তারা। তাদের পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন রাজার অনুগত অন্যান্য লর্ডরা। এরই মধ্যে এক অনুচর এসে জানাল আর্থারের মা লেডি কনস্ট্যান্স পাগল হয়ে মারা গেছেন। আর তার কদিন বাদে রাজা জনের মা এলিনরও দেহত্যাগ করেছেন। সেই সাথে অনুচরটি আরও একটি দুঃসংবাদ জানাল ঝড়ের গতিতে ইংল্যান্ডের দিকে এগিয়ে আসছে ফরাসি বাহিনী। আর সে বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন ফরাসিরাজ ফিলিপের ছেলে লিউইস। এ খবর শুনে খুবই অস্বস্তির মাঝে পড়ে গেলেন রাজা জন। হিউবার্ট তখনও বসেছিল রাজার সামনে। কিছুক্ষণ বাদে পিটার অব পমফ্রেট নামে এক ভবিষ্যৎবক্তা সন্ন্যাসীকে সাথে নিয়ে ফিলিপ এল রাজা জনের কাছে। তাকে অভিবাদন জানিয়ে ফিলিপ বলল, ইংল্যান্ডের প্রজারা তার আচরণে খুবই অসন্তুষ্ট। তার সঙ্গী সন্ন্যাসী এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে দ্বিতীয় অভিষেকের আগের দিনই রাজা জনকে চিরদিনের মতো তার রাজমুকুট খুলে ফেলতে হবে।

রাজা জন বেজায় রেগে গেলেন সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে। তিনি হিউবার্টকে আদেশ দিলেন দ্বিতীয় অভিষেক উৎসবের দিন দুপুরে যেন সন্ন্যাসীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। হিউবার্ট সন্ন্যাসীকে কারাগারে আটকে ফিরে এল রাজা জনের কাছে। এরপর ফিলিপ জানাল শুধু প্রজারাই নয়

রাজার অনুগত ও বিশ্বস্ত আর্লরাও সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন রাজার উপর তারা সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে রাজার আদেশেই খুন করা হয়েছে আর্থারকে তারা সবাই একজোট হয়ে আর্থারের কবর খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন আর্ল আর লর্ডদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা বেশ ভালো করেই জানেন রাজা জন এবার তারাও যে তার বিরুদ্ধে খেপে উঠেছে সেকথা জেনে ভয় পেয়ে গেলেন রাজা জন। তিনি ফিলিপকে অনুরোধ করলেন সে যেন আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তার অনুরোধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল ফিলিপ রাজাকে একা পেয়ে এবার হিউবার্ট বলল গতরাতে ইংল্যান্ডের লোকেরা আকাশে পাঁচটা চাঁদ দেখেছে যা নাকি খুবই অশুভ লক্ষণ আপামর জনসাধারণ বলাবলি করছে আর্থারের আকস্মিক মৃত্যু আর ফ্রান্সের ইংল্যান্ড আক্রমণ — এ দুটোর সাথে সম্পর্ক আছে অশুভ লক্ষণের।

হিউবার্ট যে আর্থারকে খুন করে খুব অন্যায় করেছে, সেজন্য রাজা জন তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন। তা শুনে হিউবার্ট বলল, রাজার লিখিত আদেশ অনুযায়ী সে খুন করেছে আর্থারকে সে আরও মনে করিয়ে দিল ওই আদেশের নিচে রাজার শিলমোহরও ছিল কিন্তু তার যুক্তি মেনে নিতে চাইলেন না রাজা জন তিনি বারবার বলতে লাগলেন তার অন্যায় আদেশ মেনে নিয়ে আরও বড়ো অন্যায় করেছে হিউবার্ট বারবার একই অভিযোগ শুনে বিরক্ত হয়ে হিউবার্ট বলল সে আর্থারকে খুন করেনি আর্থার এখনও জীবিত আছে। তার কথা শুনে রাজা জন হিউবার্টকে আদেশ দিলেন সে যেন অবিলম্বে আর্থারকে তার কাছে নিয়ে আসে। রাজাদেশ পালন করতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল হিউবার্ট

দুর্গের মাঝে একটানা বন্দি জীবন কাটানো অসহ্য হয়ে উঠেছে আর্থারের কাছে। এক সময় নিজের প্রতি ঘেন্না ধরে গেল তার একদিন সবার নজর এড়িয়ে সে দুর্গের প্রাচীরে উঠে নিচে ঝাঁপ দিল। ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে পেমব্রোক আর স্যালিসবেরির দুই আর্ল এসে পৌঁছেছেন সেই দুর্গের সামনে চোখের সামনে আর্থারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলেন তারা। হিউবার্টও ততক্ষণে এসে পড়েছেন সেখানে। তাকে দেখতে পেয়ে আর্থারের মৃত্যুর জন্য দুই আর্ল তাকে দায়ী করলেন। হিউবার্ট নিজেও বিস্মিত হল আর্থারের মৃতদেহ দেখে।

এদিকে নাটকের নতুন অঙ্কের যবনিকা উঠেছে রাজা জনের প্রাসাদে পোপের প্রতিনিধি পাণ্ডালফ এসে দাঁড়িয়েছেন রাজার সামনে। পোপের নির্দেশ অমান্য করায় পাণ্ডালফ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন, এরপর পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে তার বিরুদ্ধে গেছে — দিন দিন ভেঙে গেছে রাজার মন তাই এবারে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন পাণ্ডালফকে তিনি রাজাকে বললেন আর্থারের অকালমৃত্যুর জন্য প্রজারা সব খেপে গেছে তার উপর। সে কথা শুনে খুব ভয় পেলেন রাজা জন তিনি মাথা থেকে রাজমুকুট খুলে নিয়ে পাণ্ডালফের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার হাতে এই রাজমুকুট গৌরব সম্মান — সবকিছু সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই এসবের গুরুভার আমি আর বহন করতে পারছি না দোহাই আপনার সিংহাসন ফিরিয়ে নিয়ে এবার আমায় মুক্তি দিন।

রাজা জনের হাতে রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়ে পাণ্ডালফ তাকে বললেন, 'আপনি এত ভেঙে পড়বেন না রাজা মহামান্য পোপের আশীর্বাদস্বরূপ আমি এই রাজমুকুট ও যাবতীয় অধিকার আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম '

রাজা জন বললেন, 'ইংল্যান্ড আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে ফরাসিরা। আপনি আর বিলম্ব না করে তাদের অধিনায়কের সাথে দেখা করুন। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে বন্ধ করুন এ অভিযান। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রজারা তাদের আনুগত্য জানাচ্ছে বিদেশি শক্তিকে। প্রজাদের এই মানসিকতা থেকে একমাত্র আপনিই পারেন তাদের রক্ষা করতে।'

হেসে পাণ্ডালফ বললেন, 'ভয় নেই রাজা, পোপের প্রতি অশিষ্ট আচরণে একদিন আমিই এ ঝড় তুলেছিলাম। আজ যখন আপনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, তখন আমিই থামিয়ে দেব সে ঝড়।'

পাণ্ডালফ চলে যাবার পর ফিলিপ এল ভেতরে। তার মুখে রাজা শুনতে পেলেন কেন্ট ছাড়া আর সব দুর্গই দখল করেছে ফরাসিরা। রাজার অনুগত সমস্ত আর্ল ও লর্ডরাও যোগদান করেছেন তাদের সাথে। ফিলিপের মুখে রাজা শুনলেন আর্থারের আত্মহত্যার কথা। দুর্গের বাইরে রাস্তার উপর আর্থারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন পেমব্রোক ও স্যালিসবেরির দুই আর্ল। পোপের আনুগত্য স্বীকার করে রাজা বিকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। কিন্তু সে সব নিয়ে তখন ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। সিংহাসন ও দেশকে বাঁচাতে রাজা সন্ধি করলেন রোমের সাথে। তারপর প্রাসাদ ছেড়ে তিনি আশ্রয় নিলেন সুইনস্টেড গির্জায়। শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় সেখানকার এক সন্ন্যাসী তার দেহে বিষ প্রয়োগ করলেন। খানিকবাদে রাজার দেহে শুরু হল বিষক্রিয়া। চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। রাজা জন বুঝতে পারলেন ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর পর তাকে যেন ওয়েস্ট মিনিস্টারে সমাধিস্থ করা হয়। এই অন্তিম ইচ্ছে জানিয়ে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন রাজা জন। তার মন্ত্রী ও পারিষদরা সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলেন যুবরাজ হেনরিই বসবেন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে।

কিং রিচার্ড, দ্য সেকেন্ড

রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের প্রয়াণের পর ইংল্যান্ডের সিংহাসনের অধিকারী হলেন তাঁর নাতি রিচার্ড। তার বয়স তখন সবে এগারো। রিচার্ডের পিতা যাকে সবাই 'ব্ল্যাক প্রিন্স' বলে ডাকত অকালেই মৃত্যু হয় তার।

রিচার্ডের বয়স খুব কম হবার দরুন রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বারোজন উপদেষ্টার এক পর্ষদ গঠন করে দেওয়া হল তাকে। কাজ-কর্ম তদারকির নামে রিচার্ডের তিন কাকা প্রায়ই হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন রাজ্যশাসনের কাজে। এক সময় তার তিন কাকার অন্যতম গ্লস্টারের ডিউক নিজেই দখল করে বসলেন পর্ষদের প্রধান উপদেষ্টার পদটি। ক্ষমতা হাতে পেয়ে ডিউক যা খুশি তাই করতে লাগলেন। রিচার্ড নিজের চোখেই সব দেখলেন। কিন্তু বয়স কম হবার দরুন সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। বাইশ বছর বয়স হবার পর উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে দিয়ে তিনি নিজের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে নিলেন। কিছুদিন বাদে তারই আদেশে গ্রেপ্তার হলেন কাকা ডিউক অব গ্লস্টার। তাকে বন্দি করে রাখা হল নরফোকের ডিউক টমাস মব্রের অধীন ক্যালে দুর্গে। সেই দুর্গেই বন্দি অবস্থায় মারা গেলেন ডিউক অব গ্লস্টার। সবাই ধরে নিল রাজার আদেশেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর রিচার্ডের ইচ্ছা অনুযায়ী ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট বাধ্য হল তার হাতে রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা সঁপে দিতে। ফলস্বরূপ দেশ শাসনের ব্যাপারে রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়াল, প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেন তিনি।

রাজার আদেশেই যে ডিউক অব গ্লস্টারকে মেরে ফেলা হয়েছে একথা বলার মতো সাহস রিচার্ডের অন্য দুই কাকা ডিউক অব ল্যাঙ্কাস্টার এবং ডিউক অব ইয়র্কের ছিল না। তবে ডিউক অব ল্যাঙ্কাস্টারের ছেলে হেনরি বোলিংব্রোক ছিল দুঃসাহসী। প্রয়াত ডিউক অব গ্লস্টারের স্ত্রী ছিলেন তার শ্যালিকা। অন্য সবার মতো তিনি কিন্তু চুপচাপ বসে রইলেন না। কাকার হত্যার জন্য তিনি সরাসরি অভিযুক্ত করলেন নরফোকের ডিউক টমাস মব্রেকে। তিনি এও বললেন সৈন্যদের দেবার নাম করে ডিউক মব্রে রাজার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নিয়েছেন এবং সৈন্যদের না দিয়ে সে টাকা নিজের কাজে লাগানোর জন্য রেখে দিয়েছেন। এছাড়া ইংল্যান্ডের শাসনাধীন অঞ্চলে গত আঠারো বছরে যে সমস্ত বিদ্রোহ হয়েছে, তারও মূলে রয়েছে এই মব্রে। সবশেষে তিনি বললেন ক্যালে দুর্গে তার কাকাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে মব্রে এবং সে বিষয়ে একাধিক প্রমাণ আছে তার কাছে।

এবার মুখ খুললেন টমাস মব্রে। তার বিরুদ্ধে আনা বোলিংব্রোকের সমস্ত অভিযোগ তিনি জোর গলায় মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিলেন। বোলিংব্রোক যে তার বিরুদ্ধে আট হাজার টাকা নেবার অভিযোগ এনেছেন সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে ঐ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ তিনি ইতিমধ্যেই সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। বাকি টাকাটা তিনি তার পাওনা হিসেবে রেখে দিয়েছেন কারণ তিনি নিজের টাকা খরচ করে ফ্রান্স থেকে রানিকে নিয়ে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে রাজা তাকে

অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বোলিংব্রোকের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা তিনি আরও বললেন ক্যালে দুর্গে বন্দি ডিউক অব গ্লস্টারকে তিনি হত্যা করেননি। আর এ ব্যাপারে তার দেয় প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। তবে বোলিংব্রোক কিছুতেই মব্রেকে নির্দোষ বলে মেনে নিতে চাইলেন না তাদের বিবাদের অবসান ঘটাতে রাজা রিচার্ড আদেশ দিলেন তারা উভয়ে যেন কভেন্ট্রি গির্জার মাঠে গিয়ে তলোয়ার হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়

নির্দিষ্ট দিনে তার অমাত্যদের সাথে নিয়ে রাজা রিচার্ড এলেন কভেন্ট্রি গির্জার মাঠে কিছুক্ষণ বাদে বাদে তার খুড়তুতো ভাই হেনরি বোলিংব্রোক এবং টমাস মব্রে উভয়েই যুদ্ধের সাজে সেজে এলেন সেখানে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ রাজা রিচার্ড তাদের নিষেধ করলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পরিবর্তে তিনি তাদের নির্বাসন দণ্ড দিলেন। বোলিংব্রোককে দশ বছরের জন্য এবং টমাস মব্রেকে আজীবন ইংল্যান্ডের বাইরে থাকার আদেশ দিলেন রাজা রিচার্ড তবে বোলিংব্রোকের বাবা রাজার কাকা ডিউক অব গ্লস্টারের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বোলিংব্রোকের সাজা চার বছর কমিয়ে মোট ছ'বছর করে দিলেন রাজা রিচার্ড

নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে বোলিংব্রোক ও টমাস চলে যাবার পর রাজা রিচার্ড খুশি মনে চাইলেন তার তিন কুপরামর্শদাতা গ্রিন, বুশ আর গ্যাবটের দিকে বোলিংব্রোকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দরুন সবাই ধরে নিয়েছিল একদিন সেই ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসবে এ কথা ভালোই জানা ছিল রাজা রিচার্ডের রাজা রিচার্ড খুব খুশি হলেন গ্রিন, বুশ আর গ্যাবটের উপর, কারণ তাদের মাথা থেকেই বের হয়েছিল বোলিংব্রোককে নির্বাসনে পাঠাবার বুদ্ধিটা সিংহাসনের দাবি থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাময়িকভাবে সরে যাওয়ায় এবার নিশ্চিন্ত হলেন রিচার্ড ওদিকে আবার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আয়ারল্যান্ডের মানুষ কিন্তু বিদ্রোহ দমন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই রাজা রিচার্ডের

বোলিংব্রোককে নির্বাসনে পাঠিয়ে এবার রাজা রিচার্ড নিশ্চিত কিন্তু এ ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন বোলিংব্রোকের বাবা ল্যাঙ্কাস্টারের বৃদ্ধ ডিউক জন অব গন্ট একদিন অমাত্যসহ তার বৃদ্ধ কাকাকে দেখতে এলেন রাজা রিচার্ড কথায় কথায় আক্ষেপ করে অসুস্থ জন অব গন্ট রিচার্ডকে বললেন, সে একদল তোষামোদকারীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে একথা শুনে বেজায় রেগে গেলেন রিচার্ড, কাকা না হয়ে অন্য কেউ হলে তিনি তার মাথা কেটে ফেলতেন একথাও বললেন তিনি এর কিছুদিন বাদেই মারা গেলেন জন অব গন্ট। কাকার মৃত্যুতে খুব খুশি হলেন রিচার্ড তিনি স্থির করলেন কাকার টাকা কড়ি, সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নেবেন তিনি কিন্তু তার অপর কাকা ডিউক অব ইয়র্ক প্রতিবাদ করলেন রিচার্ডের সিদ্ধান্তের তিনি খোলাখুলি রিচার্ডকে জানিয়ে দিলেন এর ফল ভালো হবে না

ওদিকে নির্বাসিত হলেও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই বোলিংব্রোক। রিচার্ড অন্যায়ভাবে তার পৈতৃক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন শুনে বেজায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন বোলিংব্রোক পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তিনি আটহাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছেন ইংল্যান্ড অভিমুখে   মূল উদ্দেশ্য রিচার্ডকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া শুধু ডিউক অব ল্যাঙ্কাস্টারের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাই নয় রিচার্ড এবার ব্যবস্থা করলেন তার অন্য কাকা ডিউক অব ইয়র্কশায়ারকে হাত করার আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন করতে রিচার্ডকে নিজে সেখানে যেতে

হবে তাই তিনি তার অনুপস্থিতিতে ডিউক অব ইয়র্কশায়ারকে নিযুক্ত করলেন ইংল্যান্ডের রাজ্যপালরূপে কিন্তু আর্ল অব নর্দাম্বারসহ ইংল্যান্ডের অনেক সামন্তরাজাই মেনে নিতে পারলেন না রিচার্ডের সিদ্ধান্ত ওদিকে বিশাল বাহিনীসহ হেনরি বোলিংব্রুক ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছেন শুনে অনেকেই যোগ দিলেন তার দিকে এ খবর শুনে ডিউক পড়ে গেলেন মহা সমস্যায় একদিকে রিচার্ড আর অন্য দিকে হেনরি বোলিংব্রোক যার পৈতৃক সম্পত্তি অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করেছেন রিচার্ড শেষমেশ রাজ্যপালের কর্তব্য পালন করতে ডিউক এসে বার্কলেতে পৌঁছালেন হেনরিকে বাধা দিতে। সেখানে এসে নিজের চোখেই বৃদ্ধ ডিউক দেখতে পেলেন নর্দাম্বারল্যান্ড সহ দেশের অধিকাংশ সামন্তরাজারা তাদের বাহিনীসহ হেনরির সাথে যোগ দিয়েছেন তিনি ভাইপো হেনরিকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন নির্বাসন দণ্ড শেষ না করেই সে দেশে ফিরে এসেছে।

হেনরি বোলিংব্রোক বললেন, 'কাকা আমি জানি নির্বাসনের মেয়াদ পূর্ণ হয়নি। রিচার্ডের সাথে যুদ্ধ করতে আমি দেশে ফিরে আসিনি আমি এসেছি পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি উদ্ধার করতে হেনরির কথায় কোনও অন্যায় খুঁজে পেলেন না ডিউক অব ইয়র্কশায়ার

এরই মাঝে আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরে এলেন রিচার্ড সেখানে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর পুরো সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ফিরে এসে তিনি শুনতে পেলেন তার তিন পরামর্শদাতা বুশ, গ্রিন ও গ্যাবটও সামন্তরাজাদের সাথে হাত মিলিয়ে যোগ দিয়েছে হেনরির দলে। এমনকি তার কাকা ইংল্যান্ডের রাজ্যপাল ডিউক অব ইয়র্কশায়ারও যোগ দিয়েছেন হেনরির সাথে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে দেখে রিচার্ড তার রাজমুকুট আর রাজদণ্ড তুলে দিলেন বোলিংব্রোকের হাতে। সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে রাজদণ্ড হাতে চতুর্থ হেনরি নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন হেনরি বোলিংব্রোক। তার আদেশে পমফ্রেট কারাদুর্গে বন্দি করে রাখা হল রিচার্ডকে। একদিন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল কারারক্ষীদের হাতে

কিং হেনরি দ্য ফোর্থ ঃ ১ম পর্ব

ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছেন রাজা চতুর্থ হেনরি সে সময় শুধু তার প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগই নয়, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা নিয়েও বিব্রত থাকতে হত তাকে এর কারণ আইনি পথে সিংহাসনে বসেননি তিনি রাজা রিচার্ডের কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় শুধুমাত্র প্রজাদের সমর্থনে রাজা হয়েছেন তিনি বহুদিন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মাঝে কাটাবার পর এখন স্বস্তি ফিরে এসেছে রাজার জীবনে সত্যিকারের শান্তি বলতে যা বোঝায় এখন সেটাই উপভোগ করছে প্রজারা, এমনকি হুট করে কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাও নেই। ইংল্যান্ডের লোকেরা এখন দলাদলি বিভেদ ভুলে একমন হয়ে দেশের মঙ্গল সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছে

রাজসভার বিশিষ্ট সদস্য ওয়েস্ট মোরল্যান্ডের আর্ল, ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন এবং স্যার ওয়াল্টার প্রমুখ সদস্যদের রাজা চতুর্থ হেনরি বলছিলেন, 'আমরা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম এ পবিত্র কাজকে নাস্তিক প্যাগানদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি একাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার জন্যই সার্থক হয়েছে আমাদের প্রয়াস। আমার পারিষদরা যে কর্মসূচি তৈরি করেছে সেটা জানাবার জন্যই আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি।'

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'মহারাজ এটা ঠিক যে আমাদের খুব দ্রুত কাজ করতে হবে। কাল রাতে একটা দুঃসংবাদ শুনতে পেয়েছি আপনাদের অনেকেই হয়তো জানেন আমাদের বীর যোদ্ধা মর্টিমার তার অনুগামীদের নিয়ে বিদ্রোহী গ্লেনডাওয়ারকে ধরতে যান। সেখানে তিনি ওয়েলসের অধিবাসীদের হাতে বন্দি হন প্রায় এক হাজার সৈন্য মারা যায় ওই মৃত মানুষগুলির উপরও তারা নির্দয় আচরণ করে '

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পুনরায় বললেন 'শুধু এই নয়, এছাড়াও আছে হটসপার, আর্চিব্যাল্ড ও হেনরি পার্সি প্রমুখ আমাদের বীর যোদ্ধারা হোমডনে গিয়ে প্রচণ্ড লড়াই করেন স্কটদের সাথে। খবর পেয়েছি আমাদের সৈন্যরা হেরে গেছে।'

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে রাজা বললেন, 'আমি তো খানিক আগে শুনলাম ডগলাসের আর্ল পরাজয় স্বীকার করেছেন হোমডনে আর হটস্পার নাকি ডগলাসের বড়ো ছেলে ফিফির আর্ল মর্ডেক সমেত শত্রুপক্ষের অনেক যোদ্ধাকে বন্দি করেছে এগুলি কি তাহলে গৌরব ও বীরত্বের কাজ নয়?

বিদ্রূপ করে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন 'হ্যাঁঃ বীরত্বের কাজ তো বটেই। এমন জয়লাভ করা একজন রাজপুত্রের পক্ষে যে গৌরব আর বীরত্বের কাজ, তা আমি স্বীকার করি তবে লর্ড নর্দাম্বারল্যান্ড কেন যে একজন বীর পুত্রের পিতা হবার মতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন না, সেটাই তার দুঃখ আচ্ছা, আপনার কী অভিমত হেনরি পার্সির কর্মদক্ষতা ও সাফল্য সম্পর্কে? যে সব বীর যোদ্ধাদের ও বন্দি করেছে তার মধ্য থেকে মর্ডেককেই বেছে নিয়েছে ও যাকে উপহার দেবার জন্য, আর বাকিদের ও নিজের কাছে রাখবে

তিনি আরও বললেন 'মহারাজ, আমার বিশ্বাস এর পেছনে রয়েছে ওর কাকা ওরসেস্টার কু-বুদ্ধি তারই পরামর্শে রাজকুমার আপনাকে অপমান করার সাথে সাথে নিজেও অপমানিত হলেন

রাজা বললেন 'সে কারণেই আমি বাধ্য হয়েছি জেরুজালেম যাত্রা স্থগিত রাখতে আগামী বুধবার আমি পরিষদের সভা ডেকেছি। উইন্ডসর সবাইকে সে কথা জানিয়ে দেবেন

লন্ডন শহরে তার প্রাসাদের এক কক্ষে বসে আলোচনায় ব্যস্ত যুবরাজ ও স্যার জন ফলস্টাফ যুবরাজের বেশিরভাগ সময়টা কেটে যায় মদ, গান বাজনা আর নারী নিয়ে।

যুবরাজের প্রিয় বিদূষক স্যার জন ফলস্টাফও কম সৌভাগ্যবান নয়। যুবরাজের ফেলে দেওয়া জিনিসে বেশ ভালোই চলে যায় তার দিন। কাজ তো শুধু মাঝে মধ্যে দু-চারটে রসালো কথা বলা দুজনে বেশ ভালোই আছেন

ওদিকে রাজপ্রাসাদের এক বিশাল কক্ষে বসেছে চতুর্থ হেনরির রাজসভা সেখানে রয়েছেন ওরসেস্টারের আর্ল টমাস পার্সি, নর্দাম্বারল্যান্ড, আর্ল হেনরি পার্সি হটস্‌পার, স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট প্রমুখ বিশিষ্ট সভাসদরা

কথায় কথায় রাজা বললেন, 'আমার শান্ত মেজাজ আর অসীম ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে এবারও অনেকেই আমায় অসম্মান করেছেন কিন্তু আর নয়, সবাই এবার দেখতে পাবে আমার আসল চেহারা একমাত্র শ্রদ্ধার পাত্র ছাড়া আমি আর কারও কাছে মাথা নত করব না '

এবার আড়চোখে টমাস পার্সিকে দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনি সরে যান আমার সামনে থেকে। আমি আপনার চোখে দেখতে পাচ্ছি দুর্জয় সাহস আর বিদ্রোহের লক্ষণ, যা একজন রাজার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় আপনি দূর হয়ে যান সামনে থেকে।'

অপ্রতিভ হয়ে বিদায় নিলেন টমাস পার্সি এবার রাজা হেনরি পার্সিকে বললেন, 'আপনি কী যেন বলতে চাইছিলেন?'

হেনরি পার্সি বললেন, 'মহারাজ, যে সমস্ত শত্রুদের টমাস পার্সি বন্দি করেছিলেন, তিনি তাদের সবাইকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন তাই বাধ্য হয়ে আমায় বলতে হচ্ছে এটা কোনও হিংসুক বা উচ্চাভিলাষী লোকের কাজ যে আপনার বিরুদ্ধে ওকে ব্যবহার করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন, এর জন্য আমার পুত্র একটুও দোষী নয় '

হটসপার বললেন 'যখন যুদ্ধ চলছিল সে সময় আমার শ্বাসটুকু নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না আর ঠিক তখনই একজন লর্ড পুরো ফুলবাবু সেজে হাজির সেখানে মৃত আর আহতদের সবাতে আমাদের সৈন্যরা যখন হিমসিম খাচ্ছে, তখনও তিনি রসিকতা করে যাচ্ছিলেন একসময় সেই শয়তান আপনার নাম করে বললেন আমরা যেন বন্দিদের তার হাতে তুলে দিই এমন কি, সে ব্যাপারে জোর জুলুমও করতে লাগলেন একেই তখন আমার করুণ অবস্থা, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে, ওষুধ লাগাবার সময় পর্যন্ত নেই, তখন অধৈর্য হয়ে জবাব দিয়েছিলাম তার কথার আসলে তার পোশাক আসাক আর মেজাজটাই বিরক্ত করে তুলেছিল আমায় এরপর প্রভুত্ব সূচক আচরণের তো কথাই নেই এক এক সময় মাথায় যেন খুন চেপে যাচ্ছিল বুঝলেন মহারাজ, লোকটি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথাবার্তা বলছিল তবুও তার কথার উত্তর দিয়ে আমি নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমার অনুরোধ আপনি পরশ্রীকাতরদের কথা শুনেই বিশ্বাস করে বসবেন না, আপনার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সেটা যাচাই করে নেবেন

কথা শুনে রাজার মুখে ক্ষোভের লক্ষণ দেখা দিল তবুও নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তিনি স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'অবশ্য এ একটা শর্তে বন্দিদের সমর্পণ করতে রাজি হয়েছিল আপনারাই বলুন না কেন মর্টিমারের মতো একজন দেশদ্রোহীর জন্য রাজকোষ থেকে মুক্তিপণের টাকা দেওয়া কি উচিত হবে? মোটেই নয় যে আমাকে এরূপ পরামর্শ দেবে সে মোটেই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয় সে খাঁটি দেশপ্রেমিক কিনা তা তার দেহের অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন দেখলেই বোঝা যাবে '

হটস্‌পার বললেন, 'মহারাজ, যুদ্ধক্ষেত্রে তার কৌশল ও বীরত্ব দেখে সহযোদ্ধারাও চমকে গেছে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ তার সততা আর বীরত্ব নিয়ে কেউ যেন অবাঞ্ছিত অনুযোগ না করে।'

রাজা সরাসরি বললেন, 'আপনার কথার মধ্যে কোনও সত্যতা নেই হটস্‌পার আপনি মিছে কথা বলছেন কেউ যেন আমার সামনে ভুলেও মর্টিমারের নাম উচ্চারণ না করে '

এবার নর্দাম্বারল্যান্ডকে রাজা বললেন তিনি যেন তার পুত্রকে সাথে নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত বন্দিদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন নইলে কঠোর শাস্তির জন্য নিজে তৈরি থাকবেন এই বলে রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন রাজা হেনরি

রাজা চলে যেতেই দাঁতে দাঁতে চেপে বলে উঠলেন হটস্‌পার, 'রাজার গলায় যেন শয়তান ভর করেছে কপালে যা আছে তাই হবে আমি কিছুতেই বন্দিদের তুলে দেব না রাজার হাতে। আমি বেঁচে থাকতে মর্টিমারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না কেউ আমি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে ছাড়ব। তার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও রাজি আমি '

ঠিক সে সময় ফিরে এলেন টমাস পার্সি হটস্‌পারকে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমার মাথায় খুন চড়ে গেল কেন?'

উত্তেজিত স্বরে হটস্‌পার বললেন, 'খুন কি আর সাধে চড়ে এ সব কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথা গরম হয়ে যায়। সব বন্দিকে নাকি রাজার হাতে তুলে দিতে হবে আর আমি যখন মুক্তিপণ দিয়ে শ্যালককে ছাড়াবার কথা বললাম, অমনিই রাজার গায়ে জ্বালা ধরে গেল। মর্টিমারের নাম শুনলেই যেন রাজার বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায় '

তার ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে নর্দাম্বারল্যান্ড বললেন, 'এ ব্যাপারে রাজাকে দোষী করাটা ঠিক হবে না তোমাদের মনে আছে রিচার্ড অভিশাপ দিয়েছিলেন - 'মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে

'হ্যাঁ মনে আছে', বললেন হটস্‌পার, ভাগ্য বিড়ম্বিত রিচার্ডের প্রতি আমরা যে অন্যায় করেছি তার দরুন ঈশ্বর কখনও আমাদের ক্ষমা করবেন না আয়ার্ল্যান্ড অভিযান থেকে ফেরার পরই অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা হয় রিচার্ডকে ' এবার হটস্‌পার আগ্রহী হয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনারাই বলুন না কেন রিচার্ড আমার শ্যালক মর্টিমারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে যাননি?'

তার কথায় সায় দিয়ে হটস্‌পার বললেন 'হ্যাঁ, নিজের কানে সেরকমই তো শুনেছিলাম।'

এবার উত্তেজিত হয়ে হটস্‌পার বললেন, 'সেজন্যই কি আপনারা তাড়াতাড়ি এক খেয়ালি লোকের মাথায় রাজমুকুট পরিয়েছিলেন আর হত্যার দায় নিজেদের কাঁধে চাপিয়েছিলেন? আপনাদের কোনও ধারণা নেই রাজার পদসেবা করতে করতে আপনারা কত নিচে নেমে গেছেন কী করে আপনারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বলবেন যে ন্যায়নিষ্ঠ রাজা রিচার্ডকে জোর করে সরিয়ে

দিয়ে তার বদলে সিংহাসনে বসিয়েছেন এক অপদার্থ প্রজাপীড়ক। যার জন্য আপনারা এত কিছু করলেন, শেষে তিনিই কিনা তাড়িয়ে দিলেন আপনাদের। এখনও সময় আছে. আপনারা চাইলে হারানো প্রভাব প্রতিপত্তি আবার ফিরে পেতে পারেন আপনারা কি চান অহংকারী উৎপীড়ক স্বার্থপর রাজার উপর প্রতিশোধ নিতে? তাহলে তার ব্যবস্থাও আছে বৈকী '

টমাস পার্সি বললেন, 'ভাইপো, তোমায় একটা গোপনীয় কথা বলতে চাই এদিকে সরে এস স্কটল্যান্ডে যে সব রাজাদের তুমি বন্দি করেছ তাদের নিজের কাছে রেখে দাও কোনও কিছুর বিনিময়ে তাদের হাতছাড়া করবে না এখন আমার একমাত্র চিন্তা কীভাবে রাজা হেনরি বোলিংব্রোকের সর্বনাশ করা যাবে '

গর্জে উঠে হটস্‌পার বলল, 'আমিও চাই ওরে সমূলে বিনাশ হোক আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মদের সাথে বিষ মিশিয়ে ওদের হত্যা করব '

টমাস পার্সি বললেন 'আমার একান্ত ইচ্ছা এসব স্বার্থপরদের খপ্পরে পড়ে নাজেহাল হোক মারা যাক হ্যারি পার্সি আর তার দয়ালু ভাইরা তুমি যদি কাজ হাসিল করতে চাও তাহলে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে বন্দিদের এতে হবে কী ডগলাসের ছেলেরাও তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে আর এভাবেই তুমি হাতিয়ে নেবে স্কটল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা '

এবার নর্দাম্বারল্যান্ডকে লক্ষ করে টমাস পার্সি বললেন, 'তোমার ছেলে যদি এভাবে স্কটল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা কব্জা করতে পারে, তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিতে পারবে বিশপের দরবারে।'

টমাস পার্সি আরও বললেন, ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবার বাকি রইল কাজ হাসিল হওয়া।

নর্দাম্বারল্যান্ড বললেন, 'দেখো, কাজ শেষ হবার আগে কেউ যেন এ ব্যাপারে টের না পায়।'

হটস্‌পার বললেন, 'এর ফলে দু-দিক দিয়ে আমাদের সুবিধা হবে, একদিকে স্কটল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা, অন্যদিকে মর্টিমারের সাথে ইয়র্কের গাঁটবন্ধন।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে টমাস পার্সি বললেন, 'একটা মাথার বদলে যদি এতগুলি মাথা চলে যায় তাহলে ক্ষতি কী? রাজা তো মনে করেন তিনি আমাদের কাছে ঋণী আর একদিন না একদিন তাকে সেই ঋণ শোধ করতে হবে তখনই বুঝতে পারবেন তিনি তার অসৎ আচরণের ফলে আমরা যে তার প্রতি কতটা বীতশ্রদ্ধ সেটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে তার কাছে

হটস্‌পার বললেন 'প্রতিশোধ আমি নেবই কীভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যায় সে পরামর্শ দেব আমি তবে দেখবে ইচ্ছে মতো কাজ করতে গিয়ে পরিকল্পনাটি শেষে যেন ভেস্তে না যায় দরকার হলে আমি গোপনে আশ্রয় নেব গ্লেনডাওয়ার আর মর্টিমারের কাছে।'

ওয়ার্কওয়ার্থ এর প্রাসাদে এক নির্জন কক্ষে উৎসাহের সাথে পায়চারী করছেন হটস্‌পার সেই সাথে একটি চিঠিও পড়ছেন চিঠিতে লেখা আছে— 'আপনার সাথে মুখোমুখি দেখা হলে খুব আনন্দ পেতাম।'

চিঠিপড়া বন্ধ রেখে তিনি নিজ মনে বললেন 'আনন্দিত হতাম তাহলে সে কি আনন্দ পায়নি এদিকে চিঠিতে তো পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে আমাদের পরিবারের আদর যত্নের কথা। মনে হচ্ছে আমাদের পরিবারের লোকজনকে ভালোবাসার চেয়ে নিজ স্বার্থই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

পুনরায় চিঠি পড়তে শুরু করলেন 'ব্রতের মাধ্যমে যে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় তার পদে পদে বিপদ

আরে, এতো সবাই জানে,' আপন মনে বললেন তিনি, 'আর তাই যদি হয় তাহলে প্রতিটি কাজেই কিছু না কিছু বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে আমিও বলে রাখছি, যত বিপদই আসুক আমি সফল হব।'

আবার চিঠির দিকে নজর দিলেন। 'একটা বিপজ্জনক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন আপনি। আপনার বন্ধুরাও যে কতদিন আপনার সাথে থাকবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। শত্রুশক্তির তুলনায় আপনার ক্ষমতা খুবই নগণ্য। তাই কাজে হাত দেবার সময় এখনও আসেনি।'

তিনি আপন মনে বললেন, 'তুমি ভীরু, কাপুরুষ বলেই এ কথা বলতে পারছ। তোমার কথা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়, এতে সত্যের অপলাপ আছে। তুমি যে একটা বোকা তার প্রমাণ মেলে তোমার কথায়। তবে একথা ঠিক আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে আমারটাই সর্বোত্তম। এতে কোনও সন্দেহ নেই। এমন কী আমার পরিকল্পনার কথা শুনে ইয়র্কের ডিউক পর্যন্ত আমার প্রশংসা করেছেন। আর উনি কিনা আমায় পাত্তাই দিলেন না! অপদার্থ কাপুরুষ কোথাকার। একবার দেখা হলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। আমাদের ষড়যন্ত্রকে সফল করতে এর মধ্যে জড়িয়ে আছেন আমার বাবা, কাকা, ইয়র্কের ডিউক, মর্টিমারের ডিউক এবং গ্লেনডাওয়ার প্রমুখ পাকা মাথার ব্যক্তিরা। আগামী মাসের নয় তারিখে সশস্ত্র অবস্থায় সবার মিলিত হবার কথা। কেউবা এরই মধ্যে রওনা দিয়েছেন। শুধু ভয় হচ্ছে, কেউ যেন রাজার কাছে আমাদের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে না দেন। যা হবার হবে, আমি যাবই।'

হটস্পার এখন মরিয়া। পরিকল্পনা সফল করতে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছেন তিনি। এমন কী স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ পর্যন্ত বন্ধ রেখেছেন। তার একমাত্র ধ্যান ধারণা যুদ্ধের জন্য সৈন্য আর অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা। শুধু যুদ্ধ, সিংহাসন আর রাজমুকুটের চিন্তাই বড়ো হয়েছে তার কাছে।

এদিকে যুবরাজের সাথে সাথে তার শাগরেদরাও সারাক্ষণ মদের বোতল নিয়ে পড়ে থাকেন। কোনও আমোদ-স্ফূর্তিই তারা বাদ রাখেন না। যুবরাজের আদেশে তারা প্রাণ দিতে পেছপা নন। আর পরের পয়সায় স্ফূর্তি করতে গেলে এমন একটু আধটু তো করতেই হয়। টাকার টান পড়লে যুবরাজ তার সঙ্গীদের নিয়ে অন্যপথে উপার্জন করতে বেরিয়ে পড়েন। শুধু আনন্দ-স্ফূর্তি ছাড়া অন্য কিছুর দিকে তার নজর নেই।

ওয়েলস শহরের ঠিক মাঝখানে গ্রেনডাওয়ারের প্রাসাদ। প্রাসাদের এক বিশাল কক্ষে আলোচনায় বসেছেন ল্যাঙ্কাস্টারের প্রিন্স জন, ওয়েলস্টারের আর্ল টমাস পার্সি, হটস্পার, ওয়েন গ্লেনডাওয়ার এবং মার্চের আর্ল এডমন্ড মর্টিমার।

মর্টিমার বললেন, 'এ পর্যন্ত যে সব প্রতিশ্রুতি এসেছে তা খুবই আশার এবং আমাদের অনুকূলে। আমার মনে হয় এদের উপর নির্ভর করা চলে।'

হটস্পার বললেন, 'ওয়েন! কী যেন একটা জরুরি ব্যাপার ছিল বলেছিলে তুমি?'

'ওঃ সেই ম্যাপটার কথা! আমি একদম ভুলে গেছি' বলে কোটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে মুচকি হেসে বললেন ওয়েন গ্লেন ডাওয়ার, 'আপনি ভুলে গেলেও আমি কিন্তু মনে রেখেছি। এই সেই ম্যাপটা। হটস্পার আর পার্সি, তোমরাও দেখ।'

এরপর ল্যাঙ্কাস্টারের প্রিন্স জনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার হটস্পার! আপনার নামটা কানে যেতেই প্রিন্স জনের মুখটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে।'

মুচকি হাসলেন হটস্‌পার

এবার গ্রেন ডাওয়ার বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনার নামটা শুনে তিনি আপনাকে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন '

'তা হতেও পারে' বললেন হট্‌স্‌পার, 'তবে মনে হচ্ছে তিনি আমায় নরকে যাবার অভিশাপ দিলেন

'নরকে যাবার অভিশাপ দিলেও আমার পক্ষে তাকে দোষারোপ করা সম্ভব নয়', বললেন গ্রেন ডাওয়ার

'কেন সম্ভব নয়'? জানতে চাইলেন হটস্‌পার

'কারণ আমার জন্মলগ্নে গোটা আকাশটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল আর ভীরু পৃথিবীটা যেন ভীষণ ভয়ে কেঁপে উঠেছিল', বললেন গ্রেন ডাওয়ার।

মুখের হাসিটুকু রেখেই হটস্‌পার বললেন, 'আপনার জন্মের সময় পৃথিবীটা কেঁপেছিল বুঝি? তাহলে সে অবশ্যই আমার মতো ভীরু কাপুরুষ ছিল না কী বলেন, আমি ঠিক বলছি কি না?'

'আপনি এটাকে রসিকতা বলে মনে করলেও আমি যা বলেছি তা কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্যি', বললেন গ্রেন ডাওয়ার।

'আপনি সত্যি বলছেন?' জানতে চাইলেন হট্‌স্‌পার।

'নিশ্চয়ই আমার জন্মের সময় সারা আকাশ জুড়ে আগুন জ্বলছিল আর সেইসাথে পৃথিবীটাও কাঁপছিল,' জবাব দিলেন গ্রেন ডাওয়ার

হটস্‌পার বললেন, 'আমি বলব কেন পৃথিবীটা কাঁপছিল? সেটা আপনার জন্মাবার ভয়ে নয় রোগাক্রান্ত মানুষ কেঁপে ওঠে, তেমনি আকাশের আগুন দেখেই কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীটা '

অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে হটস্‌পারের দিকে তাকিয়ে রইলেন গ্রেন ডাওয়ার।

হটস্‌পার বলতে লাগলেন, 'আপনি কি জানেন প্রকৃতির এই বিচিত্র খেয়ালের কারণ কী? এর কারণ আর আর কিছুই নয় ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণ দূষিত গ্যাস সৃষ্টি হলে তারই চাপে দারুণ যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে পৃথিবী।'

এ কথা শুনে বেলুনের মতো চুপসে গেল গ্রেন ডাওয়ারের মুখ। ফ্যাকাশে মুখ করে তিনি বললেন, 'অবশ্য এ ধরনের কথা আমি আগে শুনেছিলাম নানা লোকের মুখে '

'তাই বুঝি?' জানতে চাইলেন হটসপার।

'তবে আপনার মতো এভাবে কেউ তার প্রতিবাদ করেনি,' জবাব দিলেন গ্রেন ডাওয়ার 'আমি আবারও বলছি আমার জন্মের সময় লকলকে আগুনের শিখা জ্বলছিল সারা আকাশ জুড়ে আর সে সব দেখে ভেড়া ছাগলের দল ছুটোছুটি শুরু করেছিল পাহাড়ের নিচে। এসব দেখেশুনে লোকেরা কী বলছিল জানেন?'

'কী করে আর জানব বলুন? আপনার জন্মের সময় আমি তো সেখানে ছিলাম না' বললেন হটসপার।

'সবাই বলছিল নবজাতক অর্থাৎ আমি নাকি এক অসাধারণ মানুষ', বললেন গ্রেন ডাওয়ার

হটসপার বললেন, 'আপনাকে দেখেই তা মালুম হচ্ছে '

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বললেন গ্লেন ডাওয়ার 'সে সময়ের প্রাকৃতিক ঘটনাবলিই তার প্রমাণ দেবে। আর সারা জীবন ধরে আমিও প্রমাণ করে এসেছি যে আমি সাধারণ মানুষ নই

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সবার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে গ্লেন ডাওয়ার বললেন 'ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস-এ এমন কোনও লোক পারে না যে আমায় অপদার্থ বলে ডাকতে পারে, আমায় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে পারে।'

গ্লেন ডাওয়ারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে কিছু বলতে যাবেন হটস্পার, এমন সময় আবার বলতে শুরু করলেন গ্লেন ডাওয়ার, 'এমন যদি কাউকে পাও তাহলে সে বাপ মায়ের ছেলেই নয় আমি যাচাই করে দেখতে চাই এমন কেউ এ তল্লাটে আছে কিনা।'

ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করল।

এ সময় মার্চের আর্লি এডমন্ট মর্টিমার বললেন, 'এতো মহা জ্বালায় পড়া গেল দেখছি!' তারপর পার্সিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মশাই! অনুগ্রহ করে আপনি একটু চুপ করুন দেখছি আপনি ওর মাথাটাই খারাপ করে দেবেন এ সময় কত জরুরি কথা '

মর্টিমার তার কথা শেষ করার আগেই পুনরায় মুখ খুললেন গ্লেন ডাওয়ার, 'হ্যাঁঃ ম'শায়! আপনি আমায় কতটুকু চেনেন? জানেন, আমি সমুদ্রের নিচ তলা থেকে প্রেতাত্মাদের ডেকে আনতে পারি?'

'আপনি প্রেতাত্মাদের ডেকে আনতে পারেন?' জানতে চাইলেন মর্টিমার

'হ্যাঁ! পারি', বললেন গ্লেন ডাওয়ার, 'আমি একবার ডাকলেই তারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে করজোড়ে— অপেক্ষা করবে আমার আদেশের জন্য।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে হটস্পার বললেন 'এ আর এমন কী কঠিন কাজ! আমিও তুড়ি মেরে এক ডজন প্রেতাত্মাকে এখানে এনে হাজির করে দিতে পারি '

পরবর্তী কী বলা যায় সেটা ভাবতে লাগলেন গ্লেন ডাওয়ার

এবং হটস্পার বললেন, 'আমি স্বীকার করছি আপনি সমুদ্রের নিচে থেকে প্রেতাত্মাদের ডেকে আনতে পারেন কিন্তু যখন আমাদের প্রয়োজন হবে তখন কি তাদের ডেকে আনতে পারবেন?'

রেগে গিয়ে গ্লেন ডাওয়ার বললেন, 'অতো ধমকাবেন না মশাই! আমি জানি কাজের সময় কীভাবে শয়তানকে ডেকে এনে তার দ্বারা কাজ হাসিল করে নেওয়া যায় '

হটস্পার বললেন, 'তাই নাকি? আমিও তা পারি।'

'কী পারেন আপনি?' জানতে চাইলেন গ্লেন ডাওয়ার।

'আমি আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি কী করে মিথ্যাবাদীকে দিয়ে সত্যি কথা বলাতে হয় কী করে শয়তানকে লজ্জা দিতে হয়' বললেন হটস্পার।

মর্টিমার অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন এবার আপনাদের আজেবাজে কথা ছাড়ুন '

কিন্তু কে শোনে কার কথা। কার সাধ্যি গ্লেন ডাওয়ারের কথা বলা বন্ধ করে

আবার মুখ খুললেন গ্লেন ডাওয়ার। তিনি বললেন 'জানেন হেনরি বোলিংব্রোক কী করেছিলেন? তিনি তিনবার আমার উপর চড়াও হয়েছিলেন '

দুচোখ কপালে তুলে কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে বললেন হটস্পার, 'বলেন কী! তিন তিন বার!'

'তবে আর বলছি কী হেনরি বোলিংব্রোক আমায় তিন তিনবার আক্রমণ করেছিলেন,' বললেন গ্লেন ডাওয়ার।

'তা সেই আক্রমণের ফলাফল কী হল ?' জানতে চাইলেন হটস্পার।

'তিনবারই পরিস্থিতি আমার অনুকূলে ছিল আমি তাকে পুরো কোণঠাসা করেছিলাম, বললেন গ্লেন ডাওয়ার, বাধ্য হয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলেন হেনরি বোলিংব্রোক তিনবারই আমি

তাকে সেভার্ন আর ওয়াই নদীর তীর থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এই হাড় কাঁপানো শীতের মাঝে খালি গা খালি পায়ে কোনওমতে তিনি তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নেন।'

মুচকি হেসে হটসপার বললেন, 'কি অমানুষ লোক মশায় আপনি এই প্রচণ্ড শীতের মাঝে খালি গায় খালি পায় ভদ্রলোককে আপনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন?

'হ্যাঁ ঃ পাঠিয়েছিলাম বললেন গ্লেন ডাওয়ার

'কিন্তু তার পরের কথাটা আপনি আর ভেবে দেখলেন না,' বললেন হটসপার 'ঠাণ্ডা লেগে ভদ্রলোকের সর্দি কাশি এমন কি নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারত।'

এবার যেন নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে হাতের ম্যাপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন গ্লেন ডাওয়ার এই সেই ম্যাপ এবার চিন্তা করুন কীভাবে আমরা পরিস্থিতি সামলাব।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মর্টিমার বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন

'বলছি কী আমরা কি নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেব, নাকি জিজ্ঞেস করলেন গ্লেন ডাওয়ার

'না, তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না ব্যাপারটা মেটানোই আছে , বললেন মর্টিমার

'আমায় একটু বলবেন, কীভাবে ব্যাপারটা মেটানো আছে? জানতে চাইলেন গ্লেন ডাওয়ার

মর্টিমার বললেন, 'তার ব্যবস্থা আগেই করে গেছেন আর্কডেকন। আমাদের তিনজনের ভেতর দায়িত্বটা সমানভাগে ভাগ করে যাতে মনোমালিন্য না হয় তা করে রেখেছেন তিনি '

কী ভাবে? জানতে চাইলেন গ্লেন ডাওয়ার।

মর্টিমার জবাব দিলেন 'আমার ভাগে পড়েছে ইংল্যান্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক— অর্থাৎ সেভার্ন এবং ট্রেন্ট থেকে এইপর্যন্ত অংশটুকু '

'আর আমার এবং হটসপারের ভাগে?' জানতে চাইলেন গ্লেন ডাওয়ার।

মর্টিমার বললেন, 'হটসপার পাবে ট্রেন্ট থেকে শুরু করে গোটা উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত আর আপনার ভাগে পড়েছে ওয়েলস-এর উর্বরাভূমি বাগ এবং গোটা পশ্চিমাঞ্চল '

বাঃ চমৎকার! তারপর?' জানতে চাইলেন গ্লেন ডাওয়ার

'তারপর আর কী ' বললেন মর্টিমার, 'এ মুহূর্ত থেকেই কার্যকর হচ্ছে এ দলিল '

গ্লেন ডাওয়ার জানতে চাইলেন, 'এখন আমাদের কী করণীয়?'

মর্টিমার জবাব দিলেন, 'আমি, টমাস পার্সি এবং ওয়েলসস্টারের লর্ড আগামীকাল সকালে শ্রুসবেরিতে যাব স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিদের কাছে ' এরপর তিনি বললেন, 'গ্লেন ডাওয়ার! আপনার সর্বপ্রথম কাজ হবে যে অঞ্চলের দায়িত্ব আপনি পেয়েছেন সেখানকার মানুষের সাথে বন্ধুর মতো মেশা তাদের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যেন আপনিই তাদের একমাত্র আপনজন '

গ্লেন ডাওয়ার বললেন, 'এর জন্য মোটেও ভাববেন না আপনি কাল সকালেই আমি সভা ডেকে তাদের সাথে আলোচনায় বসব যা করণীয় সারা দিনের মাঝে তা সম্পন্ন করে সন্ধ্যায় আপনার সাথে দেখা করব '

'সে তো খুব ভালো কথা , বললেন মর্টিমার।

বিরস মুখে হটসপার বললেন, 'আমি কিন্তু মন থেকে এ ধরনের ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নিতে পারছি না।'

কেন? এতে অসুবিধার কী আছে?' সবিনয়ে বললেন মর্টিমার

'সমস্তটাই অসুবিধা', বললেন হুটস্পার, 'আমার বিশ্বাস যে অংশটুকু আমার ভাগে পড়েছে তা মোটেই উত্তরাঞ্চলের সমান হতে পারে না এই ম্যাপটাই দেখুন না কেন এই নদীটা আমার অংশের ভূমিখণ্ডকে ঘিরে রেখেছে ক্রমে ক্রমে মাটি ধসে গিয়ে ভূগর্ভের কিছুটা অংশ চলে যাবে নদীগর্ভে। ফলস্বরূপ সৃষ্টি হবে একটা আঁধাবাঁকা খালের খালটা হবে অগভীর গভীর হলেও না হয় তাকে কাজে লাগানো যেত কাজেই কোনও সুবিধা হবে না আমার '

ম্যাপের গায়ে আঙুল রেখে মর্টিমার বললেন এদিকে দেখুন ওই নদীটাই আমার অঞ্চলের গা ঘেঁসে যাবার দরুন ভূমিভাগ উর্বর হয়ে উঠেছে।'

টমাস পার্সি বললেন, 'এখান থেকে ওই পর্যন্ত নদীর তীরটা কিছু কিছু করে কেটে দিলেই সোজা হয়ে যাবে এটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আদতে এটা কোনও সমস্যাই নয়।'

হুটস্পার বললেন, 'দেখছি কী করা উচিত। এখান থেকে কেটে খালটা সোজা না করলেই নয় '

গ্লেন ডাওয়ার বললেন, 'অসম্ভব আমি কোনও কাটাকুটি করতে দেব না এ পরিকল্পনার কোনও পরিবর্তন করা চলবে না।'

হুটস্পার বললেন, 'কী বলছেন! আপনি বাধা দেবেন?'

'নিশ্চয়ই দেব', বললেন গ্লেন ডাওয়ার

'আপনার কথার অর্থ মানে কী ভাষায় আপনি কথা বলছেন তা বুঝতে পারছি না আমি', বললেন হুটস্পার, তার চেয়ে আপনিই বরং বলুন মর্টিমার মশায় আপনি কি ভাবছেন ইংরাজি বলতে পারি না আমি? আপনার চেয়ে অনেক ভালো পারি, যখন ইংরেজ দরবারে আমি কাজ করতাম তখন এত ভালো ইংরাজি শিখেছি যে গোটা শব্দ কোষটাই আমার মুখস্থ।

'আপনার ইংরাজি আপনার কাছে থাক', বললেন গ্লেন ডাওয়ার, 'আসল কথা এর চেয়ে অনেক বেশি জমি আমি এমনিতেই ছেড়ে দিতে রাজি আছি আমার বন্ধুকে। তবে ভাগ বাঁটোয়ারার একচুল জমিও আমি ছেড়ে দিতে রাজি নই

এরপর গ্লেন ডাওয়ার বললেন, 'দলিল পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে এখন আর তা নিয়ে ভেবে মন খারাপ করে লাভ কী। আমি চললাম বাড়ির লোক হয়তো ভাবছে আমার জন্যে মর্টিমারের চিন্তায় মেয়েটা হয়তো পাগল হয়েই গেল ' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি

ঠোঁটের কোণে মুচকি হেসে মর্টিমার বললেন 'আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দিলেন তো আপনি আমার শ্বশুরমশাইকে রাগিয়ে' তবে অল্পেতে সামাল দিলেন এইরক্ষা '

হুটস্পারও মুচকি হেসে বললেন, 'ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এমন সব অবান্তর কথা বলেন যে মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে পড়ে আপনিই বলুন না, এভাবে সবসময় কথা ছুড়ে দিলে কারও ভালো লাগে?' একটু থেমে পুনরায় বললেন, আজকের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। কাল রাতে কয়েক ঘণ্টা ধরে ভূত প্রেত ডাকিনী যোগীনিদের নিয়ে তিনি যে গপ্পো শুরু করলেন তা শুনলে মাথা গরম হয়ে উঠে অশরীরীরা সবাই নাকি তার কথায় ওঠ বোস করে আজকাল এমন হয়েছে ওর কথা শুনলেই গা জ্বালা করে ওঠে

মর্টিমার বললেন, 'নিজের সম্বন্ধে তিনি কিছুটা বাড়িয়ে বলেন বটে তবে লোক হিসেবে তিনি যে সাচ্চা তাতে কোনও সন্দেহ নেই '

'বুঝলাম' বললেন হটস্পার

'আপনি বিশ্বাস করুন সিংহের মতো তার সাহস আর হিমালয়ের মতো উদার মন তার সাহস আর ঔদার্য—দুটোর মিশ্রণের দরুন মানুষটি মাঝে মাঝে এমন কথা বলে ফেলেন,' বললেন মর্টিমার।

হটস্পার বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।

'মানুষটিকে আপনি এমন রাগিয়ে দেন যে ভয় হয় কোনওদিন না তার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়' বললেন মর্টিমার

হটস্পার বললেন, 'সে কথা সত্যি তবে উনিও কি আমার পেছনে কম লাগেন?'

টমাস পার্সি বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি আপনি এখানে আসার পর থেকেই উনি মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়েন। অনুগ্রহ করে আপনি নিজেকে শুধরিয়ে নিন। আপনার চরিত্রের একদিকে যেমন দেখা যায় সাহস, ধৈর্য, বীরত্ব প্রভৃতি গুণের সমাবেশ, অন্যদিকে আবার প্রকাশ পায় ক্রোধ, ঔদ্ধত্য আর অহমিকা। একজন সামন্ত রাজার এসব দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এখনও সময় আছে, আপনি নিজেকে শুধরে নিন'

লন্ডন নগরীর রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের এক কক্ষে বসে লর্ডদের সাথে আলোচনারত রাজা বললেন, 'আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই যুবরাজের হঠাৎ আসার দরুন আমি পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনতে চাই আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি আপনাদের একটা অনুরোধ করতে চাই'

রাজার কথা শুনে সমবেত লর্ডরা একসাথে বলে উঠলেন, 'বলুন, আমাদের কী করতে হবে?

রাজা বললেন, 'যুবরাজের সাথে আমার কিছু কথা ছিল অনুগ্রহ করে আপনারা যদি কিছুক্ষণের জন্য পাশের ঘরে গিয়ে বসেন, তাহলে আমি যুবরাজের সাথে প্রয়োজনীয় কথাটুকু সেরে নিতে পারি।'

কোনও কথা না বলে লর্ডরা বাইরে চলে গেলেন রাজা এবার যুবরাজকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এটাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় কিনা তা আমি জানি না। নইলে আমারই সন্তান আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এত উদগ্রীব হয়ে উঠেছে কেন?'

সচকিত হয়ে উঠে যুবরাজ বললেন 'মহারাজ।'

রাজা বললেন, তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমার অপরাধের শাস্তির একটা জ্বলন্ত উদাহরণ'

'আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না মহারাজ', বললেন যুবরাজ

'দেখ মানুষের কথা এবং কাজের উদ্দেশ্য বোঝার মত ক্ষমতা ও বুদ্ধি আমার যথেষ্ট রয়েছে', বলে উঠলেন রাজা।

যুবরাজ বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ যে কতটা অসার আর ভিত্তিহীন তা প্রমাণ করার চেষ্টা আমি অবশ্যই করব তবে আপনি এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন আমার চরিত্রে যতটুকু দোষ আছে তার চেয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বড়ো করে দেখান হয়েছে। আর আপনিও নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করেছেন যাইহোক আমি যা করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি'

'ঈশ্বর তোমার সহায়তা করুন' বললেন রাজা, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা কি করে তুমি বংশমর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সমাজের নিচু স্তরের লোকদের সাথে মেলামেশা করছ, তাদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ '

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যুবরাজ

রাজা বলতে লাগলেন, 'কখনও ভেবে দেখেছ আজ তোমার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই পরিষদের আসন হারাতে হয়েছে তোমাকে আর সে আসনে বসেছে তোমার ছোটো ভাই। দুঃখ হয় যখন দেখি সভাসদরা কেউ তোমায় সুনজরে দেখে না, সবাই তোমার মৃত্যু কামনা করে তোমার মতো হলে যারা আমায় সিংহাসনে বসিয়েছে, সেখান থেকে তারা টেনে নামিয়ে দিত আমায় '

কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, 'একদিন আমিও তোমার বয়সি ছিলাম হঠাৎ কোথাও গিয়ে হাজির হলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেত সেখানকার লোকেরা— ফিসফিস করে বলত— এই সেই বোলিংব্রোক। কারও সাথে দেখা হলে আমি সৌজন্য দেখিয়ে তার কুশল জিজ্ঞেস করতাম। এমনকি রাজাও সেখানে উপস্থিত থাকলে হাততালি দিয়ে আমায় ভালোবাসা জানাতেন

'কিন্তু তুমি? অসৎসঙ্গে মিশে নিজের মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছ— শুধু প্রজারাই নয়, ছোটো বড়ো সবাই তোমায় তুচ্ছ মনে করে অনেকেই তোমার নামে হা-হুতাশ করে '

'মনে রেখ, রাজকীয় মান মর্যাদা রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ তুমিই বল, আমি ছাড়া আর কেউ আছে যে তোমার মঙ্গল কামনা করবে? অনেকদিন তোমাকে দেখিনি তাই ডেকে পাঠিয়েছি তবে ভুলেও ভেব না স্নেহের মায়ায় অন্ধ হয়ে আমি তোমার সব দোষ মাফ করে দেব।'

ক্ষীণকণ্ঠে যুবরাজ বললেন, 'আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এখন থেকেই আমি আমার জীবন ধারাটা পুরো পালটিয়ে ফেলব '

রাজা বললেন, শোন, অনেক কাজ জমে আছে আমার হাতে রাজকার্যের বিরাট বোঝা চেপে আছে আমার মাথায়। কাজেই উত্তরাধিকার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। বলতে পার, আমার মাথাটা এখন সিংহের চোয়ালের মাঝে আটকে পড়েছে সেখান থেকে কৌশলে মাথাটা বের করে আনতে হবে রাজ্যে যত বয়স্ক ধর্মযাজক আছে তাদের সবাইকে পাঠাতে হবে যুদ্ধে।'

'ডগলাসের সামরিক খ্যাতি আর রণকৌশলের ব্যাপারে সবাই অবহিত, সে কথা হয়তো তোমার জানা না থাকতে পারে। তার নামে সবাই ভয় পায় তারই সাথে লড়াইয়ে নামতে হবে আমায় এ লড়াই আমার মান মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

হটসপার সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই জান ডগলাসের সাথে হাত মিলিয়ে সেও আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে

এছাড়া নর্দাম্বারল্যান্ড, টমাস পার্সি ইয়র্কের আর্চ বিশপ ও মর্টিমার এরাও একজোট হয়েছে রাজার বিরুদ্ধে তারা সবাই একত্র হয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজার সর্বনাশ করাই তাদের একমাত্র।'

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন 'কিন্তু কাকে বলছি এ সব কথা? যাকে নিজের ভেবে শত্রুদের কার্যকলাপের কথা বলছি সে তো জঘন্য কামনার দাস। পরোক্ষে সেই আমার সাথে

শত্রুতায় লিপ্ত সে সর্বদা চেষ্টা করছে রাজকীয় মান মর্যাদা কীভাবে বিসর্জন দিয়ে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছান যায়। আজ অদৃষ্টই আমায় বাধ্য করেছে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে।'

যুবরাজ বললেন, 'বাবা! আপনি ভুলে যান অতীতকে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনও হবে না আমার অতীত প্রায়শ্চিত্ত আজ আমি করছি পার্সির মাথা দিয়ে। আপনি দেখে নেবেন যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করে আমি ফিরে আসছি আপনার কাছে। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাবার জন্য যাকে নিয়ে এত ভাবছেন আপনি, একদিন সেই আপনার যোগ্য পুত্র হবে। লাল পোশাকে আবৃত হয়ে আমি লড়াই করব হটসপারের সাথে সে লড়াই হবে মর্যাদা রক্ষার লড়াই। এ মুহূর্ত থেকেই আমার জীবনের লক্ষ্য হবে পার্সিদের হাত গৌরব, মান-মর্যাদা ফিরিয়ে আনা যদি তা না পারি, তাহলে আর এ মুখ আপনাকে দেখাব না লড়াইয়ের মাঝে আত্মবিসর্জন দিয়ে সে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেব নিজেকে '

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, 'তুমি বলছ রাজদ্রোহীর প্রাণনাশ করে হাসিমুখে ফিরে আসবে আমার কাছে? বেশ এই যদি তোমার অন্তরের কথা হয় তাহলে আরও অনেক দায়িত্ব দেব তোমায়।'

এমন সময় স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট এসে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আমায় ছুটে আসতে হয়েছে এখানে '

উৎকণ্ঠিত হয়ে রাজা বললেন, 'কী হয়েছে? কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'এই মাত্র মর্টিমারের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে স্কটল্যান্ড থেকে। তিনি জানিয়েছেন— 'এ মাসের শেষের দিকে বিদ্রোহী ইংরেজদের নিয়ে শ্রুসবেরির মাঠে সমবেত হবার পরিকল্পনা নিয়েছেন ডগলাস '

'তারপর?' আগ্রহের সাথে জানিতে চাইলেন রাজা

স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট বললেন 'মহারাজ, তাদের সম্মিলিত শক্তি শুধু বিরাট নয়, ভয়ংকরও বটে। তারা যদি তাদের সংকল্প কাজে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের '

রাজা বললেন, 'আজই ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল রওনা দিয়েছেন আমার ছোটো ছেলে ল্যাঙ্কাস্টারকে সাথে নিয়ে হ্যারি, আগামী বুধবার তুমি যাবে। পরদিন বৃহস্পতিবার আমি নিজে যাব আমরা সবাই মিলিত হব ব্রিজনর্থে। অহেতুক দেরি করে কোনও লাভ নেই '

এদিকে বিদ্রোহীদের তাঁবু পড়েছে শ্রুসবেরির নিকটবর্তী বিশাল মাঠে। সসৈন্যে সেখানে সমবেত হয়েছেন টমাস পার্সি, হটস্পার এবং ডগলাস।

সন্ধ্যারাতে এক সুসজ্জিত তাঁবুতে বসে যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ডগলাস, টমাস পার্সি আর হটস্পার

'আপনারা কী যে বলেন!' হটস্পার বললেন 'আমি বলব তোষামোদের কথা? তবে হ্যাঁ ডগলাস মশাইকে একটু আধটু খাতির করি বটে তবে তা তোষামোদ নয়।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে টমাস পার্সি বললেন, 'কী মুশকিলে পড়া গেল দেখছি যে সময় তাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ঠিক তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হটসপার বললেন, 'কী যে সর্বনাশ হতে চলেছে তা কে জানে তিনি অসুস্থ হলে তো আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে।'

মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করলেন টমাস পার্সি। হটসপার বলতে লাগলেন 'শুধু আমাদেরই নয়, সৈন্যদের উপরও তার অনুপস্থিতির প্রভাব পড়বে। সবার মনে জেগে উঠবে বিষাদের কালো ছায়া' তারপর পত্রটিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'চিঠিতে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আরও লিখেছেন তাঁর অসুস্থতার কথা যেন অন্যদের জানান না হয়।'

আগ্রহের সাথে টমাস পার্সি বললেন 'আর কিছু লিখেছেন তিনি?'

'হ্যাঁ! তিনি বলেছেন আমাদের যা শক্তি আছে তাই নিয়ে যেন আমরা এগিয়ে যাই পরিকল্পনার কথা যেন কেউ জানতে না পারে আরও লিখেছেন এতদূর এগিয়ে যাবার পর বিদ্রোহ থেকে পিছিয়ে যাওয়া মোটেই শ্রেয় নয় সবচেয়ে বড়ো কথা হল আমাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে রাজা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল' বলে চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে হটস্‌পার বললেন টমাস পার্সিকে 'এবার বলুন এ পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয়?

পার্সি বললেন, 'আপনার পিতার অসুস্থতাই আমাদের মনোবল।'

'তাহলে এমন পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে বিদ্রোহ থেকে পিছিয়ে আসা কি সঙ্গত হবে?' বললেন হটস্‌পার, 'এই মুহূর্তে আমরা কি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর সমস্ত প্রয়াস বন্ধ করে দেব?'

বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল ডগলাসের চোখে-মুখে টমাস পার্সিকে হটস্‌পারের কথার জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি নিজেই বললেন 'হতাশা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি। শুধু একটি মাত্র পথই খোলা আছে আমাদের সামনে সেটা হল সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া '

'কী বলছেন ডগলাস! শেয়ালের মতো গর্তের ভিতর আত্মগোপন করতে বলছেন আপনি?' — হটস্‌পার বললেন। তার কথা শুনে নীরবে হেসে উঠলেন ডগলাস

হটস্‌পার বলতে লাগলেন, 'তাছাড়া জোর গলায় বলতে পারি আমি কারও তোষামোদের ধার ধারি না আর বীরত্বের কথা যদি বলেন তাহলে ডগলাস মশাইকে যতটা শ্রদ্ধা করি, অন্য কাউকে তার সিকিভাগও করি না।'

বোকা হাসি হেসে ডগলাস বললেন, 'সবাই কি আর সম্মান করতে জানে, না সম্মানের কদর বোঝে? আমি মন থেকে বলছি, আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি পৃথিবীর যে কোনও লোকের সাথে শত্রুতা করতে রাজি আছি

ডগলাস তার কথা শেষ না করতেই হটস্‌পার এসে দাঁড়ালেন তার সামনে

যথোচিত সম্ভাষণের পর হাতের চিঠিটি হটস্‌পারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দূত বলল, এই পত্রটি আপনার পিতা পাঠিয়েছেন

'পত্র পাঠিয়েছেন? কেন, তার নিজেরই তো আসার কথা ছিল,' বললেন হটস্‌পার

'তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী কাজেই তার আসার কোনও প্রশ্ন ওঠে না' বলল দূত

'কী বললে! তিনি শয্যাশায়ী? তাহলে তো মুশকিলের কথা এই জরুরি প্রয়োজনের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন?' হটসপার বললেন

'সেজন্যেই তো শয্যাশায়ী হয়েও উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি' বলল দূত।

'সবই তো বুঝতে পারলাম', বললেন হটস্পার, 'ভাবছি এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার ভার কার উপর দেওয়া যায়।'

দূত বলল, 'দয়া করে এই চিঠিটা পড়ুন, তাহলেই আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'একটা কথা বলতো তিনি কি পুরোপুরি শয্যাশায়ী, মানে চলা-ফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন?' জানতে চাইলেন হটস্পার।

দূত জবাব দিল, 'দেখুন, আমি চারদিন আগে সেখানে থেকে রওনা দিয়েছি আসার সময় তাকে শয্যাশায়ী দেখে এসেছি।'

'তাকে চিকিৎসক'

হটসপারকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে দূত বলতে লাগল, 'যথারীতি রাজবৈদ্য এসে দেখে গিয়েছেন তাকে।'

'রোগীর অবস্থা দেখে তিনি কী বললেন?' জানতে চাইলেন হটসপার

দূত জবাব দিল, 'চিকিৎসক বলেছেন রাজার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি নিয়মিত দু-বেলা এসে রোগীকে দেখছেন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও দিচ্ছেন।'

'সব বুঝেও কিছু বুঝছি না', বললেন ডগলাস, 'এরূপ সংকটজনক অবস্থায় তোমার বাবার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। তিনি পাশে থাকলে আমাদের মন এত ভেঙে যেত না। আমরা না হয় পরিস্থিতিটা মেনে নিলাম। কিন্তু অন্য সবাই ভাববে আমাদের উপর তার আস্থা নেই। তাই তিনি কৌশলে আমাদের থেকে দূরে সরে রয়েছেন এরকম ভাবা তো অস্বাভাবিক নয়।'

হটস্পার বললেন, 'আপনি বড্ড আজে-বাজে ভাবছেন পরিস্থিতি ছেড়ে আপনি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। আমার বিশ্বাস পিতার অনুপস্থিতিতে এ পরিকল্পনার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। একে বাস্তব রূপ দিতে আমরা আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হব আমাদের ঐক্য যখন চিড় ধরেনি, তখন হতাশার আশ্রয় নেওয়া ঠিক হবে না

তাদের কথাবার্তার মাঝে রিচার্ড ভার্সন এসে উপস্থিত হলেন। কোনওরূপ ভূমিকা না করে তিনি সরাসরি বললেন, 'সাতহাজার সৈন্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছেন ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল। তার সাথে যুবরাজও রয়েছেন।'

হটস্পার বললেন 'এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই বলুন, আর কিছু বলার আছে?'

অন্যদিক দিয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন রাজা স্বয়ং — বললেন রিচার্ড ভার্সন।

তার কথা শুনে হিংস্র বাঘের মতো জ্বলে উঠল হটসপারের চোখ দুটো তিনি গর্জে উঠে বললেন, 'আসুক না তারা। সংখ্যায় তারা যতই হোক না কেন, আমি প্রতিশোধ নেবই। আমি এখনই ঘোড়া নিয়ে ছুটছি। আমার প্রথম কাজ হবে যুবরাজকে হত্যা করা।'

ভার্সন বললেন, 'আরও যা খবর আছে তা হল দু-সপ্তাহের আগে গ্লেন ডাওয়ারের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।'

'খুবই দুঃসংবাদ' আতঙ্কিত হয়ে বললেন ডগলাস।

দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল হটসপারের কপালে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি কি জানতে পেরেছেন রাজার কত সৈন্য আছে?'

হাজার তিরিশ তো হবেই' বললেন ভার্সন

'ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার, যাই হোক পিতা ও গ্লেন ডাওয়ারের অনুপস্থিতি আমাদের কোমর ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চলুন এবার যাওয়া যাক। মৃত্যু যখন শিয়রে, তখন উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে আত্মগোপন করে থাকলে লাভ কী!' বললেন হটস্পার

একদিকে গির্জার সামনে প্রশস্ত প্রান্তরে শিবির বসেছে রাজার— যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে সেখানে। অন্যদিকে শ্রুসবেরিতে বসেছে বিদ্রোহীদের শিবির সেখানে রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে তারা

হটস্পার বললেন, 'আজ রাতে আমরা আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব রাজার সৈন্যদের উপর নইলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে তারা।'

'নাঃ, নাঃ ও কাজ করা ঠিক হবে না,' বললেন টমাস পার্সি

তাকে সমর্থন করে ভার্ননও বললেন, 'ঠিক কথাই বলেছেন পার্সি। আমরা এখনও গুছিয়ে উঠতে পারিনি অশ্বারোহীরাও এখনও এসে পৌঁছায়নি। আর আপনার কাকা তো এইমাত্র সেনাসহ এলেন সুতরাং সবাই ক্লান্ত। সবাইকে একরাত বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া উচিত।'

এসময় সেখানে এসে পৌঁছালেন স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট। তিনি বললেন, 'আপনাদের জন্য আমি এক সম্মানজনক প্রস্তাব নিয়ে এসেছি রাজার কাছ থেকে তিনি জানতে চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কী? আর এই বিদ্রোহের কারণই বা কী? আপনারা সব কিছু খুলে বলুন রাজাকে তিনি আপনাদের সব অপরাধ মাফ করে দেবেন '

হটস্পার বললেন, 'আমি জানি কীভাবে রাজা প্রতিশ্রুতি দেন আর কীভাবে তিনি তা রক্ষা করেন বাবা ও কাকার সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় রাজত্ব লাভ করেন আমার বাবা কাকার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরবর্তীকালে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন বাবা। আর্ল হেনরি সহ সামন্তরাজারাও বহুবার তাকে সাহায্য করেছেন কিন্তু অকৃতজ্ঞের মতো সে সব ভুলে যান তিনি '

স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট বললেন, 'দেখুন, ওসব কথা শোনার প্রয়োজন নেই।'

'বেশ' তাহলে আসল কথাটিই শুনে যান,' বললেন হটস্পার, 'রাজা নিজেই পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলেন— বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়ে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন তিনি আমার বাবাকে কর্মচ্যুত করেছেন। পরিষদের সভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন কাকাকে আমাকে জঘন্য ভাবে অপমান করেছেন ওয়েলসের যুদ্ধে আজ তিনি আবার আমার রাজমুকুট কেড়ে নিতে চান।'

স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট বললেন, 'তাহলে আমি রাজামশাইকে এই কথা জানাব তো?'

'না' এটাই শেষ কথা নয়', বললেন হটসপার,' 'আমরা সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখছি কাল আপনি যখন রাজার সাথে দেখা করতে যাবেন, তখন আমাদের উদ্দেশ্যের কথা তাকে জানাবেন

বিদায় নিয়ে রাজার শিবিরের দিকে গেলেন স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট

এদিকে ইয়র্কের বিশপের প্রাসাদে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন স্যার মাইকেল এবং বিশপ স্বয়ং

কথায় কথায় স্যার মাইকেল বললেন, 'দশ হাজার স্ত্রী-পুরুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে আগামী কালের সাথে, কারণ কাল সকালেই রাজা এবং হেনরি পরস্পরের সাথে লড়াই শুরু করে দেবেন '

একটা ভাজ করা চিঠি মাইকেলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে আর্চবিশপ বললেন, 'চিঠিটা খুবই জরুরি এটা যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হবে লর্ড মার্শালের কাছে

'আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না', বললেন মাইকেল, 'তবে একটা ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে, তা হল গ্লেন ডাওয়ারের অনুপস্থিতি এবং নর্দাম্বারল্যান্ডের অসুস্থতা, যার দরুন রাজশক্তির তুলনায় কমজোরী হয়ে পড়েছেন টমাস পার্সি '

'তবে ভয়ের কিছু দেখছি না স্যার', বললেন মাইকেল, 'ডগলাস আর মর্টিমার যখন টমাস পার্সির পাশে রয়েছে তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আর মর্টিমার যদি নাই থাকে, তাহলে ওয়েস্টারের ডিউক পর্ডেক আর ভার্সান তো আছেনই '

আর্চ বিশপ বললেন, 'সে কথা অবশ্য ঠিক তবে রাজার পক্ষেও তো রথী মহারথীরা রয়েছেন, যেমন ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন, ওয়েস্টমোরল্যান্ড এবং যুবরাজ স্বয়ং তবে আমি আশাবাদী তাহলেও শত্রুকে ছোটো করে দেখা উচিত নয়। আমি চাই চিঠিটা তুমি যথা শীঘ্র সম্ভব পৌঁছে দাও ওদিকে আবার আমার গোপন বন্ধুত্বের কথা রাজার কানে গেছে '

লর্ড মার্শালের কাছে আর্চবিশপের লেখা চিঠিটা দ্রুত পৌঁছে দেবার জন্য ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলেন মাইকেল

শ্রুসবেরির নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শিবির বসিয়েছেন রাজা। শিবিরের ভেতর রাজা এক সভায় মিলিত হয়েছেন স্যার জন ফলস্টাফ, স্যার ওয়াল্টারবার ও যুবরাজ প্রমুখের সাথে সভার আলোচ্য বিষয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

এ সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন টমাস পার্সি এবং ভার্সান শত্রুপক্ষের এ হেন বীরদের আসতে দেখে খুবই অবাক হলেন রাজা

সবিস্ময়ে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার পার্সি! এ সময় তোমাকে এখানে দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়েছি এই ক'দিন আগেও তুমি ছিলে আমার দক্ষিণ হস্ত। আর আজ '

টমাস পার্সি জবাব দিলেন, 'মহারাজ আমি সবসময় আপনার পাশে পাশে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও আপনার দক্ষিণ হস্ত হয়ে থাকতে চাই। লড়াই করতে আমার ভালো লাগে না আপনি তো জানেন রিচার্ডের রাজত্বকালে আমি প্রাণপণে লড়েছিলাম আপনার পক্ষে এবং আপনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিও নিয়েছিলাম তখন আপনি বলেছিলেন শুধু ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের পদ নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট থাকতে চান কিন্তু সেকথা আপনি বেমালুম ভুলে গেলেন। ঠিক সে সময় ভাগ্যদেবী আপনার উপর প্রসন্ন হন আপনি আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে পড়েন। আমরা সাহসই পাইনি আপনার সামনে দাঁড়াবার '

নির্বাক রাজা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে টমাস পার্সি বলতে লাগলেন, 'ফলস্বরূপ আমরা বাধ্য হই পালিয়ে যেতে— আস্তে আস্তে বিদ্রোহী হয়ে পড়ি।'

'তোমার কথাগুলি তো মনে হচ্ছে বিদ্রোহীদের কথা। দেখ পার্সি, আমি অন্তর দিয়ে ভালোবাসি আমার প্রজাদের এমন কি যারা তোমার ভাইপোর পক্ষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাদেরও সেইরূপ ভালোবাসি আমার প্রস্তাবে রাজি হলে তার ফল তোমরাও পাবে। তবে তার আগে তোমাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে '

টমাস পার্সি জবাব দিলেন 'না মহারাজ, এ প্রস্তাবে তারা রাজি হবে না ডগলাস আর হটস্পার যেখানে রয়েছেন সেখানে তাদের মিলিত শক্তিই পৃথিবী উলটে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট '

'বেশ, তোমরা যুদ্ধই কর আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব তোমাদের উপর,' বললেন রাজা

অনন্যোপায় হয়ে পার্সি ও ভার্সান বিদায় নিলেন। বিদ্রোহী শিবিরে ফিরে এসে তারা রাজার সাথে আলোচনার বিষয়ে অন্য সবাইকে জানালেন তার এও বললেন শীঘ্রই যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নিয়েছেন রাজা। রাজার কথা ও আচরণে কোনও নমনীয়তা প্রকাশ পায়নি

সবকথা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হটসপার বললেন 'কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে রাজার কাছে মার্জনা চাননি?'

'আমাদের সমস্ত অভিযোগ ও তার বারবার শপথ ভঙ্গের কথা রাজাকে জানালে তিনি সবকিছু অস্বীকার করেন', বললেন টমাস পার্সি

এ সময় হন্তদন্ত হয়ে ডগলাস এসে বললেন, 'যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন তৈরি হতে বলুন সৈন্যদের'

বিষণ্ণ মুখে ভার্সন বললেন, 'যুদ্ধ করতে চান ক্ষতি নেই, তবে মনে রাখবেন কোনও ভাবে যদি রাজার মৃত্যু হয় তাহলে ইংল্যান্ডের সমূহ ক্ষতি। এবার নিজেদের কর্তব্য নিজেরাই ঠিক করুন।'

সে সময় একজন দূত এসে হটসপারের হাতে একটি চিঠি দিল চিঠি খুলে পড়তে না পড়তেই অন্য একজন দূত এসে জানাল রাজা এসেছেন তার সাথে কথা বলতে

সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিয়ে হটস্পার বেরিয়ে গেলেন রাজার সাথে কথা বলতে

অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল রাজা ও হটসপারের মধ্যে কিন্তু সব প্রয়াস ব্যর্থ হল। যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে উভয়ের কেউই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না।

জোর যুদ্ধ বেধে গেল উভয় পক্ষের মধ্যে। রাজা এক কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি একাধিক বীরযোদ্ধাকে রাজার পোশাকে সাজিয়ে ছেড়ে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, এ কৌশলে ঘাবড়ে গেল বিদ্রোহীরা কে আসল আর কে নকল রাজা তা তারা বুঝে উঠতে পারল না। রাজপোশাক পরিহিত স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট প্রথম দিনের যুদ্ধেই মারা গেলেন

প্রথম দিনের যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখে আশার সঞ্চার হল হটস্পারের মনে

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের শুরুতেই বীরবিক্রমে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নিহত করতে লাগলেন ছোটো রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার কিন্তু দুপুর আসতেই অবস্থার পরিবর্তন হল শত্রুসৈন্যের ছোড়া একটা বর্শা এসে বিঁধল তার বুকে

এদিকে রাজা নিজেই অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন ডগলাসের সাথে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল দু-জনের মাঝে কিছুক্ষণ বাদেই সংকটজনক হয়ে পড়ল রাজার অবস্থা হঠাৎ সে সময় যুবরাজ সেখানে এসে শুরু করে দিলেন অসিযুদ্ধ উপায় না দেখে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন ডগলাস

এবার খোলা তলোয়ার হাতে হটসপার যুবরাজের সামনে এসে দাঁড়াতেই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল উভয়ের মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে যুবরাজ বললেন এবার হাতে পেয়েছি বিদ্রোহীদের সেরা শয়তানটাকে তোর রক্ত দিয়ে আমি তলোয়ার রাঙাবই।'

যুদ্ধ শুরুর পর দেখা গেল কেউ কারও চেয়ে কম নয়। অন্য প্রান্তে আবার লড়াই বেধেছে ডগলাস আর ফলস্টাফের মাঝে শেষে ডগলাসের হাতে মারা গেলেন ফলস্টাফ ওদিকে যুবরাজের তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন হটসপার গর্জে উঠে যুবরাজ বললেন, 'শয়তান হটস্পার, তোর উচ্চাশাই তোর মৃত্যুর কারণ যা! সারা জীবনের সাফল্য নিয়ে স্বর্গবাস কর।

আহত যুবরাজ ল্যাঙ্কাস্টার সুস্থ হয়ে উঠে ফের যুদ্ধ শুরু করলেন

এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্ত থেকে খবর এল টমাস পার্সি নিহত হয়েছেন হতাশ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক এক করে পালিয়ে গেল বিদ্রোহীরা

এবার রাজা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন বেঁচে থাকা বিদ্রোহীরা হাড়ে হাড়ে টের পেল বিদ্রোহ করার পরিণাম কী হতে পারে।

রাজপুত্র ল্যাঙ্কাস্টার ও সমবেত লর্ডদের অভিনন্দন জানিয়ে রাজা বললেন, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে পড়েছে। তবুও দুর্যোগ কিন্তু তখনও কাটেনি ' হ্যারির অনুরোধে বন্দি ডগলাসকে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই মার্জনা করলেন রাজা। ভার্সন এবং ডরস্টারকে বন্দি করে রাজা তাদের প্রাণদণ্ড দিয়ে বললেন, 'আমাদের বক্তব্য তোমরা সঠিক ভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারনি। তাই এতগুলি বীরের প্রাণ গেল। তিনি রাজা জন এবং ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে পাঠিয়ে দিলেন ইয়র্কে। তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল নর্দাম্বারল্যান্ড ও আর্চবিশপের ব্যবস্থা করার। এরপর রাজা রওনা দিলেন ওয়েলস অভিমুখে

কিং হেনরি দ্য ফোর্থ : ২য় পর্ব

ওয়ার্কওয়ার্থ এর দুর্গ। সেখানে পায়চারি করছিলেন নর্দাম্বারল্যান্ডের আর্ল। সাথে সাথে তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে। অসুস্থতার অজুহাতে তিনি যে যুদ্ধে যোগ দেননি তারই বা অবস্থা কী, সে নিয়েও খুব চিন্তিত ছিলেন তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে চারিদিকে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল

দুর্গের প্রবেশদ্বারে লর্ড বার্ডলফ্ আসতে দেখে দ্রুত বেরিয়ে এলেন আর্ল নর্দাম্বারল্যান্ড। বারডোলফ্ বললেন, 'আমাদের জন্য একটা সুখবর আছে, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন রাজা।'

বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছেন রাজা চতুর্থ হেনরি এর আগেও বিদ্রোহ দমন করার জন্য শেষমেশ তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। সে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল কিছুদিন বাদে আবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে

খবর এসেছে শ্রুসবেরির যুদ্ধে লর্ড বার্ডলারের ছেলের হাতে নিহত হয়েছেন যুবরাজ হ্যারি

প্রতি মুহূর্তে পালটাচ্ছে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি। আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গেছেন রাজকুমার জন আরও শোনা গেছে বেকায়দায় পড়ে ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল এবং স্ট্যাফোর্ড—উভয়েই বাধ্য হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে।

রাজার আকস্মিক বিপর্যয়ের কথা বলতে গিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের বার্ডলফ্ আনন্দের সাথে বললেন, 'আমাদের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে সিজারের বীরত্বপূর্ণ জয়ের পর এমন অকল্পনীয় জয়ের কথা আর শোনা যায়নি যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল '

এমন সময় বার্ডলফের অনুচর ট্রাভার্স এসে জানাল শ্রুসবেরির যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী অনেক বিদ্রোহীর প্রতিই অপ্রসন্ন হয়েছেন।

শ্রুসবেরিতে বিদ্রোহীদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এ কথা জানাল সেখান থেকে ফিরে আসা মর্টন। রাজসৈনিকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন নর্দাম্বারল্যান্ডের পুত্র, কিন্তু তার ভাই এখনও বেঁচে আছে। আহত অবস্থায়ও তিনি প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছেন ডগলাস বেঁচে আছেন

পুত্র পার্সির মৃত্যুর কথা শুনে খুবই দুঃখ পেলেন নর্দাম্বারল্যান্ড মনে হল, তার বুকের একখানা পাঁজর যেন খসে পড়েছে পার্সির মৃত্যুতে তার পক্ষের সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছে রাজার বিপক্ষ দলের বীরদের মৃত্যু আর সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা শুনে খুবই অসহায় বোধ করলেন ওরস্টার আরও শোনা গেল হতাশায় জর্জরিত হয়ে বন্দিত্বকে বেছে নিয়েছেন স্কট।

যুদ্ধের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সবাইকে জানাবার পর বার্ডলফ বললেন, 'রাজা যে যুদ্ধে জিতেছেন সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্য রাজা হেনরি ওয়েস্টমোরল্যান্ড এবং ল্যানকাস্টারের নেতৃত্বে একদল বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলেন নর্দাম্বারল্যান্ডের কাছে

রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আগেই তাদের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা ভেবে নিয়ে নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল বিদ্রোহীরা। এবার নর্দাম্বারল্যান্ডের মনকে চাঙ্গা করে তুলতে মর্টন বললেন, 'আপনি যদি এভাবে ভেঙে পড়েন, তাহলে আমরা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাব। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনি নিজের মনকে শক্ত করুন। এবার আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন। আগে যারা হতাশ হয়েছিলেন আপনার পুত্রের পবিত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা সবাই বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া আরও রয়েছে। এক অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ নিয়েছেন মহামান্য ধর্মযাজক প্রজাদের কাছে বিচারের কথা বলে তিনি সবাইকে বিপ্লবের প্রেরণা জোগাচ্ছেন।' কয়েক মুহূর্তের জন্য মনোবল হারালেও তিনি চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি এবার ভাবতে লাগলেন বিদ্রোহীদের নিরাপত্তার কথা। নতুন উদ্যমে রাজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ফিরে এলেন।

এদিকে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে এক আলোচনা সভা বসেছে আর্চবিশপের প্রাসাদের এক বিশাল কক্ষে। সেখানে উপস্থিত আছেন আর্চবিশপ, আর্ল মার্শাল টমাস মোব্রে, লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড বার্ডলফ্।

উপস্থিত সবার কাছে নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন আর্চবিশপ। আর্চবিশপের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে টমাস মোব্রে বললেন, 'আমি সর্বান্তঃকরণে বিপ্লবকে সমর্থন জানাচ্ছি।'

এ কথায় হাসি ফুটে উঠল আর্চ বিশপের মুখে।

টমাস মোব্রে বললেন, 'তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমি অনুরোধ করছি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য।'

এবার মুখ খুললেন হেস্টিংস, মহামান্য আর্চবিশপ, আমাদের বর্তমান সৈন্যসংখ্যা পঁচিশ হাজার।

আর্চবিশপ তাকালেন মোব্রের দিকে। কিন্তু তাকে বলার কোনও সুযোগ না দিয়েই হেস্টিংস বললেন, 'দেখুন মহামান্য আর্চবিশপ, আমাদের যা কিছু করণীয় তা সবই নর্দাম্বারল্যান্ডের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আপনি তো জানেন বর্তমান পরিস্থিতির কথা। এখন তিনি পুত্রশোকে কাতর।'

তাকে সমর্থন করে আর্চবিশপ বললেন, 'সে কথা সত্যি। এ কারণেই তো যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন হটসপার।'

দৃঢ়তার সাথে বললেন বার্ডলফ্, 'আপনি ঠিকই বলেছেন চারদিক থেকে আসা সাহায্যের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। আর তারই উপর নির্ভর করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। হয়তো একেই বলে আত্মপ্রসাদ। তাই বিরোধী শক্তিকে ছোটো করে দেখেছিলেন তিনি। নইলে তিনি কিছুতেই রাজি হতেন না রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।'

হেস্টিংস বললেন, 'হটস্পারের মৃত্যুতে আমাদের মনোবল চোট খেলেও তা পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি।'

লর্ড বার্ডলফ বললেন, 'আমরা সবাই যদি আশার জল্পনায় ভুলে থাকি তাহলে এক আঘাতেই আমাদের আশা হতাশায় পরিণত হবে।'

তার বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন হেস্টিংস।

বার্ডলফ বললেন, 'আপনি যদি আমার মত জানতে চান, মহামান্য আর্চবিশপ, তাহলে বলতে হয়, আমরা যে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেছি তা নিয়ে বিশদভাবে ভেবে দেখা দরকার। প্রতিটি কাজের সূক্ষ্ম বিচার করে তবেই আসল পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।'

যুদ্ধ আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু তার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা আমরা কোথা থেকে জোগাড় করব? এ সব ভেবে দেখলে হতাশা ছাড়া আর কিছু সামনে আসে না। আর এটাকে যদি সত্যি বলে ধরে নেই, তাহলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। কেননা আমাদের শত্রু প্রচণ্ড শক্তিশালী। কাজেই পরিকল্পনার ব্যাপারে ভালো করে ভেবে না দেখলে হতাশ আর হাহাকারই হবে আমাদের একমাত্র সম্বল।'

হেস্টিংস বললেন, 'যাদের কাছে আমরা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য চেয়েছি, সেগুলো না এলেও আমরা কিন্তু কম শক্তিশালী নই।'

সচকিত হয়ে বার্ডলফ বললেন, 'কী বলছেন আপনি! আমাদের শক্তি আর রাজশক্তি সমান সমান? রাজার সৈন্যসংখ্যা কি মাত্র পঁচিশ হাজার?'

হেস্টিংস বললেন, 'একদিক দিয়ে বলতে গেলে পঁচিশ হাজারের বেশি নয়। কারণ রাজার সেনাদলকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাত্র এক ভাগ সৈন্যই তাকে আমাদের জন্য নিয়োজিত করতে হবে।'

বার্ডলফ বললেন, 'কিন্তু শুধু এক দিক সামলালে তো রাজার চলবে না। তাকে তিন দিক সামলাতে হবে। পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলে তবেই তিনি বিদ্রোহীদের দমন করার কথা ভাবতে পারবেন। আর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে ওয়েস্টমোরল্যান্ড ও ডিউক এবং ল্যাঙ্কাস্টারকে। রাজা স্বয়ং যাবেন গ্লেন ডাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এবার বাকি রইল ফরাসিরা। তাদের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। আর বিশ্বাসযোগ্য পুত্রকেই এ দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হবে।'

আর্চবিশপ সব শুনে বললেন, 'নষ্ট করার মতো সময় আর আমাদের হাতে নেই। চলুন, সবাই কাজে লেগে পড়ি। তবে সবার আগে আমাদের সৈন্যসংখ্যা কত তা ঘোষণা করে দেওয়া দরকার। প্রজারা এখন বুঝতে পেরেছে যাকে তারা রাজা বলে ধরে নিয়েছে, সেটা তাদের ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এক সময় তারা বোলিংব্রোককেও তো ভালো বলে মাথায় নিয়ে নেচেছিল।'

আপনারা তো জানেন যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বোলিংব্রোককে নিয়ে প্রজারা আনন্দ উৎসবে মেতেছিল, তাকে পুরোভাগে রেখে শোভাযাত্রা বের করেছিল। বোলিংব্রোকের পেছনে ছিলেন রিচার্ড। প্রজাদের হাতে তিনি অপমানিত হলেন। অথচ আজ তারাই গিয়ে তার সমাধিক্ষেত্রে অশ্রুবর্ষণ করছে। এটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তার কাছে বর্তমান সর্বদাই অভিশপ্ত, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ সুমধুর।'

টমাস মোব্রেকে এবার বললেন আর্চবিশপ, 'আপনারা সবাই সৈন্যদের একসাথে সমবেত করুন। সময়ের নির্দেশেই মানুষ বলে তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই।'

লন্ডন শহরের রাজপথ। একদিন সেই রাজপথের ধারে ইস্টচিপ হোটেলের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হল স্যার জন ফলস্টাফকে — মিসেস কুইক্‌লির অভিযোগে।

ওদিকে ওয়ার্কওয়ার্থ প্রাসাদে ঘটে চলেছে অন্য এক ঘটনা। যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন নর্দাম্বারল্যান্ড। কিন্তু লেডি নর্দাম্বারল্যান্ড তাকে বাধা দিচ্ছেন এই কারণে যে তার বয়স হয়েছে, যুদ্ধের ধকল সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার শরীরে।

কিন্তু নর্দাম্বারল্যান্ড বললেন তিনি মনস্থির করেছেন যুদ্ধে যাবেন বলে। কারণ এ ছাড়া হৃত সম্মান ফিরে পাবার আর কোনও রাস্তা নেই।

এমন সময় পুত্রবধূ লেডি পার্সি এলেন সেখানে তিনিও চান না তার শ্বশুরমশাই যুদ্ধে যান

স্বামীকে যুদ্ধে যেতে বদ্ধপরিকর দেখে লেডি পার্সি বললেন, 'এমন অনেক সময় গেছে যখন প্রয়োজন সত্ত্বেও আপনি যুদ্ধে যাননি নানা অজুহাতে তা এড়িয়ে গেছেন '

নর্দাম্বারল্যান্ড কিছু বলার আগেই লেডি পার্সি বলতে লাগলেন, 'বাবা ' আপনার অপেক্ষায় থেকে থেকে যখন হতাশায় জর্জরিত হচ্ছিল আপনার পুত্র, তখন আপনি অসুখের বাহানায় দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলেন কই যুদ্ধে না গিয়ে আপনি যখন আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন তো আপনার মনে হয়নি যে এর সাথে আপনার পুত্রের মান সম্মান জড়িত থাকতে পারে!'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেডি পার্সি বললেন 'বাবা! আমিও চাই আপনি হৃত সম্মান ফিরে পান '

আশ্চর্য হয়ে নর্দাম্বারল্যান্ড বললেন, 'পার্সি '

'হ্যাঁ বাবা , জবাব দিলেন লেডি পার্সি 'আমার স্বামীর সম্মান ও খ্যাতি চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে ইংল্যান্ডের আকাশে মানুষের মনে গেঁথে থাকবে তার আত্মত্যাগ ও মানবপ্রীতি '

পুত্রবধূর কথা শুনে প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠল নর্দাম্বারল্যান্ডের মুখে এবার লেডি পার্সি বললেন, 'আমি জানি পুত্রের সম্মানে আপনিও গর্বিত। যে কোনও পিতার পক্ষেই এটা স্বাভাবিক '

পুত্রের সম্মানে আপনিও যেমন আনন্দিত, তেমনি দেশবাসীও গর্বিত বোধ করে তার আত্মত্যাগে তার আত্মত্যাগ উদ্বুদ্ধ করেছে দেশবাসীকে এমনকি সমাজের হীন স্বার্থপর লোকেরাও তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তারা সবাই সচেষ্ট পার্সির মতো নিজেদের তৈরি করতে

আপনার পুত্র ছিল একজন আদর্শবান, দৃঢ়বিত্ত, উদার চরিত্রের মানুষ। অথচ আপনি পিতা হয়ে সেই বস্তুকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছেন আপনার অনুপস্থিতির দরুন সে মনে মনে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ফলে সে বাধ্য হয়ে নিজেকে সঁপে দেয় রণদেবতার হাতে '

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নর্দাম্বারল্যান্ড। লেডি পার্সির মুখে ফুটে উঠল দৃঢ়তার ছাপ প্রচণ্ড রাগে তিনি বললেন, 'আমার কথাগুলি শুনতে খারাপ লাগলেও তা মোটেই অসঙ্গত নয় আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন না কেন ' একদিন নিজ পুত্রের চরম দুঃসময়ে আপনি তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, আর সেই আপনিই কিনা আজ অন্যকে সাহায্য করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। এতে কি তার আত্মার প্রতি সুবিচার করা হবে?'

'কিন্তু এ অবস্থায় আমি যদি বিদ্রোহীদের সাথে যোগ না দি, তাহলে তাদের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে,' বললেন নর্দাম্বারল্যান্ড

হেসে লেডি পার্সি বললেন 'বাবা, আমি মনে করি তাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না '

'কী বলছ তুমি, মোটেই অসুবিধা হবে না?' বললেন নর্দাম্বারল্যান্ড

'আমি ঠিকই বলছি, কোনও অসুবিধা হবে না' জবাব দিলেন লেডি পার্সি, 'কারণ আমি জানি আর্চবিশপ আর মার্শাল, উভয়েই প্রবল শক্তিধর এমন কোনও কাজ নেই যা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কী নিষ্ঠুর তুমি বললেন নর্দাম্বারল্যান্ড, 'তুমি আমার কাটা ঘায়ে, নুনের ছিটে দিয়ে শতগুণ বাড়িয়ে দিলে পুত্রশোক তবে যাই বল না কেন যুদ্ধে আমি যাবই।'

'এত কিছুর পরেও তুমি যুদ্ধে যাবে?' বললেন লেডি নর্দাম্বারল্যান্ড

'হ্যাঁ! আমি যুদ্ধে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ' বললেন নর্দাম্বারল্যান্ড 'কারণ আমি না গেলেও শত্রুরা আমায় সহজে রেহাই দেবে না। যে করেই হোক তারা খুঁজে বের করবে আমাকে'

এবার লেডি নর্দাম্বারল্যান্ড বললেন, 'এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তুমি অন্য কোথাও লুকিয়ে থাক।'

অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নর্দাম্বারল্যান্ড

লেডি নর্দাম্বারল্যান্ড বললেন, 'তুমি লন্ডন ছেড়ে স্কটল্যান্ডে গিয়ে আত্মগোপন কর দেশের মানুষ পুরোপুরি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তুমি এমুখো হবে না'

তাকে সমর্থন করে লেডি পার্সিও বললেন 'মা আপনাকে ভালোই পরামর্শ দিয়েছেন আপনি স্কটল্যান্ডেই চলে যান ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তবেই ফিরে আসবেন'

'আপনি ফিরে এলে ওদের মনোবলও বেড়ে যাবে আপনি আড়ালে থেকে ওদের তৈরি হবার সুযোগ দিন।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'প্রথমে আপনার পুত্রও নিজের শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল'

স্ত্রী পুত্রবধূর যুক্তিতে বাধ্য হয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন নর্দাম্বারল্যান্ড। যুদ্ধে যাবার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্কটল্যান্ডে যাবার।

ইংল্যান্ড ছেড়ে গিয়ে স্কটল্যান্ডে আত্মগোপন করলেন নর্দাম্বারল্যান্ড।

ওদিকে আবার যুবরাজ তার ইয়ার বন্ধুদের সাথে, ইস্টচিপ হোটেলে বসে পানাহারে মত্ত এ সময় পিটো নামে একজন বিদূষক ছুটতে ছুটতে এসে জানাল যে রাজামশাই এখন ওয়েস্টমিনিস্টারে রয়েছেন

'কীভাবে জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করলেন যুবরাজ

'সেখান থেকে একজন দূত এসেছে। তার মারফত সব জানা গেল,' জবাব দিল বিদূষক।

'ঠিক আছে', বললেন যুবরাজ 'অন্য কোনও খবর পেয়েছ কি? আমাদের মিত্রদের কোনও খবর?'

'খবর যা পেয়েছি তা খুবই খারাপ', বলল বিদূষক

'কী ধরনের খারাপ?' জানতে চাইলেন যুবরাজ

'আজ্ঞে! ওরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্যার জন ফলস্টাফকে', জবাব দিল বিদূষক।

'কে তারা? কারা তার খোঁজ ?' বললেন যুবরাজ

যুবরাজের কথা শেষ হবার আগেই পিটো বলতে লাগল, 'দশ বারোজন ক্যাপ্টেন তার খোঁজ করছেন'

'তাদের অভিযোগ কী?' জানতে চাইলেন যুবরাজ।

'তা আমি বলতে পারব না', জবাব দিল পিটো, 'তবে খবরটা যে এনেছে সে শুধু ওইটুকুই শুনেছে কিন্তু আসল কারণটা জানা সম্ভব হয়নি

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যুবরাজ, 'দেখ পিটো! প্রতি মুহূর্তেই আমি একটা না একটা অন্যায় করে চলেছি'

যুবরাজের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল পিটো সে কিছু বলতে যাবার আগেই যুবরাজ বলে উঠলেন চরম অন্যায় করছি আমি। দেশের এই দুর্দিনে আমি কিনা বসে বসে স্ফূর্তি করছি'

এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন যুবরাজ, 'না; পিটো তার নয় আমার যুদ্ধের পোশাক ও তলোয়ার দাও এখন থেকেই যুদ্ধই আমার সবকিছু ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা বলেই হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন যুবরাজ।

রাজা অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন ওয়েস্টমিনিস্টারের রাজপ্রাসাদে এমন সময় সেখানে এলেন সারের আর্ল। তাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন রাজা। অন্যমনস্কভাবে তাকে বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন ওয়ারউইককে ডেকে আনুন তাকে বলবেন সে যেন এখুনি এখানে চলে আসে

পরমুহূর্তেই তাকে বললেন, 'তার আগে আপনি বরং টেবিলের ওই চিঠিগুলি পড়ে ফেলুন। তাকে বলবেন চিঠিগুলির বক্তব্য অনুযায়ী সে যেন কাজ করে

আগের মতো অসহায়ভাবে পায়চারী করতে করতে রাজা বলতে লাগলেন 'আমার অসহায় দরিদ্র প্রজারা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে

কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই হে নিদ্রাদেবী। কেন তুমি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিলে? কেন তুমি বিস্মৃতির প্রলেপ দিয়ে আমার চেতনাকে লুপ্ত করে দিচ্ছ না? আমার প্রতি এ নিদারুণ কার্পণ্য কেন?

যদি নেহাত তুমি আমার প্রতি সদয় না হও, তাহলে নীচ, কু-প্রবৃত্তির লোকেরা যেন অনিদ্রা, অস্থিরতা আর হতাশা নিয়ে বেঁচে থাকে '

এ ভাবেই নিঘুম রাত কেটে গেল রাজা হেনরির রাত শেষ হয়ে এবার সকাল হল

ওয়ারউইক এবং সারের আর্ল উভয়ে এসে পৌঁছালেন তারা রাজাকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে তার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন

রাজা বললেন, 'আমি আপনাদের দু-জনকে ডেকেছি '

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'বলুন মহারাজ, আমাদের প্রতি আপনার কী আদেশ?'

'যে চিঠিগুলি আমি পাঠিয়েছিলাম, আশা করি আপনারা তা পড়েছেন', বললেন রাজা

'হ্যাঁ মহারাজ, আমরা সেগুলি পড়েছি,' বললেন ওয়ারউইকের আর্ল

'আপনারা যদি চিঠিগুলি পড়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দেশের অবস্থা কী আমার বিশ্বাস আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের কাছে খুলে বলার প্রয়োজন নেই— রাজা বললেন।

'মহারাজ! আমি বিশ্বাস করি সামান্য একটু চিকিৎসা করলেই রাজ্যের হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব বললেন ওয়ারউইকের আর্ল

আচ্ছা আর্ল অব সারে। নর্দাম্বারল্যান্ড সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? জানতে চাইলেন রাজা

জবাব দিলেন আর্ল অব সারে, 'আমার বিশ্বাস মাথা নিচু করে একদিন তিনি আপনার সামনে এসে দাঁড়াবেন

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন 'আপনারা দেখুন কীভাবে ভাগ্য আমার সাথে পরিহাস করছে এই ভাগ্যের কাঁধে দাঁড়িয়ে বিপ্লব একদিন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বিঘ্নিত হয় দেশের শান্তি। মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে শোক তাপ বেদনা '

বিপ্লবের জোয়ার যে দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায় অশান্ত হয়ে ওঠে সে দেশের যুবকেরা তাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়

নর্দাম্বারল্যান্ড এবং রিচার্ড একদিন ছিল পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। খুব অন্তরঙ্গ ছিল দুজনে। কিন্তু টিকল না সে সম্পর্ক। বছর দুই যেতে যেতেই তাদের অন্তরঙ্গতা ভেঙে গিয়ে বিরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠল উভয়ের মাঝে। সেই থেকে শত্রুতা আর শেষে যুদ্ধ।

পার্সিও একদিন আমার বন্ধু ছিল। আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করত। আমার জন্যই রিচার্ড তার সাথে শত্রুতা করেছিল।'

ওয়ারউইকের কাছে গিয়ে রাজা বললেন, 'রাজা রিচার্ডের সেই ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে আছে তোমার?'

'শোন ওয়ারউইক, শুধু তোমার কাঁধে ভর দিয়েই আমার সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছে বোলিংব্রোক। যদি সেদিন আমার তেমন ইচ্ছা ছিলনা, তবুও চাপে পড়ে অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমি বড়ো হয়েছিলাম।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে রিচার্ড আমায় বলেছিল এমন দিন শীঘ্র আসছে যখন পাপ আর দুর্নীতিতে ভরে যাবে গোটা দেশটা।

তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ সেই ভবিষ্যৎবাণী আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। আমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে আজ যে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছে তার অভিশাপ আমায় আগেই দিয়েছিল রিচার্ড।'

এবার ওয়ারউইক বললেন, 'দেখুন মহারাজ, অতীত আর বর্তমানের গতি-প্রকৃতি দেখে ভবিষ্যতের আভাস অনেকেই দিতে পারে। নর্দাম্বারল্যান্ড যে ধরনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করেছিলেন রাজা রিচার্ডের প্রতি, তা থেকে উদ্ভূত ধারণাই রিচার্ডকে সুযোগ করে দিয়েছে তার ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করার।'

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ওয়ারউইকের কথা শুনছিলেন রাজা। এবার তিনি বললেন, 'দেখ ওয়ারউইক, ভালো কাজ করুক বা না করুক, প্রত্যেক মানুষের একটা ইতিহাস থাকে। আর সেটা সত্যি হলে আমাদের মনকেও সেভাবে গড়ে নিতে হবে।'

মুহূর্তকাল চুপ থেকে রাজা পুনরায় বললেন, 'আচ্ছা ওয়ারউইক! শুনতে পেলাম নর্দাম্বারল্যান্ড আর আর্চবিশপের মিলিত সৈন্যসংখ্যা নাকি পঞ্চাশ হাজার। কথাটি কি সত্যি?'

কথাটা শুনে চিন্তার রেখা পড়ল ওয়ারউইকের কপালে। তিনি বললেন, 'পঞ্চাশ হাজার! ওটা স্রেফ গুজব ছাড়া আর কিছু নয়। আজকাল কত রকমের গুজব যে লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। আমি বলছি মহারাজ, আপনি যে বিশাল বাহিনী পাঠিয়েছেন শীঘ্র তারা যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসবে। মহারাজ! আপনাকে সুখবর দেবার আছে।'

'সুখবর! কীসের সুখবর? কোনও সুখবর তো আমি শুনিনি,' বললেন মহারাজ।

ওয়ারউইক বললেন, 'আমাদের পরম শত্রু গ্লেন ডাওয়ার মারা গেছেন। তবে এ নিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন না মহারাজ, কারণ আপনি অসুস্থ। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা তো রয়েছিই।'

তার মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে হেনরি বললেন, 'বেশ তোমার কথা শুনে আমি চলব। তারপর যুদ্ধ বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে চলে যাব পরম সুখের রাজ্যে। থাকগে, আজ আর তোমায় বিরক্ত করব না। এখন তুমি যেতে পার।'

ঘটনাস্থল ওয়েস্টমিনিস্টার যুদ্ধের গতি বাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাজা হেনরি। এ জন্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র উভয়েরই প্রয়োজন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে তা জোগাড় করার জোর প্রয়াস চালাতে লাগলেন রাজা হেনরি তিনি ভালোই জানেন অপরের উপর নির্ভর করে এত বড়ো একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় তাই দেশের যুবকদের অনুপ্রাণিত করে তিনি তাদের সৈন্যবিভাগে যোগদানের প্রয়াস চালাতে লাগলেন জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলস্টারের তাই এ কাজের ভার দিলেন তাকে

রাজার নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দেশের সংকটের কথা বলে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলেন বলস্টার

তবে সমস্যা দেখা দিল অন্যদিকে যারা যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লিখিয়েছিল তারাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাম কাটাতে।

এদিকে বিদ্রোহীরা তাদের তাঁবু ফেলেছে ইয়র্কশায়ারের নিকটবর্তী গলট্রি নামে এক বনের সামনের বিস্তীর্ণ মাঠে

একদিন সকালে যুদ্ধের পরিস্থিতি ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ইয়র্কের আর্চবিশপ, মোব্রে, লর্ড হেস্টিংস এবং কয়েকজন পদস্থ যোদ্ধা

কথাপ্রসঙ্গে এক সময় লর্ড হেস্টিংস তার সহযোদ্ধাদের বললেন, 'আপনারা মন দিয়ে আমার কথা শুনুন নর্দাম্বারল্যান্ডের চিঠি নিয়ে একজন দূত এসেছে

আগ্রহের সাথে ইয়র্কের আর্চবিশপ বললেন 'তাই নাকি? কী লিখেছেন নর্দাম্বারল্যান্ড?'

'বলছি সে কথা। আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে শুনুন তার চিঠির বক্তব্য এই যে তার উপযুক্ত সহকারী তিনি পাননি এবং ভবিষ্যতে পাবার আশাও নেই সে কারণে তিনি স্কটল্যান্ডে চলে গেছেন ' বললেন স্যার হেস্টিংস

অবাক বিস্ময়ে আর্চবিশপ বললেন, 'এ কেমন কথা বলা কওয়া নেই তিনি দুম করে চলে গেলেন স্কটল্যান্ডে '

লর্ড হেস্টিংস বললেন 'তবে যাবার আগে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে গেছেন আমরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ করি

মোব্রে বললেন 'কী আশ্চর্যের কথা' তার উপর নির্ভর করে আমরা যুদ্ধে নেমেছি, আর তিনি কিনা আমাদের কিছু না বলেই চলে গেলেন' এ যে সব ভস্মে ঘি ঢালার মতো হল আমি বুঝতে পারছি না এমন অবিবেচকের মতো কাজ তিনি কীভাবে করলেন।' এমন সময় একজন দূত এল সেখানে

তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে হেস্টিংস বললেন 'কী খবর? শত্রু-সৈন্যের গতিবিধির কোনও খবর সংগ্রহ করতে পারলে?'

'হ্যাঁ', উত্তর দিল দূত

'কী খবর বল জানতে চাইলেন লর্ড হেস্টিংস

'খবর ভালো নয়,' জবাব দিল দূত, 'আমাদের শিবির থেকে মাত্র এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছে শত্রুসৈন্য তাদের সাথে রয়েছে ত্রিশ হাজার সেনা '

মোব্রে বললেন 'আমি মনে করি আর সময় নষ্ট না করে আমাদের উচিত এগিয়ে গিয়ে তাদের মোকাবিলা করা আদেশ পেলেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড। সেনাপতি যুবরাজ জন এবং ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের পক্ষ থেকে তিনি অভিবাদন জানালেন ইয়র্কের আর্চবিশপ, লর্ড হেস্টিংস প্রভৃতিকে।

তার আসার কারণ জানাতে গিয়ে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, দরিদ্র কৃষক মজুরদের দ্বারা সংগঠিত এবং রক্তলোলুপ যুবকদের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লব মোটেই উচিত নয় এমন একটা জঘন্য কাজের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে মহামান্য ধর্মযাজক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের সম্মান খোয়ালেন।

কথা শুনে নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন আর্চবিশপ এবং অন্যান্য লর্ডরা এ ধরনের আকস্মিক প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন তারা।

কারও কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন 'কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না আপনাদের মতো বিশিষ্ট এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিপ্লবের একাপ কুৎসিত রূপ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন '

আর্চবিশপ সামান্য কথায় বললেন, 'মানুষ তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক '

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'সে কথা ঠিকই আর্চবিশপ, তবু যার কাজ দেশে শান্তি বজায় রাখা, লোকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটানো, যার শান্তির বাণী শোনার জন্য লোকেরা উদগ্রীব হয়ে ওঠে— সেই আপনি কিনা কতকগুলি দিন মজুরের সাথে হাত মিলিয়ে বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে নিজের দেহকে অপবিত্র করছেন

ম্লান হেসে আর্চবিশপ বললেন, 'আপনার যা বলার তা আগে বলে নিন। আমি পরে জবাব দিচ্ছি '

এবার ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'আমি আগাগোড়া সেই একই কথা বলে যাব। যে জিহ্বার দ্বারা আপনি পবিত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেন, তাকে যুদ্ধের দামামা বাজানোর কাজে লাগানো কি ঠিক? ধর্মশাস্ত্রকে রণশাস্ত্রে পরিণত করে ঈশ্বরের কাছে আপনি অপরাধী হচ্ছেন।'

আর্চবিশপ বললেন, 'স্বীকার করছি ঈশ্বরমুখী মনকে আর্তের কাজে লাগিয়েছি সে কথা আমি আগেও দু বার আপনাদের কাছে বলেছি, আচ্ছা ওয়েস্টমোরল্যান্ড, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে একই রোগের শিকার হয়ে আমরা সবাই জীবন্মৃত হয়ে আছি?'

তার কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে অসহায়ভাবে আর্চবিশপের দিকে তাকিয়ে রইলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড

আর্চবিশপ বললেন, সংক্রামক রোগের মতো দেশের চরম অবস্থা আমাদের দেহের মধ্যে জ্বর বিকারের সৃষ্টি করে হাহাকার আর হতাশা জাগিয়ে তুলেছে

জ্বর বিকার?' বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

ঠিক তাই, জবাব দিলেন আর্চবিশপ, 'আর সে কারণেই আমার ঈশ্বরচিন্তা আর ধর্মশাস্ত্রকে শিকেয় তুলে রাখতে হয়েছে।'

নিরুত্তর রইলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড

আর্চবিশপ বললেন 'সেই একই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান রাজা রিচার্ড তবে এ রোগ সারানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ এ জাতীয় চিকিৎসাবিদ্যা আমার জানা নেই আর শান্তি ভঙ্গ করে মানুষকে যুদ্ধে যেতে আমি উৎসাহ দিইনি

যার খেতে পেতে অধমরা লোকগুলি আজ পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছে, সেই মানুষগুলির মুখের ভাষা যে ক্ষমতালোভীর দল কেড়ে নিয়েছে, তাদের মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলা, তাদের জাগিয়ে তোলার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে আমি ঈশ্বরের বিধানই পালন করছি। এর একটাই উদ্দেশ্য যে জঞ্জাল বাধার প্রাচীর হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে, তাকে সরিয়ে ফেলা। এ মুহূর্তে সেটাই আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।'

ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে চুপচাপ থাকতে দেখে পুনরায় বলতে লাগলেন আর্চবিশপ, 'আমাদের কাজের মধ্যে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, সে হিসাব আমরা নিখুঁত ভাবে রাখি। কিন্তু কী দেখতে পাচ্ছি আমরা! যতটুকু অপরাধ আমরা করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের কাঁধের উপর। আমাদের শান্তিনীড় থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে অসহায়ভাবে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বিপ্লবের দিকে। আজ না হয় কাল এ মাধ্যমেই আমরা সিংহাসন থেকে টেনে নামাব রাজাকে।'

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'আপনাদের অভিযোগের কথা তো রাজাকে...'

'আপনি রাজাকে আমাদের অভিযোগ জানাবার কথা বলছেন তো। কিন্তু উপায় কী? অত্যাচারী রাজা আমাদের সে সুযোগ দিচ্ছে না। আপনি বলুন না, তিনি সে সুযোগ আমাদের দিয়েছেন কি?' বললেন আর্চবিশপ।

ওয়েস্টমোরল্যান্ড জবাব দিলেন, 'আপনারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন তিনি আপনাদের সে সুযোগ দিচ্ছেন না?'

'অনেক ভেবেছি, কিন্তু সদুত্তর মেলেনি', বললেন আর্চবিশপ, 'এবার যা বলছি তা শুনুন। আজ নয় কাল এ সীমাহীন অত্যাচার বন্ধ হবেই। কিন্তু সে দিনের স্মৃতি রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে মানুষের বুকে। আজ আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অশান্ত ইংল্যান্ডের বুকে শান্তিজল ছিটোনো।'

'নিজেদের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আপনারা ধর্মকে টেনে আনছেন যুদ্ধে। এ পরিস্থিতিতে রাজার পক্ষে কি সম্ভব বা উচিত হবে আপনাদের আবেদনে সাড়া দেওয়া?' জানতে চাইলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

আর্চবিশপ বললেন, 'আপনি কি জানেন কেন আমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি? পারিবারিক অশান্তিই আমায় বাধ্য করেছে এ কাজ করতে।'

'তবুও আমি বলব কারণ থাক বা না থাক, আপনার উচিত হয়নি এরূপ জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া।' বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

এতক্ষণ চুপচাপ হয়ে সব কিছু শুনছিলেন মোব্রে। এবার তিনি বললেন, 'আপনি বলছেন এ কাজে যোগ দেওয়া আমাদের উচিত হয়নি। কিন্তু কেন উচিত হয়নি তা বলতে পারেন? আর্চবিশপ বা আমরা— যাদেরই সম্মান হানি হচ্ছে, যাদের স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে, তারা যদি নিরুপায় হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয় তাহলে দোষের কী?'

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যা কিছু ঘটছে তা সময়ের প্রভাবে। এর পেছনে কোনও হাত নেই রাজার।'

'আপনি বলছেন রাজা এর সাথে জড়িত নন?' জানতে চাইলেন মোব্রে।

জবাব দিলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড, 'আমি দৃঢ়তার সাথেই বলছি রাজা এর সাথে জড়িত নন জানতে তিনি এমন কাজ করেননি বা কাউকে প্ররোচনা দেননি যাতে আপনাদের জীবনে এরূপ দুঃখ দুর্দশা ঘটতে পারে '

ম্লান হাসি হাসলেন মোব্রে

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'রাজা কি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি, পিতৃদত্ত সম্মান এসব ফিরিয়ে দেননি? আপনি অস্বীকার করতে পারেন সে কথা?

বেশ রেগে গিয়ে মোব্রে বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে, 'আপনি জানেন, একসময় আমার বাবাকে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল বাবা বোলিংব্রোকের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানেই মারা যান

'আপনি জানেন না মোব্রে' বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড, 'সে সময় হিয়ারফোর্ডের আর্ল খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের নয়নমণি ছিলেন। কাজেই যুদ্ধে জিতলেও আপনার বাবার পক্ষে সম্ভব হত না সিংহাসনে আরোহণ করা '

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নীরব রইলেন মোব্রে

এবার দৃঢ়স্বরে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'আপনার বাবার পক্ষে অবশ্যই সে সময় সিংহাসন লাভ করা সম্ভব হত না কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল হিয়ারফোর্ডের পক্ষে কথায় কথায় আমরা কিন্তু অন্যদিকে চলেছি যাকগে আমি কেন এসেছি তা শুনুন। রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে। তার সিদ্ধান্ত আপনাদের জানিয়ে দেবার জন্যই এতটা পথ ছুটে আসতে হয়েছে আমাকে

'আর কিছু বলবেন?' জানতে চাইলেন মোব্রে

'হ্যাঁ, বলছি যে রাজাকে আপনারা অশ্রদ্ধা করেন, মনে প্রাণে শত্রু বলে মনে করেন, সেই রাজাই আগ্রহী হয়েছেন আপনাদের কথা শুনতে আর আপনাদের দাবি অসঙ্গত না হলে তিনি তাও বিবেচনা করতে রাজি' বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

'আজ রাজা যে আমাদের সাথে আলোচনা করতে, দাবি পূরণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, সে কি বিবেকের তাড়নায় না কি আমাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে?' জানতে চাইলেন মোব্রে

আপনি ভুল বুঝছেন মোব্রে' বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড, ভয় বা কোনওরূপ চাপের কাছে নতিস্বীকার করে আপনাদের দাবি পূরণের কথা ভাবছেন না তিনি। নেহাত আপনাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আমার হাত দিয়ে কারণ রাজার সৈন্যরা এতই শক্তিশালী যে যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না আর ন্যায় অন্যায়ের কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হয় সঙ্গত কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি কাজেই আপনারা যদি ভেবে থাকেন অনন্যোপায় হয়ে রাজা আপনাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তাহলে আপনারা ভুল করবেন

মোব্রে বললেন যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আপনারা এর বিচার করুন না কেন আমাদের পক্ষে মীমাংসা প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়।'

. ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন আমি বলতে বাধ্য হয়েছি আপনাদের দাবি গুরুত্ব নয়। সে তা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি নন আপনারা

হেস্টিংস বললেন, 'এতক্ষণ আমি চুপচাপ ছিলাম, কিন্তু এখন বাধ্য হচ্ছি আপনাকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে।'

'বলুন, কী জানতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

হেস্টিংস বললেন, 'আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো আমাদের কথা শুনে রাজকুমার জন কি উৎসাহী হবেন আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে?'

'আমি ভাবতেই পারি না এসব প্রসঙ্গ তুলে আপনারা হাসির খোরাক হবেন', বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

ভেবে চিন্তে এবার আর্চবিশপ বললেন, 'আপনারা যদি আলাদা আলাদাভাবে আমাদের দাবিগুলির মূল্যায়ন করে তার বিচার করেন, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমাদের পক্ষের লোকেরা অস্ত্রত্যাগ করে যে যার বাড়ি চলে যাবে।'

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'বেশ, আপনাদের দাবির কথা আমি জানাব সেনাপতিকে। তারপর তিনি যদি বিবেচনা করেন যুদ্ধ হবে তাহলে হবে, নইলে হবে না। আমার অনুরোধ, আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন।'

আর্চবিশপ বললেন, 'আমরা কথা দিচ্ছি আপনার কাছ থেকে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব।'

আর্চবিশপের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে বিদায় নিলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড। এরপর মোব্রে বললেন, 'আমি জানি না কি ভাবছেন আপনারা তবে, আমার মনে হচ্ছে ওদের কোনও শর্তে আস্থা রাখা আমাদের উচিত নয়।'

আর্চবিশপ বললেন, 'এত মুষড়ে পড়লে কী করে চলবে? এখনই হতাশ হবার কিছু নেই। যে সব শর্তের কথা আমরা বলেছি তা যদি রাজা মেনে নেন, তবেই তা শান্তি স্থাপনের সহায়ক হবে।'

'সে কথা মানছি, তবে কোনওভাবে যদি আমাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরে, তাহলে পায়ের তলার মাটি সরে যাবে', বললেন মোব্রে।

আর্চবিশপ বললেন, 'বর্তমানে রাজা শয্যাশায়ী, তার পক্ষে সহ্য হচ্ছে না এতসব অভিযোগ আর দাবি দাওয়া। এ মুহূর্তে তার একমাত্র লক্ষ্য এসব অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। তার পক্ষে শত্রুসৃষ্টির ক্ষমতা থাকলেও শত্রুর মোকাবিলা করা বাস্তবিকই কঠিন। কাজেই ধৈর্য ধরে দেখাই যাক না কীভাবে সমস্যার সমাধান করেন রাজা।'

ল্যাঙ্কাস্টারের রাজকুমার জন আর কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড।

আর্চবিশপকে অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমার বললেন, 'তলোয়ার হাতে বিদ্রোহীদের মাঝে থাকার চেয়ে গির্জার প্রার্থনাগৃহ আপনাকে বেশি মানায়। আইনের কচকচির চেয়ে শান্তির পবিত্রবাণী আপনার মুখে ভালো শোনায়।'

রাজার নাম ভাঙিয়ে অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দিয়ে আপনি কলঙ্কিত করছেন পবিত্র ঈশ্বরের মহিমাকে। তলোয়ারের সাহায্যে ধর্মের অমৃতময় বাণীকে অপবিত্র করে নিজের ও দেশের চরম সর্বনাশ করেছেন আপনি। সেই কাজ আপনি অনায়াসে করে চলেছেন যা কোনও রাজা বা রাজপরিবারের পক্ষে শোভা পায় না।

এবার আর্চবিশপ বললেন, 'ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন এতক্ষণ ধরে অনেক কথাই তো আপনি আমায় শোনালেন। এবার ধৈর্য ধরে আমার দু-চারটে কথা শুনুন। আপনার পিতা চাইছেন শান্তি স্থাপন করতে। আমি অতীতেও তাঁর বিরোধী ছিলাম না, এখনও নই। আমার যা বলার তা আগেই জানিয়ে দিয়েছি লর্ড ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে। সেই একই কথা আমি আপনাকেও বলছি। দেশের এই দুঃখ দুর্দশা দেখে আমরা বাধ্য হয়েছি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।'

'কিন্তু আপনারা তো রাজাকে জানাতে পারতেন', বললেন রাজকুমার জন।

আর্চবিশপ বললেন, 'রাজার কাছে আমরা যে আবেদন জানাইনি তা নয়। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। কোনও সহানুভূতি সূচক উত্তর মেলেনি তার কাছ থেকে। এখন অবশ্য তাঁর প্রস্তাব শুনে মনে হচ্ছে তিনি আমাদের সহমর্মী। তিনি যদি সত্যিই অসহায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে উৎসাহী হন, তাহলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনায়াসে এড়ানো যেতে পারে। রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রজাদেরও কোনও দ্বিধা থাকবে না।'

হেস্টিংস বললেন, 'এবারের যুদ্ধে আমি হেরে গেলে নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি রাজা তৈরি করেই রেখেছেন। এভাবেই ইংল্যান্ডের বুকে একের পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেই চলেছে।'

আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিতে চলেছে দেখে ওয়েস্টমোরল্যান্ড তাড়াতাড়ি বললেন রাজকুমার জনকে, 'মাননীয় রাজকুমার, আপনি বলে দিন এদের কোন কোন দাবি আপনি মানতে রাজি আছেন।'

'আমি এদের সব দাবি মানতে রাজি আছি', বললেন রাজকুমার, 'ঈশ্বরের নামে আমি শপথ নিয়ে বলছি রাজার আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে এদের সামনে বলা হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবে। আমি আশা করছি দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য আপনারাও সচেষ্ট হবেন। সৈন্যরা যাতে নির্বিঘ্নে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে বাড়ি ফিরে যেতে পেরে সে ব্যবস্থা করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। ঈশ্বর সবাইকে শান্তি দিন।'

রাজকুমার জনকে বললেন আর্চবিশপ, 'আপনি রাজার প্রতিনিধি। আপনার কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে এই মুহূর্ত থেকে আমরা বিদ্রোহের রাস্তা থেকে সরে গেলাম।'

রাজকুমার জন ও আর্চবিশপ উভয়েই তাদের সৈন্য অপসারিত করে নিলেন।

এবার আসল চেহারা ফুটে বেরিয়ে এল ওয়েস্টমোরল্যান্ডের। সৈন্য অপসারণের ঠিক পরের রাতেই রাজদ্রোহিতার অপরাধে তিনি বন্দি করলেন হেস্টিংসকে। আর্চবিশপ এবং মোব্রেকে গ্রেপ্তার করে তাদের হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিলেন।

কারও বুঝতে বাকি রইল না ওয়েস্টমোরল্যান্ডই এ চক্রান্তের শিরোমণি।

আর্চবিশপ বললেন, 'এ কী হল! আপনি নিজের শপথ ভাঙলেন?'

'শপথ! কই আমি তো কোনও শপথ ভাঙিনি', বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড, 'আমি শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আপনাদের অভিযোগের প্রতিকার করব। হ্যাঁ, প্রকৃত খ্রিস্টানের মতোই আমি তা করব। তবে তার আগে আপনাদের অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে। বোকার মতো আপনারা সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন বাড়িতে। সে ভুলের মাশুল আমি দেব না। যাকগে, কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। তিনিই যেন আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করে আপনাদের হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিয়েছেন।'

এবার বন্দিদের নিয়ে সৈন্যরা রওনা দিল কারাগারের দিকে সব উত্তেজনা থেমে গেল বিদ্রোহী নেতারা সবাই আশ্রয় নিলেন কারাগারে

ফলস্টাফ এবার কলভিল অব ডেল নামক এক বীর নাইটকে হাজির করলেন রাজকুমারের সামনে

চোখে মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ নিয়ে রাজকুমার জিজ্ঞেস করলেন আপনার নামই কলভিল?'

'হ্যাঁ, আমিই কলভিল। নেতাদের সামান্য ভুলের জন্য আজ বন্দি হতে হল আমাকে

'তাই নাকি?' বললেন রাজকুমার

কলভিল উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই, তারা আমার অনুরোধ রক্ষা করলে এত সহজে আমাদের পরাস্ত করতে পারতেন না।'

এ সময় ওয়েস্টমোরল্যান্ড ফিরে এসে রাজকুমারকে জানালেন যে সৈন্যরা ফিরে এসেছে এবার শুধু প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা কার্যকরী করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রাজকুমার বললেন, 'আপনি যা করেছেন তার জন্য নিছক ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোটো করতে চাই না আমি। এবার আপনি এক কাজ করুন। আমরা রাজপ্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি বাজার অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করেছে।'

এবার ওয়েস্টমোরল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান রাজপ্রাসাদে। আমরা সেখানে পৌঁছাবার আগেই যুদ্ধজয়ের শুভ সংবাদটা জানিয়ে দেবেন রাজাকে তিনি খুবই উদগ্রীব হয়ে আছেন খবরটা শোনার জন্য।'

ওয়েস্টমোরল্যান্ড রওনা দিলেন রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে

ওয়েস্টমিনিস্টারের জেরুজালেম প্রাসাদের এক কক্ষে অবস্থান করছেন রাজা। তার সাথে রয়েছেন ক্লারেন্সের যুবরাজ টমাস, গ্লসেস্টারের যুবরাজ হামফ্রে এবং ওয়ারউইকের আর্ল

শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন অসুস্থ রাজা একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় একটা দিক দিয়ে আমরা সাফল্য লাভ করেছি। এর পর থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমরা আর যুদ্ধ করব না।'

এক মুহূর্ত থেমে তিনি বললেন, এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি তা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে তবে আমাদের বাহুবল অনেকটা বাড়াতে হবে যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীরা আমার শাসন হাসিমুখে মেনে না নেয় ততদিন পর্যন্ত চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে থাকতে হবে আমাদের।'

এবার রাজা ক্লারেন্সের যুবরাজ টমাসকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমার ব্যাপারটা মোটেও আমার মাথায় ঢুকছে না। তোমার ভাই যুবরাজ তোমায় এত ভালোবাসে আর তুমি কিনা সর্বদা তাকে এড়িয়ে চল তোমরা সব ভাইরা যদি একত্রে থাকতে পার, তবেই বজায় থাকবে তোমাদের শক্তি তোমার উচিত ছিল যুবরাজের সাথে উইন্ডসর যাওয়া

'এখন বুঝতে পারছি তার সাথে যাওয়াই আমার উচিত ছিল তবে কিনা পয়েনস এবং অন্যান্য কয়েকজন তার সাথে ছিল' বললেন যুবরাজ টমাস

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন, ওর কথা মনে হলেই আমার বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে সর্বদা কুসংসর্গে পড়ে রয়েছে মদ আর নষ্ট মেয়েরা ওর সব সময়ের সঙ্গী মৃত্যুর পর আমি যখন সমাধিক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের পাশে শায়িত থাকব তখন যদি তোমরা হৃদ্যতা বিসর্জন দিয়ে নিজেদের

মধ্যে ঝগড়া বিবাদে মেতে থাক তাহলে আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরবে সেকথা ভাবলে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে '

ওয়ারউইককের ডিউক বললেন, 'মহারাজ, আপনি বোধহয় যুবরাজকে চিনতে ভুল করেছেন আমার চেয়ে বেশি কেউ তাকে জানে না সময় হলেই উনি কুসংসর্গ ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দেবেন। তার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হবেন।'

ম্লান হেসে রাজা বললেন, 'মৌমাছি কিন্তু চাকে থাকতেই বেশি পছন্দ করে '

এ সময় রাজার কাছে এসে হাজির হলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড। রাজাকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে শুভ কামনা জানাতে আমায় পাঠিয়েছেন যুবরাজ জন হেস্টিং, মোব্রে আর আর্চবিশপ— সবাই আমাদের হাতে বন্দি হয়েছেন তাদের এ প্রাসাদেই নিয়ে আসা হয়েছে

ওয়েস্টমোরল্যান্ডের কথা শেষ না হতেই রাজার সামনে এসে হাজির হলেন হার্কোট রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন, 'মহারাজ, ইংরেজ এবং স্কটদের সাহায্য সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছেন নর্দাম্বারল্যান্ডের আর্ল এবং লর্ড বার্ডলফ। ইয়র্কশায়ারের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছেন '

এবার একটি চিঠি রাজার হাতে দিয়ে হার্কোর্ট বললেন, 'এই চিঠিতে যুদ্ধের পুরো বিবরণ দেওয়া আছে '

চিঠির ভাঁজ খুলতে খুলতে রাজা আপন মনে বলতে লাগলেন 'এত সুসংবাদ পেয়েও মনে শান্তি নেই, কেন দূর হচ্ছে না মানসিক চঞ্চলতা? সৌভাগ্য কি কখনও পরিপূর্ণরূপে মানুষের কাছে ধরা দেয় না? পাওয়ার বেদনাতেও মানুষ কি কষ্ট পায়? এত সুসংবাদ পেয়েও আমার দৃষ্টি কমে আসছে। নিজেকে কেন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

রাজার এই দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন রাজকুমার রাজকুমারকে সরিয়ে দিয়ে ওয়ারউইক বললেন, আপনি এত ব্যস্ত হবেন না রাজাকে একটু একা থাকতে দিন। আপনি তো জানেন উনি সবসময় চঞ্চলতায় ভুগছেন। খানিকক্ষণ বাদেই উনি স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।'

দেখতে দেখতেই চেয়ারে বসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন রাজা সবাই ধরাধরি করে তাকে শুইয়ে দিলেন বিছানায়

আপন মনে যুবরাজ বললেন, কথা শুনে জ্ঞান লোপ পায় লোকে বলে এমন পরিস্থিতি হলে নাকি শরীর আর সুস্থ হয় না অদৃষ্টে কী লেখা আছে তা কে জানে।

ঘুমন্ত রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন যুবরাজ 'মহারাজ' তোমার প্রাপ্য শুধু হতাশা আর চোখের জল রাজমুকুট মানাবে না তোমার মাথায় দুঃখ চোখের জল যত চাও তত দেব তোমায় নিজের মাথায় রাজমুকুট পরতে পরতে বললেন একমাত্র আমাকেই মানায় এ রাজমুকুট ঈশ্বর আমার পাশে থেকে আমার শক্তি ও সাহস জোগাবেন পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় তুমি যেমন আমার জন্য রাজমুকুট রেখে গেলে আমিও তেমনি ছেলের জন্য রেখে যাব।'

মুকুট পরিহিত অবস্থায় নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন যুবরাজ

সকাল হলে রাজার সাথে দেখা করতে এলেন গ্লস্টারের ডিউক ওয়ারউইকের আর্ল এবং ক্লারেন্সের ডিউক টমাস

তাদের দেখে রাজা বললেন, 'কী ব্যাপার! তোমরা সবাই আমায় একা রেখে চলে গেছ?

ক্লারেন্সের ডিউক বললেন, 'মহারাজ, আমার ভাই যুবরাজ তো বললেন আমি রাজার কাছে রয়েছি, তোমরা এবার চলে যাও '

রাজা বললেন, যুবরাজ অর্থাৎ প্রিন্স অব ওয়েলস! কোথায় সে? আমি তো ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি ডাকো তাকে।'

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, ওই তো দরজাটা খোলা রয়েছে মনে হয় ওখান দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু আমার রাজমুকুট কোথায়? সেটা তো শিয়রেই রেখেছিলেন। তবে কি যুবরাজ এখান থেকে সেটাকে নিয়ে গেছে? আমাকে মৃত ভেবে রাজমুকুট নিয়ে সে পালিয়ে গেছে? খুঁজে বের কর তাকে। যুবরাজ আর আমার অসুখ দুইয়ে মিলে ষড়যন্ত্র করে আমার মৃত্যুকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ ধরনের ছেলের জন্য বাবা মা'রা কত না যন্ত্রণাই ভোগ করেন '

আক্ষেপ করে ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'কী দুঃখের কথা ধৈর্য ধরে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না।'

পাশের ঘরে গিয়ে ওয়ারউইকের আর্ল দেখতে পেলেন যুবরাজকে তিনি তাকে নিয়ে এলেন রাজার কাছে।

রাজাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যুবরাজ বললেন, 'বাবা! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তোমার মুখ দিয়ে আবার কথা বেরুবে '

'তাই আমি বেঁচে থাকায় তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সিংহাসন আর রাজমুকুটের জন্য তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সইছে না তোমার ' এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর। আমার সময় হয়ে এসেছে। আমার মৃত্যুর পর যা স্বাভাবিক তোমার প্রাপ্য হবে তা তুমি লুকিয়ে নিয়ে গেছ। তোমার এরূপ আচরণে আমি খুব মর্মাহত হয়েছি আমার প্রতি তোমার কোনও শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নেই আর সামান্য কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে না তুমি? যে তোমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিল আজ তারই কবর খুঁড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তুমি? যাও সবাইকে বল রাজা পঞ্চম হেনরির অভিষেক হবে

কাঁদো কাঁদো হয়ে যুবরাজ বললেন, 'আমায় মার্জনা করুন পিতা বিশ্বাস করুন আপনাকে মৃতপ্রায় দেখে আমার শখ হয়েছিল রাজমুকুট পরলে আমায় কেমন দেখতে লাগে, তাই পরেছিলাম ওটা ঈশ্বর সাক্ষী, এর মধ্যে আমার কোনও বদ মতলব ছিল না

একটু দম নিয়ে রাজা বললেন, শুধু ঈশ্বরই জানেন কীরূপ প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করে মাথায় রাজমুকুট পরার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার আমার যাবতীয় পাপ অন্যায়, অবিচার সবকিছু আমার মৃত্যুর সাথে সাথে লোপ পেয়ে যাবে পরম নিশ্চিন্তে এ সিংহাসনের অধিকারী হবে তুমি আমার বুকে সর্বদা কাঁটা মতো বিঁধে আছে কেন আমি রাজমুকুট ছিনিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ! আর একটা কথা শত্রুদের ধ্বংস করে আমি তোমায় নিষ্কণ্টক করে গেলাম। বৈদেশিক বিবাদ যা রয়ে গেল সেগুলি মিটিয়ে নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে রাজ্য ভোগ কর '

চোখের জল মুছতে মুছতে রাজকুমার বললেন, 'আপনি যে আমায় সিংহাসনটা দিয়ে যাচ্ছেন সেটাই যথেষ্ট। কীভাবে আপনি তা পেলেন তার খোঁজ নাই বা করলাম।' এমন সময় রাজকুমার ল্যাঙ্কাস্টারের জন। তাকে দেখে রাজা বললেন, 'এই যে, জনও এসে গেছে। ভালোই হয়েছে। এবার তোমরা সবাই মন দিয়ে আমার কথা শোন। বহুদিন আগে এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলেন পবিত্র তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেমে আমার মৃত্যু হবে। এ জায়গাটাকেই আমি পবিত্র জেরুজালেম বলে মনে করে এখানে অবস্থান করছি। আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা সবাই মানসিক দিক দিয়ে তৈরি থেক।'

রাজা চতুর্থ হেনরির রাজমুকুট পঞ্চম হেনরির মাথায় পরিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল তাকে।

একাধারে রাজা ও পিতার দায়িত্ব পালন করে নিশ্চিন্তে দেহত্যাগ করলেন চতুর্থ হেনরি।

সিংহাসনে বসে রাজা পঞ্চম হেনরি তার ভাইদের ডেকে বললেন, 'আমার ভাইবোনেরা। আমি তোমাদের ভালোবাসা চাই। তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াও। তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণার বোঝা আমি নিজের কাঁধে নিলাম। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি এখন থেকে আমি একাধারে তোমাদের পিতা ও ভাইয়ের কর্তব্য করব। আমার একমাত্র কাজ হবে তোমাদের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি। এসো, আমরা শপথ নিই রাজ্য শাসনের বোঝা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করব। আর বাধা-বিপত্তি যতই আসুক না কেন, চলতি বছর শেষ না হতেই আমরা অন্তত ফ্রান্স পর্যন্ত অধিকার করব।'

কিং হেনরি, দ্য ফিফ্থ

বন্ধু বান্ধবদের সাথে হই-হুল্লোড় করে গোটা যৌবনটা কাটিয়েছেন প্রিন্স হ্যারি, যিনি এখন পঞ্চম হেনরি নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছেন। ও এ সে-সব বন্ধু বান্ধব এখন আর কেউ নেই বাজ্যশাসনের গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে। তিনি সুষ্ঠুভাবে দেশশাসন করার পক্ষপাতী প্রয়োজনে কঠোর হতেও তার দ্বিধা নেই। তার এই রাজ্যশাসনের কঠোরতা নিয়ে রাজপ্রাসাদের লাগোয়া এক কক্ষে গভীর আলোচনায় মগ্ন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ আর এলাইয়ের বিশপ তাদের দুজনের মুখেই বিষণ্ণতার গভীর ছাপ।

সুদীর্ঘ এগারো বছর ধরে বিগত রাজার আমলে যে আইন প্রচলিত ছিল, তা আবার নতুন করে চালু করতে চলেছেন রাজা পঞ্চম হেনরি। বাধ্য হয়েই তাকে এ পথ নিতে হয়েছে কারণ দেশজোড়া অশান্তি দূর করার আর কোনও পথ নেই অবশ্য আর্চবিশপ বা অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ীদের উপর তা চালু হলে তাদের ক্ষমতার একটা বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত হবেন তারা তাই ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের মতো সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখেও ফুটে উঠেছে বিষণ্ণতার ছাপ তবে আর্চবিশপের পক্ষে রয়েছেন পনেরোজন আর্ল, পনেরোশো নাইট এবং বাইশশো জনের মতো লর্ড এছাড়াও রয়েছে অক্ষম বৃদ্ধ আর ভিখারিদের জন্য পরিচালিত লঙ্গরখানার সদস্যরা সারা দেশ জুড়ে এরকম লঙ্গরখানার সংখ্যা একশোরও বেশি কাজেই বৃদ্ধ আর ভিখারির সংখ্যাও কম নয় গির্জাগুলিও রাজার অনুদান হিসেবে বছরে একহাজার পাউন্ড পায় সুতরাং সে আইন প্রচলিত হলে এই মোটা অঙ্কের টাকা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন।

চোখে মুখে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে এলাইয়ের বিশপ বললেন, 'কী সমস্যায় পড়া গেল বলুন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্চবিশপ বললেন, 'ওই একই সমস্যায় পড়ে আমিও দিন কাটাচ্ছি দুশ্চিন্তার মাঝে তবে আমার কথা এই যে ধর্মাশ্রয়ীদের প্রতি যথেষ্ট উদার আমাদের নতুন রাজা তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত এবং মনেপ্রাণে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক।' আরও বললেন তিনি 'ছেলেবেলায় রাজা যেরূপ দুর্বিনীত এবং অশিষ্ট ছিলেন, এখন পুরো পালটে গেছেন তিনি ঈশ্বরের অপার করুণা যেন বর্ষিত হয়েছে তার প্রতি বন্যার জলে যেন ধুয়ে মুছে গেছে তার সমস্ত অহমিকা সবাই বেজায় খুশি রাজার এই আকস্মিক পরিবর্তনে '

শুধু শিষ্টাচারই নয়, ধর্মবিষয়েও তার অগাধ জ্ঞান আর রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তার জ্ঞানের বিচার করলে মনে হবে এতকাল ধরে যে বিদ্যা তিনি অধ্যয়ন করেছেন, তার উপরই নির্ভরশীল তার যাবতীয় জ্ঞান বুদ্ধি আর বিশ্বাস বর্তমানে তার চারপাশে এমন কিছু লোক জুটেছে যারা তার জ্ঞান বুদ্ধিকে নষ্ট করে দিয়ে আমোদ প্রমোদের দিকে আকৃষ্ট করাতে চাইছে তার মনকে

এলাইয়ের বিশপ বললেন 'দেখুন, বিষাক্ত গাছের তলায়ও অনেক সময় রসাল জামগাছ জন্মাতে দেখা যায় আমরা মনে করি হাজার হই হট্টগোলের মাঝেও রাজা তার কর্তব্য পালন করতে পারবেন

'সবই বুঝলাম,' বললেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, 'তবে অঘটন তো আজকাল আর ঘটে না তাই আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে কীভাবে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা যায় সেই সাথে তার সঠিক উপায়ও খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

এলাইয়ের বিশপ বললেন, 'কিন্তু মহামান্য ধর্মযাজক, ওই আইন প্রবর্তনে উৎসাহী প্রজারা কিন্তু বেশি করে রাজার দিকেই ঝুঁকছে। তাহলে কি রাজা ওই আইন প্রবর্তনে উৎসাহী নন?'

'রাজার সাথে কথা বলে আমার কিন্তু মনে হল তিনি এর বিপক্ষে,' বললেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, 'পুরোপুরি আমাদের পক্ষে না হলেও, তিনি আমাদের বিরোধীদের এ ব্যাপারে উশকানি দিচ্ছেন না তবে তার কারণও যথেষ্ট রয়েছে আমরা মহারাজকে বলেছি ফরাসিরাজের ব্যাপারে তাকে প্রচুর টাকা দেওয়া হবে যা আগে তার পূর্বপুরুষরা কখনও পাননি আমার মনে হল প্রস্তাবটাকে তিনি ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন তবে ফরাসি দূত এসে পড়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

অন্যদিকে রাজপ্রাসাদের আর এক কক্ষে আলোচনায় ব্যস্ত রাজা পঞ্চম হেনরি, গ্লস্টারের ডিউক, বেডফোর্ডের ডিউক, ওয়ারউইকের ডিউক এবং ডিউক অব এক্সেটার। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং এলাইয়ের বিশপ। রাজার দিকে তাকিয়ে মধুর স্বরে বললেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন '

হাসি মুখে রাজা হেনরি বললেন, 'মহামান্য ধর্মযাজকগণ! আপনারা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন আমার একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে সবদিক বিচার-বিবেচনা করে আপনারা আমায় বলুন তো ফরাসিদের 'স্যালিক আইন' কি কোনওদিক দিয়ে আমাদের দাবির পরিপন্থী? অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলে আপনারা বুঝতে পারবেন এ আইন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের উপর এ ব্যাপারে তাদের কোনও অধিকারই নেই এ সম্বন্ধে আপনারা যে নির্দেশ দেবেন তা পুরোপুরি পালিত হবে। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স কিন্তু একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি।'

এবার বললেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, 'মহারাজ, ফরাসিরাজের প্রতি আমাদের দেশের দাবির মধ্যে কোনও অযৌক্তিকতা নেই। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে উক্ত আইনের প্রবক্তা সম্রাট ফ্যারামন্টের বক্তব্য ছিল— 'স্যালিক অঞ্চলের কোনও মেয়ের উত্তরাধিকারের দাবি ন্যায়-সঙ্গত বলে গৃহীত হবে না। আর ফরাসিরা দাবি করছে এ অঞ্চলটা ছিল জার্মান রাজের অধীনে। যুদ্ধে স্যাকসনদের হারিয়ে দিয়ে ফরাসিদের জন্য কিছু রেখে গিয়েছিলেন বীর চার্লস তাহলে কি আমাদের পক্ষে এটা বলা ঠিক হবে না যে স্যালিক আইন ফরাসিদের জন্য তৈরি হয়নি? আর এটাও ঠিক যে চারশো একুশ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফ্যারামন্টের মৃত্যু পর্যন্ত এ অঞ্চল ফরাসিদের ছিল না তার মৃত্যুর পরবর্তীকালে স্যাকসনরা পরাজিত হয় এবং ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় স্যালা নদীর ওপার পর্যন্ত। পেপিন চিল্ডেরিককে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসন দখল করেন তিনিই ছিলেন সম্রাট ক্লথেয়ারের মেয়ে ব্লিথিল্ড-এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী চার্লসদের বংশের পুরুষদের মধ্যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিউক্যাপে কার্যত দেখা যায়, এই রাজ্য দখল করেন লরেন্সের ডিউক চার্লস আর নিজের পরিচয় দেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে। কিন্তু তা সর্বৈব মিথ্যে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে হিউক্যাপে বলেন যে তিনি শার্লামেনের একমাত্র কন্যা লিঙ্গারের

উত্তরাধিকারী সম্রাট লুইয়ের পুত্র তিনি, যিনি সবার কাছে পরিচিত দশম লুই নামে ক্যাপের উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তিনি জানতে পারলেন যে তার স্ত্রী ইসাবেলের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আরমেঞ্জারের। আর আরমেঞ্জারের বিয়ের ফলেই নতুন করে যোগাযোগ শুরু হয় ফরাসিদের সাথে মহারাজ, আপনি যখন নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন, তখনই তারা স্যালিক আইনের দোহাই দিয়ে আপনাকে বঞ্চিত করবেন

ধৈর্য ধরে সবকিছু শোনার পর সম্রাট বললেন 'তাহলে আপনি বলছেন যে আমি আমার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য সচেষ্ট হতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন মহারাজ', বললেন আর্চবিশপ, 'নাম্বার পুস্তিকায় স্পষ্ট করে লেখা আছে যে পুত্রহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার সব কিছুর অধিকারী হবে তার কন্যা কাজেই আপনি প্রস্তুতি নিন আপনার ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আপনার পূর্বসূরি এডোয়ার্ডের সমাধিস্থলে গিয়ে প্রার্থনা করুন যুদ্ধের সাফল্যের জন্য। ফরাসিদের দেশে গিয়ে তিনি ফরাসিদেরই হারিয়ে দিয়েছিলেন আপনার কাকা এডোয়ার্ডের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুন আপনি এদের সবার আশীর্বাদ নিয়ে আপনি রক্তগঙ্গা বইয়ে দিন ফরাসিদেশে '

এলাইয়ের বিশপ বললেন, 'মহারাজ, এখন আপনার প্রয়োজন মানসিক দৃঢ়তার। যে সাহসিকতা প্রদর্শন করে আপনার পূর্বপুরুষরা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, আজ সময় হয়েছে সেই সাহসিকতা প্রদর্শনের।'

'মহারাজের যৌবন এবং সাহসিকতার উপর যথেষ্ট আস্থা আছে সবার', বললেন ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল এর আগে এমন নির্ভীক লোক আর ইংল্যান্ডে দেখা যায়নি যার দেহ রয়েছে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আর মন পড়ে আছে ইংল্যান্ডে ' 'মহারাজ, আমরা ধর্মযাজকরা সবাই রয়েছি আপনার সাথে,' বললেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, যুদ্ধের জন্য আমরা আপনাকে এত টাকা জোগাড় করে দেব যা আপনার পূর্বপুরুষরা কখনও ধর্মযাজকদের কাছ থেকে পাননি

'ধন্যবাদ আপনাদের', বললেন মহারাজ, 'আমরা যদি সৈন্য সংগ্রহ করে সবাই ফ্রান্সে চলে যাই তাহলে স্কটরা তো যে কোনও সময় দেশ আক্রমণ করতে পারে দেশরক্ষার জন্য অবশ্যই কিছু সৈন্য রেখে যেতে হবে '

আর্চবিশপ বললেন, 'সে কথা অবশ্য ঠিক আমাদের অভিজ্ঞতাও তাই বলে প্রতিবেশী হলেও স্কটরা আমাদের পরম শত্রু '

'একটা প্রবাদ আছে মহারাজ', বললেন এলাইয়ের বিশপ, ফ্রান্স জয় করতে হলে স্কটল্যান্ড থেকেই অভিযান শুরু করতে হবে কারণ ইংল্যান্ড যখন ফ্রান্সকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন সুযোগসন্ধানী স্কটরা চুপিসারে আমাদের দেশের ভেতর ঢুকে পড়বে '

এক্সেটারের ডিউক বললেন, 'প্রয়োজনে শত্রুর সাথে মোকাবিলার ক্ষমতা আমাদের আছে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সৈন্যরা নিজেদের এবং দেশের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে তখন বুদ্ধিজীবীরা দেশরক্ষার মহান দায়িত্ব তুলে নেবে তাদের কাঁধে।'

'সে সব কথা বিবেচনা করেই বৃত্তি অনুযায়ী মানুষকে ভাগ করেছেন ঈশ্বর,' বললেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, 'মানুষ তার নিজ নিজ কাজ করলেও সবারই আনুগত্য থাকার দরকার আপনি আমার পরামর্শ চাইলে আমি বলব সৈন্যবাহিনীকে আপনি মোট চারভাগে ভাগ করুন একভাগ সাথে নিয়ে আপনি চলে যান ফ্রান্সে আর বাকি তিনভাগ রেখে যান দেশরক্ষার জন্য।'

'আপনার পরামর্শ আমি অবশ্যই মনে রাখব আর্চবিশপ,' বললেন মহারাজ, এরপর তিনি ডেকে পাঠালেন ডফিন এর দূতকে পুনরায় তিনি বলতে লাগলেন, 'আমরা সবাই মনে করি ফ্রান্স আমাদের তাই বীর সেনানীদের সহায়তায় আমরা সেখানে কায়েম করব আমাদের শাসন আর তা সম্ভব না হলে আমরা সেখানে আশ্রয় নেব কবরে ' ডফিন এর দূত এলে তিনি তাকে বললেন, এবার আপনার মুখ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।

ডফিন এর দূত বললেন, 'কোনও কিছু গোপন না রেখে আমি সরাসরি আমার বক্তব্য পেশ করছি মহারাজ, আপনার পূর্বপুরুষ তৃতীয় এডোয়ার্ডের নামে আপনি কিছু কিছু এলাকা দাবি করেছেন এর জবাবে আমাদের প্রভু রাজকুমার বলেছেন যে যৌবনের উন্মাদনাই আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আপনার প্রতি তার উপদেশ আপনি যেন শান্ত থাকেন। ফ্রান্সের কোনও অঞ্চলেই আপনার জয়পতাকা উড্ডীন হওয়া সম্ভব নয় মহারাজের বালকসুলভ চপলতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন একটা টেনিস বল।'

ম্লান হেসে সম্রাট বললেন, 'বাঃ চমৎকার তাহলে আমরা টেনিস বল খেলার একটা উপযুক্ত র‍্যাকেট নিয়েই ফ্রান্সে যাব আর টলিয়ে দেব তার বাবার সিংহাসন বিপর্যস্ত করে দেব তাকে একদিন আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করেছি সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আজ সে চাইছে আমাদের রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিতে দুর্ব্যবহার করছে আমাদের সাথে ইংল্যান্ডের সিংহাসনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে আমরা মেতেছিলাম আমোদ-প্রমোদে। কারণ মানুষ যখন নিজের ঘর থেকে আসে তখন তার মনে থাকে আনন্দের ছোঁয়া যাইহোক দূত, তুমি ডফিনকে গিয়ে বল আমি একসময় ফ্রান্সে গিয়ে দেখিয়ে দেব আমার তলোয়ারের ক্ষমতা কতখানি সেই সাথে আমার রাজ্যের নিরাপত্তাও রক্ষা করব আমি তাকে আরও বলবে আমার তলোয়ারের উজ্জ্বলতায় ঝলসে যাবে তার চোখ আর চোখে সর্ষেফুল দেখবে ফরাসিরা তাকে বলবে রসিকতা করে যে টেনিস বলগুলি তিনি আমাকে পাঠিয়েছিল তা একদিন কামানের গোলা হয়ে তার বুকে আঘাত হানবে তার রসিকতার বদলা নিতে আমরা এমন আঘাত হানব যে বহু মা তার সন্তানকে হারাবে স্বামীকে হারিয়ে অনেক নারী অকালে বিধবা হবে আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী আমার কাজে সাফল্য লাভের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। সেই করুণাময় ঈশ্বরের নামে আমি শপথ নিচ্ছি ডফিনকে আমি উচিত শিক্ষা দেবই ' সভাসদদের উদ্দেশ করে এবার তিনি বললেন, 'আপনারা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন দেশের আজ কী ঘোর দুর্দিন আপনারা সবাই প্রস্তুত হন শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা ফ্রান্সকে শ্মশানে পরিণত করা তার বাবার সামনেই আমরা ডফিনকে এমনভাবে অপদস্থ করব যাতে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে আর উঠে দাঁড়াতে না পারে।'

লন্ডন শহরের ইস্টচিপ অঞ্চলে বোয়ার্সহেড সরাইয়ের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন লেফটেনান্ট বরডলফ্ আর কর্পোরাল নাইম

হাসিমুখে নাইমের দিকে তাকিয়ে বললেন বরডলফ্, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি তোমায়। পতাকাবাহী পিস্টলের সাথে এখনও কি তোমার সদ্ভাব বজায় আছে?'

তুচ্ছভাবে তার কথা উড়িয়ে দিয়ে নাইম বললেন, 'ও সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না আসল কথা হল যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে নেই আমার কাজেই তলোয়ার ভোঁতা কি ধারালো তা নিয়ে আমি মোটেও ভাবি না '

বরডলফ্ বললেন, 'তোমার কথাগুলি এতই মিষ্টি যে তা শুনে আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি যাইহোক এবার শোন আমরা তিনজন ফ্রান্সে যাচ্ছি

'আমি তো বহুবারই বলেছি আমার ইচ্ছে মতো বাঁচব আর যখন দেখব বাঁচার বিন্দুমাত্র আশা নেই তখন প্রাণ যা চায় তাই করব সেটাই আমার নিশ্চিত বিশ্রাম। আর এ ভাবেই একদিন আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হবে' বললেন নাইম।

বড়ডলফ বললেন, 'দেখ নাইম, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে পিস্টল খুব শীঘ্রই বিয়ে করছে নেইল কুইকলিকে ' এতদিন তোমার সাথে থেকে শেষে কিনা কুইকলি বিশ্বাসঘাতকতা করল তোমার সাথে? শেষে কিনা তোমার বদলে বরমাল্য দিল পিস্টলের গলায়।'

বিষণ্ণ মুখে নাইম বলল, 'এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় ও ধৈর্য, কোনওটাই আমার নেই। ও যা করেছে তার প্রতিফল ওকেই ভুগতে হবে

নিজেদের মধ্যে তার যখন এভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, সে সময় সেখানে এসে হাজির হলেন সরাইখানার মালকিন কুইকলি আর পিস্টল। পিস্টল সেনাবাহিনীর এক সাধারণ সৈনিক সরাইখানার দেখা-ভাল করে তার স্ত্রী।

তাকে দেখেই বলে উঠলেন নাইম, 'এই যে সরাইখানার মালিক এলেন '

তার কথা শেষ না হতেই মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠলেন পিস্টল 'হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার তুই আমায় সরাইখানার মালিক বলে ঠাট্টা করছিস যা। এখানে তোদের থাকার জায়গা হবে না

এবার কুইকলি বলে উঠল, 'দেখছ, কী নীচ মন এদের বারোচোদ্দটা মেয়েকে আমরা এখানে রেখে সেলাই-ফোঁড়াই শেখাচ্ছি আর লোকে বলছে কিনা আমরা এখানে পতিতালয় খুলেছি '

ঝপ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল পিস্টল রাগে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

অবস্থা খারাপ দেখে এক লাফে তাদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন বরডলফ্, বললেন 'কী করছেন আপনারা! কর্পোরাল নাইম আর লেফটেনান্ট পিস্টল! আপনারা উভয়েই সংযত হন।'

আতঙ্কিত হয়ে কুইকলি বললেন, 'আপনার আচরণটা একটু সংযত করুন কর্পোরাল নাইম। দয়া করে তলোয়ার খাপবদ্ধ করুন '

গর্জে উঠে নাইম বললেন, 'শয়তান জানোয়ার কোথাকার' আমাদের দিকে যাবি না? একবার তোকে একা পেলে দেখে নেব।'

রেগেমেগে পিস্টল বললেন, 'একা পেলে কী করবি রে হতভাগা? এখন তো একাই আছি।'

পূর্বের মতোই গর্জে উঠে নাইম বললেন, 'শয়তান এখনও সংযত হবার চেষ্টা কর নইলে এই তলোয়ার দিয়ে তোর মাংস কেটে কুচিকুচি করে কিমা বানিয়ে দেব।'

হাতের তলোয়ারকে বারকয়েক মাথার উপর ঘুরিয়ে পিস্টল বলে উঠল, 'মেলা বকিস না বেশি পাঁয়তারা দেখাস না আমার সামনে। সময় থাকতে তোকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে তোর '

ক্ষোভ প্রকাশ করে এবার বড়ডলফ্ বললেন, 'আমি আবারও সাবধান করে দিচ্ছি তোমাদের। যে আগে আঘাত হানবে আমি কিন্তু তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ব, কারণ আমি একজন সৈনিক।'

রাগে গজগজ করতে করতে তলোয়ার খাপবদ্ধ করে পিস্টল বললেন, 'দিলেন তো আমার রাগটাকে ঠান্ডা করে। রাগটা সবে জমে উঠতে শুরু করেছে, আর এত বড়ো শপথ করলে রাগকে কি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব না সেটা করা উচিত!'

পিস্টলের কথা শেষ হতে না হতেই এক বালক ভৃত্য এসে বলল, 'এই যে সরাইখানার মালিক ও মালকিন আপনারা উভয়েই এখানে রয়েছেন দেখছি। আমার প্রভু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরে! মিস্টার বড়ডলফ্ও রয়েছেন দেখছি। আপনারা গিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখুন যদি তাকে কিছুটা সুস্থ করা যায় আপনারা যেরূপ গরম হয়ে আছেন মনেহয় তার কিছুটা পেলেও তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন '

কুইকলি বললেন, 'শীঘ্র গিয়ে দেখা যাক কিছু করা যায় কী না '

বড়ডলফ্ বললেন, 'আরে আপনারা সবাই যে চলে যাচ্ছেন! এত বড়ো একটা ঝগড়ার মীমাংসা করে হাত না মিলিয়ে গেলেই হবে! আরে আমরা সবাই একসাথে ফ্রান্সে যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। এর মধ্যে আবার ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার কেন?'

পিস্টল বললেন, ওই নচ্ছারটার সাথে হাত মেলাব আমি? মোটেই নয় বরঞ্চ সুযোগ পেলে আমি ওর হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব' বলেই ফের তলোয়ার বের করলেন

পিস্টলকে তলোয়ার বের করতে দেখে নাইমও তার তলোয়ার বের করে মাথার উপর ঘোরাতে লাগলেন

বেজায় রেগে গিয়ে বড়ডলফ বললেন, 'আমি সাফ কথা বলছি, তোমাদের মধ্যে যে আগে আঘাত হানবে আমি তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ব '

তলোয়ারটা খাপে ঢোকাতে ঢোকাতে পিস্টল বললেন, 'এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।' নাইম এর দিকে হাত বাড়িয়ে এবার সে বলল, 'নাও। এবার হাত বাড়াও এখন থেকে আমাদের দুজনের মাঝে আর কোনও বিবাদ নেই— আমরা এখন পরস্পর পরস্পরের বন্ধু চলো, পানাহার করে আমাদের বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

পিস্টলের কথা শেষ না হতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল কুইকলি, 'আপনারা এখনই আমার সাথে চলুন স্যার জন ফলস্টাফের বাড়িতে তিনি খুবই অসুস্থ বোধ করছেন সবাই বলছে সম্রাট নাকি তার সাথে কী সব পরিহাস করেছেন আর তার ফলেই নাকি এসব হচ্ছে।'

ব্যস্ত হয়ে পিস্টল বললেন, 'চলুন আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখি তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় কিনা।'

ওয়েস্টমোরল্যান্ডের আর্ল সাউদাম্পটনের মন্ত্রণাকক্ষে আলোচনায় বসেছেন রাজার কাকা এক্সেটারের ডিউক সম্রাটের ভাই বেডফোর্ডের ডিউক এবং আর্ল স্বয়ং।

আলোচনাকালীন বেডফোর্ড বললেন, 'ঈশ্বরের অসীম করুণায় এতদিন বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কাটিয়েও সম্রাট অটুট তারা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি যে তাদের কুমতলবের কথা সম্রাট টের পেয়ে গেছেন '

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক্সেটার বললেন, 'এমন আশ্চর্যের কথা ভাবতেও পারা যায় না। রাজা যাকে আশ্রয় দিয়ে সযত্নে রেখেছেন, সেই কিনা আজ অর্থের লোভে রাজাকে বিদেশির হাতে তুলে দিতে চাইছেন! ছিঃ ছিঃ কী ঘৃণ্য ব্যাপার!'

এক্সেটার তার কথা শেষ করতে না করতেই লর্ড স্ক্রুপ এবং কেম্ব্রিজের গ্রের সাথে কথা বলতে বলতে মন্ত্রণাকক্ষে এলেন সম্রাট সবাইকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'আমাদের এখনই যাত্রা করতে হবে। বাতাস যখন আমাদের অনুকূলে তখন আর দেরি করে লাভ নেই আমি বিশ্বাস

করি আমাদের মিলিত শক্তি ফরাসিদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী?'

লর্ড স্কুপ বললেন, 'আমাদের সৈনারা যদি প্রাণপণে লড়ে তবে জয় অবশ্যম্ভাবী।'

মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে কেমব্রিজের গ্রে বললেন, 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন সম্রাট এক সময় যারা ছিলেন আপনার পিতার শত্রু, এখন তারাই হয়ে উঠেছেন আপনার পরম মিত্র।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সম্রাট বললেন, 'লর্ড এক্সেটার, কাকা নামে পরিচিত যে লোকটা গতকাল আমায় ধাক্কা মেরেছিল তাকে কারগার থেকে মুক্ত করে দিতে বলুন। ও নেশার ঝোঁকে.. '

ওকে ছাড়তে চাইলে আমি তাতে বাধা দেব না সম্রাট', বললেন কেমব্রিজের গ্রে 'তবে আমার মতে ওকে শাস্তি দিয়ে চোখের জল ফেলতে বাধ্য করে তবেই ছেড়ে দেওয়া হোক নিদেনপক্ষে প্রাণভিক্ষা চেয়ে কান্নাকাটি তো করুক।'

'আপনারা সবাই আমার জন্য খুবই চিন্তা করেন তাই না।' বললেন সম্রাট, 'মনে রাখবেন ছোটো অপরাধকে বড়ো করে দেখলে ভবিষ্যতে তা থেকে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। সত্যি সত্যিই যদি কেউ অমার্জনীয় অপরাধ করে বসে, তাহলে সেটা যথাযথ গুরুত্ব পায় না যাইহোক, এবার ফিরে আসা যাক ফরাসিদের প্রসঙ্গে আপনারা কে কোন দায়িত্বে রয়েছেন আশা করি আপনাদের তা মনে আছে। আর এটাও আপনারা স্বীকার করবেন যে যথোচিত মর্যাদা দিয়েই আমি আপনাদের নিযুক্ত করেছি তাহলে বন্ধুরা, মনে রাখবেন আজ রাতেই আমরা রওনা দিচ্ছি। সেইমতো সবাই তৈরি হয়ে নিন।' একবার উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সম্রাট বললেন, 'সবাই বলুন তো কী ব্যাপার '

দায়িত্বের প্রসঙ্গ উঠতেই একযোগে বলে উঠলেন কেমব্রিজের গ্রে আর স্কু, 'সম্রাট! কৃতকর্মের জন্য আমরা সত্যিই অনুতপ্ত আপনি আমাদের যে পদে নিয়োগ করেছেন ।'

উভয়ের কথা শেষ হবার আগেই ম্লান হেসে সম্রাট বললেন, 'ক্ষমা আপনারা ঠিকই পেতেন তবে একটু আগে আপনারাই বললেন না যে অপরাধীকে ক্ষমা করা উচিত নয়। নিজেদের পায়ে আপনারা নিজেরাই তো কুড়ুল মেরেছেন।'

মন্ত্রণাকক্ষে উপস্থিত সবার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে দেখে সম্রাট পুনরায় বলতে লাগলেন, 'এবার আপনারা চিনে নিন ইংরাজদের দুষ্টগ্রহদের একবার তাকিয়ে দেখুন কেমব্রিজের লর্ডের দিকে যথাযোগ্য সুযোগ ও সম্মান দেওয়া হয়েছিল তাকে— বিনিময়ে তিনি ফরাসিদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন আর টমাস গ্রে উনিও ফরাসিদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে আমায় হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন এবার শুনুন লর্ড স্কুপের কথা উনি আমাদের পরম বিশ্বাসভাজন ছিলেন আমাদের এমন কোনও কথা নেই যা তিনি জানেনইনা এমন কি আমার অনেক ব্যক্তিগত কথাও জানেন তিনি। অথচ সেই বিশ্বাসী লোকই আজ অর্থের লোভে গোপনে ফরাসিদের সাথে হাত মিলিয়ে ইংল্যান্ডের সর্বনাশ করতে ব্যস্ত আপনি কি একবারও ভাবলেন না দেশদ্রোহিতা চরম অপরাধ? আমি ভেবেই পাচ্ছি না ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আপনার মতো একজন মিত্র কীভাবে শত্রুতে পরিণত হলেন? আপনার জন্য দুঃখ ও রাগ কিছুই কম হচ্ছে না ' এবার এক্সেটারের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠে বললেন 'এদের সবাইকে বন্দি করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করুন '

এক্সেটার বললেন, 'রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দি করা হল আপনাদের'

একযোগে সম্রাটের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন কেমব্রিজের লর্ড স্ক্রুপ আর গ্রে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ষড়যন্ত্র সফল হবার আগেই ধরা পড়ে গেছি আমরা। সম্রাট, আপনি আমাদের ক্ষমা করে অন্তত একবার সুযোগ দিন শোধরাবার'

সম্রাট বললেন, 'এবার শুনুন কী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন আপনারা। শত্রুর কাছ থেকে একগাদা টাকা ঘুষ নিয়ে আপনারা আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। কাজেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন আপনারা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এই জঘন্য কাজের জন্য আপনারা সত্যিই অনুতপ্ত তিনি যেন মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দেন আপনাদের'

বন্দিদের নিয়ে এক্সেটার কারাগারে চলে যাবার পর সমবেত অমাত্যদের সম্বোধন করে সম্রাট বললেন, সত্যিই ঈশ্বর আমাদের প্রতি অসীম করুণাময় নইলে এই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের কথা আমরা জানতেও পারতাম না। এখন আমাদের মাথার উপর থেকে বিপদের মেঘ সরে গেছে। ওই দেখুন জলপথে পতাকা দেখা দিয়েছে। ওটা হয় আমাদের নতুবা ফরাসিদের। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে। আসুন, আমরা সসৈন্যে এগিয়ে যাই'

ফরাসি রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে যুদ্ধপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় বসেছেন ফরাসি সম্রাট তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডফিন লুই, ব্রিটানির ডিউক এবং ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কনস্টেবল।

সম্রাট বললেন 'সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন ইংরাজ সেনাপতি। আমাদের উচিত সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করা। সেজন্য তৈরি হোন আপনারা'

দৃঢ়তার সাথে সম্রাটের বড়ো ছেলে ডফিন বললেন, 'বাবা, আমাদের উচিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করে তোলা এবং সেজন্য প্রয়োজন রাজ্যের দুর্বল সীমান্ত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখে আসা তবে আমার মতে সে ধরনের বিপদের আশঙ্কা নেই আমাদের

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সম্রাট ছেলের দিকে তাকাতেই ডফিন বলে উঠল, 'এখন ইংল্যান্ডের শাসনভার রয়েছে এক চঞ্চল, অস্থিরমতি যুবকের হাতে তাকে অপদার্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না

এবার কনস্টেবল বললেন 'রাজকুমার, আমার মনে হয় আপনি ইংরেজদের রাজা সম্পর্কে মনে মনে ভুল ধারণা পোষণ করছেন শত্রুকে খাটো করে দেখলে বিপদ হবার সম্ভাবনাই বেশি। তার বয়স অল্প হলেও ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী তিনি মহামান্য সম্রাট তার কাছে যে দূতকে পাঠিয়েছিলেন তার মুখেই শুনতে পাবেন রাজার কথাবার্তার মধ্যে কী ধরনের বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি সজাগ এবং সংকল্পে অটল নিজের বুদ্ধিমত্তাকে বোকার মতো হাবভাবের আড়ালে ঢেকে রাখতে তিনি খুবই পারদর্শী।'

রাজকুমার বললেন 'আমি ঠিক সে কথা বলতে চাইছি না কনস্টেবল তবে যাই হোক, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে আমাদের

চুপচাপ সবকিছু শোনার পর সম্রাট বললেন, 'বেশ তো, আমি মেনে নিচ্ছি রাজা হ্যারী খুবই শক্তিশালী তাহলে তার উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে আমাদের আমাদের রক্তের স্বাদ পেয়ে তার স্বজাতি পুলকিত আর তার স্বজাতির রক্ত বইছে তারই শরীরে। একবার ভাবুন

তো 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আমরা কেমন অপদস্থ হয়েছিলাম তাদের হাতে। আমাদের বীর যোদ্ধারা বন্দি হয়েছিল ওয়েলসের এডওয়ার্ডের হাতে। আশা করি সে কথা আপনারা ভুলে যাননি। আর ইংল্যান্ডের বর্তমান রাজা তো সেই বিজয়ী রাজাদের উত্তরসূরি। কাজেই তার স্বাভাবিক শক্তি সামর্থ্যকে আমাদের সমীহ করে চলতে হবে বইকি '

এমন সময় একজন ভৃত্য এসে সম্রাটকে জানাল যে ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারির দূত তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান সম্রাট তাকে রাজসভায় নিয়ে আসতে বললেন

ইংল্যান্ডের রাজার দূতের কথা শুনে ডফিন বললে, 'দূতকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাদের চেয়ে আমরা কোনও অংশে খাটো নই। বাবা! আপনি তাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনিও এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি নিজেকে ছোটো করে দেখা, অবহেলা করা এও জঘন্য অপবাদ '

এক্সেটার এসে সম্রাটকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারি আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি বলেছেন তার যে ন্যায্য অধিকার আপনি অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন তা তাকে ফেরত দিতে হবে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব সম্মান তার প্রাপ্য সেগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন ফরাসিরাজ। তিনি আরও বলেছেন তার দাবি যে অন্যায্য নয়, আশা করি তা মেনে নেবেন ফরাসিরাজ ' এরপর একটা কাগজ বের করে সম্রাটের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি মনে করেন তিনিই এডওয়ার্ডের বংশধর, তাহলে উপযুক্ত দাবিদারের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তিনি যেন এ-রাজ্য ছেড়ে চলে যান আমি আশা করি তার প্রাপ্য থেকে'—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন সম্রাট, 'আর যদি তা না করি, তাহলে?'

'যদি একান্তই আপনি তা করতে অপারগ হন, তাহলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে হবে আপনাকে। এমনকি আপনি হৃদয়ের মাঝখানে রাজমুকুট লুকিয়ে রাখলেও তিনি সেখানে হামলা চালাতে পেছপা হবেন না। তাইতো তিনি ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসেছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আর তা কী ভয়ংকর রূপ নিয়ে দেখা দেবেন, আশা করি আপনি তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন সম্রাট

'ঠিক আছে, আপনাদের রাজার ইচ্ছে জানা রইল আমার, বললেন সম্রাট, 'তবে এ ব্যাপারে একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার। কাল আপনি আমাদের বক্তব্য জেনে নিয়ে আপনাদের রাজাকে জানাবেন '

রাজকুমার ডফিন জিজ্ঞেস করলেন দূতকে, 'আমার সম্বন্ধে আপনাদের রাজার কী অভিমত?'

'তিনি আপনাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন, জবাব দিলেন দূত, 'আপনার পিতা যদি আপনার পরিহাসের সুবিচার না করেন, তাহলে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন রাজা।'

ডফিন বললেন, 'বাবা যদি মিষ্টি কথায় এর জবাব পাঠান তাহলে সেটা আমার মতবিরুদ্ধ হবে তাছাড়া ইংল্যান্ডের রাজার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে মোটেও উৎসাহী নই আমি তার ছেলেমানুষী আচরণের জন্য ঠাট্টা করে তাকে টেনিস বল উপহার পাঠিয়েছি '

'আপনার জন্যই প্যারিসের সর্বনাশ হবে', বললেন দূত

সম্রাট বললেন, 'আমার কথা তো আপনি শুনলেন দয়া করে আগামীকাল এসে আপনাদের রাজার প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে যাবেন।'

'বৃথা সময় নষ্ট করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না সম্রাট' বললেন দূত, 'আমার ফিরতে দেরি হলে হয়তো তিনি নিজেই এসে যাবেন এখানে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি এদেশে এসে পৌঁছে গেছেন।'

'তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেও আমাদের করার কিছু নেই', বললেন সম্রাট, 'তিনি নিজেও কি বুঝতে পারছেন না এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য একটা রাত্রি কি খুব বেশি সময়? যাইহোক, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আমার বক্তব্য আপনাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেব।'

দূত চলে যাবার পর ফরাসি সম্রাট তাঁর অনুগত লর্ড এবং অন্যান্য সভাসদদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি চাই যে এবার আপনারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ নিন। আর তা যদি না পারেন, তাহলে মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করে সবার কাছে ধিকৃত হোন। শান্তি সবারই কাম্য আর চিরস্থায়ী শান্তির যে কী ফল তাও আপনারা সবাই জানেন। শান্তি যেমন মানুষকে বিনয়ী করে তোলে তেমনি এটাও সত্য যে শান্তিই আবার তাকে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। যখন যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে, তখন শৃগালের আচরণ পরিহার করে সিংহবিক্রম জাগিয়ে তোলাটাই প্রতিটি সৈনিকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোমলতাকে ঝেড়ে ফেলে দৈহিক সামর্থ্যকে সংগঠিত করুন। সমস্ত উদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়ুন শত্রুদের উপর। হে বীর যোদ্ধারা, আপনাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত বইছে আপনাদের শরীরে। তারা ছিলেন আলেকজান্দারের মতো নির্ভীক বীর। আপনারা যে সুযোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র তা প্রমাণ করে দিন আপনাদের কাজের মধ্য দিয়ে। নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে আপনারা ঘৃণ্য মনোভাবাপন্ন লোকদের বুঝিয়ে দিন কীভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। ঈশ্বরের নামে আপনারা শপথ নিন যে পূর্বপুরুষদের যোগ্য বংশধর আপনারা। আপনাদের চোখে আমি দেখতে পেয়েছি গ্রেহাউন্ডের ছবি। সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন আপনারা। সুযোগ এলেই আপনারা বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর উপর। আপনারা এবার প্রস্তুত হোন, অচিরেই যুদ্ধ বেধে যাবে।'

হ্যারিফিউরের শহরে ঢোকার মূল ফটকের সামনেই রয়েছে বিশাল প্রান্তর। ফটকের দেওয়ালের উপর রয়েছেন রাজ্যপাল এবং কিছু সংখ্যক নাগরিক। সসৈন্যে প্রবেশদ্বারের সামনের প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে চিন্তিত মুখে সম্রাট হেনরি বললেন, 'ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখানকার শাসনকর্তা এখনও পর্যন্ত তার কর্তব্য স্থির করে উঠতে পারেননি। এটাই সন্ধির শেষ সুযোগ। হয় যুদ্ধ কর নতুবা সন্ধির পথ বেছে নাও। আমি একজন প্রকৃত সৈনিক। একবার খাপ থেকে তলোয়ার বের করলে অর্ধেক রাজ্য জয় না করে হ্যারিফিউরেরকে ছাড়ব না। এ শহর সমাধিতে পরিণত হবে। নিষ্ঠুর মনের পরিচয় দিতে আমি মোটেও শঙ্কিত হব না নর-নারীর মৃতদেহের স্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে। এই অশুভ যুদ্ধের পরিণামে যদি কোনও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়, তবে তার দায়িত্ব আমার নয়। হে হারফিউরের অধিবাসীবৃন্দ! এবার আপনারা ভাবুন কী করে নিজেদের শহরকে রক্ষা করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সৈন্যরা আমার আয়ত্তে আছে, আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ধ্বংস, হানাহানি আর রক্তক্ষয় যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এবার বলুন আপনারা কী চান? আপনারা কি চান আত্মসমর্পণ করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে, প্রিয় শহরকে ধ্বংসের হাত রক্ষা করতে নাকি হিংসার আশ্রয় নেবার জন্য আমাদের বাধ্য করাতে?'

রাজাগোপাল বললেন, 'যে ডফিনের উপর আমরা নির্ভর করেছিলাম উনিই আমাদের হতাশ করেছেন তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন এখন এত বড়ো অবরোধ তুলে নেওয়া সম্ভব নয় এই মুহূর্তে আমরা আপনার করুণার উপর নির্ভরশীল স্বেচ্ছায় আমরা আত্মসমর্পণ করছি।'

সম্রাট বললেন, 'বেশ, তাহলে আপনার প্রাসাদের প্রবেশদ্বার খুলে দিন কাকা এক্সেটার! চলুন আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। যুদ্ধের জন্য আমি আগামীকালই তৈরি হব সৈন্যেরা পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত আপনি ফরাসি আক্রমণের হাত থেকে প্রাসাদকে রক্ষা করবেন

তূর্যধ্বনি সহকারে সসৈন্যে হারফিউরেবে প্রবেশ করলেন সম্রাট হেনরি

রোয়েন নগরী ফরাসিরাজের প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন চার্লস ও ইসাবেলার কন্যা ক্যাথারিন এবং তার পরিচারিকা অ্যালিক

ইংরেজি ভাষাটা ক্যাথারিন না জানলেও তার পরিচারিকা অ্যালিক কিন্তু দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে থাকার দরুন ইংরেজি ভাষাটা ভালোই রপ্ত করেছে ক্যাথারিন এখন তার কাছ থেকে ইংরেজি শিখছেন

একসময় অ্যালিক বললেন, 'আপনার যেমন আগ্রহ দেখছি তাতে আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই আপনি ইংরাজি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিতে পারবেন। আর আপনরা উচ্চারণ তো ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী মেয়েদের মতোই কাজেই অল্পদিনের মধ্যে আপনি ভাষাটা শিখে নিতে পারবেন।'

এদিকে ফরাসি সম্রাটের প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন সম্রাট, বড়ো ছেলে ডফিন, ব্রিটানির ডিউক এবং ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কনস্টেবল আলোচনাকালীন সম্রাট বললেন, 'আমার বিশ্বাস তিনি শেন নদী পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন আমাদের প্রাসাদের দিকে '

কনস্টেবল বললেন, 'সম্রাট! আমরা যদি এখনও তাকে বাধা না দিই, তাহলে চলুন আমাদের আঙুর বাগিচাগুলি বর্বরদের হাতে তুলে দিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়ে যাই

রাজকুমার ডফিন বললেন, 'বিনা প্রতিরোধে যদি তারা এগিয়ে আসে, তাহলে জমি-জায়গাগুলো বেচে দিয়ে অখ্যাত অ্যালিবিয়ান দ্বীপে গিয়ে মাথা গুঁজে থাকব

'হতচ্ছাড়াগুলো যে কোথা থেকে এত জোর পেল তা বুঝতে পারছি না' বললেন কনস্টেবল, আবার আমাদের দেশের একদল ছেলে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করছে হতভাগা বিশ্বাসঘাতকের দল '

রাজকুমার ডফিন বললেন, 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে দেশের মহিলারা আমাদের বীর্যহীন বলে ধরে নিয়েছে তারা নাকি বলছে তেজস্বী ইংরেজ যুবকদের কাছে নিজেদের দেহকে বিলিয়ে দিয়ে তারা এ দেশটাকে জারজ সন্তানের দেশে রূপান্তরিত করবে '

ব্রিটানির ডিউক বললেন, 'মহিলারা বলছে আমরা যেন ইংরেজদের নাচের স্কুলে গিয়ে ভালো করে নাচ শিখি কারণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার চেয়ে সেটাই নাকি শ্রেয় '

অস্থির হয়ে সম্রাট বললেন, 'মন্তজয় কোথায়? দূত পাঠান তার কাছে সে গিয়ে ইংরেজদের বলুক আমরা কেমন সাহসের সাথে তাদের প্রতিরোধ করতে চাই এরপর অমাত্যদের দিকে

ফিরে তিনি বললেন 'আপনারা সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজদের প্রতিরোধ করুন নিজেদের সম্মান প্রতিপত্তি রক্ষা করতে রুখে দাঁড়ান মহাশত্রু হ্যারির বিরুদ্ধে উপত্যকাগুলিকে যেমন গলিত তুষারকণা গ্রাস করে নেয়, আল্পস পর্বত যেমন তুষারে ঢেকে যায় তেমনি আপনারাও সর্বশক্তি দিয়ে গ্রাস করুন ইংরেজদের আপনাদের মধ্যে যে শৌর্য বীর্য আর সাহসিকতা রয়েছে, সেটা আপনারা প্রমাণ করুন হ্যারিকে বন্দি করে আমাদের শিবিরে এনে।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে কনস্টেবল বললেন, 'প্রকৃত বীরের মতোই কথা বলেছেন সম্রাট হ্যারির সৈন্যরা সংখ্যায় কম পথশ্রমে ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। এ অবস্থায় আমাদের দেখতে পেলে তাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করে দেবে যুদ্ধে জিততে গেলে মুক্তিপণই বেশি প্রয়োজন আমাদের ভীত ইংরেজরা অনায়াসেই তা মেনে নেবে।'

'ঠিক তাই', বললেন সম্রাট, 'মন্তজয়কে পাঠিয়ে দিন সে গিয়ে যেন ইংল্যান্ডের রাজাকে বলে যে মুক্তিপণ স্বরূপ কত পাউন্ড দিতে রাজি আছেন তিনি আর ডফিন, তুমি থাকবে আমাদের সাথে বাকি সবাই এখনই রওনা হোন। যত শীঘ্র পারেন বিজয় সংবাদ নিয়ে আসবেন '

ইংরেজ শিবিরে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন লর্ডরা। সাহসিকতা আর বীরত্বের সাথে শিবিরের নিকটবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু রক্ষার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এক্সেটারের ডিউক। লেফটেন্যান্ট পিস্টলও লড়াই করে যাচ্ছেন বীরত্বের সাথে

ওদিকে আবার সামান্য এক থালা চুরির অপরাধে বার্ডলফের ফাঁসির আদেশ দিলেন এক্সেটারের ডিউক সে আদেশ শুনে মর্মাহত পিস্টল ফিউ এলেনকে বললেন তিনি যেন ডিউকের সাথে কথা বলে যে কোনও ভাবেই হোক বার্ডলফের প্রাণদণ্ডাদেশ রদ করার ব্যবস্থা করেন

সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ-পরিচালনা করছেন যুদ্ধক্ষেত্রের অপর প্রান্ত থেকে সে সময় ফিউ এলেন এসে তাকে বললেন যে বীরত্বের সাথে সেতুটাকে রক্ষা করে চলেছেন এক্সেটারের ডিউক। ফরাসিরা পেছু হটতে শুরু করেছে তিনি এও বললেন যে প্রচুর শত্রুসৈন্য মারা গেছে সম্রাটের পক্ষে মাত্র একজন সেনা নিহত হয়েছে আর গির্জা থেকে চুরি করতে গিয়ে বার্ডলফ নামে এক ব্যক্তি ধরা পড়েছে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন এক্সেটারের ডিউক।

সম্রাট বললেন এমন জঘন্য অপরাধের এরূপ শাস্তি হওয়াই উচিত ' সবাইকে আমার আদেশ জানিয়ে দাও যে এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমরা জোর করে কোনও কিছু সাথে নিয়ে যাব না আর দেখবে আমাদের কেউ যেন কাউকে কটূক্তি বা গালমন্দ না করে '

এমন সময় ফরাসি দূত মন্তজয় এসে সম্রাটকে বললেন, 'আমাদের রাজা আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছে তিনি আমাকে বলতে বলেছেন যে দেখতে মৃত মনে হলেও আমরা আসলে নিদ্রিত হঠকারিতার চেয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকাটা আমরা শ্রেয় বলে মনে করি তিনি বলেছেন আপনি যেন মুক্তিপণের কথাটা বিবেচনা করেন কারণ রাজকোষ প্রায় শূন্য আর যা রক্তক্ষয় হয়েছে তাতে ভবিষ্যতেও রাজকোষ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা খুবই কম '

দূতের সব কথা শুনে ম্লান হেসে সম্রাট বললেন, তোমার দৌত্যকার্যে আমি খুশি হয়েছি তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো এখন তাকে আমার প্রয়োজন নেই যদিও শত্রুর কাছে নিজের গোপন কথাটা বলা উচিত নয় তবুও বলছি আমারও প্রচুর সৈন্য মারা গেছে আর যারা রয়েছে তারাও যুদ্ধ করে করে আর উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কাপের উপর দিয়ে আমি

যখন সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে যাব তখন কেউ যেন আমাদের বাধা না দেয়। যদি তোমাদের রাজা বা অন্য অঞ্চলের কেউ আমাদের বাধা দেয়, তাহলে কিন্তু রক্তনদী বইয়ে দিতেও পিছপা হব না আমরা '

ফরাসিরা তাদের শিবির বসিয়েছে বিশ্ববিখ্যাত আজিনকোর্টের নিকটবর্তী প্রাঙ্গণে হ্যারিফিউয়েরের রাজ্যপাল ফরাসি লর্ড র‍্যামবুরেস বললেন কনস্টেবলকে, 'আপনার তাঁবুতে কিছু অস্ত্র শস্ত্র দেখতে পেলাম। তাদের প্রত্যেকের উপরে কী যেন ছাপ রয়েছে। ওগুলো কি সূর্যের না তারার ছাপ?'

'তারার ছাপ,' বললেন কনস্টেবল।

র‍্যামবুরেস বললেন, 'আগামীকাল আমার কয়েকটা দরকার

'আমার কোনও আপত্তি নেই', বললেন কনস্টেবল, 'আপনার যতগুলি খুশি নিয়ে নেবেন '

এমন সময় রাজকুমার ডফিন এসে আবেগের সাথে বললেন, 'আমি স্থির করেছি আগামীকাল এক মাইল রাস্তা ঘোড়ায় চড়ে যাব। আর দুধারে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে ইংরেজদের মড়ার মাথার খুলি '

কনস্টেবল বললেন, 'রাজকুমার সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধি থাকলে ইংরেজদের উচিত পালিয়ে যাওয়া নইলে একেই তারা ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে, শেষে সমূলে ধ্বংস হবে।'

হেসে লর্ড অরলেন্স বললেন, 'নিতান্তই বোধশক্তির অভাব ইংরেজদের ভেবে পাইনা কী করে এত ভারী শিরস্ত্রাণ তারা মাথায় পরে! যুদ্ধ করবে কী! ওরা তো ভারের চোটে মাথা সোজা করেই দাঁড়াতে পারে না '

কনস্টেবল বললেন, 'আমাদের মোটেও সময় নষ্ট করা উচিত নয় এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। তাহলে কাল সকালের আগেই তাদের কোণঠাসা করে ফেলতে পারব। আমাদের লক্ষ্য থাকবে প্রত্যেকে কমপক্ষে একশোজন করে ইংরেজ সৈন্য মেরে ফেলবে '

ফরাসি শহর আজিনকোর্টের নিকটবর্তী এক নির্জন প্রান্তরে ইংরেজ শিবিরে বসে আলোচনারত সম্রাট, গ্লস্টারের ডিউক এবং বেডফোর্ডের ডিউক

বিষণ্ণমুখে সম্রাট বললেন, 'দেখুন গ্লস্টার, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের সাহস প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে কারণ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। আপনারা সবাই মনে রাখবেন রাত্রির পরই সকাল আসে, অন্ধকারের পরই দেখা দেয় আলো। তেমনি খারাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ভালোর সংকেত তাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদেরও সুদিন আসছে। স্যার টমাস ও গ্লস্টার, তোমরা উপস্থিত রাজাদের গিয়ে বল তারা যেন এসে আমার সাথে দেখা করেন '

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এরপিংহাম তাকে দেখে রাজা বললেন 'নাইট' আপনি আপনার ভাইকে অনুসরণ করুন দেখা করুন ইংল্যান্ডের সেনাপতিদের সাথে

এরপিংহাম বললেন 'মহান সম্রাট হ্যারি! স্বর্গের দেবতারা রক্ষা করুন আপনাকে

সবাই শিবির ছেড়ে যাওয়ার পর এবার নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন রাজা 'হে যুদ্ধের দেবতা তুমি সর্বদা আমার পাশাপাশি থেকো আমার সৈন্যদের মনোবল যেন ভেঙে না পড়ে। বিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা দেখে তারা যেন ভয় না পায়।

এমন সময় গ্লস্টার এলেন সেখানে তিনি ম্লানমুখে বললেন, প্রভু'।

'বলো গ্লস্টার, কী খবর' জানতে চাইলেন রাজা।

উত্তর দিলেন গ্লস্টার, 'যুদ্ধের গতি এখন যে দিকে যাচ্ছে তাতে... '

আতঙ্কিত হয়ে রাজা বললেন, 'শীঘ্র বল কি বলতে চাও তুমি?'

গ্লস্টার জবাব দিলেন, 'যুদ্ধের গতি প্রকৃতি খুব সুবিধের নয়।' তার কথা শুনে বিষাদের ছায়া আরও গম্ভীর হল সম্রাটের মুখে।

ওদিকে ফরাসি শিবিরে বসে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন সম্রাটের বড়ো ছেলে ডফিন, অরলেন্সের ডিউক এবং র‍্যামবুরেসের ডিউক।

এ সময় কনস্টেবল এসে পড়ায় সবাই তাকে অভিবাদন জানাল। সাথে সাথেই একজন সংবাদবাহক এসে উপস্থিত হল সেখানে। সে বলল যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম অংশে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে জোর লড়াই শুরু করে দিয়েছে ফ্রান্সের বীর যোদ্ধারা।

দূতের মুখে রণপরিস্থিতির কথা শুনে কনস্টেবল সবাইকে বললেন, 'এখনও আপনারা যুদ্ধের পোশাক পরে তৈরি হননি? যান, শীঘ্র তৈরি হয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপুন।'

কনস্টেবলের কথা শেষ হতে না হতেই হুড়োহুড়ি করে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হতে লাগলেন সমবেত লর্ডরা। কনস্টেবল বলতে লাগলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইংরাজ সৈন্যদের মুখোমুখি দাঁড়ান। দেখবেন ভয় আর আতঙ্কে তারা চুপসে গেছে। মনে হয় না সশরীরে সেখান পৌঁছাবার পর আমাদের সেরূপ কোনও কাজ আছে।'

অরলেন্স জানতে চাইলেন, 'আমরা যুদ্ধস্থলে পৌঁছান মাত্রই কি শত্রুসেনারা আত্মসমর্পণ করবে?'

'তা অবশ্য নয়, তবে অনেকটা সেই রকমই মনে করা যেতে পারে', বললেন কনস্টেবল, 'কারণ শত্রুসৈন্যের শিরায় এত রক্ত নেই যা দিয়ে আমাদের প্রতিটি সৈনিক তার নিজের অস্ত্র রাঙিয়ে নিতে পারে।'

'তাহলে আর কষ্ট করে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গনে গিয়ে লাভ কী?' বললেন র‍্যামবুরেসের ডিউক।

তার কথা শেষ হতে না হতেই কনস্টেবল বলতে লাগলেন, 'অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আজ আমরা ফরাসি বীররা যুদ্ধে যাচ্ছি বটে, তবে সেখানে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে শত্রুসৈন্যের অভাবে আমাদের খাপ থেকে তলোয়ার বের করার প্রয়োজনই হল না। দূর থেকে আমরা একটা ফুঁ দিলেই দেখবেন তারা তুলোর মতো বাতাসে উড়ে যাবে।'

র‍্যামবুরেসের ডিউক বললেন, 'তাহলে আর কি প্রয়োজন ছিল আমাদের বীর যোদ্ধাদের একত্রিত করবার? দেখছি এত অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করাটাও বৃথা যাবে।'

'খুবই খাঁটি কথা', বললেন কনস্টেবল, আমাদের মতো বীর যোদ্ধাদের না ডেকে সম্রাট তার ভৃত্যদের দিয়েই এ কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। যাই হোক আপনার মনে রাখবেন বিনা যুদ্ধে কাজ হাসিল হলেও তা মোটেও সম্মানজনক নয়। লড়াইয়ের মাধ্যমেই জয়মাল্য পেতে হবে আমাদের।'

মুখে হতাশার ছাপ এনে ডফিন বললেন, 'আমরা যদি মনের সুখে লড়াইয়ের সুযোগ না পাই, তাহলে সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। বুঝতে পারছি না আমরা কি অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে সেখানে গিয়ে সৈন্যদের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য উত্তম খাদ্য আর ঘোড়াদের জন্য ছোলার ব্যবস্থা করে ফিরে আসব?'

মুচকি হেসে অবরলেন্স বললেন, ব্যাপারটা তো তাই মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যদের ও ঘোড়াগুলিকে খাইয়ে চাঙ্গা করেই যুদ্ধের সাধ মেটাতে হবে আমাদের '

কনস্টেবল বললেন, 'আমি কিন্তু সবার আগে ভাবব নিজের নিরাপত্তার কথা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যাব আর সে গুলোকে ঠিকঠাক কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করব আর দেরি করা বোধহয় সমীচীন হবে না আসুন সবাই ঘোড়ায় চাপি

ওদিকে ইংরেজ শিবিরে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় বেডফোর্ড বলে উঠলেন, 'সম্রাট নিজেই গিয়েছেন গোপনে শত্রু সেনার খোঁজ নিতে। শোনা যাচ্ছে তাদের মোট সংখ্যা নাকি ষাট হাজার

এক্সেটার বললেন,'তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের প্রতি পাঁচজনের সাথে আমাদের একজনকে যুদ্ধ করতে হবে, তাই না?

সে সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্যালিসবেরি। কথাটা শুনে তিনি বিবর্ণ মুখে বললেন, 'দেখা যাচ্ছে আমাদের হয়ে ঈশ্বরকেই লড়াই করতে হবে আমি অন্তত হাত-পা গুটিয়ে রেখে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে রাজি নই আপনারা আমায় ছেড়ে দিন। আমি যাচ্ছি যুদ্ধ করতে '

স্যালিসবেরি চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে সম্রাট এলেন সেখানে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা যদি মোট দশ হাজার হয় তাহলে মাত্র এক হাজার লোক যুদ্ধ করছে, আর বাকি ন'হাজার দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে '

সম্রাট বললেন, 'না, তা হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধে মারা গেলে আমরা দেশকে হারাব। আর যদি যুদ্ধে জিততে পারি তাহলে মুষ্টিমেয় যে ক'জন বীরের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে কথাটাই বড়ো হয়ে দেখা দেবে সবার সামনে সবচেয়ে বড়ো হল বীরত্বপূর্ণ কাজের সম্মান ধন সম্পদের জন্য আমি মোটেও আগ্রহী নই তবে রক্তে স্নান করা যদি পাপ হয়, তার জন্য আমি নরকে যেতেও পেছপা নই আমি চাই না বাড়তি একজন লোকও এ সম্মানের অংশীদার হোক যুদ্ধে যে আমরা জয়ী হব এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত বাড়তি লোক তো আমি চাইনা, বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যদি কেউ চলে যেতে চায় তাহলে তার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আমি মনে করি আজকের বিশেষ দিনটা 'ক্রিসপিয়ানের দিন আজ যে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে, সে আজকের দিনটার নামকরণের সময় সে নিজেকে ক্রিসপিয়ানের সমকক্ষ বলে চিহ্নিত হবে সে যে এদিনে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল সে কথা দীর্ঘদিন মনে রাখবে দেশের মানুষ প্রতিটি দেশবাসীর হৃদয়ের অন্তস্থলে খোদিত হয়ে থাকবে আপনাদের সবার নাম

ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'ফরাসিরা আমাদের আক্রমণ করল বলে। মহারাজ' আর দেরি না করে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করুন '

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে ফরাসি ঘোষক বললেন, 'মহারাজ, আমি জানতে চাই যে নিশ্চিত পরাজয়ের আগে আপনি কি আপনার মুক্তিপণের ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখবেন? আপনার দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা পুনর্বার ভেবে দেখার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন কনস্টেবল নইলে তাদের মৃতদেহগুলি রাস্তায় পড়ে থেকে পচে দুর্গন্ধ বেরোবে

সব কথা শোনার পর সম্রাট বললেন মন্তজয়কে 'তোমার প্রভু কনস্টেবলকে বলো তিনি যেন আগে আমাকে জয় করার ব্যবস্থা করেন নইলে আমার অস্থি বিক্রয়ের চিন্তা করার ব্যাপারটা

তার পক্ষে শুধু ভুলই নয়, 'হায় ভগবান! আমি বুঝতে পারছি না কেন এরা আমার সাথে পরিহাস করছে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই যুদ্ধে মৃত্যুর শিকার হবে তবুও তারা আজীবন বেঁচে থাকবে দেশবাসীর মনে। আমি গর্বের সাথে বলছি আমি একজন প্রকৃত সৈনিক যদিও আমার পথ কাঁটায় ভরা, একে একে খসে পড়ছে শিরস্ত্রাণের পালক, তবুও কথা দিচ্ছি শেয়ালের মতো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাব না আমি ফরাসি সৈনিকদের শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়ে তাদের যুদ্ধ করার শখ চিরদিনের মতো মিটিয়ে দেবে আমার সৈন্যরা তাই তোমায় বলছি, হে দূত মুক্তিপণের প্রশ্ন নিয়ে তুমি আমায় অযথা বিরক্ত কর না '

মন্তজয় সম্রাটকে বললেন, 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনার কথা রাখার জন্য আশা করি মুক্তিপণের বিষয় নিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না আমি '

বিষণ্ণ হেসে সম্রাট বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হয় মুক্তিপণের ব্যাপারে তুমি আবার আমার কাছে আসবে '

আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ চলে গেলেন মন্তজয়

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বলে উঠলেন অরলেন্স 'হে ভগবান! এ কী করলে তুমি আমাদের সবার মুখে পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়ে দিলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডফিন বললেন, 'বেঁচে থেকেও আজ আমি মৃত! আজ আমার সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে অপমান, ঘৃণা আর লজ্জা।'

কনস্টেবল বললেন, 'আমাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী সবাই পরাজিত হয়েছে '

আর্তনাদ করে ডফিন বলে উঠলেন 'হায় ভগবান! এ কী করলে তুমি! কী নিদারুণ লজ্জা তুমি আমার সারা মুখে মাখিয়ে দিলে! এ পোড়া মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না এবার আমরা ছুরির আঘাতে নিজেদের দেহকে জর্জরিত করে দেব হায়! এদের ভরসা করেই আমরা পাশার দান চেলেছিলাম এদের হেয়জ্ঞান করে কি ভুলই না আমরা করেছিলাম?'

কপালে করাঘাত করতে করতে অরলেন্স বলে উঠলেন, 'এতদিন আমরা ভুলের রাজ্যে বাস করছিলাম তবে কি রাজাকে মুক্তিপণের প্রস্তাব পাঠিয়ে আমরা ভুল করেছিলাম?'

এতক্ষণ চুপচাপ কপালে হাত দিয়ে বসেছিলেন বুরবোঁ এবার তিনি বললেন, 'লজ্জা! শুধু লজ্জাই আজ আমাদের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন সবাই সম্মানে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাই আমার আহ্বানে যিনি সাড়া দেবেন না তিনি নির্লজ্জ বেহায়া নিজের মাথার টুপি খুলে রেখে সে দরজা খুলে দেবে আর কুকুরের মতো ক্রীতদাসরা এসে তাদের মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করবে? যত সব অপদার্থ '

তার কথা শেষ না হতেই কনস্টেবল বলতে লাগলেন, 'শুধু বিশৃঙ্খলাই আজ আমাদের ঠেলে দিয়েছে পরাজয়ের সামনে যে কাজ আমরা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে কাজেই আর দেরি করা ঠিক নয় বন্ধুগণ আসুন, সময় থাকতে থাকতে আমরা আত্মহত্যা করে লজ্জা আর অপবাদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাই '

অরলেন্স বললেন, 'নাভিশ্বাস উঠলেও এখনও প্রাণের স্পন্দন রয়েছে আমাদের শরীরে আসুন, মন থেকে নৈরাশ্যকে ঝেড়ে ফেলে আমরা শেষবারের মতো একবার চেষ্টা করে দেখি

আমি বিশ্বাস করি আমাদের সৈন্যরা যদি দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে, তাহলে ইংরেজ সেনাদের টুঁটি চেপে ধরে তারা অনায়াসেই তাদের যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দিতে পারবে

শৃঙ্খলার দিকে তাকাবার সময় অনেক আগেই চলে গেছে তাই জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে সেই সাথে লজ্জাকে সুনিশ্চিত আর দীর্ঘস্থায়ী করবার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে এখন তুমুল হই হট্টগোল চলেছে সম্রাটকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখে ঘন ঘন তার জয়ধ্বনি দিচ্ছে সৈন্যরা।

সম্রাটের কাকা এক্সেটার রয়েছেন তার পাশে— তার পিছনে দাঁড়িয়ে একদল বন্দি

সম্রাট বললেন, 'হে আমার অভিন্ন হৃদয় দেশবাসী আর বীর সৈন্যগণ অসম্ভবকে আজ সম্ভব করে তুলেছি আমরা। কিন্তু তবুও আমরা সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হইনি। এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ ফরাসি সেনাদের ব্যস্ত রাখা '

'মহারাজ, ইয়র্কের ডিউক আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ' বললেন এক্সেটার

'তাই নাকি ' যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দেখেছিলাম এখন তিনি ভালো আছেন তো ?' জানতে চাইলেন সম্রাট।

এক্সেটার বললেন, 'তিনি একজন বীর সৈনিক। তার রক্তাক্ত দেহের পাশে পড়েছিল তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সাফোকের আর্ল-এর দেহ প্রথম মারা যান সাফোক আহত অবস্থায় তিনি বুকে হেঁটে ইয়র্কের রক্তাক্ত দেহের কাছে যান। তারপর তার ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তাক্ত দাড়িতে হাত বুলিয়ে ক্ষতস্থানে বারবার চুমু খেয়ে তিনি বলেন, 'সাফোক তুমি আর একটু অপেক্ষা কর আমার জন্য। আমার আত্মাও তোমার স্বর্গে যাবার পথে সঙ্গী হবে। তারপর আমরা উভয়ে আলিঙ্গনরত অবস্থায় স্বর্গের দিকে রওনা হব যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা পাশাপাশি থেকে মোকাবিলা করেছি শত্রুর সাথে। এক মুহূর্ত তিনি চুপ করে থেকে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে বললেন 'প্রভু, আপনি সম্রাটকে বলবেন যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বীরত্বের কথা সাথে এও বললেন আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি কথাগুলি বলতে বলতে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন বন্ধু সাফোকের বুকের উপর। সামান্য কিছুক্ষণ বাদে তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুলে চুমু খেলেন বন্ধুর রক্তাক্ত ঠোঁট দুটিতে। তারপর তিনি শেষবারের মতো আছড়ে পড়লেন বন্ধুর বুকের উপর।'

এই কথাগুলি বলতে বলতে একটু থেমে গেলেন এক্সেটার তারপর চোখের জল মুছে নিয়ে কান্নাভেজানো স্বরে বললেন, 'চোখের সামনে এরূপ অভাবনীয় ভালোবাসা দেখতে পেয়ে আমি কেন জানি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম মহারাজ আমার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল অন্য কোনও পরিস্থিতি হলে হয়তো আমি সামলে নিতে পারতাম কিন্তু সে মুহূর্তে যেন কিছুই করা সম্ভব হল না '

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সম্রাট, 'এতে তো আপনার কোনও দোষ নেই কাকা আপনার মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসার এমন উদাহরণ শুনে এমনিতেই আমার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে আর স্বচক্ষে দেখলে না জানি কী হত হয়তো আমিও বিহ্বল হয়ে পড়তাম, আমারও দু চোখ দিয়ে হয়তো বেরিয়ে আসত জলের ধারা।'

এমন সময় নিকটবর্তী স্থান থেকে কোলাহল ভেসে আসতেই সম্রাট সচকিত হয়ে চেষ্টা করলেন তার কারণ খুঁজে বের করতে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। তিনি বলে উঠলেন

'মনে হচ্ছে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফরাসিরা হয়তো বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্র করে নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে

এস্কেটার জানতে চাইলেন, 'এখন তাহলে আমাদের কী কর্তব্য সম্রাট?'

সম্রাট বললেন, 'আপনি সবাইকে আমার আদেশ জানিয়ে দিন যে সমস্ত বন্দিদের যেন এখনই হত্যা করা হয় '

'এছাড়া আর কী করতে হবে?' বললেন এক্সেটার

'সমস্ত সৈন্যদের বলুন যেন তারা সব সময় তৈরি থাকে কারণ যে কোনও সময় শত্রুর মোকাবিলা করার প্রয়োজন হতে পারে' বললেন সম্রাট।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপরীত শিবিরে বসে উচ্চপদস্থ সেনানী ফিউ অ্যালেন বললেন পাওয়ারকে, 'এভাবে নিরস্ত্র লোকদের নির্বিচারে হত্যা করাকে আমি মোটেও যুদ্ধের নিয়ম বলে মেনে নিতে রাজি নই। ওরা কাউকে রেহাই দেয়নি, এমনকি চাকর বাকরগুলোকেও ওরা মেরে ফেলেছে শুধু তাই নয়, ওরা তাদের জিনিসপত্র লুঠ-পাট করে নিয়ে গেছে এটা সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের নিয়মের পরিপন্থী আপনি ভাবতে পারেন এগুলো কী ধরনের জঘন্য শয়তানী?'

পাওয়ার বললেন, 'আমি নিঃসন্দেহ যে একজন চাকর-বাকরও বেঁচে নেই। তবে এমন হীন কাজ করল কে?'

'কে আর করবে' যে সব ভীরু শয়তানগুলি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে, তারাই করেছে এ কাজ। ওরা কি শুধু চাকর বাকরদেরই মেরেছে?' বললেন ফিউ অ্যালেন

'তবে! ওরা আর কী কী করেছে?' জানতে চাইলেন পাওয়ার।

ফিউ অ্যালেন বললেন, 'ওরা রাজার শিবিরে ঢুকে সবকিছু লুঠ করেছে। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে রাজার শিবির তাইতো রাজা আদেশ দিয়েছেন নির্বিচারে বন্দিদের হত্যা করার। যা করা উচিত সেটাই করেছেন রাজা। সত্যিই প্রশংসা করতে হয় রাজার সাহসিকতার তিনি প্রকৃতই একজন বীর '

'হ্যাঁঃ বীর তো বটেই' মনমাউথ বংশের ছেলে জানেন কী, আলেকজান্দার এই বংশেই জন্মেছিলেন, বললেন পাওয়ার।

'আপনি কোন আলেকজান্দারের কথা বলছেন সেই বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্দারের কথা?' জানতে চাইলেন ফিউ অ্যালেন

'তারই কথা বলছি আমি', জবাব দিলেন পাওয়ার

'আমি তো জানি বীর আলেকজান্দার জন্মেছিলেন ম্যাসিডনে শুনেছি তার বাবা পরিচিত ছিলেন ম্যাসিডনের ফিলিপ নামে', বললেন ফিউ অ্যালেন

পাওয়ার বললেন, 'আমারও বিশ্বাস ম্যাসিডনে জন্মেছিলেন আলেকজান্দার '

'আচ্ছা ' ম্যাসিডন আর মনমাউথ কি একই জায়গা?' জানতে চাইলেন ফিউ অ্যালেন।

'লোকেদের অভিমত তাই মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে একই স্থানে অবস্থান করছে ম্যাসিডন আর মনমাউথ মনমাউথের উপর দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। সেই একই নদী রয়েছে ম্যাসিডনে। সে নদীটি ওয়াই নামে পরিচিত ম্যাসিডনে তবে দুটো নদীর বর্ণনা একই রকম আলেকজান্দারের জীবনী পড়লে জানা যায় মনমাউথের হ্যারির সাথে তার কোনও পার্থক্য নেই

তা থেকে এও জানা যাবে কীভাবে ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর দুঃখে জর্জরিত হয়ে সুরার প্রভাবে আলেকজান্ডার নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ক্লিটাসকে।'

যেমন সুরার প্রভাবে আলেকজান্ডার হত্যা করেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে, তেমনি নেশাগ্রস্ত হয়ে মনমাউথের হ্যারিও সেই মোটাসোটা নাইটটিকে হত্যা করে খুব সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন আরে। মনে পড়ছে না, কী যেন নাম ছিল লোকটার?' বললেন পাওয়ার।

'তার নাম স্যার জন ফলস্টাফ', জবাব দিলেন হিউ অ্যালেন।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' বললেন পাওয়ার।

এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সম্রাট। ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'এতদিন মাথা ঠান্ডা রেখে চলেছি, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। এক্সেটার, তুমি ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও পাহাড়ের ধারে। দেখবে সেখানে রয়েছে অশ্বারোহী বাহিনী। তাদের বলবে যদি তারা আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে রাজি হয়, তবে তারা যেন এখনই এ দিকে চলে আসে। আর যদি তারা অনিচ্ছুক হয়, তবে সাফ বলে দেবে তারা যেন অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যায়। নইলে নাগালের মধ্যে যাকে পাব তাকেই হত্যা করব।'

সম্রাটের কথা শেষ হতে না হতেই ফরাসিদের ঘোষক মন্তজয় কিছু বলার উপক্রম করতেই সম্রাট বললেন, 'কী হল, আবার কি মুক্তিপণের কথা বলবে নাকি?'

মন্তজয় বললেন, 'না সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের সৈনিকদের মৃতদেহগুলি খুঁজে বের করে যাতে তাদের সমাধিস্থ করতে পারি সে অনুমতিই নিতে এসেছি আপনার কাছে। কারণ আমাদের বীর যোদ্ধাদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলি পড়ে রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। আপনি আমায় অনুমতি দিন যেন আমি মৃতদেহগুলি শনাক্ত করে তাদের সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করতে পারি।'

সম্রাট বললেন, 'শোন তুমি, আমি নিশ্চিন্ত নই যে আজকের দিনটি সত্যিই আমাদের কিনা। কেননা তোমাদের অনেক অশ্বারোহী সৈন্য এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।'

মন্তজয় বললেন, 'হ্যাঁ সম্রাট, আজকের দিনটা সত্যিই আপনাদের।'

'তাহলে ক্রিসপিন ক্রিসপিয়ানের দিনেই অ্যাজিনকোর্টের যুদ্ধ হল, কী বল?' বললেন সম্রাট।

তাদের কথার মাঝখানে কথা বলে উঠলেন হিউ অ্যালেন, 'সম্রাট, আপনার মাননীয় পিতামহ আর মহান খুল্লতাত ওয়েলসের কৃষ্ণরাজা এডওয়ার্ড একবার ফ্রান্সে এক বিখ্যাত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পেঁয়াজ চাষের ব্যাপারে ওয়েলসের অধিবাসীরা খুবই দক্ষতা দেখিয়েছিল। তারা পেঁয়াজের পাতা গুঁজে রাখত টুপির মাথায়। আমিও আশা করি সেন্ট ডেভিড দিনে আপনিও ঘৃণা করবেন না পেঁয়াজ পাতা ব্যবহার করতে।'

মহারাজ বললেন, 'আপনি তো জানেন আমার জন্ম-কর্ম সবই ওয়েলসে।'

'প্রভু যিশুর নামে শপথ নিয়ে আমি বলছি আমি আপনারই দেশের লোক। আর এ জন্য আমি মোটেও লজ্জিত নই। আমৃত্যু আমি দ্বিধাহীনভাবে সে কথা স্বীকার করে যাব।'

সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্তজয় চলে যাবার পর মাঝবয়সি এক সৈনিক এল সম্রাটের কাছে। সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মাথায় শিরস্ত্রাণের মতো কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে?'

'দস্তানাই বটে।' ম্লান হেসে বলল উইলিয়াম, 'তবে এটা একটা ইংরেজ সৈন্যের দস্তানা। হতচ্ছাড়া সেনাটা গতরাতে আমার সাথে ঝগড়া-তামাশা শুরু করেছিল ... বড়ো বড়ো কথা বলছিল

সে বলছিল বেঁচে থাকাকালীন দস্তানা নিয়ে কেউ তাকে প্রশ্ন করলে সে তার কানে ঘুসি মেরে দেবে। আর আমার দস্তানাটা পড়লে সৈনিক হিসেবে তার প্রতিজ্ঞা সে দস্তানা সর্বক্ষণ তার শিবস্ত্রাণে লাগিয়ে রাখবে।'

সম্রাট বললেন, বেশ এবার বলতো কার অধীনে লড়াই কর তুমি?

সৈনাটি জবাব দিল ক্যাপ্টেন পাওয়ারের অধীনে।'

'তুমি গিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ' বললেন সম্রাট

'এখনই আপনার আদেশ পালিত হবে', বলে চলে গেল উইলিয়াম

উইলিয়াম চলে যাবার পর সম্রাট বললেন ফিউ অ্যালেনকে, 'সেনাপতি পাওয়ারকে চেনেন আপনি?

'অবশ্যই চিনি। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন, ফিউ অ্যালেন

'তাহলে আপনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন ' বললেন সম্রাট, চলুন কাকা, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে দেখি সৈন্যরা কেমন ভেল্কি দেখাচ্ছে '

সম্রাট হেনরির শিবিরের অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে কথা বলছিলেন পাওয়ার আর উইলিয়াম সে সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন ফিউ অ্যালেন, 'মহারাজের শিবিরে আপনার ডাক পড়েছে ক্যাপ্টেন পাওয়ার, যত শীঘ্র সম্ভব তৈরি হয়ে আমার সাথে চলুন আপনি।'

পাওয়ারকে নিয়ে সম্রাটের সামনে এলেন উইলিয়াম আর ফিউ অ্যালেন এবার ফিউ অ্যালেন সম্রাটকে অভিযোগ জানিয়ে বললেন, 'শিবস্ত্রাণের উপর যে দস্তানাটা রয়েছে তা আমার এক সময় তাকে ওটা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি ওটা তার শিবস্ত্রাণে পড়বে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে আর আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার শিবস্ত্রাণে ওটা দেখতে পেলেই সাথে সাথে তাকে আঘাত করব আমিও তাই করেছি এবার আপনিই বলুন আমি কি কোনও অপরাধ করেছি?'

দস্তানাটা হাতে নিয়ে সম্রাট বললেন, 'এবার দেখ আমিই সেই লোক তুমি শপথ নিয়েছিলে আমায় আঘাত করবে সে সময় তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলে '

ফিউ অ্যালেন বললেন, 'আপনার সাথে অসদাচরণ করাটা আমার অজ্ঞাতেই হয়েছে কিন্তু সেদিন তো মহারাজের বেশে আপনি আমার সামনে আসেননি এসেছিলেন একজন সাধারণ মানুষের বেশে '

এবার এক্সেটারের দিকে দস্তানাটা বাড়িয়ে দিয়ে সম্রাট বললেন 'এটা দিয়ে দিন ওই সৈনিককে তাকে বলুন যতদিন পর্যন্ত আমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান না করছি ততদিন পর্যন্ত সে যেন সম্মানের স্মারক হিসেবে এটি তার শিরস্ত্রাণে ব্যবহার করে

এমন সময় সংবাদ নিয়ে এলেন সেখানে তাকে দেখে সম্রাট বললেন, 'কী হে! জানতে পেরেছ কি কতগুলি মৃতদেহ পড়েছে?'

সম্রাটের দিকে মৃতের তালিকাটি এগিয়ে দিলেন মন্ত্রজয়

তালিকাটা তার কাকা এক্সেটারের হাতে দিয়ে সম্রাট বললেন, দেখুন তো' এর মধ্যে কোনও উচ্চপদস্থ ফরাসি বন্দির নাম আছে কিনা

হ্যাঁ কয়েকজনের নাম রয়েছে এতে', বললেন এক্সেটার

'পড়ুন তো নামগুলো', বললেন সম্রাট।

বুরবোঁর ডিউক জন, রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র অরলেন্সের ডিউক চার্লস আর লর্ড বারমিউকোয়ান্ট— এছাড়া কয়েকজন নাইট, ব্যারন আর স্কোয়ার মিলিয়ে পনেরোশো বন্দির নাম রয়েছে।

তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে দশহাজার সৈন্য রয়েছে আর বাকিরা সবাই কোনও না কোনও দিক দিয়ে রাজার আত্মীয়

সম্রাট বললেন, 'এ যে দেখছি রাজা মহারাজারা দল বেঁধে মারা গেছেন '

'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বললেন এক্সেটার।

'আশ্চর্যের ব্যাপার তো বটেই। যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা ছিলাম পুরোপুরি অনভিজ্ঞ। ছেলেবেলার মতো আনাড়ি মন নিয়ে আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করেছিলাম। হে ঈশ্বর ! অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু তোমারই কৃপায় আমরা এত বড়ো যুদ্ধে জয়লাভ করতে পেরেছি সে তুলনায় আমাদের ক্ষতি খুবই কম। সম্রাট বললেন, 'চলুন কাকা, গ্রামের পথে পথে আমরা শোভাযাত্রা করে যাই। গ্রামের লোকেরা আমাদের কাজের প্রশংসা করবে— গর্ব অনুভব করবে আমাদের জন্য। সেটাও আমাদের কম প্রাপ্য নয়।'

ফরাসি দেশের রাজপ্রাসাদ সেখানে রয়েছেন সম্রাট হেনরি, বেডফোর্ড আর এক্সেটার। কিছুক্ষণের মধ্যেই একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ফরাসি সম্রাট চার্লস, রানি ইসাবেলা, রাজকন্যা ক্যাথারিন আর অ্যালিস।

'আমাদের আজকের এই সমাবেশ পরিণত হোক শান্তির সমাবেশে আর সেজন্যই আজ আমাদের এখানে সমবেত হওয়া', বললেন সম্রাট হেনরি, ফ্রান্সের ভাই বোনদের জন্য আমি সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি— সেই সাথে রাজকুমারী ক্যাথরিনের শুভমুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছি। সবশেষে কামনা করছি ফ্রান্সের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সার্বিক কুশল।'

'আমরা আমাদের হিতৈষী অভিন্নহৃদয় ইংরেজ ভাইয়ের এখানে পেয়ে খুবই আনন্দিত', বললেন সম্রাট চার্লস

এবার বললেন রানি ইসাবেলা, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের আজকের এই আলোচনা যেন সর্বাঙ্গীণ শুভ হয় আমাদের উভয়ের ক্ষোভ, বিদ্বেষ আর ঘৃণা যেন নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়।'

'রানির কথার জবাবে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি আজকের শুভ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন চিরশান্তি বজায় থাকে' বললেন সম্রাট হেনরি

'ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাতবংশীয় যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তারা সবাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন নেবেন', বললেন রানি ইসাবেলা

রানির বক্তব্য শেষ হবার সাথে সাথেই মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করলেন বারগান্ডির ডিউক তিনি বললেন, 'মাননীয় ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের সম্রাটদ্বয় ! আপনাদের উভয়ের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সমান বলেই মনে করি আমার শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে আমি এই ঐতিহাসিক শান্তি সমাবেশের আয়োজন করেছি তবে অত্যন্ত দুঃখের কথা যে শান্তি থেকে আনন্দের সূচনা হয়, তা শুধু নির্বাসিতই নয় অবহেলিতও বটে আশা করি আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না যদি এই রাজকীয় সমাবেশে আমি একটা দাবি পেশ করি ' পরক্ষণেই তিনি বললেন, 'হায় ঈশ্বর অতীত আর বর্তমানের ফ্রান্সের মাঝে কতই না তফাত চাষ বাস অবহেলিত, শুকিয়ে গেছে আঙুরের

বাগানগুলি বিষাক্ত আগাছায় ভরে গেছে ফ্রান্সের খেতগুলি শুধু এই নয়, আমাদের ছেলেরা আর বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করছে না। যে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে, তা আজ অবহেলিত হয় সময়ের অভাব নতুবা বিজ্ঞানচর্চায় তাদের আগ্রহের অভাব। যে সৈনিকরা বর্বর, তারা সদাই রক্তপাতের কথা ভাবে রক্তপাত ছাড়া তারা কিছুই বুঝতে চায় না তাই পূর্বের পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই আমাদের আজকের এই সমাবেশ '

সম্রাট বললেন 'দেখুন বারগান্ডির ডিউক, আপনি যে শান্তির আশা করেন তা কিন্তু আমাদের দাবির বিনিময়ে আপনাকে কিনে নিতে হবে।'

বারগান্ডির ডিউক বললেন, 'আমাদের রাজা তো এখানেই রয়েছেন সবই তো শুনেছেন তিনি কিন্তু এখনও কোনও জবাব দেননি

সম্রাট হেনরি বললেন, 'যে শান্তি আপনি চাইছেন তা দেওয়া সম্ভব কিনা সেটা আপনাদের রাজার উত্তর থেকেই আমরা জানতে পারব '

সম্রাট চার্লস বললেন, 'কাগজ-পত্রগুলি আমি সবই পড়েছি অনুগ্রহ করে আপনার কয়েকজন সভাসদকে যদি এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনার অনুমতি দেন, আশা করি তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব।'

'বেশ, তাই হবে', বললেন সম্রাট হেনরি, 'কাকা এক্সেটার, ভাই ক্লারেন্স, ওয়ারউইক, গ্লস্টার আপনার সবাই রাজার সাথে যান। পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া রইল আপনাদের উপর। নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী আপনারা যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে বা বাতিল করতে পারবেন আপনাদের সিদ্ধান্তকেই আমরা সর্বতোভাবে মেনে নেব মহামান্য রানি! আপনি কি ওদের সাথে যাবেন না কি আমাদের সাথে এখানে থাকবেন?'

উৎসাহের সাথে রানি ইসাবেলা বললেন, 'আমি ওদের সাথে যেতে আগ্রহী। যদি কোনও বিষয়ে কঠিন সমস্যা দেখা দেয় যদি সেটা জেদা-জেদির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, তাহলে অনেক সময় নারীর প্রভাবে সমস্যার সমাধান সহজতর হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা ভেবেই আমি ওদের সাথে যেতে চাই।'

'সে তো ভালো কথা আমি আপনাকে বাধা দেব না', বললেন সম্রাট হেনরি, 'কিন্তু ক্যাথারিনকে আপনি সাথে নিয়ে যেতে পারবেন না।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হেনরির দিকে তাকালেন রানি ইসাবেলা সম্রাট হেনরি বললেন রানিকে, 'কারণ ক্যাথারিনকে তো আগেই আমাদের দাবির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

বেশ তাই হবে ক্যাথারিনকে ছাড়াই আমি যাব,' বললেন রানি ইসাবেলা

সম্রাট হেনরী ও সুন্দরী ক্যাথারিন ছাড়া বাকি সবাই বেরিয়ে যাবার পর হেনরি জিজ্ঞেস করলেন ক্যাথারিনকে 'দেখ ক্যাথারিন তোমার কাছে একটা বিষয়ে জানার আছে আমার।'

ক্যাথারিন বললেন, 'বলুন, কী জানতে চান আপনি? সেটা যদি আমার জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় পড়ে, তবে অবশ্যই আপনার প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করব '

সম্রাট বললেন 'তুমি কি কোনও অনভিজ্ঞ সৈনিককে এমন কথা শিখিয়ে দিতে পার যা কোনও মহিলার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলে তার কোমল হৃদয় প্রেম ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে?'

'না সম্রাট, তা জানলেও সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়', বললেন ক্যাথারিন

'কেন তা সম্ভব নয়?' জানতে চাইলেন সম্রাট

'কারণ আমার প্রচেষ্টায় আপনি পরিহাস করবেন সম্রাট' জবাব দিলেন ক্যাথারিন

'পরিহাস! পরিহাসের কথা কেন তোমার মনে আসছে ক্যাথারিন?' জানতে চাইলেন সম্রাট

ক্যাথারিন বললেন 'কারণ ইংরেজি আমি মোটেও জানি না আপনিই বিবেচনা করুন এ অবস্থায় আপনাকে প্রেমের পাঠ দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?'

হেসে হেনরি বললেন, 'সুন্দরী ক্যাথারিন! তুমি যদি ফরাসি হৃদয় দিয়ে আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পার, তবে ভাঙা আর অশুদ্ধ ইংরেজিতে সেটা শুনতে আমার ভালোই লাগবে তুমি আমার একটা কথার জবাব দেবে?'

কী জানতে চান, বলুন? ক্যাথারিন বলে উঠলেন

'সত্যি করে বলতো ক্যাথারিন তুমি কি আমায় ভালোবাস?' জানতে চাইলেন হেনরি।

ক্যাথারিন বললেন, 'অপরাধ নেবেন না সম্রাট আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

ক্যাথারিনের কথা শুনে সচকিত হয়ে তার দিকে তাকালেন হেনরি তখন ক্যাথারিন বললেন 'সম্রাট! নিজের রূপ সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অজ্ঞ আমি প্রকৃতই সুন্দরী না কুৎসিত তা আমি নিজেই জানি না'

সম্রাট হেনরি বললেন, 'তুমি কি তোমার রূপ সৌন্দর্যের কথা বলছ তাহলে শোন, তুমি স্বর্গের অপ্সরাদের মতো সুন্দরী আর তারাও ঠিক তোমার মতো'

'এ কী কথা বলছেন সম্রাট আমি কি সত্যিই অপ্সরাদের মতো সুন্দরী? বললেন ক্যাথারিন

হেনরি বললেন, 'আমি ঠিকই বলছি ক্যাথারিন প্রতিটি মানুষই তার রূপ সম্পর্কে সচেতন নয়'

'না, না মহারাজ আপনি আমার সাথে... ।'

ক্যাথারিনকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হেনরি বললেন 'দেখ ক্যাথারিন, আমি যা বলছি তা স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা বা লজ্জা নেই'

'সম্রাট, মানুষ কিন্তু কখনও কখনও ছল চাতুরির আশ্রয় নেয়' বললেন ক্যাথারিন

'কিন্তু সবাই কি ছল চাতুরির আশ্রয় নেয়?' বললেন সম্রাট, শোন ক্যাথারিন রূপে গুণে তুমি ইংল্যান্ডের কোনও মেয়ের চেয়ে কম নও আমি মনে করি আমার প্রেমের ভাষা বুঝতে তোমার কোনও অসুবিধে হবেনা তোমার ইংরেজিতে জ্ঞান না থাকার জন্য আমি বরঞ্চ খুশি।'

আশ্চর্য হয়ে ক্যাথারিন বললেন 'কী বলছেন আপনি আমি ইংরেজি না জানায় আপনি খুশি? আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না আমি

'আমি বোঝাতে চাইছি যে ইংরেজিতে জ্ঞান থাকলে তে তুমি আমায় রাজা বলে ভাবতে—যে রাজা কিনা মামার বাড়ি বিক্রি করে রাজমুকুট কিনে নিয়েছে' বললেন হেনরি

কথা শুনে ম্লান হাসি হাসলেন ক্যাথারিন এবার হেনরি বললেন, 'দেখ ক্যাথারিন, আমি তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি প্রেমের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাই সোজা সরল ভাষায় মনের কথা জানালাম তোমাকে আমি মনে প্রাণে ভালোবেসেছি তোমায় এবার বল তোমার মতামত কী? সাথে এটাও বল আমার মনের কথা তোমায় বোঝাতে পেরেছি কিনা?

'আপনার কথা বুঝতে আমার মোটেও অসুবিধে হচ্ছে না সম্রাট' বললেন ক্যাথারিন

হেনরি বললেন, 'দ্যাখ ক্যাথারিন, তুমি যদি আমায় বল প্রেমের কবিতা লিখতে কিংবা নাচের সাথে তোমায় সঙ্গ দিতে তাহলে কিন্তু আমার উপর ঘোর অন্যায় করা হবে।'

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে ক্যাথারিন বললেন, 'তাই নাকি?'

হেনরি বললেন, 'বুঝলে সুন্দরী, কবিতা লিখতে গেলে যে পরিমাণ জ্ঞান এবং শব্দের প্রয়োজন হয় তা কিন্তু আমার মধ্যে নেই। আর নাচের জন্য যতটা জ্ঞান থাকা দরকার তাও নেই আমার মধ্যে। তবে এটা ঠিক, আমার মধ্যে শক্তি পুরোমাত্রায় রয়েছে।'

'তাই বুঝি?' বললেন ক্যাথারিন।

'ঠিক তাই', বললেন হেনরি, 'তবে হ্যাঁ, আমি যদি ব্যাং লাফানো খেলায় হারাতে পারি কিংবা বর্ম খুলে রেখে এক লাফে ঘোড়ায় উঠে তাকে জয় করে নিতে পারি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমি নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারব। আর যদি নিজের ভালোবাসার জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করতে পারি, তাহলে কসাইয়ের মতো অপেক্ষাও করতে পারি আমি। অধৈর্যের শিকার হয়ে পালিয়ে যাবার পাত্র আমি নই।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার হেনরি বললেন, 'ক্যাথারিন! আমি জানি তোমার যৌবন অস্তাচলের পথে। আর তেমন ভাবে বাগ্মিতাও প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এ ছাড়া আরও আছে। আমি যখন প্রতিবাদ করি তখন তার মধ্যে কোনও শঠতা থাকে না। তবে হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে পারি।'

'ঈশ্বরের নামে শপথ! তা কেন?' জানতে চাইলেন ক্যাথারিন।

হেনরি বললেন, 'হ্যাঁ! আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে পারি। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে শপথ নেই না। আর শপথ নিয়েও তা ভাঙতে রাজি নই আমি। এবার তুমি ভেবে দেখ সুন্দরী, এমন স্বভাবের লোককে যদি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পার তবেই আমি উৎসাহী হব তোমার ভালোবাসা পাবার জন্য। একজন সাধারণ সৈনিকের মতো সহজ সরল ভাষায় আমি তোমায় সবকিছু জানালাম। এবার তুমি যদি আমায় মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পার, তাহলে কাছে টেনে নিও আমাকে। আর যে একবার প্রতিজ্ঞা করেছে, সে কোনোওদিনই অমর্যাদা করবে না তোমার ভালোবাসার। আর এটাও জেনে রাখ তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে আমার পক্ষে এ জীবন রাখা সম্ভব হবে না। তুমি তো জান একদিন দুর্বলতা এসে আশ্রয় নেবে আমার পায়ে। খাড়া মেরুদণ্ড ঝুঁকে পড়বে সামনের দিকে। মাথার মাঝখানে দেখা যাবে টাক, চোখের তারা নিস্তেজ হয়ে কোটরে ঢুকে পড়বে। কিন্তু ভুলে যেও না হৃদয়কে চন্দ্র-সূর্যের সাথে তুলনা করা হয়। আমার সব কথা তোমায় বললাম। এবার তুমি বল তুমি কি আমায় মনে প্রাণে ভালোবাসতে পারবে?'

ক্যাথারিন বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কী করে দেশের একজন শত্রুকে আমার পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব?'

ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির রেখা ফুটিয়ে হেনরি বললেন, 'কথাটা তুমিই ঠিকই বলেছ ক্যাথারিন। দেশের শত্রুকে ভালোবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ কথাটাও ঠিক যে আমাকে ভালোবাসলে তুমি ফ্রান্সের একজন প্রকৃত বন্ধুকে ভালোবাসবে। আমি শুধু একটি গ্রাম নয়, দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে আপন করে নেব। তার দেশ যখন আমার তখন তুমিও আমার। তাই নয় কি?'

অস্পষ্ট দৃষ্টিতে হেনরির দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন বললেন, 'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না সম্রাট।'

হেনরি বললেন, 'শোন ক্যাথারিন, আমি যখন এদেশ দখল করব তখন তোমাকে নিয়েই তা করব। তখন তুমি তো এমনিতেই আমার হয়ে যাবে। এবার বল, তুমি কি ভালোবেসে আমায় কাছে টেনে নিতে পার না?'

লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া মুখটাকে নামিয়ে আস্তে আস্তে ক্যাথারিন বললেন, 'আমি ভালো করে কথা বলতে পারি না— পারি না মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে।'

'কিন্তু ক্যাথারিন, আমার মন যে বলছে তুমি আমায় ভালোবাস, তুমি আমায় আপন করে চাও। আমার মন আরও বলছে আমাদের উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে এমন এক গুণবান সন্তানের জন্ম দিতে পারব যে হবে সেন্ট ডেনিস আর সেন্ট জর্জ গির্জার মধ্যবর্তী সেতু। সে হবে আধা ইংরেজ, আধা ফরাসি। সে পারবে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে তুর্কিদের পরাস্ত করতে। বল, আমরা কি পারি না এমন সন্তানের জন্ম দিতে?' জানতে চাইলেন হেনরি।

ক্যাথারিন বললেন, 'আমি কিছু জানি না, কিছু বলতে পারছি না।'

'প্রিয় ক্যাথারিন, তুমি একবার মুখ ফুটে বল তুমি আমায় ভালোবাস', বললেন হেনরি।

'যদি বাবা-মা এ ব্যাপারে রাজি হন তাহলে'

ক্যাথারিনের কথা শেষ না হতেই হেনরি বললেন, 'তারা অবশ্যই রাজি হবেন।'

'তাহলে আমি খুশি মনে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব', বললেন ক্যাথারিন।

এমন সময় সেখানে এলেন রাবগান্ডি এবং চার্লস। হেনরি তার মনের কথা জানালেন তাদের।

খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেনরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সাথে চার্লস বললেন, 'প্রিয় পুত্র, তোমার ভালোবাসা আর মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ আমি ক্যাথারিনকে সঁপে দিলাম তোমার হাতে।' এবার হেনরির হাত ক্যাথারিনের হাতের উপর রেখে তিনি বললেন, 'ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন, মঙ্গলময় হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন।'

তিনি আরও বললেন, 'উভয়ের মিলনে যে সন্তান জন্ম নেবে সে এই দুই রাজ্যের বিবাদ চিরতরে মিটিয়ে দেবে। যুদ্ধ আর তার রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে সেখানে ঢুকবে না।' ফ্রান্সের রাজা এভাবেই মেনে নিলেন ইংল্যান্ডের দাবি।

কিং হেনরি, দি সিক্সথ ঃ ১ম পর্ব

পঞ্চম হেনরির সারা জীবনে মাত্র দুটি বছরই এসেছিল যাকে পুরোপুরি গৌরবোজ্জ্বল বলা চলে। ফ্রান্সের সিংহাসনে বসতে তাকে সাহায্য করেছিলেন ডিউক অফ্ বারগান্ডি সিংহাসনে বসে তিনি প্যারিসের ল্যুভের প্রাসাদে এমন এক জমকালো ভোজসভার আয়োজন করেন যা কিনা সত্যিকারের রাজার ঔজ্জ্বল্যকেও ম্লান করে দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে সৌভাগ্যের শীর্ষে ওঠার কিছুদিন বাদেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এক অজানা রোগে। রাজকীয় মর্যাদায় তার মরদেহ ওয়েস্টমিনিস্টার মঠ সংলগ্ন সমাধিস্থলে সমাহিত করার আয়োজনে তখন সবাই ব্যস্ত সমাধিস্থলে উপস্থিত থেকে মরদেহ সমাধিস্থ করার আয়োজনের তদারকি করছেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা

প্রয়াত রাজার সমাধিক্ষেত্রে এসেছেন তার বৃদ্ধ খুল্লতাত এবং রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক সেখানে রয়েছেন অপর এক খুল্লতাত ফ্রান্সের রাজপ্রতিনিধি ডিউক অফ বেডফোর্ড

একসময় একজিটারের অতি বৃদ্ধ ডিউক টমাস বোফোর্ট -এর গাড়ি এসে দাঁড়াল সমাধিক্ষেত্রের দোরগোড়ায় তিনি সম্পর্কে প্রয়াত রাজার পিতার খুল্লতাত কয়েকজন ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে আস্তে আস্তে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন শবাধারের কাছে ওয়ারউইকের আর্ল ছিলেন সেই সাহায্যকারীদের অন্যতম

উপস্থিত সবার মুখেই শোক আর আতঙ্কের ছায়া কারণ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি হেনরির জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে।

এবার বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, 'মাননীয় শবযাত্রীরা সবাই সমবেত হয়েছেন ওয়েস্ট মিনিস্টারে ঘনকালো মেঘ ঢেকে দিক নীল নির্মল আকাশ, দিনের আলো পরিণত হোক রাতের অন্ধকারে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেসব কুচক্রীরা এমন মহানুভব রাজাকে হত্যা করেছে তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক হায় ঈশ্বর' একী হল এমন প্রজাবৎসল রাজাকে মেরে ফেলা হল

গ্লচেস্টার বললেন এমন রাজা আগে কখনও ইংল্যান্ডের ভাগ্যে জোটেনি সর্বগুণসম্পন্ন লোক ছিলেন তিনি মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যেত তার সঞ্চালিত তলোয়ারের উজ্জ্বলতায় ড্রাগনের পাখার চেয়েও লম্বা ছিল তার বলিষ্ঠ পদদ্বয় ' কাঁদতে কাঁদতে তিনি আরও বললেন 'তিনি সত্যিই ছিলেন ইংল্যান্ডের এক মহানুভব রাজা। তার মতো সর্বগুণসম্পন্ন প্রজাবৎসল রাজা এর আগে কখনও ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেননি। তার ভালোবাসা আর মমত্বের জন্য নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারতেন প্রজারা অন্যদিকে প্রতিবেশী রাজারা সর্বদাই আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন তার ভয়ে। কে হত্যা করল এমন মহানুভব রাজাকে? কে না ভয় করত তাকে? ফরাসিরা সর্বদাই তার ভয়ে কাঁপত এখন তাদের পোয়াবারো এবার কে বাঁচাবে ইংল্যান্ডকে?'

রাগে উন্মাদপ্রায় এক্সিটারের ডিউক বললেন, 'কালো পোশাক পরে শোক করে আর কী লাভ! এখন আমাদের উচিত বদলা নেওয়া — শত্রুর বদলা রক্ত চাই। ওদের এই জান্তব উল্লাসে আমরা কি চুপচাপ থাকব? না, মোটেই নয়। আমরা কিছুতেই এ জঘন্য অন্যায়কে মেনে নেবনা। রাজার ভয়ে ভীত ফরাসিরা চক্রান্ত করে হত্যা করেছে তাকে। যত শীঘ্র পারি আমরা এর প্রতিশোধ নেব।'

প্রয়াত রাজার পিতার খুল্লতাত বৃদ্ধ ডিউক বললেন, 'কেন জানি মনে হচ্ছে আমার বয়সটা যথেষ্ট কমে গেছে। ইচ্ছে করছে তলোয়ার হাতে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওই শয়তানদের উপর বদলা নিই শয়তানগুলোর জঘন্য কাজের। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চাই ফরাসিদের মধ্যে। হেনরির ভয়ে তটস্থ থাকত ফরাসিরা। তার মৃত্যুতে আজ তারা ভয় থেকে রেহাই পেয়েছে। তারা আর শামুকের মতো খোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে না। খুব শীঘ্রি আত্মপ্রকাশ করবে। তোমরা প্রস্তুত হও তার জন্য।

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, 'চলুন, আমরা সবাই গির্জায় গিয়ে অশ্রাঞ্জলি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দুর্দশা, ভয় আর আতঙ্ক আজ থেকে নেমে আসবে আমাদের জীবনে। আজ আমাদের আত্মশুদ্ধি হবে চোখের জলে। আসুন, আমরা সবাই হেনরির মৃত আত্মার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করি যেন তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের সবার মন থেকে মুছে যাক আভ্যন্তরীণ কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ। দেশ ও দশের যাতে মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনাই আমরা যেন তার কাছে করি।'

দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যখন নানাভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন হেনরির মরদেহের প্রতি, সে সময় একজন দূত এসে বলল, 'হে মাননীয় লর্ডগণ! আমি আপনাদের সবার শুভ স্বাস্থ্য কামনা করছি। আমি দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছি ফ্রান্স থেকে। আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে ফ্রান্সের কয়েকটি রাজ্য — যেমন শ্যাম্পেন, রেইন, গিসার্স, প্যারিস, পয়েকটিয়ার্স, রেইমস, আর্লিয়ান্স, গুয়েন প্রভৃতি!'

বেডফোর্ড বললেন, 'এ কী দুঃসংবাদ তুমি বয়ে নিয়ে এলে হেনরির কাছে? আস্তে আস্তে বল, নইলে হয়তো এ সংবাদ শুনে এখনই জেগে উঠবে হেনরি।'

'এ কী কথা! প্যারিস আমাদের হাতছাড়া হয়েছে! তাহলে কয়েন শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন?' বললেন গ্লস্টারের ডিউক।

বিস্ময়ের সাথে এক্সিটারের ডিউক বললেন, 'এ যে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। ভেবে পাচ্ছি না এতগুলি রাজ্য কী করে আমাদের হাতছাড়া হতে পারে! এ কি কারও বিশ্বাসঘাতকতার ফল? তাই কি একসাথে এতগুলি রাজ্য হারালাম আমরা?'

'না, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি,' বলল দূত, 'অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ আর যোদ্ধা সেনাপতির অভাবেই আমাদের এই শোচনীয় পরাজয়। সেনারা মনে করে যুদ্ধের পরিস্থিতি আর গতিবিধির কথা ভুলে গিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। তারা বলছে যুদ্ধক্ষেত্রে যথাসময়ে সৈন্য না পাঠিয়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করছেন। এসব বন্ধ করে এগিয়ে আসুন আপনারা।' বজ্রকঠিন সুরে দূত আরও বলল, 'হে ইংল্যান্ডের অভিজাত ব্যক্তিগণ! আপনাদের জাতীয় সম্মান এভাবে ধুলায় নষ্ট হতে দেবেন না আপনারা। ইংল্যান্ডের মান-সম্মান আজ আপনাদের জন্য নষ্ট হতে চলেছে। আপনারা মনে প্রাণে এক হন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন এক্সজিটারের ডিউক 'আমাদের প্রিয় রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমরা খুবই ব্যস্ত জলের ধারা বইছে আমাদের চোখে তা না হলে এমন একটা দুঃসংবাদ শুনে আমাদের চোখ দিয়ে আগুন বের হত।'

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, এ চরম দুঃসংবাদ শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে ধিক্কার দিতে। আমি ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি আমি যে অযোগ্য এ তারই প্রমাণ এখন আর সময় নেই রাজার শোকে বিহ্বল হয়ে চোখের জল ফেলার। আমাদের সচেষ্ট হতে হবে ফ্রান্সকে উচিত শিক্ষা দিয়ে হৃতরাজ্য ফিরিয়ে আনা

এ সময় দ্বিতীয় দূত এসে বললেন 'পড়ুন এই চিঠিতে কী লেখা আছে সমগ্র ফ্রান্স বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে গলিত লাভার মতো টগবগ করে ফুটছে ফরাসিরা তাদের একমাত্র লক্ষ্য ইংল্যান্ডের কবল থেকে মুক্ত হওয়া। সামান্য কটি রাজ্য ছাড়া আর সবই বেহাত হয়ে গেছে। রাজার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুবরাজ চার্লস রেইমসে তার সাথে যোগ দিয়ে তার হাত আরও শক্ত করেছেন অর্লিয়ার অবৈধ সন্তান তাকে সমর্থন জানিয়েছেন অ্যালেন্সন এবং আঞ্জুরের ডিউকরা ফ্রান্সে এখন পুরোপুরি সন্ত্রাসের রাজত্ব

এবার বললেন এক্সজিটারের ডিউক, 'তবে কি ফ্রান্সের রাজা হয়েছেন ডফিন? তাহলে তো ইংল্যান্ডের পক্ষে খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার নাঃ নাঃ এরূপ নিদারুণ লজ্জার কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এসব কথা শোনার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভালো '

আহত বাঘের মতো গর্জে উঠে গ্লস্টারের ডিউক বললেন, 'পালিয়ে যাব! অসম্ভব। আমরা কোথাও পালিয়ে যাব না এ নিদারুণ লজ্জাকে কখনই মাথা পেতে নেব না। বেডফোর্ড! তুমি যদি এর ব্যবস্থা না কর, তাহলে আমি নিজে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়াব সৈন্যদের পাশে ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব....'

তার কথা শেষ না হতেই তৃতীয় দূত এসে বলল, 'আরও একটা দুঃসংবাদ আছে আপনারা এখানে প্রয়াত হেনরির জন্য চোখের জল ফেলছেন আর ওদিকে বীর বিক্রমে ফরাসিদের সাথে লড়াই করে চলেছেন লর্ড ট্যালবট সামান্য ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে তেইশ হাজার ফরাসি সৈন্যের বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে লড়াই করে চলেছেন শক্তিধর লর্ড অর্লিয়ান্স। বর্শা আর তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন ট্যালবট তা সত্যিই অবাক করার মতো শত শত সৈন্যকে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কাপুরুষের মতো স্যার জন ফলস্টাফ পিছিয়ে যাওয়ায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল ট্যালবটের পরাজয় যুবরাজের বিশ্বস্ত এক সেনানী পেছন থেকে বর্শার আঘাত করায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি '

'ট্যালবট কি মারা গেছেন?' জানতে চাইলেন এক্সজিটারের ডিউক

'না তিনি মারা যাননি বলল দূত, 'ফরাসিরা তাদের শিবিরে বন্দি করে রেখেছে স্যার ট্যালবটকে সেই সাথে বন্দি আছেন লর্ড স্কেল এবং হাঙ্গারফোর্ড

রাজার খুল্লতাত এবং বেডফোর্ডের ডিউক বললেন 'ট্যালবটের মুক্তিপণ হিসেবে যে টাকা লাগবে তা আমি দেব প্রয়োজন হলে ফরাসি যুবরাজকে রাজা বলে মেনে নিয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেও ট্যালবটকে ছাড়িয়ে আনব রাজমুকুট আর সিংহাসনই হবে তার মুক্তিপণ তার মতো একজন বীরের মান সম্মান আমি ধুলোয় মিশিয়ে যেতে দেব না

তৃতীয় দূত আরও জানাল যে এই মুহূর্তে অর্লিয়ান্স চারদিক দিয়ে অবরুদ্ধ উপযুক্ত সৈন্য আর রসদ না থাকায় কাবু হয়ে পড়েছে স্যালিসবেরির আর্ল। যাও বা সামান্য সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে, তারাও খাদ্য আর নিরাপত্তার অভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যদি রসদ না পাঠানো যায় তাহলে তারা কেউ বাঁচবে না।'

উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে এক্সিটারের ডিউক বললেন, "মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ হেনরির সামনে আপনারা যে শপথ নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত করার সময় এসেছে। এখন বলুন, আপনারা সবাই কি বিদ্রোহী ডফিনকে দমন করার উদ্যোগ নেবেন না কি তাকে আমাদের অধীনতা স্বীকার করাতে বাধ্য করাবেন?

প্রতিশ্রুতি পালনের কথা স্মরণ করে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা দিলেন বেডফোর্ডের ডিউক এবার ব্যস্ত হয়ে রাজার পিতার খুল্লতাত এবং রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক বললেন, 'আমিও চললাম। সবার আগে বালক হেনরিকে আমি রাজা বলে ঘোষণা করব '

তাকে সমর্থন জানালেন রাজার পিতার খুল্লতাত এবং এক্সিটরের ডিউক টমাস বফোর্ট তিনি জানালেন এলথামে গিয়ে তিনি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এক্সিটরের ডিউক বললেন, 'যেহেতু আমি তরুণ রাজার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছি, তাই আমার কর্তব্য তার নিরাপত্তা রক্ষা করা '

একে একে সবাই চলে গেলেন তাদের নিজ কর্তব্য পালন করতে। মুষ্টিমেয় যে ক'জন রয়ে গেলেন, তারা কোনও মতে সম্পন্ন করলেন রাজা পঞ্চম হেনরির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

দুই

খুব বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন ফ্রান্সের যুবরাজ চার্লস। তার বীরত্ব আর রণকৌশল দেখে সবাই বিস্মিত এবং মুগ্ধ ইংরেজদের পেছু হটার মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে তাদের অগ্রগতি। ফ্রান্সের অনেক শহর এখনও ইংল্যান্ডের দখলে রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ভীষণ টান পড়েছে ইংরেজ সৈন্যদের রসদে। ফলস্বরূপ হতাশার সৃষ্টি হয়েছে সৈন্যদের মধ্যে। বীর ইংরেজ সেনাপতি ট্যালবট এখনও বন্দি রয়েছেন ফরাসি শিবিরে। ইংরেজরা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও এখন তাদের অর্থ, রসদ, সৈন্য সবকিছুতেই টান পড়েছে। এর ফলে আশা জেগেছে ফরাসিদের মনে

এদিকে বেডফোর্ডের ডিউক এবং অন্য সবাই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় মনোবল বেড়ে গেছে ইংরেজ সেনাদের এবার তারা নতুন উদ্যমে শুরু করে তুমুল লড়াই। ইংরেজদের এই তৎপরতায় বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে পেছু হঠতে শুরু করল ফরাসিরা।

ইংরেজদের এই আকস্মিক অগ্রগতি দেখে নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে হতে লাগল ফরাসি যুবরাজ চার্লসকে। ইংরেজরা যদি এভাবে এগিয়ে যেতে থাকে, তাহলে ফরাসিরা বাধ্য হবে পরাজয় স্বীকার করে তাদের পদানত হতে

এমন সময় অবৈধ সন্তান জোয়ান অফ লা পিউরেলকে নিয়ে হাজির হলেন আর্লিয়ার জোয়ান অব আর্ক নামে যে চাষির মেয়ে বলে পরিচিত, সেই আজ দেখা করতে এল চার্লসের সাথে মাতা মেরির অসীম কৃপায় সে আজ অবিশ্বাস্য এক বিরল প্রতিভার অধিকারিণী। চাষির মেয়ে বলে

মেষপালনই ছিল তার পেশা। দরিদ্র মেয়ে, লেখাপড়া জানে না তা সত্ত্বেও তাকে এক বিরল প্রতিভার অধিকারিণী করেছেন মাতা মেরি। মেষ চরানোর সময় একদিন তার সামনে আবির্ভূতা হয়ে মাতা মেরি তাকে আদেশ দিলেন যে যেন দেশোদ্ধারের কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করে তাই তিনি যুবরাজ চার্লসের সাথে দেখা করে তাকে মাতা মেরির আদেশ জানিয়ে ব্যক্ত করলেন সামরিক কাজে নিজের যোগদানের অভিপ্রায়। নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে দৃঢ়তার সাথে জোয়ান বললেন, 'নারী হলেও আমি অসীম সাহসী। যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনও বীর যোদ্ধার ভয়ে আমি পিছিয়ে আসতে রাজি নই আপনারা যদি আমার সামরিক সাহায্য নেন, তবে লাভবান হবেন আপনারা '

যুবরাজ চার্লস নিজে এগিয়ে এলেন জোয়ানের সাথে যুদ্ধ করতে। তার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যুবরাজ রাজি হলেন জোয়ানকে সাহায্য করতে। জোয়ানের তলোয়ার চালনা মুগ্ধ করেছে তাকে

যুবরাজের সম্মতি পেয়ে জোয়ান তাকে বললেন, 'ঈশ্বর আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমার দেহ, মন সবই পবিত্র। কোনও প্রেম ভালোবাসায় নিজেকে জড়াতে রাজি নই আমি। দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করাই আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য তারপর ভাবব নিজের কথা মাতা মেরি আমার সহায়।'

কুমারী জোয়ানের কথা শুনে আর কাজের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন যুবরাজ এই তরুণী যেন এই মুহূর্তে দেশের কাজে বিলিয়ে দিতে চাইছেন নিজেকে

যুবরাজ জোয়ানকে দায়িত্ব দিলেন দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে। তিনি স্থির করলেন যে ভাবেই হোক সবার আগে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবেন অর্লিয়ান্স থেকে।

ওদিক ফরাসি কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাবার পর ট্যালবট ফিরে এলেন নিজের শিবিরে ফরাসিরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে লর্ড দ্য সাঁত্রাল নামে এক বন্দির মুক্তির বিনিময়ে। ফরাসিদের ঘৃণা আর বিদ্রূপের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে টালবট ফিরে পেয়েছেন নতুন করে বেঁচে থাকার আনন্দ। যতদিন বেঁচে থাকবেন তিনি ভুলতে পারবেন না তার উপর ফরাসিদের অকথ্য অত্যাচারের কথা। তিনি শপথ নিয়েছেন যে করেই হোক এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন

ওদিকে আলোচনার মাধ্যমে উত্তরের ফটক দিয়ে নগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন স্যালিসবেরির আর্ল এবং স্যার টমাস গার্গ্রেভ কারণ প্রথমে উত্তরের ফটক দিয়ে আক্রমণ করাই সুবিধাজনক কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে ফরাসি সৈনিকদের গুলির আঘাতে উভয়ে ধরাশায়ী হলেন একটা চোখ উড়ে গেল আর্লের তার মতো বীর যোদ্ধা যে তেরোটি যুদ্ধের একটিতেও হারেনি, তিনি আজ পরাজিত হলেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পঞ্চম হেনরিকেও যুদ্ধ করতে শিখিয়েছেন। ট্যালবট লড়াই করতে করতে তাদের কাছে এসে উভয়কে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ফরাসিদের উপর বেজায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ট্যালবট তার সারা দেহ কেঁপে উঠতে লাগল নিশ্চল রক্তাক্ত দুই বীরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন তিনি, বলতে লাগলেন 'ফরাসি দেশ জ্বলতে থাকলে আমি নিষ্ঠুর নীরোর মতো বীণা বাজিয়ে যাব পুড়িয়ে ছারখার করে দেব ফরাসিদেশ। হে ঈশ্বর! তুমি ওদের শাস্তি দাও এই দুই বীরকে ক্ষমা কর তুমি '

এমন সময় এক দূত এসে খবর দিল নতুন করে আবার বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করেছে ফরাসিরা। জোয়ান নামে এক কুমারী জাদুকরী ভয়ংকরভাবে যুদ্ধ করছে যুবরাজ ডফিনের পাশে দাঁড়িয়ে

গর্জে উঠে লর্ড ট্যালবট বললেন 'আমাদের বীর যোদ্ধা স্যালিসবেরির আর্ল প্রাণ দিয়েছেন যুদ্ধে তার হয়ে আমি এমন যুদ্ধ করব যে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে ফরাসিদেশের বুক দিয়ে। আমার ঘোড়ার খুরে তাদের হৃৎপিণ্ডকে ছারখার করে দেব দেখি, কী করে আমাকে সামলায় ফরাসিরা

অন্যদিকে রণক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন জোয়ান অব লা পিউসেল দশজন যোদ্ধার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তিনি একাই তা করে তুলতে লাগলেন ক্রমেই পিছু হটতে লাগল ইংরেজ সৈন্যরা তার অস্ত্র বিক্রমের ধারে পাশে কেউ আসতে পারল না

বেগতিক দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন ট্যালবট জোয়ানের ছোঁড়া একটা বল্লম হঠাৎ এসে বিঁধল তার দেহে সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পরলেন ইংল্যান্ডের বীরশ্রেষ্ঠ ট্যালবট।

তলোয়ার হাতে সবার আগে অর্লিয়াস্নে প্রবেশ করার জন্য উন্মাদিনীর মতো ছুটে যেতে লাগলেন জোয়ান যেতে যেতে আহত ট্যালবটকে পড়ে থাকতে দেখে বললেন, 'এখনই তোমাকে মারব না ট্যালবট সময় এলে ভেবে দেখব এখন তুমি আহত যাও তোমার শোকাকুল বন্ধুদের কাছে যাও তাদের বল যুদ্ধের কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে জয় আমাদের হবেই আমি এখন বিজয় গৌরবে প্রবেশ করছি অর্লিয়ান্স শহরে ক্ষমতা থাকে তো আমায় বাধা দাও ' বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে অর্লিয়ান্স অভিমুখে চলে গেলেন জোয়ান অব আর্ক

আহত রক্তাক্ত ট্যালবট কোনও মতে বললেন, 'চিন্তাভাবনাগুলো যেন চরকির মতো আমার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে সামান্য একটা ডাইনি মেয়ে শুধু চোখ রাঙিয়ে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কেমন হাসতে হাসতে সে আজকের যুদ্ধটা জিতে নিল। আর আমরা সিংহের বাচ্চা হয়েও কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছি হায় ভগবান! সে কিনা টোকা দিয়ে মৌমাছি তাড়াবার মতো আমাদের তাড়িয়ে দিল ' ডাইনি মেয়েটি কাউকে মেরে ফেলল আবার কাউকে আহত করল। এমন প্রচণ্ড শক্তি কোথা থেকে পেল মেয়েটি?' এবার আহত সৈনিকদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই ও পরিখার মধ্যে আশ্রয় নাও। যেভাবেই হোক, স্যালিসবেরির আর্লের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে আমাদের। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের জোয়ান গেছে অর্লিয়ান্সের দখল নিতে কোনও বাধাই তাকে রুখতে পারেনি ' যন্ত্রণায় কয়েকবার কুঁকড়ে উঠে কোনও মতে তিনি বললেন, 'স্যালিসবেরির আর্লের মতো আমার মৃত্যু হলে ভালো হত তাহলে আর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হতে হত না আমাকে বা লজ্জায় মুখ লুকোতে হত না '

তিন

জোয়ান বললেন যুবরাজ চার্লসকে, 'এবার অর্লিয়ান্স নগরীর দুর্গ প্রাকারে উড়িয়ে দিন ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা পতাকা উড়তে দেখে সৈন্যরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল যুবরাজ চার্লস আর জোয়ানের নামে বহুদিন বাদে ইংরেজদের হাত থেকে অর্লিয়ান্স শহরকে মুক্ত করে নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করলেন জোয়ান অব আর্ক

মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন যুবরাজ চার্লস, বললেন, 'সত্যিই জোয়ান তোমার জন্যই আজ সম্ভব হল অর্লিয়ান্স পুনরুদ্ধার করা হে বীর নারী পুরোহিত এবং ধর্মযাজকেরা শোভাযাত্রা

সঙ্গে সাথে তোমার জয়গান গেয়ে বেড়াবেন তাদের সাথে সুর মিলিয়ে তোমার নামে জয়ধ্বনি দেবে দেশের মানুষ আজ থেকে সেন্ট ডেনিসের পরিবর্তে তুমিই হবে ফ্রান্সের সেন্ট বল জোয়ান কী পুরস্কার দেব তোমায়। শুধু তোমার জন্যই আজ যুদ্ধে জয়লাভ করেছি আমরা

এই অভাবনীয় জয়ের জন্য মহাধুমধামে বিজয়োৎসব শুরু হয়ে গেল গোটা ফরাসি দেশ জুড়ে সারা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে বিশাল এক ভোজসভার আয়োজন করল নগরবাসীরা সেই সাথে নাচ-গানের ব্যবস্থাও হল

চার

উচ্চপদস্থ সৈনিকদের এক সভা বসেছে ইংরেজ শিবিরে সেই সভায় স্থির হল ফরাসিরা যখন বিজয় উৎসবে মত্ত থাকবে, সে সময় অতর্কিতে চারদিক দিয়ে অর্লিয়াস নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ইংরেজ সৈনিকেরা

বেডফোর্ডের ডিউক বললেন, 'একটা ডাইনি মেয়ের সাহায্য নিয়ে ফরাসি যুবরাজ আমাদের ভেলকি দেখিয়ে চলেছেন আমাদের মান, মর্যাদা, খ্যাতি— সব কিছু মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে সেই মেয়েটা। ওই মায়াবিনী কে?'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না কীভাবে একটা কুমারী মেয়ে এভাবে ঝড়ের গতিতে যুদ্ধ করতে পারে' বললেন ট্যালবট, ডাইনি জোয়ান, ভূত-প্রেত যার সাহায্য নিয়েই ফরাসিরা যুদ্ধ করুন না কেন, আমরা কিন্তু ঈশ্বরের নামেই যুদ্ধ চালিয়ে যাব যে ভাবেই হোক আজ রাতের মধ্যে আমাদের অর্লিয়াস শহর এবং দুর্গ দখল করে নিতে হবে তাহলেই শান্তি পাবে হেনরির আত্মা।

যখন অর্লিয়াস নগরী ভেসে যাচ্ছিল আনন্দের জোয়ারে, সে সময় চারদিক দিয়ে নগর প্রাচীরের উপর উঠে অতর্কিতে নেমে এসে আক্রমণ চালাল ইংরেজ সৈন্যরা।

ইংরেজদের এই অতর্কিত আক্রমণ রুখতে অস্ত্র হাতে জোয়ান বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসৈন্যের উপর। খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি ছত্রভঙ্গ ফরাসি সেনাদের একত্র করে শুরু করে দিলেন তুমুল যুদ্ধ স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করা যাবে না সে যুদ্ধের ভয়াবহতা আস্তে আস্তে দেখা যেতে লাগল দিনের আলো। পশ্চাদ্‌পসরণ না করে আর কোনও উপায় থাকল না ইংরেজ সৈন্যদের।

ট্যালবট বললেন তার সৈন্যদের 'অর্লিয়াস শহরের বুকে বাজারের কাছে বসিয়ে দাও স্যালিসবেরির মৃতদেহটি আমার কথা রক্ষা করেছি আমি পাঁচজন সৈন্যের বুকের টাটকা রক্ত নিজ হাতে ঝরিয়েছি আমি কিন্তু তাতেও ক্ষান্তি নেই আমার। আরও অনেক রক্ত চাই আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলব অর্লিয়াস নগরী এক বিশাল স্মৃতি সৌধ বানিয়ে স্যালিসবেরির শৌর্য-বীর্যের কথা খোদাই করে রেখে দেব সেই সৌধে সেই শয়তানি ডাইনি মেয়েটা বশ করেছে যুবরাজ চার্লসকে চার্লস এখন সর্বদাই রয়েছেন সেই মেয়েটার পেছু পেছু তাদি ও তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি

তার কথা শেষ না হতেই একজন দূত এসে তাকে বলল, 'অভিজাত কাউন্টের স্ত্রী আপনার সাথে দেখা করতে চান '

ট্যালবটের আদেশে দূত ভেতরে নিয়ে এল কাউন্ট পত্নীকে এতে বার্গান্ডির ডিউক আপত্তি জানালেও তা গায়ে না মেখে ট্যালবট স্থির করলেন সৌজন্যের খাতিরে তিনি দেখা করবেন কাউন্টের স্ত্রীর সাথে কিন্তু কেউ তার সাথে যেতে চাইল না তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একাই যাব' বলে চুপি চুপি দূতকে বললেন, 'তুমি বুঝতে পেরেছ তো আমার মনের কথা?'

'হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পেরেছি,' জবাব দিল দূত

পাঁচ

দূতকে সাথে নিয়ে কাউন্টের স্ত্রীর সাথে দেখা করতে এলেন ট্যালবট যার বিক্রমে ফরাসিরা এমন পর্যুদস্ত, তিনি একা এসেছেন কাউন্ট পত্নীর সাথে দেখা করতে! তার চেহারার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন কাউন্ট পত্নী, 'এমন একটা ছোটোখাটো পাতলা চেহারার লোক কী করে ফরাসিদের আতঙ্কের কারণ হতে পারে তা বুঝতে পারছি না আমি আমি তো ভেবেছিলাম লোকটা দেখতে হবে হারকিউলিসের মতো কিন্তু এ যে দেখছি নিতান্তই শিশু পরক্ষণেই সংবিত ফিরে পেয়ে তিনি বললেন 'বলুন তো দেখি কী অশোভন আচরণ?'

ম্লান হেসে ট্যালবট বললেন, 'সেজন্য মিছেমিছি ব্যস্ত হবেন না আপনি আমি এতে কিছু মনে করিনি আসন গ্রহণ করতে করতে তিনি বললেন, 'এবার দয়া করে বলুন তো কেন ডেকে পাঠিয়েছেন এ অধমকে? আমার সময় খুব কম। হাতে অন্যান্য কাজ রয়েছে বলুন, কী জন্য ডেকেছেন?'

'আপনাকে বন্দি করতে এখন আপনি আমার বন্দি', বললেন কাউন্ট পত্নী

এ কথা শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে ট্যালবট বললেন, 'আপনার সব ছলা কৌশল ব্যর্থ কাকে বন্দি করেছেন আপনি? আপনি বন্দি করেছেন আমার ছায়াকে— আসল ট্যালবটকে আপনি তো মানসচক্ষে দেখেনইনি'— বলতে বলতে শিঙা বাজিয়ে দিলেন তিনি শিঙা বাজার সাথে সাথেই ভীষণ জোরে বেজে উঠল রণতূর্য গর্জে উঠল কামান পরমুহূর্তেই দরজার সামনে হাজির হল একদল সশস্ত্র সৈন্য

তাদের দেখিয়ে ট্যালবট বললেন, এসব অস্ত্র-শস্ত্র আর সৈন্যরাই আমার বাহুবল। এদের সাহায্যেই আমি লাগামহীন অত্যাচার চালাচ্ছি আপনাদের বিদ্রোহীদের উপর— ধ্বংস করছি আপনাদের সুরম্য নগরী এদের শক্তিই আমার শক্তি। আমার নিজস্ব শক্তির কোনও দাম নেই।'

অপ্রতিভ হয়ে কাউন্ট পত্নী বললেন 'আপনার সাথে অশিষ্ট আচরণ করা আমার উচিত হয়নি। আমার কাজের জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত। হে বিজয়ী বীর! আমার দুর্বাক্যের জন্য ক্ষমা করুন আমাকে '

'কেন আপনি মিছিমিছি বিব্রত হচ্ছেন ' বললেন ট্যালবট, আমি ইংরেজ সামান্য একটা কথাতে মুষড়ে পড়া বা বিব্রত হবার মতো লোক নই আমি। এই মুহূর্তে শুধু একটা জিনিসই চাইবার আছে আপনার কাছে তা হল খাবার আমার সৈন্যদের জন্য রসদের ব্যবস্থা না করলেই নয়। খাবারের অভাবে তারা খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। এদের রসদের একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে

ট্যালবটের প্রার্থনা মঞ্জুর করে কাউন্ট পত্নী বললেন, 'অবশ্যই খাবারের ব্যবস্থা করব ' এ কথা শুনে খুশিমনে বিদায় নিলেন ট্যালবট

ছয়

কারারক্ষীদের জিম্মায় লন্ডন টাওয়ারে একটি আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন মর্টিমার বহুদিন ধরে রোগে ভুগছেন তিনি কথা আছে আজ তার ভাইপো জেলবন্দি রিচার্ড প্যান্টজেনেট এসে দেখা করবেন তার সাথে রিচার্ড আসার পর কথা প্রসঙ্গে রিচার্ড বললেন, 'জ্যাঠামশাই আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আর্ল এডমন্টের সাথে তার সাথে তর্কাতর্কিও হয়ে গেল বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে সে এমন বিচ্ছিরি কথাবার্তা বলল যা মোটেও সহ্য করা যায় না। আমার পিতার শিরশ্ছেদের আসল কারণ কী তা বলে আপনি আমায় উৎকণ্ঠামুক্ত করুন আপনার যা শারীরিক অবস্থা তাতে হয়তো কোনওদিনই আর সে কথা শুনতে পাব না আমি

'হয়তো সেই একই কারণে আমার যৌবন আর প্রৌঢ় কাল বহুদিন ধুঁকছে এই অন্ধকারে—হয়তো বার্ধক্যও কাটাতে হবে সেইভাবে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মর্টিমার, 'আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে মৃত্যু আমায় ডাকছে পরপারের জন্য। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার যাই হোক, আমি সংক্ষেপে বলছি, তুমি মন দিয়ে শোন, বর্তমান রাজার পিতামহ চতুর্থ হেনরি খুবই উৎকণ্ঠার মাঝে ছিলেন তার ভাইপো রাজা এডোয়ার্ডের বড়ো ছেলে এবং সিংহাসনের অধিকারী রিচার্ডকে নিয়ে অবশেষে তিনি বাধ্য হন দেশ থেকে তাকে নির্বাসিত করতে কারণ সিংহাসনের ব্যাপারে আমার দাবিই ছিল অগ্রগণ্য। আমি ছিলাম রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ডিউক অব লরেন্সের সন্তান মনে মনে সিংহাসনের প্রতি আগ্রহ আমারও ছিল তার ফলে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে প্রাণ দিতে হয়। তারপর সম্রাট পঞ্চম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে তোমার বাবা আমার প্রাপ্য অর্থাৎ সিংহাসন লাভের জন্য খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে ফলস্বরূপ তার শিরশ্ছেদ করা হয়। আমার মৃত্যুর পর রয়ে যাবে একমাত্র তুমি সব সময় সজাগ হয়ে থাকবে নইলে হয়তো একদিন তোমারও প্রাণ যাবে একথা সর্বদা মনে রাখবে

রিচার্ড প্যান্টজেনেট বললেন 'আপনার কথা থেকে এবার আমি বুঝতে পারছি বাবার মৃত্যুর পেছনে কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না জঘন্য অত্যাচার ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না।'

তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখী এবং নিষ্কণ্টক করে তোলেন একথা বলতে বলতে চিরদিনের মতো দু চোখ বন্ধ হয়ে গেল মর্টিমারের

সাত

লন্ডন শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পার্লামেন্ট ভবন

সেখানে এক জরুরি অধিবেশনে মিলিত হয়েছেন রাজা ষষ্ঠ হেনরি একজিটার ও রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক, ওয়ারউইকের আর্ল, সমারসেটের আর্ল, জন বোফর্ট নরফোকের আর্ল, রিচার্ড প্যান্টাজেনেট, উইনচেস্টারের বিশপ প্রমুখ ব্যক্তিরা

আলোচনা চলাকালীন উইনচেস্টারের বিশপকে উদ্দেশ করে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'ওহে অহংকারী বিশ্বাসঘাতক পুরোহিত! তুমি আমার জন্য একটা মরণফাঁদ তৈরি করে রেখেছিলে লন্ডন সেতু আর কারাগারের মাঝখানে তুমি যেমন নিষ্ঠুর ব্যভিচারী, হিংসুক

হয়তো তুমি একদিন আমাদের রাজাকেই হত্যা করবে তুমি যে এমন জঘন্য চরিত্রের লোক তা আগে জানা ছিল না আমার '

তার কথার তীব্র প্রতিবাদ করে উইনচেস্টারের বিশপ বললেন, মাননীয় লর্ড মহোদয়গণ' আমি যদি সত্যিই উচ্চাভিলাষী আর বিশ্বাসঘাতক হতাম, তাহলে কখনই এমন দীন হীন ভাবে জীবন কাটাতাম না সর্বদাই আমার মনকে টেনে নিয়ে যেতাম টাকা কড়ির দিকে যে বিষয়ের উল্লেখ করে মাননীয় গ্লস্টারের ডিউক উত্তেজিত হয়ে আমায় গালাগাল দিয়েছেন, তার আসল বক্তব্য কিন্তু তা নয় আপনারা জানতে চাইলে আমি বলব রাজা না হতে পারার হতাশায় ভুগছেন তিনি রাজা হয়ে তিনি সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসতে চান তার অতৃপ্ত বাসনাই তাকে বারবার উত্তেজিত করে তুলেছে। হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে আমার মতো সরল মানুষের ঘাড়ে এসে চেপেছেন কারণ আর কিছু নয়, আমি অসহায়, আমার ক্ষমতা কম '

গ্লস্টারের ডিউক বললেন, শোন ভণ্ড সন্ন্যাসী তোর ধর্ম জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তোর ব্যক্তিগত জীবন খুবই জঘন্য। তুই এক সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চা।' জোর ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে গেল উভয়ের মধ্যে

শেষমেশ মুখ খুলতে বাধ্য হলেন রাজা তাদের দুজনকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'আপনারা উভয়েই সম্মানীয় ব্যক্তি। ইংল্যান্ডের সুখ সমৃদ্ধির রক্ষক আপনারা কিন্তু আপনারা উত্তেজিত অবস্থায় এই রাজসভায় যেভাবে বাক্‌ বিতণ্ডা করছেন, আমি মনে করি তাতে আপনাদের সম্মানহানি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে এভাবে ঝগড়াঝাঁটি করলে সেটা আমাদের রাজ্যেরই কলঙ্ক। তাতে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ পায় শত্রুদের কাছে হয়তো বয়সে আমি আপনাদের চেয়ে ছোটো, কিন্তু যা উচিত বলে মনে হয়েছে তা বলতে বাধ্য হলাম

রাজার কথা শেষ না হতেই হই হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে এল পার্লামেন্ট ভবনের সামনের রাস্তা থেকে গ্লস্টারের ডিউক আর উইনচেস্টারের বিশপের অনুগামীরা নিজেদের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ি শুরু করে দিয়েছে এরাজ্যে অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ বলে পাথর ব্যবহার রীতিমতো মারমার কাটকাট কাণ্ড। শোনা যাচ্ছে পাথর পাথর বলে চিৎকার

অনন্যোপায় হয়ে রাজা ডিউক আর বিশপকে অনুরোধ করে বললেন, 'আপনারা দ্রুত গিয়ে থামান উত্তেজিত জনতাকে নইলে বহু লোকের প্রাণ যাবে।'

রাজার অনুরোধ শুনে উভয়ে শান্ত করলেন তাদের অনুগামীদের তারপর ফিরে এসে বসলেন নিজ নিজ আসনে রাজার উদ্যোগ আর সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে নিজেদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে পরস্পর হাত মেলাতে বাধ্য হলেন গ্লস্টারের ডিউক আর উইনচেস্টারের বিশপ তবে কেউ কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন না এবার ওয়ারউইকের আর্ল এগিয়ে দিলেন রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটের চুক্তিপত্রটি তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাজা বললেন, 'আমার আন্তরিক ইচ্ছা রিচার্ডকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে তার বংশমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক আর ইয়র্কবংশীয় লোককে ইয়র্ক বংশের বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে কারও কোনও আপত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না এব্যাপারে আপনাদের কি অভিমত তা আমায় বলুন আমি মনে করি রিচার্ডের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা প্রয়োজন '

রাজার আদেশে মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে নিয়ে আসা হল কেমব্রিজের আর্ল রিচার্ডকে

রাজার সামনে নতজানু হয়ে রিচার্ড বললেন, 'আমি আপনার একজন ভৃত্য মাত্র আপনার মহানুভবতার বিনিময়ে আমি সারাজীবন আপনার কেনা বশংবদ হয়ে থাকব '

হেসে উঠে রাজা বললেন ওঠো রিচার্ড। তুমি তোমার প্রাপ্য ফিরে পাচ্ছ এতে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কিছু নেই আমি তোমার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি। সেই সাথে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন যেন সুখের হয়।'

এবার গ্রস্টার বললেন, 'মহারাজ' আমার অভিমত আপনি এখন ফ্রান্সে গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করুন। তাতে প্রজাদের আশা এবং মনোবল বেড়ে যাবে। সেই সাথে শত্রুরাও শামুকের মতো নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে '

সমবেত সবাই গ্রস্টারের অভিমতকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'রাজার উচিত এখনই ফ্রান্সে যাওয়া '

পরদিন সকালে রাজার জাহাজ রওনা হল ফ্রান্স অভিমুখে

সম্রাট পঞ্চম হেনরির সময়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা এই মনমাউথজাত হেনরি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হবেন আর উইন্ডসরজাত হেনরি সব হারিয়ে পথের ভিখারি হবেন

আজ যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রস্তুতি চলছে।

আট

এদিকে ফ্রান্সে তখন ঘটতে চলেছে সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা

ছদ্মবেশ ধারণ করে কয়েকজন যুবক চাষিকে সাথে নিয়ে কুমারী জোয়ান এলেন রুয়েন নগরীর সম্মুখভাগে। তার সঙ্গী যুবকরা কেউ কিন্তু প্রকৃত চাষা নয়, সবাই ফরাসি সৈন্য চাষির ছদ্মবেশে সৈন্যরা পিঠে বস্তা নিয়ে রুয়েন নগরীর সামনে এসে যে যার মতো চুপচাপ বসে পড়ল

ক্রমে রাত্রি গভীর হল। নগরবাসীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জোয়ানের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে সৈন্যরা। তার নির্দেশ পেলেই সৈন্যরা চেষ্টা করবে অতর্কিতে নগর আক্রমণ করে তার মালিক আর শাসক হবার

রাত্রির শেষ প্রহরে একজন সৈনিক দরজায় করাঘাত করে বলল, 'আমরা চাষি সবজি নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে এসেছি দরজা খুলে দাও

এরই মধ্যে বেজে গেছে বাজারের ঘণ্টা নগরীর প্রধান ফটক খুলে দিল প্রহরী নিঃশব্দে নগরের ভেতরে ঢুকে গেল ছদ্মবেশী জোয়ান আর সৈন্যরা

কিছুক্ষণের মধ্যেই চার্লস, অ্যালেন্সন, আঞ্জুর ডিউক, নেপলসের নাম কা ওয়াস্তে রাজা রেজিয়ার এবং অর্লিয়ান্সও ছদ্মবেশে সৈন্যদের নিয়ে প্রবেশ করলেন নগরে তাদের সিদ্ধান্ত জোয়ানের ইঙ্গিত পেলেই একসাথে আক্রমণ করবেন তারা তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে কোনও উপায়ে হোক ট্যালবটপন্থীদের পুড়িয়ে মারবেন

অল্প সময়ের মধ্যেই মশাল জ্বলে উঠল প্রাসাদের ছাদে এটাই ছিল আক্রমণ করার ইশারা সাথে সাথেই সৈন্যরা একযোগে নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু তছনছ করতে শুরু করে দিল। সব পথ বন্ধ কারও বেরুবার উপায় নেই বেজে উঠল রণতূর্য শত্রুপক্ষের আকস্মিক

আক্রমণ প্রতিরোধ করতে একদল সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন স্যার জন ফলস্টাফ ও একজন ক্যাপ্টেন। তুমুল লড়াই বেধে গেল দু-দলে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে প্রাণ দিলেন বেডফোর্ডের ডিউক

ট্যালবটের উপস্থিত বুদ্ধি সাহসিকতা আর সুচারুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার দরুন হারানো দুর্গ ফিরে পেতে অসুবিধা হল না

সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল জোয়ান অব আর্কের যুদ্ধক্ষেত্রে বেগতিক অবস্থা দেখে জোয়ান বাধ্য হলেন চার্লস অ্যাঞ্জেলনকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যেতে

যুদ্ধের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবার পর ট্যালবট স্থির করলেন তিনি প্যারিসে যাবেন ইতিমধ্যে রাজা হেনরি পৌঁছে গেছেন সেখানে প্যারিসে যাবার আগে তিনি তার মনোমতো কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির উপর রুয়েন শাসনভার অর্পণ করলেন

নয়

তাই বলে জোয়ান কিন্তু মোটেও হাল ছাড়বার পাত্রী নন তিনি চার্লসকে বোঝালেন ইংরেজরা রুয়েন নগরী অবরোধ করে থাকলেও সেটা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব নয় জোয়ানের কথামতো চললে একদিন না একদিন তিনি ট্যালবটকে উচিত শিক্ষা দিতে পারবেন।

জোয়ান চার্লস আর আর্লিয়ান্স নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন কীভাবে বার্গান্ডির ডিউককে ট্যালবটের কাছ থেকে বের করে এনে নিজেদের দলে ভেড়ান যায়

সবাই মেনে নিলেন জোয়ানের পরামর্শ। কিছুক্ষণ বাদে ভেরির শব্দ শোনা গেলে মুচকি হেসে জোয়ান বলল, 'কী বুঝতে পারলে তোমরা? দেখ, আমি কীভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেই ভেড়ির শব্দ শুনলে ধরে নেবে তারা প্যারিসের পথে রওনা দিয়েছেন। এখান থেকে তার ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন ট্যালবট

বারগান্ডির ডিউকের সাথে দেখা করে জোয়ান তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে টেনে নিয়ে এলেন নিজেদের দলে ডিউক নিজে ফরাসি

হাসিমুখে চার্লস বললেন বার্গান্ডির ডিউককে, 'বন্ধু ডিউক আপনার স্বদেশ প্রেম আমাদের প্রেরণা জোগাচ্ছে। আপনার সিদ্ধান্তের জন্য সহস্র ধন্যবাদ '

ডিউককে দলে পেয়ে চার্লসের মনোবল হাজারগুণ বেড়ে গেল তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন

এবার সোৎসাহে বলে উঠলেন চার্লস, 'চলুন বন্ধুগণ, আমরা সমবেত শক্তি দিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি '

দশ

প্যারিসের রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে রাজা যখন উইনচেস্টারের ডিউক, গ্লস্টারের ডিউক, ইয়র্ক, সমারসেটের আর্ল, সাফোকের ডিউক প্রভৃতির সাথে আলোচনায় মগ্ন সে সময় ট্যালবট এলেন সেখানে।

রাজাকে যথোচিত অভিবাদন জানিয়ে ট্যালবট বললেন মহারাজ, কর্তব্যের খাতিরে আমাকে কিছুদিনের জন্য প্যারিসে আসতে হয়েছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে ফ্রান্সের পঞ্চাশটি দুর্গ

বারোটি শহর এবং প্রাচীর বেষ্টিত সাতটি নগরী আমাদের অধিকারে এসেছে ঈশ্বর ও মহারাজের চরণে আমি আমার সমস্ত বিজয়গৌরব নিবেদন করলাম '

সভাসদদের কাছে জিজ্ঞেস করে রাজা জানতে পারলেন বীর ট্যালবটের জন্যই আজ তিনি এ সবের মালিক। তিনি বললেন, 'হে বীর ট্যালবট। ছোটোবেলায় বাবার মুখে শুনতাম আপনার বীরত্বের কথা। আজ নিজের চোখে দেখলাম আপনাকে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের পরিবারের প্রতি আপনার অকুণ্ঠ সেবা আর বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমি আপনাকে অভিষিক্ত করছি শ্রুসবেরির আর্ল পদে। আপনাকে ইতিপূর্বে কোনও পুরস্কারে ভূষিত করতে না পারার জন্য আমি খুবই দুঃখিত '

পরদিন সকালে সমবেত লর্ডদের সামনে ষষ্ঠ হেনরির মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে লর্ড বিশপ বললেন, 'ঈশ্বর রক্ষা করুন সম্রাট ষষ্ঠ হেনরিকে।'

উৎসব সমাপ্ত হবার পর রাজার কাছে ফলস্টাফের নামে অভিযোগ জানিয়ে ট্যালবট বললেন, 'আমি যখন মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে আটহাজার সৈন্যের সাথে লড়ছিলাম, সে সময় উনি সবাইকে ছেড়ে পালিয়ে যান আর শুধু এক বার নয়, বারবারই উনি বেগতিক দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদের বিপদের মাঝে ফেলে দেন। বহুবার তিনি 'নাইট' উপাধির অমর্যাদা করেছেন — সেইসাথে দেশেরও সর্বনাশ ডেকে এনেছেন '

ট্যালবটের মুখে ফলস্টাফের কুকীর্তির কথা শুনে রাজা খেপে গিয়ে তার নাইট' উপাধি কেড়ে নিয়ে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করলেন তিনি আরও বললেন তার আদেশ অমান্য করলে ফলস্টাফের প্রাণদণ্ড হবে।

ঠিক সে সময় একজন দূত এসে রাজার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন যে বার্গান্ডির ডিউক পত্র মারফত রাজাকে জানিয়েছেন যে তিনি ইংরেজপক্ষ ত্যাগ করে ফরাসিদের দলে যোগ দিয়েছেন

চিঠির বক্তব্য শোনার পর চিৎকার করে বললেন রাজার পিতৃব্য ও গ্লস্টারের ডিউক, 'বিশ্বাসঘাতক পাজি, ছুঁচো কোথাকার! তোমার এতসব প্রতিশ্রুতি, শপথ সবই কিনা শেষে বিশ্বাসঘাতকতায় রূপান্তরিত হল?'

খুব ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করে রাজা বললেন ট্যালবটকে, 'দেখুন লর্ড একমাত্র আপনিই পারেন এ সংকট থেকে দেশকে বাঁচাতে। বার্গান্ডি যে আমার ডানহাত ছিলেন আশা করি সেকথা আপনিও অস্বীকার করবেন না। তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিলে আমাদের অপরিসীম ক্ষতি হয়ে যাবে।

রাজার কথা শেষ না হতেই ট্যালবট বলে উঠলেন রাজাদেশ শিরোধার্য আমি এখনই যাচ্ছি বার্গান্ডির সাথে দেখা করতে। দেখি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শত্রুশিবির থেকে ফিরিয়ে আনা যায় কি না এ ব্যাপারে আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।'

এদিকে ইয়র্ক তার সৈন্যসহ অবস্থান করছেন গ্যাসকনির রণক্ষেত্রে সে সময় একজন দূত এসে বলল 'ফিরে আসার পর ডফিন তার সৈন্য সহ লড়াই করতে গেছেন ট্যালবটের বিরুদ্ধে '

সে কথা শুনে গর্জে উঠে বললেন ইয়র্ক, 'জাহান্নমে যাক হতচ্ছাড়াটা কথা ছিল সে আমায় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে সময় মতো সাহায্য না পেলে প্রয়োজনের সময় আমি ট্যালবটকে সাহায্য

করতে পারব না ভগবান না করুন, আজ যদি তার কোনও ক্ষতি হয় তাহলে দেশের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা আমি ধারণাও করতে পারছি না ট্যালবটের কোনও ক্ষতির মানেই ফরাসি দেশ থেকে ইংল্যান্ডের বিদায়।

এমন সময় ভীত সন্ত্রস্ত মুখে সেখানে এসে হাজির হলেন স্যার উইলিয়ামর লুসি। তিনি বললেন, 'ইয়র্কমশাই! যত শীঘ্র সম্ভব আপনি ট্যালবটের সাহায্যার্থে রওনা দিন তিনি চারদিক দিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন এখনই বুঁর্দো তে গিয়ে তাকে সাহায্য করা দরকার। তিনি হলেন ইংল্যান্ডের প্রাণপুরুষ তাকে রক্ষা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন – যদিও শেষরক্ষা একমাত্র ঈশ্বরের হাতে '

এ সময় বালকপুত্র জন এসে দাঁড়িয়েছেন তার বাবা ট্যালবটের পাশে দীর্ঘ সাত বছর পর পিতা পুত্র মিলিত হলেন ট্যালবট বললেন, 'জন' এত অল্প বয়সে কেন তুমি যুদ্ধ করতে এলে' আমি অক্ষম হলে তখন তুমি যুদ্ধ করতে আসবে যদিও আমি তোমাকে সব শিখিয়েছি, তবুও যুদ্ধবিদ্যার অনেক কিছু শেখা বাকি আছে তোমার

'বাবা! এখনই তো আপনাকে সহায়তা করার উপযুক্ত সময়,' বললেন জন, 'শত্রুরা চারদিক দিয়ে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে আমাদের তুমি পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নাও আমার চেয়ে তোমার জীবন অনেক বেশি মূল্যবান। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে ইংল্যান্ড এবং আরও পাবার আশা রাখে। কিন্তু আমি কোনো কৃতিত্বই দেখাতে পারিনি। তাই আসতে বাধ্য হলাম।'

ছেলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ট্যালবট বললেন, তোমার কথা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অবাস্তরও বটে। তোমার মধ্যে দিয়েই আমি বহুদিন বেঁচে থাকব তাই আমার জীবনের চেয়ে তোমার জীবন অনেক বেশি মূল্যবান এমনিতে আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু তুমি তো সবে তরুণ।'

'তবুও আমার একান্ত অনুরোধ বাবা, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও লড়াই করে আমি তোমাকে পালাবার কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেব বললেন জন

ট্যালবট বললেন, 'দেখ জন' জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছি আমি কিন্তু কোনও দিনই সৈন্য আর অনুচরদের ফেলে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে কলঙ্কের ছাপ গায়ে মাখিনি। আজ আর এ বয়সে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে বল না তুমি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি না গেলে আজ সন্ধ্যার আগেই রণক্ষেত্রে পড়ে থাকবে তোমার মৃতদেহ ঠিক আছে, আমরা দুজনেই আজ কাছাকাছি থাকব যতক্ষণ পারি দুজনে বাঁচব আর মরতে হলে উভয়েই মরব এই আমার একমাত্র প্রার্থনা প্রভু যিশুর কাছে ' কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের রূপ হয়ে উঠল ভয়ংকর। জন ট্যালবট চারদিক দিয়ে শত্রুসৈন্য দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়লেন কিন্তু পিতার বুদ্ধি আর রণকৌশলের দরুন শত্রুসৈন্যের কবল থেকে ছাড়া পেতে দেরি হল না তার

ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ট্যালবট বললেন, 'চল, আজ আমার পাশে থেকে বীর আইকারিয়াসের মতো যুদ্ধ করবে। মরতে হলে দুজনেই পাশাপাশি বীরের মতো মরব আর বাঁচলে দুজনেই বাঁচব '

দুপুরের কিছু পরেই গুরুতরভাবে আহত হলেন জন ট্যালবট তার বাঁচার আশা নেই বললেই চলে

পাগলের মতো ছেলেকে খুঁজতে লাগলেন ট্যালবট সে সময় দুজন সৈনিক বহন করে নিয়ে এল জনের মৃতদেহ সদ্যমৃত ছেলেকে বুকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বললেন, কেন তোমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছ? দাও, ওকে আমার হাতের উপর শুইয়ে দাও এ শোক-জ্বালা আমি আর সইতে পারছি না। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না আমার আদরের সন্তান বীর জন, আজ আর আমার কাছে নেই এখন আমার হাত দুটোই ওর কবরে পরিণত হোক' বলে হা হুতাশ করতে করতে মরণের কোলে ঢলে পড়লেন ট্যালবট।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ট্যালবট আর তার বীরপুত্র জনের মৃতদেহ নিয়ে এসে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে তাদের সমাধিস্থ করলেন স্যার উইলিয়াম লুসি কাঁদতে কাঁদতে সবাই শেষ শ্রদ্ধা জানালেন তাদের।

মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর চোখের জল মুছতে মুছতে স্যার লুসি বললেন, 'ওদের জন্য আমি এমন একটা সমাধি নির্মাণ করব যা দেখে ফরাসিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে

ওদিকে আকাঙ্ক্ষা পূরণের আনন্দে উল্লসিত হয়ে চার্লস বললেন, 'দেখ জোয়ান, তোমার জন্যই এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পেরেছে। আমি এখন প্যারিসে ফিরে গিয়ে ধুমধামের সাথে বিজয় উৎসবের আয়োজন করব আমাদের পরম শত্রু আজ পরলোকে গিয়েছে, একি কম আনন্দের কথা! বহুদিন বাদে ফরাসিদের বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল আজ তাই তারা আনন্দে মাতোয়ারা।'

লন্ডনের সুরম্য রাজপ্রাসাদের এক বিশাল পরিষদ কক্ষে গভীর আলোচনায় মগ্ন রয়েছেন রাজা, একজিটারের ডিউক, রাজার অপর এক খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক

কথায় কথায় রাজা ডিউক অফ গ্লস্টারকে বললেন, 'কাকা! আপনি কি পড়ে দেখেছেন পোপ, সম্রাট আর আর্মাশোক-এর পাঠানো চিঠিগুলো?

'হ্যাঁ পড়েছি,' বললেন গ্লস্টারের ডিউক।

রাজা তার খুল্লতাত ও ডিউক অব গ্লস্টারকে বললেন, 'চিঠিগুলির বক্তব্য কী? পড়ে তো মনে হল সবাই মোটামুটি একই মত ব্যক্ত করেছেন'

'আমি তো সেরকমই বুঝলাম', বললেন ডিউক অব গ্লস্টার

'কাকা! তাদের বক্তব্য কী?' জানতে চাইলেন রাজা

'তাদের বক্তব্য মোটামুটি এই ঈশ্বরের নামে শান্তি ফিরে আসুক ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের মাঝে জবাব দিলেন গ্লস্টারের ডিউক

'তা এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? বললেন রাজা

আমার অভিমত অর্থাৎ তাদের দেওয়া প্রস্তাবে আমি কী ভাবছি সে কথাই তো আপনি জানতে চাইলেন? জবাব দিলেন গ্লস্টারের ডিউক

'হ্যাঁ, তাই চিঠি তিনটি পড়ে আপনি কী বুঝলেন?' জানতে চাইলেন রাজা

নির্দ্বিধায় বললেন ডিউক অব গ্লস্টার, 'উদ্দেশ্য যে মহৎ তা চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। দুই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মাঝে রক্তপাত বন্ধ করে শান্তিস্থাপন করতে হলে এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

'ঠিকই বলেছেন। আমারও তাই বিশ্বাস। সে কথা বহুবার ভেবেছি আমি,' বললেন রাজা।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গ্লস্টারের ডিউক বললেন, 'শুধু আপনি কেন, যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তাই বলবে। এ ছাড়া অন্য পথও নেই।'

রাজা বললেন, 'ভাবতে পারা যায় একই ধর্মাবলম্বী দুটো সম্প্রদায়ের ভেতর সংঘর্ষের মানেই নিজেদের দেশটাকে পুরো শ্মশান বানিয়ে তোলা।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ করে দেখেছেন কি মহারাজ?' বললেন গ্লস্টারের ডিউক।

'কী ব্যাপার কাকা?' জানতে চাইলেন রাজা।

গ্লস্টারের ডিউক বললেন, 'একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছেন কি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার দরুন চার্লসের আত্মীয় আর্ল অব অ্যাথমানাক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিতে।'

কথাটা না শোনার ভান করে চুপচাপ রইলেন রাজা। তখন ডিউক অব গ্লস্টার বললেন, 'শুধু মেয়েটিই নয়, সেই সাথে বহুমূল্য দান সামগ্রী অর্থাৎ যৌতুকও দেবেন মেয়ের বাবা। সেটাও খুব কম হবে না।'

রাজা বললেন, 'আপনি কীসব আজে-বাজে কথা বলতে চাইছেন কাকা?'

'আমি কোনও অসঙ্গত কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না', জবাব দিলেন গ্লস্টারের ডিউক।

'কী বলছেন কাকা! আমি এই অল্প বয়সে বিয়ে করব? বিয়ে করার বয়স আর মানসিকতা, কোনওটাই হয়নি। এখন আমার উপযুক্ত সময় লেখাপড়া আর অস্ত্রবিদ্যা শেখার। রাজ্যশাসন আর প্রজাপালনের যে গুরুদায়িত্ব আমার মাথার উপর রয়েছে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভই আমার লক্ষ্য। এরপরও আপনি যদি একই উপদেশ দেন, তাহলে রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে এসে উপযুক্ত জবাব দিন। দেশের স্বার্থ এবং ঈশ্বরের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যা কিছু করার দরকার আমি তা করতে রাজি আছি।'

এদের মধ্যে আলোচনা চলাকালীন পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল বোফর্ট বেশি উইনচেস্টার এবং দুজন দূতকে মন্ত্রণালয়ের সামনে উপস্থিত হতে দেখে গ্লস্টারের ডিউক উঠে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসে বসালেন মন্ত্রণাকক্ষের আসনে।

এক্সিটারের ডিউক বললেন, 'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে যেন লর্ড উইনচেস্টারের পদোন্নতি হয়েছে? উনি বোধহয় কার্ডিনালের পদ লাভ করেছেন, তাই না?'

কারও উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি পুনরায় বললেন, 'আশা করি রাজা পঞ্চম হেনরির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাদের সবার মনে আছে। আপনারা নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাননি?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গ্লস্টারের ডিউক তার দিকে তাকাতেই এক্সিটারের ডিউক বললেন, 'হেনরি বলেছিলেন একদিন বিশপ উইনচেস্টার তার টুপিকে রাজমুকুটের সমান মর্যাদায় উন্নীত করে তুলবেন।'

এবার রাজা বললেন, 'হে রাষ্ট্রদূতদ্বয়! আপনাদের আবেদনের কথা আমরা এইমাত্র আলোচনা করছিলাম।'

'আপনার অভিমত কী?' সবিনয়ে বললেন একজন রাষ্ট্রদূত

রাজা বললেন, 'আপনার প্রস্তাব আমরা বহুভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছি প্রস্তাবগুলি শুধু মহৎ নয়, যুক্তিসঙ্গতও বটে '

মহারাজ! আমরা জানতে চাই আপনার অভিমত দয়া করে বলবেন কী?' একজন রাষ্ট্রদূত বললেন

আমরা শান্তি স্থাপনে আগ্রহী জবাব দিলেন রাজা

আর?' জানতে চাইলেন রাষ্ট্রদূত

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সন্ধির শর্তাবলি এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অচিরেই উইনচেস্টারকে ফ্রান্সে পাঠাবার,' বললেন রাজা

'আর একটা কথা, বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'যে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আপনারা এনেছেন, তা নিয়ে এইমাত্র রাজার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আপনাদের প্রস্তাব খুবই ভালো কন্যার রূপ গুণ আর যৌতুকের কথা শুনে রাজা রাজি হয়েছেন তাকে ইংল্যান্ডের রানির আসনে বসাতে '

'আমার শ্রদ্ধেয় খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক ঠিক কথাই বলেছেন তাহলে আমরা কি এ বিষয়ে এগুতে পারি?' জানতে চাইলেন রাজা

'অবশ্যই পারেন', বললেন রাষ্ট্রদূত।

'তাহলে বিয়ের সম্মতি স্বরূপ এই মুক্তোর হারটা আপনারা ফ্রান্সে নিয়ে যান মেয়ের জন্য, বললেন রাজা, 'হে রাজপ্রতিনিধিগণ ওদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দিন ওদের সমুদ্রযাত্রা যেন শুভ হয়।'

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতদ্বয় রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর পোপের প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে উইনচেস্টার বললেন, 'কেন আপনারা মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন ধর্মপ্রতিনিধিগণ? আমার পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপনাদের যা প্রাপ্য তা আমি অবশ্যই দেব। এ নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না '

এবার আড়চোখে ডিউক অব গ্লস্টারের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন 'ভুলেও আর মাথা নত করব না অহংকার গ্লস্টারের ডিউকের কাছে বিশপের পদমর্যাদা যে তোমার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় তা শীঘ্র বুঝতে পারবে তুমি আমি পায়ের নিচে ফেলবই তোমাকে আর তা না পারলে আগুন জ্বালিয়ে দেব দেশের বুকে আজ থেকে আমার নির্মম খেলা শুরু হল অতএব গ্লস্টার, সাবধান।'

ফরাসিরা যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে সে কথা জেনে কিছুটা স্বস্তির আশ্বাস পেলেন ফরাসিরাজ চার্লস তারা নাকি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে শুরু করেছে ফরাসিদের। এটা একটা আশার কথা বইকি।

জোয়ানের অভিমত প্যারিসের অধিবাসীরা যদি ফরাসিদের সাহায্য করে তবে তাদেরই মঙ্গল আর যদি তার বিরুদ্ধাচারণ করে তাহলে সে তাদের বাড়ি ঘর সবকিছু জ্বালিয়ে দেবে শোকের বন্যা বইয়ে দেবে প্যারিসে আর সেটাই হবে তাদের পরিণাম

এ সময় একজন দূত এসে খবর দিল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজরা এগিয়ে আসছে ফরাসিদের বিরুদ্ধে। এ আকস্মিক দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলে না চার্লস তিনি ভেবেছিলেন বীর যোদ্ধা ট্যালবটের মৃত্যুর সাথে সাথে ভেঙে গেছে ইংরেজদের মনোবল কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তারা হারানো মনোবল ফিরে পাবে তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি আশ্চর্যজনক। তিনি মনে মনে ভাবলেন কী আশ্চর্য জাত এই ইংরেজরা।

ধৈর্য ও সাহসের সাথে বিজয়গৌরব অর্জনের জন্য চার্লসকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইলেন জোয়ান

ইংরেজদের আচরণে সত্যিই মুহ্যমান ও বিমূঢ় হয়ে গেলেন চার্লস। মেরুদণ্ড ভেঙে যাবার পরও যে ইংরেজরা এমন শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি আর শুধু তাই, নানা অভাবনীয় ঘটনা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটিয়ে চলেছেন ইংরেজরা। তাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে সৈন্যরা একী কাণ্ডরে বাবা ওদিকে আশাহত অস্থির চিত্ত জোয়ান দুহাত আকাশের দিকে তুলে ধরে করুণ স্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন 'হে স্বর্গের দেব-দেবীগণ। কেন আপনারা হতাশায় ডুবিয়ে দিচ্ছেন আমাকে? এই চরম দুঃসময়ে আপনারা সবাই আমার পাশে এসে দাঁড়ান।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, 'হে ভূত-প্রেতাত্মারা! তোমরা সবাই এসে দাঁড়াও আমার পাশে ফরাসিদের গলায় পরিয়ে দাও জয়ের মালা এ উপকারের প্রতিদানে যদি তোমরা আমার রক্ত চাও, তাহলে নিজের হাত কেটে তোমাদের রক্ততৃষ্ণা মেটাতেও কুণ্ঠিত নই আমি। প্রয়োজনে বুকের রক্ত দিলেও আমি তোমাদের তৃষ্ণা মেটাব তোমরা সবাই সাহায্য কর আমাকে।'

ভূত-প্রেতগুলো মাথা নাড়ার পর আরও করুণ স্বরে বলতে লাগলেন জোয়ান বেঁচে থাকতে ইংল্যান্ডের হাতে ফ্রান্সের পরাজয় দেখতে পারব না আমি চারদিক থেকে আজ অভিশাপ যেন আমায় গিলে খেতে চলেছে শুধু নরক ছাড়া আমার সামনে আর কোনও রাস্তা নেই এ কী ঘটতে চলেছে আমার অদৃষ্টে! আমার চোখের সামনে ধুলোয় লুটোবে ফ্রান্সের গৌরব? না! এ আমি কখনই হতে দেব না '

ওদিকে জোর লড়াই শুরু হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে ইংরেজ সৈন্যরা। ফরাসিদের সাধ্য নেই তাদের বাধা দেবার।

একে একে দুঃসংবাদ আসতে লাগল চার্লসের কাছে।

একজন দূত এসে জানাল জোয়ান বন্দি হয়েছেন ইংরেজদের হাতে। তার মন্ত্র কোনও কাজেই লাগেনি।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে ঘটে চলেছে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সাফোকের আর্লের হাতে বন্দি হয়েছেন রেনিয়োর রাজার কুমারী কন্যা মার্গারেট তার রূপ দেখে সাফোক উল্লসিত ইচ্ছে থাকলেও তাকে বন্ধনমুক্ত করে দেবার উপায় নেই কিন্তু কিছুতেই মানছে না সাফোকের মন এমন রূপসিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে কি তাকে ছেড়ে দিতে মনের দিক থেকে উৎসাহ পায় কোনও পুরুষ তিনিও কিছুতেই খুলে দিতে পারছেন না তার বাঁধন

কাতর স্বরে মার্গারেট বললেন 'দয়া করে বলুন সাফোকের আর্ল, কী উপহার পেলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন আমার মুক্তির বিনিময়ে আপনি যা চাইবেন আমার বাবা তাই দিতে রাজি হবেন এবার বলুন কী উপহার চান আপনি?

আপন মনে বললেন সাফোকের আর্ল, 'সুন্দরী আমি যা চাই তাতো আমার সামনে শেকলেই বাঁধা আছে এখন তোমার প্রতি সদয় হবার অর্থ নিজের প্রতি নির্দয় হওয়া '

অস্থিরভাবে মার্গারেট বললেন, 'কী ব্যাপার সাফোকের আর্ল, আপনি চুপ করে রয়েছেন কেন? আমার মুক্তির বিনিময়ে কী আশা করেন আপনি?'

এবারও আপন মনে চিন্তা করে সাফোকের আর্ল বললেন, 'একী করছ তুমি? ঘরে না তোমার স্ত্রী রয়েছে? তবে কেন আসক্ত হচ্ছ মার্গারেটের প্রতি? একপ ভাবনা করা তোমার উচিত নয়।'

পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে স্বগতোক্তি করলেন, 'ঘরে স্ত্রী রয়েছে তো হয়েছে কী! তাই বলে মার্গারেটের মতো এমন সুন্দরীকে হাতছাড়া করে শেষে পস্তাব তার চেয়ে ছলা কলায় ভুলিয়ে ওর মন জয় করার চেষ্টা করি সারা বিশ্বের সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে ওর মধ্যে এমন সুন্দরীকে পেলে রাজা আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন একে রাজার গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারলে আমার বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হবে। দুই দেশের মাঝে ঝগড়া বিবাদ মিটে গিয়ে হৃদিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে বয়সে তরুণ রাজা এমন সুন্দরীকে স্ত্রীরূপে পেলে ধন্য হয়ে যাবেন দেশবাসীরাও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাবে '

এবার মুখ খুললেন সাফোকের আর্ল তিনি বললেন, 'শোন সুন্দরী রাজকুমারী, রাজরানি হবার প্রস্তাব এলে তুমি কি তা ফিরিয়ে দেবে?'

বিতৃষ্ণার সাথে জবাব দিলেন মার্গারেট, 'আমার মতো বন্দিনী রাজরানির চেয়ে ক্রীতদাসীর জীবন অনেক বেশি গৌরবের। তবে হ্যাঁ, আপনার কথায় রাজি হব কিনা সেটা আমি পরে ভেবে দেখব। তার আগে আমার মুক্তি চাই '

সাফোক বললেন, 'মুক্তি তুমি অবশ্যই পাবে, তবে তার আগে ইংল্যান্ডের রাজা হেনরির মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি তোমাকে হেনরির স্ত্রী হবার কথা বলছি এবার বল তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি কিনা?'

'হেনরির স্ত্রী অর্থাৎ রাজরানি তার স্ত্রী হবার যোগ্যতা আমার আদৌ নেই। তবে বাবা রাজি হলে আমি আপত্তি করব না। সে কথা কিন্তু আগেই বলে রাখছি আপনাকে,' বললেন মার্গারেট।

'বেশ, তোমার দেশের ক্যাপ্টেনকে দিয়ে আমি এখনই খবর পাঠাচ্ছি তোমার বাবাকে তিনি এলে তার সাথে এ ব্যাপারে কথা হবে কথা শুনে যদি দেখি তার অভিপ্রায় ভালো, তাহলে সব ভালো' বললেন সাফোকের আর্ল

মার্গারেট সাফোকের আর্লের হাতে বন্দি হয়েছেন শুনে ছুটে এলেন তার বাবা রেনিয়ো সাফোকের আর্ল তার প্রস্তাব জানাতে হাসিমুখে তা গ্রহণ করে রেনিয়ো বললেন 'আপনি শুধু দেখবেন মেইন ও আঞ্জু অঞ্চলের জমিদারি আমি যেন নিশ্চিন্তে ভোগ করতে পারি মেয়ের বদলে এটুকুই আপনার কাছে প্রত্যাশা করি তবে হেনরি যদি স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে করে রানির মর্যাদা দিতে রাজি থাকেন '

সাফোকের আর্ল বললেন, আমি কথা দিচ্ছি আপনার প্রত্যাশাপূরণ করবেন রাজা রাজার উপযুক্ত কাজই করেছেন আপনি এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ

বিদায় নেবার সময় সাফোকের আর্ল বললেন মার্গারেটকে 'আপনি যত্ন করে রাখবেন আংটিটা এবার বলুন, আপনার তরফ থেকে আমি রাজাকে কী ব [illegible] ব?

'একজন কুমারী মেয়ে আর দাসীর পক্ষে যা বলা প্রয়োজন তাই বলবেন রাজাকে', জবাব দিলেন মার্গারেট এর আগে আমার হৃদয় কখনও কলুষিত হয়নি সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র হৃদয় আমি দিলাম রাজাকে বিদায়! মহান আর্ল '

আঞ্জিওতে রয়েছে ডিউকের শিবির সেখানে বসে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন ইয়র্ক আর ওয়ারউইকের আর্ল সে সময় প্রহরীবেষ্টিত হয়ে সেখানে এল জোয়ান এবং একজন মেষপালক তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

প্রাণদণ্ডাদেশের কথা শুনে বললেন জোয়ান, 'কাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন তা জানেন না আপনারা। মেষপালকের ঘরে জন্ম হয়নি আমার ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যুদ্ধ ও জাদুবিদ্যার সাহায্যে আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটিয়ে আপনাদের মতো শয়তানদের শায়েস্তা করতে সর্বদাই শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন আপনারা। আশ্চর্য কোনও কাণ্ড ঘটলেই আপনাদের সবার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় শয়তান আপনাদের ঘাড়ে ভর করে আজ আমি গর্ভবতী মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আপনারা আমার গর্ভস্থ সন্তানকে কখনই হত্যা করতে পারেন না '

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়র্কের ডিউক বললেন 'কুমারী জোয়ান গর্ভবতী এ কী কথা শুনছি আমি? এ অবৈধ সন্তান কি তা হলে চার্লস ডফিনের কুকীর্তির অবৈধ ফসল। হতে পারে কারণ ওরা একে অপরকে ছেড়ে কখনও থাকত না।'

ওয়ারউইকের ডিউক বললেন, 'জোয়ান তো বিয়েই করেনি' তবে যার দ্বারাই হোক না কেন, কোনও অবৈধ সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেব না আমরা বিশেষ করে চার্লসের সন্তানকে তো নয়ই ওর মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকবে '

তার কথা শুনে আর্তনাদ করে বললেন জোয়ান 'না! না! ও কাজ করবেন না আপনারা চার্লসের সাথে আমার গর্ভস্থ সন্তানের কোনও সম্পর্ক নেই সে নির্দোষ। নেপলসের রাজা হলেন আমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আপনারা যদি আমায় মুক্তি না দিয়ে প্রাণদণ্ড দেন, তাহলে আমি অভিশাপ দিচ্ছি আপনারা যখন যে দেশে থাকবেন, সে দেশ কখনও বিজয়ী হবেন না ঘন অন্ধকার আর মৃত্যুর হাহাকারে ভরে যাবে সে দেশ নিদারুণ হতাশায় ভুগতে ভুগতে আপনাদের মৃত্যু হবে আমি এই অভিশাপই দিয়ে গেলাম '

গর্জে উঠে ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'তুমি একটা নরকের কীট আগুনে পুড়ে মরবে তুমি। মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত শাস্তি '

তার কথা শেষ হতেই কার্ডিনাল বেডফোর্ড সেখানে এসে বললেন 'ইংল্যান্ড আর ফরাসিদের মাঝে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়েছে তাতে সমগ্র খ্রিস্টান জগৎ উৎকণ্ঠিত এবং আতঙ্কিত এ সঙ্কটের মীমাংসার জন্য এখানে এসে হাজির হচ্ছেন চার্লস ডফিন আলেন্সন, অর্লিয়ান্স, রেনিয়ের এবং অন্য সবাই

সে কী কথা!' বললেন ইয়র্কের ডিউক 'তাহলে এত রক্তক্ষয়, এত যুবা সৈনিকের মৃত্যু এ সবের পরিণাম এই বুঝলেন ওয়ারউইকের আর্ল আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এত রক্তের বিনিময়ে আমরা ফ্রান্সের যে সব অঞ্চল দখল করেছি, তা একে একে ফিরিয়ে দিতে হবে আমাদের এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে।'

'তাহলে আমরা কি নিঃশর্তে বিজিত অঞ্চলগুলি ফেরত দেব?' বললেন ওয়ারউইকের আর্ল
'না! তা কখনই হবে না '

তার কথা শেষ না হতেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ডফিন। ওয়ারউইকের কথার রেশ টেনে তিনি বললেন, 'আপনাদের শর্তগুলি জানার জন্যই আমি এসেছি এখানে বলুন আপনাদের শর্ত কী কী? সেগুলি জানতে চাই আমরা

'আমিই বলছি, শুনুন', বললেন কার্ডিনাল বেডফোর্ড, 'উভয়পক্ষে যে সন্ধি হয়েছে সে অনুযায়ী রাজা হেনরির অধীনে থেকে ফ্রান্সকে করদরাজ্য হিসাবে ভোগ করার অধিকার পাবেন চার্লস তিনি নিয়মিত কর দিয়ে গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না এছাড়া আপনাদের সৈন্যরা আর কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারবে না '

চার্লস বললেন, 'ফরাসি দেশের অর্ধেকটাই আমার দখলে সেখানকার সবাই আমায় বৈধ রাজা বলে মানে বাকি রাজ্যগুলির জন্য কেন আমি হেনরির অধীনতা স্বীকার করতে যাব? আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

ইয়র্কের ডিউক বললেন 'সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়েও আপনি কেন পেছপা হচ্ছেন? মনে রাখবেন সন্ধির শর্ত মানতে অসম্মত হলে আমরা ভয়ংকর যুদ্ধ করে এই দেশকে গুঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেব জেনে রাখবেন আমার এ কথার নড়চড় হবে না।'

কাতর স্বরে রেনোয়ার বললেন চার্লসকে— 'দোহাই আপনার! এমন সুযোগ হাতছাড়া করে পায়ে কুড়াল মারার ব্যবস্থা করবেন না।'

শেষমেশ চার্লস বললেন, 'আমি রাজি আছি যদি আমাদের সেনা ছাউনিগুলোর উপর কোনও কর বসান না হয়।'

'বা! চমৎকার!' বললেন ইয়র্কের ডিউক, 'তাহলে আপনি আমাদের রাজা হেনরির বশ্যতা স্বীকার করুন ভবিষ্যতে কিন্তু আপনি বা আপনার অমাত্যরা ভুলেও রাজা হেনরির বিরুদ্ধে কোনও উসকানিমূলক কাজ বা যুদ্ধ বিদ্রোহ করবেন না যদি আপনি রাজি থাকেন তাহলে মনে করব সত্যিই আমরা দুটো দেশের পক্ষে মঙ্গলকর কিছু করতে পারলাম।'

এবার নিঃশর্তে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন ডফিন তারপর সবাই চলে গেলেন

লন্ডনের রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে সুন্দরী যুবতি মার্গারেটকে নিয়ে আলোচনায় বসেছেন রাজা, একজিটারের ডিউক রাজার খুল্লতাত ও রাজপ্রতিনিধি গ্লস্টারের ডিউক এবং সাফোকের ডিউকের মুখে মার্গারেটের রূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে একেবারে মুগ্ধ গ্লস্টারের ডিউক রাজা স্বয়ং যখন তাকে বিয়ে করে রানির মর্যাদা দিতে চান সে আনন্দে প্রতিবন্ধকতা করে হেয় হতে চান না গ্লস্টারের ডিউক রেনেয়ার নামে মাত্র হলেও রাজা তো বটে আর তার মেয়ে মার্গারেট বংশমর্যাদা, রূপ, গুণ কোনও দিক দিয়ে কম নন স্বাভাবিকভাবেই সবার সম্মতি পেয়ে গেছেন রাজা। এতে রাজাও মনে মনে খুব খুশি হয়েছেন

সাফোকের ডিউক বললেন, 'প্রশংসা করার মতো সুন্দরীই বটে মার্গারেট হেনরি ও মার্গারেটের মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মাবে সে একদিন বিজয়ী বীর হিসেবেই ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসবে — দেশের বুকে নিজ স্বাক্ষর রেখে দেবে মহারাজ এবার মার্গারেটকে নিয়ে

আমার ব্যবস্থা করুন শুভকাজে দেরি করা ঠিক নয় ' রাজা বললেন, 'সাফোকের আর্ল! আপনি জাহাজে চেপে রওনা দিন ফরাসিদেশে গিয়ে সাথে করে নিয়ে আসুন রেনিয়ার আর তার মেয়ে মার্গারেটকে। এদিকে আমরাও শুভ কাজের দিন-ক্ষণ ঠিক করে তার আয়োজন করি '

স্বগতোক্তি করে বললেন সাফোকের আর্ল, 'দেখছি আমার কথাই তাহলে বাস্তবে পরিণত হতে চলল পারিস যেমন গ্রামে গিয়ে তার প্রেমিকার দেখা পেয়েছিলেন, রাজা হেনরিও তেমনি ফরাসি দেশে গিয়ে সুন্দরী মার্গারেটের খোঁজ পেলেন এবার থেকে রাজাকে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মার্গারেট। আর আমি আগের মতোই কর্তৃত্ব চালিয়ে যাব রাজা, রানি আর রাজ্যের সব কিছুর উপর পরম করুণাময় ঈশ্বর যা করেন তা সবই মঙ্গলের জন্য তার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। রানি হয়ে রাজ্য চালাবে মার্গারেট আর রাজার উপর প্রভুত্ব করব আমি তাহলে একদিন সবকিছুই করায়ত্ত হবে আমার '

কিং হেনরি, দি সিক্সথ ঃ২য় পর্ব

সাফোকের আর্লের সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিল ইংরেজদের মতিগতি বুঝতে না পারাটা জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল যখন তারা দেখল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় সম্মান বিসর্জন দিতে চাইছেন তিনি। বিক্ষোভ সামলাবার জন্য মার্গারেটকে সাথে নিয়ে রাজকক্ষে প্রবেশ করে সাফোকের আর্ল বললেন, 'মহারাজ, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি ফ্রান্সের তুরে শহরে উপস্থিত হয়ে ফরাসিরাজ, বারোজন সামন্তরাজ, সাতজন আর্ল এবং কুড়িজন বিশপের সামনে বিধিসম্মতভাবে সব কাজ করেছি সেই শুভকাজের মধ্য দিয়ে আমি আপনার জন্য সুন্দরী মার্গারেটকে সাদরে গ্রহণ করে জাহাজে করে নিয়ে এসেছি। আমার সাথেই রয়েছেন তিনি। আমার ইচ্ছা নতজানু হয়ে পারিষদদের সামনে তাকে সঁপে দেব আপনার হাতে ' এবার পাশে দাঁড়ানো মার্গারেটকে দেখিয়ে তিনি রাজাকে বললেন, 'এই সেই অসামান্যা নারী যার কথা বলেছিলাম আপনাকে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এর পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই আজ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যত রানি হয়েছেন, সৌন্দর্যের বিচারে তিনি সবার অগ্রগণ্য '

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজা বললেন, আপনি আমার যথাযোগ্য হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজই করেছেন মাননীয় আর্ল। আমার মরা দেহে আপনি নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছেন। আমরা যেন প্রেমের বন্ধনে উভয়কে বেঁধে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারি ওর সুন্দর মুখে আমি খুঁজে পেয়েছি পার্থিব জগতের এক আশীর্বাদ।

বিনম্রস্বরে মার্গারেট বললেন, 'হে আমার স্বামী ইংল্যান্ড অধিপতি মহারাজ শয়নে স্বপনে জাগরণে আমি বারবার শুধু আপনাকেই স্মরণ করছি। আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ হিসেবেই আমৃত্যু আপনি বিরাজ করবেন। আপনাকে পেয়ে আমার নারীরূপ সার্থক হয়েছে। আজ আমি ধন্য '

আবেগের সাথে রাজা বললেন, 'মাননীয় পারিষদগণ! আপনারা এই মধুকণ্ঠী নারী, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে সানন্দে গ্রহণ করুন '

রাজা কথা শেষ হতে না হতেই সমবেত অমাত্যগণ জয়ধ্বনি দিয়ে বলে উঠল, রাজা রানি দীর্ঘজীবী হোন '

এবার সবার সামনে এক চুক্তিপত্র বের করে সাফোকের আর্ল বললেন, 'মাননীয় সভাসদগণ! এটি একটি চুক্তিপত্র আপনারা ভালো করে পড়ে দেখুন এতে কী লেখা আছে '

সাফোকের আর্লের হাত থেকে চুক্তিপত্রটি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন রাজার খুল্লতাত ও গ্লস্টারের ডিউক তাতে লেখা আছে ইংল্যান্ডে রাজ হেনরির প্রতিনিধি সাফোকের আর্ল এবং ফরাসিরাজ চার্লসের মধ্যে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল তার শর্তগুলি রয়েছে এই চুক্তিপত্রে সিসিলিয়া আর নেপলসের রাজা রেনিয়ার কন্যা গুণবতী কন্যা মার্গারেটকে বিয়ে করে তাকে রানির মর্যাদা

দেবেন রাজা হেনরি এতে আরও লিখিত আছে আগামী ১৩ই মে সকালে রাজা ষষ্ঠ হেনরি মার্গারেটকে বিয়ে করে তাকে বরণ করে নেবেন ইংল্যান্ডের রানির পদে।

চুক্তির শর্তটি এইরূপ— ফরাসিদেশের অন্তর্গত মেইন এবং আঞ্জুর জমিদারি একত্রিত করে দান করতে হবে মার্গারেটের বাবা রেনিয়ারকে এই পর্যন্ত পড়ে বৃদ্ধ গ্লস্টারের ডিউকের হাত থেকে পড়ে গেল চুক্তিপত্রটি হতাশার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেটির দিকে

রাজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন খুল্লতাতের দিকে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ডিউক অব গ্লস্টার বললেন, 'ও কিছু নয় মহারাজ মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করে উঠল এখন ঠিক হয়ে গেছে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন '

এবার রাজা বললেন, 'চুক্তিপত্রটা না হয় আপনিই পড়ুন পিতামহ উইনচেস্টার '

চুক্তিপত্রটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন কার্ডিনাল উইনচেস্টার এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল মেইন আঞ্জু অঞ্চল ইংরেজ অধিকার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হল রেনিয়ারকে তার মেয়ে মার্গারেটকে ইংল্যান্ডের রাজার খরচেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হবে ইংল্যান্ডে আরও স্থির হল রাজা ও কন্যার বিয়েতে কোনও যৌতুক দেওয়া হবে না।

চুক্তিপত্রটি পড়া শেষ হতেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজা বললেন, বা চমৎকার! চুক্তির শর্তগুলি সবই আমাদের মনোমতো দেখছি আপনার কাজ খুবই সন্তোষজনক আজ থেকে আমি আপনাকে বহাল করলাম সাফোকের প্রথম ডিউকের পদে ' এবার ইয়র্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। আগামী আঠারো মাস পর্যন্ত তুমি ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করবে এবার আপনারা সবাই সত্বর ব্যবস্থা করুন রানির অভিষেকের রানির প্রতি রাজকীয় সম্মান দেখানোর দরুন আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি '

গ্লস্টারের ডিউক এবার বলতে লাগলেন, 'ইংল্যান্ডের সমবেত সুধীবৃন্দ! আমি রাজার খুল্লতাত, গ্লস্টারের ডিউক রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ আমি আমার মনের কিছু দুঃখের কথা আপনাদের বলতে চাই—যা শুনলে দেশবাসীরা মনে করতে পারেন যে এটা তাদেরই দুঃখের কাহিনি যুদ্ধ করতে গিয়ে কি আমার ভাই হেনরি নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি! ফ্রান্সে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বারবার কতই না কষ্ট পেয়েছে সে! ফ্রান্সের বিজিত রাজ্যগুলিতে হেনরি যাতে আধিপত্য বজায় রাখতে পারে সে জন্য বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার সাহায্যে আমার ভাই বেডফোর্ড কত না সময়, নিষ্ঠা আর ধৈর্য ব্যয় করেছে বারবার অস্ত্রের আঘাতও সহ্য করতে হয়েছে তাকে। এই বুড়ো বয়সেও আমি আর ভাই বেডফোর্ড দেশের সুখ সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য কত না চেষ্টা করে যাচ্ছি বাল্যাবস্থাতেই আমরা এই রাজাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছি। আমাদের এতগুলি লোকের পরিশ্রম, সম্মান, প্রভাব কি এক মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যাবে? সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এ সন্ধি আমাদের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয় আমি অন্তত মনে করি এ বিয়ে হলে ইংল্যান্ডের প্রচুর ক্ষতি হবে আপনাদের গৌরব বীরত্ব সব কিছুই ম্লান হয়ে যাবে ফরাসিদের যা কিছু আমরা জয় করেছি এর মাধ্যমে তা সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আপনারা এর একটা বিহিত করুন।'

সবিস্ময়ে বললেন রাজার পিতার খুল্লতাত এবং কার্ডিনালের ডিউক 'ওহে ভাইপো তুমি কী বলছ তার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না ফ্রান্সের উপর আমাদের অধিকার এখনও বজায় আছে আর ভবিষ্যতেও তা থাকবে '

'থাকবে ঠিকই তবে যদি তা বজায় রাখা সম্ভব হয় বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'জানি না নতুন ডিউক তার কর্তৃত্ব শুরু করলে কতদিন তা বজায় রাখা যাবে মেইন আর আঞ্জুর অধিকার দেওয়া হল সামন্তরাজ রেনিয়ারকে সেজন্য আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশিই হবে

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়ারউইকের ডিউক বললেন, 'অনেক রক্ত আর ঘাম ঝরিয়ে শহর দুটো আমিই অধিকার করেছিলাম আজ বিনা সে দুটো অক্লেশে, বিলিয়ে দেওয়া হল এ আঘাত সহ্য করতে পারব না আমি।

ইয়র্কের ডিউকও পারলেন না হাসিমুখে এ সন্ধিকে মেনে নিতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের সময় ইংল্যান্ডের রাজারা মেয়ের বাবার কাছে অনেক অর্থ আর যৌতুক পেয়ে থাকেন। কিন্তু সে প্রথা ভেঙে প্রচুর লোকসানের দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন রাজা ভাবা যায়, এতে ইংল্যান্ডের কত ক্ষতি হল!

সবিস্ময়ে বললেন রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না এসব কী হচ্ছে? ফ্রান্স থেকে জাহাজে করে রানিকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসতেই রাজার খরচ হয়েছে পনেরোশো স্বর্ণমুদ্রা। এর চেয়ে ফরাসি দেশে পচে বা শুকিয়ে মরাই ভালো ছিল না রানির পক্ষে?'

কার্ডিনালের ডিউক বললেন, 'রাজার ইচ্ছেতে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই '

একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'আপনার ব্যাপার স্যাপার দেখে ঘৃণা ধরে গেছে আমার আমি জানি আপনার সব মতলব। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন আমার সব কথা শীঘ্রই দেখতে পাবেন ফরাসি দেশে আমাদের আর কোনও অধিকার থাকবে না' এই বলে উত্তেজিত হয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করে গেলেন তিনি।

গ্লস্টারের ডিউকের চলে যাবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন কার্ডিনালের ডিউক, 'দেখেছেন কী তেজ ওর! ও শুধু আমার নয়, রাজারও শত্রু। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজার পরেই ওর স্থান বিয়ের যৌতুক হিসেবে একটা বিশাল সাম্রাজ্য পেলেও খুশি হত না ও এ বিয়েতে তার আপত্তি থাকতই কাজেই ওর মায়া-কান্নায় ভুলবেন না আপনারা তবে একটা কথা মনে রাখবেন আপনারা, এ রাজ্যের জনগণের উপর ওর অসীম প্রভাব। এই ঘটনার পর আপনারাই ভেবে দেখুন ওকে তার পদে বহাল রাখা যায় কিনা। প্রভু যিশুর মতোই ওকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে দেশের লোক '

বাকিংহামের ডিউক বললেন, 'আমাদের রাজা এখন স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন তিনি সব দিক দিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন রাজ্যশাসনের উপযুক্ত করে এরূপ অবস্থায় ডিউক অব গ্লস্টারকে আর রাজার অভিভাবক করে রাখার কোনও যৌক্তিকতা বা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। নইলে তিনি ভেতরে ভেতরে দেশ ও রাজা, উভয়ের ক্ষতি করার চেষ্টা করে যাবেন। তাই সমারসেট ও অন্যান্য লর্ডগণ! ওর পদ থেকে ওকে হঠাতে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন

বর্তমানে সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল গ্লস্টারের ডিউকের ব্যাপারটা। তিনি যে দেশ বা রাজা কারও মঙ্গল চান না এ বিষয়ে দ্বিমত নেই বাকিংহামের ডিউক থেকে শুরু করে রাজার পিতৃব্য কার্ডিনালের ডিউক পর্যন্ত শেষমেশ সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে সব ক্ষমতা খর্ব করা হবে গ্লস্টারের ডিউকের। সেই সাথে তারা আরও সিদ্ধান্ত নিলেন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জনহিতকর কাজের মাধ্যমে ডিউকের অভাব পূর্ণ করে রাজার হাত শক্ত করার ব্যবস্থা করবেন

ওয়ারউইকের ডিউক কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছেন না মেইন আর আঞ্জু শহর দুটো বেহাত হয়ে যাওয়াটা তিনি বললেন, 'প্রয়োজন হলে ও শহর দুটো আমি আবার দখল করার চেষ্টা করব তবে নিজের জন্য নইলে প্রাণ দেব '

ইয়র্কের ডিউকও পারলেন না হাসিমুখে সন্ধির শর্ত মেনে নিতে তিনি ক্ষুব্ধ এই কারণে যে রেনিয়ার মেয়েকে পাবার জন্য অপরের দ্বারা দখল করা দুটো শহর রাজা তুলে দিয়েছে তার হাতে তিনি নিজের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ মনে করেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর আয়ারল্যান্ডকে বানির সুন্দর মুখ দেখেই রাজা অবাধে ছেড়ে দিলেন রাজ্য দুটো তিনি তো বাজা তিনি আর কী করে বুঝবেন কত রক্ত ঝরিয়ে যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজ্য জয় করা সম্ভব হয় হয়তো এমন একদিন আসতে পারে যেদিন ইয়র্কও তার দাবি জানাবে ইংল্যান্ডের উপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আজ থেকে শয়তানের ভূমিকা নেবেন সুযোগ পেলেই হাত বাড়াবেন রাজমুকুটের দিকে। এমন কী ল্যাঙ্কাস্টারকেও গ্রাহ্য করবেন না তিনি এখন থেকে শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে রাজা যখন তার প্রেমে মত্ত থাকবেন, তখন তিনি গোপনে অভিযান চালিয়ে যাবেন ল্যাঙ্কাস্টার বংশের বিরুদ্ধে। তার একমাত্র প্রতিজ্ঞা বলপূর্বক রাজদণ্ড এবং রাজমুকুট ষষ্ঠ হেনরির মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসবেন তিনি

দুই

গ্লস্টারের ডিউক তার সুরম্য বাসভবনে বসে স্ত্রীর সাথে কথা বার্তায় মগ্ন। বিষণ্ণমুখে ডিউককে বসে থাকতে দেখে তার স্ত্রী এলিনর বললেন, 'কী ব্যাপার। ক'দিন ধরেই তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে? মহান ডিউক হামফ্রে আজ মান-সম্মান উপেক্ষা করে এমনভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করছে? কী এত ভাবছ তুমি? রাজমুকুট আর সিংহাসনের লোভই কি তোমার মনে-প্রাণে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে? তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বেরিয়ে পড়। শুধু গোমড়া মুখে ঘরে বসে থাকলে কি আর সোনার রাজমুকুট উড়ে এসে বসবে তোমার মাথায়? সেজন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে আর তার জন্য চাই ধৈর্য, নিষ্ঠা আর উপস্থিত বুদ্ধি এগুলি যদি তুমি সত্যিই চাও, তাহলে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে তোমার হাতের সাথে আমার হাত জুড়ে দিলে তা এমন লম্বা হবে যে নাগাল পেতে আর অসুবিধা হবে না '

সবিস্ময়ে বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'সে কী কথা বলছ গিন্নি! কাল রাতে এমনই এক দুঃস্বপ্ন দেখে আমি একেবারে মুষড়ে গেছি। মন থেকে কুটিলতা আর লিপ্সার কাঁটাগুলো দূর করে দাও তুমি আমার ভাইপো হেনরির কোনও অনিষ্ট হোক, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি না ওরা আমার প্রাণাধিক প্রিয়। এ সব কথা বলে তুমি আর আমাকে ছোটো করে দিও না '

'কাল রাতে আমিও এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি', বললেন গ্লস্টার পত্নী 'আমি রানির আসনে বসে আছি ওয়েস্টমিনিস্টার চার্চে। আমার রানি হবার ব্যবস্থা নিতে হবে না?'

কিন্তু তোমার এই উদ্ধত কুৎসিত মনোভাবের জন্য আমি তোমায় ভর্ৎসনার পরিবর্তে সোহাগ জানাতে পারব না সম্মান ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে তুমি দ্বিতীয় মহিলা। এই নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক। কেন তুমি চাইছ সুউচ্চ আসন থেকে তোমার স্বামীকে টেনে নিচে নামাতে? হীন চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে স্বামীকে উচ্চাসনে বসাবার চিন্তা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলে দাও। তাতে তোমার মনে সুখ-শান্তি ফিরে আসবে আর ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন '

তখনকার মতো ব্যাপারটাকে মেনে নিলেও এলিনরের মনে কিন্তু উচ্চাভিলাষ আর কূটবুদ্ধি, দুটোই রয়ে গেল। তার কূটবুদ্ধির সহায়ক পুরোহিত জন হিউম। সুযোগ পেলেই তিনি মিলিত হন এলিনরের সাথে আর তাকে গোপনে মন্ত্রণা দেন কীভাবে হেনরিকে সরিয়ে দিয়ে রাজমুকুট হামফ্রের মাথায় পরানো যায় এই হিউম আবার সাফোক এবং কার্ডিনালের দালাল।

পুরোহিত গোপনে বললেন এলিনরকে 'এ ব্যাপারে আমি জাদুকর মার্গারি জোর্ডেন আর মহাতান্ত্রিক রোজা বোলিংব্রোকের সাথে কথাবার্তা বলেছি তারা বলেছে পাতাল থেকে ভৌতিক আত্মা নিয়ে এসে হীরকখচিত রাজমুকুট পরিয়ে দেবে রাজার খুল্লতাত হামফ্রের মাথায়। এতে কি আপনি খুশি হবেন?

এভাবে বারবার এলিনরের মনে স্বপ্নের জাল বুনে প্রণামীস্বরূপ মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন পুরোহিত হিউম। আসলে ষড়যন্ত্র করে এলিনরের মাথায় এ কুবুদ্ধিটা ঢুকিয়ে দিতে চলেছেন সাফোকের ডিউক এবং রাজার পিতার খুল্লতাত উইনচেস্টারের বিশপ। তার একমাত্র উদ্দেশ্য রাজার পিতৃব্য গ্লস্টারের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলা। নইলে কোনও কাজই হবে না সৎ হামফ্রেকে না সরানো পর্যন্ত।

ওদিকে লন্ডনের রাজপ্রাসাদেও ঘটে চলেছে অন্য আর এক দৃশ্য। রানি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না রাজ্যশাসনের ব্যাপারে রাজার পিতৃব্য ডিউক অব গ্লস্টারের আধিপত্য। যতদিন রাজা নাবালক ছিলেন, ততদিন তার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত রাজপুরুষ আর প্রজাদের কাছে রাজা এক ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ বলে পরিচিত হচ্ছেন। প্রজাদের যা কিছু আবদার-অভিযোগ তা সবই গ্লস্টারের কাছে রাজার অবস্থাটা ঠিক যেন এক বাজিকরের পুতুল যেদিকে চালান হয় সেদিকেই চলেন। কথা প্রসঙ্গে রানি বললেন রাজাকে, 'একদিন দেখবে তোমার মাথা থেকে রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে নিজের মাথায় চাপিয়ে রাজা হয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছেন তোমার কাকা তখন কিন্তু গির্জায় গিয়ে ধর্ম কর্ম করে দিন কাটান ছাড়া তোমার কোনও উপায় থাকবে না। এসব কিন্তু উচিত নয়। যা হয় তুমি একটা কিছু কর যাতে প্রজারা তোমাকে কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন লোক বলে না ভাবে '

মুচকি হেসে রানির কথাকে তাচ্ছিল্যের সাথে উড়িয়ে দিয়ে রাজা বললেন, 'এসব কথা বলা উচিত নয় '

রানি একদিন সিংহাসন রক্ষার ব্যাপারে রাজার উদাসীনতার কথা সাফোকের ডিউকের কাছে জানালে তিনি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন 'আমি যখন ফ্রান্স থেকে আপনাকে এনে রানি বানাতে পেরেছি, তখন আপনার ইচ্ছা পূরণ করবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনি একটু ধৈর্য ধরে থাকুন '

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানি বললেন, 'চারদিকে ওঁত পেতে রয়েছে শত্রুরা তাদের ক'জনকে সামলাবেন আপনি? গ্লস্টারের ডিউক, রাজার বাবার পিতৃব্য কার্ডিনাল বেডফোর্ড, লর্ড ইয়র্ক, বাকিংহাম এবং সমারসেটের ডিউক— এরা সবাই এক একটা মূর্তিমান শয়তান রাজমুকুট আর সিংহাসনের দিকে এরা লোভীর মতো তাকিয়ে আছে আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্য লাগছে গ্লস্টারের স্ত্রী এলিনরকে তার হাব ভাব দেখলে সবসময় মনে হবে উনিই যেন ইংল্যান্ডের রানি আর আমি যেন তার অধীনস্থ কর্মচারীর স্ত্রী আমার মানসিক অবস্থা এরূপ হয়েছে যে এর প্রতিবিধান করতে না পারলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর রানির মতো হাভ ভাব আমার মোটেও সহ্য হয়না আমি মনে করি সত্বর এর বিহিত হওয়া প্রয়োজন।'

রানির কথা শুনে ক্রূর হাসি হেসে বললেন সাফোকের ডিউক, 'আপনি যদি এত অল্পে মুসড়ে পড়েন তাহলে কী করে হবে। আপনি একটু ধৈর্য ধরুন দেখুন আমি কেমন একটা ফাঁদ পাতি একে একে সবাই ফাঁদে এসে মুখ থুবড়ে পড়বে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে সবার আগে ফাঁদে ফেলতে হবে গ্লস্টারের ডিউককে কাজে লাগাতে হবে রাজার বাবার খুল্লতাত কার্ডিনালকে অবশ্য ইয়র্কের ডিউক রাজি হবেন না কার্ডিনালকে সাহায্য করতে। যাইহোক আপনি দেখবেন একে একে শত্রুর শেষ করে আপনি নিশ্চিন্তে এ রাজ্যের রানি হিসেবে সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন

দেশের কর্তৃত্ব নিয়ে রানির সাথে মন কষাকষি হয়ে গেল গ্লস্টারের ডিউকের। তিনি বেশ রাগ আর বিরক্তি সহকারে রানিকে বললেন, 'রাজা এখন রাজ্যশাসনের পুরোপুরি উপযুক্ত। তার বুদ্ধি শুদ্ধিও যথেষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার মাথা ঘামানো উচিত নয়। এসব থেকে আপনার দূরে থাকাই ভালো।'

উত্তরে রানি বললেন, রাজ্যশাসনের জন্য রাজা যদি সত্যিই উপযুক্ত হয়ে থাকেন তবে তার অভিভাবক হিসেবে আপনারও আর থাকার কোনও প্রয়োজন নেই এখন আপনার উচিত নয় কি রাজাকে তার বুদ্ধি-বিবেচনা মতো কাজ করতে দেওয়া?'

'ঠিক আছে', বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'রাজা আমার পরামর্শ না চাইলে আমি অবশ্যই পদত্যাগ করব

সে সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সাফোকের ডিউক সবকিছু শোনার পর তিনি গ্লস্টারের ডিউক হামফ্রেকে বললেন, 'আপনার উচিত এখনই পদত্যাগ করা সেইসাথে আরও উচিত ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা আর বড়াই করা ছেড়ে দিয়ে শান্তিতে ইংল্যান্ডে বসবাস করা দেবতার মতো আপনাকে পূজা করেন ইংল্যান্ডের রাজা। আপনারই আদেশে ওঠা বসা করেন ফ্রান্সের রাজা ডফিন অসৎ উপায়ে প্রজাদের কাছে টাকা জোগাড় করে আমোদ-স্ফূর্তি করছেন ' এ সব কথা শুনে রাগ, দুঃখ আর অপমানে জর্জরিত হয়ে রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন রাজার খুড়ো গ্লস্টারের ডিউক। কারণ রাজা উপস্থিত থেকেও কোনও কথার প্রতিবাদ করলেন না

এসব দেখে শুনে আহত বাঘের মতো গর্জে উঠে গ্লস্টারের ডিউকের স্ত্রী এলিনর বললেন 'এখন তুমি মুখ বুজে আছ রাজা মাথার মণি করে রেখেছ নতুন বিয়ে করা স্ত্রীকে কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন সে তাকে দড়ি দিয়ে তোমায় রাস্তায় ঘোরাবে। এখন কে আমায় কী বলছে তা শোনার প্রয়োজন মনে করি না আমি তবে এর প্রতিশোধ একদিন আমি নেবই '

এলিনরের চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন বার্মিংহামের ডিউক, 'কী সাংঘাতিক মহিলা রে বাবা নিজের কবর উনি নিজেই খুঁড়েছেন রাজার বিয়ের আগে উনি তো খোলসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন।'

ফিরে এসে এবার গ্লস্টারের ডিউক বললেন, 'মাননীয় লর্ডগণ মন প্রাণ দিয়ে আমি দেশকে কতটা ভালোবাসি তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর যাই হোক, আমি রাজকার্যের দায়িত্ব থেকে স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করছি আপনারা আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বলব এ কাজের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ইয়র্কের ডিউক '

'কী বললেন ইয়র্কের ডিউক? এ কাজের জন্য উনি সবচেয়ে অনুপযুক্ত' বললেন সাফোকের আর্ল

এবার বললেন ইয়র্কের ডিউক, 'হ্যাঁ, আমি এ অযোগ্য তো বটেই। কারণ আপনার মতো সবার পায়ে তেল মাখাবার যোগ্যতা আমার নেই। আপনাদের হয়তো মনে নেই সমগ্র প্যারিস শহরকে চারদিক দিয়ে অবরোধ করে ফরাসিদের বেকায়দায় ফেলেছিলাম আমি তাই আমি তো অযোগ্য হবই।'

রাজাকে উদ্দেশ করে সাফোকের আর্ল বললেন 'ইয়র্কের ডিউক চরম বিশ্বাসঘাতক একবার তিনি তার প্রভু রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে নিজেকে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেছিলেন রাজদ্রোহ ছাড়া একে আর কী বলা যায়!'

এ কথা শুনে ইয়র্কের ডিউকের ভৃত্য বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ খুবই সত্যি কথা আমি একদিন ছাদে বসে বর্ম তৈরি করছিলাম সে সময় উনি এসে কথাগুলি আমায় বলেন ভগবানের নামে দিব্যি কেটে বলতে পারি কথাগুলি সত্যি। এর মধ্যে লুকোবার কিছু নেই '

সব কথা শুনে রাজা তার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউককে বললেন, 'এবার আপনিই বলুন রাজদ্রোহিতার কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

'আমার কিছু বলার নেই এ ব্যাপারে', জবাব দিলেন গ্লস্টারের ডিউক, 'আপনি বরং সমারসেটের ডিউককেই রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করুন উনি যোগ্য ব্যক্তি। প্রয়োজনে উনি আপনাকে উপযুক্ত বুদ্ধি ও সৎপরামর্শ দিয়ে আপনার মুশকিল আসান করে দিতে পারবেন '

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খুল্লতাতের কথা শুনে।

তিন

এদিকে গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলেন এলিনর এবং পুরোহিত হিউম ডাইনি মার্গারি জোর্ডন নামে এক প্রেতসাধিকার ব্যবস্থা করলেন পুরোহিত হিউম। পাতাল থেকে প্রেতাত্মা নিয়ে নিয়ে এসে সে নাকি রাজা-রানির ক্ষতি করতে পারবে। অন্ধকার গভীর রাতে যখন ট্রয় শহরে আগুন জ্বালানো হয়, চিৎকার করে ডেকে ওঠে শেয়াল, কুকুর আর পেঁচা, কবর থেকে

বেরিয়ে পৃথিবীতে তাণ্ডব শুরু করে দেয় প্রেতাত্মারা ঠিক তখনই কাজ শুরু করে দেয় ডাইনি এটাই নাকি তার পদ্ধতি।

মধ্যরাতে গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হবার পর মার্গারি তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড সেরে আহ্বান জানাল এক প্রেতাত্মাকে। বোলিংব্রোক নামে এক সহকারীকেও সাথে নিয়ে এসেছে সে।

প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ করে বোলিংব্রোক বলল, 'বল, ইংল্যান্ডের রাজপরিবারে কী ঘটনা ঘটতে চলেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে?'

নাকি সুরে প্রেতাত্মা জবাব দিল 'রাজা তার কাকাকে পদচ্যুত করবেন কাকার চেয়েও দীর্ঘজীবী হবেন রাজা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হবে তার। সলিল সমাধি হবে সাফোকের আর্লের আর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মরুভূমির যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাবেন সমারসেটের ডিউক '

ডাইনি মার্গারি গর্জে উঠে বলল, 'হতভাগা শয়তান' বানিয়ে বানিয়ে তুই সব মিথ্যে কথা বলছিস যা দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে' নইলে তোকে '

এ সময় সেখানে এসে পৌঁছালেন ইয়র্কের ডিউক তাকে দেখে সবাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন ডিউকের নির্দেশে রাজার কাকি ছাড়া অন্য সবাইকে বেঁধে নিয়ে গেল প্রহরীরা স্বয়ং ডিউক সাথে নিয়ে গেলেন রাজার কাকিকে। রাজার কাকা গ্লস্টারের স্ত্রীকে ডিউক এও বললেন যে তিনি তার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেবেন রাজার কাছে

ওদিকে রাজা, রানি, রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক, রাজার বাবার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ড ও সাফোকের আর্ল সবাই সেন্ট আলবানসে গিয়েছিলেন পাখি ওড়ানো দেখতে। সেখানে ভীষণ বচসা হল রাজার খুল্লতাতের সাথে সাফোকের আর্লের। সাফোকের আর্লের পক্ষ নিয়ে রানি অনেক কটু কথা শোনালেন গ্লস্টারকে

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাদের শান্ত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ল রাজার পক্ষে কথায় কথায় গ্লস্টারের ডিউককে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন সাফোকের আর্ল। আর তাকে সমর্থন জানিয়েছেন রানি তিনি সব সময় তোয়াজ করে চলেন সাফোকের আর্লকে

এমন সময় নিজের স্ত্রীকে রাজার সামনে নিয়ে এল সিমকক্স নামে এক জন্মান্ধ ব্যক্তি ইন্দ্রজালের দৌলতে সে নাকি ফিরে পেয়েছে তার দৃষ্টিশক্তি

সব কথা শোনার পর রাজা বললেন সিমকক্সকে, 'জন্মান্ধ হয়েও পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় তুমি ফিরে পেয়েছ তোমার দৃষ্টিশক্তি এবার বলতো, কী করে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল?'

সিমকক্স বলল, 'প্রভু, একদিন রাতে সেন্ট আলবানস আমায় ডেকে বললেন যদি আমি তার বেদিমূলে প্রার্থনা করি তাহলে আমার সব ইচ্ছে পূর্ণ করবেন তিনি। তার ফলেই আজ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি আমি খোঁড়া হয়েও আমি প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি তার কৃপায় আমার পা দুটোও একদিন ঠিক হয়ে যাবে '

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহের বলে মনে হল ডিউক অব গ্লস্টারের কাছে তিনি একজন বেত্রাঘাতককে ডেকে বললেন, 'জোরে জোরে বেত মার একে তাহলেই বোঝা যাবে ও কথাটা সত্যি বলেছে ' ঘা কতক বেত মারতেই লোকটি ছুটে পালাল গ্রামের দিকে পরে তাকে মারতে মারতে ঘোরানো হল গ্রামের পথে পথে

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে বার্মিংহামের ডিউক বললেন রাজাকে, 'আপনার কাকি এলিনরের ঐকান্তিক আগ্রহে তারই সামনে তান্ত্রিক ডাইনির দ্বারা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা হচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আপনার ও পারিষদদের জীবননাশ করা। আমি টের পেয়ে সবকটাকে বন্দি করে রেখেছি রাজপ্রাসাদে

সবকিছু শোনার পর রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বললেন গ্লস্টারের ডিউককে, 'এর পরও তুমি আশা কর নিজপদে বহাল থাকবে? আজ থেকে আর তা হবে না।'

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর গ্লস্টারের ডিউককে রানি বললেন, 'কাকা, আপনি ভালোমানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ হেনস্থা হতে হল আপনাকে— কলুষিত হল আপনার নাম '

গ্লস্টারের ডিউক বললেন 'তোমাদের ভালোবাসি বলেই আজ আমি এখানে রয়েছি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তা জানি না আমি তবে এটা আমার অজানা নয় যে আমার স্ত্রী উচ্চাভিলাষী, স্বার্থপর এবং পরশ্রীকাতর। ঈশ্বর জানেন উঁচুবংশের মেয়ে হয়ে সে যে কীভাবে এসব আজে-বাজে লোকের সাথে মেশে যাইহোক, আজ থেকে আমি পরিত্যাগ করব তাকে।'

চিন্তিত ভাবে রাজা বললেন, 'এখানে এসব আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না সমস্যার সমাধান তো হবেই না, উলটে তিক্ততা বাড়বে তার চেয়ে চাপা থাক প্রসঙ্গটা। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দোষীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে চলুন, সবাই প্রাসাদে ফিরে যাই।'

এক জ্যোৎস্নারাতে নিজ বাগানে নৈশ ভোজনের পর ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'মাননীয় লর্ডগণ! আমার কিছু বলার আছে। আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে শুনুন আমার কথা শোনার পর আপনারা বিবেচনা করে দেখুন এ রাজ্যের প্রতি আমার দাবি ন্যায়সঙ্গত কিনা।'

বলতে লাগলেন ইয়র্কের ডিউক, 'সাত সন্তানের পিতা ছিলেন রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র এডোয়ার্ড ব্ল্যাক প্রিন্স অভিষিক্ত হয়েছিলেন যৌবরাজ্যে। দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন উইলিয়াম অব হ্যাটফিল্ড তৃতীয় পুত্র ক্লারেন্সের ডিউকের লাওনেল, চতুর্থ পুত্র ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক জন গন্ট, পঞ্চম পুত্র ইয়র্কের ডিউক এডমন্ড ল্যাঙ্গলে, ষষ্ঠপুত্র গ্লস্টারের ডিউক এবং সপ্তম পুত্র ছিলেন উইন্ডসরের উইলিয়াম

একমাত্র পুত্র রিচার্ডকে রেখে মারা যান ব্ল্যাক প্রিন্স ল্যাঙ্কাস্টারের মৃত্যুর পর পর চতুর্থ হেনরি নাম ধারণ করে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন তার প্রথম পুত্র হেনরি বোলিংব্রোক ছল-চাতুরির সাহায্যে বৈধ রাজাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসেন তিনি। রিচার্ড প্রসঙ্গেই নিহত হন বিশ্বাসঘাতকের হাতে। আশা করি আপনারা সবাই সে কথা জানেন

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করলেন ইয়র্কের ডিউক, 'আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন আপনারা ইংল্যান্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকার আমার উপর বর্তেছে রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র ক্লারেন্সের পক্ষ থেকে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল কেমব্রিজের আর্লের সাথে। আমার মায়ের দিক থেকে সিংহাসনের উপর আমি আমার ন্যায্য দাবি জানাচ্ছি '

ইয়র্কের ডিউকের ন্যায্য দাবিকে মেনে নিয়ে বললেন ওয়ারউইক এবং স্যালিসবেরির ডিউক, 'আসুন আমরা সবাই নতজানু হয়ে অভিবাদন করি আমাদের বৈধ রাজাকে ' এবার বললেন

ইয়র্কের ডিউক 'যদিও আমি এখন রাজা নই, কিন্তু আপনাদের সমর্থন পেলে অচিরেই আমার শিরা-উপশিরায় টগবগ করে ফুটে উঠবে ল্যাঙ্কাস্টার বংশের রক্ত। এখন চারদিক দেখেশুনে সতর্কভাবে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের - আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে গোপনে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা কড়া নজর রাখবেন বেডফোর্ড, সাফোক, সমারসেট আর বাকিংহামের ডিউকের উপর '

চোখ কান খুলে রাখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন বেডফোর্ডের সহযোগীরা এখন সবাই ব্যস্ত গ্লস্টারের ডিউককে ধ্বংস করার ফাঁদ পাততে আমার মনে হয় সবাই তাতে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমারও কোনও বাধা থাকবে না রাজা হতে তখন আর অসুবিধা থাকবে না '

সমস্বরে এবার বলে উঠলেন ওয়ারউইক এবং স্যালিসবেরির ডিউক 'আমরা কথা দিচ্ছি সর্বতোভাবে সাহায্য করব আপনাকে '

উল্লসিত হয়ে ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'আমি সিংহাসনে বসতে পারলে আপনাদের স্থান হবে রাজার ঠিক পরেই এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি ইংল্যান্ডের বিচারালয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে গ্লস্টারের স্ত্রী এলিনর গোপনে ষড়যন্ত্র করে রাজার প্রাণনাশের চেষ্টায় লিপ্ত থাকার জন্য গুরুতর অপরাধ করেছেন বিচারে তার প্রাণদণ্ড হলেও সবকিছু বিচার করে তাকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল তবে তা কার্যকর হবে তিনদিন কারাবাস করার পর। আর বাকি সবাইকে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল '

গ্লস্টারের ডিউক বললেন এটা ঠিক যে অন্যায় কাজ করেছে আমার স্ত্রী তার জন্য চোখের জল ফেললেও আমি কোনওমতেই সমর্থন করি না তার অন্যায় কাজকে। মহারাজের কাছে প্রার্থনা এবার যেতে দিন আমাকে। এই বইল আপনার শাসনদণ্ড আপনার বাবা একদিন যে দণ্ড আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আজ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করলাম আমি '

এখন থেকে দেশের রক্ষক হলেন রাজা হেনরি। তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের সহযোগিতায় রাজ্যশাসন করব আমি এবার থেকে দেশের রানি হলেন মার্গারেট '

শাসনদণ্ড ত্যাগ করে বিচারসভা থেকে ডিউক চলে যাবার পর আপনমনে বললেন রানি, 'এখন থেকে হেনরি হল রাজা এতদিনের সাধ পূর্ণ হল আমার '

লন্ডন শহরের কেন্দ্রস্থলের এক রাজপথ তখন বিকেল। রাজপথ লোকে-লোকারণ্য। ভিড় জমেছে কৌতূহলী প্রজাদের দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাজার খুল্লতাত গ্লস্টারের ডিউক কিছুক্ষণ বাদেই এ রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নির্বাসিত এলিনরকে তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে উৎসুক প্রজারা

কিছুক্ষণ বাদেই সেখানে এলেন প্রহরীবেষ্টিত এলিনর। তার সাথে রয়েছেন শেরিফ জন স্ট্যানলি। এলিনর এগিয়ে আসতেই ভিড় ঠেলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডিউক অব গ্লস্টার স্বামীকে দেখে ছলছল চোখে তিনি বললেন, 'হঠাৎ যে কীসব কাণ্ড হয়ে গেল! লজ্জা আর অপমানের বোঝা চেপে বসল আমার ঘাড়ের উপর কী করে যে সবার সামনে মুখ দেখাই! ওই দ্যাখ আমায় দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছে সবাই এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল মৃত্যুদণ্ড '

একটু চুপ করে থেকে তিনি পুনরায় বললেন 'আমার মতো তোমার মাথার উপরও খড়্গ ঝুলছে, মনে রেখ সে কথা আজ রানির কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছেন সাফোকের আর্ল রাজার কথায় তিনি ওঠেন বসেন। আর এও জেন সর্বদা তোমার অনিষ্ট সাধনে ব্যস্ত ইয়র্কের ডিউক, সাফোকের ডিউক এবং রাজার বাবার কাকা কার্ডিনাল বেডফোর্ড তারা যে কোনও সময় তোমাকে ফাঁদে ফেলে তাদের কাজ হাসিল করবে। তাই তুমি সব সময় চোখ-কান খুলে রেখে কাজ করবে '

'আমার জন্য ভেব না এলিনর বর্তমানকে হাসিমুখে মেনে নাও তুমি দেখবে দুঃখের রেশ একদিন না একদিন আমাদের মাথার উপর থেকে কেটে যাবেই তখন বুঝবে প্রকৃত আনন্দ কী' বললেন গ্লস্টারের ডিউক

এবার শেরিফকে উদ্দেশ করে বললেন রাজার খুল্লতাত, 'দেখবেন, ওর প্রাপ্য শাস্তির বেশি যেন ওকে ভোগ করতে না হয় '

শেরিফ জবাব দিলেন, 'এখানেই আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল এরপর স্যার জন স্টানলির উপর দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেব আমি আপনার হয়ে আমি তাকে বলে দেব ওর যেন কোনও অমর্যাদা না করা হয় তবে আমার মনে হয় রাজার আদেশ অনুযায়ী ডিউক পত্নীর মর্যাদা নিয়েই উনি নির্বাসনদণ্ড ভোগ করবেন '

এবার শেরিফের নির্দেশে এলিনরকে নিয়ে গেল প্রহরীরা অপলক দৃষ্টিতে তার যাবার পথের দিকে চেয়ে রইলেন গ্লস্টারের ডিউক সে সময় একজন দূত বলল রাজার ডাকা পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাতে এসেছি আমি।'

চার

পার্লামেন্টে অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে বেরি সেন্ট এডমন্ডের এক বিশাল কক্ষে

মঠের সামনে রাজা-রানির রথ এসে পৌঁছাতেই মঠাধ্যক্ষ বেরিয়ে এসে রাজা-রানিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন ভেতরে

তারপর যাদের অধিবেশনে আসার ছিল সেই কার্ডিনাল, ইয়র্ক বাকিংহাম, ওয়ারউইক প্রমুখ একে একে উপস্থিত হলেন অধিবেশন কক্ষে কিন্তু গ্লস্টারের ডিউক না আসায় চিন্তিত হলেন সবাই।

অধিবেশনে গ্লস্টারের ডিউক না আসায় রানি বললেন, 'তুমি লক্ষ করে দেখনি কেমন একটা দাম্ভিকতা আর ঔদ্ধত্যের ছাপ ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে ভুলে যেও না তিনি ইংল্যান্ডের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি তাকে অবজ্ঞা করলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা হবে যে কোনও মুহূর্তে তিনি তোমায় সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিজের মাথায় রাজমুকুট পরে নিতে পারেন শিকারি কুকুরের মতো ওঁত পেতে রয়েছে সুযোগের অপেক্ষায়।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানির মুখের দিকে চাইলেন রাজা। রাগত স্বরে রানি পুনরায় বললেন, 'তোমার উচিত পার্লামেন্টের অধিবেশনে কাকাকে আর যোগ দিতে না দেওয়া আমাদের সবার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত যাতে উনি প্রজাদের মধ্যে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন '

রানির বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন সাফোকের ডিউক। একটু অসন্তোষের সাথে সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনাদের কেউ কেউ বলছেন স্ত্রীর কাজের পেছনে তার কোনও সমর্থন ছিল না কিন্তু এ কথা ভেবে থাকলে ভুল করবেন আপনারা যদি এই তার মনোভাব হয়, তাহলে কী করে উনি বলছেন যে রাজার পরেই তার স্থান সুনির্দিষ্ট।'

কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, 'গ্লস্টারের ডিউক যদি ভেবে থাকেন যে লঘু পাপে তার স্ত্রীর গুরুদণ্ড হয়েছে, তাহলে সেটা তার ভুল ধারণা কারণ এর আগে বহুলোককেই এর চেয়ে কম অপরাধের দরুন গুরুদণ্ড দিয়েছেন তিনি তার উচিত সে কথাটা মনে রাখা ' তাকে সমর্থন জানিয়ে ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'কথাটা অবশ্যই সত্যি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়বার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে প্রজারা '

রাজা বললেন 'মাননীয় লর্ডগণ' ' আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা সবাই নিরাপত্তা রক্ষার জন্য খুবই চিন্তিত তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি আমার কাকা গ্লস্টারের ডিউক সত্যিই নির্দোষ আমার কোনও ক্ষতি হয় এরূপ কাজে লিপ্ত হতে পারেন না তিনি উনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের দোহাই! ওর কথা ভেবে আপনারা আর মন খারাপ করবেন না

রাজার কথা শুনে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে ওঠে রানির মুখে তিনি বললেন, 'তোমার এই অন্ধবিশ্বাসই একদিন চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে একমাত্র নেকড়ের সাথেই তার আসল চেহারার তুলনা চলতে পারে আসলে সে সুযোগের অপেক্ষারত এক ভয়ংকর নেকড়ে। তার সমস্তটাই প্রতারণায় ভরপুর '

এমন সময় সমারসেটের ডিউক এসে এক দুঃসংবাদ জানালেন রাজাকে, 'শত্রুর কবলে চলে গেছে ফরাসিদেশের সব রাজ্য। এক এক করে সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে আমাদের '

এ কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা। তা দেখে বিষণ্ণ মুখে স্বগতোক্তি করলেন ইয়র্কের ডিউক, 'হায়! এক এক করে সবই চলে গেল। আমি চেয়েছিলাম ইংল্যান্ডের সাথে ফ্রান্সেও রাজত্ব করতে দেখছি এর একটা বিহিত না করলেই নয়

ইতিমধ্যে মন্ত্রণাকক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজার কাকা গ্লস্টারের ডিউক তাকে দেখে সাফোকের ডিউক বললেন, 'ভেতরে যাবার চেষ্টা করবেন না আপনি। আমি আপনাকে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দি করলাম।'

'তার জন্য লজ্জা বা দুঃখ কোনওটাই আমার নেই', বললেন গ্লস্টারের ডিউক, 'কারণ এমন কোনও কাজ আমি জ্ঞানত করিনি যার দরুন আমার হাতকড়া পরার প্রয়োজন আছে '

'আপনার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে', বললেন সাফোকের ডিউক 'ইংল্যান্ডের ক্ষতি করার জন্য আপনি প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়েছেন ফরাসিদের কাছ থেকে আপনার জন্যই বহুদিন বেতন পায়নি সৈন্যরা। তার ফলে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তাদের মাঝে আর সেটাই আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ টাকা না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে সেনারা চলে গেছে আমাদের বিপক্ষে '

'মিথ্যে সব মিথ্যে।' বললেন গ্লস্টারের ডিউক 'ফরাসিদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া এবং সৈন্যদের বেতন বন্ধ করা এর কোনওটাই করিনি আমি কেউ মুখ খুলে বলুক তো প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে আমি তো আত্মসাৎ করেছি? প্রয়োজনে আমি নিজের গাঁট থেকে টাকা দিয়ে সৈন্যদের বেতন মিটিয়েছি আর সে টাকা রাজ্য থেকে আদায়ও করিনি '

এবার উঠে এসে বললেন ইয়র্কের ডিউক, 'প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করেছেন আপনি ফলস্বরূপ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে আমাদের দেশের সুনাম নষ্ট হয়েছে রাজার নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করেছেন আপনি এটা চরম অপরাধ '

বেশ রাগতস্বরে বললেন সাফোকের ডিউক, বহু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে আপনার বিরুদ্ধে। আপনাকে বন্দি করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সময় মতো আপনার বিচার করা হবে বিচারের রায় অনুযায়ী কাজ হবে অন্যায় না করে থাকলে রেহাই পাবেন আপনি '

রাজা বললেন, 'কাকা! আমার বিশ্বাস আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ বিচারকালীন নির্দোষিতার প্রমাণ দিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবেন আপনি। তখন আর কেউ আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না'— এই বলে চলে গেলেন রাজা। এবার সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন সাফোকের ডিউক, 'মহামান্যের নামে তিনি এমন সব মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন যার দরুন রাজা বাধ্য হয়েছেন তার রক্ষকের পদ থেকে ডিউককে পদচ্যুত করতে বলুন এটাও মিথ্যে

প্রহরীকে ডেকে কার্ডিনাল বেডফোর্ড বললেন, 'যাও, বন্দিকে কারাগারে নিয়ে যাও। কড়া নজরে রাখবে একে যাতে পালিয়ে না যায় '

গ্লস্টারের ডিউককে প্রহরীরা নিয়ে যাবার পর বললেন কার্ডিনাল বেডফোর্ড, 'বিচার ঠিকই হবে, তবে শেষমেশ কী হবে তা এখনই বলা যাবে না

রানি বললেন, 'শুধু বিচারই নয়, ওর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া উচিত ওর বুদ্ধি শুনে প্রতারিত হয়েছেন রাজা ওকে আর একদম সহ্য করতে পারছি না আমি।'

'তা বলে বেআইনি কিছু করা তো সম্ভব নয় যা করা প্রয়োজন তা আইনের মর্যাদা রক্ষা করেই করতে হবে' বললেন কার্ডিনাল বেডফোর্ড 'নইলে হিতে বিপরীত হবে। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে কারণ ওরা সবাই তাকে দেবতার মতো ভালোবাসে। সবদিক বজায় রেখে যা করা দরকার তা করতে হবে এমন কি রাজা পর্যন্ত ওকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন '

মনে মনে ইয়র্কের ডিউক বললেন 'আর কেউ না চাইলেও আমি অন্তত চাই তার প্রাণদণ্ড হোক কারণ উনি বেঁচে থাকাকালীন আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না '

রাজার যে শত্রু সে আমাদের সবার শত্রু বললেন সাফোকের আর্ল, 'সে শত্রু বাঁচিয়ে রাখার অর্থই দুধ দিয়ে কালসাপ-পোষা। কাজেই আমাদের সবার সিদ্ধান্ত এই যে ডিউককে মরতেই হবে।'

এসব কথা শুনে বেজায় খুশি হলেন রানি দৃঢ়তার সাথে বললেন কার্ডিনাল বেডফোর্ড, 'রাজার স্বার্থরক্ষা করাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি চাই রাজার নিরাপত্তার খাতিরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক ডিউককে আপনারা সবাই কী বলেন?'

'এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত,' বললেন সাফোকের আর্ল, 'ওকে হত্যার ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন দেখবেন, সব কিছু চুপচাপ হয়ে যাবে, টেরও পাবে না কাক পক্ষী।'

রানি বললেন, 'আমারও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এতে শত্রু যত শীঘ্র খতম হয় ততই রাজ্যের মঙ্গল। সেই চেষ্টাই করুন আপনারা '

সে সময় একজন দূত এসে জানাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আয়ারল্যান্ডের প্রজারা। তারা নাস্তানাবুদ করছে ইংরেজদের। যত শীঘ্র সম্ভব যেন বিদ্রোহ দমন করার ব্যবস্থা করা হয়

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন ইয়র্কের ডিউক, 'এতো মহা সর্বনাশের ব্যাপার' আশা করি সমারসেটের ডিউককে আয়ারল্যান্ডে পাঠালে তিনি বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে পারবেন

সমারসেটের ডিউক বললেন আমার মনে হয় ইয়র্কের ডিউক, আপনি স্বয়ং আয়ারল্যান্ডে গিয়ে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব নিন ' সেই সাথে আরও একটু জুড়ে দিয়ে বললেন কার্ডিনাল বেডফোর্ড 'আর এ কাজের মধ্য দিয়ে সুপ্রসন্ন করে তুলুন আপনার ভাগ্যকে '

'এই যদি আপনাদের সবার অভিমত হয় তাহলে আমি যেতে রাজি ' বললেন ইয়র্কের ডিউক 'তবে সাফোকের আর্ল মশায়, যাবার আগে আপনি আমায় প্রয়োজনীয় সৈন্য এবং রাজার অনুমতি এনে দেবার ব্যবস্থা করুন যত তাড়াতাড়ি পারি আমি রওনা দেব আয়ারল্যান্ড অভিমুখে

মনে মনে বললেন ইয়র্কের ডিউক, 'এবার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে হাতের মুঠোয়। এতেও যদি ভাগ্য না বদলায়, তাহলে বেঁচে থাকতে আর তা হবে না। শীঘ্রই ধড় থেকে খসে পড়বে গ্লস্টারের ডিউকের মুণ্ডটা কেউই বুঝতে পারবে না পেছন থেকে তার কলকাঠি নেড়েছি আমি। শুধু সামান্য কিছু দিনের অপেক্ষা। এর মধ্যে শুধু কয়েকজনকে পরপারে পাঠাতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত, রাজমুকুট আমার মাথায় এসে পড়বে। দেখি ঈশ্বর আমায় করুণা করেন কিনা '

পাঁচ

যে তিনজন গুপ্তঘাতককে গ্লস্টারের ডিউক হত্যার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন সাফোকের আর্ল, তারা নির্বিঘ্নে সমাধা করেছে তাদের কাজ এজন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে তিনি বিদায় করে দিয়েছেন তাদের

রাজা কিন্তু জেনে গিয়েছেন যে ষড়যন্ত্র করে গ্লস্টারের ডিউককে নৃশংসভাবে হত্যা করার মূলে রয়েছেন সাফোকের আর্ল তিনি এও জেনেছেন হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং কার্ডিনাল বেডফোর্ড রাজা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন কার্ডিনাল বেডফোর্ডের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্যি

একদল উত্তেজিত নাগরিককে সাথে নিয়ে এ সময় রাজার সাথে দেখা করতে এলেন স্যালিসবেরি এবং ওয়ারউইকের আর্ল

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে মহারাজ প্রজারা জানতে পেরেছে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছে গ্লস্টারের ডিউককে এজন্য তারা সবাই খুব ক্ষুব্ধ তারা এও জেনেছে যে ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন সাফোকের আর্ল আর কার্ডিনাল বেডফোর্ড তাদের মাননীয় নেতা গ্লস্টারের ডিউকের ব্যাপারে সবকিছু জানতে চায় প্রজারা '

এ কথা শুনে বিষণ্ণভাবে বললেন রাজা, একথা সত্য যে গ্লস্টারের ডিউক মারা গেছেন। কিন্তু কীভাবে কার নির্দেশে এ ঘটনাটা ঘটেছে তা এখনও পরিষ্কারভাবে জানতে পারিনি আমি তবে তদন্ত হচ্ছে অপরাধীকে খুঁজে বের করে তার যোগ্য বিচার করা হবে বিচারের পর চরম দণ্ড দেওয়া হবে দোষীকে ওয়ারউইকের আর্ল। আপনি তো শুনলেন আমার সব কথা এবার ওদের

বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করুন আপনি। উনি শুধু প্রজাদেরই শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন না তিনি আমারও পরম শ্রদ্ধেয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সুবিচার অবশ্যই হবে।'

রাজার আশ্বাস পেয়ে বিষণ্ণমনে ফিরে গেল প্রজারা। সাফোকের আর্লই যে ষড়যন্ত্রের নায়ক, এ ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই স্যালিসবেরি ও ওয়ারউইকের আর্লের মনে

শুরু হল বিচারসভা দোষী সাব্যস্ত হলেন সাফোকের আর্ল নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল তাঁকে

বিচারসভা ছেড়ে যাবার আগে রাজা এও বলে গেলেন এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে না গেলে মৃত্যুদণ্ড হবে সাফোকের আর্লের রানিকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে তিনি খুব দুঃখ পেলেন কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে তিনি বাধ্য হলেন ফরাসি দেশ অভিমুখে রওনা দিতে

এদিকে উন্মাদের মতো অবস্থা হয়েছে রাজার পিতার খুল্লতাত কার্ডিনাল বেডফোর্ডের। গুরুতর অসুস্থ হয়ে আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ডিউক হত্যার দায়ে প্রেতাত্মাদের জ্বালায় জ্বলছেন তিনি। কয়েকদিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর মারা গেলেন তিনি তখন প্রবল নৌ যুদ্ধ চলছে কেন্টের সমুদ্রোপকূলে ফরাসিদের সামনে টিকতেই পারছে না ইংরেজরা

ওদিকে ফরাসিদের সাথে যোগ দিয়েছেন সাফোকের ডিউক সামান্য কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বেশকিছু অনুচর সহ তিনি বন্দি হলেন ইংরেজদের হাতে।

হুইটমোর নামে একজন অনুচরকে ডেকে সেনাপতি ওয়ালটার বললেন, 'যাও। বন্দি ডিউককে নিয়ে যাও। এর শিরশ্ছেদ করা হবে', এবার ডিউকের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি একটা নীচ জঘন্য শয়তান তোমার কুকীর্তির কথা আজ কারও অজানা নয় দেশের এক মহান নেতাকে হত্যা করে তুমি ইংল্যান্ডের জলবায়ু দূষিত করে দিয়েছ দেশের যত অর্থ তুমি গায়েব করেছ তা আজ কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেব তোমার শিরশ্ছেদ করে যে ঠোঁট দিয়ে তুমি ইংল্যান্ডের রানিকে চুম্বন করে তার পবিত্র ঠোঁটকে কলঙ্কিত ও দূষিত করেছ, তা আজ ধুলায় মিশিয়ে যাবে।'

নিশ্চুপ সাফোককে উদ্দেশ করে সেনাধ্যক্ষ বলতে লাগলেন 'নানাভাবে তুমি প্রতারণা করেছ ইংল্যান্ডের সাথে। তোমার ষড়যন্ত্রের ফলেই নিহত হয়েছেন গ্লস্টারের ডিউক রাজা তোমায় দণ্ড না দিলেও আমি দিচ্ছি।'

অপরাধীর দৃষ্টিতে সাফোকের ডিউক সেনাধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলে তিনি পুনরায় বললেন, 'শয়তান। তোমার অপরাধের বর্ণনা দিতে হলে সারা রাত কেটে যাবে আমার চালাকি করে একটা আজে-বাজে মেয়েকে তুমি যৌতুক ছাড়াই ঝুলিয়ে দিয়েছ রাজার গলায় এর ফলে দেশ এবং রাজার যে অসীম ক্ষতি হয়েছে তা অস্বীকার করতে পার তুমি? দাও! এর জবাব দাও

চমকে উঠে সাফোকের ডিউক এর জবাব দেবার আগেই বলে উঠলেন সেনাধ্যক্ষ 'শুধু এই নয়, আরও নানা অভিযোগ রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে তোমার কুকীর্তির কথা বলতে গেলে একরাতে তা শেষ হবে না তুমি ফরাসিদের হাতে তুলে দিয়েছ মেনই আর আঞ্জু রাজ্য দুটো শুধু তোমার জন্যই আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে নরমানরা

শোন শয়তান আরও বলছি আমি। কার আশকারায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ইয়র্কের ডিউক সে তুই তুই তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিস। রাজ্যলাভের আশায় সে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে রাজার বিরুদ্ধে কার দোষে আজ রাজকোষের এই অবস্থা? এর কারণ তুমি যাইহোক তোমার

সাথে মিছিমিছি কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই শাস্তি দেবার আগে তোমার কুকীর্তিগুলো জানিয়ে দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করলাম নইলে নিজেকে অপরাধী মনে হত। দেশবাসীর অন্তত জানা উচিত তোমার অপকীর্তির কথা

সাফোকের ডিউক বললেন, 'তুমিও শুনে রাখ সেনাধ্যক্ষ, আমি শুধু আদেশ দিতেই শিখেছি, কারও দয়া ভিক্ষা বা অনুশোচনা করতে শিখিনি আমি। আমি চাই কারও কাছে দয়া ভিক্ষা না করে সসম্মানে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে '

সেনাধ্যক্ষের আদেশে তার সৈন্যরা ডিউক অব সাফোকের ছিন্নশির পাঠিয়ে দিল রাজপ্রাসাদে ছিন্নমুণ্ড দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রানি কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল তিনি সেটা কোলে নিয়ে বসে আছেন আর তার দু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।

এমন সময় কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন রাজা, লর্ডস এবং বাকিংহামের ডিউক একটা আবেদনপত্র রয়েছে রাজার হাতে

চোখ মুছতে মুছতে আপন মনে বলে রানি, 'এমন করুণ দৃশ্য দেখে কে না কেঁদে উঠবে আমি তার ছিন্ন শিরটাই শুধু উপহার পেলাম তার দেহটা কোথায় রয়েছে জানতে পারলে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু শান্তি পেতাম '

রানির কথায় কান না দিয়ে রাজা ডিউক অব বাকিংহামকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি ভাবছি বিদ্রোহ দমন করার জন্য একজন বিশ্বস্ত বিশপকে পাঠিয়ে দেব। আপনি কী বলেন? বিদ্রোহী নেতা জ্যাক কেড চাইলে আমি নিজে তার সাথে আলোচনায় রাজি আছি। লর্ডস তুমি কি শুনেছ জ্যাক কেড প্রতিজ্ঞা করেছে তোমার মাথা নেবে বলে।'

এবার রানির দিকে ফিরে রাজা বললেন, 'তোমায় দেখে মনে হচ্ছে আমি মারা গেলেও তুমি শোকে এত ভেঙে পড়তে না বা এমন দুঃখ প্রকাশ করতে না। আমি জানতাম না তুমি এমন অসভ্য তোমার জন্যই এসব কাণ্ড ঘটেছে।'

রানি জবাব দেবার আগেই একজন দূত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এসে বলল, 'মহারাজ! আমি খুবই একটা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছি আপনার জন্য সাউথওয়ার্কের কাছেই এসে গেছে বিদ্রোহীরা। প্রাণে বাঁচতে চাইলে এই মুহূর্তে আপনি রানিমাকে নিয়ে পালিয়ে যান।'

'কী বললে, সাউথওয়ার্ক!' জানতে চাইলেন রাজা।

'হ্যাঁ, মহারাজ ' জবাব দিল দূত, 'নিজেকে লর্ড মর্টিমার বলে ঘোষণা করে জ্যাক কেড বলেছেন যে তিনিই ক্লারেন্সের ডিউকের একমাত্র বংশধর মহারাজ, আর দেরি না করে পালিয়ে যান আপনি '

দূতের কথা শেষ হতেই আর্তনাদ করে বলে উঠলেন রাজা, 'হায় আমার বোকা প্রজারা' তোরা নিজেরাই জানিস না কী করছিস কখনও ভেবেছিস সে কথা?

উদ্বেগ প্রকাশ করে বাকিংহামের ডিউক বললেন, 'মহারাজ! এতো দেখছি সর্বনাশের চূড়ান্ত হতে চলেছে আর বিলম্ব না করে আপনি পালিয়ে যান কিলিংওয়ার্থে। যতদিন না সৈন্য সামন্ত জোগাড় করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারি, ততদিন সেখানেই থাকবেন আপনি। হাতে সময় অল্প এখুনি পালিয়ে যান আপনি।'

লর্ডসকে লক্ষ্য করে রাজা বললেন, 'তুমিও পালিয়ে চল আমাদের সাথে তোমার উপরও বিদ্রোহীরা বেজায় খেপে আছে নাগালে পেলেই ওরা তোমার শিরশ্ছেদ করে ছাড়বে '

আপন মনে বিভোর রানি স্বগতোক্তি করে বললেন, 'সাফোকের আর্ল আজ বেঁচে থাকলে এ বিদ্রোহ দমন করা মোটেও কঠিন হত না তার কাছে।'

লর্ডস বললেন, 'মহারাজ আপনার সাথে যাওয়া আমার মোটেও উচিত হবে না '

'কেন হবে না! বিদ্রোহীরা তোমার উপর'..... জানতে চাইলেন রাজা।

লর্ডস বললেন, 'বিদ্রোহীরা যে আমার উপর খেপে রয়েছে তা জানি আমি কিন্তু আপনার সাথে আমাকে দেখতে পেলে বিপদ আরও বেড়ে যাবে আমি বরঞ্চ এ শহরের কোনও গোপন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকব '

পর মুহূর্তে অন্য এক দূত এসে জানাল, 'এই মাত্র লন্ডন সেতু দখল করেছে জ্যাক কেড তাদের সবার মুখে বারবার একই ধ্বনি শোনা যাচ্ছে— 'ধ্বংস কর শহর আর রাজসভা রাজা রানির মুণ্ডু চাই আমরা '

ব্যস্ত হয়ে বাকিংহামের ডিউক বললেন, 'মহারাজ, আর দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে সময় থাকতে থাকতে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান আপনি '

রানিকে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেলেন রাজা তারা চলে যাবার পর একজন দূত এসে বলল, টাওয়ার দখল করতে এগিয়ে আসছে বিদ্রোহীরা। যাকে হাতের নাগালে পাচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করছে তাকে কারও পরোয়া করছে না। দেশ ও রাজার সম্মান বাঁচাতে মরিয়া হয়ে লড়ছে রাজার সৈন্যরা '

এখন লন্ডনের হর্তা কর্তা বিধাতা হলেন লর্ড মর্টিমার জ্যাক কেড বললেন বিদ্রোহীদের, 'যত শীঘ্র পার লন্ডন টাওয়ার আর সেতুতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দাও তোমরা। সেতু ধ্বংস হয়ে গেলে তারা আর পালাতে পথ পাবে না। যাও, শীঘ্র চলে যাও '

এমন সময় একজন বিদ্রোহী এসে বলল, 'মহাশয়, অনেক আগেই লন্ডন সেতু ধ্বংস করা হয়েছে, একদল গেছে টাওয়ারের দিকে। এতক্ষণে হয়তো তারা সেখানে পৌঁছে গিয়ে টাওয়ার ধ্বংস করে ফেলেছে

এবার জ্যাক কেড বললেন বিদ্রোহীদের, 'স্যাভয় শহরে গিয়ে তোমরা সেখানকার বিচারালয় গুলি পুড়িয়ে দাও। আর শহরটাকে এমনভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ চিনতে না পারে '

কিলিংওয়ার্থের প্রাসাদশীর্ষে বসে রয়েছেন রাজা ও রানি। এমন সময় সেখানে এলেন বাকিংহামের বৃদ্ধ ডিউক লর্ড ক্লিফোর্ড তিনি বললেন, একটা শুভ সংবাদ আছে মহারাজ

শুভ সংবাদ সেটা কী?' জ্যাক কেডকে কি হত্যা করা হয়েছে না বন্দি জানতে চাইলেন রাজা

ক্লিফোর্ড বললেন, 'জ্যাক কেড আজ পলাতক। নেতার অভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে বিদ্রোহীরা এখন আপনার আদেশের উপরই নির্ভর করছে ওদের মরা বাঁচা। মহারাজ, আপনি ওদের বিচার করুন।'

'তোমরা যে নতুন করে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছ সে জন্য আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ,' বললেন রাজা হেনরি, 'আমি কথা দিচ্ছি ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ হলেও আমি কখনও নিষ্ঠুর হব না তোমাদের প্রতি খুশি মনে তোমরা যে যার বাড়িতে ফিরে যেতে পার দেশে যাতে শান্তি ফিরে আসে সে ব্যবস্থা কর তোমরা।'

রাজার কথা শেষ হতে না হতেই একজন দূত এসে বলল, 'মহারাজ, আয়ারল্যান্ড থেকে প্রচুর সৈন্য জোগাড় করে ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের সীমানা অতিক্রম করেছেন ইয়র্কের ডিউক। রাজ্য থেকে বিশ্বাসঘাতক সমারসেটের ডিউককে তাড়িয়ে দেওয়াই নাকি তার একমাত্র লক্ষ্য।'

এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে করতে উত্তেজিতভাবে রাজা বললেন, 'তাহলে একদিকে জ্যাক কেড আর অন্যদিকে ইয়র্কের ডিউক—এই দুইয়ের দ্বারা আক্রান্ত আমার রাজ্য '

পুনরায় তিনি বললেন, 'দরকার হলে আমি সমারসেটের ডিউক আর এডমন্টের ডিউককে নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব টাওয়ারের দুর্গকারায় ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ আমার কাছে অনেক বড়ো আমার জন্য ভাববেন না আপনারা।'

এবার রাজা বললেন বার্মিংহামের ডিউককে, 'ইয়র্কের সাথে তোমরা রূঢ় আচরণ করবে না, সব সময় ভালো ব্যবহার করবে এমনিতেই তিনি যথেষ্ট রেগে আছেন তার উপর তাকে তাড়িয়ে দিলে কেলেঙ্কারি হবার সম্ভাবনা আছে '

রানিকে উদ্দেশ করে রাজা বললেন, 'চল রানি, এবার ঘরে যাই আমরা। ভাগ্যে আরও কত কী লেখা আছে কে জানে পরম করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়তো একদিন আমাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে পারে '

ছয়

ওদিকে অনিদ্রা আর অনাহারে পলাতক জ্যাক কেড মৃত্যুবরণ করলেন কেন্টের ইডেন উদ্যানের মালিক ইডেনের হাতে

সৈন্যসহ আয়ারল্যান্ড থেকে ইয়র্কের ডিউক ইংল্যান্ডে এলে রাজপ্রতিনিধি হয়ে তার সাথে দেখা করলেন বার্মিংহামের ডিউক তিনি বললেন 'রাজা জানতে চেয়েছেন দেশে যখন সবে শান্তি ফিরে আসছে, সে সময় আপনি কেন অশান্তির আগুন জ্বালাতে এলেন? রাজপ্রাসাদের এত কাছে সৈন্য নিয়ে আসা উচিত হয়নি আপনার।'

'আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক সমারসেটের ডিউককে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া তার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, বললেন বার্মিংহামের ডিউক

'কিন্তু রাজা তো অনেক আগেই তাকে টাওয়ার দুর্গে বন্দি করে রেখেছেন,' বললেন বার্মিংহামের ডিউক, 'তাকে শায়েস্তা করার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই '

লজ্জিত মুখে ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'একথা সত্যিই জানা ছিল না আমার আপনার কথা সত্যি হলে নিজের কাজের জন্য আমি খুবই দুঃখিত আমি এখনই সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সমারসেটের মৃত্যুই আমার কাম্য আমি সবচেয়ে খুশি হব ওর মৃত্যু হলে '

এরপর রাজার সাথে দেখা করে ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'মহারাজ, রাষ্ট্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক সমারসেটকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যই আমি সসৈন্যে রাজধানীতে এসেছিলাম এজন্য আমার

কোনও অন্যায় হয়ে থাকলে নিজগুণে তা ক্ষমা করে নেবেন। আমি আরও চেয়েছিলাম অহংকারী জ্যাক কেডকে দমন করতে এখানে এসে শুনলাম সে মারা গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে

এমন সময় দূর থেকে রানি এবং সমারসেটকে আসতে দেখে রাজা তাড়াতাড়ি ইয়র্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে বললেন বাকিংহামের ডিউককে, 'ওই দেখুন এদিকেই আসছেন রানি আর সমারসেট ইয়র্কের ডিউক দেখলে আমরা তার কাছে মিথ্যেবাদী আর হেয় হয়ে যাব তাড়াতাড়ি গিয়ে আপনি ওদের সাবধান করে দিন নইলে এখনই হয়তো তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যাবে '

বাকিংহামের ডিউক বেরিয়ে যাবার আগেই অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন দুজনে

সমারসেটের ডিউককে দেখেই আশ্চর্য হয়ে বললেন ইয়র্কের ডিউক 'মহারাজ, এতো দেখছি এক অদ্ভুত ব্যাপার! শুনলাম ওকে টাওয়ার কারাদুর্গে বন্দি করে রাখা হয়েছে কিন্তু উনি তো দিব্যি সশরীরে বেঁচে রয়েছেন মিথ্যে কথা বলে আপনি কেন আমার সাথে প্রতারণা করলেন মহারাজ? মাথায় রাজমুকুট পরা বা দেশ শাসন করা, কোনওটাই আপনার পক্ষে শোভা পায় না আর আমার মতো যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য পৃথিবীতে জন্মেছে, আপনার কোনও যোগ্যতা নেই তাদের শাসন করার '

তার কথা শেষ হতে না হতেই সমারসেটের ডিউক বললেন, 'রাজার বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছ সে অপরাধে বন্দি করা হল তোমাকে '

'উচ্চাভিলাষী মনই ওর ভেতর সৃষ্টি করেছেন উন্মাদনা,' বললেন রাজা

'রাজা! কে সে? এ দেশের রাজা তো আমি আর রাজা ও তুমি দুজনেই রাজদ্রোহী,' বললেন ইয়র্কের ডিউক

ইয়র্কের ডিউকের বন্দি হবার খবর শুনে তাকে মুক্ত করতে ছুটে এলেন দুই পুত্র লর্ড ক্লিফোর্ড এবং রিচার্ডস

উত্তেজিত স্বরে বললেন লর্ড ক্লিফোর্ড, 'আমার মতে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসার অধিকার রয়েছে একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারীর '

তার কথায় কান না দিয়ে রাজা বললেন বাকিংহামের ডিউককে, 'আপনি সৈন্যদের তৈরি হতে বলুন বুঝতে পারছি যুদ্ধ ছাড়া এর মীমাংসা হবে না। বেশ! তবে যুদ্ধেই এর পরিসমাপ্তি হোক।'

এবার রাজার সৈন্য আর ইয়র্কের সৈন্যদের মাঝে তুমুল লড়াই শুরু হল সেন্ট আলবানসের বিশাল প্রান্তরে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হল সে যুদ্ধ

যুদ্ধ শুরু হবার তিন দিনের মধ্যেই ইয়র্কের সৈন্যরা তুমুল লড়াই করে হারিয়ে দিয়েছিল রাজার সৈন্যদের। অনন্যোপায় হয়ে রানিকে সাথে নিয়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন রাজা।

এবার বিজয়োৎসবে মেতে উঠল ইয়র্ক এবং স্যালিসবেরির সৈন্যরা

স্যালিসবেরির আর্লকে ডেকে ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'শুধু বিজয়োৎসবে মেতে থাকলে চলবে না আমাদের রানিকে নিয়ে রাজা পালিয়ে গেছেন লন্ডনে সেখানে তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকবেন। তার আবেদন লোকের কাছে পৌঁছাবার আগেই আমাদের যেতে হবে লন্ডনে। অনেক কাজ এখনও বাকি— আরও যুদ্ধ করতে হবে অধিবেশন ডাকার আগে লন্ডনে পৌঁছাতে না পারলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে দ্রুত লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করলেন হেনরি ও মার্গারেট— তাদের পেছু পেছু গেলেন ইয়র্ক লন্ডনে গিয়েই তাকে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে

কিং হেনরি, দ্য সিক্সথ ঃ ৩য় পর্ব

গর্ব করার মতো চার সন্তানের পিতা ইয়র্কের ডিউক তাদের মধ্যে বড়ো এডোয়ার্ড মার্চের আর্ল, মেজ ছেলে এডমন্ড। তৃতীয় ছেলে জর্জ মিথ্যাচারী ও অস্থির চিত্তের মানুষ হয়েও পরবর্তী কালে ক্লারেন্সের ডিউক হয়েছিলেন। আর সবচেয়ে ছোটো ছেলে রিচার্ড দেখতে কদাকার রিচার্ড, পিঠে ছিল কুঁজ। কিন্তু এই নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, প্রতিভাশালী রিচার্ডই পরবর্তীকালে ছলে বলে কৌশলে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছিলেন। যৌবনে তিনি কাউকেই ভয় পেতেন না তা সে ঈশ্বর বা শয়তান, যেই হোক। পিতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সমারসেটকে হত্যা করে তার কাটামুণ্ডু উপহার দিয়েছিলেন পিতাকে চার সন্তানের সেই গর্বিত পিতা ইয়র্কের ডিউক আজ হাজির হয়েছেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভবনে

এক এক করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে এসে হাজির হলেন সাফোকের ডিউক, রিচার্ড, মার্কুইয়ের মন্টেগু, ওয়ারউইকের আর্ল এবং রুতল্যান্ড

এমন সময় একদল সৈন্য পৌঁছাল সেখানে তাদের প্রত্যেকের টুপিতে গোঁজা রয়েছে একটি করে সাদা গোলাপ

ইয়র্কের অনুগত সৈন্যরা যখন প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে রাজপক্ষীয় বীর যোদ্ধাদের হারিয়ে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা, সে সময় সবার অলক্ষ্যে রানিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন রাজা বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পায়নি ইয়র্কের ডিউকের অনুগামী সৈন্যরা

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন বাকিংহামের ডিউক উইল্টসায়ারের আর্লের অবস্থাও খুব সুবিধার নয় তার বেঁচে থাকা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে

যুদ্ধক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রিচমন্ডের আর্ল তিনি ইয়র্কের ডিউকের পরম শত্রু সমারসেটের ডিউককে হত্যা করে তার শিরশ্ছেদ করেছেন কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি সেই কাটামুণ্ডু নিয়ে প্রবেশ করলেন পার্লামেন্টে তারপর সবার সামনে সেটি মেঝেতে সাজিয়ে রাখলেন প্রমাণস্বরূপ

ইয়র্কের ডিউক ঘোষণা করলেন জন অব গন্ট বংশীয় সবাইকে প্রাণ দিতে হবে

রাজকুমার ইয়র্ক। ল্যাঙ্কাস্টার বংশীয় রাজা হেনরির যে সিংহাসন তুমি জোর করে দখল করেছ, সেখানে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার ' এবার সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে বললেন ওয়ারউইকের আর্ল, 'ওই যে দেখছ সিংহাসন ' ওর উত্তরাধিকারী হেনরি নয় ওটা তোমারই প্রাপ্য এবার প্রাপ্য সিংহাসন অধিকার করে তুমি সবার আশা পূর্ণ কর '

ইয়র্কের ডিউক বললেন 'এভাবে তোমরা সবাই যদি আমাকে সাহায্য করে যাও তাহলে লক্ষ্য পূরণে দেরি হবে না আমার। আমরা আজ বলপূর্বক পার্লামেন্টে ঢুকেছি এটা অন্যায় কাজ না হলেও অন্যায় বলেই একে ধরে নিতে হবে

সমবেত লর্ডদের উদ্দেশ্য করে ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'আগে থেকেই আমি আপনাদের সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি কেউ যেন তার গায়ে হাত না তোলে এটা আমার আদেশ বা অনুরোধ যাই বলুন না কেন কথাটা যেন সবার মনে থাকে

মুচকি হেসে বললেন ইয়র্কের ডিউক, 'পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকেছেন হেনরি, আর তার আগেই আমরা এসেছি এখানে — তাও আবার সদস্য রূপে ভাবা যায় এমন আশ্চর্যের কথা '

রিচমন্ডের ডিউক বললেন, 'এমনভাবে সশস্ত্র হয়ে আমরা সবাই থাকতে পারব তো?'

দৃঢ়তার সাথে বললেন ওয়ারউইকের আর্ল, 'আমি সাফ বলে দিচ্ছি হেনরি যদি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ না করেন এবং পার্লামেন্ট যদি ইয়র্কের ডিউককে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না করেন তাহলে আজ রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে পার্লামেন্টের আজকের এই অধিবেশন 'রক্তাক্ত অধিবেশন' রূপে লেখা থাকবে ইতিহাসে।'

ওয়ারউইকের কথা শোনার পর ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি যতই বিপদ আসুক না কেন, আপনারা কেউ আমায় ছেড়ে চলে যাবেন না। হে বীর যোদ্ধারা! আপনাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতাই আমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে অভীষ্ট সিংহাসন লাভের পথে '

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'আমরা কথা দিচ্ছি যতই বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই সিংহাসনে বসাব আপনাকে।' তিনি আরও বললেন ইয়র্কের ডিউককে, 'নিজের মনকে শক্ত করুন আপনি জোর করে ইংল্যান্ডের রাজমুকুট ছিনিয়ে নিজের মাথায়

তার কথা শেষ না হতেই পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করলেন রাজা হেনরি। তার পেছু পেছু এলেন ক্লিফোর্ড, নর্দম্বারল্যান্ড, এক্সিটারের ডিউক, ওয়েস্টমোরল্যান্ডের ডিউক আর টুপিতে লাল গোলাপ গোঁজা রাজার কয়েকজন অনুচর।

পার্লামেন্টের দরজায় পা রেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলে হেনরি। নিজের অনুগামীদের লক্ষ করে তিনি বললেন, 'আপনারা স্বচক্ষে দেখুন মাননীয় লর্ডগণ, কেমন রাজাসনে বসে আছে বিদ্রোহীরা! ওরা শঠ, প্রবঞ্চক ও মিথ্যেবাদী। ওয়ারউইকের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় ওরা অবৈধভাবে সিংহাসন দখল করে রাজত্ব করার স্বপ্নে মশগুল। আপনারা শপথ করেছেন ইয়র্কের ডিউক আর তার পুত্রদের বিচারের ব্যবস্থা করবেন আপনারা ভেবে বলুন, আমি ঠিক বলেছি কিনা '

গর্জে উঠে ক্লিফোর্ড বললেন, 'দরকার হলে এই তলোয়ারের সাথে বিচার করতে বাধ্য হব আমি '

লাল গোলাপধারী রাজার অনুগামীদের প্রতি তাকিয়ে ওয়েস্টমোরল্যান্ড বললেন, 'কী হে' তোমরা এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ? যাও জোর করে ইয়র্কের ডিউককে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দাও

গর্জে উঠে পুনরায় বললেন ক্লিফোর্ডের ডিউক 'চলুন বীর যোদ্ধারা, অস্ত্র হাতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি অহংকারী ইয়র্কের ডিউক আর তার অনুগামীদের উপর

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন হেনরি, আপনারা কেন এত উত্তেজিত হচ্ছেন? ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন নাগরিকদের মধ্যে অনেকে চায় ওকে। অনেক সৈন্য সামন্ত রয়েছে ওর দেখতে পাচ্ছেন না ওরা সবাই কেমন সশস্ত্র অবস্থায় রয়েছে

'আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন মহারাজ', বললেন এক্সিটারের ডিউক 'ইয়র্কের ডিউকের দেহ থেকে মুণ্ডুটা খসে পড়লেই দেখবেন কেমন ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে তার সেন্য সামন্তরা।'

'এ মহান পার্লামেন্টের ভেতর দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত কোনও ঘটনার কথা চিন্তা না করাই শ্রেয়' বললেন রাজা।

এবার ইয়র্কের ডিউকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন 'সিংহাসন থেকে নেমে এসে তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাও আমার কাছে। ভুলে যেও না আমি তোমাদের রাজা।'

জবাব দিলেন ইয়র্কের ডিউক, 'ভুল বললে রাজা তুমি নও আমিই রাজা আর ডিউক উপাধির কথা যদি বল তাহলে বলব, উত্তরাধিকার সূত্রে একদিন সেটা পেয়েছি আমি।'

এক্সিটার ডিউক বললেন 'ভুলে গেছ তোমার পিতা একজন রাজদ্রোহী ছিলেন?'

তার কথায় জবাব দিলেন ওয়ারউইক, 'হেনরির পক্ষ নিয়ে তুমি নিজেই রাজদ্রোহী বনেছ রিচার্ড! ইয়র্কের ডিউকই তোমার প্রকৃত রাজা ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকের পদ নিয়ে খুশি থাক তুমি আর রাজা হতে দাও ওকে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে তোমরা কি ভুলে গেছ যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাদের জনকদের হত্যা করেছি আমরা?'

এভাবে দু পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকলে রাজা বললেন, 'ইয়র্কের ডিউক! তুমি একজন রাজদ্রোহী তুমি যে সিংহাসনের আসল উত্তরাধিকারী তার কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে? আমি রাজা পঞ্চম হেনরির ছেলে! তাই সিংহাসনের আসল অধিকার আমার আর তুমি হলে ইয়র্কের ডিউকের ছেলে আর তোমার পিতামহ রোজার মর্টিমার ছিলেন মার্চের আর্ল এই তো প্রমাণ তোমার ফরাসিরাজ ডফিনকে পরাজিত করে আমার বাবা সে দেশের অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন তিনি ফ্রান্সেরও রাজা ছিলেন।'

ওয়ারউইকের ডিউক বললেন, 'আর বলো না ফ্রান্সের কথা' ফ্রান্সের প্রতি আর কোনও অধিকার নেই ইংল্যান্ডের।

রাজা বললেন, 'হারানো অধিকারের দায় আমার উপর চাপাচ্ছেন কেন? আমি তো তখন সবে ন'বছরের তখন আমি নামে রাজা, আসল রাজা ছিলেন রাজপ্রতিনিধি সে কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন আপনারা?'

'রাজপ্রতিনিধি যেমন ফ্রান্সের অধিকার হারিয়েছিলেন তেমনি তুমিও হারাবে ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে,' বললেন রিচার্ড।

ইয়র্কের ডিউককে উদ্দেশ করে তার পুত্র এডওয়ার্ড বললেন 'বাবা আপনি ওর মাথা থেকে জোর করে রাজমুকুট খুলে নিয়ে নিজের মাথায় পরে সিংহাসনে বসুন'

গর্জে উঠে ওয়ারউইকের ডিউক বললেন, 'মাননীয় লর্ডগণ শান্ত হয়ে কথা বলুন আপনারা। নইলে কেউ কিন্তু রেহাই পাবেন না তা বলে দিচ্ছি'

এবার রাজা বললেন 'আমার পিতা ও মাতামহ বসেছিলেন এ সিংহাসনে সে সূত্রে সিংহাসনের উপর আমারই বেশি অধিকার রয়েছে ইয়র্কের ডিউকের চেয়ে নিজ বাহুবলে এ রাজ্য জয় করে সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা চতুর্থ হেনরি'

'রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করে তবেই সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা চতুর্থ হেনরি,' বললেন ইয়র্কের ডিউক

রাজা চুপ করে গেলেন। তখন ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'জোর করে রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন চতুর্থ হেনরি।'

একজিটারের ডিউক বললেন, 'কেউ কাউকে রাজমুকুট দান করলেও উত্তরাধিকার সূত্রে তা বংশপরিক্রমায় চলে আসতে পারে না। যে দাতা তার উত্তরাধিকারী কেন দানের দাবিদার হবে। যা সত্যি তাই বললাম আমি।'

আপনমনে রাজা বললেন, 'এ কেমন ব্যাপার হচ্ছে! আমার পক্ষের লোকেরাও শেষে আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে? এবার কোন দিকে যাব আমি?'

ইয়র্কের ডিউক বললেন, 'ওহে ল্যাঙ্কাস্টার বংশের হেনরি! ভালোয় ভালোয় রাজমুকুটটা আমার হাতে তুলে দাও, নইলে...'

'তোমার স্পর্ধার সীমা কিন্তু ছাড়িয়ে যাচ্ছে'— বললেন ওয়ারউইকের ডিউক, 'তুমি যদি যুবরাজের প্রতি সুবিচার না কর, তাহলে আমার সৈন্য দিয়ে পার্লামেন্ট দখল করে নেব। আর তোমার মতো অবৈধ রাজাকে হত্যা করে সেই রক্তে লিখে দেব ইয়র্কের ডিউকের দাবির কথা। সে কথা যেন মনে থাকে।'

রাজা বললেন, 'আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমাকে রাজত্ব করতে দিন আপনারা। আর আমার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসবে ইয়র্কের পুত্র রিচার্ড— এই শর্তে রাজি হয়ে যান আপনারা।'

'এ কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন আপনি'— বললেন ক্লিফোর্ডের ডিউক, 'সিংহাসনে আপনার পুত্রের বসার আর কোনও আশা থাকবে না! কেন এ ভুল করতে যাচ্ছেন আপনি?'

রাজার এ ধরনের আকস্মিক শর্তের কথা শুনে মনক্ষুণ্ণ হয়ে পার্লামেন্ট ভবন ত্যাগ করে চলে গেলেন ওয়েস্টমোরল্যান্ড এবং নর্দাম্বারল্যান্ডের ডিউক। তখন রাজা বললে, 'চিরকালের মতো আমি এই রাজমুকুট দান করে গেলাম তোমার ছেলেদের। তবে আমার শর্ত একটাই— আমার জীবদ্দশায় তুমি সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবে না।'

সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন ইয়র্কের ডিউক, 'আমি সানন্দে মেনে নিলাম তোমার প্রস্তাব। আজ এতদিন পরে সত্যিই মিলে গেল ইয়র্ক এবং ল্যাঙ্কাস্টার বংশ। বিদায় হেনরি! আমি দলবল নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এবার তুমি মনের সুখে রাজত্ব কর।' দলবলসহ পার্লামেন্ট ভবন থেকে ইয়র্কের ডিউক চলে যাবার পর রাজা মনে মনে বললেন, 'এবার আমারও রাজসভায় ফিরে যেতে হবে।'

রাজার কথা শেষ না হতেই পার্লামেন্ট ভবনে এসে উপস্থিত হলেন রানি মার্গারেট এবং যুবরাজ। রাজার পথ আটকিয়ে রানি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমায় ছেড়ে তুমি দূরে চলে যেতে পারবে না। যেখানেই যাও, আমি তোমায় ছায়ার মতো অনুসরণ করব। তোমার মতো নির্বোধকে বিয়ে করে, তোমার সন্তানকে পেটে ধরে যে জ্বালায় ভুগছি আমি, তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। কেন তোমার অযোগ্যতা আর খেয়ালিপনার জন্য আমার সন্তান তার বংশগত প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? এতকাল যে জ্বালা আমি ভোগ করছি, তুমি তার অর্ধেক ভোগ করলেও এভাবে নিজের ছেলেকে বঞ্চিত করে ডিউককে খুশি করবার চেষ্টা করতে না। তুমি কি একটা মানুষ না পশু?'

যুবরাজ বললেন 'বাবা! আমি যুবরাজ বলেই তোমার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পার না আমাকে। কেন তুমি এমন অদ্ভুত শর্ত রাখলে?'

ক্ষীণস্বরে রাজা কোনও মতে বললেন, 'আমায় ক্ষমা কর তোমরা। বিশ্বাস কর, ডিউক এবং ওয়ারউইকের আর্লই আমায় বাধ্য করেছেন এরূপ শর্ত করতে। এছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না '

'এই ধরনের রাজা তুমি আর তাই তারা তোমায় বাধ্য করেছেন এরূপ ভয়ংকর শপথ নিতে?' ক্ষোভের সাথে রানি বললেন

এবার ছেলেকে লক্ষ্য করে রানি বললেন 'এখানে অযথা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। চল, আমরা ওদের পেছু নিই দেখি, যদি কোনও ব্যবস্থা করা যায় '

রাজা চাইলেন যুবরাজ এডোয়ার্ডকে নিজের কাছে রাখতে। কিন্তু রাজি হলেন না রানি। তিনি যুবরাজকে নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে। যাওয়ার সময় যুবরাজ বলে গেলেন 'যুদ্ধ জয় করে যদি ফিরে আসতে পারি তবেই দেখা হবে। নইলে এই শেষ দেখা।'

দুই

ইয়র্কের ডিউকের ছেলেরা কোনওমতেই রাজি নয় বাবার শপথের মূল্য দিতে তারা চায় যে কোনও ভাবেই হোক সিংহাসনের দখল নিতে।

ইয়র্কের ছেলে এডওয়ার্ড মনে করে দেশ ও প্রজাদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা ভেবে যে কোনও শর্তই ভেঙে দেওয়া যায় তাতে কোনও পাপ হয় না। আর বৈধ প্রশাসকের সামনে শপথ গ্রহণ না করলে তা মূল্যহীন। হেনরি তো অবৈধভাবে সিংহাসনে বসেছেন তাই তার শপথের কোনও দাম নেই আর রাজমুকুট পরা কী এমন ভাগ্যের ব্যাপার

ডিউকের অন্য এক ছেলে রিচার্ড বলল, 'বাবা! মিছামিছি অপেক্ষা করে কেন তুমি নিজেদের স্বার্থকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করছ? তুমি অনুমতি দাও আমরা এখনই গিয়ে হেনরির হৃৎপিণ্ডটা উপড়িয়ে আনি।'

ছেলেদের উসকানিতে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলেন না ইয়র্কের ডিউক তিনি স্থির করলেন ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে হেনরির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন তার নতুন পরিকল্পনার কথা ওয়ারউইকের ডিউককে জানাবার জন্য ইংল্যান্ডে দূত পাঠালেন তিনি ছেলেদের মধ্যে রিচার্ডকে পাঠালেন নরফোকের ডিউক এবং অন্য ছেলে এডোয়ার্ডকে পাঠিয়ে দিলেন কেন্টে লর্ড ক্যাচহামের কাছে এখন যুদ্ধ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য

এমন সময় দূত এসে জানাল ইয়র্কের প্রাসাদ অবরোধ করতে কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন রানি এবং যুবরাজ

খবর পেয়ে ইয়র্কের ডিউক তার সাধ্য মতো প্রাসাদ সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন তিনি তার বীরযোদ্ধাদের আদেশ দিয়ে বললেন, হেনরির শপথের তোয়াক্কা না করে তোমরা এগিয়ে যাও শত্রুসৈন্য প্রতিহত করতে '

দূত মারফত খবর পেয়ে ইয়র্কের ডিউকের অনুগত লর্ড এবং ডিউকেরা সসৈন্য এগিয়ে এলেন তার সাহায্যার্থে

ওদিকে রানিও তার সৈন্য, সামন্ত নিয়ে জড় হয়েছেন ইয়র্কের ডিউকের প্রাসাদ এবং ওয়েকফিল্ডের মাঝামাঝি প্রান্তরে

সকাল হতেই রানির সৈন্যদল প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিল ইয়র্কের ডিউকের সৈন্যদের সাথে

দিনের শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ইয়র্কের ডিউক ওর দুই খুল্লতাত স্যার জন মর্টিমার এবং স্যার লুগো মর্টিমার।

প্রথম দিনের যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখে বেজায় হতাশ হলেন ইয়র্কের ডিউক। তিনি মনে মনে ভাবলেন এ সবের জন্য দায়ি তার ছেলে রিচার্ড সেই আমাকে বারবার উসকানি দিয়ে বলেছে বুকে সাহস আনো, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এমনই ভালো কত কথা বলেছে সে। সে আরও বলেছিল হয় রাজসিংহাসন নয় কবর। দেখছি কবর ছাড়া আর কোনও গতি নেই আমার। সব শেষ হয়ে গেল

এমন সময় হুড়মুড় করে রানির সৈন্যরা ঢুকে পড়ল ইয়র্কের ডিউকের প্রাসাদে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডিউক বললেন, 'মৃত্যুভয়ে ভীত নই আমি। যে কোনও বিপদকে তুচ্ছভাবে উড়িয়ে দেবার মতো মানসিক দৃঢ়তা আমার আছে মনে রেখ, আমার দেহ থেকে ফিনিক্সের মতো এমন এক পাখি জন্ম নেবে যা নিমেষের মধ্যে সব কিছু ভস্মীভূত করে এর প্রতিশোধ নেবে সেই কথা ভেবে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আমি তোমাদের যে কোনও অত্যাচারকে তুচ্ছ মনে করে উড়িয়ে দিতে পারব '

ডিউককে হত্যা করার জন্য ক্রোধোন্মত্ত ক্লিফোর্ডের লর্ড তরবারি উঁচু করা মাত্রই আচমকা রানি এসে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না, এত সহজে একে নিষ্কৃতি দেওয়া যাবে না '

'তাহলে একে নিয়ে কী করবেন?' জানতে চাইলেন নর্দাম্বারল্যান্ডের ডিউক।

রানি বললেন, ওই যে দূরে উইঢিপি দেখা যাচ্ছে, তার উপর ওকে দাঁড় করিয়ে দাও ওটাই ওর রাজসিংহাসন হবে রাজমুকুট পরার খুব শখ হয়েছিল ওর।' এবার ক্লিফোর্ডের লর্ডের দিকে তাকিয়ে রানি বললেন, 'এক কাজ করুন আপনি ওর যে মাথায় রাজমুকুট পরার শখ হয়েছিল সেখানে একটা কার্থেজিয় টুপি পরিয়ে ধড় থেকে মাথাটাকে আলাদা করে দিন '

রানির কথা শুনে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল লর্ড ক্লিফোর্ডের মুখ তা দেখে রানি বললেন, 'মনে হচ্ছে এর শিরশ্ছেদের অধিকার অন্যদের চেয়ে আপনারই বেশি প্রয়োজন।'

ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার অধিকার সবার আগে ওই শয়তানটা যখন নির্মমভাবে হত্যা করেছিল আমার বাবাকে, আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর প্রতিশোধ নেব তা সে যে করেই হোক' বললেন ক্লিফোর্ডের লর্ড

'বেশ! আপনি তাই করুন,' রানি বললেন।

রানির কথা শেষ হতেই নিমেষের মধ্যে হাতের তরবারিটা ইয়র্কের ডিউকের বুকে গেঁথে দিয়ে বললেন ক্লিফোর্ডের লর্ড 'নরাধম শয়তান! আজ তোর বুকের রক্ত দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করলাম আমি '

ইয়র্কের ডিউকের বুকে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিয়ে রানিও বললেন, 'নরাধম পশু! একটা সরল নিষ্পাপ রাজার অধিকার কেড়ে নিয়ে যে পাপ তুই করেছিস, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ

তোকে করতে হল নিজের বুকের রক্ত দিয়ে। তারপর ইয়র্কের ডিউকের মাথাটা কেটে সেটা ইয়র্কের প্রাসাদেই ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন রানি।

যথাসময়ে দূত মারফত বাবার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে গেল আর্লের মার্চ এডোয়ার্ড, জর্জ, রিচার্ড প্রমুখ ডিউকের পুত্রদের কানে। এবার তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে তাদের গোঁয়ার্তুমি আর ভুলের জন্যই অকালে প্রাণ দিতে হল বাবাকে। শেষমেশ তারা এও জানতে পারলেন লর্ড ক্লিফোর্ডই হত্যা করেছেন তাদের বাবাকে।

ডিউকের ছেলেদের উদ্দেশ করে ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, যুবরাজ নর্দাম্বারল্যান্ড, ক্লিফোর্ডের আর্ল প্রমুখ ব্যক্তিদের সহায়তায় নীচবংশজাতা রানি নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মোমের মতো নরম রাজাকে গলিয়ে দিয়ে কর্তব্যচ্যুত করতে। প্রয়োজনে শর্ত না মেনেও রানি চাইছেন তার পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।'

এবার ডিউকপুত্র এডোয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'তুমি কি ভবিষ্যতে শুধু মার্চের আর্ল হয়েই থাকবে? আমরা তোমার পেছনে রয়েছি। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে তোমাকে। আমাদের আসল উদ্দেশ্য ইংল্যান্ডের সিংহাসনটি পুরোপুরি নিজেদের হাতের মুঠোয় নেওয়া। রানির দলে রয়েছে ত্রিশ হাজার সৈন্য। আর আমাদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজার দেখে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।'

তিনি আরও বললেন, 'এডোয়ার্ড! তুমি তোমার বাবার বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তুমিই ইয়র্কের ডিউক।'

'কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না এ মুহূর্তে আমাদের কী কর্তব্য', বললেন এডোয়ার্ড।

'তাহলে শোন। সৈন্য-সামন্ত সহ আমরা এখান থেকে সোজা যাব লন্ডনে। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাব সেখানকার নাগরিকরা যদি টুপি খুলে আমাদের অভিবাদন না করে, সেই মুহূর্তে তাদের শিরশ্ছেদ করব আমরা। আর আমাদের সঙ্গে যাবেন পুরোহিত সেন্ট জর্জ।'

সে সময় একজন দূত এসে জানাল রানি ও যুবরাজ সসৈন্যে এদিকেই আসছেন।

ইয়র্ক নগরীতে রাজা হেনরির সাথে রয়েছেন রানি মার্গারেট, যুবরাজ নর্দাম্বারল্যান্ডের ডিউক এবং ক্লিফোর্ড-এর লর্ড।

নিজের ছেলেকে সিংহাসন পাইয়ে দেবার আনন্দে রানি উল্লসিত হলেও রাজার মনে কিন্তু শান্তি নেই। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য মনে মনে অনুশোচনায় ভুগছেন তিনি।

রানি তার সাধ্য মতো রাজাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তার শর্তের দরুন সিংহাসনের উপর যুবরাজের অধিকার লোপ পেতে চলেছিল। সে অধিকার রানিই ফিরিয়ে এনেছেন অস্ত্রের মাধ্যমে। তিনি রাজাকে বললেন, দেখ, পুত্রের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুধু একটা কেন, দশটা মানুষ মেরে ফেললেও কোনও পাপ হয় না। এ নিয়ে কেন ভাবছ তুমি?'

লর্ড ক্লিফোর্ডও বললেন, 'এ কাজ করা হয়েছে শুধু যুবরাজের স্বার্থের কথা ভেবে। এ নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই।'

রানি বললেন, 'দাখ রাজা, শত্রু দোরগড়ায় এসে গেছে। এসব ভেবে বিপদকে এগিয়ে এনে লাভ কী! নিজের মনকে শক্ত কর তুমি। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে ছেলেকে 'নাইট' উপাধি দেবে। এবার সেটা দিয়ে তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। এডোয়ার্ড! বাবার সামনে নতজানু হও।'

রীতি অনুযায়ী রাজা যুবরাজকে বললেন, 'এডওয়ার্ড! এবার তুমি 'নাইট' উপাধি গ্রহণ কর মনে রেখ, তোমার তরবারি যেন সদা ন্যায়ের পক্ষে থাকে।'

যুবরাজ বললেন, 'আপনার কথা মনে থাকবে বাবা।'

এ সময় একজন দূত হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'ইয়র্কের নতুন ডিউকের সহায়তায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ওয়ারউইকের আর্ল এদিকেই এগিয়ে আসছেন। আর প্রতিটি জায়গায় ইংল্যান্ডের রাজা বলে ঘোষণা করেছেন ইয়র্কের ডিউক এডওয়ার্ডকে।'

কিংসফোর্ড বললেন, 'রাজার উচিত এখান থেকে চলে যাওয়া।'

এ খবর শুনে হেনরি অস্ত্র হাতে নেওয়ায় বিস্মিত হলেন রানি। সবার ধারণা ছিল যুদ্ধ করতে রাজি হবেন না হেনরি।

কিছু সময়ের মধ্যেই সসৈন্যে সেখানে এসে হাজির হলেন ইয়র্কের ডিউক এডওয়ার্ড। তিনি হেনরির সামনে এসে বললেন, 'শপথভঙ্গের দায়ে আমি আপনাকে অভিযুক্ত করছি। হয় আপনি স্বেচ্ছায় আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিন নতুবা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করুন।'

গর্জে উঠে রানি বললেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। মনে রেখ, বৈধ রাজার সামনে এমন কথা তোমার মুখে সাজে না।'

'কী সাজে আর কী সাজে না, এটা ভাবার সময় নেই এখন। পার্লামেন্টে নতুন আইন পাস করে উনি আমায় বঞ্চিত করে নিজের ছেলেকে রাজা বানাতে চাইছেন। এ ধরনের অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দেব না'— বললেন এডোয়ার্ড।

স্বাভাবিকভাবে লর্ড ক্লিফোর্ড বললেন, 'ব্যাপারটা তো খুবই সোজা। রাজার মৃত্যুর পর তার ছেলে সিংহাসনে বসবে। এতে কার কী বলার আছে?'

রিচার্ড বললেন, 'আপনি রাজার গোলাম। গোলামের মতোই থাকুন আপনি। শিশু রুডল্যান্ডকে আপনিই হত্যা করেছিলেন। সে কথা ভুলে যাইনি আমি। তার শোধ আমি নেবই।'

'শুধু রুডল্যান্ডের কথা বলছ কেন? তোমার বাবাই হত্যা করেছিলেন আমার বাবাকে। তোমার বাবা সেই আত্মম্ভরী ইয়র্কের ডিউককে আমি হত্যা করেছি। এখন বুঝতে পেরেছি আরও অনেকের রক্ত নিতে হবে আমাকে', বললেন ক্লিফোর্ডের লর্ড।

গর্জে উঠে রিচার্ড বললেন, 'আমি যাতে রাজার দালাল শিশুহত্যাকারী শয়তান ক্লিফোর্ডের আর্লকে হত্যা করে তার রক্তে আমার তরবারি রাঙিয়ে নিতে পারি সে অধিকার দেওয়া হোক আমাকে। আজ সূর্যাস্তের আগেই আমি সেটা করতে চাই।'

'শুধু শুধু শিশুহত্যা শিশুহত্যাকারী বলে চেঁচাচ্ছ কেন? আমি তো তোমার বাবাকেও হত্যা করেছি। তাহলে কি তিনি শিশু ছিলেন?' বললেন ক্লিফোর্ডের আর্ল।

রাজা কিছু বলতে উঠলে রানি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখ, এদের দাবি অস্বীকার না করতে পারলে, তোমার উচিত মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা।' তিনি আরও বললেন, 'আমার ভালোই জানা কী করে প্রতারকদের মোকাবিলা করতে হয়।'

গর্জে উঠে রানিকে থামিয়ে দিয়ে এডোয়ার্ড বললেন, 'আমি প্রতারক? বরঞ্চ আপনিই নেপলসের এক কলহপ্রিয় নারী। স্বীকার করছি হেলেনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী আপনি। তবে হেলেন যেভাবে তার স্বামী মেনেলাসের সাথে প্রতারণা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতারণা আপনি

করেছেন স্বামীর সাথে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স, উভয় দেশের প্রতারকদের তালিকায় আপনার নাম সবার শীর্ষে। এ কথা যে শুনবে সেই বলবে ইংল্যান্ডের বুকে আজ যে অশান্তির জোয়ার বয়ে চলেছে তা শুধু আপনারই জন্য নইলে হয়তো এক যুগ বাদে আমাদের দাবি উত্থাপন করতাম এক ভিখারিণীকে বিয়ে করে দেশের মাঝে অশান্তি ডেকে এনেছেন রাজা। ইংল্যান্ডের বুকে আপনাকে এক শয়তানি বলে মনে করে সবাই '

রাজাকে চুপচাপ দেখে এডোয়ার্ড বললেন, বেশ রাজা যখন মুখ খুললেন না তখন বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধই চান আপনারা তাইলে যুদ্ধই হোক। সে জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনারাও তৈরি হয়ে আসুন। যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় দেখা হবে', বলে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেলেন এডোয়ার্ড

উভয়পক্ষে তুমুল লড়াই বেধে গেল ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত সেক্সটন আর টাউনের মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে

কিছুক্ষণ বাদে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে এসে ইয়র্কের ডিউকের ভাই জর্জ বলল, 'জয়ের কোনও আশা নেই আমাদের সৈন্যরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে প্রাণ বাঁচাতে হলে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই '

এমন সময় ছুটে এসে রিচার্ড বললেন ওয়ারউইকের আর্লকে, 'ছি! ছি! আপনিও পালিয়ে এলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মনে নেই, মৃত্যুর সময় আপনার ভাই কাতর স্বরে বলেছিল আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিও '

'না! না! আমি পালাব না। মৃত্যুই আমায় সুযোগ দেবে প্রতিশোধ নেবার শোধ আমি নেবই, বললেন ওয়ারউইকের আর্ল।

এডোয়ার্ড বললেন 'হে আমার বন্ধুরা! তোমাদের হৃদয়ের সাথে নিজের হৃদয়কে বেঁধে নিলাম আমি। পালিয়ে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। হয় যুদ্ধে জয়ী হব নইলে মৃত্যুবরণ করব জয়ের আশা শেষ হয়নি। মন প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে যাও '

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লিফোর্ডকে একা পেয়ে রিচার্ড বললেন, 'আজ সবকিছুর শেষ দেখে ছাড়ব '

দুজনে তুমুল অসিযুদ্ধে মেতে রইলেন

সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই করেও কোনও মীমাংসা হল না। পরদিন সকালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর যুবরাজ চেঁচিয়ে বললেন হেনরিকে, বাবা এখনও সময় আছে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান আপনি। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা সবাই পালিয়ে গেছে মৃত্যু আমাদের পেছু নিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান আপনি

ওদিকে রানিও রাজাকে অনুরোধ করলেন হতবুদ্ধি হয়ে রাজা রানিও যুবরাজকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন এক্সিটারের ডিউকের সাথে

যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ক্লিফোর্ড তার জীবনদীপ নিভু নিভু মৃত্যুমুহূর্তে তিনি আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন,'হায়! আমার সব আশা শেষ হয়ে গেল পালাবারও শক্তি নেই আমার হে ইয়র্ক! হে রিচার্ড আমি নিজহাতে হত্যা করেছিলাম তোমাদের বাবাকে। কিন্তু কী লাভ হল তাতে? তোমরা সবাই আজ কোথায়? এসো আমায় মেরে ফেল পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও ' বলে কৃতকর্মের জ্বালা বুকে নিয়ে ছটফট করতে করতে মারা গেলেন বীর যোদ্ধা ক্লিফোর্ড।

ওয়ারউইকের ডিউক বললেন, 'এডোয়ার্ড! তোমার পিতৃহন্তা এখন পরপারে রওনা দিয়েছে ওর মাথাটা কেটে নিয়ে তোমার বাবার মাথার জায়গায় ঝুলিয়ে দাও। এরপর বিজয় গৌরবের সাথে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসে বিয়ে করে নাও লেডি বোনকে। তাহলে ফ্রান্সও তোমার মিত্র রাজ্যে পরিণত হবে।'

তারপর বললেন, 'আমি এখনই ইংল্যান্ডে যাচ্ছি তোমার অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে তুমি চেষ্টা করবে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হতে যাতে ধুমধামের সাথে তোমার অভিষেক-পর্ব সম্পন্ন করা যায়।'

এডোয়ার্ড বললেন,'বন্ধু ওয়ারউইক! আমি কথা দিচ্ছি তোমার সাথে পরামর্শ না করে কোনও কাজ আমি করব না।'

লন্ডনের রাজপ্রসাদ। রাজসভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজা এডোয়ার্ড, ক্লারেন্স, গ্লসেস্টারের ডিউক এবং লেডি গ্রে।

লেডি আলবানসের স্বামী মারা গেছেন সেন্ট আলবানসের যুদ্ধে। যুদ্ধজয়ীরা তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। সম্পত্তি ফিরে পাবার আশায় তিনি শরণাপন্ন হয়েছেন এডোয়ার্ডের।

সবাই চলে যাবার পর এডোয়ার্ড বললেন, 'এবার সত্যি করে বলতো তুমি কি সত্যিই তোমার সন্তান তিনটিকে ভালোবাস, তাদের মঙ্গল কামনা কর?'

'তাদের ভালোবাসি আর মঙ্গল কামনা করি বলেই তো মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছি' বললেন লেডি গ্রে।

'তোমায় দেখে তো মনে হয় না তুমি সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য তোমায় যা যা করতে বলব তা তুমি পারবে', বললেন রাজা।

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন লেডি গ্রে। এডোয়ার্ড বললেন, 'আমি যদি বলি একজন রাজাকে ভালোবাসতে হবে, তাহলে তুমি কি তা পারবে?'

'কেন পারব না? রাজাকে ভালোবাসা তো খুবই সহজ কাজ, কারণ আমি তার প্রজা', বললেন লেডি গ্রে।

এডোয়ার্ড বললেন, 'আমি তোমার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। জানতে চাও কী ধরনের প্রেম?'

'অবশ্যই যে প্রেম আমৃত্যু জড়িয়ে থাকবে আমার সাধনার সাথে,' জবাব দিলেন লেডি গ্রে।

'সে রকম প্রেমে উৎসাহী নই আমি। প্রেম বলতে আমি যা বুঝি তা হল শয্যাসঙ্গিনী', বললেন রাজা।

লেডি গ্রে বললেন, 'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে প্রেম আপনি চান তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার শয্যাসঙ্গিনী হবার চেয়ে কারাগারে শুয়ে থাকা অনেক ভালো।'

রেগে গিয়ে এডোয়ার্ড বললেন, 'এই যদি তোমার মনের কথা হয়, তা হলে স্বামীর সম্পত্তি ফিরে পাবার কোনও আশা নেই সুন্দরী। সতীত্ব রক্ষার নামে তুমি কি সন্তানদের উপর অবিচার করছ না?'

লেডি গ্রে বললেন, 'মহারাজ! আপনার চাহিদা আর আমার প্রার্থনার মাঝে আসমান জমিন ফারাক। তা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এডোয়ার্ড বললেন, 'ভালো করে ভেবে দেখ তোমার হ্যাঁ বা না বলার উপর আমার সম্মতি অসম্মতি নির্ভর করছে এবার নিজেই ঠিক কর কোন পথ বেছে নেবে তুমি '

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পুনরায় বললেন রাজা এডোয়ার্ড, 'তোমার সততা আর বুদ্ধিমত্তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি সুন্দরী তুমি কি ভাবতে পার না যে রাজা এডওয়ার্ড তোমায় বিয়ে করে রানির আসনে বসাতে চান তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ না?'

লেডি গ্রে বললেন 'আমার ছেলেরা আপনাকে বাবা বলে ডাকলে আপনি কি অপমানিত বা দুঃখিত হবেন না মহারাজ?'

রাজা এডওয়ার্ড বললেন, 'আমারও যদি একটি মেয়ে থাকত আর সে তোমায় মা বলে ডাকত, তাহলে তুমিও কি দুঃখ পেতে? ওসব নিয়ে ভেব না তুমি। আমার শেষ ইচ্ছা তুমি আমার রানি হবে একটু ভেবে আমায় জানিও।

এমন সময় একজন দূত এসে জানাল বন্দি করা হয়েছে হেনরিকে

রাজা এডোয়ার্ড আদেশ দিলেন হেনরিকে যেন টাওয়ারের দুর্গকারায় বন্দি করে রাখা হয়

তখনকার মতো লেডি গ্রে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর যে সৈনিকটি হেনরিকে বন্দি করেছে, তার সাথে কথা বলার জন্য সভাকক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন রাজা এডোয়ার্ড

রাজা চলে যাবার পর চুপিচুপি সভাকক্ষে প্রবেশ করে আপনমনে বলতে লাগলেন গ্লসেস্টারের ডিউক, 'আমার বাসনা পূরণের পথে অনেক বাধা প্রথমে এডোয়ার্ড, তারপর ক্ল্যারেন্স, হেনরি, হেনরির ছেলে যত বাধাই থাক না কেন এক এক করে পথের সব কাঁটা দূর করতে হবে আমাকে '

আমার বুদ্ধি বিবেচনা আর কর্মশক্তি দিয়েই পথের কাঁটা দূর করতে হবে সিংহাসনে বসতে না পারলেও আমৃত্যু প্রয়াস চালিয়ে যাব আমি আর প্রেমের দেবতার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা আমি যেন ভুলেও প্রেম ভালোবাসার প্রতি আসক্ত না হই।

প্রয়োজন হলে সিংহাসনের জন্য আমি রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিতেও রাজি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, যেখানেই রাজমুকুট লুকিয়ে থাক, তা আমি খুঁজে বের করবই। সে অমূল্য সম্পদ চাই আমার হে রাজমুকুট! আমার মাথায় তুমি শোভা পেও '

তিন

এদিকে ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে ফরাসিরাজ লুইয়ের সাথে মিলিত যুবরাজ রানি মার্গারেট এবং অক্সফোর্ড-এর আর্ল। এ ছাড়াও সেখানে ছিলেন লুইয়ের ভগিনী বোন এবং নৌ সেনাপতি বুর্বোঁ

ফরাসিরাজ লুইকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে রানি মার্গারেট বললেন, 'আপনি তো জানেন মহারাজ এক ভয়ংকর যুদ্ধে সর্বস্ব খুইয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি আমি সে নিদারুণ দুঃখের কথা বলতে গিয়ে আমার গলা বুজে আসছে '

মার্গারেটকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা লুই বললেন, মানব জীবনে দুঃখ আসাটা স্বাভাবিক তবে তার জন্য আত্মমর্যাদা খোওয়ানোটা উচিত নয় নিঃসংকোচে আপনি সব কথা খুলে বলুন আমাকে আমি কথা দিচ্ছি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনার দুঃখ দূর করাতে

মার্গারেট বলতে লাগলেন, 'আমার স্বামী রাজা হেনরি আজ দেশ থেকে নির্বাসিত ইংল্যান্ডের বৈধ রাজাকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দিয়ে রাজসিংহাসন দখল করেছেন ইয়র্কের ডিউক তাই অনন্যোপায় হয়ে আমি ইংল্যান্ডের সিংহাসনের বৈধ অধিকারীকে নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি এ সংকট থেকে আপনি আমায় উদ্ধার করুন '

এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে রাজা লুই বললেন, 'আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আমরা ভেবে দেখছি কীভাবে আপনাকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করা যায় '

এমন সময় রাজসভায় এসে প্রবেশ করলেন ইংল্যান্ডের রাজা এডোয়ার্ডের ডানহাত, ওয়ার-উইকের আর্ল তিনি ফরাসি রাজকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ! আমি আজ এখানে এসেছি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স, এই দুই দেশের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মনে করি যে তার উপযুক্ত পন্থা হল বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা আপনি যদি রাজি হন তাহলে খুব খুশি হব আমরা।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাজা লুই ওয়ারউইকের দিকে তাকালে তিনি বললেন, 'আপনি যদি আপনার পরমাসুন্দরী ভগিনী লেডি বোনকে রাজা এডোয়ার্ডের হাতে তুলে দেন তাহলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে দু-দেশের মিলন হতে পারে '

এ কথা শুনে সচকিত হয়ে আনমনে বলে উঠলেন মার্গারেট, 'তবে কি হেনরির আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ হতাশ হয়ে যাবে?'

এবার বললেন রানি মার্গারেট, 'রাজা লুই এবং লেডি বোন, ওয়ারউইকের আর্লের প্রস্তাবের জবাব দেবার আগে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন আপনারা এ প্রস্তাবের সাথে এডোয়ার্ডের ভালোবাসা বা সততার কোনও সম্পর্ক নেই। এর সাথে জড়িয়ে আছে একমাত্র তার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য। আর সেই সাথে এটাও জেনে রাখা ভালো যে অবৈধ সিংহাসনকে কোনওদিনই আঁকড়ে ধরে রাখতে সমর্থ হবে না এডোয়ার্ড।'

চমকে উঠে রাজা লুই মার্গারেটের মুখের দিকে তাকালে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, 'কথাগুলি ঠিকই বলেছি আমি এডোয়ার্ডের হাতে কোনও মেয়েকে তুলে দেওয়ার অর্থই হল জেনেশুনে আপনার ভগিনী লেডি বোনকে, সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেওয়া এটা আপনার পক্ষে উচিত হবে না।'

এবার মুখ খুললেন অক্সফোর্ডের আর্ল তিনি ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ করে বললেন, 'তাহলে জন অব গন্ট বংশীয়রা একসময় স্পেন দখল করে নিজেদের আয়ত্তে এনেছিলেন। এরপর সিংহাসনে রাজা চতুর্থ হেনরি ফরাসি দেশের প্রায় সবটাই তিনি অধিকার করেছিলেন। তারপর ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন পঞ্চম হেনরির পুত্র রাজা ষষ্ঠ হেনরি সে অনুযায়ী এখন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসা উচিত রাজা পঞ্চম হেনরির বংশধরের

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'মাননীয় অক্সফোর্ডের আর্ল আপনি তো বললেন না কেন রাজা ষষ্ঠ হেনরির অধিকৃত ফরাসিদেশের সমস্ত অঞ্চল তার হাতছাড়া হয়ে যায়?'

গম্ভীর স্বরে অক্সফোর্ড বললেন 'এই যে আপনি রাজদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়েছেন, তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আপনার উচিত ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

রীতিমতো ধমক দিয়ে ওয়ারউইকের আর্ল বললেন 'আমি মানে করি না শুধু রাজা এডোয়ার্ডের উপর আমার আনুগত্য থাকা প্রয়োজন, অন্য কারও উপর নয়

এবার বললেন রাজা লুই, 'আপনার বিবেককে প্রশ্ন করে সত্যি করে বলুন তো ওয়ারউইকের আর্ল, আপনার মতে এডোয়ার্ড কি ইংল্যান্ডের বৈধ রাজা?'

জবাব দিলেন ওয়ারউইকের আর্ল, 'হ্যাঁ মহারাজ, অন্য সবার মতো তিনিও একজন বৈধ এবং সম্মানিত রাজা।'

'এবার খুলে বলুন তো আমার বোনকে আপনাদের রাজা কি সত্যিই ভালোবাসেন?' জানতে চাইলেন রাজা।

'আমি শপথ করে বলতে পারি আমাদের রাজার ভালোবাসা ফুলের মতো পবিত্র। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।' জবাব দিলেন ওয়ারউইকের আর্ল।

ভগিনী বোনকে উদ্দেশ করে রাজা লুই বললেন, 'এবার নির্দ্বিধায় বলে ফেল তোমার মনের কথা। তোমার সম্মতির উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। তুমি বড়ো হয়েছ, তাই সবার আগে তোমার মতামতের প্রয়োজন।'

জবাব দিলেন লেডি বোন, 'রাজার বীরত্বের কথা আমি বহু আগেই শুনেছি তাই বিয়ের প্রস্তাব আসতেই আমি তাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি। আমি মনে করি বীরত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ।'

ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ্য করে রাজা লুই বললেন, 'আমি রাজি আছি ভগিনী বোনের সাথে এডোয়ার্ডের বিয়ে দিতে। ইংল্যান্ডের রানি হবে সে।'

গর্জে উঠে রানি মার্গারেট বললেন, 'ওয়ারউইকের আর্ল! তুমি একটা ভণ্ড প্রতারক। তোমার অন্যান্য প্রতারণার মতো এটিও একটি। এখনও সমানে চক্রান্তের জাল বুনে চলেছ তুমি। ভাবতে পার কোথায় এর শেষ হবে?'

এমন সময় একজন দূত এসে রাজা লুইয়ের হাতে একটি পত্র তুলে দিল। সেটি তাকে লিখেছেন রাজা এডোয়ার্ড।

রানি মার্গারেটের হাতেও একটি পত্র তুলে দিল দূত। সেটি তার ভাই মন্তেগু লিখেছেন তাকে। চিঠি পড়ে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল রানির চোখে মুখে।

এডোয়ার্ডের চিঠি পড়ে ওয়ারউইকের আর্লকে লক্ষ্য করে রাজা লুই বললেন, 'আপনাদের রাজা বিয়ে করছেন লেডি গ্রেকে, মাননীয় আর্ল! আমি কি জানতে পারি এভাবে আমাকে অপমান করার অর্থ কী?'

এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে মুখ কালো হয়ে গেল ওয়ারউইকের আর্লের। তিনি বললেন, 'আপনি আমায় বিশ্বাস করুন রাজা, এর বিন্দুবিসর্গও জানা ছিল না আমার। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এই ইয়র্ক বংশের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল আমার বাবাকে। আমারই তৎপরতার দরুন সিংহাসন চ্যুত হয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন হেনরি। হে ঈশ্বর! কোন পাপে তুমি আমায় এত শাস্তি দিলে?'

এবার মার্গারেটের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'হে মহীয়সী রানি! এই মুহূর্ত থেকে অনুগত ভৃত্যের মতো আমি আপনার সেবা করে যাব। আমি কথা দিচ্ছি হেনরিকে পুনরায় ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসাব ... তার মাথায় তুলে দেব রাজমুকুট। এই আমার একমাত্র প্রতিজ্ঞা।'

তার কথা শুনে মার্গারেট মোহিত হলেন। আশা জেগে উঠল তার মনে। ওয়ারউইকের আর্লকে পুনরায় বন্ধুভাবে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন তিনি।

দূতকে ডেকে রাজা লুই বললেন, 'তোমাদের ভণ্ড রাজাকে গিয়ে বলবে এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি সসৈন্যে ইংল্যান্ডে যাচ্ছি, সে যেন তৈরি থাকে।' তিনি রানিকে বললেন, 'এবার আপনি যেতে পারেন, আমি আপনাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তবে যাবার আগে আপনারা আমার সামনে এক আনুগত্যের শপথ নিয়ে যান।'

ওয়ারউইকের আর্ল বললেন, 'আমার আনুগত্যের কথা যদি বলেন তাহলে বলি, রানি ও যুবরাজ রাজি হলে আমি আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে যুবরাজের হাতে সমর্পণ করতে পারি।'

এ কথা শুনে রানি ও যুবরাজ উভয়ে বললেন, 'আমরা রাজি আছি, কারণ শুনেছি আপনার মেয়ে সুন্দরী এবং গুণবতী।'

দূতের মুখে ফরাসি রাজের রণহুঙ্কার আর ওয়ারউইকের আর্ল, ফরাসিরাজ লুই আর রানি মার্গারেটের জোটবাঁধার কথা শুনে খুব ভয় পেলেন রাজা এডোয়ার্ড।

ওদিকে ফরাসিরাজের সাথে ওয়ারউইকের জোট বাঁধার খবর শুনে বেজায় খুশি গ্লসেস্টারের ডিউক। তিনি মনে মনে ভাবলেন একটা বড়ো ধরনের যুদ্ধ হলে এডোয়ার্ডের মৃত্যু বা নির্বাসন, কোনওটাই অসম্ভব নয়। তাহলেই আমার পোয়াবারো। রাজমুকুট আর ইংল্যান্ডে সিংহাসন, দুটো পেতে আমার আর কোনও অসুবিধে হবে না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা আজ পূর্ণতার পথে।'

দুই

ফরাসি সৈন্যসহ ওয়ারউইকের আর্ল এবং অক্সফোর্ড এসে উপস্থিত হয়েছেন ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্গত এক যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের পক্ষে যোগদান করেছেন ক্লারেন্স এবং সমারসেটের ডিউক।

ওদিকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন ওয়ারউইকশায়ারের লর্ড হেস্টিংস। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য প্রান্তরের দায়িত্বে রয়েছেন এডোয়ার্ডের ভাই রিচার্ড। বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যও রয়েছে তার অধীনে। শিবিরে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ অবস্থান করছিলেন রাজা এডোয়ার্ড। সৈন্যসহ হঠাৎ ওয়ারউইক এবং অন্যান্যরা এসে গ্রেপ্তার করলেন এডোয়ার্ডকে। ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন হেস্টিংস এবং গ্লসেস্টার।

প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে রাজা এডোয়ার্ডকে বললেন ওয়ারউইকের আর্ল, 'আপনি বিশ্বাসঘাতক প্রতারক— প্রতারণা করেছেন আমার সাথে। আপনার জন্যই আমি বিনা কারণে অপদস্থ হয়েছি রাজা লুইয়ের কাছে। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে না পারার দরুন নিজের বিপর্যয় আপনি নিজেই ডেকে এনেছেন। এমন কি আপনি দেশবাসী, নিজের ভাই— কাউকেও ভালোবাসতে জানেন না। এখন আপনি সবার শত্রু। আপনি আর রাজা নন— শুধুমাত্র ইয়র্কের ডিউক।'

এডোয়ার্ড বললেন, 'আপনারও শুনে রাখুন ওয়ারউইকের আর্ল এবং ক্লারেন্স, আপনারা যতই বিরোধিতা করুন না কেন, আমি ইংল্যান্ডের রাজাই রয়ে যাব, কখনও ডিউক হয়ে থাকব না। আপনারা কি পারবেন চিরদিন আমার পথের কাঁটা হয়ে থাকতে?'

এডোয়ার্ডের মাথা থেকে রাজমুকুট খুলতে খুলতে বললেন ওয়ারউইকের আর্ল, 'বেশ তো! কারাগারে বন্দি জীবন কাটাতে কাটাতে আপনি মনে মনে নিজেকে রাজা বলে ভাবুন। রাজা হওয়ার সময় আপনিই না বলেছিলেন আমার পরামর্শ ছাড়া একপাও চলবেন না। এই তার নমুনা?'

এডোয়ার্ডের সামনে রাজমুকুটটি তুলে ধরে তিনি পুনরায় বললেন 'এই রাজমুকুট এখন থেকে রাজা হেনরির মাথায় শোভা পাবে।'

ওয়ারউইকের নির্দেশে এডোয়ার্ডকে শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে গেল সৈন্যরা

কারাগার থেকে হেনরিকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য সবাইকে সাথে নিয়ে ইংল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করলেন ওয়ারউইকের আর্ল এবং অক্সফোর্ড।

পাঁচ

এদিকে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন এডোয়ার্ড— এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন স্যার উইলিয়াম

সিংহাসনচ্যুত রাজা এডোয়ার্ড এখন পলাতক

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন হেনরি তিনি ওয়ারউইকের আর্লকে ডেকে বললেন যে তার উপর রাজ্যের সমস্ত ভার ছেড়ে বাকি জীবনটা তিনি ধর্ম-কর্ম নিয়ে কাটাবেন

রানি মার্গারেট এবং যুবরাজকে ফরাসিদেশ থেকে নিয়ে আসতে ক্লারেন্স তার বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠালেন সেখানে

এমন সময় একজন দূত এসে জানাল স্যার স্ট্যানলির সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন এডোয়ার্ড সে আরও জানাল শোনা গেছে এডোয়ার্ড নাকি ঘোড়ায় চেপে বার্গান্ডির দিকে চলে গেছেন। তার সাথে রয়েছেন গ্লসেস্টারের ডিউক এবং হেস্টিংস

এ কথা শুনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন সমারসেটের ডিউক তিনি মনে মনে ভাবলেন বার্গান্ডির রাজা তো হেনরির ভীষণ শত্রু।

কাজেই এডোয়ার্ড তার সাহায্য চাইলে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন সেই সাথে এও ভাবলেন এডোয়ার্ড তার রাজ্য ফিরে পেলে রিচমন্ডের রাজ্যলাভের আর কোনও আশা থাকবে না তারচেয়ে রিচমন্ডকে এখনি ব্রিটানিতে রেখে আসা যাক

এদিকে বন্ধু হেস্টিংস এবং গ্লসেস্টারের ডিউককে সাথে নিয়ে ইয়র্কে রয়ে গেলেন রাজা এডোয়ার্ড বার্গান্ডি থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছেন তিনি ইয়র্কে থাকাকালীন তিনি পরিচিত হলেন স্যার জন মন্টগোমারির সাথে

নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে এডোয়ার্ডের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন গ্লসেস্টারের ডিউক তার ফলে মনোবল অনেকটাই ফিরে পেলেন এডোয়ার্ড তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন ইংল্যান্ডের সিংহাসন ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয় তার পক্ষে তাছাড়া ইংল্যান্ডের সিংহাসনের উপর তার অধিকার রয়েছে সে অধিকার থেকে হেনরি তাকে বঞ্চিত করে রাজা সেজে বসেছে

ওদিকে রাজপ্রাসাদে বসে হেনরি ডেকে পাঠালেন ওয়ারউইক, মন্টেগু এবং অক্সফোর্ডকে তিনি তাদের সবাইকে বললেন আপনারা অস্ত্র সংগ্রহ করুন ' রাজার নির্দেশে সবাই অস্ত্র সংগ্রহ করতে বের হলেন

ইতিমধ্যে প্রচুর সৈন্যসহ এডোয়ার্ড এসে ঘিরে ফেললেন রাজপ্রাসাদ রাজার সৈন্যরা বাধা দিতে সক্ষম হল না এডোয়ার্ডের সৈন্যদের কারণ সবাই যে যার নিজের কাজে চলে গেছে কয়েকজন সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে হেনরিকে বন্দি করলেন এডওয়ার্ড

ভাগ্য বিড়ম্বিত হেনরিকে নিয়ে সৈন্যরা চলে যাবার পর এডোয়ার্ড জানতে পারলেন কভেন্ট্রিতে রয়েছেন ওয়ারউইকের ডিউক এবার সৈন্যসহ কভেন্ট্রির উদ্দেশে যাত্রা করলেন এডওয়ার্ড। পরম শত্রু ওয়ারউইকের ডিউককে শায়েস্তা করার জন্য তিনি পৌঁছে গেলেন কভেন্ট্রিতে

এডোয়ার্ড জানতে পারলেন প্রাচীর শীর্ষে রয়েছেন ওয়ারউইকের ডিউক ওদিকে যুদ্ধের অবস্থা বেগতিক দেখে পালাতে গিয়ে ডিউক ধরা পড়ে গেলেন এডোয়ার্ডের সৈন্যদের হাতে তাকে বন্দি করা হল

গুরুতর আহত হয়েছেন ওয়ারউইকের ডিউক। তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বন্দি অবস্থায় তাকে কারাগারে নিয়ে যেতে না যেতেই মারা গেলেন তিনি

যুদ্ধশেষের পর গ্লসেস্টারের ডিউক এবং ক্লারেন্সকে সাথে নিয়ে শিবিরে ফিরে এলেন রাজা এডোয়ার্ড

সৈন্যরা রাজা এডোয়ার্ডের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে শুনে গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন 'আনন্দ করার সময় এখনও আসেনি, আমার বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। আমাদের পরম শত্রু ওয়ারউইকের ডিউক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন বটে, তবুও একজন শত্রু এখনও বাকি রয়েছে '

সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে গ্লসেস্টারের ডিউক বললেন 'আমি বলতে চেয়েছি রানির কথা। আমি জানতে পেরেছি ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি এদিকেই এগিয়ে আসছেন আরও শুনেছি টেক্সবেরির পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে তারা।' রাজা এডোয়ার্ড বললেন, 'আমার মনে হয় বার্নেট এর রণক্ষেত্রে আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব। চলুন, আমরা সেদিকেই যাই।'

উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হল টেক্সবেরির নিকটবর্তী রণক্ষেত্রে।

উপস্থিত লর্ডদের উদ্দেশ করে রানি মার্গারেট বললেন, 'বুদ্ধিমান লোকেরা কখনও ক্ষয় ক্ষতির জন্য দুঃখ করে না কর্তব্য পালন করাই তাদের একমাত্র ধর্ম ওয়ারউইকের ডিউক এবং মন্টেগুর মৃত্যুর জন্য দুঃখ করে কোনও লাভ নেই। যারা রয়েছেন তাদের নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তবে একটা কথা, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ শত্রুপক্ষে যোগ দেন, তাহলে কিন্তু নিস্তার নেই তার তার শাস্তি অবধারিত মৃত্যু '

রানির কথার সুর ধরে যুবরাজও বললেন, 'কোনও নারীর মুখে এমন কথা শুনলে মরাও বেঁচে উঠবে আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যদি কেউ কাপুরুষ থাকেন তাহলে তিনি যেন অনুগ্রহ করে দল ছেড়ে চলে যান '

অক্সফোর্ড বললেন 'কোনও শিশু বা নারীর মুখে এরূপ কথা শুনলে যোদ্ধাও ভয় পাবে না যুদ্ধ করতে

এমন সময় দূত এসে বলল, 'সৈন্যসহ এডোয়ার্ড আমাদের খুব কাছেই এসে গেছেন '

এ কথা শুনে সৈন্যদের উদ্দেশ করে বললেন রানি মার্গারেট, 'হে বীর যোদ্ধারা! দেশ মাতৃকার স্বার্থরক্ষায় আপনারা সততা, নিষ্ঠা আর সাহসিকতার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা আমাদের পাশে থেকে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সাহায্য করেন।'

যুদ্ধ শুরু হল শত্রুসৈন্যদের উপর ঘনঘন আঘাত হেনে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন এডোয়ার্ডের সৈন্যরা শেষমেশ তারাও বন্দি হল

রাজা এডোয়ার্ডের সামনে বন্দি অবস্থায় যুবরাজকে নিয়ে এল সৈন্যরা। যুবরাজকে লক্ষ্য করে রাজা এডোয়ার্ড বললেন 'তুমি নাকি সবদিকে প্রচার করে দিচ্ছ জ্যান্ত অবস্থায় যে আমাকে ধরতে পারবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি জানতে চাই তোমার কি অধিকার আছে আমার প্রজাদের উত্তেজিত করার? কে তোমরা? রাজা তো আমি গম্ভীর স্বরে যুবরাজও বললেন 'অহংকারী, বিশ্বাসঘাতক এডোয়ার্ড! প্রজার মতো মাথা নিচু করে আমার সাথে কথা বলবে ভুলে যেও না আমি ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা '

'অহংকারী বালক! তার এত স্পর্ধা? নিজে থেকে যদি তুই চুপ না করিস, আমার ভালোই জানা আছে কীভাবে চুপ করাতে হয়, বললেন রাজা

যুবরাজ উত্তর দিলেন, 'চুপ করব? কেন, কার ভয়ে? যে গায়ের জোরে আমার বাবাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজমুকুট কেড়ে নিয়েছে, তার ভয়ে? নরাধম, বিশ্বাসঘাতক এডোয়ার্ড! তুমি যদি ভেবে থাক যে রাজা... '

যুবরাজের কথা শেষ না হতেই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে রাজা এডোয়ার্ড। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন যুবরাজ

বন্দি অবস্থায় রানিকে নিয়ে আসা হল সেখানে যুবরাজের ওই অবস্থা দেখে পুত্রশোকে কাতর রানি কান্নায় ভেঙে পড়লেন চিৎকার করে তিনি বললেন 'পাষণ্ড এডোয়ার্ড! আমাকেও মেরে ফেল তুমি তোমার অত্যাচারের মাত্রা বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে

রানিকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে উদ্যত তরবারি হাতে তার দিকে এগুলেন গ্লসেস্টারের ডিউক তাকে বাধা দিয়ে এডোয়ার্ড বললেন, 'ওই দেখুন জ্ঞান হারিয়েছেন উনি। আগে ওকে সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করুন

জ্ঞান ফিরে আসার পর রানি বিলাপ করতে করতে বললেন, তোমাদেরও যেন এ ভাবেই মৃত্যু হয় জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর চেয়েও এ ভয়ংকর। পরমেশ্বর যেন কোনওদিন তোমাদের ক্ষমা না করেন

রাজার নির্দেশে দু জন সৈন্য এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল বন্দিনী রানিকে

রাজা হেনরির বিচারের উদ্দেশ্যে অনুচরসহ লন্ডনে ফিরে গেলেন রাজা এডোয়ার্ড

ওদিকে টাওয়ারের কারাদুর্গে বন্দি অবস্থায় ধুঁকছেন রাজা হেনরি গ্লসেস্টারের ডিউকের উপর দায়িত্ব পড়েছে হেনরিকে হত্যা করার তাই তিনি কারাগারে গেলেন হেনরির সাথে দেখা করতে।

পাছে হেনরিকে দেখে তার মন দুর্বল হয়ে পড়ে সে কারণে বিচক্ষণ গ্লসেস্টারের ডিউক আর দেরি না করে কোমরে গোঁজা ছোরা বের করে আমূল বসিয়ে দিলেন হেনরির বুকে— উদ্দেশ্য এডোয়ার্ডের রাজত্ব যাতে নিষ্কণ্টক হয়

সমস্ত শত্রুকে খতম করে এবার নিশ্চিন্ত মনে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন রাজা এডোয়ার্ড

যুদ্ধের মাঝেই এক পুত্রসন্তানের জনক হলেন রাজা এডোয়ার্ড। আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সবাই স্বাগত জানাল ইংল্যান্ডের ভাবী উত্তরাধিকারীকে

তিলতিল করে রানি যাতে মরতে পারেন সেজন্য তাকে হত্যা না করে ফরাসিদেশে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন রাজা এডোয়ার্ড

এক অনাবিল আনন্দধারায় ভেসে গেল দুঃখ-বিষাদগ্রস্ত ইংল্যান্ডবাসীর জীবন। ইংল্যান্ডের পরবর্তী রাজা হবে এডোয়ার্ডের ছেলে এই আনন্দ উৎসবে ভাইপোকে চুম্বন করার জন্য তার দুই ভাইকে ডাকলেন এডোয়ার্ড পালা করে ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা এডোয়ার্ডের শিশুপুত্রকে চুম্বন করলেন তার দুই কাকা– ক্লারেন্স ও এডোয়ার্ড

কিং রিচার্ড, দ্য থার্ড

ডিউক অব গ্লস্টার খেতাব পেয়েছিলেন রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের ছোটো ভাই রিচার্ড তিনি দেখতে যেমন কদাকার তেমনি কুৎসিত তার শরীরের গড়ন এমন ত্যাড়াবাঁকা যে তাকে দেখলেই মনে হবে প্রতিবন্ধী রিচার্ড ভালোই জানেন অল্পবয়স্ক ছেলেরা তার চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করে এমন কি রাস্তার কুকুরেরা তাকে দেখতে পেলে তেড়ে আসে রিচার্ডের চেহারাই শুধু কদাকার নয়, মনের দিক দিয়েও ক্রূর ও ভয়ানক নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি আপনজনের সর্বনাশ করতেও দ্বিধা করেন না সেই সাথে রিচার্ড এক অসীম সাহসী যোদ্ধা। ইয়র্কশায়ারের পক্ষে লড়াই করে একসময় তিনি রাজা হেনরি ও তার পুত্র এডওয়ার্ডকে হত্যা করেছিলেন রিচার্ডের মনেও যে ইংল্যান্ডের রাজা হবার শখ আছে তা কেউ জানত না ছোটো ভাই রিচার্ডকে খুবই ভালোবাসেন রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড। তিনি জানেন যে তাকে সরিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসা সম্ভব নয় রিচার্ডের পক্ষে ছোটো ভাইকে ভালবাসার দরুন মাঝে মাঝে তিনি রাজকার্য নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেন, দরকার হলে তার সাহায্যও নেন শারীরিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী হলেও রিচার্ড যে প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী সে কথা রাজা জানেন এ নিয়ে রাজপরিবারে যে অশান্তি রয়েছে তাও রাজার নজর এড়িয়ে যায়নি। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রিচার্ড যে রাজা রানির মাঝে ঝগড়া বাঁধাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন সে কথা রাজার অজানা থাকলেও রাজপরিবারের সবাই তা জানেন সে কারণে রিচার্ডের বিরুদ্ধে সবার ক্ষোভ ও অপ্রসন্নতা বেড়েই চলেছে

রিচার্ডের প্রাণের বন্ধু আর তার যাবতীয় দুষ্কর্মের সহযোগী হলেন লর্ড হেস্টিংস। রাজার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে রিচার্ড হাত মিলিয়েছিলেন লর্ড হেস্টিংসের মতো একজন কুচক্রীর সাথে এদিকে আবার পুরোনো ঝগড়া ছিল হেস্টিংস আর রানির ভাই আর্ল রিভার্সের এর মধ্যে। রানির কথায় প্রভাবিত হয়ে একদিন রাজা হেস্টিংসকে গ্রেপ্তার করে তাকে আটকে রাখলেন টাওয়ার অব লন্ডন দুর্গে কিন্তু বেশিদিন সেখানে হেস্টিংসকে আটকে রাখা সম্ভব হল না রাজার উপর উল্টো প্রভাব খাটিয়ে রিচার্ড তাকে সেই দুর্গ থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন

কারাগার থেকে মুক্ত করে হেস্টিংসের উপর এক কাজের ভার দিলেন রিচার্ড তার আপন মেজো ভাই ডিউক অব ক্লারেন্সের বিরুদ্ধে রাজার মন বিষিয়ে দেবার দায়িত্ব দিলেন তাকে নিখুঁতভাবে সে দায়িত্ব পালন করলেন হেস্টিংস রাজার মনকে বিষিয়ে দিলেন ক্লারেন্সের বিরুদ্ধে রাজার আদেশে ক'দিন বাদে গ্রেপ্তার হলেন ডিউক অফ ক্লারেন্স টাওয়ার অব লন্ডন কারাগারে আটকে রাখা হল তাকে রিচার্ডের মাথায় শয়তানি বুদ্ধির অভাব নেই তিনি কারাগারে গিয়ে ক্লারেন্সের সাথে দেখা করে তাকে বোঝালেন অসুস্থতার জন্য রাজসভায় রোজ যেতে পারছেন না রাজা তার অনুপস্থিতির সুযোগে ডিউক যদি সিংহাসন অধিকার করে, এই ভয় দেখিয়ে রানি ও তার ভাই চক্রান্ত করে রাজাকে বাধ্য করেছেন ক্লারেন্সকে গ্রেপ্তার করে কারাদুর্গে আটকে রেখে দিতে এসব কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রিচার্ডের মেজো ভাই ডিউক অব ক্লারেন্স রিচার্ডের

কথাকে সত্যি বলে ধরে নিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি এর ক'দিন বাদে রাজা রানির অজ্ঞাতে রিচার্ডের এক বিশ্বস্ত ঘাতক কারাগারে গিয়ে বন্দীদের সামনেই হত্যা করল ডিউক অব ক্লারেন্সকে এবার রিচার্ড মতলব আঁটতে লাগলেন কীভাবে রাজা এডওয়ার্ডকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়

অসুস্থতার জন্য প্রতিদিন রাজসভায় যেতে পারেন না চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজপ্রাসাদের বিছানায় শুয়ে যতদূর সম্ভব রাজকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু বেশিদিন তো এভাবে চলে না তাই একদিন তিনি অমাত্যদের ডেকে ছোটো ভাই রিচার্ডকে ডিউক অব গ্লস্টার থেকে রাজ্যপালের পদে অভিষিক্ত করলেন, রাজ্য শাসনের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিলেন তার হাতে তারপর রিচার্ড রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন ক'দিন আগে তার মেজো ভাই ডিউক অব ক্লারেন্স নিহত হয়েছেন গুপ্তঘাতকের হাতে এই দুঃসংবাদ শুনে প্রবল উত্তেজনায় রাজার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে মারা গেলেন তিনি।

রাজার মৃত্যু হলেও তার দুই ছেলে এডওয়ার্ড ও রিচার্ড তখনও জীবিত লন্ডন থেকে অনেক দূরে লাডলোর মঠে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন যুবরাজ এডওয়ার্ড। সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে কয়েকজন অমাত্যকে সাথে নিয়ে তখনই রওনা হলেন রাজ্যপাল রিচার্ড তাদের সঙ্গী রানির ভাই আর্ল রিভার্স এবং পরলোকগত রাজার প্রথমা স্ত্রীর ছেলে লর্ড গ্রে কিন্তু লন্ডন থেকে কিছুদূর যাবার পর আচমকাই রিচার্ডের রক্ষীরা গ্রেপ্তার করল আর্ল রিভার্স আর লর্ড গ্রেকে রিচার্ডের আদেশে তাদের আটকে রাখা হল পেমব্রোক দুর্গে লন্ডনের প্রাসাদে এ সংবাদ পৌঁছাতে ভয়ে শিউরে উঠলেন সদ্যবিধবা রানি তার কোনও সন্দেহ রইল না যে শয়তান রিচার্ড এবার চেষ্টা করবেন একে একে দুই ছেলেকে হত্যা করতে প্রাণভয়ে রানি তার ছোটো ছেলে রিচার্ড ডিউক অব ইয়র্ককে নিয়ে আশ্রয় নিলেন গির্জায় রানি জানেন ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী সেখান থেকে তাদের বের করে আনার ক্ষমতা নেই রিচার্ডের মঠ থেকে যুবরাজকে নিয়ে লন্ডনে ফিরে আসার পর রানির খবর শুনে তার উপর বেজায় রেগে গেলেন। গির্জা থেকে তাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য তিনি শরণাপন্ন হলেন ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর্চবিশপ রানিকে রাজি করালেন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতে। রানি তার ছেলেকে নিয়ে গির্জার বাইরে বেরিয়ে আসতেই রিচার্ডের আদেশে গ্রেপ্তার হলেন যুবরাজ এডওয়ার্ড, এবং তার ছোটো ভাই ডিউক অব ইয়র্ক তাদের বন্দি করে রাখা হল টাওয়ার অব লন্ডন কারাদুর্গে রিচার্ড রানিকে বোঝালেন এই কারাদুর্গটি সবদিক দিয়ে সুরক্ষিত। যতদিন পর্যন্ত না যুবরাজের অভিষেক হচ্ছে ততদিন তাদের এখানে থাকাই শ্রেয় বাইরের কোনও শত্রু এখানে ঢুকে তার ক্ষতি করতে পারবে না রানি আশ্বস্ত হলেন রিচার্ডের কথায় কিছুদিন বাদে রানি সেখানে এলেন ছেলেদের সাথে দেখা করতে কিন্তু রক্ষীরা তাকে ভেতরে যেতে দিতে রাজি হল না কাঁদতে কাঁদতে রানি ফিরে গেলেন প্রাসাদে কিছুদিন বাদে রিচার্ডের গুপ্তঘাতক পেমব্রোক দুর্গে গিয়ে হত্যা করল রানির ভাই আর্ল অফ রিভার্স এবং রাজার প্রথমা পত্নীর ছেলে লর্ড গ্রে কে একই ভাবে রিচার্ডের গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলেন লর্ড হেস্টিংস

রিচার্ডের কাজ কর্ম দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন অমাত্যদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ডিউক অব বাকিংহাম। নিজের খুঁটি মজবুত করতে তিনি আগে ভাগেই এসে হাজির হলেন রিচার্ডের

কাছে উভয়ের মধ্যে একটা মৌখিক চুক্তি হল রিচার্ডকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসাবার জন্য তিনি সব অমাত্য, জমিদার এবং ডিউকদের প্রভাবিত করবেন বিনিময়ে রিচার্ড তাকে পাইয়ে দেবেন হিয়ারফোর্ডের জমিদারি এবার বিভিন্ন জায়গায় অমাত্য, জমিদার আর সম্ভ্রান্ত মানুষদের নিয়ে একাধিক সভা করলেন ডিউক অব বাকিংহাম, আর তারই পরামর্শে রিচার্ড মেতে রইলেন ধর্ম-কর্ম নিয়ে যুবরাজ এডওয়ার্ড আর তার ছোটো ভাই ইয়র্ক দুজনেই নাবালক। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রিচার্ডই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত লোক কারণ শাসনকার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার এ যুক্তিই সবার সামনে তুলে ধরলেন ডিউক অব বাকিংহাম আর তার অনুগত লোকেরা সে সমস্ত সভায় জয়, রিচার্ডের জয় ' বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগল এভাবে রিচার্ডের সিংহাসনে বসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে অন্যান্য অমাত্য ও জমিদারদের সাথে নিয়ে রিচার্ডের কাছে এলেন ডিউক অব বাকিংহাম তারা সবাই রিচার্ডকে অনুরোধ করলেন সিংহাসনে বসতে এ হেন পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন রিচার্ড ডিউক অব বাকিংহামের শেখানো মতো তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন ধর্ম কর্ম ছেড়ে সিংহাসনে বসার ইচ্ছা তার আদৌ নেই বললেন রিচার্ড। শেষ পর্যন্ত রিচার্ড যে রাজা হতে রাজি হয়েছেন একথা জেনে খুবই খুশি হলেন অমাত্যরা। মহা ধুমধাম করে রিচার্ডের অভিষেকের আয়োজন করলেন তারা অভিষেক শেষে তৃতীয় রিচার্ড নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন রাজ্যপাল রিচার্ড। এবার তিনি ডিউক অব বাকিংহামকে নির্দেশ দিলেন কারাদুর্গে বন্দি যুবরাজ এডোয়ার্ড আর তার ছোটো ডিউক অব ইয়র্ককে যেন হত্যা করা হয় ডিউক অব বাকিংহাম এ কাজের দায়িত্ব দিলেন টাইরেল নামক এক পাষণ্ডের উপর রাজার স্বাক্ষরিত আদেশ নিয়ে গভীর রাতে টাইরেল এল সেই কারাদুর্গে। রক্ষীরা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই কক্ষে যেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন যুবরাজ ও তার ছোটো ভাই উভয়ের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করল ঘাতক টাইরেল

ডিউক অব বাকিংহাম স্বয়ং এসে রিচার্ডকে জানালেন কারাদুর্গে বন্দি রাজপুত্রদের হত্যার কথা তিনি দাবি করলেন প্রতিশ্রুতি মতো রিচার্ড যেন এবার হিয়ারফোর্ডের জমিদারি তাকে দিয়ে দেন কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন রিচার্ড। উপরন্তু তিনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। ডিউক অব বাকিংহাম ভয় পেলেন এই ভেবে যে এবার হয়তো রিচার্ডের গুপ্তঘাতকের হাতে তার প্রাণও যাবে এই ভয়ে তিনি সবার অলক্ষ্যে গোপনে ইংল্যান্ড ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ফ্রান্সে ফ্রান্সে বসেই এই ধুরন্ধর কূটনীতিক ডিউক অব বাকিংহাম সংকল্প করলেন ইংল্যান্ডের সিংহাসন থেকে হটিয়ে দেবেন রিচার্ডকে এই উদ্দেশ্যে তিনি হাত মেলালেন রাজা তৃতীয় রিচার্ডের পরম শত্রু ল্যাঙ্কাস্টার বংশীয় রিচমন্ডের সাথে এক সময় স্থির হয়েছিল এই রিচমন্ডই বসবেন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে কিন্তু রাজা হেনরিই তা হতে দেননি রাজা চতুর্থ হেনরি তাকে হত্যা করতে চান যেনে ইংল্যান্ড ছেড়ে ফ্রান্সে পালিয়ে যান রিচমন্ড চতুর্থ হেনরির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার কথা ভাবছিলেন রিচমন্ড চতুর্থ এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর তার ছোটো ভাই গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ড ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছেন তৃতীয় রিচার্ড নাম নিয়ে তারপর থেকেই ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছে অরাজকতা যাকে তাকে হত্যা করছেন রিচার্ড— যুবরাজ আর তার ছোটোভাইকেও হত্যা করেছেন তিনি রিচার্ডের সাথে যুদ্ধ বাধলে রিচমন্ডকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন ডিউক অব বাকিংহাম

এদিকে যুবরাজ আর তার ছোটো ভাইকে নৃশংস ভাবে খুন করার ফলে অমাত্য ও জমিদারেরা সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন রাজা তৃতীয় রিচার্ডের উপর স্বৈরাচারী তৃতীয় রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তারা সবাই সম্মিলিত ভাবে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানালেন রিচমন্ডকে সামান্য কিছুদিন বাদে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন রিচমন্ড। দুই প্রবল প্রতিপক্ষ একে অন্যের মুখোমুখি হলেন বসওয়ার্থের বিশাল প্রান্তরে সারাদিন প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর বিকেলের আগেই রিচার্ড নিহত হলেন রিচমন্ডের তলোয়ারের ঘায়ে

এবার ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন রিচমন্ড, সপ্তম হেনরি নাম নিয়ে

-

কিং হেনরি, দ্য এইটথ

লন্ডনের রাজপ্রাসাদ। সে প্রাসাদের এই নিভৃত কক্ষে লর্ড নরফোক আলোচনায় বসেছেন ডিউক অব বাকিংহাম ও তার জামাই লর্ড অ্যাবারগেভিনির সাথে তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেন কার্ডিনাল ওলসে, যিনি ইংল্যান্ডের সম্রাট অষ্টম হেনরির ডানহাত দেশের বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন ওলসে হলেন শয়তানের চর রাজশাসনের ব্যাপারে সম্রাটের পরই তার স্থান কিছুক্ষণ বাদে কার্ডিনাল ওলসে নিজেই এলেন সেই কক্ষে ফিরে যাবার সময় কটমট করে তাকালেন ডিউক অব বাকিংহামের দিকে। ওরা তার সম্পর্কে যে সব সমালোচনা করছিলেন সে সবের কিছু কিছু তার কানেও গেছে কাউকে কিছু না বলে সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন কার্ডিনাল ওলসে তার কিছুক্ষণ বাদে ব্র্যান্ডন নামে একজন সার্জেন্ট এসে রাজদ্রোহের দায়ে গ্রেপ্তার করলেন ডিউক অব বাকিংহাম, হেরফোর্ড এবং নর্দাম্পটনের আর্লকে

কার্ডিনাল ওলসের কাঁধে ভর দিয়ে কাউন্সিলের সভায় এলেন রাজা অষ্টম হেনরি তার পেছু পেছু এলেন অন্যান্য অমাত্যেরা রাজদ্রোহীদের বিচার শুরু হবার আগে নরফোক ও সাফোকের হাত ধরে রাজসভায় এসে ঢুকলেন সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন। তার হাত ধরে নিয়ে তাকে নিজের পাশে বসালেন। সম্রাট তার আগমনের কারণ জানতে চাইলে সম্রাজ্ঞী বললেন রাজার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে প্রজাদের করভারে জর্জরিত সমাজের নিচু তলার মানুষেরা রাজসভায় তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা নেই তাদের মতে এ সবের জন্য দায়ি কার্ডিনাল ওলসে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এই বলে সম্রাটকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে এভাবে চললে প্রজারা বাধ্য হবে বিদ্রোহ করতে কার্ডিনাল ওলসে তার বিরুদ্ধে আনা সম্রাজ্ঞীর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেন তিনি সম্রাটকে এটাই বোঝাতে চাইলেন যে কাজেই তিনি হাত দেন না কেন, এক ধরনের মানুষ সর্বদাই তার প্রতিবাদ করেন চেষ্টা করেন তার কাজের খুঁত বের করতে।

'কার্ডিনালের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যে, বললেন সম্রাজ্ঞী 'প্রজাদের মতে দেশের যেখানে যত অত্যাচার উৎপীড়ন হচ্ছে, তার মূলে রয়েছেন সম্রাট স্বয়ং।'

সম্রাজ্ঞীর কথায় উত্তেজিত হয়ে হেনরি বললেন 'কোথায় কী অত্যাচার উৎপীড়ন হচ্ছে তা স্পষ্ট করে জানান হোক আমাকে '

সম্রাজ্ঞী বললেন, 'কার্ডিনালের নির্দেশে প্রজাদের সম্পদের দু'ভাগের একভাগ কর হিসেবে আদায় করা হচ্ছে এসব কারণে দেশের মানুষ এতই ক্ষুব্ধ যে কোনও সময় সমরে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে তারা

সম্রাজ্ঞী কথা বলার পর কার্ডিনাল বললেন 'সম্রাট সবসময় প্রজাদের খুশি করা সম্ভব নয় তারা আমাদের কাজের নিন্দে করে, সব সময় আমাদের পরিকল্পনার খুঁত বের করে।'

'সবদিক বিবেচনা না করে কোনও নতুন আইন চালু করা উচিত নয়' বললেন সম্রাট, 'জোর করে আমরা প্রজাদের উপর কর চাপাতে পারি না এ কর তুলে নেবার জন্য সব জায়গায় আমার আদেশ পাঠিয়ে দিন

'সম্রাট, অনেকেরই অভিযোগ আছে ডিউক অব বাকিংহামের বিরুদ্ধে', বলে একটি লোকের মুখের দিকে কার্ডিনাল ওলসে বললেন, 'ওহে, তোমার কী বলার তা বলো।'

লোকটি বলল, 'মহামান্য সম্রাট! অনেকের কাছেই আমি ডিউক অব বাকিংহামকে বলতে শুনেছি যে রাজার কোনও পুত্রসন্তান নেই, এ অবস্থায় রাজার মৃত্যু হলে তিনিই সিংহাসনে বসবেন। অনেকের কাছে উনি আরও বলেছেন যে কার্ডিনাল ওলসের উপর উনি প্রতিশোধ নেবেন। এ ছাড়া সাতরের এক সন্ন্যাসী তাকে আশ্বাস দিয়েছেন সিংহাসনে বসাবেন বলে।'

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বললেন, 'আপনি তো ডিউক অব বাকিংহামের অধীনে জরিপের কাজ করতেন?'

লোকটি জবাব দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ সম্রাজ্ঞী।'

'বারবার প্রজারা আপনার নামে নালিশ করায় আপনার চাকরি চলে যায়। তাই আপনি এসেছেন মনিবের নামে মিথ্যে অপবাদ দিতে। আপনার কি বিবেক বলে কিছু নেই?' বললেন সম্রাজ্ঞী।

লোকটি কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সে আরও কিছু অভিযোগ জানাল ডিউক অব বাকিংহামের বিরুদ্ধে।

ইশারায় ডিউক অব বাকিংহামকে দেখিয়ে সম্রাট তার রক্ষীদের নির্দেশ দিলেন, 'যাও, একে কারাগারে নিয়ে যাও। যথাসময়ে এর বিচার হবে।'

বিচারের ফলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন ডিউক অব বাকিংহাম।

এর কিছুদিন বাদে পোপের সম্মতি নিয়ে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনকে পরিত্যাগ করলেন রাজা অষ্টম হেনরি— বিয়ে করলেন ফরাসি রাজার বোন অ্যানি বেলনকে। এরপর তিনি কার্ডিনাল ওলসের ক্ষমতা খর্ব করে তার কাছ থেকে রাজকীয় শিলমোহরটিও কেড়ে নিলেন। এ সব ঘটনা ঘটার কিছুদিন বাদেই মৃত্যু হল কার্ডিনাল ওলসের।

কিন্তু এতসব কাণ্ডের পরও কোন পুত্রসন্তান জন্মাল না রাজা হেনরির। কালক্রমে তার স্ত্রী জন্ম দিলেন এক কন্যা সন্তানের। জন্মলগ্নের শুরু থেকেই ইউরোপের নবযুগের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত হয়ে রইল তার নাম। তিনি আর কেউ নন, রানি প্রথম এলিজাবেথ।

অন্যান্য

ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস

রাত শেষ হয়ে সবে ভোর হয়েছে জলভরা চোখে উদীয়মান সূর্যকে বিদায় জানাল সকাল ও দিকে ঘোড়ায় চেপে প্রেম আর ভালোবাসার খেলা খেলছে অ্যাডোনিস তার প্রেমিকা ভেনাসকে নিয়ে প্রেম ভালোবাসাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অ্যাডোনিস, তবুও তাকে ভালোবাসে ভেনাস। সে চায় অ্যাডোনিসের বুকে প্রেম জাগাতে। মধুঝরা বাক্যে সে তার প্রেমিককে বলল, 'তুমি আমার চেয়েও তিনগুণ বেশি সুন্দর আর সুষমায় ভরা তোমার মৃত্যু হলে সারা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এসো, আমার পাশে বস এখানে হিংসা নেই ঈর্ষা নেই, আছে শুধু অফুরন্ত প্রেম আমার চুম্বনে তুমি সেই প্রেমের ধারায় সিক্ত হবে হাজার চুম্বনেও তোমার বিতৃষ্ণা আসবে না ঘৃণা জাগবে না তোমার মনে বরঞ্চ তোমার ঠোঁটে সেগুলি আরও অতৃপ্ত, তৃষিত মনে হবে তাদের মনে হবে এত অসংখ্য চুম্বন যেন একটা গোটা দিন, গোটা রাত কিন্তু ভেনাসের এত আর্তি সত্ত্বেও ভিজল না অ্যাডোনিসের মন। তখন ভেনাস তাকে জোর করে নামিয়ে আনল ঘোড়া থেকে। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, অন্য হাতে সে অ্যাডোনিসকে জড়িয়ে ধরল তার বুকের মাঝে। তবুও কিন্তু কামনা জাগল না অ্যাডোনিসের মনে সেখানে শুধু ভেনাসের প্রতি রয়েছে এক নিরাসক্ত ঘৃণা তবুও হার মানল না ভেনাস। সে ঘোড়াটাকে গাছে বেঁধে দেহের কঠোর বাঁধনে বেঁধে রাখল অ্যাডোনিসকে— যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে এভাবে অ্যাডোনিসের দেহটা পেলেও তার মন জয় করতে পারল না ভেনাস। অ্যাডোনিসকে আদর করে তার গালে আলতো টোকা দিয়ে ভেনাস বলল, 'আমাকে বকলে আর কখনই খুলতে দেব না তোমার ঠোঁট, চিরকাল এভাবেই চেপে ধরে রাখব ' ব্যর্থতা আর ঘৃণায় লাল হয়ে উঠল অ্যাডোনিস, চোখের লোনাজলে ভিজে গেল তার গাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তার সোনালি চুল দিয়ে মুছিয়ে দিল অ্যাডোনিসের গাল অ্যাডোনিস বলে উঠল 'সুন্দরী ভেনাস। তুমি ক্ষুধার্ত ঈগলের মতো বন্দি শিকারকে নখ আর ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাও ' অ্যাডোনিসের কথায় কান না দিয়ে ভেনাস তার গাল, ভুরু আর কপালে এঁকে দেয় চুম্বন রেখা এর ফলে অ্যাডোনিস ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে ভেনাসের পাশে। অ্যাডোনিসের নিশ্বাসের উষ্ণতাকে মুহূর্তেই শুষে নেয় ভেনাস, বলে ওঠে 'স্বর্গীয় সুষমায় ভরা তোমার এই নিশ্বাসের স্পর্শে আমি যেন উজ্জীবিত, পরিতৃপ্ত হই তোমার গাল দুটি ফুলের বাগান হলে আমার চোখের অবিরাম ধারায় তা ভিজে যেত ' খাঁচায় বন্দি পাখির মতো ভেনাসের দু-হাতের বাঁধনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অ্যাডোনিস সে উত্তাপ তার সৌন্দর্যকে যেন বাড়িয়ে তোলে কখনও প্রেমের কাহিনি শুনিয়ে আবার কখনও বা অনুনয় বিনয় করে, ভেনাস মেতে ওঠে অ্যাডোনিসের শুকনো হৃদয়ে বাধা বন্ধনহীন প্রেমের জোয়ার আনার

যতক্ষণ অ্যাডোনিসের ভালোবাসা না পাবে ততক্ষণ তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না ভেনাস শেষমেশ ভেনাসকে একটি চুম্বনের প্রতিশ্রুতি দিল অ্যাডোনিস কিন্তু ভেনাস তা নেবার জন্য তৈরি হতেই মুখ ফিরিয়ে নেয় অ্যাডোনিস তার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ভেনাস বলল 'শুধু

একটা চুম্বন ভিক্ষে চাইছি তোমার কাছে। কিন্তু তাও দিতে রাজি নও তুমি? এতই নিষ্ঠুর তোমার হৃদয়? আমায় একটা চুম্বন দিতে এত সংকোচ কেন জান, বনদেবতা একদিন আমায় প্রেম নিবেদন করেছিলেন ভিক্ষা চেয়েছিলেন আমার ভালোবাসা যা আজ আমি চাইছি তোমার কাছে রণদেবতা তার অহংকার বিসর্জন দিয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিবেদন করেছিলেন আমায় পায়ে আমাদের দেহ আর মনের মিলনেই হবে প্রেমের চরম সার্থকতা আমি যদি কুৎসিত জরাগ্রস্ত হতাম তাহলে তোমার এ দ্বিধা আমি মেনে নিতে পারতাম কিন্তু আমি তো তা নই কাজেই নিছক ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দিও না আমায় চেয়ে দেখ আমার দেহের চামড়া এখনও কুচকায়নি, মুখে নেই কোনও বার্ধক্যের ছাপ, চোখের দৃষ্টি এখনও উজ্জ্বল। আমার মধুঝরা কথা শুনে তোমায় মুগ্ধ হতেই হবে। নিষ্প্রাণ জড়ভরতের মতো দাঁড়িয়ে থেক না। এস, আমায় চুম্বন কর একথা বলতে বলতে ভেনাসের গলা ধরে গেল, দু চোখে ভরে এল জল সে বলতে লাগল, 'আমার এ দেহের অরণ্যে কেন তুমি ঘুরে বেড়াও না মুক্ত হরিণের মতো আমার এ দেহের মধ্যে রয়েছে কত না নদী-পাহাড়-অরণ্য পর্বত।' ভেনাসের কথা শুনে অবজ্ঞার হাসি হাসল অ্যাডোনিস। ভেনাসের প্রেমোচ্ছ্বাস ভেসে গেল অ্যাডোনিসের হাসিতে।

ভেনাসকে উপেক্ষা করে অ্যাডোনিস এগিয়ে গেল তার ঘোড়ার দিকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঘোটকী এসে গাছে বাঁধা অ্যাডোনিসের পুরুষ ঘোড়াকে মিলনের আহ্বান জানাল তার আহ্বানে অ্যাডোনিসের ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে ছুটে গেল সেই ঘোটকীর দিকে। অবজ্ঞা করে ঘোটকী তার প্রেম ফিরিয়ে দিল কিন্তু অ্যাডোনিস তার ঘোড়ার কাছে যেতেই সঙ্গীনিকে নিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেল গভীর বনে এই দেখে হতাশ আর অবসাদে হেঁট হয়ে এল অ্যাডোনিসের মাথা ভেনাস তাকে আদর করে আলতো ভাবে গালে হাত বুলোতেই রেগে গেল অ্যাডোনিস, চেঁচিয়ে বলল, 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তুমি তোমার দোষেই এ কাণ্ডটা হল। জানি না ঘোড়াটা আর ফিরে আসবে কিনা '

'অ্যাডোনিস' তুমি ভুল করো না, বলল ভেনাস, 'প্রেম হচ্ছে আগুনের মতো। পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কামনার জ্বালা বেড়েই চলে, পুড়ে ছাই হয়ে যায় অন্তর সঙ্গিনীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে তার সাথে মিলনের বাসনায় ছুটে পালিয়ে গেছে তোমার ঘোড়া কামনা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘোড়া ফিরে আসবে না ঘোড়াটির কাছ থেকেই তোমার শেখা উচিত '

আমি জানি না ভেনাস প্রেম কাকে বলে প্রেম ও জীবন কখনও ফোটা ফুলের মতো ঝরে পড়ে না তাই তোমায় বলছি আমার হাত ছেড়ে দাও, তুলে নাও আমার অন্তরের বাধা তোমার শত আবেদন-নিবেদনেও গলবে না সে অন্তরের স্রোত। যদি কানে শুনতে না পেতাম স্পর্শবোধ না থাকত তাহলে তোমার প্রেমের সুবাস আমি পেতাম' বলল ভেনাস তার কথা শুনে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেনাসের দিকে চাইল অ্যাডোনিস সে দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করতে পারল না ভেনাস সে মাটিতে পড়ে গেল সাথে সাথে মারা গেল তার প্রেম।

ভেনাসকে মৃত ভেবে অনুতপ্ত হল অ্যাডোনিস সে তার প্রেমিকাকে আদর করতে লাগল চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিল তাকে সেই ভালোবাসার ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে ভেনাসের জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল চোখ মেলে চেয়ে সে বলল, 'কিছুক্ষণ আগে আমি বেঁচে থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। আর এখন মরে গিয়ে জীবনের আনন্দ ফিরে পেলাম প্রাণ দিয়ে ওগো তুমি আমায় এমনি করে মেরে আবার বাঁচিয়ে তোল '

অ্যাডোনিস বলল, 'দেখ ভেনাস, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মেষপালকরা ফিরে যাচ্ছে। একটু বাদেই সূর্য ডুববে। আকাশে জমে উঠেছে ঘন কালো মেঘ। এবার একটা চুম্বন নিয়ে আমায় বিদায় দাও।' বলে দু হাতে ভেনাসের গলা জড়িয়ে ধরল অ্যাডোনিস। এক হল দুটি দেহ, ভেনাসের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল অ্যাডোনিস।

ভেনাস জানতে চাইল, 'কাল আমরা আবার মিলিত হব তো?' 'তা সম্ভব হবে না' বলল অ্যাডোনিস, 'কারণ কাল আমার বুনো শুয়োর শিকারের দিন।' সে কথা শুনে হতাশায় মাটিতে পড়ে গেল ভেনাস, অ্যাডোনিস শুয়ে পড়ল তার বুকের উপর। ভেনাস চাইল দেহ মিলনের স্বাদ নিতে। কিন্তু তার কামনা পূরণের উত্তাপ ছিল না প্রেমিকের দেহে।

'কেন তুমি বুনো শুয়োর শিকারের কথা বললে?' ভেনাস বলে উঠল, 'তুমি তো জান এতে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি আছে। আমি তোমায় ভালোবাসি। তাই তোমার বিপদের কথা ভাবলেই ভয় পেয়ে যাই।'

'ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে' বলে ভেনাসের কাছ থেকে বিদায় নিল অ্যাডোনিস। পরদিন রাত্রি শেষে আকাশে সূর্য উঠল। ভেনাস কান পেতে রইল অ্যাডোনিসের শিকারের আশায়। দুর্গম বনপথে সে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ শিকারি কুকুরের চিৎকার কানে যেতে ভয় পেয়ে গেল ভেনাস। কিছুদূর যাবার পর এক বুনো শুয়োরের মৃতদেহ দেখে থমকে দাঁড়াল সে। দেখল মরা শুয়োরের মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে। এ দৃশ্য দেখে নতুন করে ভয়ের সৃষ্টি হল ভেনাসের মনে। সে ভাবতে লাগল কোথায় সেই শিকারি যার অস্ত্রে নিহত হয়েছে বুনো শুয়োরটি। কিছুদূর যাবার পর সে আরও একটি শুয়োর এবং অ্যাডোনিসের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সে নিজেকে এই বলে বোঝাল হয়ত শুয়োরটা অ্যাডোনিসকে চুমু খেতে গিয়ে না বুঝেই মেরে ফেলেছে তাকে আর অ্যাডোনিসও সেই মুহূর্তে বর্শায় গেঁথে ফেলেছে তাকে। 'আমিও একদিন এভাবে চুমু খেতে গিয়ে তার প্রাণশক্তি কেড়ে নিয়েছিলাম,' বলতে বলতে মাটিতে পড়ে গেল ভেনাস, তার সারা মুখে মেখে নিল প্রেমিকের রক্ত। দেখল প্রেমিকের দেহে উত্তাপ নেই, নেই তার চোখের জ্যোতি। সে বলে উঠল, 'হে অ্যাডোনিস, তুমি এভাবে অকালে বিদায় নিলে। তাই আমি বলে রাখছি ভবিষ্যতে যে কোনও প্রেমই হবে দুঃখ ভরা। চিরকাল তা মানুষের দৃষ্টিকে ছলনা করবে। প্রেম শক্তিমানকে করবে দুর্বল, নির্বোধকে জ্ঞানী আর দরিদ্রকে ধনী। সেই সাথে প্রেম হবে নির্মম এবং দয়ালু।

অকালে প্রেমিককে হারিয়ে, বিশ্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুদূর নক্ষত্র লোকে চলে গেল ভেনাস। সেখান থেকে সে আর ফিরে আসেনি, কাউকে ভালোবাসেনি।

দ্য রেপ অব লুক্রেসি

রোমের রাজা লুসিয়াস টারকুইনাস ছিলেন খুবই উদ্ধত প্রকৃতির লোক তার শ্বশুর সাভিয়াস টুলিয়াসের মৃত্যুর জন্য রাজা নিজেই দায়ী শ্বশুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি বীর যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন আরডিয়া অবরোধ করতে। তৎকালীন প্রচলিত রোমান আইন অনুযায়ী যুদ্ধযাত্রার পূর্বে জনসাধারণের সমর্থন নেওয়া প্রয়োজন কিন্তু রাজা সে আইন ভঙ্গ করলেন ছেলেরাও সে যাত্রায় তার সঙ্গী হল

যুদ্ধ শেষের পর পান-ভোজনের জন্য রোমান বীররা মিলিত হলেন রাজা লুসিয়াসের সঙ্গে। খেতে বসে তারা সবাই নিজ নিজ স্ত্রীর রূপ-গুণের বর্ণনা দিতে লাগলেন। বীরদের অন্যতম কোলাটিনাস বললেন, তার স্ত্রী লুক্রেসি একাধারে সুন্দরী গুণবতী সেই সাথে পতিব্রতা পরপুরুষের চিন্তা ভুলেও সে মনে ঠাঁই দেয় না। কোলাটিনাসের কথা শুনে সবার ধারণা হল নিজের স্ত্রী সম্পর্কে তিনি বাড়িয়ে বলছেন। তাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীরা কে কী করছে তা যাচাই করতে সত্যি সত্যিই একদিন তারা শিবির ছেড়ে ঘোড়ায় চেপে গোপনে হাজির হলেন রোমে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আড়াল থেকে দেখলেন তাদের স্ত্রীরা কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাচ্ছে সবশেষে তারা এলেন কোলাটিনাসের বাড়িতে আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা দেখলেন কোলাটিনাসের স্ত্রী লুক্রেসি বিছানায় বসে একমনে সেলাই করছেন আর তার পাশে বসে আছে বাড়ির কাজের মেয়েরা কোলাটিনাস যে তার স্ত্রীর সম্পর্কে সত্যি কথা বলেছেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ফিরে এলেন রোমে রোমান বীরদের স্ত্রীরা কে কী করছেন তা জানার জন্য রাজাও গিয়েছিলেন তাদের সাথে লুক্রেসিকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভোগ করার বাসনা জন্মাল রাজার মনে

রাত ক্রমশ বেড়ে উঠছে শিবিরের সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু ঘুম নেই শিবিরের বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত শান্ত্রী চোখে পাহারার ফাঁকে ফাঁকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে শিবিরের দিকে

রোমান শিবিরের আর একজনের চোখে কিন্তু ঘুম নেই তিনি আর কেউ নন স্বয়ং রাজা লুসিয়াস টারকুইনাস লুক্রেসির সাথে এক রাত কাটাবার জন্য ভেতরে ভেতরে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তিনি আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে একসময় নিঃশব্দে শিবির থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলেন রোমের দিকে

রোমে পৌঁছে কোলাটিনাসের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না রাজার তখনও ঘুমোননি লুক্রেসি, দরজার বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন তিনি যুদ্ধফেরত স্বামী এসেছেন ভেবে তিনি এগিয়ে গেলেন সদর দরজার কাছে তার হৃৎপিণ্ড আনন্দে নেচে উঠল এই ভেবে যে দরজা খুলেই তিনি স্বামীর দেখা পাবেন কিন্তু দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলেন লুক্রেসি, তার সামনে স্বামী নন দাঁড়িয়ে আছেন রোমের রাজা স্বয়ং লুসিয়াস টারকুইনাস সাদর অভ্যর্থনা করে রাজাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলেন লুক্রেসি খাবার দাবার যা ছিল তাই দিয়ে আপ্যায়ন করলেন রাজাকে অতিথির রাত্রিবাসের জন্য আলাদা একটি ঘরে পরিপাটি বিছানা করে দিলেন

লুক্রেসি তারপর রাজাকে বললেন শুয়ে পড়তে কিন্তু ঘুমের লেশমাত্রও নেই রাজার চোখে রাত অনেক হওয়া সত্ত্বেও রাজা লুক্রেসিকে অনুরোধ করলেন তার সাথে গল্প করার জন্য রাজার অনুরোধ রক্ষা করতে বহুক্ষণ তার সাথে গল্প করলেন লুক্রেসি এক সময় দু চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে চললেন লুক্রেসি

কিন্তু ঘুম নেই রাজা লুসিয়াসের দু চোখে কামনার আগুনে জ্বলে যাচ্ছে তার সারা শরীর। লুক্রেসি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যাবার পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন তিনি তারপর পা টিপে টিপে এসে ঢুকলেন লুক্রেসির ঘরে তখনও ঘুমোননি লুক্রেসি পায়ের আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখলেন রাজা লুসিয়াস এসে দাঁড়িয়েছেন তার বিছানার পাশে ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন লুক্রেসি। তার দুই উরুতে হাত রেখে রাজা তাকে বুঝিয়ে দিলেন তার কাছে তিনি কী চান তাকে ছেড়ে দেবার জন্য হাতজোড় করে রাজার কাছে মিনতি জানালেন লুক্রেসি তিনি ধর্মের ভয় দেখিয়ে রাজাকে বললেন, 'আপনি আমার পিতৃতুল্য আপনি আমার কাছে যা চান তা আপনাকে দিলে নিজের মেয়েকেই কলঙ্কিত করবেন আপনি।' কিন্তু রাজা ভুললেন না লুক্রেসির কথায়। তিনি সরাসরি তার সাথে রাত কাটাবার প্রস্তাব দিলেন। এবার লুক্রেসি বললেন রাজা তার সাথে রাত কাটিয়েছেন এ কথা জানতে পারলে প্রজারা খেপে যাবে, জনতার আদালতে বিচার হয়ে তার উপযুক্ত শাস্তি হবে কিন্তু এসব কথা বলে তিনি পারও রাজাকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না লোভী পশুর মতো লুক্রেসির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সতীত্ব হানি করলেন রাজা তারপর রাতের আঁধারে তিনি ফিরে এলেন রোমান শিবিরে। ঘুমন্ত বীরদের সাথে রাজা লুসিয়াসও ঘুমিয়ে পড়লেন

একসময় শেষ হল কালোরাত্রি প্রতিশোধের তীব্র জ্বালা বুকে নিয়ে বিছানা থেকে নামলেন লুক্রেসি গতরাতের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দুটি চিঠি লিখলেন তিনি একটি চিঠি পাঠালেন তার বাবাকে কাজের লোক জুলিয়াস ক্রটাসের হাত দিয়ে আর অন্যটি পাঠালেন কাজের লোক পাবলিয়াস ভ্যালেরিয়াস মারফত তার স্বামী কোলাটিনাসকে লুক্রেসির চিঠি পড়ে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন কোলাটিনাস। তিনি সংকল্প নিলেন লুসিয়াসকে হত্যা করবেন কিন্তু তার আগে স্ত্রীকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি ঘোড়ায় চেপে তিনি দ্রুত এসে পৌঁছালেন রোমে। ইতিমধ্যে লুক্রেসির চিঠি পেয়ে তার বাবাও ছুটে এসেছেন সেখানে। কিন্তু তারা কেউ দেখা পেলেন না লুক্রেসির তারা এসে পৌঁছাবার আগেই নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করেছেন লুক্রেসি

রোমের প্রজারা বেজায় খেপে গেল যখন তারা শুনতে পেল লুক্রেসির সতীত্বহানি করেছেন রাজা রাজার কঠিন শাস্তির দাবিতে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ জানাতে লাগল প্রজারা শেষমেশ তারা রাজা লুসিয়াসকে গ্রেপ্তার করে হাজির করল আদালতে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন বিচারক

এ লাভার্স কমপ্লেইন্ট

পার্শ্ববর্তী উপত্যকার সেই করুণ কাহিনি যা একদিন ধ্বনিত হয়েছিল শূন্য এক পাহাড়ের গুহামুখে, তা শুনতে শুনতে শুয়ে পড়লাম আমি।

বহুদিন আগে জীর্ণ মলিন বেশে এই পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত এক চপলা কিশোরী নিষ্ঠুর মহাকালও কেড়ে নিতে পারেনি তার সুন্দর মুখশ্রী তার বিবর্ণ চামড়ার ভাঁজে এখনও রয়ে গেছে বিগত সৌন্দর্যের রেশ

জমাট দুঃখ তার হৃদয়ে মোচড় দিলেও সে কিন্তু কাঁদত না বারবার চোখ মুছত ময়লা রুমালে তার অবিন্যস্ত চুলের দু'একটি গুছি জীর্ণ খড়ের টুপির মধ্য দিয়ে লতিয়ে পড়ত তার গালে রঙিন পুঁতি নয়, ঘুরে ঘুরে সে কুড়িয়ে আনত স্বচ্ছ স্ফটিকের মালা নিজের খেয়াল-খুশি মতো সেগুলি ছুড়ে ফেলে দিত নদীর জলে এভাবে একদিন সে তার সোনার আংটিটি ভাসিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তা আটকা পড়ে যায় পাঁকে আবার ছিড়ে ফেলার পরও সে ফিরে পেয়েছিল রক্ত-লাল অক্ষরে লেখা একগুচ্ছ চিঠি কখনও সে চিঠিগুলিকে ভালোবেসে চুমু খেত আবার কখনও ভিজিয়ে দিত চোখের জলে কখনও বা সে ঘৃণাভরে চিঠিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চেঁচিয়ে বলত, 'মিথ্যে! সব মিথ্যে! রক্ত-লাল অক্ষরে না লিখে কালো কালি দিয়ে চিঠি লিখলেই ভালো হত' উপত্যকায় গোরু চরাতে বসে ধর্মপ্রাণ এক গ্রাম্যলোক আকৃষ্ট হয়েছিল মেয়েটিকে দেখে সহানুভূতির সাথে সে জানতে চেয়েছিল মেয়েটির করুণ কাহিনি লোকটি বয়স্ক কোনও পাপবোধ ছিল না তার মনে সে শুধু সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল মেয়েটিকে।

তাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে একদিন মেয়েটি বলল, 'বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বয়স্কা মনে হয় আমি কিন্তু আসলে তা নয় দিনরাত মনোকষ্টে ভুগে ভুগে আমি এতটা বুড়িয়ে গিয়েছি। অন্য কাউকে না ভেবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমার সৌন্দর্য অটুট থাকত কিন্তু একজনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমি ভালোবেসেছিলাম তাকে। প্রথম দর্শনেই আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম কঠিন দৃঢ়তা ছিল তার চিবুকে, গায়ের চামড়া ছিল সদ্যোজাত ফিনিক্স পাখির পালকের মতো নরম। একই সাথে পৌরুষ আর মাধুর্য মেশান ছিল তার গলার আওয়াজে তার একটা সুন্দর আরবি ঘোড়া ছিল সে ঘোড়ায় চেপে নিজেকে সে গর্বিত মনে করত তার কথাবার্তাও ছিল চমৎকার হাসির কথা বলে সে যেমন লোককে হাসাত, তেমনি আবার দুঃখের কাহিনি বলে কাঁদাতেও পারত সে ছিল সবার শ্রদ্ধার পাত্র অনেক মেয়েই তার দেওয়া উপহার সাজিয়ে রাখত তাদের ঘরে, দেওয়ালে টাঙানো থাকত তার ছবি। অনেক মেয়েই নির্বোধের মতো নিজেকে তার প্রেমিকা ভেবে মনে মনে সুখ পেত শুরুতে কিন্তু আমি সেইসব মেয়েদের মতো হার মেনে তার কাছে ধরা দেইনি। কিন্তু এভাবে বেশিদিন তো চলে না তার ছলাকলার মুগ্ধ হয়ে একদিন আমি ধরা দিলাম তার কাছে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়েছিল তবুও তারই মাঝে আমি অনেক কষ্টে রক্ষা করেছি আমার কুমারীত্ব তার উপর আমার সন্দেহ হয়েছিল

কারণ অনেকের সাথে তার প্রেমের খেলার কথা জানতে পেরেছিলাম আমি। কুমারী মেয়েদের সাথে হেসে, মিষ্টি কথা বলে তাদের মন জয়ের ক্ষমতা যে তার আছে, সেটা বুঝতে পেরে তার আসল স্বরূপটা প্রকাশ হয়ে গেল আমার কাছে

এসব কথা জানাজানি হবার পর স্বভাবতই আমি নিজেকে বাঁচিয়ে চলছিলাম কিন্তু সে তা টের পেয়ে একদিন এগিয়ে এল আমার প্রতিরোধ ভেঙে দিতে সে বলল, 'তোমাকে আজ যা বলছি তা আগে কাউকে বলিনি। তুমি হাসিমুখে চেয়ে দেখ আমার দুঃখে ভরা জীবন যৌবনের দিকে। দোহাই তোমার' ভয় পেয়ে পালিয়ে যেও না আমি জানি আমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছ তুমি বিশ্বাস কর এ আমার ভালোবাসা বা মনের কোনও ভুল নয় এ হল রক্তের ভুল আমি খুব লজ্জিত এ ভুলের জন্য। জান! তোমার আগে যে সব মেয়েরা আমার কাছাকাছি এসেছে, আমি কিন্তু তাদের রূপ দেখে মজিনি তাদের নিয়ে শুধু ছেলেখেলাই করেছি কারও সাথে মন দেওয়া নেওয়া হয়নি সেই সব হতাশ প্রেমিকারা আমায় কত দামি দামি বস্তু উপহার পাঠিয়েছেন সেইসব উপহারের প্রত্যেকটির গায়ে লেগে আছে একমুখী প্রেমের উত্তাপ আর বেদনার ছোঁয়া। ও সব আমি তোমার জন্য সযত্নে রক্ষা করেছি আমার একান্ত প্রার্থনা তুমি আমার উপাস্য দেবী হও আর আমি হব তোমার দাসানুদাস। দেহ-মনের সর্বশক্তি দিয়ে তোমার আদেশ পালন করব আমি কোনও এক যুবতিকে একদিন সবাই কামনা করেছিল। কিন্তু সে তাদের কারও দিকে না তাকিয়ে এমন একজনকে ভালোবেসেছিল যে তার ডাকে সাড়া দেয়নি। মনের দুঃখে সেই যুবতি আজ সন্ন্যাসিনী হয়ে এক মঠের অধ্যক্ষা। তার কাছেই আমি শিখেছি এই প্রেম নিবেদনের রীতি তুমি তো জান প্রিয়া প্রার্থিত বস্তু হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া কত দুঃখের এ যেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ না করে পালিয়ে আসার মতো লজ্জার ব্যাপার তুমি আমায় ক্ষমা কর আমি নিশ্চিত জানি তোমার ক্ষমা আমি পাবই তুমি যে দুর্বল নও তা তোমার চোখের দিকে তাকালেই বেশ বোঝা যায়। আমি মেনে নিচ্ছি আমার শক্তির চেয়ে তোমার শক্তি বেশি কিন্তু আমিও কম শক্তিমান নই। আমার প্রেমের পাহাড়ি ঝরনা এসে মিশেছে তোমার হৃদয় সাগরে জেনে রেখ ব্যথা-বেদনার একমাত্র মহৌষধ হল প্রেম। আর এও জেনো, প্রেমের শক্তি দিয়ে আমি এক সন্ন্যাসিনীর কঠিন হৃদয় গলিয়ে দিয়েছিলাম, বাধ্য করেছিলাম তার ঈশ্বরে নিবেদিত জীবনকে ফিরিয়ে নিতে আমার প্রেম তখনই সার্থক হবে যখন তুমি অনুভব করবে আমার অন্তরের ব্যথা আর গ্লানি শুনতে পাবে আমার বেদনার্ত হৃদয়ের আর্তনাদ '

'এই বলে সে ছলছল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তার দু চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল তার দু গাল বেয়ে মনে হবে যেন তার দু গাল বেয়ে দু দুটো নদী বয়ে চলেছে আগে আমি বুঝতে পারিনি দু ফোঁটা চোখের জলে যে এত জাদু লুকিয়ে আছে সে চোখের জলের ধারায় যে কোনও কঠিন পাথরও ভেসে যাবে কিন্তু আমি জানি এসব ছিল নিছক তার ছলাকলা. তবু তাতেই ভেসে গিয়েছিল আমার যুক্তি বুদ্ধি আর নীতিবোধ। তার চোখের জলের ছোঁয়ায় ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল আমার ভয় ভীতি সংকোচ আর সতীত্ব তার সাথে আমিও কেঁদেছিলাম কিন্তু আমার চোখের জল ছিল পবিত্র, ওর মতো বিষ মেশানো ছিল না তাতে। আসলে ও সব ছিল তার নিছক ছলনা তার লজ্জা, শিহরণ চোখের জল সবই ছিল মিথ্যে যে নারীই তার সংস্পর্শে এসেছে, সে রক্ষা পায়নি তার লালসার হাত থেকে ওষুধের

চারধারে যেমন একটা মিষ্টি আবরণ থাকে, তেমনি চালাকির আবরণে সে ঢেকে রাখত তার ভেতরের শয়তানী মূর্তিটা নারীর সতীত্ব হরণের মতলব এঁটে সে গুণগান করত নারীর সতীত্বের আমার মতো একটা কচি মেয়ে কী করে নিজেকে বাঁচাবে ওই শয়তানের প্রেমের ছলনা থেকে তাই অন্য সবার মতো আমিও বাধ্য হয়েছি তার প্রেমের ফাঁদে ধরা দিতে জানি না এখন আমি কী করব? এ ফাঁদ থেকে বেরুবার পথ তো জানা নেই আমার? সে কি আগের মতো আবারও আমার সাথে ছলনা করবে? আবার কি আমি ধরা দেব তার ফাঁদে?

দ্য প্যাসিওনেট পিলগ্রিম

১

শপথ নিয়ে প্রেমিকা যখন বলে তার ভালোবাসা খাঁটি, তখন সেটা মিথ্যে জেনেও বিশ্বাস করতে হয় আমাকে। কারণ তার কথার সত্যি-মিথ্যা ধরার ক্ষমতা আমার নেই এই চাতুরি, ছলনায় ভরা বিশ্বজগতে আমি এক বুদ্ধিহীন ছাড়া আর কিছু নই আমার বারবার মনে হয় বয়েস হয়ে গেলেও প্রেমিকা আমাকে এখনও যুবক ভাবে কিন্তু আমি তো জানি নিজের কথা ছাড়া সে আর কিছুই ভাবে না সর্বদাই সে নিজেকে পূর্ণযৌবনা বলে মনে করে কিন্তু আমার ফেলে আসা যৌবন সম্পর্কে সে একটি কথাও বলে না তবু তার মিছে কথা শুনে আমি কিন্তু চুপচাপ সায় দেই কারণ প্রেম আসলে ছলনাময় এক বাকচাতুর্য ছাড়া আর কিছু নয় সেই মেয়েটিকে আমি জানি যার কোনও বুদ্ধি শুদ্ধি নেই তবুও প্রেমিকের মতো আমি তার কাছে প্রচুর মিছে কথা বলি বয়েস হলেও প্রেম কিন্তু মরেনা তবুও নিজের বয়েসের কথাটা সে কাউকে জানাতে চায়না। আমার বয়সই অবিরত ছলনার খেলা খেলে আমার প্রেমের তাই অন্য কাউকে ভালো না বেসে শেষমেশ আমি নিজেকেই ভালোবাসতে শুরু করেছি

২.

পাশাপাশি বয়ে যাওয়া দুটি নদীর মতো আমারও মাঝে রয়েছে দুটি পৃথক প্রেমসত্তা আশা ও নিরাশা এরাই আমার ইচ্ছা, কামনা বাসনা সবকিছুকে চালিয়ে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখে আমাকে এই দ্বৈতসত্তার একটি হল সত্যান্বেষী পুরুষ আর অপরটি মায়াবিনী নারী, যে তার রূপে গর্ব আর ছলনা দিয়ে সর্বদাই লোভ দেখাচ্ছে সত্যান্বেষী পুরুষটিকে জানি না তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার সত্যান্বেষী পুরুষসত্ত্বা শয়তানে পরিণত হল কিনা যতদিন পর্যন্ত না আমার ছলনাময়ী সত্তা সত্যান্বেষী পুরুষসত্তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেবে ততদিন আমার সন্দেহ ঘুচবে না

৩

তোমার দু চোখের যে দিব্যমহিমামণ্ডিত আভরণ দেখে পৃথিবী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, সেই আভরণের গৌরবই আমায় প্রেরণা জুগিয়েছিল মিথ্যে শপথ নিতে. কিন্তু সে শপথ রক্ষা করতে পারিনি আমি তার জন্য তুমি কোনও দণ্ড দিওনা আমাকে কারণ আমার ঐহিক শপথ শুধু তোমার অন্তরের সেই ঐহিক মানবী সত্তার জন্য তোমার সত্তাকে জড়িয়ে আছে যে প্রেমময় দৈবী মহিমা, তাকে ছুঁতেও পারেনি আমার শপথ ভাঙার ভুল সূর্য যেমন পৃথিবীর সব বাষ্প শুষে নেয়, তেমনি তুমিও গ্রাস করে নিয়েছ আমার সমস্ত বাষ্প তাহলে আর এ শপথ ভাঙায় দোষ কী আমি পৌঁছে যাব শপথের তরল বায়বীয় রূপের সাহায্যে দিব্যালোকে সঞ্জীবিত হব তোমার সুস্নাত প্রেমের দিব্য আলোকে

৪

আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত সেই নদীকূলে প্রাণবন্ত সুন্দর যুবক অ্যাডোনিসকে নিয়ে বসেছিল রূপগরবিনী সাইথিরিয়া মোহময় চাউনি দিয়ে সে ছুঁতে চেয়েছিল অ্যাডোনিসের মন সে তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল অলীক রূপকথা শুনিয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় সে জয় করতে চেয়েছিল তার দু চোখ! তার উদাসী মনকে সে জয় করতে চেয়েছিল তার নরম হাতের স্পর্শে কিন্তু যৌবনের ঔদ্ধত্যে সে দিন সে ফিরিয়ে দিয়েছিল তোমায় তোমার দিকে ছুড়ে দিয়েছিল অবজ্ঞা আর উপহাসের হাসি শেষে তার দেহ-মন কেড়ে নিতে তুমি বুকে জড়িয়ে ধরেছিলে তাকে। কিন্তু তোমার সে বন্ধনকে অবহেলা করে দূরে চলে গেল সে

৫

প্রিয়া যদি আমাকে অস্বীকার করে ফিরে না আসার শপথ নিয়ে যদি আমায় ছেড়ে চলে যায় তাহলে কার কাছে শপথ করব আমি? তার রূপমাধুরীর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল আমার। তবুও কেন জানি না আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল সে। তুমি আমায় ছেড়ে গেলেও আমি কিন্তু তোমার প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকব। আমি চিরকাল আনন্দ তালাশ করে বেড়িয়েছি তোমার চোখের চাউনির ভেতর তোমার প্রেমের চিরন্তন সত্যকে আমি অনুভব করতে চেয়েছি আমার জ্ঞানের আলোর মাঝে তোমার চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে উঠেছে দেবরাজ 'ক্লেভ' এবং বিজলী কণ্ঠে বেজেছে বজ্রধ্বনি কিন্তু আগুনের পরিবর্তে বিজলীতে ছিল এক প্রশান্ত মায়াবী আলো আর দিব্যসংগীত ছিল বজ্রধ্বনিতে আমার মতো একজন সাধারণ প্রেমিককে ভালোবেসোনা তুমি কারণ তোমার দিব্যপ্রেমের মর্ম বোঝা আমার কম্মো নয়।

৬

নদীতীরের নির্জন ছায়ায় বসে প্রেমিক অ্যাডোনিসের জন্য বিলাপ করছিল প্রত্যাখ্যাতা সাইথিরিয়া গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে ভোরের শিশির কণা কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়নি, একটু ছায়ার খোঁজে গোরু, বাছুরেরা তখনও ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নেয়নি সে সময় স্নান করতে নগ্নদেহে নদীকূলে এসে দাঁড়াল অ্যাডোনিস। আড়চোখে সাইথিরিয়াকে দেখেও কোনও সান্ত্বনা দিল না তাকে। সাইথিরিয়া বলল, 'হে প্রিয়! নদীজল হলে তোমার বুকের ছোঁয়ায় ধন্য হয়ে যেতাম আমি '

৭

রূপসি হলেও আমার প্রিয়ার মন খুব চঞ্চল, পায়রাদের মতো হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয় সে আরশির চেয়ে উজ্জ্বল হলেও সে ঠুনকো কাচের মতো, আবার মোমের মতো নরম হলেও জংধরা লোহার মতো বুদ্ধি-শুদ্ধি মোটেও নেই তার সে যেমন রূপসি তেমনি মিথ্যেবাদী আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বহুবার শপথ নিয়েছে সে, বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনি শুনিয়েছে আমায় খুশি করতে কিন্তু পরে দেখা গেছে তার শপথ আশ্বাস আর চোখের জল সবই মিথ্যে

৮

সহোদর ভাইবোনের মতো যদি সুর ও বাণী একত্রে জোট বাঁধে, তবে একইভাবে তারা তোমার আমার বন্ধু হবে আর তা হবে স্বর্গীয় ও অবিচ্ছেদ্য কারণ তুমি ভালোবাস সুর আর আমি বাণী তাই হে প্রেয়সী সুর আর বাণী দিয়ে গড়া হোক তোমার মূর্তি।

৯

এক সুন্দর সকালে প্রেম আর সৌন্দর্যের দেবী এসে দাঁড়ালেন খাড়া পাহাড়ের এক বিজন চূড়ায় এমন সময় সেখানে এলেন তার প্রেমাস্পদ অ্যাডোনিস, সাথে শিকারি কুকুর আর শিঙা, তাকে ওইদিকে শিকারে যেতে নিষেধ করলেন প্রেমের দেবী তিনি বললেন একজন সুন্দর যুবক বর্শা হাতে ওইদিকে শিকারে গিয়ে এক বরাহের জানুতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল বলে নিজের উরু অনাবৃত করে অ্যাডোনিসকে দেখিয়ে বললেন, ঠিক এই জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। দেবীর উরুতে শুকনো ক্ষত দেখে দুঃখ পেলেন অ্যাডোনিস সেই সাথে লজ্জায় ম্লান হয়ে এল তার মুখ প্রেমের দেবীকে কোনও কথা না বলে সেই পাহাড়ি অরণ্য থেকে দ্রুত চলে গেল সে

১০

ওহে সুন্দরী গোলাপ! বসন্ত শেষের আগেই কেন তুমি শুকিয়ে গিয়ে বৃন্ত থেকে খসে পড়ছ? হে নিহত গোলাপ! তোমার সৌন্দর্যের অকালমৃত্যুর কারণে কেঁদে চলেছি আমি আমার কাছ থেকে তুমি তো কিছুই চাওনি, বরং যা দিয়েছ তা আশাতীত হে আমার নিহত সুন্দর গোলাপ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে তোমার স্বল্পকালীন জীবনের অতৃপ্তিটুকু দিয়ে যেও আমাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে আমি যেন মৃত্যুর হিমশীতলতাকে জয় করতে পারি।

১১

ভেনাস আর অ্যাডোনিস গাছের নরম ছায়ায় বসেছেন দুজনে প্রেমনিবেদন করতে গিয়ে রণদেবতা মার্স কীভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল তা দেখাতে গিয়ে অ্যাডোনিসকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন ভেনাস আবার দেবতা মার্স কীভাবে তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিলেন তার নিদর্শন স্বরূপ ভেনাস নিজের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরলেন অ্যাডোনিসের ঠোঁটদুটিতে কিন্তু তাতেও ভেনাস সক্ষম হলেন না অ্যাডোনিসের প্রেম আদায় করতে তাকে একা রেখে পালিয়ে গেল অ্যাডোনিস

১২

যৌবন আনন্দময় আর বার্ধক্য দুঃখে ভরা তাই তারা কখনও একসাথে মিশে যায় না। গ্রীষ্মের সকালের মতো যৌবন সদা উষ্ণ আর বার্ধক্য হল দুঃসহ হিমানী স্রোত। যৌবন অশান্ত, বেপরোয়া দুঃসাহসী আর বার্ধক্য হল দুর্বল কোমল যে সহজেই হার মানে। হে প্রেম বার্ধক্য যেন তোমাকে স্পর্শ না করে আমি যৌবনের পূজারী, বার্ধক্যকে ঘৃণা করি আমি তাই হে কালের প্রহরী বিদায়! ভুলেও কিন্তু আমার যৌবনের প্রতি নজর দিতে এসো না তুমি

১৩.

সৌন্দর্য মাত্রই ব্যর্থ এবং ক্ষীণায়ু। যে কোনও সৌন্দর্যের বাইরের চাকচিক্য কিন্তু ঠুনকো কাচের মতো গুঁড়িয়ে যেতে পারে যেমন ফোটার আগে ফুলের কুঁড়ি শুকিয়ে যায় সৌন্দর্য একবার বিবর্ণ হয়ে গেলে পুরনো গৌরবের রাজ্যে আর তাকে স্থাপন করা যায় না।

১৪

কোনও এক রাতে সে আমায় বিদায় দিয়ে বলল, এবার তুমি বিশ্রাম কর কিন্তু বিশ্রাম নেবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না আমার। একটা কেবিনে ঢুকে আমরা দুজনে খাওয়া দাওয়া করলাম

সে বলল, কাল আবার এস তুমি আমার দিকে তাকিয়ে সে একটু মিষ্টি হাসল তার হাসিতে ঘৃণা না প্রেম, কী ছিল তা বোঝা গেল না একসময় রাত্রি শেষ হয়ে পূর্বদিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠল ঘুম ভেঙে গেল ফিলোমেল পাখির ডাকে আমার মনে হল তার মনে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে সে কেন আগামীকাল আসতে বলল আমায় এ কথা মনে হতেই তার প্রতি আমার সব দুঃখ পরিণত হয়ে গেল সান্ত্বনায় যে সূর্যালোক গাছের ডালে ফুল ফোটায়, পাখির কণ্ঠে গান এনে দেয় সেই সূর্যালোক যেন আমার সব শোক দূর করে দিক। হে রাত! তুমি শীঘ্রি দূর হয়ে যাও মিলিয়ে যাও উজ্জ্বল সূর্যালোকে

১৫

একটিঅভিজাত লর্ড বংশের তিন মেয়ের একজন একদা আসক্ত হয়েছিল এক সুপুরুষ ইংরেজ যুবকের প্রতি। মেয়েটি ছিল অহংকারী আর ছেলেটি মানসিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী তারা প্রেমে পড়বে কি না এ নিয়ে কলহ শুরু হয়ে গেল দু জনের মনে ওদিকে কেউ কাউকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিল না শেষমেশ মেয়েটিরই জয় হল পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিদায় নিয়ে চলে গেল ছেলেটি মেয়েটির যে কোনও মূল্যই নেই এ কথা হঠাৎ উদ্ভাসিত হল তার চোখে এখানেই শেষ তাদের প্রেমকাহিনি

১৬.

প্রেমের উপযুক্ত সময় হল বসন্তের সোনালি উজ্জ্বল দিনগুলি এমনই বসন্ত দিনে ফুটেছিল এক সুন্দর প্রেমের কুঁড়ি। অদৃশ্য বাতাস বয়ে চলেছিল সেই প্রেমের ফুলগাছের নরম পাতার ফাঁক দিয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত প্রেমিক কামনা করেছিল অফুরন্ত স্বর্গসুখ —সে চেয়েছিল তার প্রেমকে অমর করে রাখতে শেষমেশ সে তার প্রেমকে বলল হায়! আমি যদি খেয়ালি দুরন্ত বাতাস হতে পারতাম যদি পারতাম তোমার দুটি সুন্দর গালে হাত বোলাতে নিষ্ঠুর যৌবনের মতো তোমার সৌন্দর্য পান করতে? কিন্তু আমি তা পারব না কারণ আমি শপথ নিয়েছি। যে প্রেমের নামে দেবরাজ 'জোভ হতে পারতেন এই পৃথিবীর মানুষ, সুন্দরী দেবী জুনো হতে পারতেন ইথিওপিয়ার কালো নারী সেই প্রেমের নামে আমি শপথ নিয়ে বলছি পার্থিব ভোগের মোহে আমি কখনও তোমায় বৃন্তচ্যুত করব না দূর থেকে দূরত্ব রেখে তোমার প্রেমের মহিমাকে অনুভব করে যাব আমি

১৭

পেট পুরে খাচ্ছে আমার ভেড়াগুলো, ভেড়ীগুলি কিন্তু বাচ্চা দিচ্ছে আমার ভেড়াগুলো লম্ফ ঝম্পও করছে না কোনওদিকে কিছু নেই বলে আমার প্রেমও আর বাঁচছে না আমি ভরসা রাখতে পারছি না প্রেমে অথচ তার প্রকৃত কারণও খুঁজে পাচ্ছি না আমি সত্যিই এক হতভাগ্য যুবক ভুলতে বসেছি অতীতের সুখ স্মৃতি আমি ভুলতে বসেছি প্রেমিকার প্রেম যে প্রেমে ছিল আমার অগাধ বিশ্বাস আজ সেখানে দাঁড়ি টেনে এনেছে সেই প্রেম এ দাঁড়ি অটল, অনড় এবং অপরিবর্তনীয় এখন বুঝতে পারছি পুরুষের চেয়ে নারীরাই প্রেমে বেশি অবিশ্বস্ত আমার শোকগ্রস্ত অন্ধকার প্রাণে আলো নেই আমি ঘৃণা করি ভয়কে প্রেম আমাকে পরিত্যাগ করে গেছে ভাবতে গিয়ে হৃদয়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, বিষিয়ে উঠছে জগৎ, থেমে যাচ্ছে জীবনের স্রোত সুর

আর বাজে না রাখালের বাঁশিতে আসন্ন মৃত্যুর আওয়াজ কানে আসছে শীতের ঘণ্টার সাথে আমার এহেন অবস্থা দেখে প্রিয় কুকুরের দল যারা সদাই আনন্দে খেলা করত, তারাই আজ আর্তনাদ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে বজ্রাহত আহত সৈনিকের মতো তাদের আর্তনাদ কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে জলের ফোয়ারা আর বের হচ্ছে না কুঁয়ো থেকে মিষ্টি সুরে গান গাইছে না পাখিরা, পাণ্ডুর হয়ে গেছে গাছের পাতাগুলো, কাঁদছে পালের গাভিগুলি, পোষা ভেড়াগুলো ঝিমোচ্ছে, আগের মতো মাছগুলো আর পুকুরে লাফাচ্ছে না যেসব নির্মল আনন্দ আর সান্ধ্য বিনোদন আমাদের মতো গরিব চাষিদের নিত্যসঙ্গী ছিল তারাও আজ হারিয়ে গেছে আমি হারিয়েছি আমার প্রেমিকাকে আমার জীবনে তার প্রেম আজ মৃত হে সুন্দরী! তোমাকে বিদায় জানাই। আসল কথা হল সামান্য সুখশান্তিতে তোমার মন ভরেনি সেটাই আমাদের বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ

বেচারি কোরিডন! এবার তোমায় একা কাটাতে হবে বাকি জীবন। তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে কারও সাহায্যের প্রত্যাশা কর না তুমি

১৮

আচমকা তির ছুড়ে হরিণীকে গাঁথার মতোই দৃষ্টি বাণে প্রেমিকাকে গাঁথার সাথে সাথে কল্পনার চেয়ে যুক্তির উপর বেশি নির্ভর করবে যৌবন পেরলে বিবাহিত লোকের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবে প্রেমের কথা শোনাতে গিয়ে প্রেমিকার সামনে অযথা কূটকচালি করে নিজের জিভকে শানিয়ে তুল না তাহলে তোমার ছলনা আর চাতুর্যের কথা টের পেয়ে যাবে সে, যা মোটেও কাঙ্ক্ষণীয় নয় তুমি সরাসরি প্রেমিকাকে বলবে যে তুমি তাকে ভালোবাস আর প্রতিদানে চাও তার ভালোবাসা। তারই মর্জিমতো চালাবে তোমার জীবন তার রূপ গুণের প্রশংসা করার সুযোগ পেলে কখনও তা ছাড়বে না একটা বুলেট যেমন অনেক বাড়ি, প্রাসাদ আর নগরী ধ্বংস করতে পারে তেমনি একটি কথাও জয় করতে পারে কঠিন উদ্ধত হৃদয়কে কথা ও আচরণে প্রেমিকের বিশ্বাস বজায় রাখার চেষ্টা করবে হৃদয়ের নম্রতা, সততা যেন ঝরে পরে তোমার কাকুতি মিনতিতে! প্রেমিকার অন্যায় না দেখলে তুমি, তার প্রেমে অবিচল থাকবে সে তোমায় কিছু না দিলেও তুমি তাকে কিছু দিতে পেছপা হবে না তার চোখে ঘৃণা দেখে ভয়ে পালিয়ে যেও না তুমি কারণ এই ঘৃণার ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না দিন গিয়ে রাত শুরু হবার আগেই তার স্নিগ্ধ দু চোখে ফুটে উঠবে অনুশোচনা, যা তোমাদের মিলনের আনন্দকে আরও গভীর করে তুলবে পরে যদি সে তোমার কথা না শুনে ঝগড়া শুরু করে তাহলেও ভয় পেয়ো না তুমি। মনে রেখ একদিন সে নিজেকেই তোমার হাতে সঁপে দেবে নারী যদি পুরুষের মতো শক্তিশালী হত তাহলে সে কখনই আত্মসমর্পণ করত না নারীর যা কিছু কঠোর, কঠিন, তা সবই তার বাহ্যিক আচরণে ভেতরে ভেতরে সে কিন্তু খুবই কোমল তারা সকলকেই বলে যে তারা অনমনীয়তায় অটল থাকে না পুণ্য নয়, ন্যায় নয় একমাত্র পাপ আর অন্যায়ের পথেই পুরুষেরা নারীর সমকক্ষ হতে পারে দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও নারী অনায়াসে তার স্বামীকে ছেড়ে পরপুরুষকে বিয়ে করতে পারে ঢের হয়েছে, এবার থাম তুমি অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে আমার প্রেমিকা এসব কথা শুনলে রেগে যাবে তার দুকানে এ কথা ঢুকলে হয়তো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে সে

১৯

তুমি প্রিয়তমা হয়ে
বেঁচে থাক আমার হৃদয়ে
তুমি সাথে থাকলে
আমরা জয় করে নেব পৃথিবী
সমুদ্র, প্রান্তর আর শ্যামলিমা,
স্বীকার করে নেবে আমাদের বশ্যতা
তখন পাহাড় চুড়োয় বসে আমরা দেখব
রাখালের ভেড়া চড়ানো,
কখনও বসব ওই ছোটো নদীর কাছে
যেখানে প্রপাতের জলবর্ষণের তালে
শিস দেয় পাখিরা, গায় গান।
ওখানে আমরা পেতে নেব ফুলের বিছানা
যা রমণীয় হয়ে উঠবে ফুলের সুবাসে।
রঙিন ফুল পাতার গয়না বানিয়ে
নিজ হাতে পরাব তোমায়।
আমরা দুজনে খেলা করব প্রবাল
আইভি আর মার্টেল পাতা দিয়ে
যদি তুমি সত্যিই ভালোবাস এই আনন্দ
আর সহজ সরল জীবন
তাহলে প্রিয়া হয়ে রয়ে যাও তুমি
আমারই কাছে আমায় ছেড়ে
কোথাও তুমি যেও না প্রিয়ে

প্রেমিকার জবাব

যদি আরও রুচি হত প্রেম ও পৃথিবী
যদি সত্যি কথা বলত প্রতিটি চাষি,
তাহলে আমি মুগ্ধ হতাম এ সকল আনন্দে
তখন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে
তোমার প্রিয়া হয়ে আমি যুক্ত হতাম
তোমার জীবনে

২০

বসন্তকালের এক আনন্দঘন দিনে গাছের শীতল ছায়ায় বসে পশুরা নাচছে আর গাইছে পাখিরা প্রকৃতির এই সুন্দর রাজ্যে যখন অবাধে আনন্দ ঝরে পড়ছে, সে সময় একাকী বসে করুণ সুরে গান গাইছে এক নাইটিঙ্গেল পাখি ব্যর্থ প্রেমের অভিযোগ ফুটে উঠছে সেই পাখির গানে যা শুনে কেউ ব্যথিত না হয়ে পারে না সে গান শুনে মনে পড়ে গেল আমার অন্তর্বেদনার কথা

আমি তাকে বললাম মিছেই ক্রন্দন করছ তুমি তোমার ব্যথার কথা পৌঁছাবে না কারও কানে গাছ চেতনহীন, তারা টের পাবে না তোমার ব্যথা নিষ্ঠুর ভল্লুক সমবেদনা জানাবে না তোমায় রাজা প্যান্ডিয়ান আজ মৃত। নিজের গানে মত্ত পাখিরা বুঝবে না তোমার গানের মর্ম আর বেদনার ভাষা তাহলে এসো, এক নিবিড় বেদনাবোধে মিলিত হই আমরা দুজনে উভয়ে উভয়ের কথা বুঝি এসো ভাগ্যের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আমরা আমৃত্যু তুমুল লড়াইয়ে নেমে পড়ি যারা হালকা কথার পশরা সাজিয়ে তোমায় তোষামোদ করে তারা কখনই তোমার প্রকৃত বন্ধু নয় যতদিন ওড়াবার মতো টাকা তোমার থাকবে, ততদিন তারা তোমার বন্ধু সেজে থাকবে কিন্তু দুর্দিনে এক পয়সা দিয়েও তারা সাহায্য করবে না তোমাকে। যদি সমব্যয়ী হও তাহলে বলবে রাজার মতো দরাজ হাত তোমার তারা এই বলে আক্ষেপ করবে কেন ঈশ্বর তোমায় রাজা বানালেন না তুমি অন্যায় করলে তারা তোমাকে তলিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দেবে তুমি পরনারীর প্রতি আসক্ত হলে সে সম্পর্ক অবৈধ জেনেও তারা তোমায় তা বজায় রাখতে বলবে কিন্তু নিয়তি যদি তোমার প্রতি বিরূপ হয় তাহলে আর তোমার আশপাশে আসবে না তারা। দুঃসময়ে যে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার দুঃখে দুঃখী হবে সে ই তোমার প্রকৃত বন্ধু তুমি জেগে থাকলে ঘুমোনো ভুলে যাবে সে। অসময়ে সে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার দুঃখে অশ্রুজল ফেলবে এভাবেই তুমি বুঝতে পারবে কে তোমার আসল বন্ধু মিষ্টি তোষামোদ করে পরে সে তোমার শত্রুতা করবে না তোমার দুঃখে সে পাশে এসে দাঁড়াবে তোমার সুখে সে হবে খুশি

দ্য ফিনিক্স অ্যান্ড টার্টল

সুদূর আরব সাগর তীরে
নিরালা নির্জনে একবার চেয়ে দেখো
সেই গাছটির দিকে, যেখানে বাসা বেঁধেছে
একজোড়া কপোত- কপোতী
কেউ তাদের ডাকলে উসখুস করে ওঠে
তাদের দেহ মন তারা গড়গড় করে
বলে যায় তাদের দুঃখের কথা। সে কথা
শুনে কেঁদে ওঠে সবার মন হে পক্ষীপুত্র!
আমি তোমায় ডেকে বলছি, তুমি বলে ফেল
তোমার দুঃখের কথা, যে দুর্জন তোমার
ক্ষতি করতে চায় তাকে ডেকে আন এইভাবে।
জ্বালাময় উত্তাপ রয়েছে এখানে, যার
সমাপ্তি রাগ কিংবা পরিতাপে
কখনও যেও না তুমি তার ধারে যেখানে
রয়েছে এই জল্লাদ— রয়েছে ঈগল বাজ
সবাই তাকে জানে শাস্ত্র সিদ্ধ
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পারদর্শী বলে
শ্বেত উত্তরীয়ধারী পুরোহিত সেথা
রেখে দেয় তার নিজ দেহখানি
শুদ্ধমনে প্রার্থনা সংগীত গায়
পূজারী বন্দন হে সুজন! তুমি
যাকে মরাল অমৃত বলে জপি
এই প্রার্থনায় তা প্রকাশিত
ত্রিকালগত বয়সে তুমি শোনাও
ভ্রান্তিযোগ্য প্রার্থনা বলে কাকে
বিষাদ কালিমা মাখা নিশ্বাস প্রশ্বাস
যেন সদা বয়ে চলে।

হে মহাজন! শোকার্ত আমরা
জানি তুমি সদা অনুগামী হবে মোদের
এবার সে শোক গাথা শোনাই,
যা শুনলে ব্যথা পাবে তোমরা
শোন, ভালোবাসা বলে যাকে জান
তার জন্য মৃত্যুবরণ করেছে সে শুয়ে
আছে ওখানে
সততা কী ভাবে মারা গেছে ভালোবাসা
সর্বদা কেঁদে কেঁদে ফেরে
সে কথা শোন তোমরা।

ফিনিক্স নামে এক পারাবত নন্দন
পালিয়ে গেল প্রাণের ভয়ে
ভালোবাসা তার ছিল স্ত্রীর সাথে
যেমন থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে
একে অন্যের জন্য প্রাণ কাঁদত তাদের
ভিন্ন হয়েও তারা ছিল একীভূত
ভালোবাসার আবরণে নিজেদের
ঢেকে রাখত তারা এভাবেই
বয়ে যেত তাদের প্রণয়ের সুবাস
দূরে দূরে থেকেও তারা বাঁধা ছিল
প্রেমডোরে, এমনি আশ্চর্য তাদের প্রেম
যা অন্যের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার
একে অপরের বুকে মহানন্দে ছিল যা
ঝড় এসে ভেঙে দিল সব
কব করে তা অস্বীকার করে ফিনিক্স
একে অপরের সাথে একাত্ম ছিল তারা
স্বতন্ত্র হয়েও তারা বয়ে গেল একই
তাদের এ বৈশিষ্ট্য দেখে
বিস্মিত কপোতের দল সবাই ভাবে
কী করে সম্ভব হল এ অঘটন
এর বিশ্লেষণ খুঁজে পায় না তারা

এ কথা সত্য উভয়ে মিলে একাকার
হলেও কীভাবে বলবে তাদের স্বতন্ত্র?
এই যে দুয়ে মিলে ভালোবাসা
এতেই প্রকাশিত প্রেম, যা
শ্মশান সংগীত নামে পরিচিত বিশ্বে
ফিনিক্স পাখির কথা লেখা আছে তাতে
এই প্রেমগীতি সেই সুধীজনের উদ্দেশে
যারা জানে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে।

———

সনেট

সনেটের ভূমিকা

মহাকবি শেকসপিয়র তাঁর বেশির ভাগ রচনাই নাট্যসাহিত্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নাট্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কিছু সনেট রচনা করেন যা আজ ধ্রুপদী সাহিত্যে পরিগণিত হয়েছে প্রেমকে উপজীব্য করে এই সনেটগুলি রচিত যা আজ ইংরেজি সাহিত্যে কালোত্তীর্ণ। তিনি মোট ১৫৪টি সনেট লিখেছিলেন ভাষার উপস্থাপনায় যা অনবদ্য

কোনো ভাষার কোনো কবিতাকে অন্য ভাষায় রূপ দিতে যাওয়া এক দুরূহ কাজ কোনো কবির ভাবাবেগ বাক প্রতিমা, প্রতীককে অন্য ভাষায় পরিবর্তিত করতে গেলে মূল সুর কখনোই বজায় রাখা যায় না

ছন্দ, অলংকার প্রভৃতিকে অনুবাদে বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব তবু অন্য ভাষা না জানা ব্যক্তিকে দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হয়

এই গ্রন্থে শেকসপিয়র কৃত সনেটগুলিকে চতুর্দশপদী বাংলাতে ভাষান্তরিত করা হয়েছে সনেটের এটিও একটি রূপ ভাষান্তরণের সময় কবিতাটির মূল ভাবকে অবলম্বন করে যে অনুবাদগুলি করা হয়েছে তার সঙ্গে মূল কবিতার দূরত্ব কোথাও ঘটে থাকলেও শেষ পর্যন্ত অর্থগত একটা মিল গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে শেষ পর্যন্ত একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

যাঁরা মূল ইংরেজি সনেট পড়বেন তাদের কাছে এই ভাষান্তরণে যে অভাব পরিস্ফুট হবে তার দায় অনুবাদকের শেকসপিয়রের নয়।

যাঁরা মূল কবিতাপাঠে অপারঙ্গম তাদের কাছে সনেটগুলির একটা ছায়া-শরীর ফুটে উঠবে বলে মনে হয় অনুবাদের অক্ষমতার জন্য অনুবাদক ক্ষমাপ্রার্থী

আশা করি পাঠকরা সহানুভূতির চোখেই তার বিচার করবেন

গ্রন্থকাবন্দ্য

১

কামনার রীতি এই কাম্য শোভনতা।
গোলাপের রূপ যেন থাকে অমলিন,
পাকা ফল নিয়ে আসে চ্যুতির বারতা
তবু ভবিষ্যৎ রূপ না হোক বিলীন
তোমার রচনা দৃঢ় দীপ্তিতে উজ্জ্বল
যদিও দহন করে নিজেকে সতত
ঐশ্বর্যের মাঝে দেখ দীনতার ছল
নিজের শত্রুতা করে চল অবিরত।
অথচ সবাই চেনে শ্রেষ্ঠ রত্ন রূপে
বসন্তের দূত, নবীনেরে দাও ডাক;
নিজের কুঁড়ির নিচে লুকোচুরি চুপে
কৃপণের বৈভবেরে বিলাও বেবাক।
চেয়ে দেখি অনুভবে যা কিছু বাহার
একদিন অবশিষ্ট মূল্যহীনতার।

২

প্রৌঢ়ত্বের হিমঝরা তোমার ললাট
শীত তৈরি করে নেবে নৈঃশব্দ্যের দিন,
হারাবে যৌবন তার চাঞ্চল্যের ঠাঁট
দু'নয়নে ভাঁজ পড়ে সৌন্দর্য বিলীন
হৃদয়ে জিজ্ঞাসা তব কোথা গেল রূপ,
তাপহীন হল কেন রক্তের জোয়ার?
প্রতিধ্বনি চারিভিতে চুপ চুপ চুপ
ভাঙা গাল পাকা চুল, আহা কী লজ্জার!
একদিন এই দেহ পেত কত মান
উত্তরে জবাব দিও, আত্মজ আমার
শুধে দেবে জরা, ব্যাধি, বয়সের দান
এখন উঠবে ফুটে উত্তরাধিকার
জবুথবু তব দেহ বসন্ত বিলাস
দূর করে নব যুবা আনিবে বিস্তার

৩

দর্পণে তাকাও দেখ নিজ তনুখান
সময়ের বার্তা বহে গড়তে নতুন,
তাই যদি জন্ম দিতে না পারো সন্তান
সৃষ্টিকে প্রহৃত করে বন উপবন।
শুধু যদি গায় কেউ যৌবনের গান
সৃষ্টিশীল পুরুষকে ফেরায় ঘৃণায়!
স্বমোহনে লিপ্ত থাকে বিফল সে তান,
জননীর প্রতিচ্ছবি সেও ফিরে পায়।
হারানো বসন্ত দিন, নয়ন উদ্ভাসে
প্রবীণ বয়স ভাবে হিম অনুভবে,
আয়নায় বসন্ত যে ফিরে ফিরে আসে
অতীতকে ভুলে বাঁচা কিবা প্রয়োজন?
নিষ্ফল সৌন্দর্য তব হতাশ মরণ।

৪

রূপ তব একি দয়া, কেন এ স্বভাব?
নিজের আপন বিত্ত কেন করো লয়?
প্রকৃতির দান নষ্ট বাড়ছে অভাব
জমে ওঠে দেনা   ঈশ্বর তাকেই দেয়
যারা ভয়হীন কৃপণের মতো লোভ,
নেই নেই খালি বলো তোমার সম্পদ
দিতে গেলে মনে বাজে অনুদার ক্ষোভ
মহাজনী কারবার? সব কিছু করে রদ
ছোটো পরমায়ু তব হীন হয়ে থাকো
আপন হৃদয় সাথে ছলনা সদাই
মৃত্যুতে সকল শেষ, এ হিসেব রাখো?
উত্তরাধিকার যারা তাদের কী চাই
মনে মনে ভেবে দেখ প্রয়াণের পর
যাতে হও স্মরণীয় মধুর অমর

৫

সেই ক্ষণে নির্মিত এ উজ্জ্বল মুরতি
সকলের চোখে যাহা বিস্মিত সুন্দর?
নিষ্ঠুর সময় তার কেড়ে নেয় জ্যোতি
নিয়তি দানবী তারে করে ভয়ংকর।
সময়ের স্রোত বহে আঁকা বাঁকা পথে
বৃক্ষ হতে পত্র ঝরে বসন্তকে ঢাকে,
শীত আসে স্বমূর্তিতে বরফের রথে
স্পর্শে তার ক্রমান্বয়ে জাগায় কান্নাকে
বসন্ত সৌরভ যদি জমা করে মন
বিন্দু বিন্দু করে তুলে রাখে কাচপাত্রে
সুন্দর সত্তার মাঝে ফুটবে শোভন
অমরতা মূর্ত হবে তবু শীত রাত্রে,
সুরভিত পুষ্প যদি হিমেতে শুকায়
অন্তরের রূপ তবু অমরতা পায়

৬

যেন কভু হিম ছোঁয়া না ধ্বংসে তোমায়
বসন্ত সুরভি থেকে হয়ো না বঞ্চিত,
তব আত্মদান যেন অন্তর আলোয়
আবৃত না করে। হোক মহিমা সঞ্চিত
ভাঁড়ারে তোমার ব্যয় করো ইচ্ছে মতো
রূপের গরিমা এতে আছে সুখ লেগে
দাতা গ্রহীতার দেয়া-নেয়া ক্ষণ যত
তুমি তার প্রভু। তাই আনন্দ আবেগে
দিয়ে যাও বাধা দিতে নেই আর কেউ
যদি পড়ে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে
দশগুণ আনন্দের অনাবিল ঢেউ,
বিনা নিমন্ত্রণে যদি কোনো এক প্রাতে
মৃত্যু আসে ভাবে তাতে কী ভয় তোমার
সন্তানের মধ্যে পাবে অমরতা তার

৭

সূর্যের উদয়ে লাল দিকচক্রবাল
মন্ত্রোচ্চারণে প্রশান্ত মানুষ তখন,
'ওঁ জবাকুসুম সংকাশং' এ উষাকাল
ভক্তিভরে অনুগত অকপট মন
অপলক দৃষ্টি তার পূজে সেইক্ষণে
সময় সরণি বেয়ে সূর্য সাঁতরায়
আকাশ সীমানা জুড়ে শৌর্যের প্লাবনে
বয়সের ভার নেই যত দিন যায়
ভাঁজ নেই প্রৌঢ়ত্বের বহ্নির আভাস,
ভীত মানুষেরা গাহে তাঁর জয়গান
শেষ হয় দিনমান উত্তাপের হ্রাস
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হয় ম্রিয়মাণ
মানুষ সূর্যের মতো নিঃসন্তান হলে
কীর্তি তার ঢেকে যাবে সময়ের কোলে

৮

সুর যদি আনন্দের সুরভিত বাতাস
তবে কেন বেহাগের করুণ রাগিণী
বিষণ্ণ বসন্তে মৃত বহে দীর্ঘশ্বাস
তবে কি সুরের কাজ ব্যথার কাহিনি?
বুনে চলা বেদনাকে রাগ মায়াজালে
প্রাণে না দিলে ঘা একঘেয়েমি বিস্তার
তান যেন জন্ম নেয় পরম গরলে
পিপাসুরা জানে তার ভূমিকা শ্রোতার
সুরেরা স্বাধীন তবু শিল্পীর আঙুলে
বাঁধা তাহার ইচ্ছায় ঐকতানে বাজে
পিতা মাতা ভাইবোন, বন্ধুরা সকলে
বেজে ওঠে সংসারের নানারূপ কাজে
বাজনায় ফোটে তার কর্ম পদে পদে
রসিকের মন ভাসে আনন্দ বিষাদে

৯

বিধবার দুঃখ যদি একাকী জীবন
অশ্রুতে নয়ন ভিজে কেটে যাবে তার,
সন্তান সন্ততি ছাড়া এই দিনক্ষণ
আঁধার ঘনাবে বন্ধ হবে যে দুয়ার
সত্যি কী অভাবে তব রিক্ত চরাচর
সন্তান জানে না তার পিতার আকৃতি
অথচ তাহার মুখ সুখের সাগর
ভোলাবে স্বামীর মুখ সোহাগের স্মৃতি
কারো মৃত্যু ঘটে গেলে আর কেউ এসে
ঠাঁই করে নেবে তাই জীবনের গান
না পাবার মাঝে যদি শুধু ভালোবেসে
সুন্দরের মৃত্যু ঘটে হয় অবসান
ভোগহীন যে সুন্দর নিজেকে পোড়ায়
সে যেন কাহাকে কভু না করে বিলয়

১০

ভালোবাস অন্যদের নিজেই বঞ্চিত
ছি ছি একি খেলা তব, বহিছ বেদনা
কত যে প্রণয় পাশ রয়েছে সঞ্চিত
অথচ টানো না কাছে এত মোর জানা
তীব্র অবহেলা নিজে করো নির্বাচন
কখনো চাওনা তুমি স্বভাব পাল্টাতে
আনন্দকে নষ্ট করে রূপের হনন।
প্রবণতা শোধরানো এত তব হাতে
এখনো সময় আছে ফিরে এস দ্রুত।
মনের রথের চাকা এখনি ঘোরাও
ঘৃণাকে বিদায় দাও, প্রেমকে সতত
হাত ধরে নিয়ে এস, একবার চাও
আমাকে করিতে কয় অন্য কোনো গানে
খুঁজে পাবে অন্তরেতে সুন্দরের মানে

১১

যতটা হতেছে ক্ষয় তত বেড়ে ওঠা—
কাছের মানুষ ছেড়ে চলে তুমি যাবে
নিজ হাড়মাস দিয়ে যৌবনের কোটা
অন্তিম দিনেতে তাকে ঠিক কাছে পাবে
রূপ বোধ সফলতা মৃত তারি মাঝে
বাকি সব অর্থহীন, মৃত্যু জরা ব্যাধি
প্রাণগতি থেমে যাবে স্বপ্নভরা সাঁঝে।
ধরাছোঁয়া দূরে রবে, মধ্যম অবধি।
শেষ হয়ে যেন ধরা প্রকৃতি কৃপণ
তাই যাহাদের সে করেনি রূপমতী,
কুরূপা রমণী যারা একান্ত মরণ
কারণ দুঃখের ভারে গেছে থেমে গতি
তুমি তার মতো দাতা জীবনকে ফের
কীর্তি দিয়ে গড়ে তোল অপার সুখের।

১২

ঘড়ি দেখে ঠিক করি সময় হিসাব
প্রদীপ্ত দিনের শেষে ম্লানিমা আঁধার।
ভায়োলেট ফুলগুলো হারায় উত্তাপ
নবীন পাপড়ি যত ক্রমে ছারখার
অশ্বথ বটের পাতা যায় ঝরে যায়
তার ছায়াতলে ভেড়া শীতলতা খোঁজে।
গ্রীষ্মের দহনে তার পাতায় পাতায়,
রসহীন জরা নামে, তারা চোখ বোজে
মৃত্যু আসে তব রূপ তখন মননে,
মনে পড়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে
সময়ের সাথে তার বিলুপ্তি স্মরণে
অন্যদের শুরু হবে তুমি শোক পাবে
মহাকাল কাউকেই করে না রেয়াত
সন্তান হয়তো দেবে নতুন প্রভাত

১৩

যদি পেতে অমরত্ব তুমি হে সুন্দরী -
কিন্তু সেতো মিথ্যা আশা যেতে তো হবেই,
দেবতা চলিয়া গেলে আবর্জনা কাঁড়ি
পড়ে থাকে। প্রতিরূপ অন্য দেহে তাই
গড়ে তোল রূপ মাধুরীর আয়ু তো ক্ষণিক
আদ্যোপান্ত বদলাবে এমন নিয়ম।
প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা ভরে তোলে দিক
কালের প্রবাহে বহে এ অনুশাসন।
তবু সন্তানের মাঝে ফুটিবে আনন্দ,
মন্দিরের মতো দেহ যাতে বেঁচে থাকে
ঈশ্বর পরম পিতা দেখিছে সকল
বাঁচাতে নদীর ধারা নবীন বংশকে
হিসেবি মানুষ যারা তারা এ ধরায়
সন্তানের মধ্যে তার মাধুরী ঝরায়।

১৪

হাত দেখে, কোষ্ঠী মেনে দেখিনা ভাগ্যকে
জ্যোতিষে কি লিপিবদ্ধ সকলের কথা?
কীবা প্রয়োজন এই জানা ভবিষ্যকে
কে যে মরে কে যে বাঁচে তাহার বারতা
আগামীতে কার কী যে এই শাস্ত্রমতে
সুখ দুঃখ গ্রহদের নানান ছলনা,
রাজা মন্ত্রী কারা কারা, কী যে লেখা খাতে
কার ঘাড়ে ফাঁড়া কত জল্পনা কল্পনা
তোমার চোখের ছায়া যা দেখেছি আমি
পৃথিবীর সব জ্ঞান যেথায় সঞ্চিত
তাহার আলোর নিচে রাখিনু প্রণামি,
সেই রশ্মি থেকে যেন না হই বঞ্চিত।
তোমার ভেতরে আমি একাত্ম সহজে,
দেহ শেষ হলে তবু মৃত্যু হবে না যে

১৫

যা কিছু নিয়ত জন্ম দেয় বসুন্ধরা
পূর্ণতা প্রাপ্তির পর সামান্যই বাঁচে
ফল তার শেষ হলে ঈশ্বরের খাঁড়া
মৃত্যু দিয়ে অবশেষে টেনে নেয় কাছে
মানবেরা এর থেকে অন্য কিছু নয়
তরতর বেড়ে ওঠে নানা সুখে দুঃখে,
যৌবনের আনন্দ কেউ ভোগ করে পায়
তারপর সব শেষ সেই মৃত্যুমুখে
ক্ষণস্থায়ী জীবনের এই তো বিচার
এইমাত্র প্রস্ফুটিত এখনি বিনাশ
তুমিও বাইরে নও কালের যাত্রার
একদিন শেষ হবে বন্ধ হবে শ্বাস
তোমাদের হয়ে তাই আমি অবিরাম
হারানো উদ্ধার করি, কবিতা সংগ্রাম।

১৬

নিষ্ঠুর বিধাতা মনে কোন বুদ্ধি বলে
কেন তুমি মুখোমুখি করো না সংগ্রাম ?
নিজেকে করো না রক্ষা নির্মোক আড়ালে
যা লেখ কোথাও নেই কবিতার নামে
তার চেয়ে এস তুমি পুষ্পিত কাননে
কল্পনায় করে তোল সুখের আবহ
মনগড়া ছবি এক ফুটবে জীবনে,
যে আশা দেয়নি ধরা তার সমারোহ
সংসারের লাভক্ষতি যা বাঁধা নিয়মে
সময়ের ছবি কিংবা কবির কলম
একবার যদি শেষ করে দাও দমে
কার সাধ্য দাঁড়াবার ? চেতনা পরম
অসহায় হবে ক্ষুণ্ণ উড়েল ছড়াও
নিজের সন্তান তোমার নামে ঘৃণা দাও

১৭

তব গুণগানে যদি লিখি এ কবিতা
আগামীতে কে বা তাকে করিবে প্রত্যয়?
সেথা সব কিছু শূন্য, শুধু সাদা পাতা
থেকে যাবে ততটুকু মাটির তলায়
হয়ে সমাধিস্থ। যদি লিখি পূর্ণ জ্যোতি
তোমার দু'চোখে, ওই নয়নের রূপ
ব্যাখ্যা করে বলি, শুনে সব আমা প্রতি
ভাবিবে অসৎ, জ্বালাতে জানেনা ধূপ
সৌন্দর্য বচনে। ম্লান হবে এ কবিতা
কালের বাতাসে, মূর্খ অপারগ বলে
ছুঁড়ে দেবে গালি। তব রূপ নিয়ে নানা কথা
কানাকানি। ভণ্ড প্রতারক কোলাহলে
তুলবে আঙুল। কিন্তু যদি বংশ তার
টিকে থাকে সেও টিকে থাকিবে আবার

১৮

বসন্ত নাহি হয় গো তোমার উপমা
তার চেয়ে ঢের বেশি তব রূপরাশি
বসন্ত তো ক্ষীণজীবী শোনো নিরুপমা।
ঝরঝর পাতা ঝরে ফুল হয় বাসি
তুমি কভু দৃপ্ত সূর্য কিংবা মেঘে ঢাকা
করুণ সজল। কাল তাকে পারে না হারাতে
কঠিন প্রকৃতি আর দেবতার রাখা
নিয়ে ফিরে। যৌবনের বিভা তব সাথে
চিরদিন গুণগান জ্যোতি বিচ্ছুরণে।
মরণের হবে মৃত্যু, হবে পলাতক,
অম্লান ভাস্বর তুমি সৃষ্টি শেষ দিনে
কে তোমারে শেষ করে কোথা সে ঘাতক?
জরা মৃত্যু কোনো কিছু নাহি হানে বাধা
যদি না সন্তান জন্মে ব্যর্থ তুমি রাধা।

১৯

প্রমত্ত সিংহও কাবু কালের কবলে
সময়ের শাস্তি বাবি দুঃখকে ভোলায়।
দীর্ঘায়ু পশু ও পাখি এই ধরাতলে
একদিন আয়ুশেষে তারা নিভে যায়
অথচ তমসাভেদী সুখ সূর্য বোধে,
তব বিচরণ দেখি আপন মতিতে।
সুন্দর বিনাশী বাদ্য বাজাও হরষে
তবু বলি কথা রাখ এই অযাচিতে।
দয়া করো তুলে নাও কুদৃষ্টি তোমার
জরার কুটিল রূপ প্রণয়ী শরীরে
মোর প্রকাশ করো না, না বরো সাবাড়
অমলিন ওই রূপ যেন ফিরে ফিরে
দেখে যেতে পারি প্রভু, আর যত সব
ধ্বংস করো। বেঁচে থাক কবিতা গৌরব।

২০

প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া নারী মুখ
আমার আবেগে আন্দোলিত সে আনন
চপলতা নেই তার কী যে নিত্য সুখ,
সীমার এপারে থেকে পায় সর্বক্ষণ
রাগ দ্বেষ লেশমাত্র নাই যে নয়নে,
বসুন্ধরা উজ্জ্বলিত তাহার আলোকে।
পুরুষের চেয়ে শক্তি আছে তব মনে
যুবক যুবতি তাই দেখে অপলকে।
সময় গড়েছে তোমা আদর্শ রমণী।
অথচ ত্রুটিতে তার আমি যে কেবল
অনায়ত্ত সঙ্গসুখ, অসফল ধনী,
তব পাশে আমি ব্যর্থ লক্ষ কর্মফল।
প্রকৃতির কাম্য রমণীয় হও তুমি,
রমণীর মতো যাও মোর হৃদি চুমি।

২১

তার স্থান কবিতায়, মোর প্রাণে নয়,
আলেখ্য হয়ে সে কভু কবিকে জাগায়
তুলনা ভালোমন্দের সবি ভেসে রয়
তাই দিয়ে রচে প্রেম সে আরাধনায়।
কত রূপ আকাশের, সমুদ্রের তল,
ঋতুর প্রথম ফুল অন্য শোভা আর
জল মাটি প্রকৃতির অন্যান্য ফসল,
তার চেয়ে ফুটে ওঠে তোমার বাহার
প্রণয়ের সেই তেজ আমার শরীরে
পেয়ে না হারাই যেন বিশ্বাসের সুর
রাখ মানবের প্রতি, শিশির সমীরে
শিশু সম নক্ষত্র প্রায় তুমি মধুর
কল্পনার গল্প সব যে চায় বলুক
তাদের বলি না কিছু ধূপেরা জ্বলুক

২২

দর্পণে বয়স মম নিরূপিত নয়
যতদিন বেঁচে রবে তোমার যৌবন
ব্যাপহীন সময়ের কঠিন বলয়,
তোমাকে করবে প্রৌঢ় চাইব মরণ
তমসা আবৃত তব দেহের সীমানা,
সে আমার হৃদয়ের পরম সুরক্ষি
বয়সে তোমার চেয়ে আমি তো জানি না
বড়ো বা ছোটো তবুও হয়েছি গরবি
সচেতন হও তুমি আপনাকে নিয়ে,
সবকিছু বিস্মরণ আমার ভাবনায়
যে রকম ভাবি আমি মাধুরী মিশিয়ে
প্রাণ দিয়ে পূজি তোমা গোপন প্রণয়
মাতৃক্রোড়ে চিন্তাহীন শিশুর আবদার
আমার মৃত্যুতে প্রাণ করো না সংহার

২৩

অপারগ অভিনেতা মঞ্চের উপরে
যে রকম ভীত হয়ে পণ্ড করে শ্রম,
প্রমত্ত পশুরা করে ক্রোধের প্রহারে
শক্তি ক্ষয় করে হ্রাস করে তারি দম,
তাই ভীত হলে আমি করি যে বিদ্রূপ
কথা যত ঢেকে রাখি হৃদয়ের নিচে
প্রেম যদি ভার লাগে তবু তার রূপ
তুলে নিও, ক্ষয় হোক তাকাব না পিছে
ভালোবাসা অঙ্গীকার অগোচরে থাকে
নয়ন দর্পণে তবু পড়ে তার ছাপ
বলতে না পারা কথা ইশারায় আঁকে
শব্দহীন তবু প্রাণে লাগে তার তাপ।
তাই বলি যদি হবে একান্ত প্রেমিক
চোখের নীরব ডাক পড়ে নিও ঠিক

২৪

চোখ দুটো হোক মোর পটুয়ার তুলি
মন পটে তব ছবি করুক বাঙময়
যে ছবি প্রবাহ হয়ে দেহ মাঝে চলি
নয়নকে সেরা শিল্পী বলেছে সময়
শিল্পীর কাজ হল সত্য শোভা আঁকা
তার কাজে মূর্ত করা অঙ্গের মহিমা
তিল তিল তুলিকায় কত রং মাখা,
শেষ হলে প্রতিভাত তাহার গরিমা
নয়নের বাণে কর তার জয়গান
কী বলে পেলে না তারা কীসের হিসেব?
শুনে রাখ তব ছবি আমার নয়ান
রেখেছে অমর করে তাই তার বেশ।
ফোটাও চোখের মাঝে তোমার মহিমা
আঁখি খুঁজে যেন নাহি পায় তার সীমা

২৫

কপালের গুণে যারা আছে বর্তমান
ভাগ্যের কৃপায় চলে সগর্ব ভরে
কোনো মতে আমি বাঁচি জোটে অপমান,
অর্থ মান যশ খ্যাতি আমারে না ধরে
খোশামুদে ভিক্ষায় অবস্থা ফেরায়,
সময়ের কালো হাত একদা তাদের
কেড়ে নেবে লহমায় বাজ কণ্ঠতায়
মুখ থুবড়িয়ে তারা বিক্ত হবে কেবল
কাজের নৈপুণ্য তাকে সম্মুখ সমরে
যশ খ্যাতি সমস্তই করে দেবে কাত
দুঃখ ভোগে জর্জরিত বেদনার ভারে
পরাজিত সুসময় শুধু থাকে রাত
মন্দ ভাগ্য, তবু আমি ভালোবাসা পেয়ে
কাল জুড়ে বেঁচে আছি জয়গান গেয়ে

২৬

প্রেমের প্রভু হে নাথ, সঁপি দেহমন
কর্মফলে তুমি মোদের সদা কাছে টানো
তাই তব কাছে আমি করি সমর্পণ
সব বোধ বুদ্ধি জ্ঞান নষ্ট করে আন
কাজের পরিধি কাছে তুচ্ছ এই জ্ঞান
শব্দ আর লেখা দিয়ে সাজাব কি তারে
শুধু কর্তব্যের ডাকে করে চলি ধ্যান
আমার আত্মার চিন্তা দাও হে আমারে
সুখ দুঃখে চালাতেছ যে ভাগ্য আমাকে
তার দয়া হলে পড়ে বন্ধ করে কাল
ছেঁড়ে প্রেম সেজে উঠে দেবে সব ঢেকে
তখনি তো স্ফুটমান নবীন সকাল,
প্রিয় তুমি কত প্রিয় জানবে সবাই
এই মুখ ততদিন দেখাব না তাই

২৭

অবসাদ ভেঙে পড়ি যখন শয্যায়,
ক্লান্ত দেহ সেই ক্ষণে পাব যে আরাম
শান্তি নেই অন্তরেতে তব ভাবনায়
জীর্ণ মন তবু সে তো চায় না বিশ্রাম
মাঝে মাঝে একাকিত্বে বিস্মৃতির কোলে
অবচেতনের মন শুধু খুঁজে ফেরে
তোমাকেই। আঁধারের দ্বার যোর খোলে
তোমার মুরতি কে যে চায় দেখাবারে।
সমস্ত আঁধার তবু আলোকেতে বোনা
অন্ধ চোখে ফুটে ওঠে তোমার আকৃতি
ক্রমে উজ্জ্বলতা বাড়ে করে আনাগোনা
তব পরিচিত মুখ, ঘোচে অন্ধভীতি।
জ্যোতিতে যা দেহরূপ আঁধারে হৃদয়
সেক্ষণে দুজনে করি হৃদি বিনিময়

২৮

কেবা শান্তিবারি দেবে আমার মাথায়?
দিনে রাতে শ্রান্ত ক্লান্ত নাহি অবসর
ঘামঝরা পরিশ্রমে দিন কেটে যায়
ভুলে যাই জীবনেরে   কালের প্রহর
দিবস রজনী তারা বিবাদী দুজন
তবু একত্রিত হয় দুঃখ দিতে মোরে
সেই থেকে তুমি হও দূরে স্থিত জন
মানুষী আমার দিনে, ব্যস্ত দেহ ভরে —
রাতে ন্যস্ত মন তবু বলি আলোকের
খুশি ভরা তুমি দিন করো হে প্রোজ্জ্বল
সরাও মেঘের রাশ হোক না প্রাণের
টগবগ করে ফোটা তোমার অতল
ভোর হতে চায় দিন তবু মোর রাত
দুখের করছে তাড়া আমি শব্দহীন

২৯

ভাগ্যের কপাল গুণে লোকমাঝে নিচু
অসফল লজ্জা মোরে সদাই কাঁদায়
কথা মোর না শুনেই প্রভু আগু-পিছু
বলে এই নাকি ঠিক, কাঁদি বেদনায়
তবু আশা নাহি ছাড়ে স্বপ্ন নদীকূলে
দেখি সেই ক্ষণে, দৃশ্য ঘুরে ঘুরে যায়,
সম্পদ সজনে মিলে উঠি কেঁপে-ফুলে
নিয়তির সাধ্য নেই আমাকে হারায়
বারবার অভিশাপে যখন নিজেকে
দেখি, তব মুখ ধ্যানে আসিয়া দাঁড়ায়
সেইক্ষণে ধরা মাঝে লাভক্ষতি রেখে
আত্মা ছোটে। নাম গানে ভরা শূন্যতায়
যে প্রণয় ভালোবাসা দিয়েছ দয়াময়,
স্মৃতি তারে মুছে দেয় ব্যর্থ যন্ত্রণায়

৩০

কোনো দূর দ্বীপে রেখা আছে মধু স্মৃতি
আপনাকে নিয়ে যবে মুখোমুখি বসি
বিগত দিনেরা আর দয়া মায়া প্রীতি,
ফিরে আসে অসফল ব্যর্থতা নিঃশ্বসি
প্রেমিকারা, মিত্রজন কবে চলে গেছে
মন জুড়ে তারা সব করে হাহাকার,
হারানো প্রীতির গান, এখনো রয়েছে
আলেখ্যর মতো ভাসে হৃদয়ে আমার
লুকোনো বেদনা যত কবরের পরে
করে ওঠে কলরব শোকে মুহ্যমান
অন্য কোনো বেদনায় ফুল হয়ে ঝরে
সন্ধ্যার পুষ্প প্রায় আমার বাগান
তব কথা মনে পড়ে সখা হে আমার
আর তো হবে না দেখা জানি শেষ তার

৩১

তোমার হৃদয় বড়ো সকলের চেয়ে
ওখানে রয়েছে সব মৃত মানুষেরা
যে প্রণয় পৃথিবীতে যায় গান গেয়ে
তার জন্ম ও হৃদয়ে জানে তাহা কারা।
আপনজনের কত নয়নের জল
বুঝে নিয়ে বিলিয়েছ প্রেমের আবেশ
তব স্পর্শ লেগে প্রেম মুক্তা ঝলমল
আমারে ভুলায়ে দাও যন্ত্রণার মেঘ
তুমি চলে গেছ তবু আছে সেই প্রেম,
আরো আগে যারা গেছে তার স্মৃতি নিয়ে
তাদের বারতা সব নিকষিত হেম
বলেছে তোমায়। ছিল যা দেবার দিয়ে
সব অর্ঘ নিয়ে তারা যেন ফুটে ওঠে
অধরা প্রণয় যেন ফুল হয়ে ফোটে

৩২

মোর মরণের পরে বেঁচে থাক যদি
সমাধি আবৃত হবে ধুলো মাটি জলে,
দেখে নিয়ে ভালোমন্দ জীবন অবধি
ভাগ্যহীন প্রেমিকেরে ভেব পলে পলে
তার সাথে মেশায়োনা অন্যের সোহাগ,
প্রাক্তনের সব কিছু হতে পারে ম্লান,
কল্পনা না মনে কোরো প্রেমের পরাগ।
আর কারো কথা নয়, গেয়ে যেও গান
সর্বদা এটুকু স্মৃতি করো যে শপথ
বহু কাব্য লিখে যদি তব প্রিয় সখা
ব্যক্ত ছন্দময় এক সফল জগৎ
তার চেয়ে যেন বড়ো প্রেমের ঝরোখা
কাব্যের বিচার হয় ছন্দের ঝঙ্কারে
বন্ধু কিন্তু সকলেই প্রেমে ডুবে মরে

৩৩

উধাও তাকায়ে দেখি শৈলের বাহার
স্বর্ণালী জ্যোতির ছটা পুবের আকাশে,
মায়াবি আলোর বন্যা শিখরে চূড়ায়,
ক্ষিপ্র নদী ছুটে চলে তাহার প্রকাশে
এর সাথে স্বার্থবাহী মাঝে মাঝে মেঘ
রবিকে আবৃত করে চলেছে পশ্চিমে
তাঁর নিচে সূর্য যায় নিয়ে তার বেগ
পরাজিত তেজ তার অন্ধকার জমে
আমার এমন ছিল করোজ্জ্বল দিন
হয় করে অহংকারে তুলে বাঁকা ভুরু,
কালো মেঘে সেই গর্ব কোথায় বিলীন
নত হল দু'নয়ন — অগৌরব শুরু।
তবু ঘৃণা দ্বেষ করি না ওই আলোকে
পরাভব দূর হবে অন্ধকার থেকে

৩৪

কেন বলেছিলে শুভ হবে এই দিন
তাইতো আনিনি ছাতা, পড়েছি বেরিয়ে
মেঘ, বৃষ্টি, জল, ঝড় করেছে মলিন
তোমার খ্যাতির ছটা গিয়েছে হারিয়ে
কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে হয়তো বা তুমি
সস্নেহে মুছিয়ে দেবে আমার আর্দ্রতা,
তেমন মানুষ কেবা রয়েছে মরমী
ক্ষতে প্রলেপন দিয়ে তুলে যাবে ব্যথা
আমার এ অপমানে লজ্জার কুসুম
ফোটে যদি নিজেকেই করো গো আহত
তাতেও হবে না সুখ আসবে না ঘুম
জুতো মেরে গোরু দান করো তুমি যত
তবু তব মুক্তোঝরা অশ্রুবিন্দুগুলি,
দূর হবে শোক মন্দ ব্যবহার ভুলি।

৩৫

অতীতের কৃতকর্মে কি যে লাভ শোকে?
ঝরনার জলে মল, গোলাপে কাঁটাও,
কুসুমে রয়েছে কীট ছুঁয়োনা তাহাকে
মেঘ ঢাকে চাঁদ সূর্য বলে সে হটাও
আমি নিজে কতবার সকলের মত,
তোমার বিভ্রম সাথে নিজের তুলনা
করে ভাবি কত পাপ করে অবিরত
ধরি না হিসেব তার বুঝিনি ছলনা
যত ভ্রম দেখি চোখে করে গেছি ক্ষমা,
তোমাকে আড়াল করে নিজে মিথ্যে বলি
তার লাগি নিন্দাবাক্য হয়ে আছে জমা
প্রেম ঘৃণা দুই পাশে রেখে হেঁটে চলি
বারবার তুলে ধরি নিজেকে দু হাতে
মধু চুরি করে সে যে, প্রেমকে জানাতে

৩৬

এক বৃন্তে দুটি ফুল, তুমি আর আমি
অভিন্ন দুটি মনের প্রাণের স্পন্দন,
অথচ কালিমা যত মোর পরে নামি
তুমি হাত না ধরলে কাটাব জীবন
কাটাব কারণ দুটি প্রাণ দুই দেহে
তবুও তো সমমূল্য সম মর্যাদায়,
গুণপনা বাদ দিয়ে অবিরত স্নেহে
ভেসে গেছি আশ্লেষের জোয়ার ভাটায়
হয়তো বা অস্বীকার করব তোমাকে
যাতে না শরমে রাঙা হও মোর পাপে।
দয়া মায়া পলাতক বিকৃত এ মুখে
ক্ষত জুড়ে রক্ত ঝরে অপমানে চাপে
সেরকম ব্যবহার করো না গো তুমি
মাথা মোর উঁচু হোক ভালোবাসা চুমি

৩৭

বৃদ্ধ জনকের মুখে তৃপ্তির আশ্বাস
উপযুক্ত আত্মজের কার্য প্রদর্শনে
ঘৃণিত ভাগ্যের চাপে তবুও আহ্লাদ
জাগে তোমা দেখে তব কৃতী আস্ফালনে
ধন রূপ বিদ্যা গুণ বংশের গৌরব
তোমাকে পেয়েছি বলে ধন্য আমি প্রিয়া
গুণের ওপরে আছে করুণা সৌরভ।
যাতে তৃপ্ত হয়ে আছি দিয়াছ ভরিয়া
শক্তিহীন হয়ে তবু উঠেছি যে জেগে
কুহকের মন্ত্রপাঠে করেছ সবল
বিকল্পবিহীন তুমি, তব গতিবেগে।
ওই হাত দুটি ধরে হয়েছি সফল।
জীবনের অর্থ খুঁজি হয়ে আত্মহারা
পূর্ণকাম কী যে তাহা বোঝে না লোকেরা

৩৮

বলবার কথা তব রয়েছে সাজানো
তবু কেন খুঁজে ফের মোর কবিতায়?
যদিও রয়েছে তাতে কাহিনি মাখানো
বহু রস, কালে যাহা মুখের কথায়
সর্ব মাঝে পাবে স্থান, দেবে অপবাদ
পক্ষপাতদুষ্ট কিনা পারি না বলিতে
অকৃতজ্ঞজনে তুমি করে গেছ বাদ
তোমার আচরণ সে না পারে কহিতে
প্রেমকাব্য তব যেন হয় গো মধুর
নব সাজে নব ঢঙে মিলন বারতা
নির্বাসিত ছন্দ নিয়ে হোক ভরপুর,
পুজা ধূপ পুড়ে পুড়ে সঙ্গমের কথা
খুশি যদি হয় সবে মোরা কবিতায়
প্রশংসার সেই বাণী তোমাতে বর্তায়।

৩৯

তোমার শক্তির কথা কেমনে যে বলি?
তব গুণে গুণান্বিত আমার অন্তর
মহৎ হৃদয় মোর এ কথা সকলি
অবাস্তব জানি তুমি প্রাণের ভেতর
মহিম প্রকাশ সত্তা তব হোক দুটি
ভাগ গভীর প্রণয় হোক দ্বৈত নাম
শুধিব তোমার ঋণ, যাতে লোক ত্রুটি
নাহি পায় বিরহেতে শুধু অবিরাম
জপে যাব তব গাথা যত দুঃখ পাই,
না হোক সঙ্গম তবু মধুময় স্মৃতি
বাঁচাত না কল্পনাকে দিনগুলো তাহি
পেত না সুখের ছোঁয়া বিচ্ছেদ বিচ্যুতি।
এক দ্বিধাভক্ত করা তোমার নির্দেশ
অমরতা এসে পড়ে মরণের বেশ

৪০

প্রিয়তম তুলে ধর আমার পরাণ,
সব নাও শূন্য করে দেহের আধার
দোষ ত্রুটি ক্ষম মোর শুধু গুণগান,
যাহা ভালো পড়ে আছে হৃদয়ে আমার
প্রণয় পরশ শুধু আমারে স্মরিয়া,
যদি অন্য প্রয়োজনে করো ব্যবহার
সব শুষে নিয়ে যদি রিক্ত কর হিয়া,
নিজে তুমি ঠকে যাবে, রূপের বাহার
নিয়ে প্রতারক হও তাও করে ক্ষমা
গ্রহণ করেছ যাহা প্রেমের জীর্ণতা
নেবে জল তুমি এত কাল ছিল জমা
অযোগ্য বলেই প্রেম পেল না পূর্ণতা
মন্দ শুদ্ধ হয় যেন হৃদয়ের জোরে
ঘৃণিত হয়েও বাঁচি ভালোবেসে তোরে

৪১

মোর কথা বিস্মরণে যখন যুবতি
স্বেচ্ছাচারিতায় তুমি বাঁকা পথে যাও
তোমার রূপের মোহে, ক্ষমি সেই ত্রুটি
প্রলোভনে পড়ে তুমি মিথ্যা গান গাও
মনকে মোহান্ধ করে তোমার কথায়,
মৌমাছির মতো তারা তুলেছে সাড়াও
রূপবতী তোমাকেই ছুঁয়ে যেতে চায়।
কামনারে ফিরি করো কী যে সুখ পাও?
অজানা ভবিষ্য ভাবি কোন সে পুরুষ
ঘর বাঁধে? শুনে নাও কী কথা বলেছি
উদ্ধত ‍নিজেকে বাঁধো, ফিরে পাও হুঁশ
স্খলন পতন ছাড়া আর কী দেখেছি?
পুড়েছ রূপের মোহে তুমি যে কেবলি
মিথ্যা প্রেম জীবনের কেড়েছে সকলি

৪২

তাকে তুমি পেয়ে গেছ, আমি দুঃখী নই
সে তোমার, তাও জেনে বেসেছি যে ভালো,
পরাজিত, তবু বলি সে তোমারই সই
হারানো প্রেমের মাঝে দেখিয়াছি আলো
অপরাধী জেনে আমি তিতিক্ষার বশে
আমার প্রণয় জেনে তাকে দিলে প্রেম
এমন দৃষ্টান্ত মোর আর নাহি পাশে,
বন্ধু হয়ে আছে ক্ষুব্ধ কী আমি দিলেম?
তোমাকে বাসলে ভালো ক্ষতি হবে লাভ,
সখা পাবে ক্ষতিটুকু বদলে তাহার
দুই যদি হারা হই তাহার প্রভাব
করে দেবে দিগভ্রান্ত ভুল নেই তার
তার চেয়ে তুমি আমি যেথা রব সুখ
সে তোমাকে ভালোবাসে এখনো বাসুক

৪৩

বন্ধ চোখে ফুটে ওঠে তব প্রতিকৃতি
দিনের আলোয় ফোটে অন্য দৃশ্যাবলি
দাঁড়াও স্বপনে এসে হাত দুটো পাতি
অন্ধকারে জ্বলে ওঠো মহিমার কলি।
রাত্রির তমসাভেদী যে আলোক ফোটে
দিনে তাকে কোথা পাব তৃপ্ত হতে গিয়ে,
অর্থ লাগি নানা জন নানা কাজে জোটে
তার মাঝে বাসনা যে যায় গো ফুরিয়ে।
তাই তো হয় না বলা নয়ন সার্থক,
রোদজ্বলা দিনমানে নিতান্ত সজ্জায়
তব সাদামাটা রূপ শুধু নিরর্থক,
স্বপ্নের অবাক দেখা নগ্নতার দায়
না যদি স্বপ্ন আসে দিন হয় রাত।
কল্পনায় যেই আসে আসে খোলে গো বরাত

চিন্তার সামগ্রী দিয়ে যদি এ শরীর
তৈরি হত থাকত না দূরত্বের ছায়া।
চলে যেতে কাছে তব নির্দ্বিধায় স্থির
প্রতিরোধকারী সব বুঝত এ মায়া।
যদি থেকে দূরে তুমি তুচ্ছ করে সব,
তব মুখচন্দ্রিমার কথা ভেবে নিয়ে
নিজেকে উজাড় করে যেন উৎসব—
দিতাম তোমার পায়ে অর্ঘ্যকে সাজিয়ে
নিজেকেই শুধালাম, নেবে সঙ্গী করে?
যতই ভাবি না কেন, তব কথা ঘিরে
মন কেন চায় না যে শুধু ঘুরে ফিরে
প্রলাপের পাঠ পড়ি, অনুভবটিরে
দুঃখ দিয়ে সাজি ডালি কথা সঙ্গ সুখ,
দেয়া নেয়া বাজে কথা নিঃশব্দ অসুখ

৪৫

অগ্নি আর বায়ু সঙ্গী করে আছ তুমি
সত্তা তব তাড়া করে পশ্চাতে আমার
নিমেষে উধাও হও আমারে যে চুমি,
ছোঁয়া পেয়ে জেগে ওঠে কাম ভাবনার
মূর্ত মরু দেখা দাও প্রেম লালসায়
শুষে নাও জল মাটি হৃদয়ের থেকে
তারপর পুনরায় কোথায় হারায়
তা রূপ যৌবনের স্বাদ গন্ধ মেখে
প্রাণ থেকে তব অগ্নি বায়ু ফিরে এলে
মোদ বাধা পেয়ে তারা হৃদয়েতে পশে
চিরসঙ্গী এভাবেই তব কাছে গেলে
প্রাণেতে কেমন খেলা বিষাদ হরষে?
সুখের সমাপ্তি ঘটে শুধু তাই বলি
তোমারে বিলায়ে সুখ অপরাহ্নে ঢলি।

৪৬

দ্বন্দ্ব বাধে রাতদিন দখলের লাগি,
প্রাণ আর চোখ দুয়ে তব দাবিদার
হৃদয় মানে না তবু নয়ন বিবাগি
পরস্পর শুধু বলে তুমি নাকি তার
প্রাণ বলে, ওই রূপ গোপন গুহায়
যা আছে লুকনো চোখ কোথা খুঁজে পাবে?
চোখ প্রতিবাদী হয় দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়
ক্রমশ হৃদয় নিজে সঙ্গী নিয়ে ভাবে
সঙ্গীরা বিচার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
দুজনের দাবিটুকু আছে যথাযথ
তাহলে কীসের ঝগড়া কী বিষয় নিয়ে?
যে যার বলেছে সত্য, দুজনের মতো
বাইরের রূপরাশি চোখেতেই ফোটে
অন্তর রূপের কথা প্রাণে ভেসে ওঠে

৪৭

দু'চোখ যখন খোঁজে দৃষ্টির ঝলক
তব, না পেলেই ঝরে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস
একে অপরের সেবা করি ভুলি শোক,
তখন প্রাণেতে জাগে মিলন আভাস
সেই ক্ষণে প্রাণভরে তব রূপরাশি
আলেখ্য দেখিয়া তব শান্তি করি ভব,
যাচিত প্রাণের কাছে, বলে ভালোবাসি
প্রেম নিয়ে উভয়েই নিশ্চিত নির্ভর।
ছবি না শরীরী হয়ে এস মোর প্রেমে,
মিশে যাও স্রোত সনে আমার পরাণে
জীবনের রস নাও মেতো নাকো কামে,
প্রাণে প্রাণ অঙ্গে অঙ্গে ভরে যাক গানে
স্বপ্নে অবিকৃত ছবি ফোটে গো তোমার
দিনমান তব প্রাণ খুঁজে ফিরি আর।

৪৮

সাবধানী পথ, চলি অবোধ্য কথায়
তব ইশারায় যাহা দিয়েছে হদিশ
বুঝি না বক্তব্য তবু ছাড়ি না তাহায়
মিথ্যে প্রতিজ্ঞায় দেখি বিশ্বাসের বিষ।
ঐশ্বর্য সকলি তুচ্ছ তব পাশে মোর,
যত দুঃখ সব ভুলে পেয়েছি সান্ত্বনা
সকলের প্রিয় হয়ে মোর লাগি ঘোর
রচিয়াছ। দস্যু তুমি ভুলের যাতনা
নিয়ে হৃদয় গহীনে তাই রাখি তোমা
একমাত্র সেইখানে জানি দাও সাড়া
টের পাই স্বপ্নে জেগে তব রমরমা।
দাও যদি ইচ্ছে হয় হয়ে আত্মহারা
অন্য কোথা যেতে, চলে যাও শুধু ভয়,
অপাত্রে বর্ষিল সদা চাঁদকেই চায়

৪৯

এমন সময় যদি কভু এসে পড়ে
আমায় যা কিছু বলে ক্রোধান্বিত হয়ে
মিটিয়ে প্রেমের দেনা গা হাত পা ঝেড়ে
উচ্চশির চলে যাবে অন্যের আলয়ে
দু চোখে বাতিল করা তীব্র অবহেলা
একবারো পিছু পানে তাকাবে না হেসে
যথার্থ ছিলাম বিনা করে হেলাফেলা
আলোচনা, বলবে মরেছে ভালোবাসে
সতর্ক রয়েছি যাতে আসে না ও দিন
ভয়ে ভয়ে থাকি বেঁচে সংকীর্ণ বলয়ে,
মন প্রাণ দিয়ে তব পায়েতে বিলীন
নিজেকে অবজ্ঞা করে মোহে ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
করে দিতে পার তুমি যুক্তিতে ভিখারি
বিপদে যাব না জেনে মার, আমি মরি

৫০

ঘুরে ঘুরে অবসন্ন, স্বেদ ঝরে পড়ে
ক্রমাগত চলি ভাবি কোথা এর শেষ?
থামার উপায় নেই, তুমি গেছ সরে
জানি না কবে যে হবে চলার নিকেশ।
বাহন অশ্বটি মোর জানে অভিপ্রায়
সেও ক্লান্ত হৃদিহীন দেহের ওজনে,
তোমাকে সরিয়ে বাধা পথের কোথায়
শেষ যে তোমাকে দূরে রেখে তৃপ্ত মনে
আছে থাক, যাব না কোথাও তোমা ছেড়ে
মজেছি যে প্রেমে ঘোড়া খেয়েও চাবুক,
উত্তেজিত হয় নাকো চাপা রাগ ঝেড়ে,
হ্রেষাধ্বনি বুঝি না যে কীসের অসুখ?
থেমে নেয়ে তার সেই তীব্র চিৎকার
পিছে পড়ে থাকে সুখ কালের প্রহার

৫১

যবে দূরে চলে যাই আমি অশ্ব চেপে
দ্রুতবেগে, ক্ষমা করো সখি গো আমাকে।
তব হিয়া পারে না গো শোকে উঠে খেপে
থামাতে আমায় কেন না দেখাব শোকে
ব্যথাতুর হই সহজেই মনোরথে,
ফিরি যদি বাতাসের পিঠে ভর করে
নিমেষে তোমাকে স্পর্শ করি কোনোমতে
অশ্ব পরাজিত হবে সে গতির ঝড়ে
কামনাবিহীন প্রেম মনসিজ তাই
সফল, বাসনা সহ প্রেম থাকে তার
নিচে প্রেমের কথায় হয়রান ভাই
তেজীয়ান মন বলে দূরে যেতে আর
দ্রুত নয়, ধীর লয়ে অশ্বকে চালাও
ফিরবার লাগি তাকে অবসর দাও।

৫২

আমি ধন্য কী বিপুল বৈভব আমার!
যাবতীয় ধনরত্ন করায়ত্ত মোর
যা আমাকে করে তোলে যশের বাহার
সাধ্য কার এ আনন্দ দেখে নিশিভোর।
বিহ্বল বিরল এই সুখ সমারোহ
বছরে কমই হয় হিরে জহরত,
আলো ঝলমল করা অদেখা আবহ
যাদের বসানো হয় সপ্তম সঙ্গত
তেমনই তোমার দ্যুতি আমার হৃদয়ে
মূল্যবান পরিবেশে যেন আছে ঢাকা
বন্দিনী করেছি তোমা গর্বের আলয়ে
প্রেম অলংকারে সেজে তুমি যেন রাজা
তুমি ধন্য সীমাহীন তব গুণরাশি
যেখানে দুর্বল আমি সেথা পরকাশি

৫৩

তোমাকে কীভাবে সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর'
অঙ্গে অঙ্গে মায়া তব রয়েছে ছড়ানো
চল ফের একমাত্র তুলনা উপর
তোমারই তুলা তুমি রঙেতে ভরানো
অ্যাডনিস পরাজিত ও রূপের কাছে,
ট্রয়ের রূপও দেখি হয়ে যায় ম্লান
রূপের জহুরি সব আসে আগেপাছে
বলি তুমি রূপবতী সকলের প্রাণ
ঋতুতে ঋতুতে তুমি একেক ধরন,
সুন্দরের শোভাবাজি বাড়াও আপনি
বাইরে যতটা দৃশ্য ভেতর গড়ন
তার চেয়ে ঢের বেশি দেখে যে লাবণ্য
যে জানে প্রণয় দিতে সে তো অনন্য

৫৪

রাজবাড়ি ঘেরা যত পাথর মিনার
এ কাব্যের চেয়ে তার আয়ু বেশি নয়
তব রূপ গর্ব গাথা এ কাব্যের প্রাণ
মহাকাল বুকে সে যে রহিবে অক্ষয়
মহারণ, হানাহানি মূর্তি, শিল্পকলা
ধুলোতে মিলিয়ে যাবে, ধ্বংস নির্দয়তা
তব স্মৃতি রবে কিন্তু চিরকাল তোলা
অগ্নি বা মহাস্ত্র যদি আনে নীরবতা
তবুও অমূল্য প্রাণ বিস্মৃতিতে চলে
তোমাকে পারবে না যে কোথাও হারাতে
তোমার সৃষ্টির শিল্পী তার পলে পলে
গড়ে তোলা সৃষ্টি হলে তারে দাও যেতে।
মহাকাল বিচারের দিনের আলোতে,
প্রণয়ীর চোখে তুমি রবে উদ্ভাসিতে

৫৫

সৌন্দর্য বিশিষ্ট হয় মহত্ত্ব ছাড়াই
যদি তার সততাই হয় অলংকার
গোলাপ শোভন তবু তার গন্ধটাই,
স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় প্রিয় যে সবার
আরো কত ফুল ফোটে বর্ণময়তায়,
কাঁটা ঝোপে রূপ নিয়ে সদাই উজ্জ্বল
বসন্তের বায়ুভরে কুঁড়ি বড়ো হয়,
খেলে তারা, দুলে দুলে কেমন চঞ্চল
যদিও বৈশিষ্ট্য তার বর্ণে আর রূপে
তার ভালোবাসা খেলো সহজ সরল
বিরহে, বিবাহে দেখি সাজায় গোলাপে
মৃত্যুর পরেও তার সুবাসিত ঢল
থেকে যায়। হৃদয়ের মহত্ত্ব উধাও
তবু কাব্যে থেকে তুমি গন্ধটুকু দাও

৫৬

হে প্রেম, নবীন তেজে হয়ো গো মুখর
তৃপ্তি শেষে হৃদয়ের ধার যাক চলে
খিদের হবে না শেষ, সুখ দীপ্তিকর
হয়তো শাণিত হবে নব শক্তি পেলে
তাই বলি প্রেম তুমি হয়ো না কঞ্জুষ,
চোখের অতৃপ্তি তব রাখিয়ো অম্লান
আজকের যাহা প্রাপ্তি বসন্ত মঞ্জুষ
বাতিল করো না তারে বিধাতার দান
মনের চাহিদাটুকু আঘাত না পায়
মোদের প্রণয় হল সমুদ্র লহর —
আছড়ে পড়ে। তবু সে তো আসে যায়,
তুলনারহিত নব শক্তির প্রহর
শীতার্ত বাতাস বহে বিরহের ভার,
তখন স্বপ্নেতে ভাবি বসন্তবাহার

৫৭

তব দাসখত নিয়ে নিবেদিত আমি,
অপেক্ষায় দিনরাত কী দেবে আদেশ?
অমূল্য সময় সব তব প্রেমকামী
কোনো কাজে মন নেই, কাজের আশ্লেষ
নেই কোন, তবু দোষ দেব যে কেমনে?
পলে পলে তৈরি আমি হুকুমের লাগি
কোনো ব্যথা পাই না তো তব অদর্শনে
হাহুতাশ নিয়ে শুধু আমি রাত জাগি
মনে কোনো দ্বেষ নেই, জানি না ঠিকানা।
মোরে ছেড়ে কোথা যাবে, কার উদ্দেশে
দাস হয়ে পড়ে থাকি, কথার নমুনা
যেথা যাক সুখ যেন থাকে তব বশে
প্রেমের দেবতা অন্ধ কিছুই দেখে না
দুঃখ ভালোবাসা বোধ গায়েতে মাখে না

৫৮

হে প্রভু না করো আমাকে তার ক্রীতদাস
তার দুঃখ ক্লেশ থাক হাতের কব্জায়
সে যেন কাটায় সুখে, সঙ্গে করে বাস
বিরহের শোক যেন করে না আশ্রয়
যত শোকতাপ হোক সহে তব লাগি,
নেব বুকে ধৈর্যশীল প্রশান্ত আননে,
বর্জিব বাসনা যত, নেব মৃত্যু মাগি
অন্যায়েতে সায় দেব তোমার কারণে।
বাধাহীন স্বতন্ত্রতা, ইচ্ছা যেথা যাও
মুক্ত তুমি সময়ের নহ অংশীদার
সময় তো ধরে আছে তব দুটি পাও
তুমিই সক্ষম সব পাপ ক্ষমিবার
নরকে গিয়েও আমি রব অপেক্ষায়
সুখ দুঃখ যা ঘটুক আনন্দ উড়ায়

৫৯

পুরাতন ফিরে আসে নবতর রূপে
ক্ষয়ে যাওয়া অতীত পাই বর্তমানে,
যত করি লাফঝাঁপ পান করি চুপে
নতুন বোতলে রাখা পুরোনো শ্যাম্পেনে
অহংকার চূর্ণ — কোথা নব! দেখ দূরে
সূর্য সদা ঘুরে চলে একচক্রাকারে
কতবার কে যে তাহা বলিবারে পারে?
পৃথিবীরে ভালোবেসে মমতার ভারে
স্মৃতিতে রয়েছে লেখা রূপ ইতিহাস।
পরিবর্তনের কোনো কথা লেখা নেই,
তোমাকে আগের মতো দেখি প্রতিভাস
বোকা আমি তাই শুধু স্মৃতি হাতড়াই।
কল্পনার স্বপ্ন নিয়ে অতীতবিলাসী
ঢেকে রাখি অযোগ্যতা ভুল রাশি রাশি।

৬০

ঢেউয়ের মতো দেখ মুহূর্তেরা ধায়,
অনন্তের দিকে এই যাওয়া আসার
কী যে অর্থ? কেহ জানে হারায় কোথায়?
কী কারণ এ গতির? যতিহীনতার
যার জন্ম আলোকের জ্যোতিপুঞ্জ থেকে
কালের নিয়মে তারা ক্রমবর্ধমান
পুনরায় একদিন অন্ধকার মেখে
হয় শেষ কাল নাহি করে গুণগান
অস্থায়ী যৌবন তবু অপরূপ সাজে
দেহরেখা ভরে তোলে সৌন্দর্য বাহার
প্রকৃতির সেরা দান অকৃপণে রাজে।
সময় ফুরিয়ে গেলে শুধুই আঁধার।
তব গুণ গেয়ে আমি পদ্য লিখে চলি,
কালের প্রহারে ফুরাবে না শুধু বলি

৬১

রাতব্যাপী চিন্তা দাও, তোমাকেই ভাবি
মোর চোখে দিতে নাহি চাও তুমি ঘুম।
সারারাত নিদ্রা নেই, চিন্তা হাবিজাবি
রূপের তো শেষ হয় ঝরে গো কুসুম
কড়া চোখে দেখে চল মোর যত কাজ
নিজের সত্তাকে শুধু কর নিয়োজিত।
সে খবর রাখ কী যে করি নিয়ে লাজ
সন্দেহের অগ্নিবাণে করেছ পীড়িত।
অসৎ তোমার প্রেম বড়ো করে দেখি
প্রণয়ীর ভূমিকায় আমি যে বিশ্বাসী
তাই দ্বিধাহীন হয়ে চলো ওগো সখী,
যাতে ভালোবাসা থাকে অনন্ত আগ্রাসী।
কবে তুমি কাছে আস জেগে বসে ভাবি,
জানি না খুলবে কিনা কোথা পাব চাবি?

৬২

নিজেকে শেষ করার পাপ অনুভব
চেতনা জর্জর করে তুলেছে আমার
এর থেকে মুক্তি নেই উদ্ধারের সব
আশা অন্তর্হিত যেথা দুঃবার দ্বার
এত অপরূপ বিশ্বে কোনো দেশ নেই
শ্রীময়ী তুলনাহীনা, নির্লজ্জ সাহসী,
বর্ণিতে তাহারে কবি ভুলে যাবে খেই
কী সাজে সাজব আমি তার পাশাপাশি?
দর্পণে দেখেছি সে তো বলে অন্য কথা
কাঁচাপাকা কেশ আর চামড়ার ভাঁজ,
সময়ের গাড়ি যায় গড়ায় বারতা
যৌবন আমার শেষ, সূর্য অস্ত আজ
অমর আত্মারে তব করি অনুরোধ
তোমার মুখেতে দেখি মোর যত বোধ

৬৩

কালদৈত্য যেই দিন তব রূপ খেয়ে
নেবে সেদিনও ভালোবাসব তোমাকে
হে প্রিয়া রক্তের তেজ শেষ দেহ বেয়ে
চামড়ারা ঢিলেঢালা তোমাকে গো দেবে
ভাবব এ সেই রূপের প্রতিভূ ম্লান
হয়ে আছে বসন্তের অতৃপ্তিতে রাত
কাটে, তব রূপ ঝরে যা স্বর্গীয় দান
যার মাঝে ডুব দিয়ে করি বাজিমাত।
এ রকম দিন কখনো আসেনি এই
যে জীবনে শুধু থাক স্মৃতি মধুময়
ছেদিত না হয় যেন কাল দন্ততেই,
হরণ করুক তাহা নিষ্ঠুর সময়
তব রূপবিভা যেন থাকে অক্ষুবান
তোমার প্রণয়টুকু থাকুক অম্লান

[illegible]

কালের প্রহার শুধু মানুষকে নয়,
সভ্যতাকে নষ্ট করে কীর্তির গৌরব,
মিনার খিলান আর রাজকীয় জয়
ধুলো হয়ে মিশে যায় হারায় সৌরভ
তৃষ্ণার পানীয় ফের গ্রাস করে মাটি—
অন্যদিকে চর জাগে গ্রামের পত্তন
কে কবে নদীর সাথে পেরে ওঠে আঁটি
জিজ্ঞাসিত, একি ভ্রম, ঈশ্বরের মন
ভাঙাগড়া এ খেলার বিস্ময় প্রকাশ
চিরন্তন যাহা ভাবি, তাও গুঁড়ো গুঁড়ো!
মনে জাগে তাই ভয় — হই যে হতাশ,
প্রিয়ার খবর পাব ধরে ল্যাজা-মুড়ো
সময়ের? লাভ হবে নাকি? আছি চাপে
জানি না পাব না তারে আমি অভিশাপে।

৬৫

ধাতু আর শিলা রাশি যত শক্ত হোক
জল অগ্নি কেউ নয় মৃত্যুতে অবশ
সেরা রূপ সেও পায় মরণের শোক
শোভা মানে কোমলতা, কেমন সরস
নিজে কভু কাউকেই করে না যে ক্ষয়,
কিন্তু মধু জানে সে যে হয় না অমর
সময়ের শেষ হলে তার পরাজয়
পাথর ক্ষয়িষ্ণু হয় ভাঙে তার ঘর
কাল গ্রাস থেকে কেবা পেরেছে লুকোতে?
সেরা ধন' তাই বলো হে মোর হৃদয়
কে পেরেছে মৃত্যু থেকে সৌন্দর্য বাঁচাতে?
নিয়ম পাল্টালে পৃথিবীর অপচয়
হবে থামে না তাহার নিজ গতি,
যৌবনের মধু কাব্যে নেই তার যতি

৬৬

বৈভব দুহাতে নিয়ে রাজাও যাচক,
যবে দেখি ইচ্ছে হয় প্রাণকে হারাতে।
প্রচুর আনন্দে ভয় দেখায় যে লোক
অমাত্যের হাতে দেখি সত্যকে ঝরাতে
লজ্জা অপমান বোধ তাকে ঢেকে রাখে,
সতী রূপান্তরিত যে ব্যভিচার ভারে
ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হয় কালি মুখে মাখে।
শক্তি ব্যর্থ অক্ষম সে কালের প্রহারে।
রাজদণ্ড কেড়ে নেয় শিল্প স্বাধীনতা
বিদ্বান সদাই শোনে মন্ত্রীদের বাণী
শাশ্বত পরম সত্য, হারায় বারতা
মৃত্যুকে এড়াতে তারা করে কানাকানি।
প্রতিবাদহীন এই সংসারে বিমুখ
শুধু চাই প্রিয়া রেখে মৃত্যুময় সুখ।

৬৭

কেন কেউ বেঁচে রবে পরানুকরণে?
অনায়াসে বেছে নিয়ে বাঁচায় কী লাভ?
পাপবোধ কুরে খাবে প্রতি অনুক্ষণে
অপরাধসহ তার কীসের অভাব?
অবহেলা ভরে আঁকা কোথায় লাবণ্য
মুখে? মনে হয় মৃত তার এই ছবি
স্বর্গবাসী হন ফুল শোভা পেয়ে ধন্য।
তা জেনে গোলাপ কেন ছায়া করে কবি,
তার রচনায় শূন্য প্রকৃতির মাঝে
রক্তহীন মুখে তার শরম রক্তিমা
জাগবে না কভু সে যে, লাগবে না কাজে।
দুঃখ নিয়ে ভালোবেসে হয়ে সে অসীম,
তবু ব্যভিচারী তাকে বাঁচাবে প্রণয়ী
যৌবনের মূল্যায়নে সে যে হবে জয়ী

৬৮

কপাল ও কপোলে ভাঁজ দেখে মনে পড়ে
একদিন দেহে তার ছিল রূপবন্যা
শুকনো পুষ্পের প্রায় রূপ ঝরে ঝরে
পথ, ধুলো দেহ জুড়ে, নয় সে অনন্যা
সুন্দরের দেবী সে, চঞ্চল যে। অধরা
মৃতজন চুল নিয়ে কেউ কি সাজায়
নিজ শিরে? একের লাবণ্য নিয়ে কারা
অনুমতি পায় মৃত আত্মাকে জাগায়
নিদ্রায় যে শুয়ে আছে তারে দেয় নাড়া
যৌবনের ঘিরে থাকা লুপ্ত অভিজ্ঞান
স্বাদহীন ভাঙাচোরা হয় না যে জোড়া
সজ্জিত আপন শোভা, নিজের সম্মান
সে পুরুষ রূপবান প্রকৃতির গড়া
সৌন্দর্য প্রতীক সেযে মৃত তো অন্যরা

৬৯

যারা দেখে পথঘাটে তব দেহখানি
খুঁতহীন, ত্রুটি কিছু নাহি পড়ে চোখে।
সবার মুখেই রটে তোমার বাখানি
গুণগান ও রূপের, বলে সর্বলোকে।
বর্ণিতে তোমার রূপ সকলে মুখর
যদিও অনেকে তাহা চায় না মানিতে
চরিত্রে মাখায় কালি, হিংসায় জর্জর
মাথায় মুকুট তব দেয় না মানিতে
দিনরাত কৌতূহল কীযে কর তুমি?
জল্পনা কল্পনা যত নিজের বিচারে,
বাঁচা মরা নিয়ে তব রচে মরুভূমি
অন্য কোনো চিন্তা নেই খালি আরে ঠারে
আকর্ষণহীন মোহ, রূপমুগ্ধ নয়
যাহা কিছু বলে যাক হবে না যে ক্ষয়।

৭০

যত বদনাম দিক তুমি নও দায়ী,
সহস্র নিন্দায় মুছিবে না তব রূপ,
প্রশস্তির পাশে নিন্দা হয় ধরাশায়ী,
প্রতিবাদ নিন্দুকেরে করায় নিশ্চুপ
অপবাদ দূর করে ফুটে ওঠে আরো
অপবাদী খুঁজে নিক গুণের কীর্তনে
ফল বলে বিষ কীটে বুকে ঢুকে পড়ো
বেড়ে যায় সে ফলের মিষ্টি দিনে দিনে
যৌবনের যত পাপ স্পর্শেনি তোমায়
কিংবা মুক্তি পেয়ে গেছ কেমন সহজে।
গুণ ব্যাখ্যা সাথে সাথে আগুন ঈর্ষায়,
কিছু হুল বলি দিতে পথ, খালি খোঁজে
ফুলে থাকা কীট ন্যায় অমৃতে গরল
সুন্দরের পাশে থাকে নিন্দার তরল

৭১

আমি নেই তাই শুনে ফেলো না জল,
কবরের আগে তুমি শোক যাবে ভুলে
শুনে ঘণ্টাধ্বনি সকলকে বোল, খল
আমি যে ফেরারি পাপাচারী বিশ্ব ফেলে
মিশেছি দুর্বৃত্ত দলে যদি পড়ো পদ্য
মোর, রেখো না আমারে তব মনোবনে।
প্রেমস্মৃতি মেখে কভু হয়ো না গো হৃদ্য
ফেল না গো অশ্রু সেই মৃত্যু সন্ধিক্ষণে।
না হয় পড়িও কাব্য যা আমার আছে
আবার ফিরিব আমি ধরণীর কোলে।
ভেব না আমার কথা প্রেম গড়া ধাঁচে,
মরণেতে শেষ হোক সব যাক চলে
নাহলে সকলে তোমা বোকা বলে হেসে
চলে যাবে তুচ্ছ করি দূরে অবশেষে

৭২

গুণরাশি যত মোর শোনাও সকলে
মরে গেলে আর কোনো ভালোবাসা দেবে?
কবরেতে মাটি ফেলে যেও তুমি ভুলে
আমার গুণের কথা কে বা বলে ভেবে
যা ছিল না তার কথা বলো না কাউকে?
ছিল না যে গুণ তাহা বলে কী যে লাভ?
শূন্যতার জন্য কেন তুমি রেখে ঢেকে
এতে মোর কবরেতে হবে না অভাব
বরং তব সত্য প্রেম মনে হবে মেকি
যদি তাকে মিথ্যে দিয়ে এভাবে সাজাও
যাতে মোর নামটুকু মুছে যাবে দেখি,
ম্লান হব হিম হয়ে পাব যে লজ্জাও
শরমে কুঁকড়ে যাই বুক ভরা শোক
বিষাদের প্রেম দাও নিগুণ তা হোক

৭৩

চৈত্রের রিক্ততা নিয়ে দেখো মোর প্রতি,
শুকনো হলুদ পাতা ভরে বনতল
নিমত্র নীরস গাছ, দিনান্তের স্মৃতি
নিয়ে চিন্তা করে শেষ পাখিদের দল
চলে যাবে। সেই ক্ষণে মোরে তুমি দেখ
সূর্য চলে যাবে ওই পশ্চিম আকাশে
আঁধারেতে লীন হয়ে আভা জ্বেলে রেখ
মৃত্যু সত্তা অন্ধকারে চলে আসে পাশে
তাপহীন অগ্নিশিখা অন্তরে আমার।
পাবে তারুণ্যের হিম ছাইয়ে আবৃত
সমুখের সকলকে করে ছারখার
কবরেতে ঘুম যাবে শান্ত সমাহিত।
এ সত্যের অনুভবে বাড়ে তব প্রেম
তার সাথে সন্ধিটুকু জানিয়ে গেলেম

৭৪

একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে মোরে
সেদিনও রব বেঁচে অন্য কোনো রূপে
এই কথা ভেবে তুমি থেক শান্তি ঘোরে
বন্ধনে অমর হয়ে স্বর্ণ স্মৃতি কূপে
রব যে তোমার যদি মনে পড়ে তবে
ভেব একবার, তব প্রাণে মোর প্রাণ
একত্রে মিশেছে আমার আত্মা যে নেবে
মেনে তব অধিকার তারপরে টান
পড়ে কবরের। পাই যৌবন ফুরাবে
কীট যত এই দেহ কুরে কুরে খেলে
কঙ্কালটি দিয়ে আর কী তোমার হবে
পরিত্যক্ত করো তারে, দিও দূরে ফেলে
কী আছে স্মরিবে যাহা রবে চিরদিন,
সে তো আমাদের প্রাণ হবে না বিলীন

৭৫

শুষ্ক ফাটা মাটি পরে, ঝরে জলধারা
অজন্মার ভয় কাটে সরস ধরণী
তারপর সাব রূপে তোমার পশরা
তোমার শান্তিকে ভেবে কাটাই রজনী।
কৃপণ যেমন শান্ত মত্ত ধনলাভে?
চোখের পলকে দেখি বয়স পালায়,
তুমিই আমার অর্থ, আমি সেই ভাবে
পূর্ণ তব সঙ্গে, অন্য সুখেরা হারায়
ক্ষুধায় কাতর তবু। অচঞ্চল চোখে,
তব নয়নের দৃষ্টি সুধা পান করে
পৃথিবীর ভোগ্য পণ্যের কোনো কিছুকে
শুধু অন্বেষণ সুখ, তোমার অন্তরে
নিশিদিন শুধু কাম্য এই তো বাসনা
তোমার মুখের ভাঁজ স্মৃতিতে যা চেনা

৭৬

সব পদ্য যা লিখেছি তা যে একঘেয়ে,
নেই তাতে নব্য কোনো ছন্দ অলংকার।
সরে গেছি নবযুগ কবিদের চেয়ে
কাম দ্বিধা নাহি ফোটে কেন বারবার?
নব্য রীতি নব্য কথা পারি না শোনাতে
এক কথা বলি শুধু চর্বিতচর্বণ
বৈচিত্র্যবিহীন সেই কাব্যে কান পেতে
সকলেই বোঝে শুধু এ সাতকাহন
তবু যে যা বলে, বলে যাক এ যে প্রেম
শুধু তুমি তার একমাত্র উপহার
পুরোনো কথার ছন্দে বিকশিত হেম,
নব রীতিতেও তুমি অন্তর তাহার।
রোজ ওঠে পূবে রবি রোজ ঢলে পড়ে
মোর প্রেম তার মতো নিত্য দিন গড়ে

৭৭

ক্ষীয়মান শোভনতা ফুটবে দু চোখে
নীতিবাণী ফুটবে যে হৃদয় গভীরে
জেনে নেবে মিথ্যে কালক্ষয় করে লোকে,
সময়ের অপচয় বোঝে ধীরে ধীরে
কালিমায় লিপ্ত হবে নয়নের ভাঁজ
স্মৃতি তাড়া করে যাবে বয়সের তীরে।
সর্বনাশা সময়ের নাশকতা কাজ
বিস্মরিত কথা দাগ কাটবে শরীরে?
পুনরায় নবজন্ম স্রষ্টার এ কাজ
দর্পণে দেখলে মুখ পড়ে মনে ক্রমে
যা হয়নি তব বলা আজও তা ফিরে
পারেনি বলতে এতদিন আছে জমে
নিজের আননে তুমি যতই তাকাবে
পুরোনো না বলা কথা তত দেখা দেবে।

৭৮

এ কবিতা রচনার আগে কত ভাবে
ভেবেছি দিয়েছে ভাব ঔদার্যের দান,
তব উপস্থিতি ছিল তারই স্বভাবে
দয়ায় তোমার আমি হয়েছি মহান।
তব করুণায় পাখি কণ্ঠে পায় সুর,
তারে তুমি জুগিয়েছ পক্ষ উড়িবার,
মানব গুণের কথা বলো হে প্রচুর
জ্ঞানরূপ প্রায় সেই কথার বিস্তার
মোর লেখা লাগি তব যত অহংকার?
তব প্রসাদে রচিত সেই কাব্যগাথা
নব প্রণয়ের মৃত্যু ডাকি তার হার
জানি এ লেখায় কারো কাটিবে না মাথা
ইশারা তোমার শুধু হে প্রেম, হে প্রিয়া
তব কথা সামান্যই জানে মোর হিয়া

৭৯

সহায়তা লাগি মোর তুমি দিলে সাড়া,
সম্পূর্ণ হয়েছে কাব্য তব করুণায়
সময়ে অপমানে কিন্তু দিশাহারা,
গৌরব হারিয়ে তাই কাব্য ব্যর্থতায়
আজ। একথা বলতে নাই কোনো বাধা
অন্য কোনো বড়ো কবি ছিল দরকার
বুঝে গেছি লালিত ভাষারা গুহে বাধা!
প্রাণেতে তোমার স্তব পূজা বারবার
গুণরাজি ফুটে ওঠে তব ব্যবহারে,
লাল গালে যে লাবণ্য পেয়েছে প্রকাশ
অমরত্ব পাবে তাহা কবির বাহারে
মালা গেঁথে মরে বেঁচে করি যা বিশ্বাস।
কৃতজ্ঞতা জাগায়ো না যা লিখে রেখেছি
দেনাটুকু তব আমি এভাবে শুধেছি

৮০

তব কথা কাব্যে লিখে শোকে মুহ্যমান,
হয়তো অনেক ভালো কথা অন্য কবি,
করবে বয়ান, কাব্য ছাড়া কোনো জ্ঞান
নাই মোর। ফোটালাম তাই এই ছবি
তব মহত্ত্বের মাপ সাগর সমান
পারাপার করে যাত্রী নিয়ে বড়ো তরী
ক্ষুদ্র নৌকো মম তাতে নেই কোনো জ্ঞান,
তারে নিয়ে স্রোতে ভাসা বাঁচি কিংবা মরি
যদি সহায়তা করো পেতে নিয়ে যেতে
ভাসাব আমার তরী সমুদ্রের মাঝে
ক্ষুদ্র নৌকো সাফল্যের স্পর্শে ওঠে মেতে
অনুকূল হাওয়ায় গৌরবে বিরাজে
কিন্তু যদি মাঝপথে আমি ডুবে মরি,
অবিশ্বাসদায়ী হবে দ্বন্দ্ব আমারই

৮১

তোমার সমাধি লেখা লেখাবে আমাকে
দিয়ে, তোমার অবর্তমানে আমি রব
বেঁচে একা। জানি এই দেহ মাটি থেকে
ধুলো হবে, ভুলে যাবে মোর কাজ। হব
বিস্মৃত, তখনো থেকে যাবে অমলিন
তব স্মৃতি। মৃত্যু পরপারে পেয়ে যাবে
অমরত্ব আমি মরণের মাঝে লীন
হব   তুমি কবরেতে একটু মাটি দেবে
হয়তো। অথচ তুমি রবে হে উজ্জ্বল।
লিখে যাব পদ্য এক তোমার স্মরণে
যে কবিতা কোনোদিন হবে না তবলা
পৃথিবী ধ্বংসের পরে রবে যে মননে
সমাধি লিপির চেয়ে অনেক জমাট,
তব কথা প্রচারিবে জুড়ে রাজ্যপাট

৮২

মোর পূজ্য কাব্য দেবীকে চেন না তুমি —
কবিতাকথাকে তাই করি হেলাফেলা।
কথা বুনে কবি যারা—সম্ভাষণে চুমি
সরস্বতী দেবিকার গলে দেয় মালা।
রূপে গুণে অসামান্য তুমি এক নারী
তোষামোদে তুষ্ট করি কী সাধ্য আমার!
ভান করো, কাব্য নিয়ে শোনাতে কি পারি?
আরো বড়ো কবি লাগি করো ঘর বার,
এতে আমি একটুও দুঃখ নাহি পাই
দিনের হিসেব করে আছ যার লাগি,
কবিতার অলংকার পরাবে তো সেই
নতজানু তার কাছে, শ্রদ্ধার বিবাগী
অনন্যা তোমার ছবি অনেকেই আঁকে,
অনুজ্জ্বল রঙে তাতে কোনো কথা থাকে?

৮৩

প্রতিফলিত রূপের বিনিময়ে কিছু চাও
মনে হয়নি আমার কিংবা সমর্থন
তব রূপ বাখানিবে, তাবে কোথা পাও ?
ছবিতে বোঝাতে তারে নেই প্রয়োজন।
মেনে নেই সকলেই কথা না বাড়িয়ে —
পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত দেহ আব মনে,
অতুলন তুমি দুঃখ সুখকে ছাড়িয়ে,
সাধ্য নেই কবিদের আত্মারূপ চিনে
সার্থক শান্ততা নিয়ে বিবাজিত থাকো,
ওই রূপ বর্ণনাতে যদি স্তব্ধ হই
সুন্দর অক্ষত থাকে তাতে মায়া মাখো,
মরণের পরে কেউ পাবে না যে থই
তোমার নয়নে ফোটা বাঁচাব গৌবব,
কবির লেখায় তার ফোটে না সৌবভ

৮৪

সঠিক কথাটি ঠিক কে বলিতে পারে ?
প্রশংসায় দেহমন ভরে থাকে, এই কথা
কোন জ্ঞানী বলে, আছ রূপের নিগড়ে
তুমি বন্দি হয়ে এযে কেমন বারতা ?
কোথা পাব এ রকম প্রতিমূর্তিখানি
লিখে দিতে অমরত্ব কবিরা থমকায়
সাহসী জিততে পারে যশে কিম্বা ধনী
তার কেচ্ছা কথা শুধু ব্যবসা বাড়ায়
তব শোভা যদি পারে মহিমায় মেখে,
অবিকৃত বর্ণনায় ওই অপরূপ
কথা প্রমাণিত হবে অমৃতকে চেখে
নিন্দুকেব ঘবে জ্বলে ওঠে গন্ধ ধূপ
বেশি হাঁকডাকে কিন্তু হবে অপচয়,
মহিমা বিনষ্ট তাব অভিশপ্তময়

৮৫

কাব্য থেমে গেছে তব রূপমুগ্ধ আমি
কোলাহলে স্তাবকেরা করে মাতামাতি।
শব্দ পদ্যে প্রশংসারে করে নিম্নগামী
ভক্তের চেয়ে বড়ো বোদ্ধার আরতি
ঢাক নয়, ঢোল নয়, শব্দের সাধনা
পুরোহিত মন্ত্র নয় নেই কোনো জাঁক,
কলমের জোর নেই, নেই কিছু জানা
ভক্তিতে তুষ্ট কি দেব বাজাবেন শাঁখ?
তবু কেউ করে যদি তব গুণগান,
খুশি হয়ে অকাতরে শুভেচ্ছা পাঠাই।
শুভেচ্ছার চেয়ে বড়ো আছে কোন দান?
কথা থেকে চিন্তা বড়ো না জেনে সবাই
চেঁচায় শব্দকে নিয়ে তারা খুশি হোক
আমি চাই শব্দময় চিন্তার কোরক

৮৬

কাব্যের তরণী বাহি কোন সে নাবিক,
পেতে চায় দেহ মন তব অধিকার?
অভিজ্ঞ চিন্তায় ঘুরে ফেরে চার দিক।
আমি কিন্তু দেহ নয়, তোমার সত্তার
খোঁজ করি তাই আমি হয়েছি যে কবি
মনে মনে মারা গেছি, বাঁচি নব রূপে
কাব্য মাঝে দেখে তাই অবাক যে সবি
মোর চলা নিয়ে তারা কথা বলে চুপে।
না থাকার সুযোগেতে প্রতিযোগিতায়
প্রণয়ে বিজয়ী সেজে বুক করে টান
ভয়হীন তাই ঢাকি না যে পরাজয়,
কল্পনাকে শূন্য দেখে নেই আনচান
তবু তার ছায়াপাত যেই ওই ঠোঁটে
দেখি, তখন শরীরে মোর রক্ত ছোটে

৮৭

এবার বিদায়, জানি পাব না তোমায়
তুমি জান মূল্য তব যোগ্যতার পাশে
তাই বেমানান। পুরোনো দিনের দায়
বন্ধনের হোক শেষ, ক্ষয় সেথা এসে
জানাক বিরতি তুমি রাজি নাই হলে
কেমনে পাওয়া যাবে? আছে কোনো গুণ?
মোর কাব্যে যত তব প্রেম পাখা মেলে
সেকথা ভেবেছি বলে জ্বলেছে আগুন
গুণপনা না জেনেই ভালোবেসেছিলে
অথবা আমার ভুল, গ্রহণ করেছি
অপাত্রে করেছ দান পরে বুঝেছিলে
চাও নাই, তাই বুঝে তোমাকে ছেড়েছি।
ক্ষণকাল সেই থাক না যেন হারায়
স্বপ্ন ভেঙে তব কথা ভাবি যে উষায়

৮৮

যখন দূরেতে বসে কর অবহেলা,
তুচ্ছ বিষয়ের পরে করে যাও ঘৃণা
তবু লেগে থেকে কাটে প্রেমের সে খেলা
আমাকে যদি বা ছাড় আমি তো যাব না
নিজ দোষগুণপনা কেই বা তা জানে?
অজ্ঞাতে আমার দোষ হবে না আবৃত।
আমি সায় দিলে তাহা যুক্তিরা কী মানে,
বিজয়িনী হতে হলে চল আরো দ্রুত।
সময় অল্প তব জয়ে কি কম লাভ
মোর। চিন্তারাশি সব তব প্রেমে মিশে
হারানোয় ভয় কেন ত্যাগের প্রভাব
গরবিত না পেলেও সুখভোগ এসে
তব ছুঁয়েছে হৃদয় প্রণয় আমার
যদি দেখ হেমপ্রভ এসো বার বার।

৮৯

কোন অপরাধে তুমি ফেরালে আমাকে?
বিনা প্রতিবাদে সেই দোষ নেব মেনে।
যদি বলো খোঁড়া আমি আমার গতিকে।
ঠিক কি বেঠিক তুমি সেকথা না জেনে
আপনার কত ক্ষতি করতে যে পারি।
জানো তুমি সুস্থ দেহে সৃষ্টি করি ক্ষত
যদি মন চায় তব ইচ্ছাকে বিস্তারি
নিজ হাতে মারো তবু সুখে হব মৃত
যাব না তোমার পিছু বলব না কথা
মন চাইলেও তব নাম মোর মুখে
আনব না, স্মৃতিকথা বলে কভু ব্যথা
দেব না, যাতনা পাই পাব, তুমি সুখে
থাক তবু মুখোমুখি হব না জীবনে
ভাবব তোমার কথা নেই মোর মনে

৯০

যদি চাও মনে মনে করে মোরে ঘৃণা —
হিসাব মিলাও বসে করে কী করেছি,
ভাগ্য সহ যদি মারো কিছু বলিব না,
তাই নিয়ে করো নাকো মিছে চেঁচামেচি
দুঃখ জয় করে যাব আমার মনন
শোক সিংহাসন পড়ে রচে তার স্থান —
দীর্ঘশ্বাস অকারণ করো হে দমন,
অশ্রুপাত। নিয়তির এ মৃত্যু আহ্বান —
অসহ লাগলে মোরে ছেড়ে যেও চলে,
ইচ্ছে হলে দুঃখ করি আরো দুঃখ দিও।
সব যন্ত্রণার শেষ তব সয়ে গেলে,
যদি চাও যন্ত্রণাকে ভাগ করে নিও।
ভাগ্যাহত শোক তাই সহ্য করে যাই
কিন্তু তুমি দিলে কষ্ট নিজেকে হারাই।

৯১

কেউ বংশ মর্যাদায় কেউ বা নৈপুণ্যে,
অর্থ নিয়ে মত্ত কেহ ক্ষমতারে চায়,
কেউ লিপ্ত সাজ নিয়ে, কেউ শুধু চেনে
কুকুর অশ্বের কিংবা গৃহপোষ্যতায়
তুচ্ছ এসব নিয়ে তাদের গৌরব
আহা কী যে পেয়ে গেছি ভেবে খালি মরে
এতে কোনো সুখ নেই জেনে গেছি সব
যেদিন পরম কিছু পাব তারি তরে
মোর খোঁজা প্রেম ঢের বড়ো এর চেয়ে
বংশকথা অর্থ আরো অন্যান্য, বিত্তয়
সাজসজ্জা এসব তুচ্ছ বলি শোন মেয়ে
পোষ্য নিয়ে যত গর্ব তাও পাবে লয়
সব কিছু কেড়ে নিয়ে সাজাও ভিখারি
পরম আনন্দ শোকে অপেক্ষায় তারি।

৯২

নিজের সত্তাকে যদি তুমি কেড়ে নাও
যা আছে জড়িয়ে আজ আমার জীবনে
তোমার প্রেমের এই পাত্রকে বাঁচাও
বিচ্ছেদে জর্জর হবে রক্তের ক্ষরণে
প্রতি অঙ্গ তার অন্যায় আঘাত পাবে,
জানি এই কথা, তাতে নেই মোর ভয়
মেরে ফেল তবু তব খুশি নিয়ে যাবে
তার সাথে চলবার ইচ্ছে নাহি হয়,
চপল হৃদয় তব কত দেবে ব্যথা?
বিক্ষোভের ভারে আমি হতে পারি হত?
বুকে নিয়ে তব দেহ খুশির বারতা
তবে কেন ভয় আর হয়ে যেতে মৃত?
ভয়হীন শোভনতা রয়েছে কোথায়?
সেই খাঁটি মোর কাছে হলে অপ্রতায়

৯৩

জীবন কাটাব জেনে তুমি তো বিশ্বাসী
সৎ ও মূর্খ স্বামীর ছবি যে দেখব
যদিও অবোধ্য প্রেম হয়েছে বিনাশী
মোর সম্মুখেতে রবে অন্তর্ভেদী তব
দৃষ্টি, যাতে কভু ভেসে উঠিবে না ঘৃণা
মনের বদল হল কিনা তাই পাব
মানুষের চোখে ফোটে মনের বাসনা।
বাঁকা ভ্রূতে ফোটে তার সত্য মনো ভাবো,
জন্মলগ্নে প্রকৃতি তো এই লিখেছিল
প্রেম ছবি কোনো দিন যাবে না হারিয়ে
ভেতরে জহর যদি মাখামাখি ছিল,
মুখ থেকে তবু প্রেম দেবে না নাড়িয়ে
বর্ধমান হোক তবে ইভের আপেল
শরীরের মতো তার অস্তিত্ব অঢেল

৯৪

আঘাত করলে তবু বোঝে না আঘাত
কেউ, ভীতু তবু সব কাজে আড়ম্বর
নিজে দলে সকলকে রাখে যে তফাত
কর্মহীন শুধু তাই মারেতে জর্জর
দয়ালু দেবতা করে তাদের বাখান
ভাগ্য জোরে পেয়ে যায় বিপুল বৈভব
যতটুকু গুণ আছে তাতেই মহান
তাদের পাশেতে অন্য সকলে নীরব
বসন্তের ফুলবাস, ফুলের নির্যাস
পায় কিন্তু পরে সেই ফুল ঝরে যায়
কীটের দংশন হলে হারায় বিশ্বাস
পবিত্রতা নষ্ট করে অর্ঘকে হারায়
যতদিন সৎ কর্ম ততদিন বেশ
গন্ধহীন কমলেরা হারায় আবেশ।

৯৫

তব সৌন্দর্যেরে মধুময় করোনা লজ্জায়
গোলাপের বাস দুষ্ট বীজাণু সজ্জিত।
তোমার শোভন নামে কালিমা ছড়ায়
লজ্জানত মাধুর্যেতে পাপ বিরাজিত
যে বয়স একদিন অতীত কথনে
পাওয়া না পাওয়ার করেছে হিসেব
দোষ ছেড়ে গেয়ে গেছে গুণ কানে কানে
আজ পরনিন্দা হয় প্রশংসা আশ্বাস
পাপের আবাস যত তোমার হৃদয়ে
ঠাঁই পেয়ে চিরস্থায়ী গড়েছে প্রাসাদ,
রূপে অবসাদ নামে তার ছোঁয়া পেয়ে,
তৃপ্তিহীন আজ তারা করে অপরাধ
ওহে নারী এ সুযোগ ছেড়ো না হেলায়,
ব্যবহারহীন ছুরি তীক্ষ্ণতা হারায়

৯৬

জ্ঞানীদের মত বলে যৌবন নির্দয়
ভুল-ত্রুটি কিছু কিছু সবাই তো করে
আনন্দেতে মজা মেরে কাটায় সময়,
অপরাধ কিংবা গর্ব তার কাঁধে চড়ে।
রূপসি রমণী যদি নকল সোনায়
মোড়ে দেহ, পূত বলে সোনাকে তো জানি
হয়তো তা সাময়িক রূপকে বাড়ায়
মেষশাবকের রূপে নেকড়ে না চিনি
মেষ শিশু মৃত্যু মুখে হয়ে যাবে শেষ
তেমনি পুরুষ ঠকে মোহিনী মায়াতে
চোখেতে লাগাও যদি মায়ার আবেশ
তোমার ছলনা ভরা নকল ছায়াতে
তাই বলি তোমা চাই নিজের বিভায়
ঠকিয়ে আমায় তুমি তুলো না চিতায়।

৯৭

তোমা হারা জর্জরিত শীতের প্রকোপে
ঋতুরাজ বসন্তের তুমি সহচরী
যন্ত্রণার অন্ধকারে অভাবের কোপে
তোমা ফিরে পেতে চাই বিধাতারে স্মরি
এখনো রয়েছে আশা, শীত চলে গেলে
ফুল ফলে বসুন্ধরা হবে ঝলমল
যেমন পিতার সৃষ্টি ভ্রূণের বদলে
ঈশ্বরীর গর্ভ ঘিরে ভরে বনতল
তেমন শরৎ শেষে বসন্তের গান;
যদিও হে প্রিয় বলে মানতে পারি না
এ কোন অনাথ তার আসন্ন আহ্বান?
বাসন্তী সময় তব কামনা বাসনা —
তোমার অভাবে তাই বিহঙ্গের সুর
হাহাকারে চলে যায় দূর হতে দূর

৯৮

তব বসন্তর দিনে আমি আছি দূরে
এপ্রিলের সাজসজ্জা যৌবনে উচ্ছল,
তেমনি আমিও সাজি সাধ্যটুকু ভরে
তারুণ্যের উপভোগ শনির কৌশল
সহস্র পাখির গান ফুলের গন্ধেতে
পুরোনো লাবণ্য দিন কই ফিরে আসে?
কৃপণ প্রকৃতি লাগি রয়েছি দ্বন্দ্বেতে
পদ্ম শুভ্র শোভনতা ব্যর্থ অবিশ্বাসে
গোলাপের লাল রং তাতে নেই মন
মাধুর্য বিহনে কী যে আছে ও ফুলের?
শুধু তব অনুভবে যা কিছু মনন
তব অনুগ্রহ নিয়ে ঔজ্জ্বল্য ওদের
পাশ থেকে সরে গেলে শীত তীব্র হয়,
পদ্ম আর গোলাপের বিষণ্ণ সময়

৯৯

ভায়োলেট ফুল তাকে লাগাই বকুনি
ওহে মধু চোর কোথা পেলে এই বাস ?
তব দেহে যেই রং তাহার বুনুনি
ছিনিয়ে নিয়েছ নাকি মোর প্রিয়া পাশ।
সাদা উৎপল প্রিয়া হস্ত থেকে শ্বেত
চুলের নীলাভ আভা নীল কবরীর
গোলাপ কাঁটাকে বুকে বানায়েছে খেত
তব ভয়ে। রূপ রং গন্ধ ফুলেদের
প্রিয়তমা সম কেহ নয় গো উজ্জ্বল
কেউ বাছে তার ওই মৃত্যুর হতাশা
এই গ্রহণেতে নেই কলঙ্কের ঢল।
এই চুরি গর্ব জেনে কীট বাঁধে বাসা
ফুল দেহে যত রূপ তুমি তাই দেখ
তা আমার রূপসির, এটা মনে রেখ

১০০

কী করে আর কেন যে ভুলে সরস্বতী
তুমি আছ তাহাকে যে জোগায়েছ বল
সুরময় করে তোল বহু নানা গীতি,
তাই তোমা পূজি নিজ শক্তিটুকু ছল
করি লুকায়েছ গহন গহীনে আর
দুর্বল পেয়ে তব ধার এই গীত ঠোঁটে।
এস ফিরে ক্ষতিপূরণের সাথে তার
ভাসাও সুর সমুদ্রের যেথা তান ফোটে।
ক্ষমতা যাহার দান লিখো তার কথা
কৃপায় তাকিয়ে দেখ প্রিয়া মুখপানে,
সময়ের প্রহারে যদি দেখ তুমি সেথা,
বাঁকা ভাঁজ, কালকে শুনিয়ে দিও হেনে
বিদ্রূপ সবাই যেন জানে ঈর্ষা তার
প্রিয়রূপ পানে তাবে করো হে প্রহার

১০১

বলো কাব্য দেবী কী করে শুধিবে ভুল?
সুন্দরে অঙ্কিত সত্য কেন যে রচনি
আদি সৌন্দর্যের রূপ ফুটেছে অতুল
মূল্য তব বেড়ে যাবে করিলে বাখানি
বলো কোন রঙে তারে করব রঙিন?
রঙেতে কি বেড়ে যাবে তার অহংকার'
রূপই কি ধ্রুব নাকি? রূপে দিন দিন
সত্য বাঁচে, রূপ তার নব অলংকার।
প্রশংসা চাই না আমি বলব না কথা,
তোমার প্রশস্তি নিয়ে দেখি নবসাজ
অনন্ত আয়ুকে পাও, লভ অমরতা,
দেবী তুমি লিখে যাও না করে আওয়াজ—
তোমার মধুর কাব্যে করো সমুজ্জ্বল,
অনন্ত জীবন তার, ফোটে শতদল।

১০২

দুর্বল মোটেও নয়, নয় কমজোরি
ভালোবাসা প্রিয়া প্রতি তেমনি প্রচুর
বিপণন পণ্য মত মূল্য আছে তারি —
গুণগানে সেই প্রেম তুলে ধরে সুর
স্মৃতি বিজড়িত গান গেয়েছ তো ঢের
নব প্রাতে তাই নিয়ে লিখেছি কবিতা।
কোকিলের কুহু তানে পাই বসন্তের
সাড়া। যদিও তা রুধে দেয় প্রখরতা
উষ্ণতার ভরা বসন্তের ডাকে শোক
আসে, এ তো সত্য নয় তার গান ভালো।
গ্রীষ্ম গীত চেয়ে বৃক্ষশাখা নত হোক,
ক্রমে তার সাফ রং হয়ে যায় কালো
সেই কথা ভেবে মোর কণ্ঠকে থামাই
এ গান শুনিয়ে তব ব্যথা না বাড়াই

১০৩

বলো তুমি কি অভাব মোর কবিতায় ?
জানি তার রূপে ছিল সুযোগ প্রচুর
আরো কিছু লেখা ছিল ছন্দ বর্ণনায়
করো না আমাকে দোষী এসব কিছুর
তাকালে দর্পণে দেখ রূপের মাধুরী,
যেখানে আমার ভাব পায় না তো তল
দোষাবহ যদি শুধি সব কিছু তারি
একদা ভালোকে মন্দ বলা হবে খল।
মোর কাব্যে যদি নাহি ফোটে তব কথা,
গরবিত করতে না পারি ওই রূপ
অসফল কাব্যে মোর ফুটিবে ব্যর্থতা,
মিশে যাবে ধুলো হয়ে তাই থাকি চুপ
এ কাব্যে রয়েছে যত যদি তার বেশি
চাও তবে দেখে নিও মুকুরে সুকেশী

১০৪

হে সুন্দর মিত্র মম বৃদ্ধ নাহি হবে,
যুবক রয়েছ তুমি সেদিনের মতো
হিম শীত তব দেহ থেকে দূরে রবে
শত শত বর্ষ পড়ে যৌবন অক্ষত।
হেমন্তে মালিন্য আনে, বসন্তের রঙে —
তোমাকে দেখার পর কত মধুঋতু
কেটে গেছে, তবু দেখি সেই এক ঢঙে
তেজে ভরা তব রূপ হয়নি তো খিতু
যদিও কালের সঙ্গী এই রূপরাশি
চুপি চুপি পায়ে চলে সময়ের চেয়ে
প্রহরীর মতো সদা মুখে নেই হাসি
তবু সেও ভুল করে ফলে যার ক্ষয়ে
যদি তব বার্ধক্যের না হত আবর্তি
আসিত না নবরূপ, পড়ে যেত যতি

১০৫

মোর প্রেম পূজা খালি দেবিকার লাগি
চেই না পুত্তলি হোক মোর প্রণয়িনী,
যৌবনের গীতে হোক, এই বর মাগি
প্রেমের মহিমা নিয়ে গর্ব প্রদায়িনী।
বাতাসের মতো সে যে সতত চঞ্চল,
আগামীতে নিয়ে আসে সুন্দর শপথ।
কাব্য হোক সেই রূপ বিধির মঙ্গল
সদা সত্য নয় রূপ কভু তার রথ
ভিন্নগামী তবু বলে যাব প্রতি পল
সত্য ও উদার হবে সৌন্দর্যের রানি
সততা ও দয়া ছাড়া অন্য শব্দ নেই —
এই উপলব্ধি কাব্যে হয়েছি সন্ধানী
রেখেছি বুকের মাঝে তিনগুণকেই -
আলাদা হলেও এরা এক গুণ ধরে
লাবণ্যয় ভরা থাকে জড়াজড়ি করে

১০৬

পুরা কাহিনিতে আছে কত নারী বীর
তাদের সুন্দর কথা ছন্দের বন্দনা,
মহিমা মাখানো যত ইতিকথাটির
বীর আর সুরূপার আশ্চর্য কল্পনা
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুঠাম বর্ণন,
খুঁতহীন যদি তারা ছবিতে তাকায়,
কাব্যের মাধ্যমে তব রূপের কীর্তন
সময়ের তাতে নেই ক্ষতি কিংবা লয়
আগামী দিনের কথা সেই গুণগানে।
তব প্রতিমূর্তি ভরা রূপের বাহার
ভবিষ্যৎ কথকতা ছিল তার মানে,
বর্তমানে ব্যর্থ তবু হয়েছে তাহার
অতীত কাহিনি ভুলে বর্তমান দেখি
প্রশংসায় ভরা দৃষ্টি নয় তারা মেকি

১০৭

সর্বব্যাপী মননের বুকে জাগে ভয়
পক্ষীরাজ স্বপনের রাশ টেনে ধরে
উদ্দাম প্রেমের পথ সহসা ধাক্কায়,
ফিরে আসে অনিবার্য মৃত্যু থেকে ঘরে।
চন্দ্রমার মুক্তিলাভ গ্রহণের শেষে
ভবিষ্যৎ বাণী ভুল, ব্যর্থ সাবধানী
অস্থির আগামী দিন ফুলেছে আশ্বাসে
বলিষ্ঠ চেতনা মাঝে জাগে অর্ঘখানি।
শান্তির আশিস শুনে সমৃদ্ধ প্রণয়
সদা বাঁচে অনুভবে মৃত্যু ঠেলে দিয়ে।
আয়ুতে অনন্ত ছোঁয়া সঞ্জীবন জয়,
শব্দহীন চিন্তা চলে সমুখে এগিয়ে
প্রণয়ের স্মৃতি মোর কাটবে উজ্জ্বল
শত্রুদের পরাভবে, ফোটে যে কমল।

১০৮

সর্বব্যাপী মন কি রয়েছে হৃদয়েতে?
যা আছে অভাব তা আমি পারি দিলে।
নূতন পোশাকে কি বাকি নবীন হতে
ছন্দে বলার? প্রেম যা কালের ধূপেতে
পুড়ে বিস্তারে সুবাস প্রত্যহ প্রার্থনা,
এক কথা বারংবার বলি ঘুরে-ফিরে—
একে অপরের লাগি মোরা একমনা
দুটি মন দুজনার জন্য আছি ঘিরে,
প্রথম দিনের মতো মিলনের আশ
চিরকাল। প্রণয় পড়েছে নব স্থির
বাঁধা ওগো সতত রয়েছে কাল গ্রাস
থেকে অবহেলা করে বার্ধক্যের ভিৎ,
তারপর নেব তাকে করে অনুচর
অন্যত্র জন্মাবে প্রেম বাঁধিবে যে ঘর

১০৯

ভালোবাসা অবিশ্বাসী একথা বোলো না,
কিছুদিন তোমা থেকে ছিনু বহু দূরে
ঘুচে গেছে যাহা ছিল মোদের ছলনা
আপনার সাথে খেলা বিচ্ছেদের সুরে।
প্রেম সে তো সদা আছে তোমার অন্তরে,
দূরে যদি যাই ফিরে আসি আঁখিজলে
ধরা পড়ে না সে অশ্রু ভিতরে রহিবে
দেখা না পাওয়ার শোক দৃষ্টির কাজলে
জানি বহু ত্রুটি আছে আমার শোণিতে
বিশ্বাস কোরো না তাদের অমিত্র যারা
মোদের প্রণয়ে চায় কালি লেপে দিতে
জেনো তারা পারবে না করে প্রেম ছাড়া
আমাদের। বিশাল ধরার জানা নেই
কিছু গোলাপের মতো ফুটি তোমাতেই।

১১০

পর্যটক হয়ে ঘুরে ফিরি দেশে দেশে
রঙিন কত না বেশ পরেছি সেথায়!
নাশহীন নানা চিন্তা মননেতে মেশে
অমূল্য জিনিস কেনা কম দামে প্রায়
কেউ দেয়নি তো বাধা। নিজ স্নেহগুণে
দোষ করে তার ক্ষমা তবুও সন্দেহে
হীন মন খেলেছি যে অন্যের যৌবনে
কত দুঃখ পেয়েছি যে অন্তরের গেহে
তোমা ভেবে প্রেম সহে কত দুঃখ মনে
চলে গেছে ক্ষুধা তৃষ্ণা সব অনুভূতি
প্রমাণ যাবে না করা এটা অনুমানে
দেবীকেও প্রিয়া রূপে করে যাই স্তুতি
তুমি বসে আছ প্রিয়া হৃদয় আসনে
সামান্য জায়গা মোর রেখ তব প্রাণে।

১১১

মোর লাগি নিয়তির সাথে তব রণ,
যে নিয়তি করে নাই মোর উপকার
লড়াই করেছি জ্বলে যাহার কারণ
বয়ে চলি জীবনের নানা গুরুভার
প্রকৃতির গায়ে লাগে সময়ের দাগ
ভেতরে অনল দীপ নিবেছে কখন
মস্ত্র প্রায় যন্ত্রণায় ছড়াই পরাগ
কপাল ফিরাতে পারে পেলে তব মন
যা বলবে তাই হোক সে ওষধি গিলে,
সংক্রমণ থেকে আমি রব বেঁচে ফিরে।
খুঁজে নেব ত্রুটি মোর চরিত্র বদলে
মহাত্মার মতো যাব বনের গভীরে,
হে সখী, হে সাথী তব অযাচিত দয়া
তাছাড়া বাঁচব না যে তুমি মোর জয়া

১১২

তোমার কৃপায় ঘুচে যাবে অপবাদ
ভ্রূকুটিকে ভুলে যাবে নিন্দুকেরা সব
মন্দ ভাগ্য নিমেষে যে ভুলিবে আস্বাদ
ভালো-মন্দ এই দ্বন্দ্বে গেল গেল রব
আমার কি যায় আসে, সবই তোমাতে
রয়েছে প্রশংসা নিন্দা তুমি শুনে নেবে
তুমি ছাড়া কোনো কিছু মানি না ধরাতে
শত আকর্ষণে মন কাঠিন্য গড়াবে
বিরূপতা কেউ যদি কখনো বা করে
চাটুকার যদি বলে তোষামোদী কথা,
সেসব ব্যর্থ হবে যে শ্রবণের পরে
ঘৃণা ভরে ভস্ম করে দেব সে বারতা
আলো করে জুড়ে তুমি আছ মোর হিয়া
কালজয়ী হয়ে তুমি বেঁচে থাক প্রিয়া

১১৩

বিদায় লগনে চোখ আপনারে খোঁজে
পাতা খোলা তবু কিছু ভাসে না দৃষ্টিতে
শোক লাগি চেয়ে থাকে. কখনো বা বোজে
তুমি ছাড়া কোনো মুখ নাই সে সৃষ্টিতে
প্রাকৃতিক ছবি কভু আকাশের নীল
অজান্তে হাজির হয় মনের গভীরে।
নিজেকে দেখে বা, অন্য বস্তুর মিছিল
উড়ে যায় বিবাগেতে তমসার তীরে
রূপবতী বা কুরূপা যদি দেখে ফেলে
পর্বত সমুদ্র পঙ্গু অথবা কাপনি
দিনরাত যতকিছু চোখ দুটো মেলে
মায়ার কাজল পরে তব মুখশশী
তুমি ছাড়া অন্য কিছু মন্ত্র তার নেই
চোখ খোলা তবু হারা ত্যাগ দৃশ্যকেই

১১৪

তব প্রেম মেখে নিয়ে বেড়েছে সাহস
বোকা রাজারা যে ভোলে চাটুকারিতায়
মজেছে প্রেমের জাদু পেয়ে গেছে রস,
এবার সত্যকে দেখে চোখের তারায়।
লাবণ্যকে বিলি করে হীনজনদের
তব ভরা সৌন্দর্যের পূর্ণ আয়োজন
অপূর্ণকে দিয়ে নিজে খুশি হয় ঢের
ভালোবাসা করে নেয় আলোতে বরণ
তোষামোদে পাত্রে ভরা মদের ঝলক
নৃপতির মতো সে যে করে বসে পান
মনের ইচ্ছায় চলে চোখের পলক
সেইমতো নেশাতেও থাকে টানটান
গরল মিশ্রিত তাতে স্বল্প পাপ
চোখ ও মনের মিলে গড়ে যে আলাপ

১১৫

এ প্রেমের নিবিড়তা আর আকর্ষণ
হাজার চেষ্টাতেও কাব্যে প্রস্ফুটিত নয়
জানি না যে কী কারণে এ অধঃপতন
প্রেম ছাড়া অন্য গুণ নাই বোধহয়
নিষ্ঠুর কাল তবু গড়ে কত কিছু
নিয়তির দানে উলটে যায় রাজাদেশ
সন্তানকে নিয়ে যায় যম পিছু পিছু
সময়ের পালটা চালে নাকাল অশেষ।
তবু তুচ্ছ করে এই অনিবার্যতায়,
কী জানি এ ভালোবাসা হয়েছে অমর,
হওয়া না হওয়ার দোলায় প্রণয়
নব কামনার জোরে বেঁধে দেবে ঘর
শুক্লা রাতের চন্দ্রমা প্রেম বাড়ে ধীরে
বাধা তারে দিও না গো চুমু খাও শিরে

১১৬

মিলনের বাঁশি বাজে, মেলে দুটি প্রাণ।
বাধা তারে দেব না কখনো মাঝে থেকে
এক লক্ষ্য না হলে যে কোথা প্রেম দান
নতুন প্রভুর কাছে ভোলে সে নিজেকে
প্রকৃত প্রণয় ধ্রুবতারা সম স্থির,
ঝড়ের প্রকোপে প্রভু নহে কম্পমান
নক্ষত্রের মতো থাকে স্বস্থানেও ধীর,
অযোগ্য যদিও হয় তার যে সম্মান
মাপে না কেউ সময় যবে তার দেহে
বসে বয়স বাড়ায় তবু মহাকাল
প্রেম নিয়ে করে না যে খেলা। কাল সহে
তাকে আর সব ধ্বংস হয় বানচাল।
প্রমাণিত যদি হয় এই তথ্য ভুল
প্রেম ও কবিতা সব করবে ভণ্ডুল

১১৭

আমি নিঃস্ব তাই তুমি শোনাও সেকথা
সাধ্য নেই শুধিবারে ও রূপের দেনা
প্রণয়কে ত্যাগ করে চলে যাব কোথা
মুক্তি দাও বন্ধনের, আর তো পারি না।
মাঝে মাঝে চলে গেছি তোমা ছেড়ে দূরে
থাকিনি বলেই তব যত অভিযোগ
খালি দাও তাকে যে নিয়েছে মোরে দূরে
নিজের স্বপক্ষে বলি এ আমার রোগ
মন্দ বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা করে থাকি ত্রুটি,
যেন নিও সত্য তার নাহি তুলে হাত
রাগ করো, তবু তুমি তুলিও না মুঠি
দোষ দাও ঘৃণায় গো করো না আঘাত।
চাঁদের কলঙ্ক আছে এই কথা ভেবে
প্রেম লাগি প্রিয়া তুমি ক্ষমা করে নেবে

১১৮

ক্ষুধার বৃদ্ধির তরে খাদ্যে স্বাদ আনি
নানা রূপ মশলার করি আয়োজন
রোগ অসুস্থতা দূরে রাখিব আপনি,
সুস্থতাই জানি আমি অমূল্য রতন।
অনন্ত লাবণ্যে তব পরিপূর্ণ হয়ে
আরো উজ্জ্বলতা লাগি অখাদ্যকে খাই
ভালো থেকে তবু থাকি এক ভাবে সয়ে
অসুস্থ হবার আগে রোগে ভয় পাই
প্রেমের বিচিত্র রীতি বিরহের ভয়ে
মিলনে কম্পিত তনু কখন কী হয়
ওষধি সন্ধান করি সুস্থের আশ্রয়ে,
অথচ অসুখ সারে প্রেম করে জয়
মনে রেখো এই কথা হে প্রেমিকবর
ওষুধে সারে না তার যে প্রেমে জর্জর

১১৯

ওষুধ মনে করে অশ্রু করেছ গোপন
কবরের মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা জল
ভীতির ভিতরে আশা ভয়ের আপন
কেমন জয়ের সঙ্গে থাকে ক্ষতিস্থল
অবিরাম মন বলে তব প্রেমে ধন্য
প্রেম ভেবে ভুল কী করেছে স্বার্থপর
ভুল কী যে করেছে সে নয়ন অনন্য
তব। তার দিকে চেয়ে রাতের প্রহর
কাটে দিন। তব মন্দ কভু হয় ভালো,
ভালো আরো ভালো হয় এ কথাও ঠিক
ভগ্নপ্রেম স্তম্ভ যদি হয় জমকালো
প্রচার তাহার ঘটে ব্যাপ্ত চারিদিক
ব্যথা দুঃখ দূর করে শান্তি পাই বুকে
পেয়েছি অমূল্য ধন তোমা আছি সুখে

১২০

নিষ্ঠুর কখনো ছিলে, আজো তুমি প্রিয়
নির্দয়তা ভুলে আজো ভালোবাসি তাই
সেদিন পরেছি যত শোক উত্তরীয়
ফিরাও তাহারে গত আজ কিছু নাই,
আমিও তোমার মত নিয়ে নিঠুরতা,
তুমি কিন্তু ক্ষুব্ধ নয় আমার মতন
ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছি অযথা
ভোলে নি হৃদয় সেই বন্য আচরণ?
শোকের রজনী যত পড়ে মোর মনে
দুঃখ ও ব্যথার কথা ঘুমে বা অঘুমে,
তব নির্দয়তা জাগে আমার পরাণে
বদলে আমিও কীট দিয়েছি কুসুমে
জোর করে দুজনেই ঢুকেছি কাননে
বিদ্বেষ ফেলেছি ছুড়ে দূরের গগনে।

১২১

অকারণ যদি কেউ বলে বদলোক,
তার চেয়ে বয়ে গেলে সে অনেক ভালো
কে কখন কী যে বলে, চলি বুজে চোখ
বুঝি না বারাপে মোর কার এল গেল
নিন্দা গালি তাহাদের চোখা চোখা তির
বিঁধে যায় শুধু মোর প্রিয়ার হৃদয়
যে আমার নিন্দা করে সাবধানে ধীর
কথা বলে ভুলগুলো করে নয়ছয়।
সব শুনে আমি যা, তেমনই তো থাকি
নিন্দাকারী তারাও তো হয় না বদল
আমার দর্পণে তার ছায়া পড়ে নাকি?
ঘৃণা করি তাহাদের যারা ঢালে ঘোল
ছিদ্র অন্বেষণ করা তাদের স্বভাব
সব কাজে পায় খুঁজে খলতার ভাব

১২২

যা দাও দুহাতে রাখি বোধের ভিতরে,
অক্ষয় স্মৃতিতে ভরা আমার অঞ্জলি।
তব মহা দান চিরকাল সঙ্গে ফিরে,
নস্যাৎ করেছে কাল জুড়ে দিয়ে বলি
যতদিন প্রাণ আছে, মগজে এ স্মৃতি
পৃথিবীর সাথে রবে অনন্ত প্রহরে,
প্রাণের কোরকে বাড়ে অমৃতের প্রীতি।
তবু মনে হয় কভু এ স্মৃতিকে ধরে
কী করে রাখব? প্রেম যাবে নাকি মুছে?
হয়তো স্মরণ মোর থেকে যাবে বেঁচে
জানি না, প্রণয় তব যাবে কিনা ঘুচে?
কী রূপে সাজবে তুমি ভালোবাসা সেঁচে?
স্মরণিকা লাগবে কি স্মৃতিকে বাঁচাতে?
এ জিজ্ঞাসা শুধু মোর মৃত্যুর প্রভাতে

১২৩

আমার বদল হলে কোরো না গৌরব,
তোমায় মিনার তুমি গড়েছ যা দিয়ে
আশ্চর্যের বস্তু নয় সকল মানব
ছোটো তাতে নাহি হয় নূতনে সাজিয়ে
পুরাতন তুলে ধর এ জীবনে মানি
ছোটো বড়ো সব কিছু মাথার ভিতরে
ছেঁড়া ফাঁসা ভাঙা ফাটা করি কানাকানি
কামনা উদ্দীপ্ত করো নবীনের ভিড়ে
এ হিসেব তব কাছে কাম্য নয় তাই
তাড়াহুড়ো তব অকারণ, চেয়ে দেখি —
ভালোর সঙ্গে তো আজ সম্পর্ক ছাড়াই।
সব কিছু ঠেলে দিয়ে চলিয়াছ একি।
নিয়ম নিগড় ভেঙে আমি যে নতুন —
আমার শপথ সব জ্বালাবে আগুন।

১২৪

প্রেম যেন শিকারির হাতে মোর দশা,
প্রকৃতির কোল জুড়ে অবৈধ সন্তান
জন্মায় যেমন। কাল করিলে সহসা
ঘৃণা ভালোবাসা সে তো অমরত্ব দান!
ঝরা ফুলকে সময় দেয় তার কোল।
প্রেম মোর ওঠে নি তো অপকর্ম থেকে
অর্থের প্রাচুর্যে ফাঁপা বা পায়নি শোক
কালের পুতুল হয়ে নৃত্যের ঝলকে
করে না উচ্ছ্বাস সুখে কাটায় না দিন
ন্যায়নীতি নিয়ে ভীত নয় তার প্রাণ
নীতির শিকল তার হাতে ধরা বীণ
ভয় নেই দেখে তার ঢেউয়ের গান,
ডোবে না জলেতে কিংবা গলে না সে তাপে।
কাল তার চির দিন সত্যরূপ মাপে।

১২৫

আবৃত্ত আমার পরে দৃশ্যের সম্মান
অশ্রুভেজা প্রেম বিছায়েছি তব পথে
অসহ্য আঘাত পেয়ে অভিশাপ দান
করো। রূপ তবু পূর্ণ বসে কাল রথে,
বুঝে গেছি, যারা চায় রূপ অনুগ্রহ
ঢের বেশি ঢলে পড়ে প্রেমে দেয় যত।
ফুলের সুবাস ছেড়ে কৃত্রিমতা মোহ
সহসা তাদের সেই মোহ অপহৃত
বরং মোরে নিয়ে তুমি বসাও হৃদয়ে
যদিও দরিদ্র, তবু স্বতন্ত্র স্বাধীন
অকপট প্রাণ—শান্ত প্রত্যয়কে নিয়ে,
তব অনুগামী সত্তা সতত নবীন।
বিনা অপরাধে প্রাণ অভিযুক্ত হলে,
সব অন্ধকারে থেকে যাব অবিচলে

১২৬

শক্ত মুঠি ধরে থাকো হে নব কিশোর,
কালের চঞ্চল গতি ভয়ের অন্তকে
আত্মার দর্পণে দেখে আন মনে জোর।
সেই প্রতিকৃতি তুলে ধর প্রেমিকাকে।
পা বাড়াও প্রকৃতির ইচ্ছে মেনে নিয়ে
তব রাশ টেনে তিনি বাড়াবেন হাত।
নিজের আয়ত্তে রেখে বরাভয় দিয়ে
কৌশলে সময় তিনি করবেন মাত
তাই তার সাথে করো ইচ্ছেতে ভ্রমণ —
হয়তো বিলম্ব হবে তবু পাবে ধন
একদিন এইসব থেকে তব মন
করে পরিশোধ ঋণ, পেয়েছ যেমন
এভাবেই শুধে যাবে জীবন পরবাহ,
কিশোর রচিবে তুমি আনন্দ আবহ।

১২৭

কালো নাকি ভালো নয়, লোকে করে ঘৃণা
এই নীতি বরাবর কালো অসুন্দর
সেই ধারণার মূলে বদলেব বীণা,
সুন্দর নিজেই করে কালোর আদর।
মানব দুহাতে ধরে প্রকৃতি ক্ষমতা
কুৎসিত আছে তাই সুন্দরের দাম
কৃষ্ণ মুখ ধন্য বলে কবির কবিতা
অলংকার ছাড়া তার ব্যাপ্ত হয় নাম।
প্রিয়া ভুরু কালো এ যে প্রকৃতির কাজ
দুচোখের মণি দুটো কালিমা বিষাদ
রূপবতী না হলেও কন্যার দেহসাজ।
সুন্দরের বার্তা নিয়ে ফোটায় শ্রীছাঁদ
প্রেমিকার কৃষ্ণ নন এই তো শেখায়
অন্তরের চোখ ঠিক রূপকে চেনায়

১২৮

তোমার আঙুলগুলি যত বীণা ছোঁয়,
তত শুধু গীত বাজে সুরের ঝংকার
কী যেন রয়েছে জাদু আঙুল গোড়ায়
বহু অভ্যাসের পর ফুটেছে বাহার
বীণা তার ভাগ্য নিয়ে জ্বলে মরি হেসে,
কী সাহস আঙুলেতে চুম্বন ছড়ায়।
তাকে দেখে ইচ্ছা জাগে চুম্বন আশ্লেষে
জেগে থাকি যদি আমি অধরের গায়
তব ছোঁয়া পেয়ে যাই প্রীতির আশ্বাসে
ও আঙুল প্রাণহীন বীণার জীবন
তাই বীণা অনু মোর প্রতিটি নিঃশ্বাসে
না পেয়ে তোমার স্পর্শ আমার মরণ
যত খুশি বীণা তারে অঙ্গুলি নাচাও
অধর চুমিয়া তুমি আমারে বাঁচাও

১২৯

অযথা শরম করে মন অপচয় —
অগোচরে কামনায় যাতায়াত করে
খুনিদের মত তারা নির্মম হৃদয়।
বর্বরের মতো প্রাণে শুধু নড়েচড়ে
ভোগহীন কামনায়, ঘৃণার রসদ
যুক্তিহীন যারা সব পিছে তার যায়
লোভে টোপ গেলে, তারা হয়ে যায় বদ।
প্রমাদ অঙ্গুলি তুলে করে হায় হায়!
সুখ ভেবে যে দুঃখের পিছে ছুটে যাই
হাতে পেলে তাই নিয়ে বাড়াই অসুখ,
মরীচিকা ভেবে মোরা মরুতে হারাই
অধরার লাগি শুধু বেড়ে যায় দুখ
সে স্বর্গ অনেক ভালো দেখায় নরকে
পরম এটাই সত্য চল মনে রেখে

১৩০

প্রেমিকার মুখ নয় সূর্যকরোজ্জ্বল—-
প্রবালের রং লাল তার ঠোঁট থেকে
তুষার অনেক সাদা, অনেক উজ্জ্বল,
ঘন কালো তার কেশ কালো রং মেখে
দেখেছি বহু বর্ণের প্রস্ফুট গোলাপ
তার গালে নেই লেগে বিচ্ছুরিত রং।
কি দেব তুলনা তার, নেই পরিমাপ
প্রণয়িনী শ্বাসে নেই তার কোনো ঢং।
তবু তার কথা বলা প্রাণে জাগে নেশা,
যদিও তাহাতে নাই সুর ভরা গান
তার প্রতি তবু থাকে প্রাণের অন্বেষা
মর্ত মানুষীর মতো ঐশ্বর্য আহ্বান
শপথ করিয়া বলি বিরল এ প্রেম
দেবিকার মতো সে যে নিষ্কাষিত হেম

১৩১

অহংকারী রূপসির মতো কে তা জানে
কেন তুমি অতি বড়ো হয়েছ নির্দয় ?
জানো তুমি এ হৃদয় দিয়েছি চরণে
তবুও অধরা তুমি আমি অসহায়।
কেউ কয় তব মুখে নেই মোহ মাখা
যে মায়া আনবে করে প্রেমের ভিখিরি,
মোহিনী মায়ায় কি গো প্রেম আছে রাখা ?
প্রণয় খারিজ করে মায়াময় সিঁড়ি
মধুহীন হয় প্রাণ, কালো রং রূপ
তবু ফুটে আছে, দেখে পাগল প্রেমিক —
কালো কোনো রং নয় তাই দেখে চুপ
করে থাকে না কখনো কালের গতিক —
ওই শোভা ফোটে তবু চিন্তা অন্ধকার —
কলঙ্ক আড়াল করে ফুটুক বাহার।

১৩২

ভালোবাসি তবু জানি তোমার দুচোখ —
করুণায় অবহেলা করে, তারা জানে
এত ঘৃণা করতে তোমার চাপে ঝোঁক
করুণা হারায়ে যায়, ঘৃণায় আননে
জাগে রাগ, উষা তাই লাগে বেমানান।
তব চোখে পূর্ব দিগন্তের লাল আভা
কপোলে, অথবা হিরে জ্বলা দীপ্তিমান
তারা অক্ষম দাঁড়াতে। ওই আঁখি বিভা
বিষণ্ণ, মধুতে মাখা হয় না হৃদয়
যে মাধুর্য ভরে তলে অতলান্ত শোক,
সেকি দুঃখ ফুটায় গো সত্যকে সরায়
জাগেনি প্রাণের টান খালি দুটো চোখ
যা কিছু রম্যতা ওই নয়নের বাণে,
রূপ-রস-গন্ধ-রং সবকিছু আনে।

১৩৩

তোমার অন্তর কেন মোরে দেয় ব্যথা?
কী কারণে করো তুমি এমন আঘাত?
প্রকাশ কোরো না কভু তব গোপনতা
চোখ ফেটে অশ্রু ঝরে কাটে নিঃস্ব রাত
তব চেয়ে থাকা করে আত্মাকে আলাদা,
অন্য আত্মা থেকে গেছে তোমার পরাণে
আত্মা বন্ধু ছেড়ে ছুঁতে চাই তোমা সদা,
বিচ্ছেদ চাই না মেনে নিতে আনমনে।
মোর প্রাণে তব প্রাণ হয়ে আছে বাঁধা
জানি বন্দি রেখে মোরে বন্ধুকে সরাও
মুক্তির আশায় প্রাণ শুরু করে কাঁদা,
নিপীড়িত অন্তরেতে জীবন ছড়াও
প্রাণ ছেড়ে দিলে তবু সত্তা শান্তি পাবে
আমার সুষমা তব হাতে মার খাবে

১৩৪

একথা স্বীকার্য এতে লজ্জা বাধা কীসে?
তোমার খেয়ালে আমি হয়েছি কয়েদি
শাস্তি দিলে সে আঘাত তোমাতেই মিশে
যাবে। কারণ তোমার প্রাণ মর্মভেদী—
তাই ফেরাবে না রেখে তব কাছাকাছি।
করুণার বলহীন তাই মশকরা
চাও তুমি দেখে নিতে কেমনে যে বাঁচি,
সখাকে আটকে রেখে যত হামবড়া।
শাসনের কষ্ট দিয়ে নিতেছ খাটিয়ে,
দেখে নিতে চাও রক্ত কতটা ঝরাই
তব হাবভাব দেখে সময় ফিরিয়ে
চোখ হতবাক বন্ধুর জামিন তাই
বন্দি হয়ে আমি আছি করে ঋণশোধ
তবু তো ছাড়োনি তাকে তুলে অবরোধ।

১৩৫

অসহায় হলেও তোমার এ শিকার
কামনার রথ পথে দ্রুত বেগে ধায়।
কুহকেতে মাখা কাম আছে নির্বিকার।
তার টানে ভাসাই নি তরী অন্যথায়।
বিস্তীর্ণ প্রান্তর জোড়া তোমার কামনা
তার পাশে মোর কাম্য পাবে কি গো ঠাঁই?
সকলকে কাছে নিয়ে তব দিন গোনা
কেন তবে ও আকাশে মোর স্থান নাই?
পূর্ণ সমুদ্রেতে তবু বৃষ্টির আশ্রয়
প্রাচুর্য অথচ ভাণ্ডার বাড়ায় সব
লোক। তাহলে আমার হল যত দায়
তব ভাঁড়ারেতে আছে কামনা বৈভব,
ধন্যবাদ নাহি চাই, চাই বরদান
মরণের আগে যেন কাম্য পায় স্থান

১৩৬

যদি তব আত্মা থাকে কাছে তমসায়
পথ বোধ করে বলো কাম্য অর্থ ভেবে,
পূর্ণ করব না আমি হব অসহায়,
যদি প্রবেশিতে পারি মনে কিগো নেবে?
তব ভালোবাসা পূর্ণ করবে কামনা
কৃতজ্ঞ হৃদয় কোনো শূন্যস্থান রেখে
ফিরবে না। তোমার রয়েছে নানা জনা
সুকেশী আমাকে তবু নাও তুমি ডেকে
নির্দয় হৃদয়ে তব গলিবে পাথর,
এই মোর আশা তব ঘরে হবে জমা।
সামান্য এ দান দেখে নিও সুসাগর
হয়ে উঠবে করিও আমারে হে ক্ষমা —
এক হোক আত্মা মোর তোমার প্রণয়ে,
তোমার কামনা যত মিশে থাক জয়ে।

১৩৭

অন্ধ প্রেম চোখে কেন মায়ার কাজল?
পাতা খোলা, তবু তারা দেখে না কিছুই
সুন্দর চেনে তো তারা জানে তার মূল
অথচ মন্দকে নিয়ে করে হইচই
নীতিহীনতার লাগি একপেশে তার,
এই চোখ ভুল করে চাই বহু জন
প্রেমের ছোঁয়ায় দৃষ্টি সৎ নয় আর
মরেছে অন্তর তাই শোক উদ্‌যাপন।
এ চক্রান্ত কেন ভাবে আমার হৃদয়,
পৃথিবীর সব স্থানে আছে ফাঁদ পাতা।
দুটো চোখ ওই মুখ দেখে ভয় পায়—
আননে নেই আর কোনো সৌন্দর্য বহতা
সত্য বেছে নিতে ভুল করেছে নয়ন
সততার পথ ছেড়ে মিথ্যে সত্য ধন

১৩৮

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয় প্রেমিকা আমার।
খাদহীন তার প্রেম জানি সত্য নয়
অভিজ্ঞতা নেই ভাবে তারুণ্যের ভার
এ ধরায় অজ্ঞ তাই যাহা হয় ক্ষয়
অন্যায় বোধের চাপে মোরে শিশু ভাবে
যদিও জানে সে পার হয়েছি শৈশব
যতই প্রণয় থাক সে মিথ্যুক রবে,
মেয়েদের এই প্রথা, মিথ্যা কলরব
তবুও মিথ্যুক বলে করে না স্বীকার,
তুচ্ছকে গুরুত্ব দেয় প্রেমের পরশ—
তাই বলি না যে মোর প্রৌঢ়তার ভার
বয়ে চলি। প্রেম করে নৃত্যের হরষ
সঙ্গোপনে দোঁহা মিথ্যে বলি দুজনাই,
মিথ্যে বলে দুটি মন প্রেমেতে জড়াই

১৩৯

মিথ্যাকে করতে ভর বলো না আমায়
বলব না নিষ্ঠুরতা, যার ব্যথা প্রাণে
বাজে যা খুশি মুখেতে বলো সরে তায়
যাব শুধু ভ্রূকুটির ঘায়ে বা হুলনে।
অবজ্ঞা কোর না, স্পষ্ট বলো অন্য কারো
প্রেমে উত্তরোল। ভুলো না পাগল চোখ
এভাবে তাকিয়ে তুমি কেন মোরে মারো?
যখন জেনেছ আমি ভয় পাই শোক।
তবু ক্ষমা করি তোমা এই কথা ভেবে,
তোমার নয়নদ্বয় মোর মহা বৈরী;
তাই ভেবে তাহাদের দূরের উৎসবে
পাঠায়েছ। অন্য লোক বেছে নিতে তৈরি
ওরা, দৃষ্টি হেনে বধ করো গে আমাকে—
যদি মরি প্রাণটাকে তুলে নিও কাঁখে

১৪০

সদা থেকো বুদ্ধিমতী নিষ্ঠুর রমণী
যে সয় নীরবে তারে কেন কষ্ট দাও?
অসহ্য তব মুখের বাক্য তব বাণী—
যন্ত্রণার কথা বলে কি যে সুখ পাও?
তোমার বুদ্ধির লাগি প্রসঙ্গত বলি
প্রেম শিক্ষা দেব মোর সে যোগ্যতা নেই
বীজাণুর যে রকম দেখ অলিগলি
জুড়ে থাকে, তেমনি প্রেমের মাঝে তাই
বিজ্ঞ জ্ঞান। হতাশায় হতে পারি মত্ত
সেদিন কুবাক্য যত বলে তব নামে
পৃথিবী অযোগ্য স্থান, কোথা সত্যাসত্য
সকলে কুকথা শোনে নীলামের দামে
আমরা দোহাই ভুলে যা করি তেমন
কাজ। সব চিন্তা ভরা নয় ও নয়ন

১৪১

এ দুটি নয়নে মোর নেই কোনো প্রেম,
সে চোখ তোমার মাঝে ত্রুটি খুঁজে ফেরে।
অথচ অন্তরে আছে প্রণয়ের হেম
ভিতরের চোখ ঠিক তাকে আছে ঘিরে।
তব বাক্যে কান খুশি, এ প্রত্যয় নেই,
স্পর্শ পেতে সদা চাই বোধ দেয় বাধা।
নাক কান বশ নয় শিল্পী তুলিতেই
তারা চায় ইন্দ্রিয়ের সুখ নিয়ে সাধা।
না না যত করি তবু কোথায় মগজে
তোমার নেশার থেকে মুক্তি কোথা পাই?
তুমি তারে মেনে নেবে কীসের গরজে?
সব জেনে দূর থাকি করিয়া বড়াই
তবু ভালোবাসা মোর কবে অঙ্গীকার —
প্রেমেতে ভেসেছি তাই এই পুরস্কার

১৪২

ঘৃণা করে পুণ্য তুমি, ভালোবেসে পাপ
কুড়ায়েছি পাপ যত প্রণয়ে সঞ্চিত
তব তুলনায় তর্ক হলে তুমি চুপচাপ —
অকারণ তর্ক মোর গুণ যা রঞ্জিত।
কারো বিবাদেতে তুমি করো না বিচার,
ঠোঁট থেকে কত শব্দ করেছ উজাড়
মিথ্যে প্রেমের শপথ ঠোঁটে বার বার
আমিও প্রণয় কথা যাহা ছলনার
বলেছি তোমাকে বহু প্রেমিকের প্রিয়া
তব ন্যায় মোর প্রেম সিদ্ধ হয়ে আছে।
দূরে অবস্থিত থেকে দৃষ্টিবাণ দিয়া
প্রিয় যারা, তাহাদের আঘাত হেনেছে
আমিও সেরূপ করি, খুঁজে মরো শুধু
পাবেনা কামনা ধন, মৃত্যু আগে ধুধু।

১৪৩

মা ভোলায় শিশু তার পিঞ্জর পাখিতে
যে পাখির চোখে স্বপ্ন আকাশ সীমায়
মুক্ত হলে উড়ে যায় দূর নীলিমাতে
পাখিকে ধরতে চেয়ে শিশু পিছে ধায়।
চিৎকার বস্ত্রে চলে ছড়ায় হুঙ্কার
সব খেলা ভুলে গিয়ে আনন্দে সে ফোটে
ব্যর্থ হলে পরিশ্রম করে হাহাকার
তব মনে অকারণ ভয় এসে ফোটে
পলাতক পক্ষী যায় তুমি তার পিছে
ছোট আমি ছুটি তব পিছে বাধা দিতে
রেগে ওঠ মোর প্রতি কেন তুমি মিছে
হয়তো ভোলাবে তারে চুম্বন দানিতে
মার মতো প্রার্থনায় নাহি পাই সাড়া
তবু কাম্য পলাতকে হয়ো নাকো হারা

১৪৪

দুটি বোধ কাজ করে। সান্ত্বনা, হতাশ —
দুজনেই প্রিয় আত্ম — যে রকম প্রাণ,
একজন দেবদূত দ্বি-সত্তা প্রকাশ
সত্যবদ্ধ ! অন্য পাপিষ্ঠ তার সন্ধান
লোভের ইশারা। নরকের পথে নিতে চায়।
সত্যবদ্ধ সত্তাকে সে করে প্রভাবিত,
পাপিষ্ঠ সত্তার লাগি দেবদূত যায়
ছেড়ে চলে, থাকি হয়ে বিচলিত, ভীত
এখন দেবদূতকে ভাবি শয়তান
তাই দোঁহাকার মাঝে ভুল সত্য খুঁজি
সেকথা বলিতে মুখে কাঁপিছে পরাণ।
নরকে মৃত্যুর মাঝে আছে চোখ বুঝি
কারো কোনো পাপে আর সংশয়িত নয়
যতকাল না একে অন্যে করিবে বিদায়।

১৪৫

প্রণয় আকুতি ভরা তোমার অধর—
ঘৃণা করি এই কথা বলেছ আমায়
সয়েছি সেই বেদনা মনে এনে জোর
বুঝিনি কেমনে দিলে এমন ব্যথায়।
তারপরে সেই ক্ষণে দেখেছি আমাকে,
দয়ায় সজল হয়ে উঠেছে নয়ন
বিবর্ণ হয়েছি তাই দেখে অপলকে
অপরাধ বোধে তার রেঙেছে আনন
মন থেকে এরপর ঘৃণা হল দূর—
রাত শেষ হয়ে এল নতুন সে দিন
তার প্রেমে সুখে আমি হই ভরপুর
নরকের স্বপ্ন শেষে বাজে স্বর্গ বীণ
এভাবেই ঘৃণা থেকে লভি ভালোবাসা
আপন স্বভাবে তার পেলাম ভরসা।

১৪৬

ওহে আত্মা আছ তুমি পাপ কেন্দ্রে মম
অশুভ শক্তিরা থাকে পাপের জগতে
হে প্রাণ সংযত হয়ে বজ্র মন্ত্র সম
নিয়ে চল। অন্তরে বেদনা হরষিত
আছি বেশ বাহিরেতে তোমার ভঙ্গুর
বেদনায় ভরা, কেন তুমি সহিছ তাহাকে?
স্থানের মতন তুমি চেতনায় চুর
আনন্দ দেয়াল চারপাশে তবু ফাঁকে —
সামান্যতা তাই আত্মা অন্য কোনো ভাবে
আমাকে বাঁচাও ক্রমান্বয়ে অমরত্ব
এনে দৃঢ় হয়ে জ্বলো আপন স্বভাবে
বাহিরে ঐশ্বর্য বাব, তার ভিখারিত্ব
কেন? একদিন মৃত্যু সব করবে শেষ?
হাত বাড়ালেই সে যে করবে নিঃশেষ

১৪৭

উত্তাপ ছড়ায় প্রেম যেন জ্বরো রোগী
নিষেধ না মেনে তার কুখাদ্যকে চায়।
তৃপ্তিহীন ক্ষুধা তবু অপথ্যের ভোগী
মুহূর্ত যাপন করে বেদনা বাড়ায়
বৈদ্য হয়ে যত প্রেম বিকারে বোঝাই
যুক্তি মানা দূরে থাক বকে সে প্রলাপে
বৈদ্যরাজ ক্রোধে করে ন্যায়ের বড়াই
অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মৃত্যুদিন যপে
অসহায়ে যুক্তি মোর আরোগ্য হবে না,
দেহ কামনায় সে যে চঞ্চল উন্মাদ
চিন্তা মাঝে সব কথা হয়ে আছে বোনা।
শুধু নেই তার মাঝে সত্য প্রতিবাদ
জানি তুমি কালো যেন কৃষ্ণপক্ষ রাত
তবুও সুন্দর তাই বাড়ায়েছি হাত।

১৪৮

প্রেম বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়েছে নয়নে,
তাতে বস্তু প্রকাশিত নয় তার রূপে
দেখি কিন্তু বিচারের বুদ্ধির মননে
যা কিছু প্রকৃত তারে রাখে চুপে চুপে।
ভুল দৃষ্টি দিয়ে যারে বলেছি মধুর,
নস্যাৎ করুক লোকে কী বা আসে যায়
প্রেম দৃষ্টি এলোমেলো হারায়েছি সুর
প্রণয়কে কুশ্রী কেন ওরা সব কয়?
কেমনে যে সত্য হয় প্রণয় চাইনি
সূর্যের উত্তাপ ঢাকা মেঘের মায়ায়
প্রেমদৃষ্টি সে রকম সিক্ততায় আনি।
যদি ভুল দেখে তার কীসের অন্যায়?
ভালোবাসা অশ্রু দিয়ে কেন চোখ ঢাকা?
দু'নয়ন থেকে দূরে দোষ তব রাখা

১৪৯

কী করে নির্দয় তুমি বলো প্রেম নেই?
অথচ তোমাকে ভালোবাসি বলি দিয়ে
নিজ মত মনে পড়ে বিস্মরণে তাই
শাস্তি বেছে নেই নিজেকে বিছিয়ে
যে তোমাকে হেলা করে সে তো মিত্র নয়
যাকে তুমি অসহ্য ভেবেছ তার দিলে
ভ্রূকুটির তির হানি তাকে শত্রুতায়
তুচ্ছ করি বিরাগতা নিজেই নিজেকে
অহংকারী গুণ যাহা তব প্রশংসায়
নয় মুখরিত, তাকে গুণ বলেই ভাবিনা
তোমার ত্রুটিকে যদি কেউ না দেখায়,
আঁখি পানে চেয়ে তব হয় আনমনা
ঘৃণিত হলেও তব প্রেমকে জেনেছি,
দৃষ্টিহীন তবু ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছি

১৫০

কীসের জোরেতে প্রেম বশীভূত করে
মোরে তব প্রতি পরিচালিত করেছ?
দৃষ্টি মোর উদ্‌ভ্রান্ত কোন জাদু ভরে
উজ্জ্বল দিনের আলো আঁধারে ভরেছ?
সব কিছু কেমনে যে করো তুমি কালো
অথচ তাহার মাঝে ফোটে তব জোর
বুঝি না সুখের স্বাদ মন্দ কিবা ভালো?
যা কিছু খারাপ তাই চোখে আনে ঘোর—
সকলে ঘৃণায় জানে তাকে ভালোবাসি
কেন ঘৃণা করে লোকে তা বুঝি না বুঝি
কে জানাল তব প্রতি প্রণয় প্রত্যাশী?
দাও নাই হাসিটুকু যাহা আমি খুঁজি
তারে রাখ অযোগ্যতা তবু প্রেম নাও
চিরকাল তা প্রেম মোরে তুমি দাও

১৫১

হে নবীন, জানো না কী কাকে বলে মন?
জানো না কী মন ছাড়া প্রণয় সম্ভব?
বিভ্রান্তির মাঝে তুমি করো না বপন,
তাহলে আমায় দোষ করে কলরব
দেবে দেখা। করে যাব প্রতারণা আমি—
নিজ সদগুণ বিক্রি হবে আপন শরীরে,
কোনো বোধ শুনবে না   রহিবে না থামি
অন্তর হবে না ছোটো প্রেমের দুয়ারে
পুরস্কৃত হতে চায় আজো তব দেহ,
তব নামে তার খুশি গর্বে অহংকার
অনুভূত উন্নতির মূল সূত্র স্নেহ —
তোমার পতনে সেথা নামে অন্ধকার
মন প্রতি দিকে চেয়ে তাই প্রিয় বলি তারে
সহ্য করি ভাঙাগড়া প্রণয়ের ভারে

১৫২

প্রতিজ্ঞা থাকেনি মনে প্রণয় প্রহরে
তুমি জান সেই কথা ভেঙেছ শপথ
ঘৃণা করেছ, তোমায় প্রেম উপহারে
মোর প্রেম ঠেলে দিয়ে চালায়েছ রথ।
দ্বিগুণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে অভিযোগ আনি
কুড়িবার নিজেই তো কথার খেলাপ
করেছি স্বার্থের লাগি সব ছিল জানি
বিশ্বাসকে অপমানে তব প্রতি পাপ
করি। তব দয়ামায়া সম্মানেরে হানি
করেছি কত না কথা শপথ চয়ন
তব প্রণয়ের লাগি করি অন্ধে আলো
দান। মিথ্যা সত্যে রূপ আঙুলে বয়ন
পাপ করে গেছি। তোমার সৌন্দর্য ভালো
বেসে সত্য নিয়ে তাই মিথ্যে এত কালো।

১৫৩

মশাল জ্বালিয়ে হাতে প্রেমের দেবতা
ঘুম যায়। ডায়েনা তখন তাকে দেখে—
কত প্রাণে প্রেম জাগে, কত মধু কথা
সে মশাল নিবে যায় প্রস্রবণ বাঁকে।
তবু কিন্তু তার এক দহনের তাপ
চিরন্তন কাল জুড়ে আজো বর্তমান
লোক কথা, সেই তাপে উবে যায় পাপ।
বহু রোগী চাঙ্গা হয় গায় তারা গান
প্রণয়িনী চোখে দেখি সেই রশ্মিজাল—
জীবন স্পন্দন দেয় ভগ্ন এ পরাণ,
নিরাশার মধ্য থেকে আশার সকাল।
যাহা মোর শ্রেয় নয় তাহার সন্ধান।
শুধু পাই অযোগ্য আমার প্রিয় চোখে
যা যা, সেথা যেন ফোটে ফুল বহ্নি থেকে।

প্রেমের নবীন দেব ঘুমায় ক্লান্তিতে।
প্রজ্বলিত আলো পাশে না আনে জোয়ার
কুমারী জলের পরি কৌমার্যকে দিতে
প্রেম দেব তার লাগি রচে মায়া দ্বার।
জলপরি মশালকে তুলে নেয় হাতে,
অনলে জ্বলিয়া ওঠে অসংখ্য পরাণ।
প্রেম দেব কামনায় উদ্বেল প্রভাতে
জলপরি অন্যভাবে করে সঙ্গদান।
শয্যাপাশে প্রজ্বলিত আলো ফেলে জলে
প্রেমবহ্নি মশালকে দেয় স্থায়ী তাপ,
শীতল বারি ধারা ঝরে ছলছলে
অসুস্থ ব্যক্তির পড়ে প্রতিকার চাপ।
প্রেমবহ্নি কমে না জলকে উষ্ণতায়
নিয়ে চলে এই শিক্ষা প্রেমিকা ছড়ায়।

বিগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শেকসপিয়রের রচনাগুলির জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। নাটক ছাড়াও তিনি একশো চুয়ান্নটি উৎকৃষ্ট সনেট লিখেছিলেন। শুধুমাত্র এই সনেটের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। নাটক রচনার জন্য সেভাবে কবিতা রচনায় তিনি মন দিতে পারেননি। কিন্তু ১৫৪টি সনেট তাঁকে মহাকবির আখ্যায় ভূষিত করেছে।

১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন পরিত্যাগ করে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। তখন তিনি বিত্তশালী ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। যদিও গ্রামে ফিরবার পর তিনি আর বেশিদিন বাঁচেননি। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫২ বছর বয়সে প্রয়াত হন। গ্রামের শান্ত গির্জায় তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।